রাজস্থান।

মিবার।

"—there is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylæ, and scarcely a city that has not produced its Leonidas. But the mantle of ages has shrouded from view what the magic pen of the historian might have consecrated to endless admiration".

চারু-বার্ত্তার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, বরাট প্রেসে

শ্রীবামাচরণ মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯০।

মুখবন্ধ।

গিরিরাজ হিমালয়ের অভ্রভেদী তুঙ্গ শৃঙ্গশিরে দণ্ডায়মান হইয়া অদ্য যদি একবার সুবিশাল ভারতক্ষেত্রের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমগ্র ভারতবর্ষ যেন এক নবজীবনে ধীরে ধীরে উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে; যেন এক নবীন শক্তি সেই সানুমান হিমাচলের পাদদেশ হইতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর সহিত উদ্ভূত হইয়া তাড়িত প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সুদূর কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইতেছে; সেই শক্তির সঞ্জীবনী মহিমার গুণে বহুদিনের জড় ও নির্জ্জীব ভারত-সন্তানগণ যেন অল্পে অল্পে পূর্ব্ববল পুনরুপচয় করিতেছে। এই সকল দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইবামাত্র হৃদয়ে সহসা এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, 'যে ভারত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চিতাভস্মপূর্ণ বিষাদময় শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, সে নির্জ্জীব ভারত আজ্ কোন্ দৈবীশক্তির প্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে?—কোন্ মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রবলে সেই সমস্ত স্তূপীকৃত ভস্মরাশির অভ্যন্তর হইতে ভারতসন্তানগণের সজীবদেহ উত্থিত হইতেছে?' এ প্রশ্নের উত্তর—বহুকালবিস্মৃত কোন একটী মনোমোহন বিষয় মনে পড়িলে হৃদয় যেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়, আজি ভারতসন্তানগণের অতীত ভারতবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহাদের সকলের হৃদয় এক অভিনব আনন্দে পরিপূরিত হইতেছে। প্রাচীন ভারত—জগন্মান্য আর্য্যগণের স্বর্গসুখময় লীলানিকেতন;—সে পূর্ব্বতন ভারতের মহনীয় কীর্ত্তিকলাপ ও গৌরব-গরিমার বিষয় কীর্ত্তন করা অধুনা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, কবিগুরু বাল্মীকি এবং কবিকুলতিলক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি আর্য্যমনীষিগণের মোহিনী তুলিকার প্রভাবে তাহার চিত্র আজিও প্রত্যেক ভারতসন্তানের নয়নসমক্ষে উজ্জ্বলবর্ণে বিরাজিত রহিয়াছে; কিন্তু যে দিন তাঁহাদের হস্তস্থিত তুলিকা স্খলিত হইল, যে দিন তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী বিধিলিখন পূরণ করিবার জন্য এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন হইতে ভারতের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সে অন্ধকাররাশী বিদূরিত করিয়া ভারতের ঐতিহাসিক রত্ন উদ্ধার করিতে যে কতিপয় ভারতসন্তান চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; সুতরাং ভারতের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকলের অধিগম্য হইয়াও হয় নাই। ক্রমে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের সহিত ভারতের সম্বন্ধ বন্ধন হইতে লাগিল; ক্রমে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের অতীত গৌববের বিষয় অল্পে অল্পে জানিতে পারিয়া তাহার কীর্ত্তিসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের সে মন্থন হইতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক রত্ন

ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই সকল রত্নের মধ্যে "রাজস্থান" অন্যতম। ইহা ভারতরত্নাকরের একটী অমূল্য রত্নবিশেষ। যে মহাপুরুষ অসীম যত্ন ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া ইহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহার পবিত্র নাম অধিকাংশ ভারতসন্তানের বিদিত নহে।

আমাদিগকে অধিক দূর অনুসন্ধান করিতে হইবে না। একবার উনবিংশ শতব্দীর সভ্যতা এবং সুসভ্য পাশ্চাত্য মনীষিগণের গভীর গবেষণার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেই বিমল সভ্যতা ও গভীর গবেষণার প্রভাবে ভারতে আজ্ একটী নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে। ভারতসন্তানগণ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের বিষয় জানিতে পারিয়া ধীরে ধীরে ভূতকথা মনে করিতেছেন।

মহাত্মা কর্ণেল টড্ ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নজাতীয় হইয়াও যেরূপ কঠোর পরিশ্রম, অপরিসীম অধ্যবসায়, মহৎ আত্মত্যাগ এবং অনন্য সাধারণী অনুসন্ধিৎসা সহকারে ভারতবর্ষীয় পতিত আর্য্যবীরগণের কীর্ত্তিকলাপ সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় সহসা বিমল কৃতজ্ঞতারসে অভিসিঞ্চিত হয় এবং সজাতি ও বিজাতি ভুলিয়া ভক্তিরূপ প্রসূনমালা লইয়া তাঁহাকে দেবভাবে পূজা করিতে অগ্রসর হয়। যদি তিনি এই ভারতক্ষেত্রে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধৃত হইত কি না, তাহা কে বলিতে পারে?—তাহা হইলে বিশাল শৈল, কানন ও সাগরসমূহ পার হইয়া এই দীন ভারতের অতীত কাহিনী সুদূর শ্বেতদ্বীপের কর্ণগোচর হইত কি না, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ।

মহাপুরুষ টডের পবিত্র নাম যে, অধিকাংশ ভারতসন্তানের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহার কারণ তৎপ্রণীত মহামূল্য "রাজস্থান" গ্রন্থের অনুবাদাভাব। ভিন্ন ভাষার নিবিড় আবরণে সমাচ্ছাদিত বলিয়া, সে গ্রন্থ প্রায় সমস্ত ভারতসন্তানের অবিদিত। সুতরাং তৎপ্রণয়ন কর্ত্তার পবিত্র নামও তাঁহাদের অবিদিত। যদি রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় রাজস্থান গ্রন্থ্ ভারতীয় সকল ভাষাতেই অনুবাদিত হইত, তাহা হইলে সকল ভারতসন্তানই আজ টডমহোদয়কে দেবভাবে পূজা করিতেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহাতে রাজস্থান সকল ভারতসন্তানেরই অধিগত হয়, তদ্বিষয়ে স্বদেশহিতৈষী হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ চেষ্টা করা অতীব কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যজ্ঞান ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী বঙ্গীয় ভ্রাতার হৃদয়ে উত্থিত হওয়াতে তাঁহারা তৎসাধনে যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের যত্ন সম্পূর্ণ বিফল হইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি শোভাবাজারের খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত মিত্র মহাশয় এই গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বরদা বাবুর বিদ্যোন্নতিসাধনে যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তৎপ্রকাশিত রাজস্থান যেরূপ সুচারুরূপে সঙ্কলিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হইতেছে যে, তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন; কিন্তু তৎপ্রকাশিত রাজস্থানের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়াতে তাহা সকল বঙ্গসন্তানের অধিগম্য হইতেছে না। সুতরাং

দেশের অভাব পূর্ণভাবে নিরাকৃতি হইতেছে না। রাজস্থান যেরূপ উপাদেয় গ্রন্থ, যাহাতে দীন দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী সকল প্রকার লোকেরই পক্ষে সুলভ ও অধিগম্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করা এক্ষণে মুখ্য কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য সাধনার্থে আমি অদ্য এই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহাতে আমি কপর্দ্দক মাত্রও লাভের প্রত্যাশা করি না। আমি যে কিরূপ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ সকলের পক্ষে সুলভ ও অধিগম্য করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা বিবেকবান্ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

মৎপ্রচারিত রাজস্থানের সুলভ মূল্যের বিষয় অবগত হইয়া যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিব, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেননা রাজস্থানের কোন প্রয়োজনীয় অংশই পরিত্যক্ত হইবে না। যে সকল স্থল বঙ্গসন্তানমাত্রেরই বিদিত এবং যাহা সন্নিবেশ করিলে গ্রন্থের কলেবর অনর্থক বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে এবং অসংলগ্ন ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইবে, আমি সেই সকল স্থলই পরিত্যাগ করিব। প্রয়োজন বোধে কোন কোন স্থল পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া দিব। এ বিষয়ে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি মহাত্মা টডের বিদ্যাবুদ্ধির উপর লেখনী চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাতে আমি তৎপ্রদর্শিত পদবী অনুসরণ করিয়াছি। টড্ মহোদয় স্বকীয় শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তনিচয় অনেক স্থলে বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবেশ করিয়াছেন। অপিচ সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া, পৌরাণিক ঘটনাসমূহ প্রকটন করিতে করিতে দুই চারি স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সেই সমস্ত বিচ্ছিন্নাংশ যথাস্থানে সন্নিবেশ ও ভ্রম সকল সংশোধন করিয়া গ্রন্থের যথাসম্ভব অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। এক্ষণে যদি বঙ্গীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ হৃদয়ের সহানুভূতী প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে উৎসাহিত করেন, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা,
১২৮৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট,
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত।

পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়।—রাজস্থান;—রাজস্থানের ভৌগলিক সীমা;—সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ;—পৌরাণিক বৃত্তান্ত। ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।—সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের বংশাবলি ও তাঁহাদের সমসাময়িক বিবরণ।—ইক্ষ্বাকুবংশ;—বিদেহবংশ;—চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের সমালোচনা;—নহুষ ও ককুৎস্থ;—কাবেরী ও জহ্নু;—মতিনার ও যুবনাশ্ব;—শশবিন্দু ও যুবনাশ্ব;—হরিশ্চন্দ্র, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও রামচন্দ্র;—রোমপাদ ও দশরথ। ৫

তৃতীয় অধ্যায়।—প্রাচীন আর্য্যনৃপতিগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নগর ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা।—অযোধ্যা;—মিথিলা;—রোতস ও চম্পাপুর;—প্রয়াগ ও মাহেষ্মতী;—কুশস্থলি দ্বারকা;—মথুরা;—শূরপুর;—হস্তিনাপুর;—পঞ্চালিকা ও কাম্পিল্য;—মহোদর, কান্যকুব্জ ও গাধিপুর;—কৌশাম্বী;—ধর্ম্মারণ্য ও বসুমতী;—রাজগৃহ;—ইন্দ্রপ্রস্থ;—পালিবোত্র ও আরোর;—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কৈকয় ও মদ্রক;—গান্ধার;—কলিঞ্জর, কেরল,পাণ্ড, ও চোল। ১১

চতুর্থ অধ্যায়।—রাম ও যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং অন্যান্য রাজবংশের সমালোচনা।—লব ও কুশ;—সুমিত্র;—রাজপাল;—রিপুঞ্জয়;—সুখবন্ত ও বিক্রমাদিত্য;—প্রদ্যোত;—নন্দিবর্দ্ধন;—শিশুনাগ; —চন্দ্রগুপ্ত;—অষ্টমিত্র;—ভূমিত্র;—শালাসুধি। ১৭

পঞ্চম অধ্যায়।—যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি অভিযানোদ্দেশ্যে ভারতভূমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং শাকদ্বীপীয় ও স্কন্দনাভীয় জাতির সহিত রাজপুত জাতির সাদৃশ্যের সমালোচনা।—তাতার ও মোগল;—আয় ও আয়ু;—আয়ু ও য়ু;—শীথেশ;—প্রাচীন জর্ম্মনদিগের বেশ-বিন্যাস;—টুইষ্ট, আর্থা ও বোধেন;—পূজাবিধি;—বীর ব্যবহার;—ভট্টকবি;—যুদ্ধরথ;—স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার;—দ্যূত;—শাকুনিক ও সামুদ্রিক গণনা;—বিকট মদিরা-পানাশক্তি;—অন্ত্যেষ্টি-সংকার;—অশ্বমেধ। ... ২১

পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।—রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।—অগ্নিকুল;—গ্রহলোট বা গিহ্লটি;—যদু;—তুয়ার;—রাঠোর;—কুশাবহ;—প্রমার;—চাহুমান বা চৌহান;—চৌলুক্য বা শোলাঙ্কি;—প্রতিহার;—সৌর;—তক্ষক;—জিত;—হূন;—কাত্তি;—বল্ল;—জৈত্ব, জিত্ব বা কামারী;—গোহিল;—দেবী;—গর;—দর বা দোদা—ঘরওয়াল,—বীরগুজর;—সেনগড়;—শিকারবল;—বাইস;—দাহিয়া;—জৈহা;—মোহিল;—নিকুম্প;—রাজপালী;—দাহির;—দাহিমা। ৩৫

মিবার।

প্রথম অধ্যায়।—রাজস্থান-ভাগ;—প্রমাণস্বরূপ নানা ভট্টগ্রন্থ ও শিলালিপির বিবরণ;—কনকসেন;—সৌরাষ্ট্র প্রদেশে তৎকর্তৃক উপনিবেশ স্থাপন;—বল্লভীপুর;—শিলাদিত্য;—ম্লেচ্ছগণকর্তৃক বল্লভীপুর-আক্রমণ;—বল্লভীর উৎ-সাদন। ৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়।—গোহের জন্ম;—তৎকর্তৃক ইদর-রাজ্য-প্রাপ্তি;—গিহ্লোট শব্দের ব্যুৎপত্তি;—বাপ্পার জন্ম;—গিহ্লোটদিগের পুরাতন পূজা-বিধি;—বাপ্পার বিবরণ;—অগুণাপানোর;—বাপ্পার শৈবমন্ত্র গ্রহণ;—তৎকর্তৃক চিতোর প্রাপ্তি;—তাঁহার আশ্চর্য্যকর চরমবিবরণ;—দ্বিতীয় ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী মিবারেতিবৃত্তের চারিটী প্রধান কালের নিরূপণ। ... ৭৯

তৃতীয় অধ্যায়।—বাপ্পারাওল ও সমরসিংহের মধ্যবর্ত্তী নরপতিগণের বৃত্তান্ত;—বাপ্পার সন্তানসন্ততিগণ;—খোমান;—আরবীয়গণকর্তৃক ভারতাক্রমণ;—খলিফা ওমার—তদীয় সেনাপতি আয়েব কর্তৃক ভারতাক্রমণ;—আয়েবের পরাজয় ও নিধন;—খলিফা ওসমান, আলি ও আবদুল মেলেক;—মহম্মদ বিন কাসিম;——তৎকর্ত্তৃক ভারত-আক্রমণ;—সিন্ধুপতি দাহির রাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ;—যবনের হস্তে সতীত্ব-রক্ষার্থ দাহির-রাজের দুহিতাদ্বয়ের কৌশল;—সমসাময়িক গিহ্লোট ও মুসলমান নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা;—বোগদাদ রাজ্যের অধঃপতন;—যবনকর্ত্তৃক চিতোরাক্রমণ;—

পৃষ্ঠা।

যবনাক্রমণ হইতে চিতোরপুরী রক্ষার্থে হিন্দু বীরগণের যুদ্ধসজ্জা ;—খোমানের রাজ্য-শাসন ;—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাঁহার অত্যাচার ;—পুত্রহস্তে তাঁহার মৃত্যু ;—ভর্তৃভাট ;—গিহেলাট ও চৌহানের শত্রু ও মিত্রভাব। ... ৯৬

চতুর্থ অধ্যায়।—মহাকবি চাঁদভট্ট প্রণীত ঐতিহাসিক বিবরণাবলি ;—অনঙ্গপাল—পৃথ্বীরাজ ;—সমরসিংহ ;—তাতারগণ কর্তৃক ভারতাক্রমণ ;—পৃথ্বীরাজের স্বপ্নদর্শন ;—সঞ্জুক্তার অদ্ভুত মহত্ব ;—সমরসিংহের নিকট পৃথ্বীরাজের দূত প্রেরণ ;—সমরসিংহের সসৈন্যে দিল্লিযাত্রা ;—দিল্লি হইতে যুদ্ধ-যাত্রা ;—সমরসিংহের অপ্রতিম গুণাবলি ;—দৃষদ্বতী-তীরে হিন্দুমুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ ;—যবনদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতা ;—পৃথ্বীরাজের পরাজয় ;—সমরসিংহের সমর-ক্ষেত্রে প্রাণোৎসর্গ ;—ভারতের তদানীন্তন অবস্থা ;—রাজপুত চরিত্র ;—কর্ম্মদেবী ;—যবন বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা ;—তাঁহার হস্তে কুতবুদ্দীনের পরাজয় ;—কর্ণ ;—রাহুপ ও মাহুপ ;—চিতোর-সিংহাসনে রাহুপের অধিরোহণ ;—রাহুপের "রাণা" উপাধি-প্রাপ্তি ;—রাহুপ ও লক্ষ্মণসিংহের মধ্যবর্ত্তী গিহেলাট নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১১২

পঞ্চম অধ্যায়।—রাণা লক্ষ্মণসিংহ ;—অল্লাউদ্দীন কর্তৃক চিতোরাক্রমণ ;—পদ্মিনী ;—আল্লা-উদ্দীনের বিশ্বাস-ঘাতকতা ;—ভীমসিংহকে উদ্ধার করিবার জন্য চিতোরের সর্দ্দারগণের অসিধারণ ;—ভীমের উদ্ধারার্থ সতী পদ্মিনীর অপূর্ব্ব কৌশল ;—বীর বালক বাদল ;—হিন্দুমুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ ;—রাণার দেবদর্শন,—রাণা ও তৎপুত্রগণের অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ ;—জহরব্রত ;—চিতোর-রক্ষার্থ রাজপুত বীরগণের প্রাণপণে চেষ্টা ;—চিতোর-ধ্বংস ;—অজয়সিংহ ;—হামিরের জন্মবিবরণ ;—যবনবিরুদ্ধে হামিরের অসিধারণ ;—বালক হামিরের অদ্ভুত বীরত্ব ;—পিতৃব্য কর্তৃক চিতোরসিংহাসনে তাঁহার অভিষেক ;—টীকাডোর ;—চিতোরোদ্ধারার্থ হামিরের কৌশল ;—কৈলবারা ;—মালদেবের দুহিতার সহিত হামিরের বিবাহ-সম্বন্ধ ;—হামিরের বিবাহ-যাত্রা ;—তাঁহার বিবাহ ও তদীয় পত্নীর অপূর্ব্ব পতি-প্রেম ;—চিতোরোদ্ধারের সুযোগ ;—মালদেবের সঙ্কট ;—হামির কর্তৃক চিতোরোদ্ধার ;—যবনরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ;—যবনরাজের পরাজয় ;—হামিরের রাজ্য-শাসন ,—তাঁহার পরলোকগমন ;—ক্ষেত্র সিংহের অভিষেক ;—বিশ্বাস-ঘাতকের হস্তে তাঁহার প্রাণত্যাগ ;—লাক্ষের সিংহাসনারোহণ ;—লাক্ষের রাজ্য-শাসন ;—যবনগ্রাস হইতে গয়াতীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য লাক্ষের তৎপ্রদেশে যুদ্ধযাত্রা ;—যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার প্রাণত্যাগ। ... ১৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়।—রাজপুতদিগের নারী-বিষয়ক শিষ্টাচার ;—বীরবর চণ্ড ;—তাঁহার অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা ;—রাণার অপূর্ব্ব পরিণয় ;—মকুলজির জন্ম ;—চণ্ডের

পৃষ্ঠা।

জ্যেষ্ঠ-স্বত্বাধিকার ত্যাগ ;—তৎকর্ত্তৃক রাজকার্য্যানুশীলন ;—মকুলজননীর দুর্ব্বৃত্ততা ;—চণ্ডের মনোবেদনা ;—মারবারের দুরভিসন্ধি ;—মকুলজননীর সঙ্কট ;—রণমল্লের বিশ্বাসঘাতকতা ;—চণ্ডের মহত্ত্ব ;—চণ্ডকর্ত্তৃক দুরাচার রাঠোরদিগের শাস্তিবিধান;—রণমল্লের প্রায়শ্চিত্ত;—যোধরাও ও হরবাশঙ্কল; —তাঁহার নিকট যোধরাওয়ের পরাজয়-স্বীকার ;—"মুণ্ডকাটী" ;—রাণার গদবার-প্রাপ্তি ;—মকুলের রাজ্যশাসন ;—বিশ্বাসঘাতকের হস্তে মকুলের প্রাণনাশ ;—চিতোরের সঙ্কট ;—রাঠোররাজের নিকট কুম্ভের সাহায্য-প্রার্থনা;—রাতাকোট দুর্গ-অধিকার এবং চাচা ও মৈরের শাস্তিবিধান। ... ১৬১

সপ্তম অধ্যায়।—কুম্ভের সিংহাসনারোহণ ;—তাঁহার অদ্ভুত ভাবীদর্শন ;—সহাবুদ্দীনের পরবর্ত্তী যবন নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত সমালোচন ;—মালব ও গুর্জ্জরের নৃপতিদ্বয় কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ ;—কুম্ভের হস্তে তাঁহাদের পরাজয় এবং মালব-রাজের বন্দিত্ব-স্বীকার ;—কুম্ভের উদারতা ;—কুম্ভকর্ত্তৃক দুর্গ ও প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ;—মীরা বাই ;—রাঠোর-রাজকুমারের নিরাশ প্রেম;—পুত্রহস্তে রাণা কুম্ভের নিধন;—পিতৃহন্তার দুর্দ্দশা ; রায়মল্লের সিংহাসনারোহণ; —সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল ;—ভ্রাতৃত্রয়ের পরস্পরের সহিত বিবাদ ;—নাহারা মুগরা;—পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসন;—মিবার রাজ্যের বিপ্লব;—পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক বিপ্লব-শান্তি এবং মীনদিগের শাস্তিবিধান;—পৃথ্বীরাজের পিতৃ-রাজ্যে আগমন ;—বীরনারী তারাবাইয়ের জন্ম ;—শূরতানের কঠোর পণ ;—জয়মল্লের মৃত্যু ;—তারাবাইয়ের সহিত পৃথ্বীরাজের সাক্ষাৎ ও তোডাতঙ্ক-উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা ;—তারাবাইয়ের অদ্ভুত বীরত্ব ; পৃথ্বীরাজের সহিত সূর্য্য-মল্লের বিবাদ ;—পৃথ্বীরাজের নিকট পরাজিত হইয়া সূর্য্যমল্লের বনমধ্যে পলায়ন ও তথায় প্রতাপগড় নগর-স্থাপন ;—পৃথ্বীরাজের ভগিনীর উপর পাভুরায়ের অত্যাচার;—পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পাভুর শাস্তিবিধান;—বিশ্বাসঘাতক পাভু কর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজের প্রাণ-সংহার ;—পৃথ্বীরাজের মৃতদেহ লইয়া পতি-প্রাণা তারাবাইয়ের জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ ;—পুত্রশোকে রাণা রায়মল্লের মানবলীলা-সম্বরণ। ১৮৩

অষ্টম অধ্যায়।—রাণা সংগ্রামসিংহের সিংহাসনারোহণ;—মুসলমান সাম্রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা-কীর্ত্তন ;—মিবারের গৌরব ;—সঙ্গের জয়ার্জ্জন ;—ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভারতাক্রমণ-বৃত্তান্ত ;—ভবিষ্য পুরাণোক্ত কঠোর লিখনের পূরণ ;—বাবরের বাল্য চরিত ;—তৎকর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ ;—তৎকর্ত্তৃক দিল্লীশ্বরের পরাজয় ও নিধন ;—বাবরের বিরুদ্ধে সঙ্গের যুদ্ধযাত্রা ;—কন্নুয়ার যুদ্ধ ;—প্রথম যুদ্ধে বাবরের পরাজয় ;—বাবরের প্রায়শ্চিত্ত ;—তাঁহার নিরুৎসাহ সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করণ ;—পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ;—তুমার

পৃষ্ঠা।

শিলাদিত্যের বিশ্বাসঘাতকতা;—তন্নিবন্ধন সঙ্গের পরাজয়;—বাবরের বীভৎস জয়স্তম্ভ ;—সঙ্গের মনোভঙ্গ ও অকালমৃত্যু ;—সিংহাসন লইয়া সঙ্গের বিধবা পত্নীদিগের মধ্যে বিবাদ ;—রাণা সঙ্গের চরিত্র-বর্ণন;—রত্নের রাজ্যাভিষেক ;—সূর্য্যমল্লের সহিত তাঁহার বিবাদ ;—উভয়ের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ ও পরস্পরের প্রাণত্যাগ ;—বিক্রমজিতের সিংহাসনারোহণ ;—তৎকর্ত্তৃক সর্দ্দারদিগের অবমাননা;—মিবারে ঘোরতর বিপ্লব;—লৈচাক্ষেত্রে বাহাদুরের সহিত বিক্রমজিতের যুদ্ধ ;—বাহাদুর কর্ত্তৃক চিতোরাক্রমণ ;—চিতোর রক্ষার্থ চিতোরের বীরগণের ঘোরতর যুদ্ধ;—বীরনারী জবহর বাই ;—তাঁহার অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল ;—জহরব্রত;—চিতোরপুরীর বীভৎস হৃদয়স্তম্ভন দৃশ্য ;—হুমায়ুনের আগমনে চিতোর হইতে বাহাদুরের প্রস্থান ;—রাখীবন্ধন ;—হুমায়ুনের সাহায্যে বিক্রমজিতের পুনরভিষেক ;—তৎকর্ত্তৃক সর্দ্দারদিগের ঘোরতর অপমান ;—সর্দ্দারদিগের প্রতিহিংসা। ২১২

নবম অধ্যায়।—বিক্রমজিতের রাজ্যচ্যুতি ;—বনবীরের সিংহাসনারোহণ ;—তৎকর্ত্তৃক বিক্রমজিতের প্রাণসংহার ;—সঙ্গের শিশু তনয় উদয়সিংহকে হত্যা করিতে বনবীরের উদ্যোগ ;—পরম বিশ্বস্তা ধাত্রী পান্না কর্তৃক উদয়সিংহের প্রাণরক্ষা ;—তাঁহার সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাস ;—তাঁহাকে সর্দ্দাগণের রাণা বলিয়া গ্রহণ ;—"চুনা" বিবরণ ;—উদয়সিংহের অভিষেক ;—উদয়সিংহের অকর্ম্মণ্যতা ;—আকবরের জন্ম;—হুমায়ুনের বিপদ ;—শরহিন্দ-যুদ্ধ;—বালক আকবরের বীরত্ব ;—হুমায়ুনের জয় এবং পুনর্ব্বার সিংহাসনলাভ ;—তাঁহার পরলোকগমন ;—আকবরের সিংহাসনারোহণ ;—উদয়সিংহ এবং আকবরের বিসম্বাদী চরিত্রের সমালোচনা ;—আকবর কর্ত্তৃক চিতোরাক্রমণ ;—উদয়সিংহের পলায়ন ;—চিতোর-রক্ষার্থ রাজপুতগণের অসিধারণ ;—জয়মল্ল ও পুত্ত ;—বীরনারী ;—জহরব্রত ;—হিন্দুমুসলমানে তুমুল যুদ্ধ ;—আকবর কর্ত্তৃক চিতোর-জয় ;—নাগরিকদিগের হত্যা ;—উদয়সিংহের উদয়পুর-স্থাপন ;—তাঁহার পরলোকগমন। ২৪১

দশম অধ্যায়।—প্রতাপসিংহের সিংহাসনারোহণ ;—আকবরের সহিত রাজপুত নৃপতিগণের সম্মিলন ;—প্রতাপের দীনাবস্থা ;—তাঁহার যুদ্ধোদ্যোগ ;—আকবরের নিকট মালদেবের বশ্যতাস্বীকার ;—রাজপুত নৃপতিগণের সহিত প্রতাপের সম্বন্ধ-ত্যাগ ;—অম্বরের রাজা মানসিংহ ;—রাজকুমার সেলিম কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ ;—হলদিঘাটের যুদ্ধ ;—সেলিমের সম্মুখীন হইয়া প্রতাপের ঘোরতর যুদ্ধ ;—প্রতাপের আঘাত-প্রাপ্তি এবং ঝালাসর্দ্দার কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণরক্ষা ;—চৈতকারোহণে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতাপের একাকী প্রস্থান ;—তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য খোরাষণী ও মুলতানী সৈনিকদ্বয়ের

পৃষ্ঠা।

তাঁহার অনুসরণ ;—শক্তসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষা ;—প্রতাপের সহিত শক্তসিংহের সাক্ষাৎ এবং তাঁহাকে আনুকূল্য দান ;—আকবর কর্ত্তৃক কমলমীর-জয় ;—মোগল সেনা কর্ত্তৃক উদয়পুরাধিকার ;—প্রতাপের হস্তে মোগল সেনাপতি ফরিদের সসৈন্যে নিধন-প্রাপ্তি ;—ভিলগণ কর্ত্তৃক প্রতাপের পরিবারবর্গের প্রাণরক্ষা ;—খাঁথানা ;—প্রতাপের সঙ্কটবৃদ্ধি ;—আকবরের সহিত তাঁহার সন্ধিসূচনা ;—বিকানীরের রাজকুমার পৃথ্বীসিংহ ;—খোস্‌রোজ বিবরণ ;—মিবার পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপের সিন্ধুনদাভিমুখে গমন ;—তাঁহার মন্ত্রীর প্রভুপরায়ণতা:—প্রতাপের প্রত্যাগমন ;—মোগলদিগকে আক্রমণ ;—কমলমীর ও উদয়পুরের পুনরুদ্ধার ;—প্রতাপের বিজয়-গৌরব ;—তাঁহার পীড়া ও মৃত্যুবৃত্তান্ত। ২৭৪

একাদশ অধ্যায়।—অমরসিংহের সিংহাসনারোহণ ;—আকবরের কলঙ্ক ;—অমরের কাপুরুষতা ;—শালুম্ব্রাসর্দ্দারের আচরণ ;—অমরের উদ্দীপনা ;—তাঁহার হস্তে মোগলসেনার পরাজয় ;—চিতোরে সাগরজির রাণারূপে অভিষেক ;—অমরকে সাগরজীর চিতোর-সমর্পণ ;—নূতন নূতন জয়ার্জ্জন ;—চন্দাবৎ ও শক্তাবৎ সংঘর্ষ ;—অন্তলা দুর্গ ;—শক্তসিংহের বাল্য চরিত ;—শক্তাবৎদিগের উৎপত্তি-বিবরণ ;—রাণার বিরুদ্ধে সম্রাট পারবেজের যুদ্ধোদ্যম রাণা কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয় ;—মহাবৎ খাঁর পরাজয় ;—সুলতান খসরু কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ ;—অমরসিংহের নৈরাশ্য ;—ইংলণ্ড হইতে দৌত্য ;—স্বপুত্রের প্রতি অমরসিংহের রাজ্যার্পণ ;—অমরের বনবাস-ব্রতাবলম্বন ;—তাঁহার পরলোক-গমন। ৩১৫

দ্বাদশ অধ্যায়।—কর্ণ কর্ত্তৃক উদয়পুরের দৃঢ়ীকরণ ও শোভাসংবর্দ্ধন ;—সম্রাট-সভায় উপস্থিত থাকার দায় হইতে মিবারের রাণাগণের নিষ্কৃতি-লাভ ;—রাণার ভ্রাতা ভীমসিংহ ;—পারবেজের প্রতিকূলে সুলতান ক্ষুরমের সহিত ভীমের ষড়যন্ত্র ;—রাজদ্রোহীদিগকে জাহাঙ্গিরের আক্রমণ ;—ভীমের নিধন ; উদয়পুরে ক্ষুরমের পলায়ন :—তাঁহাকে রাণার সাদরে গ্রহণ ;—রাণা কর্ণের পরলোকগমন ;—জগৎসিংহের সিংহাসনারোহণ ;—জাহাঙ্গিরের মৃত্যু এবং "শাজিহান" নাম ধারণ পূর্ব্বক ক্ষুরমের সিংহাসনারোহণ ;—মিবারে গভীর শান্তি ;—পেশোলার বক্ষবিহারী দ্বীপসমূহে রাণার প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ;—চিতোরের পুনঃসংস্কার-সাধন ;—জগৎসিংহের লীলাসম্বরণ ;—রাণা রাজসিংহের রাজ্যাভিষেক ;—শাজিহানকে পদচ্যুত করিয়া আরঙ্গজীবের সিংহাসনারোহণ ;—জাহাঙ্গির ও শাজিহানের হিন্দু-প্রেমিকতার প্রকৃত কারণ ;—আরঙ্গজীবের চরিত্র বিবরণ ;—রাজপুতদিগের উপর তাঁহার জিজিয়া বা মুণ্ডকর-স্থাপন ;—রূপনগরের রাজকুমারী ;—সম্রাটের বিরুদ্ধে রাণার

পৃষ্ঠা।

যুদ্ধোদ্যোগ ;—আরঙ্গজীবের যুদ্ধযাত্রা ;—গিরবো-উপত্যকা ;—রাজকুমার আকবরের পরাজয় ;—তাঁহার গিরিসঙ্কটে পতন ;—রাণার জ্যেষ্ঠপুত্রের উদারতা-গুণে আকবরের মুক্তি ;—দেলহীর খাঁর পরাজয় ;—রাজপুত হস্তে আরঙ্গজীবের পরাভব ;—আরঙ্গজীবের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান ;—রাজকুমার ভীমের গুর্জ্জরাক্রমণ ;—রাণার মন্ত্রীকর্তৃক মালব-লুণ্ঠন ;—আজিমের দুরবস্থা ; —মোগল-গ্রাস হইতে মিবারের উদ্ধার ;—মারবারে ভীষণ যুদ্ধ ;—আকবরের পুনঃ পরাজয় ;—রাজপুতদিগের ষড়যন্ত্র ;—কুটিল কল্পনা,—কল্পনার নিষ্ফলতা, —রাণার সহিত মোগল সম্রাটের সন্ধিপ্রস্তাব,—সন্ধিবন্ধন,—রাণার পরলোক গমন,—তাঁহার ও আরঙ্গজীবের চরিত্রের তুলনায় সমালোচনা ,—রাজসমুদ্র সরোবর ,—ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। ৩৫১

ত্রয়োদশ অধ্যায়।—রাণা জয়সিংহ,—তাঁহার ও তাঁহার যমজ ভ্রাতার সম্বন্ধে একটী গল্প ,—রাণা ও রাজকুমার আজিমের সাক্ষাৎ সমালাপ,—সন্ধিবন্ধন— সন্ধিবিচ্ছেদ ,—জয়সমুদ্র সরোবর-প্রতিষ্ঠা ,—পারিবারিক বিবাদবিসম্বাদ ,— যুবরাজ অমরসিংহের বিদ্রোহাচরণ ,—রাণার মানবলীলা সম্বরণ ,—অমরের সিংহাসনারোহণ ,—আরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারীর সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন, সাময়িক ঘটনা সমূহের সমালোচনা ,—মুণ্ডকর-স্থাপন ,—মোগল সাম্রাজ্য হইতে রাজপুতদিগের স্বাতন্ত্র্য-লাভ ,—এতন্মূলক কারণ ,—আরঙ্গজীবের মৃত্যু ,—সাম্রাজ্য লইয়া বিবাদ ,—বাহাদুর শাহের অভিষেক ,—শিখদিগের স্বাধীনতা-ঘোষণা ,—মিবার, মারবার ও অম্বর রাজ্যের মধ্যে একতাবন্ধন,— তাঁহাদিগের বৈরাচরণারম্ভ ,—বাহাদুর শাহের দেহত্যাগ,—ফিরোকশিয়রের অভিষেক ,—মারবার রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ ঘটন ,~~—ভারতে ব্রিটিশ-প্রাধান্যের সূত্রপাত~~ ,—সম্রাটের সহিত রাণার সন্ধিবন্ধন ,—জাট-দিগের স্বাধীনতা-ঘোষণ ,—রাণা অমরের পরলোক গমন ,~~—তাঁহার চরিত্র-সমালোচনা~~। ৪০৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।—রাণা সংগ্রাম সিংহ ;—মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ;— নিজামউল-মুলুক-কর্ত্তৃক হাইদ্রাবাদ রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ;—সম্রাট ফিরকশিয়রের হত্যা ;—জিজিয়াকর রহিতকরণ ;—মহম্মদসাহের অভিষেক ;—সৈদত খাঁ কর্ত্তৃক অযোধ্যাপ্রাপ্তি ;—মিবারের শাসন-নীতি ;—রাণা সংগ্রামের পরলোক-গমন ;—তদীয় চরিত্রসংক্রান্ত কয়েকটী গল্প ;—রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহের সিংহাসনারোহণ ;—মারবার ও অম্বর-রাজের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন ;— মাহাট্টাগণের মালব ও গুর্জ্জরাধিকার ;—নাদির সাহের অভিযান ;—দিল্লির উৎসাদন ;—রাজপুতানার তদানীন্তন অবস্থা ;—মিবারের সীমাবন্ধন ;— রাজপুতদিগের একতা-বিবরণ ;—রাণার প্রতি বাজিরাওয়ের অত্যাচার ;—

অম্বরের সিংহাসন ও মধুসিংহ ;—রাজমহলের সমর ;—রাণার পরাজয় ;—মূলহররাও হুলকারের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন ;—ঈশ্বরী সিংহের বিষপানে প্রাণত্যাগ ;—রাণার মানবলীলা-সম্বরণ ;—তাঁহার চরিত্র-বর্ণন। ... ৪২৭

পঞ্চদশ অধ্যায়।—রাণা দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ ;—রাণা দ্বিতীয় রাজসিংহ ;—রাণা অরিসিংহ ;—হুলকার কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ এবং করাদান ;—সর্দ্দারদিগের বিদ্রোহাচরণ ;—রতনসিংহ ;—কোটার জলিমসিংহ ;—সিন্ধিয়ার সহিত অপনৃপতি রতনসিংহের একতাবন্ধন ;—তাঁহাদিগের একত্রীকৃত সেনাদলের প্রতি রাণার আক্রমণ ;—তাঁহার পরাভব ;—সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ এবং উদয়পুরের অবরোধ ;—অমরচাঁদ ;—তাঁহার তেজস্বিতা ;—সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধিবন্ধন ;—সিন্ধিয়ার প্রস্থান ,—মিবারের রাজ্যক্ষয় ;—বিদ্রোহী সর্দ্দারদিগের দমন ;—গদবার জনপদক্ষতি ;—রাণার গুপ্তহত্যা ;—রাণা হামিরের সিংহাসনারোহণ ;—রাজমাতা ও অমরের মধ্যে বিবাদ ;—অমরের মহচ্চরিত্র, মৃত্যু ও চরিত্র বিবরণ ;—মিবার রাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্তি। ... ৪৫৯

ষোড়শ অধ্যায়।—রাণা ভীম ,—শিবগড় সংক্রান্ত বিবাদ ;—রাণার প্রণষ্ট ভূমির পুনরুদ্ধার ;—অহল্যা বাইয়ের বিক্রম ;—রাণার পরাজয় ;—চন্দাবৎ সর্দ্দারের বিদ্রোহিতা ;—সোমজি মন্ত্রীর হত্যা ;—বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক চিতোরাধিকার ;—মাধাজির নিকট রাণার সাহায্য প্রার্থনা ;—চিতোরাক্রমণ ;—বিদ্রোহীদিগের আত্মসমর্পণ ;—জলিমসিংহের উচ্চাভিলাষ ;—অম্বজির চাতুর্য্য ;—অম্বজির সুবাদার উপাধি-গ্রহণ ;—লাকুবার সহিত তাঁহার বিবাদ ;—বিবাদের ফল ;—জলিনের জিহাজপুর-প্রাপ্তি ;—হুলকারের মিবারাক্রমণ ;—নাথদ্বারে অত্যাচার ;—কোতারিওর বিক্রম ;—লাকুবার মৃত্যু ;—মার্হাট্টা সেনানীদিগের প্রতি রাণার আক্রমণ ;—জলিমসিংহ কর্ত্তৃক তাহাদিগের উদ্ধার ;—হুলকারের উদয়পুরে অত্যাচার ;—সিন্ধিয়ার আক্রমণ ;—কৃষ্ণকুমারী ;—তাঁহাকে লইয়া রাণার সঙ্কট ;—কৃষ্ণকুমারীর আত্মত্যাগ ;—মিরখাঁ ও অজিৎসিংহ ;—তাহাদিগের দুরাচরণ ;—উদয়পুরে ব্রিটিষদূতের আগমন ;—অম্বজির আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা ;—মিরখাঁ ও বাপু সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক মিবারোৎসাদন ;—ব্রিটিষের সহিত রাণার সন্ধি-বন্ধন। ... ৪৮৩

সপ্তদশ অধ্যায়।—লুণ্ঠন প্রথার দমন ;—রাজপুত নৃপতিগণের সহিত ইংরাজের মৈত্রীবন্ধন ;—মিবারে ইংরাজ দূতের নিয়োগ ;—উদয়পুরে তাঁহার আগমন ; তাঁহাকে রাণার অভ্যর্থনা ;—রাণার চরিত্র-বর্ণন ;—স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের নিমিত্ত তাঁহার উপায়-উদ্ভাবন ;—নির্ব্বাসিতদিগকে পুনরাহ্বান ;—বণিকদিগকে আমন্ত্রণ ;—ভিলবারা-স্থাপন ;—সর্দ্দারবর্গের একত্র সমাবেশ ;—স্বত্ব-পত্র-দৃঢ়ীকরণ ;—ভূমিসম্পত্তি পুনর্গ্রহণ ;—আর্জ্জার সর্দ্দারগণের সম্বন্ধে

পৃষ্ঠা।

কয়েকটী বিবরণ ;—বেদনোর, ভেদৈশর ও আমৈত ;—মিবারের ভূমি-ভুক্তি প্রথা ;—পল্লী-বিধান ;—" বাপোতা " ও ভূমিয়া " ;—ভূমি-স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে পুরাণবচন ;—"পেটেল" ;—তাহার উৎপত্তি ও অবস্থা-পরিকীর্ত্তন ভূমিস্বের নিয়ম-নির্দ্ধারণ ,—সাধারণ ফলাফল। ৫৪৮

মিবারের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা ও পর্ব্বোৎসব।

অষ্টাদশ অধ্যায়।—পৌরাণিক ইতিবৃত্তের উপকারিতা;—ভারতের পুরাণ ফল; —মিবারে শিবপূজা ;—ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দির ;—শৈবগোস্বামী ;—জৈন সমিতি ;—নাথদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ও পূজাপদ্ধতি ;—রাজপুত সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মের উপকারিতা। ৫৮৩

ঊনবিংশ অধ্যায়।—বসন্ত-পঞ্চমী;—ভানু-সপ্তমী;—শিবরাত্রি ;—আহেরিয়া;—ফাগোৎসব ;—শীতলা ষষ্ঠী ;—রাণার জন্মতিথি ;—ফুলদোল ;—অন্নপূর্ণা ;—অশোকাষ্টমী ;—রামনবমী ;—মদন ত্রয়োদশী ;—নবগৌরীপূজা ;—সাবিত্রী ব্রত;—রম্ভাতৃতীয়া;—অরণ্যষষ্ঠী;—রথযাত্রা ,—পার্ব্বতীতৃতীয়া ;—নাগপঞ্চমী, —রাখীপূর্নিমা ;—জন্মাষ্টমী ;—পিতৃদেবতা ;—খড়্গপূজা ;—গণেশপূজা ;—লক্ষ্মীপূজা ;—দেওয়ালী;—অন্নকূট ;—মকর-সংক্রান্তি ;—মিত্রসপ্তমী। ... ৫৯৩

রাজস্থান।

রাজপুতজাতির ইতিবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

রাজস্থান;—সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ;—পৌরাণিক বৃত্তান্ত।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরভূমে যে বীরপূজ্য আর্য্য নৃপতিগণ অনন্তনিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বংশীয় সন্তানসন্ততিগণ সচরাচর "রাজপুত্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই রাজপুত্র শব্দেরই অপভ্রংশ "রাজপুত"। ভারতবর্ষের যে বিশাল প্রদেশ এই সমস্ত রাজপুত্রদিগের আবাসভূমি, তাহার পরিশুদ্ধ নাম "রাজস্থান"। চলিত ভাষায় তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণ এই রাজস্থানকে "রাজবারা" এবং সাধুভাষায় "রায়থানা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এক্ষণে ইংরাজগণ রাজপুতরাজ্য বুঝাইবার জন্য যে "রাজপুতানা" শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ঐ "রায়থানা" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

যে সময়ে প্রচণ্ড মুসলমান বীর সাহাব-উদ্দীন ভারতকে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে সময়ে রাজস্থানের সীমা যে, কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা এক প্রকার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বোধ হয়, তখন ইহা গঙ্গা ও যমুনা অতিক্রম করিয়া হিমাচলের চরণতল চুম্বন করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভারতবিজেতার অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে যে, ইহার চতুঃসীমার কতদূর বিস্তৃতি ছিল, তাহা এক্ষণে অনুমান করা সুকঠিন। প্রাচীন ধারানগরী ও আনহলবারাপত্তন বিধ্বস্ত হইলে, যে সময়ে মুসলমানগণ উক্ত নগরদ্বয়ের ধ্বংসরাশীর উপর মান্দু ও আহ্মদাবাদ নগরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিল, সে সময়ের প্রাক্কালে রাজস্থানের বিশাল পরিসর চতুর্দ্দিকে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা তৎপ্রদেশের বক্ষ্যমাণ সীমাবিবরণ পাঠ করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। তখন রাজস্থান, উত্তরে—শতদ্রুনদীর দক্ষিণস্থ জঙ্গলদেশ নামধেয় মরুদেশ; পূর্ব্বে—বুন্দেলখণ্ড; দক্ষিণে—বিন্ধ্যমেরুর অটল পাষাণপ্রাকার এবং পশ্চিমে—সিন্ধুনদের সৈকতশালিনী সুদীর্ঘ তীরভূমি;—এই চতুঃসীমায় আবদ্ধ ছিল। এই চতুঃসীমাবদ্ধ বিশাল ভূভাগে রাজপুত নামধেয় যে বীরজাতি বাস করিতেন, তাঁহারা কোন্ বংশ হইতে সমুদ্ভূত; তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য সমালোচনায় আমরা কিছুক্ষণের জন্য প্রবৃত্ত হইলাম।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ,—জগতের মধ্যে দুইটী অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ রাজবংশ। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের পূর্ব্বে ভারতে কিম্বা জগতের অন্য কোন দেশে অন্য কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল কি না, তাহার কোন বিবরণই জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। চীন, আশিরিয়া ও মিসরের যে তিনটী প্রাচীন রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারা, ভারতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ-প্রতিষ্ঠার অনেক পরে, তত্তদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফলতঃ এই দুইটী মহদ্বংশই জগতের অন্যান্য প্রাচীন বংশের মধ্যে প্রাচীনতম। ভগবান্ সূর্য্যের তনয় মনু, * সূর্য্যবংশের এবং ভগবান্ চন্দ্রের পুত্র বুধ, চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই দুইটী মহাপুরুষ ঠিক এক সময়েই আপনাপন বিশাল বংশতরু এই পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুধদেবকে ভগবান্ মনুর এক পুরুষ পরবর্ত্তী বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে; কেননা তিনি তাঁহার এক পুরুষ পরে অবতীর্ণ হইয়া তদীয় দুহিতা ইলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাণাদি গ্রন্থে যে, ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজবংশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎ সমস্তই এই দুইটী মহদ্বংশতরুর শাখাপ্রশাখা মাত্র।

কোন্ সময়ে যে, এই সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের আদি মহাপুরুষদ্বয় আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। তবে প্রসিদ্ধ পুরাণ গ্রন্থসমূহে এতদ্বিষয়িণী যে কিছু বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে এই মাত্র প্রতীত হইয়া থাকে যে, সূর্য্যকুলের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ মনু সপ্তম মন্বন্তর কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই কালান্তক মন্বন্তর † সময়ের বিবরণ লইয়াই জগতের প্রায় সমস্ত আদিসৃষ্টিগ্রন্থই বিরচিত হইয়াছে। কেননা এতৎসম্বন্ধে সকল গ্রন্থেই প্রায় একরূপ বিবরণই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, সেই সপ্তম মন্বন্তরকালের প্রাক্কালে "ভগবান্ বৈবস্বত মনু একদা

---

* প্রতিকল্পে যে চতুর্দ্দশ মনু জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে বৈবস্বত মনু সপ্তম। ইঁহার অপর নাম শ্রাদ্ধদেব। ইনি সূর্য্যের ঔরসে বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যম মনুর সহোদর এবং যমুনা তাঁহার সহোদরা। তদ্যথাঃ—

অথ তস্মৈ দদৌ কন্যাং সংজ্ঞাং নাম বিবস্বতে।
প্রসাদ্য প্রণতো ভূত্বা বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতিঃ॥
ত্রীণ্যপত্যান্যসৌ তস্যাং জনয়ামাস গোপতিঃ।
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাভাগৌ কন্যাঞ্চ যমুনাং নদীম্॥
মনুর্বৈবস্বতো জ্যেষ্ঠঃ শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ।
তেষাং যমো যমী চৈব যমলৌ সংবভূবতুঃ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

† এক মনু যতদিন প্রজাপালন করেন, তাহাকে মন্বন্তর কহে। তদ্যথাঃ—

মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ।
একো মনুঃ স কালস্তু মন্বন্তরমিতি শ্রুতং॥

কালিকাপুরাণ, ২৭ অধ্যায়।

কৃতমালা * নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য নদীসলিলের সহিত তাঁহার অঞ্জলিমধ্যে উৎপতিত হইল। তদ্দর্শনে মনু তাহাকে নদীজলে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু সেই মৎস্য তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিল "হে নরোত্তম! আমাকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিও না; আমি এখন কুম্ভীরাদি জলজন্তু হইতে অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছি। অতএব আমাকে অন্য কোন স্থানে রক্ষা কর।" মৎস্যের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনু তাহাকে এক কলসমধ্যে রক্ষা করিলেন। কিন্তু সে মৎস্য অচিরে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎকায় হইয়া উঠিল এবং তদপেক্ষা বৃহদায়তন পাত্র প্রার্থনা করিল। তখন মনু তাহাকে সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। সরোবরমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দেখিতে দেখিতে সেই মৎস্যের দেহ ক্ষণমাত্রে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মনু তাহাকে সাগর মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, সেই মৎস্য ক্ষণকালমধ্যে একবারে লক্ষযোজন-বিস্তীর্ণ দেহ ধারণ করিল। তখন মনু অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ণ বচনে কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনি কে? কেন আমাকে বৃথা মায়ায় বঞ্চনা করিতেছেন?" মৎস্য উত্তর করিল "অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে সাগর উদ্বেল হইয়া জগৎসংসারকে প্লাবিত করিবে। তুমি ইত্যবসরে প্রত্যেক জীব, জন্তু ও বৃক্ষলতাগুল্মাদির এক একটী বীজ গ্রহণপূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া নৌকা আরোহণ করিও; তৎপরে আমি উপস্থিত হইলে আমার শৃঙ্গে সেই নৌকা বন্ধন করিও; তাহা হইলে তোমরা রক্ষা পাইবে †।"

এদিকে ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ বৈবস্বত মনু সুমেরুপর্ব্বতে রাজত্ব করিতেন। ককুৎস্থনামা তদীয় জনৈক বংশধর অযোধ্যানগরে আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ক্রমে তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ সেই গিরিপ্রদেশ হইতে জগতের সকল দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সত্যত্রেতাদ্বাপরকলিরূপ একসপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর হয়।

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্থকম্।
দিব্যমেকযুগং জ্ঞেয়ং তস্য যা বৈকসপ্ততিঃ।
মন্বন্তরন্তু তজ্জ্ঞেয়ং——"

পদ্মপুরাণান্তর্গত স্বর্গখণ্ডে ৩৯ অধ্যায়।

* মলয়গিরি হইতে যে সমস্ত নদী উদ্ভূত হইয়াছে, কৃতমালা তাহাদের অন্যতমাঃ—

কৃতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পজাত্যুৎপলাবতী।
মলয়াদ্রিসমুদ্ভূতা নদ্যঃ শীতজলাস্ত্বিমাঃ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

† মনুর্বৈবস্বতস্তেপে তপো বৈ ভুক্তিমুক্তয়ে।
একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্॥
তস্যাঞ্জল্যুদকে মৎস্যঃ স্বল্প একোঽভ্যপদ্যত।
ক্ষেপ্তুকামং জলে প্রাহ "ন মাং ক্ষিপ, নরোত্তম!

ইত্যাদি অগ্নিপুরাণে দ্রষ্টব্য।

এই পবিত্র সুমেরু সম্বন্ধে * নানা দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থে অতি বিচিত্র বিচিত্র বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকগণ আপন আপন রুচি-অনুসারে ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণন করিয়া আপন আপন উপাস্য দেবতার আবাস-ভূমি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ ইহাকে বাঘেশ আদীশ্বর মহাদেবের, জৈনগণ জৈনাধীশ আদিনাথের এবং গ্রীকগণ বেকশের আবাসনিলয় বলিয়া পরিবর্ণন করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিশেষ সতর্কতার সহিত এই সমস্ত ভিন্নাকারের বর্ণনানিচয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রুচির ব্যক্তিকল্পনাই মানবজাতির একমাত্র আদিপুরুষের প্রতিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তখন গ্রীক ও হিন্দুকে এক পরিবারগত ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয় এবং তখনই স্থির নিশ্চয় প্রতীতি জন্মে যে, আদীশ্বর, আদিনাথ, অশিরীশ বাঘেশ, বেকশ, মনু, মনুষ ও নু † সেই একমাত্র মানবপিতার ভিন্ন ভিন্ন অভিধা

* সুমেরুসম্বন্ধে পুরাণসমূহে নানা প্রকার বিচিত্র বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের লীলাভূমি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে :—

তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রমোদন্তে সর্ব্বোতোঽপ্সরসস্তথা॥

মৎস্যপুরাণ ৯৫ অধ্যায়।

অপিচ ইহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিতঃ—

মধ্যে পৃথিব্যামদ্রীন্দ্রো ভাস্বান্ মেরুর্হিরণ্ময়ঃ।

ইতি নারসিংহে ৩০ অধ্যায়

যাহা হউক পুরাণরচয়িতৃগণের মোহকরী কল্পনার কুটজাল ভেদ করিয়া দেখিতে পারিলে অবশ্যই অনুমিত হইবে যে, সুমেরু পর্ব্বতটী নিতান্ত কাল্পনিক নহে। অবশ্য ইহা ভারতের কোন একটী উত্তর-প্রদেশে স্থাপিত; কেননা মৎস্যপুরাণে ইহার সীমাবর্ণনাস্থলে লিখিত আছে :—

সতু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনৈঃ।
যস্যেমে চতুরো দেশা নানা পার্শ্বেষু সংস্থিতাঃ॥
ভদ্রাশ্বো ভারতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমে।
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥

অর্থাৎ সুমেরুর চতুর্দ্দিকে এইচারিটী দেশ সংস্থিত; যথা :—উত্তরে উত্তরকুরু প্রদেশ; পশ্চিমে কেতুমাল; দক্ষিণে ভারত এবং পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ। অপিচ ভাগীরথী গঙ্গা এই সুমেরুর শিখরদেশ হইতে নিঃসৃতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তদ্যথাঃ—

তস্য শৈলস্য শিখরাৎ ক্ষীরধারা, মহামতে!
পুণ্যা পুণ্যতমৈর্জ্জুষ্টা গঙ্গা ভাগীরথী শুভা।
হিমালয়ং বিনির্ভেদ্য ভারতং বর্ষমেত্য চ।
লবণাম্বুধিমভ্যেতি দক্ষিণস্যাং দিশি, দ্বিজ!

পদ্মপুরাণ।

† Noah,—য়িহুদি ও মুসলমানগণ এই শব্দকে নু বলিয়া উচ্চারণ করে। তবে কি নু মনুরই অপভ্রংশ?

মাত্র। সেই মানবপিতা যে, ভগবান মনু, জগতের ইতিহাস * তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সেই দেবনিলয় সুপবিত্র সুমেরুশিখর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবসদৃশ বৈবস্বত মনু সিন্ধুগঙ্গার পূতসলিলবিধৌত পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া আপনার বিশাল বংশতরু রোপণ করিলেন। সে তরু ক্রমে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় সজ্জিত হইল, ক্রমে সে সকল শাখা প্রশাখা ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের বংশাবলী ও তাঁহাদের পরস্পরের সমসাময়িকত্ব-নিরূপণ।

অমরাবতীতুল্য অযোধ্যানগরী দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল মহিমান্বিত আর্য্যনৃপতির শাসনাধীন ছিল, ভুবনবিদিত ভগবান্ রামচন্দ্র যাঁহাদের কুলতিলক বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মহনীয় চরিত কবিগুরু বাল্মীকিকর্ত্তৃকই সর্ব্বপ্রথম গাথাবদ্ধ হয়। তাঁহার কুহকিনী বর্ণনার প্রভাবে আজিও সেই অমরপূজ্য ভূপালদিগের লীলানিচয় জগতের লোকলোচনে অক্ষয় ও জলন্ত বর্ণে বিরাজিত রহিয়াছে। আজিও তাঁহাদের পবিত্র নামাবলি প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের জপমালাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ-রচনার অনেক পরে কবিকুলতিলক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার অতুলনীয় মহাকাব্যের মধ্যে সন্নিবেশ করেন। বলিতে কি, তিনি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের ছায়া অবলম্বন করিয়া রবিকুল বর্ণন করিয়া-

---

* সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা স্যার ওয়াল্‌টার র‍্যালে স্বপ্রণীত "জগতের ইতিহাসে" মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "জলপ্লাবনের পরে ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষলতাদির উৎপত্তি ও মানবের বসতি হইয়াছিল।" আত্মমত সমর্থন করিবার জন্য তিনি যে সকল প্রমাণ সেই বিশাল গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন; তৎসমস্ত উদ্ধার করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া যায়; সুতরাং প্রয়োজনবোধে সেগুলির মধ্যে যেটী বিশেষ সমীচিন ও সুস্পষ্ট, সেইটীই এস্থলে উদ্ধৃত হইল। পণ্ডিতবর ওয়াল্টার র‍্যালে বলেন,—"মুষা যে আরারট পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কখনও একটীমাত্র গিরিকে বুঝাইতে পারে না। কেননা আরমাণী ভাষায় অরারট শব্দের অর্থ পর্ব্বতমালা; অতএব ইহা আরমেনিয়ার মধ্যে না হইয়া গিরিরাজ ককেশশ শৈলমালার এক প্রদেশে অবশ্য স্থাপিত হইবে। সে প্রদেশ আরমেনিয়া অপেক্ষা উচ্চতর এবং তাহার অধিকতর পূর্ব্বে অবস্থিত।" ফলতঃ মহাত্মা স্যার ওয়াল্টারের বাক্যাবলির মর্ম্মসংগ্রহ করিতে গেলে স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি সেই মানবপতি মনুর আবাসভূমি ভারতবর্ষ ও শাকদ্বীপের মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের উভয়ের প্রকটিত সূর্য্যবংশতালিকার সমূহ অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে অনৈক্য সামান্য নহে; এমন কি উভয়ের মধ্যে একবারে ২১শ পুরুষের অন্তর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৈবস্বত মনু সূর্য্যবংশের আদি-পুরুষ। সেই মনু হইতে ভগবান্ রাম পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেৎ ৩৬ জন নৃপতি বাল্মীকি কর্ত্তৃক এবং ৫৭ জন নৃপতি ব্যাসকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছেন। কি কারণবশতঃ যে, উভয়ের প্রকটিত-তালিকার এতদূর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। যে পুরাণ আজি অতীত আর্য্য-গৌরবের একমাত্র ইতিহাস, অতীতের অন্ধতম গর্ভে প্রবেশ করিতে হইলে যাহাই এখন একমাত্র পথপ্রদর্শক আলোকস্বরূপ, সেই পুরাণের যদি এক একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এরূপ বৈষম্য ও অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর ভারতের অতীত বৃত্তান্ত উদ্ধার করিবার অবলম্বন কি? কিন্তু এস্থলে এরূপ একটী প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইতে পারে যে, যাঁহারা অসীম বিদ্যাবলে ত্রিকালজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সমস্ত মানব-চরিত্র যাঁহাদের নখদর্পণে প্রতিফলিত হইত, তাঁহারা কি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন?—অথবা আপনাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাক্রমে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন?—না, তাহা কখনই হইতে পারে না; তাঁহারা মহাপুরুষ;—তাঁহারা ভগবত্তুল্য ব্যক্তি; তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ে এরূপ পাপকলুষিত দুষ্প্রবৃত্তি ও এরূপ অসাধারণ ভ্রমপ্রমাদ কি প্রকারে নিহিত থাকিতে পারে? তাঁহারা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ এবং বিশুদ্ধ; তবে অধুনা তাঁহাদের প্রকটিত মূল গ্রন্থের অভাব ও অপ্রাপ্তিনিবন্ধন তাঁহাদের অধস্তন লিপিকরগণ কর্ত্তৃক বোধ হয় এরূপ বৈষম্য ও অনৈক্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। যাহা হউক, যে কারণবশতঃ এরূপ গোলযোগের উৎপত্তি হউক, তদ্বিষয়ের অনুশীলনে আমাদের প্রয়োজন নাই। একবার ইহার সহজাত বিদেহ বংশশাখার সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখা যাউক। বোধ হয় তাহা হইলে এ সকল গোলযোগ কথঞ্চিৎ নিরাকৃত হইতে পারিবে। এই দুইটী একতরুজাত কুলশাখার সমন্বয়-সাধনে চেষ্টা করিয়া আমরা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা যাহাকে বিদেহবংশ বলিয়া উল্লেখ করিলাম, সেটী সূর্য্যবংশেরই অন্যতম শাখা। মহারাজ নিমি ইহার গোত্রপতি। নিমি, ভগবান্ বৈবস্বতমনুর জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকুর অন্যতম তনয়। কথিত আছে মহারাজ ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং নিমি ও দণ্ডক * মধ্যপ্রদেশের রাজত্ব পাইয়াছিলেন, অবশিষ্ট সকলে স্বেচ্ছাক্রমে আপন আপন মনোনীত প্রদেশে একএকটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

উক্ত নিমিই বিদেহবংশের প্রথম রাজা ও প্রতিষ্ঠাতা। ইহাঁরই কুলে সতীপ্রধানা সীতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমির পুত্র মিথি; ইহাঁ কর্ত্তৃকই মিথিলা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাল্মীকীয় রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, নিমি হইতে জনক ও কুশধ্বজ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ২৩

---

* এই দণ্ডক হইতে দণ্ডকারণ্যের নামকরণ হইয়াছে।

জন রাজা মিথিলার সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। সাধ্বী জানকী এই জনকেরই দুহিতা; জনকের অপর নাম শিরধ্বজ। ভগবান্ রামচন্দ্র জানকীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং রাজর্ষি জনক ও মহারাজ দশরথ পরস্পরের সমসাময়িক। কিন্তু শুদ্ধ বাল্মীকি-প্রদত্ত তালিকানুসারে এই দুইটী শাখার তুলনা করিতে গেলে, উভয়ের মধ্যে একাদশ পুরুষের অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। জনক ও কুশধ্বজ আদি গোত্রপতি নিমি হইতে ত্রয়োবিংশ পুরুষ অধস্তন। নিমি মহারাজ ইক্ষ্বাকুর অন্যতম পুত্র; সুতরাং জনক ও কুশধ্বজ অযোধ্যা-পতি ইক্ষ্বাকু হইতে চতুর্ব্বিংশ পুরুষ অধস্তন। এদিকে মহারাজ দশরথ জনক ও কুশধ্বজের সমসাময়িক হইলেও ইক্ষ্বাকু হইতে চতুস্ত্রিংশ পুরুষ পরবর্ত্তী; সুতরাং বিদেহকুল অপেক্ষা রঘুকুলে দশ পুরুষের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে যদি ব্যাসপ্রদত্ত তালিকার সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে রঘুকুলে দ্বাত্রিংশৎ পুরুষের আধিক্য পারলক্ষিত হইবে। তাহা হইলে দশরথ ও শিরধ্বজের সমকালীনত্ব কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

এক্ষণে সূর্য্যবংশ ছাড়িয়া চন্দ্রবংশের সমালোচনায় কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তৎপরে উভয়বংশীয় সমসাময়িক নৃপতিগণের জীবনী-অনুশীলনে মনোনিবেশ করা যাইবে। চন্দ্র ও সূর্য্যবংশতরুর বীজ এক সময়েই উপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু উভয়ের পুষ্টিসাধন ঠিক্ একসঙ্গে হয় নাই। চন্দ্রবংশ ধীর ও সুদৃঢ়ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল; অল্প অল্প করিয়া ক্রমে বিপুল বল অর্জ্জন করিয়াছিল। একদা সেই বলের প্রভাবেই অর্দ্ধেক আশিয়াখণ্ড তাঁহাদের সহায়তা করিতে কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু সূর্য্যবংশ সেরূপ নহে; তাহার প্রখর জ্যোতি একবার উদ্ভিন্ন হইবামাত্র দেখিতে দেখিতে প্রখরতর হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে মানবমণ্ডলির অসহ্য হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে বিদগ্ধ করিয়াছিল;—একদা প্রচণ্ড ভারতমহাসাগরের বক্ষবিহারী সুদূর লঙ্কাদ্বীপ তাঁহার দিগ্‌দাহী কিরণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল অপিচ চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশাপেক্ষা বহুবিস্তৃত।

চন্দ্রের পুত্র ভগবান্ বুধ চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বুধ বৈবস্বতমনুর দুহিতা ইলার পাণিগ্রহণ করিয়া তদ্গর্ভে রাজর্ষি পুরূরবাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুরূরবার অধস্তন চতুর্থ পুরুষে মহারাজ যযাতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যযাতির দুই স্ত্রী;—শুক্রাচার্য্যের দুহিতা দেবযানি এবং দানবরাজ বৃষপর্ব্বের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। যযাতি দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামক দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পঞ্চ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যদু, চতুর্থ অনু এবং পঞ্চম পুরু হইতেই সোমবংশের বিস্তৃতি ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। যদুকুলে ভুবনবিজয়ী বীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, হৈহয়, তালজঙ্ঘা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অনু-কুলে অঙ্গরাজ রোমপাদ এবং বীর কর্ণের পালকপিতা অধিরথীসূত প্রভৃতি খ্যাতনামা নৃপতিগণ জন্মিয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ পুরুকুলে ভুবনবিদিত পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এবং লোকললামভূতা দ্রৌপদী অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ঐ কুরুকুলেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অন্যতম সহযোগী মগধরাজ জরাসন্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রচণ্ড শত্রু এবং ইহাঁরই ভয়ে কৃষ্ণকে সদাসর্ব্বদা সতর্ক ও ভীত থাকিতে হইত। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন কর্ত্তৃক জরাসন্ধ নিহত হইয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাউক, এই সকল রাজপুরুষদিগের মধ্যে পরস্পরে কে কাহার সমসাময়িক। ইহাঁদের সমকালীনত্ব বিষয়ে ক্ষণকাল আলোচনা করিয়া আমরা এই চন্দ্রবংশের সহিত সূর্য্যবংশের সমন্বয়-সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

চন্দ্রবংশীয় সমস্ত নৃপতিগণই ভগবান্ বুধের বংশধর। বুধ সোমদেবের তনয়। তিনি বৈবস্বত মনুর দুহিতা ইলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত চন্দ্র বংশীয় নৃপতির নাম উল্লেখিত হইল, তন্মধ্যে রোমপাদ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, হৈহয় ও তালজঙ্ঘা-ভিন্ন আর আর সকলেই পরস্পরের সমসাময়িক; অর্থাৎ পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী ও জরাসন্ধ পরস্পরের সমকালীন। ইহাঁরা যে, সকলেই এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা বোধ হয় পুরাণজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাঁদের অনেকের মধ্যে প্রায় আট দশ পুরুষের অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বুধ হইতে গণনায়, যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন ৪৮, কর্ণ ৩৮, শ্রীকৃষ্ণ ৫৭, জরাসন্ধ ৪৮ এবং দ্রৌপদী অষ্টচত্তারিংশ পুরুষ পরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এক্ষণে পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় যে সমস্ত নরপতিগণের সম-সাময়িকত্ব এক প্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমরা তাহারই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। যেকালে ঐ সমস্ত নৃপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজি তাহা অতীত কালগর্ভের অন্তস্তম তলে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অনুমানের সাহায্য-ব্যতিরেকে তৎসংক্রান্ত বিবরণাবলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব।

১ম। হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্যবংশীয় ককুৎস্থের গোনাম্নী দুহিতার সহিত চন্দ্রবংশীয় নহুষের প্রথম তনয় যতির পরিণয় হইয়াছিল। সুতরাং নহুষ ও ককুৎস্থ অবশ্য সমকালীন। এদিকে পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইক্ষ্বাকু ও বুধ পরস্পরের সমসাময়িক; কেননা বুধ ইক্ষ্বাকুর ভগিনী ইলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বুধ হইতে নহুষ চতুর্থ এবং ইক্ষ্বাকু হইতে ককুৎস্থ তৃতীয়। শুদ্ধ একটীমাত্র পুরুষের অন্তর।

২য়। সূর্য্যবংশীয় যুবনাশ্বের দুহিতা কাবেরীর সহিত চন্দ্রবংশীয় জহ্নুর বিবাহ হইয়াছিল। যুবনাশ্ব ইক্ষ্বাকু হইতে নবম এবং জহ্নু বুধের তৃতীয় পৌত্র অমাবসু হইতে ষষ্ঠ; সুতরাং বুধ হইতে গণনায় অষ্টম। এখানেও উভয়বংশে একটীমাত্র পুরুষের অন্তর পরিলক্ষিত হইল।

৩য়। সূর্য্যবংশীয় যুবনাশ্বের সহিত চন্দ্রবংশীয় মতিনারের দুহিতা গৌরীর পরিণয় হইয়াছিল। যুবনাশ্ব প্রসিদ্ধ মান্ধাতার জনক এবং ধুন্ধুমারের পুত্র। ইক্ষ্বাকু হইতে ধুন্ধুমার অষ্টম এবং বুধ হইতে মতিনার অষ্টাদশ। একবারে দশ পুরুষের অন্তর। ব্যাস-প্রদত্ত সূর্য্যবংশতালিকায় মান্ধাতার পূর্ব্বে দুইজন যুবনাশ্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মান্ধাতার পিতা; তিনি ইক্ষ্বাকু হইতে অষ্টাদশ পুরুষ। অপর ব্যক্তি ইক্ষ্বাকুর নবম পুরুষে অবতীর্ণ। এস্থলে ব্যাসধৃত তালিকা অবলম্বন করিলে কতক সামঞ্জস্য হয়।

৪র্থ। সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতা চন্দ্রবংশীয় শশবিন্দুর কন্যা চৈত্ররথীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র; সুতরাং যুবনাশ্ব ও শশবিন্দু পরস্পরের সমসাময়িক। কিন্তু অনুশীলন করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে প্রায় চারিপুরুষের অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শশবিন্দু মহারাজ যযাতির প্রথম পুত্র যদুর দ্বিতীয় তনয় ক্রোষ্টুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রোষ্টু ভগবান্ বুধ হইতে সপ্তম; শশবিন্দু ক্রোষ্টু হইতে ষষ্ঠ সুতরাং শশবিন্দু বুধ হইতে দ্বাদশ পুরুষ। এদিকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মান্ধাতাজনক যুবনাশ্ব ইক্ষ্বাকু হইতে নবম পুরুষ। এস্থলে উভয় কুলের মধ্যে তিন চারি পুরুষের অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এথানে যদ্যপি আবার ব্যাস-প্রদত্ত রবিকুল-তালিকা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে আরও বিপরীত হইয়া উঠে। সূর্য্যবংশ-শাখায় তিন চারি পুরুষ ন্যূন হওয়া দূরে থাকুক বরং ছয় সাত পুরুষ বেশী হইয়া দাঁড়ায়।

৫ম। হরিশ্চন্দ্র, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এবং রামচন্দ্র। পুরাণ-প্রকটিত বিবরণানুসারে ইহাঁরা সকলেই পরস্পরের সমসাময়িক হইতে পারেন। কেন না হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের সমকালীন; বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সমকালীন; পরশুরাম রামচন্দ্র ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমকালীন; সুতরাং পরশুরাম রামচন্দ্রের সমকালীন বিশ্বামিত্র এবং বিশ্বামিত্রের সমকালীন হরিশ্চন্দ্রের সমকালীন। অতএব ধরিতে গেলে হরিশ্চন্দ্র, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও রামচন্দ্র এককালে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পুরাণতত্ত্বজ্ঞ পাঠক! ভাবিয়া দেখুন পৌরাণিক আর্য্যনৃপতি-গণের কুলতালিকা কতদূর জটিল! *

৬ষ্ঠ। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দশরথ এবং চন্দ্রবংশীয় অঙ্গাধিপ রোমপাদ উভয়েই পরম মিত্র; সুতরাং উভয়েই একসময়ের লোক। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, মহারাজ দশরথ পুত্রেষ্টি যাগকরণাভিপ্রায়ে অঙ্গনাথ রোমপাদের নিকট হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে আনয়ন করিয়াছিলেন †। সুতরাং রোমপাদ ও দশরথ সমসাময়িক। কিন্তু উভয়ের

---

* হিন্দুশাস্ত্রমতে পরশুরাম সপ্তচিরজীবির মধ্যে অন্যতম। তাঁহার চিরায়ুত্ব সপ্রমাণ রাখিবার জন্য পুরাণরচয়িতৃগণ নানা কৌশল বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আর্য্যনৃপতিগণের পরস্পরের সমসাময়িকত্ব প্রতিপাদন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সেইরূপ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রকেও এরূপ স্থলে অবলম্বন করা যাইতে পারে না। কেননা তিনিও যোগবলে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন।

† সুমন্ত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথোঽভবৎ।
অনুমান্য বশিষ্ঠঞ্চ সূতবাক্যং নিশাম্য চ। ১৩
সান্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ প্রযযৌ যত্র স দ্বিজঃ।
বনানি সরিতশ্চৈব ব্যতিক্রম্য শনৈঃ শনৈঃ। ১৪
অভিচক্রাম তং দেশং যত্রবৈ মুনিপুঙ্গবঃ॥
আসাদ্য তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং রোমপাদসমীপগম্। ১৫
ঋষিপুত্রং দদর্শাথ দীপ্যমানমিবানলম্।
ততো রাজা যথান্যায়ং পূজাং চক্রে বিশেষতঃ॥ ১৬
সখিত্বাৎ তস্য বৈ রাজ্ঞঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
রোমপাদেন চাখ্যাতম্ ঋষিপুত্রায় ধীমতে॥ ১৭ রামায়ণ বালকাণ্ড—১১শ সর্গ।

মধ্যে অনেক পুরুষের অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণমতে মহারাজ দশরথ ইক্ষ্বাকু হইতে চতুস্ত্রিংশ পুরুষ; এদিকে বুধ হইতে রোমপাদ ত্রয়োবিংশ পুরুষ; একবারে একাদশ পুরুষের পার্থক্য! এস্থলে যদি ব্যাসধৃত তালিকানুসারে গণনা করা যায়; তাহা হইলে ইহার ভয়ানক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হইবে। ব্যাসমতে ইক্ষ্বাকু হইতে মহারাজ দশরথ পঞ্চপঞ্চাশ পুরুষ অধস্তন; সুতরাং তিনি রোমপাদেরও দ্বাত্রিংশৎ পুরুষ অধস্তন! এরূপস্থলে কবিগুরু বাল্মীকির তালিকা অবলম্বন করিলে অনেক পরিমাণে সামঞ্জস্য হইতে পারে।

যদি মহর্ষি ব্যাস-প্রদত্ত তালিকা অবলম্বন করিয়া সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের সংখ্যা নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে ভয়ানক গোলযোগে পতিত হইতে হয়। তাহা হইলে কি কালবিনির্ণয়, কি সামঞ্জস্যরক্ষা, সকল বিষয়েই ঘোর অনৈক্য ঘটিয়া উঠে। অবশ্য বলিতে হইবে যে, শ্রীরামচন্দ্রের অনেক পরে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ও দুর্য্যোধনাদি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ রামরাবণের যুদ্ধের অনেক পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে একটীমাত্র প্রমাণ উদ্ধার করিলেই ইহার যাথার্থ্য সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইবে। শ্রীভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বৃহদ্বলনামক জনৈক সূর্য্যবংশীয় নৃপতি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরকালে মহারাজ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুর করে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল *। এই বৃহদ্বল ভগবান্ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গণনায় তিনি শ্রীরামের ৩০ পুরুষ অধস্তন। অতএব সুস্পষ্ট প্রতীত হইল যে, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ও দুর্য্যোধনাদির অনেক পূর্ব্বে লঙ্কাবিজেতা ভগবান্ রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে ব্যাসপ্রকটিত তালিকানুসারে গণনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বত্বসাপেক্ষতা দূরে থাকুক উত্তরত্বসাপেক্ষতা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। তাহাও আবার দুই এক পুরুষসাপেক্ষ নহে;—একবারে সাত আট পুরুষ! তখন লঙ্কাবিজেতা শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদির সাত আট পুরুষ অধস্তন বলিয়া সপ্রমাণ হয়েন! আশ্চর্য্য! এরূপ কূট ও জটিল বংশপত্রিকার ভিতর হইতে ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার করিতে যাওয়া সামান্য বিড়ম্বনার বিষয় নহে!

এরূপ স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যদি বাল্মীকি-প্রদত্ত তালিকাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উভয়পক্ষের সামঞ্জস্য এবং শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বত্ব অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইতে পারে।

---

* ততঃ প্রসেনজিত্তস্মাত্তক্ষকো ভবিতা পুনঃ।
ততো বৃহদ্বলো যস্তু পিত্রা তে সমরে হতঃ॥
"তে পিত্রা অভিমন্যুনা" ইতি তট্টীকায়াং শ্রীধরস্বামী।
ভাগবত,—৯ম স্কন্ধ ১২শ অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাচীন আর্য্য-নৃপতিগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নগর ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

অযোধ্যানগরীই সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের প্রথম ও প্রধান কীর্ত্তি। ভগবান্ বৈবস্বত মনু ইহার প্রতিষ্ঠাতা। কোন্ সময়ে যে, এই প্রসিদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। একদা এই মহানগরী যে মর্ত্তে অমরাবতীতুল্যা ছিল, তাহা কবিগুরু বাল্মীকির তদ্বিষয়িণী বর্ণনা পাঠ করিলে সম্যক উপলব্ধ হইবে *। তাঁহার কুহকিনী বর্ণনার প্রভাবে যদিও ইহার দুই এক স্থল অতিরঞ্জিত হইয়াছে, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রাদুর্ভাবের প্রাক্‌কালে এরূপ সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ছিল না। কিন্তু অযোধ্যা-পুরী কি সে সমৃদ্ধতা ও সৌন্দর্য্যগৌরব একদিনে লাভ করিয়াছিল ?—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। অবশ্য ইহা কালক্রমে ধীরে ধীরে সে সৌন্দর্য্য ও সে সমৃদ্ধতা উপচয় করিয়া একদা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য মহানগরীর শীর্ষস্থানে আসনপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

অযোধ্যা-প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালেই মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পৌত্র মিথিকর্ত্তৃক মিথিলাপুরী স্থাপিত হইয়াছিল †। মিথির তনয় জনক নামে অভিহিত হইতেন। ক্রমে এই জনক নামই তাঁহার বংশধরদিগের প্রধান গোত্রাখ্যায় পরিণত হইল।

---

* কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযুতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥ ৫
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীৎ লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ সা পুরা নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥ ৬
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥ ৭
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥ ৮
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্র-বিবর্দ্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা॥ ৯

ইত্যাদি—রামায়ণ বালকাণ্ড পঞ্চম সর্গ দ্রষ্টব্য।

† নিমেঃ পুত্রস্তু তত্রৈব মিথির্নাম মহান্ স্মৃতঃ।
প্রথমং ভুজবলৈর্যেন তৈরহুতস্য পার্শ্বতঃ।
নির্ম্মিতং স্বীয়নাম্নাচ মিথিলাপুরমুত্তমম্॥

ভবিষ্যপুরাণ।

তৈরহুত অধুনা ত্রিহুত নামে খ্যাত।

অযোধ্যা ও মিথিলার পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণকর্ত্তৃক ভারতভূমে অন্য কোন নগরী স্থাপিত হইয়াছিল কিনা, তদ্বিবরণ কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। এই দুইটী নগরীর প্রতিষ্ঠার পরে রোতস্, চম্পাপুর প্রভৃতি কতকগুলি সামান্য সামান্য নগরী ভগবান্ মনুর বংশধরগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভগবান্ বুধপ্রতিষ্ঠিত চন্দ্রবংশতরু অতি বিস্তৃত। ইহার ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে যে সমস্ত পরাক্রান্ত নরপতি উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভূভাগে ভিন্ন ভিন্ন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সমস্ত নগরের প্রায় অধিকাংশই অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়াগিয়াছে। যে দুই একটীর অস্তিত্ব উপলাভ করা যাইতে পারে, তাহারাও বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণিত। তথাপি সেই ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে তাহাদের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন অতি ক্ষীণভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, প্রসিদ্ধ প্রয়াগই ইন্দুবংশীয় নৃপতিগণের প্রথম কীর্ত্তি; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহার পূর্ব্বে আর একটী নগরের প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। সে নগরীর নাম মাহেষ্মতী। তাহা নর্ম্মদাতীরে স্থাপিত। হৈহয়-কুলোৎপন্ন মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকর্ত্তৃক মাহেষ্মতী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। আজিও তাহা তথায় মাহেশ্বর * নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

যে কুশস্থলি দ্বারকা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রধান রাজধানী, তাহা প্রয়াগ, শূরপুর বা মথুরার অনেক পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। ভাগবতে উক্ত হয় যে, মহারাজ ইক্ষ্বাকুর অন্যতম ভ্রাতা আনর্ত্ত † তন্নগরের স্থাপনকর্ত্তা। কিন্তু যদুবংশীয় নৃপতিগণ কবে যে তাহাতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন, তাহার বিবরণ তদ্গ্রন্থে উল্লেখিত নাই।

যশল্মীরের প্রাচীন ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রয়াগ সর্ব্বপ্রথম, তাহার পর মথুরা ‡

---

* তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণ মাহেষ্মতীকে অদ্যাপি চলিত ভাষায় "সহস্রবাহুকা বস্তি" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

† টড সাহেব আনর্ত্তকে কুশস্থলির স্থাপনকর্ত্তা এবং ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ আনর্ত্ত মহারাজ ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহার পিতার নাম শর্য্যাতি। শর্য্যাতির উত্তানবর্হি, আনর্ত্ত ও ভূরিসেন নামে তিনপুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মধ্যম আনর্ত্তের রেবত নামে একটী তনয় সমুদ্ভূত হয়েন। এই রেবতই কুশস্থলীর প্রতিষ্ঠাপয়িতা। তদ্যথাঃ—

উত্তানবর্হিরানর্ত্তো ভূরিসেন ইতি ত্রয়ঃ।
শর্য্যাতেরভবন্ পুত্রা আনর্ত্তাদ্রেবতোঽভবৎ ॥ ১২
সোঽন্তঃ সমুদ্রে নগরীং বিনির্ম্মায় কুশস্থলীম্।
আস্থিতোঽভুঙ্ক্ত বিষয়ানানর্ত্তাদীনরিন্দম ! ১৩

ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়।

কুশস্থলীর অন্যতম নাম আনর্ত্তদেশ।

‡ ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন মথুরার স্থাপনকর্ত্তা। তিনি মধুরাক্ষসের পুত্র লবনকে বধ করিয়া মধুবনে উক্ত মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদ্যথাঃ—

শত্রুঘ্নশ্চ মধোঃপুত্রং লবনং নাম রাক্ষসম্।
হত্বা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্ ॥ ৭ ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায়।

এবং সর্ব্বশেষে দ্বারকা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে; কিন্তু একথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। এ নগরত্রয়ের অবস্থা ও প্রকৃতি বোধ হয়, হিন্দুমাত্রেরই অবিদিত নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ের আর কিছু বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল না। এই তিনটী নগরের মধ্যে প্রয়াগই বিশেষ প্রসিদ্ধ। একদা ইহা পুরুবংশীয় নৃপতিগণের প্রধান লীলাক্ষেত্ররূপে বিদ্যমান ছিল। সুবিখ্যাত দূতপ্রবর মিগাস্থীনেশ একদা ইহার সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন।

আলেকজন্দারের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তৃগণ বলিয়া থাকেন যে, যখন সেই ভুবনবিজয়ী মহাবীর অভিযানোদ্যত হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, মথুরার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগ এবং তত্রত্য অধিবাসিগণ তখন শৌরসেনী নামে অভিহিত হইত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে দুইজন শূরসেন যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একজন তাঁহার পিতামহ; অপর ব্যক্তি তাঁহার আটপুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। উক্ত দুই শূরসেনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যে শূরপুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। উক্ত গ্রীক ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন সেই দিগ্বিজয়ী মাসিডোনীয় বীর ভারতভূমে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শৌরসেনী প্রদেশের মথুরা ও ক্লিশবুরা নামে দুইটী নগরী ছিল। এই ক্লিশবুরা শব্দ শূরপুরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। দুঃখের বিষয় গ্রীকগণ পৌরাণিক নামগুলিকে ভয়ানক বিকৃত করিয়া ফেলেন!

চন্দ্রবংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি মহারাজ হস্তীকর্ত্তৃক হস্তিনাপুর নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে হস্তিনাপুর একদা পৌরব নৃপতিগণের ভাস্বর তেজঃপ্রভাবে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইত, যাহার জলন্ত গৌরবগরিমা একদা সমগ্র বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; আজি তাহা ভারতের মানচিত্র হইতে একপ্রকার বিলুপ্তপ্রায়; আজি দুর্জ্জয় কালের কঠোর হস্তের ভীষণপ্রহারে তাহা চূর্ণবিচূর্ণিত ও বিধ্বস্ত! সে প্রচণ্ড প্রহারে ধ্বংসরাশীতে পরিণত হইয়াও সে হস্তিনাপুর যদিও তাহার প্রাচীন গৌরবের খিন্ন স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অবশিষ্ট থাকিতে পারিত; তাহাহইলেও বরং হতভাগ্য ভারতসন্তানগণের সন্তপ্ত হৃদয় অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও রহিল না। ভাগীরথীর তীব্রতরঙ্গপ্রভাবে মহারাজ হস্তীর সেই মহতী কীর্ত্তির সামান্য নিদর্শনের অধিকাংশই নদীগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িল! শিবলোকের অভ্রভেদী শৈলপ্রাকার ভেদ করিয়া সুরধুনী যেস্থলে পুণ্যভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই পবিত্র হরিদ্বারের বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণে আজি হস্তিনাপুরের অতি ক্ষীণ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তীব্রতরঙ্গিণী গঙ্গার করাল গ্রাস হইতে সেটুকুও যে রক্ষা পাইবে; তাহা আশা করিতেও ভরসা হয় না।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর-ঘটনার অনেক পূর্ব্বে যে, এই হস্তিনাপুরী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় হিন্দুসন্তানমাত্রই অবগত আছেন। ঐ সর্ব্বনাশকর ভয়াবহ যুদ্ধের আটশতাব্দী পরে সুপ্রসিদ্ধ মাসিডোনীয় বীর আলেকজন্দার অভিযানোদ্যত হইয়া

ভারতক্ষেত্রে আপতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে যে কয়েকটী গ্রীক পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রায় অনেক নগরের বৃত্তান্ত স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হস্তিনাপুর সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে কোন বিবরণই দেখিতে পাওয়া যায় না !

মহারাজ হস্তীর পর চন্দ্রবংশতরুর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়ের তিনটী বিশাল শাখা বহির্গত হইয়াছিল। উক্ত তিনটী শাখাই বহুবিস্তৃত ; কিন্তু উহাদের মধ্যে অজমীঢ়ের শাখাটীই অধিকতর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অপর দুইটী শাখার বিশেষ বিবরণ পুরাণাদিতে পরিলক্ষিত হয় না।

উক্ত অজমীঢ়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে বাহ্যাশ্ব নামে একটী নরপতি উদ্ভূত হয়েন। কথিত আছে তিনি সিন্ধুনদের নিকটবর্ত্তী কোন একটী প্রদেশে আপন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বাহ্যাশ্বের যে ধুরন্ধর পঞ্চ পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকর্ত্তৃকই বিশাল পঞ্চনদপ্রদেশে প্রসিদ্ধ পঞ্চালিকারাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।* ঐ পঞ্চভ্রাতার মধ্যে যাহাঁর নাম কাম্পিল্য, তিনি কাম্পিল্যনগর নামে আর একটী স্বতন্ত্র পুরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

চন্দ্রবংশে কুশ নামে এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবতুল্য তেজস্বী চারি পুত্র সঞ্জাত হয়েন। তাঁহাদের নাম কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমান। উক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে কুশনাভ ও কুশাম্বই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্। কথিত আছে, কুশনাভ কর্ত্তৃক সরিদ্বরা সুরধুনীর তীরভূমে মহোদয় নামে একটী নগরী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। কিছুকাল অতীত হইলে ঐ মহোদয় নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া তৎস্থলে কাণ্যকুব্জ সন্নিবেশিত হইল। সে কাণ্যকুব্জ অনেক দিন পর্য্যন্ত সগৌরবে বিরাজিত ছিল। পরে ভারতবিজেতা সাহাবুদ্দীনের শাসনকালে তাহার অযোগ্য অধিপতি কাপুরুষ জয়চাঁদের প্রায়শ্চিত্তের সহিত তাহার প্রাচীন গৌরবের পর্য্যবসান হইল। কাণ্যকুব্জের আর একটী পৌরাণিক নাম গাধিপুর।

পুরাণাদি গ্রন্থে কৌশাম্বী নামে যে একটী পুরাতন নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; সেটী পূর্ব্বোক্ত কুশাম্ব কর্ত্তৃক স্থাপিত। একদা এই কৌশাম্বী নগরী প্রাচীন ভারতে বিশেষ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু আজি সে গৌরবের—সে প্রতিষ্ঠার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ শুদ্ধ তাহার নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। তথাপি কেহ কেহ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, কণোজের কিয়দ্দূর দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অন্বেষণ করিলে কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হইতে পারে।

কথিত আছে, মহারাজ কুশের অপর পুত্রদ্বয় ধর্ম্মারণ্য ও বসুমতী নামে দুইটী পুরী

---

* ঐ পঞ্চভ্রাতার নাম মুদ্গাল, যবীনর, বৃহদিষু, সৃঞ্জয় ও কাম্পিল্য। এতৎসম্বন্ধে প্রথম বংশপত্রিকা দেখ।

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ দুইটীর সম্বন্ধে কোনরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। *

কৌরবকুলপতি মহারাজ কুরুর সুধন্বা ও পরীক্ষিৎ নামে যে দুইটী মহাধনুর্ধর পুত্র জন্মিয়াছিলেন; তন্মধ্যে সুধন্বার গোত্রে মহাবীর জরাসন্ধ এবং পরীক্ষিতের গোত্রে শান্তনু ও বাহ্লিক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ শান্তনুর বংশধর। জরাসন্ধ এই শেষোক্ত নৃপকুমারদিগের সমকালীন। রাজগৃহ জরাসন্ধের রাজধানী।

ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন প্রাচীন হস্তিনাতেই বাস করিতেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহা হইতে বিভিন্ন হইয়া যমুনাতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ নাম অনেক দিন পর্য্যন্ত সমভাবে বিরাজিত ছিল; পরে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা আধুনিক দিল্লি নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে।

বাহ্লিকের পুত্রগণ পালিবোত্র ও আরোর † নামে দুইটী রাজ্য স্থাপন করে। তন্মধ্যে পালিবোত্র গঙ্গার সৈকতভূমে এবং আরোর সিন্ধুনদের তীরে স্থাপিত। এসকল চন্দ্র-বংশীয় নৃপতি মহারাজ যযাতির প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্র যদু ও পুরুর বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অপর পুত্রত্রয়ের প্রতিষ্ঠার বিষয় কিছুমাত্র বিবরিত হইল না; এক্ষণে প্রয়োজনবোধে আমরা তাঁহাদের কীর্ত্তিসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহীপতি যযাতির উক্ত পুত্রত্রয়ের মধ্যে অনুই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্। ইহাঁর বংশে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কৈকয় ও মদ্রক প্রভৃতি যে কয়েকটী মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রত্যেকের নামানুসারে এক একটী নগর প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। আজিও তন্মধ্যস্থ দুই একটীর নাম ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু সে সকল স্থান উক্ত পুরাণনির্দ্দিষ্ট প্রকৃত স্থান কি না, তৎসম্বন্ধে অদ্যাবধি কিছুই মীমাংসিত হয় নাই।

---

* গঙ্গাকুলবর্ত্তী কারা নামক স্থানে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে যে, যশঃপাল নামে জনৈক রাজা কৌশাম্বীর অধিপতি ছিলেন। প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ খ্যাতনামা উইলফোর্ড স্বপ্রণীত পৌরাণিক ভূগোলের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, কৌশাম্বী আলাহাবাদের নিকটে অবস্থিত।

মহারাজ কুশের তৃতীয় পুত্র অমূর্ত্তরজস, ধর্ম্মারণ্যের এবং চতুর্থ পুত্র বসু বসুমতীর, স্থাপনকর্ত্তা। তদ্যথা:—

অমূর্ত্তরজসো নাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজম্। ৭
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।

রামায়ণ বালকাণ্ড ৩২শ সর্গ।

† আরোর বা আলোর সিন্ধুদেশের প্রাচীন রাজধানী। ইহা সিন্ধুনদের একটী শাখার তীরভূমে সংস্থিত। যখন মাসিডোনীয় মহাবীর আলেকজন্দার ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিলেন, তখন এই আরোর-পুরী বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে বাহ্লিকবংশীয় শল ইহার স্থাপন কর্ত্তা। খ্যাতনামা ইতিহাসবেত্তা আবুলফজল এতদ্বিবরণ স্বপ্রণীত গ্রন্থে প্রকটিত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আরোরকে বর্ত্তমান টাটা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

নরনাথ যযাতির দ্বিতীয় তনয় তুর্ব্বসুর কোনরূপ কীর্ত্তিরই বিবরণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, তিনি ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা দ্রুহ্যর কুলে গান্ধার ও প্রচেতা নামে যে দুই জন নৃপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহারাও এক একটী রাজ্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পৌরাণিক গান্ধার (বর্ত্তমান কান্দাহার) গান্ধার রাজার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রচেতার কীর্ত্তিসম্বন্ধে কোন রূপ বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কথিত আছে, তিনি ম্লেচ্ছদেশে আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কলিঞ্জর, কেরল, পাণ্ড ও চোল নামে মহারাজ দুষ্মন্তের যে চারিটী পৌত্র জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব নামে এক একটী রাজ্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কলিঞ্জর বুন্দেলখণ্ডে স্থাপিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেরল সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না। এ নগরের স্থিতিভূমি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

মালবার-উপকূলে পাণ্ডুমণ্ডল নামে যে একটী প্রদেশের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহা বোধ হয়, পাণ্ডেরই প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য ভূগোলবিদ্গণ তাহাকে "রেজিয়া পাণ্ডীয়না" নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। আধুনিক তাঞ্জোর বোধ হয়, উক্ত পাণ্ডুমণ্ডলেরই রাজধানী।

চোল সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে প্রসিদ্ধ দ্বারকার নিকটে অবস্থিত। আজিও তাহা তথায় সেই নামেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভগবান্ মনু ও বুধ হইতে ভগবান্ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত সমালোচন প্রদত্ত হইল। সেই সমস্ত মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবনী ও মহনীয় কীর্ত্তিকলাপের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আমরা যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলাম। কিন্তু ধরিতে গেলে তাহা অতি যৎসামান্য। বিশাল সাগরসদৃশ পুরাণশাস্ত্রের মন্থন করিতে করিতে যেদিন তন্নিহিত ঐতিহাসিক রত্নরাজি উদ্ধৃত হইবে, সেই দিন জগতে এক নূতন যুগের অবতারণা হইবে;—সেই দিন দীন ভারত এক নূতন জীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে দিন আর এখন সুদূরপরাহত নহে। দীর্ঘতম গভীর কালনিশার বিশাল রাজ্য অতিক্রম করিয়া তাহা ধীরে ধীরে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আজি ভারতের ভবিষ্যগগনের প্রাচীদ্বারে তাহার সুদূরবিক্ষিপ্ত ক্ষীণ রশ্মিরেখা অতি মন্দ মন্দ ভাবে প্রতিভাত হইতেছে।

আজি কালি পুরাণাবলির বহুল প্রচারের সহিত অমরপূজ্য আর্য্য মহোদয়দিগের কীর্ত্তিকলাপ ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎসমুদায়ই পৌরাণিকী কল্পনার নিবিড় জালে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কেহই সেই সমস্ত কল্পনাজাল বিযুক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন না!—করিলে, তাঁহাদের চেষ্টা যে ফলবতী হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

১০ পারীযাত্র
শিল
উন্নাভ
বজ্রগর্ভ
শঙ্খনাভ
১৫ অশ্বিরূপ
বিশ্বসহ
হিরণ্যনাভ
পুষ্প
ধ্রুবসন্ধি
২০ সুদর্শন
অগ্নিবর্ণ
শীঘ্রগ
মরু
প্রশুশ্রুত
২৫ সুসন্ধি
অমর্ষণ
মহস্বান
বিশ্ববাহু
প্রসেনজিৎ
৩০ তক্ষক
বৃহদ্বল… { যুধিষ্ঠির সমকালীন। ইনি ভারতযুদ্ধে অভিমন্যুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন।
বৃহদ্রণ
উরুক্রিয়
বৎসবৃদ্ধ
৩৫ প্রতিব্যোম
ভানু
[illegible]
৪০ বৃহদশ্ব
ভানুমান
প্রতীকাশ্ব
সুপ্রতীক
মরুদেব
৪৫ সুনক্ষত্র
পুষ্কর
অন্তরিক্ষ
সুতপা
অমিত্রজিৎ
৫০ বৃহদ্রাজ
বর্হি
কৃতঞ্জয়
রণঞ্জয়
সঞ্জয়
৫৫ শাক্য
শুদ্ধোদ
লাঙ্গল
প্রসেনজিৎ
ক্ষুদ্রক
৬০ সুমিত্র { ইহাঁর পর ভাগবতে অন্য কোন নৃপতির নামোল্লেখ নাই। কথিত আছে সুমিত্র বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক।

মিবারের রাণাদিগের বংশাবলী।

৬১ মহারথ — অম্বরাধীপ রাজা জয়সিংহের তালিকানুসারে।
অন্তরথ
অচলসেন

২০ দুর্ব্ব
তিমি
বৃহদ্রথ
সুদাস
শতানীক
২৫ দুর্দমন
মহীনর
দণ্ডপাণি
নিমি
২৯ ক্ষেমক { মহারাজ ক্ষেমক রাজকার্য্যে নিতান্ত অনবহিত ছিলেন বলিয়া ইহাঁর প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ইহাঁর মন্ত্রী ইহাঁকে পদচ্যুত ও নিহত করিয়া রাজাসন অধিকার করিয়াছিল। মহারাজ ক্ষেমকের পদচ্যুতি ও প্রাণনাশের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বংশ।

৩০ বিসর্ব্ব { অনেকে ইহাঁকে শিশুনাগের সমসাময়িক ও একবংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণন
[illegible]
অহংশাল
বরজিত
৩৫ দুর্ব্বার
সদাপাল
সুরসেন
সিংহরাজ
অমর্বাদ
৪০ অমরপাল
স্বর্বহি
পদারৎ
৪৩ মদপাল { রাজপুতমন্ত্রী কর্ত্তৃক রাজচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা ১৪ জন নৃপতি সর্ব্বসমেত ৫০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তৃতীয় বংশ।

৪৪ মহারাজি
৪৫ শ্রীসেন
মহীপাল
মহাবলী
শ্রুপবর্ত্তি
নেত্রসেন
৫০ সুমুখ
জিতমল
কলঙ্ক
কুলমান
[illegible]

শুনিথ
সত্যজিত
বিশ্বজিত … … ২০
পুরঞ্জয় (রিপুঞ্জয়)

দ্বিতীয় বংশ।

প্রাদ্যোত { রাজমন্ত্রী শুনক, রাজাকে হত্যা করিয়া ইহাঁকে সিংহাসনে অভিষেক করেন।
পালক … … ২৫
বিশাখকূপ
রাজক
নন্দীবর্দ্ধন

তৃতীয় বংশ।

শিশুনাগ { ইনি ঐতিহাসিকগণকর্ত্তৃক তক্ষকবংশীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। কথিত আছে, ইনি খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে অনুমান ৫৫০ হইতে ৬০০ অব্দের মধ্যে শাকদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্বকালে চতুর্ব্বিংশ বুদ্ধাবতার মহাবীর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
কাকবর্ণ … … ৩০
ক্ষেমধর্ম্মা
ক্ষেত্রজ্ঞ
বিধিসার
অজাতশত্রু
দর্ভক … … ৩৫
অজয়
নন্দীবর্দ্ধন
মহানন্দি
নন্দ (শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত) … ৩৯
চন্দ্রগুপ্ত { (৩২০ খৃঃ পূঃ) আলেক্‌জন্দারের সমসাময়িক ৪০
বরুসার
অশোক
সুদন্ত
সংগত
কেসলিশোক … … ৪৫
সমশর্ম্ম
শতধনু
বৃহদ্রথ { এই নরপতি মগধ হইতে দূরীকৃত হইলে মগধে মৌর্য্যবংশের আবির্ভাব হয়। ৪৮

পঞ্চম বংশ।

অগ্নিমিত্র … … ৪৯
বসুমিত্র … … ৫০
ভদ্রক
পুলিন্দ
ঘোষ
বজ্রভূমি
ভগবৎ … … ৫৫
দেবভূত … … ৫৬

ষষ্ঠ বংশ।

ভূমিত্র (বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক) ৫৭
পারণ … … ৫৮
সুশর্ম্মা … … ৫৯

সপ্তম—শূদ্র বংশ।

	কণকসেন	সৌরাষ্ট্র জয় করিয়া সম্বৎ ২০০ (খৃঃ ১৪৪) অব্দে তৎপ্রদেশে আপন বংশতরু রোপন করিয়াছিলেন।
৬৫	মহামদনসেন	
	সুদন্ত	
	বিজয়সেন	
	পদ্মাদিত্য	
	শিবাদিত্য	
৭০	হরাদিত্য	
	সূর্য্যাদিত্য	
	সোমাদিত্য	
	শিলাদিত্য	ম্লেচ্ছগণকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে ইহাঁর রাজধানী বল্লভীপুর ও গজনী বিধ্বস্ত হইয়াছিল।
	গ্রহাদিত্য	
৭৫	নাগাদিত্য	
	ভাগাদিত্য	
	দেবাদিত্য	
	আশাদিত্য	মিবারে আশাপুর ও আহর নামে দুইটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
	কালভোজ	
৮০	গ্রহাদিত্য	
৮১	বাপ্পা	মৌর্য্যবংশীয় রাজা মানসিংহের নিকট হইতে সম্বৎ ৭৭০ (খৃঃ ৭১৪) অব্দে রাজসিংহাসন আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন।

৫৫	জয়ঙ্গব	
	হণ্ডুজ	
	হীরক্ সেন	
৫৮	অস্তিন	সমরসচিবের করে রাজকার্য্যভার অর্পণ করিয়া রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ বংশ।

৫৯	ধুদসেন	
৬০	সিন্ধবাজ	
	মহাগঙ্গো	
	নদ	
	জীবন	
	উদয়	
৬৫	জীহুল	
	আনন্দ	
৬৭	রাজপাল	মহারাজ রাজপাল সুখবন্তের কুমায়ুন রাজ্য আক্রমণ করাতে তৎকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ	... ... ৬০
সুন্তকর্ণ	
পুরমার	
লম্বোদর	
চপলাক্ষ	
মেঘস্বাত	... ... ৬৫
অনিষ্টকর্ম্মা	
হালীয়	
তিলক	
পুরুষবর	
সুদর্শন	... ... ৭০
চুকত	
শিবস্বাদ	
অরিন্দম	
গোমতি	
পুরিমান	... ... ৭৫
মেদশির	
সখণ্ড	
যোগস্থুরি	
বিজয়	
চন্দ্রবীজ	... ... ৮০
শালাম্বুধী (ইনি সম্ভবতঃ বাপ্পারাওলের সমসাময়িক)	৮১

চতুর্থ অধ্যায়।

রাম ও যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং অন্যান্য রাজবংশের সমালোচনা।

মহারাজ ইক্ষ্বাকু হইতে শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত এবং বুধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সংক্ষিপ্ত সমালোচন করিয়া এক্ষণে আমরা তাঁহাদের অধস্তন নৃপতিগণের যথাযোগ্য আলোচনায় কিছুক্ষণের জন্য প্রবৃত্ত হইলাম।

জয়পুর ও বিকানীরের রাজপুত নৃপতিগণ আপনাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের বংশসম্ভূত বলিয়া সগর্ব্বে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এদিকে বর্ত্তমান যশল্মীর ও কচ্ছপ্রদেশের রাজপুত্রগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া আপনাদের মহৎ কুলগরিমা প্রচার করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ অথবা চন্দ্রবংশীয় অন্য কোন নৃপতি হইতে ভারতবর্ষের অন্য কোন হিন্দুরাজবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ের অনুশীলনে ক্রমে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী কালে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশে যে সমস্ত নরপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পবিত্র নামাবলি দ্বিতীয় বংশ-পত্রিকায় প্রকটিত হইল। এই পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে তিনটী রাজকুল সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১ম। সূর্য্যবংশ ও শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগণ।

২য়। ইন্দুবংশ ও মহারাজ পরীক্ষিতের বংশধরগণ।

৩য়। ইন্দুবংশ ও মহারাজ জরাসন্ধের বংশধরগণ।

শ্রীরামচন্দ্রের লব ও কুশ নামে দুইটী যমজ পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ লব* হইতে মিবারের রাণাগণ আপনাদের উৎপত্তি সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। কনিষ্ঠ কুশ হইতে মারবার ও অম্বরের নৃপতিগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। কুশের বংশধর বলিয়া তাঁহারা কুশাবহ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এইরূপ মারবারের নৃপতিগণও উক্ত

---

* টড সাহেব লবকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ পুরাণাদির মতে কুশই জ্যেষ্ঠ। তদ্যথা :—

"যস্তয়োঃ প্রথমং জাতঃ স কুশৈর্ম্মন্ত্রসংস্কৃতৈঃ
নির্ম্মার্জ্জনীয়ো নাম্নাহি ভবিতা কুশ ইত্যসৌ॥
যশ্চাবরজ এবাসীল্লবণেন সমাহিতঃ।
নির্ম্মার্জ্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্নাম্না স ভবিতা লবঃ॥"

রামায়ণ।

কুশ হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি সপ্রমাণ করিয়া আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক হিন্দু তাহা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহেন। তাঁহারা বলেন যে, মারবারের নৃপতিগণ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষ কুশ হইতে সমুদ্ভূত।

যে দিন রবিকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র কঠোর ভ্রাতৃশোকানলে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিলেন; সেই দিন হইতে যে সমস্ত নরপতি ক্রমান্বয়ে অযোধ্যার শাসনদণ্ড পরিচালন করিয় ছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ একমাত্র ভাগবতেই বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। উক্ত মহাপুরাণগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের পর সর্ব্বসমেত ৫৮ জন নৃপতি অযোধ্যার সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শেষ বংশধরের নাম সুমিত্র। মহারাজ সুমিত্রের অধস্তন সূর্য্যবংশীয় অন্য কোন নরপতির বিবরণ অন্য কোন পুরাণে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অম্বরের খ্যাতনামা নরপতি পণ্ডিতবর জয়সিংহ সূর্য্যবংশের যে কুলতালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন; তাহাতে লিখিত আছে যে, মহারাজ সুমিত্রের পর অনেকগুলি নরপতি সূর্য্যকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে সমস্ত নরপতি মিবারের রাণাগণের পূর্ব্ব পুরুষ।

অভিমন্যুতনয় মহারাজ পরীক্ষিৎ পাণ্ডবপ্রবীর যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকারী। পরীক্ষিৎ হইতে সর্ব্বসমেত ৬৬ জন নরপতি পাণ্ডবগণের লীলাভূমি ইন্দ্রপ্রস্থনগরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শেষ উত্তরাধিকারীর নাম রাজপাল। রাজতরঙ্গিনী ও রাজাবলি ভিন্ন আর কোন ইতিহাসগ্রন্থে এই সমস্ত ভূপতির সুস্পষ্ট বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজপাল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক। কথিত আছে, মহারাজ রাজপাল কুমায়ুন রাজ্য আক্রমণ করাতে তত্রত্য অধিপতি সুখবন্তকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বিজয়ী সুখবন্ত জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া আপনার দেশবৈরী রাজপালের ইন্দ্রপ্রস্থনগরী হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তৎপ্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুখবন্ত রাজপালের রাজধানী অধিকার করিলেন বটে; কিন্তু তাহা অধিক দিন ভোগ করিতে পাইলেন না; অচিরে বিক্রমাদিত্যের প্রচণ্ড বিক্রমবলে তিনি তৎপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন।

রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্য কুমায়ুনপতি সুখবন্তের গ্রাস হইতে ইন্দ্রপ্রস্থপুরী উদ্ধার করিলেন বটে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বশোভা পুনরুদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইলেন না। যত্নবান্ হইলে যে, তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন না; তাহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কেন না—ধরিতে গেলে—তিনিই তখন ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতি ছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্য ও ভারতীয় আর্য্যকুলের গৌরবগরিমা তখন তাঁহার অমরাবতীতুল্য অবন্তীনগরীতে এককেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য মনে করিলে পাণ্ডবদিগের লীলাভূমি ইন্দ্রপ্রস্থকে তাহার প্রাচীন গৌরবের উচ্চতম সোপানে সমুত্থাপিত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া সুখবন্তের হস্ত হইতে শুদ্ধ তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন এবং তন্নগরীকে

পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার উজ্জয়িনী রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। যে দিন তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, সেই দিন হইতে ক্রমাগত আট শতাব্দী ধরিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের রাজাসন শূন্য রহিল। যে ইন্দ্রপ্রস্থ আপন সৌন্দর্য্য ও গৌরবে একদা সুরনগরী অমরাবতীর সমকক্ষ হইয়াছিল, এই দীর্ঘকালব্যাপিনী অরাজকতায় তাহা ক্রমে ক্রমে ভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইতেছিল, এমন সময় অনঙ্গপালনামা জনৈক মহাপুরুষ সঞ্জীবনী ক্ষমতার সাহায্যে তাহাকে পুনর্ব্বার উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। অনঙ্গপাল ক্ষত্রিয়; তিনি পাণ্ডুবংশোদ্ভূত বলিয়া ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের মহতী কীর্ত্তিকে তিনি ধ্বংসসলিল হইতে রক্ষা করিলেন বটে; কিন্তু সে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ নামের পরিবর্ত্তে তাহাকে দিল্লী নামে অভিহিত করিলেন।

প্রসিদ্ধ রাজাবলিগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ভারতবর্ষের উত্তরভাগস্থ কুমায়ুন গিরিব্রজ হইতে সুখবন্ত নামা জনৈক নৃপতি চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে নিহত করিয়া তন্নগর উদ্ধার করেন। ভারত সমর হইতে এই সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ২৯১৫ বৎসর অতীত হইয়াছে।" সেই গ্রন্থের আর একস্থলে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, "আমি অনেক পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম; কিন্তু কোন গ্রন্থেই যুধিষ্ঠির ও পৃথ্বীরাজের মধ্যবর্ত্তী সময়ে দিল্লীসিংহাসনে একশত ক্ষত্রিয় নৃপতির অধিক নাম দেখিতে পাইলাম না। এই একশত জন নৃপতি সর্ব্বসমেত ৪১০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদের রাজত্বাবসানের পর ইন্দ্রপ্রস্থপুরী রবিকুলের হস্তগত হইয়াছিল।"

যে দিন মহারাজ যুধিষ্ঠির অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিতের করে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিলেন; সেই দিন হইতে মহারাজ পৃথ্বীরাজের অভিষেক পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে সর্ব্বসমেত একশত জন নৃপতি সমারূঢ় হইয়াছিলেন। এই সমস্ত নরপতির নাম এতৎসংযুক্ত দ্বিতীয় বংশপত্রিকায় প্রকটিত হইল।

বিশাল চন্দ্রবংশতরুর আর একটী প্রকাণ্ড শাখার বিবরণ প্রয়োজনীয় বোধে আমরা তাহা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম। মহারাজ জরাসন্ধ এই শাখাকুলের একজন খ্যাত-নামা নৃপতি। তিনি রাজগৃহে রাজত্ব করিতেন। ভাগবতে বর্ণিত আছে, তাঁহার পুত্র সহদেব এবং পৌত্র মার্জ্জারি মহাসমরকালে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা মহারাজ পরীক্ষিতের সমকালীন। মহারাজ জরাসন্ধের পর তদ্বংশীয় ত্রয়োবিংশতি জন নরপতি মগধের সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন। ইহাঁদের শেষ রাজার নাম রিপুঞ্জয়। রিপুঞ্জয় আপ-নার মন্ত্রী শনক কর্ত্তৃক পদচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন। কূটমন্ত্রী শনক রাজহত্যার পাপ-কলুষে আপনাকে কলুষিত করিলেন বটে; কিন্তু তিনি সে রাজ্য স্বয়ং ভোগ করিলেন না। আপন তনয় প্রদ্যোতকে সেই অধর্ম্মলব্ধ সিংহাসনে অভিষেক করিয়া তিনি সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজঘাতী শনকের তনয় প্রদ্যোত হইতে তদ্বংশীয় সর্ব্বসমেত পঞ্চজন নৃপতি মগধের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তৎপরে শেষ নৃপতি মহারাজ নন্দিবর্দ্ধনের সহিত

শনকের রাজকুলের পর্য্যবসান হয়। এই পাঁচজন রাজা সর্ব্বসমেত একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে শিশুনাগনামে জনৈক বিজয়ী নৃপতি প্রচণ্ড বলসহকারে ভারতভূমে আপতিত হইয়া জরাসন্ধের সিংহাসন অধিকার করিলেন। কথিত আছে, তিনি তক্ষক-স্থান* বা নাগদেশ হইতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। উক্ত শিশুনাগ হইতে তদ্বংশীয় শেষ নৃপতি মহানন্দ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত দশজন রাজা মগধরাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, মহারাজ মহানন্দ শুদ্ধজাত ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের অধিকাংশকে বধ করিয়াছিলেন। এই দশ জন নৃপতি সর্ব্বসমেত তিনশত ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁদের পরে কতকগুলি শূদ্র রাজা মগধে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিশুনাগের বংশ বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই মৌর্য্যবংশ মগধসিংহাসন অধিকার করিল। ভুবনবিখ্যাত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ইহার প্রথম রাজা। নৃপবর চন্দ্রগুপ্তের কীর্ত্তি ও যশোভাতি যে একদা সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই, বোধ হয়, অবগত আছেন। এই মৌর্য্যবংশে সর্ব্বসমেত দশজন নৃপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উক্ত দশজন নৃপতি সর্ব্বসমেত একশত সাঁইত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মৌর্য্যবংশের শেষ নৃপতি মহারাজ বৃহদ্রথকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া অষ্টমিত্র নামক জনৈক নৃপতি মগধ-সিংহাসন সবলে অধিকার করিয়া লইলেন। এই অষ্টমিত্র হইতে মগধে পঞ্চম বংশের প্রতিষ্ঠা হইল। কথিত আছে, ইনি শৃঙ্গীদেশ হইতে সমাগত হইয়াছিলেন। ইহাঁর বংশে আটজন রাজা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ অষ্টমিত্রও এই আট জনের অন্যতম। ইহাঁরা সকলে সর্ব্বসমেত একশত বার বৎসর মগধের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের শেষ রাজার নাম দেবভূত। মহারাজ দেবভূতের রাজত্বকালে ভূমিত্র নামে জনৈক বীর কণ্বদেশ হইতে অভিযানোদ্দেশ্যে মগধ দেশে আপতিত হইলেন এবং অচিরে দেবভূতকে সমরে পরাজয় ও নিধন করিয়া তৎ-সিংহাসন অধিকার করিলেন। মহারাজ দেবভূতের সহিত শৃঙ্গীদেশীয় অষ্টমিত্রের বংশ পর্য্যবসিত হইল।

বীর ভূমিত্র স্বকীয় বিক্রমসাহায্যে যে সিংহাসন অধিকার করিলেন, তাহা তাঁহার বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে ত্রয়োবিংশতি পুরুষ ধরিয়া যথাক্রমে ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই শূদ্রকুলোৎপন্ন। ভূমিত্র হইতে চতুর্থ পুরুষে কৃষ্ণনামে জনৈক নৃপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি শূদ্রানীর গর্ভজাত এবং তাঁহা হইতেই তদ্বংশীয় নৃপতিগণের শূদ্রত্বের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহাঁদের শেষ নৃপতির নাম শালাম্বুধী। এই

* তক্ষকস্থান গ্রীক ইতিহাসলেখকগণকর্ত্তৃক তকারিস্থান নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার আধুনিক নাম তুর্কিস্থান।

শালাম্বুবী হইতেই মগধে রাজবংশের পর্য্যবসান হয়। মগধের যে শাসনদণ্ড একদা ক্ষত্রিয়বীর জরাসন্ধের জ্বলন্ত প্রতাপে উজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা তদ্বংশের অবসানের পর হইতে ক্রমান্বয়ে ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন বংশদ্বারা পরিচালিত হইয়া অবশেষে শূন্য নাম মাত্রেতে অবশিষ্ট রহিল। সেই সঙ্গে মগধসিংহাসনও শূন্য হইয়া পড়িল। আর কেহ তাহাতে আরোহণ করিল না;—অপ্রতিম বীর জরাসন্ধের লীলাক্ষেত্র—মহানন্দী ও চন্দ্রগুপ্তের সাধনভূমি—ভারতের অন্যতম শোভনীয় অঙ্গ দুর্জ্জয় কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে আজি চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া পরমাণুতে বিলীন হইবার উপক্রম করিতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি অভিযানোদ্দেশ্যে ভারতভূমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ;—শাকদ্বীপীয় ও স্কন্দনাভীয় জাতির সহিত রাজপুত-জাতির সাদৃশ্যের সমালোচনা।

ভগবান্ মনু ও বুধ হইতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অধস্তন ভারতবর্ষীয় আর্য্যনৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকটিত হইল; এক্ষণে আমরা সে পবিত্র আর্য্যবংশ ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করিয়া কতিপয় অনার্য্য জাতির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। শাকদ্বীপ, * স্কন্দনাভ † বা অন্য কোন অনার্য্য দেশ হইতে যে সমস্ত জাতি অভিযানোদ্যত হইয়া সময়ে সময়ে ভারতভূমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের আচারব্যবহারের বিষয় অনুশীলন করাই আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সকল আচার

---

* শাকদ্বীপ (Scythia) গ্রীক ঐতিহাসিকগণকর্ত্তৃক ইহা শাকতাই ও শিথিয়ানামে অভিহিত হইয়াছে। পুরাণে ইহা জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।—

কথ্যমানং নিবোধধ্বং শাকদ্বীপং দ্বিজোত্তমাঃ!
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণস্তস্য বিস্তরঃ॥"

মৎস্যপুরাণ।

সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ষ্ট্রাবোকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, কাস্পীয়ান হ্রদের পূর্ব্বস্থিত প্রদেশ শিথিয়া নামে প্রসিদ্ধ। সেই প্রদেশে অনেকগুলি শৈল ও নদী আছে। নদী সকলের মধ্যে অক্ষুঃ (Oxus) একটী প্রধান। এদিকে পুরাণবর্ণিত শাকদ্বীপে ইক্ষুঃ নামে একটী নদীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্যথাঃ—

"ইক্ষুশ্চ পঞ্চমী জ্ঞেয়া তথৈব চ পুনঃ কুহূ।"

মৎস্য পুরাণ।

তবে কি এই ইক্ষু শব্দই ষ্ট্রাবো কর্ত্তৃক অক্ষুনামে বিকৃত হইয়াছে?

† স্কন্দনাভ (Scandinavia), বর্ত্তমান নরওয়ে ও সুইদেনের প্রাচীন নাম।

ব্যবহারের সহিত রাজপুত-জাতির কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তাহাও আমরা এই সঙ্গে আলোচনা করিব।

যে সকল জাতিকে আমরা অনার্য্য নামে অভিহিত করিলাম, তাহারা অশ্ব, তক্ষক বা জিতবংশ হইতে সমুদ্ভূত। এই সকল জাতির পৌরাণিক উদ্ভব, বংশবিবরণ ও আচার-ব্যবহারবলির সহিত আর্য্যদিগের উক্ত বিষয় সমূহের এতদূর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, সহসা সকলকেই একবংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান হয়।

ঐ সকল অনার্য্যজাতি ঠিক্ কোন্ সময়ে যে, ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। তবে তাহারা কোন্ দেশ হইতে আপতিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই নিরূপিত হইতে পারে।

যে তাতার ও মোগল জাতির বিবরণ ভারত-ইতিহাসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ণিত আছে, যাহাদের কুলতিলক নৃপতিগণের ভ্রবিলাসে একদা সমগ্র ভারতভূমির অদৃষ্টচক্র নিয়মিত হইয়াছিল, তাহারাও উক্ত অনার্য্যবংশ হইতে সমুদ্ভূত। খ্যাতনামা আবুলগাজি উক্ত মোগল ও তাতারদিগের সম্ভববিষয়ে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, এস্থলে তাহার সমালোচনায় আমরা প্রথমে প্রবৃত্ত হইলাম।

আবুলগাজি বলেন যে, যে মহাপুরুষ কর্ত্তৃক তাতারীয় বংশ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম মোগল। উক্ত মোগলের অগুজ নামে একটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন। তিনিই তাতার ও মোগলকুলের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা।

উক্ত অগুজের ছয়টী মহাবীর্য্যবান্ পুত্র সঞ্জাত হয়। তাহাদের প্রথম ও দ্বিতীয়ের নাম কায়ন ও আয়। এই কায়ন ও আয় সূর্য্য ও চন্দ্রের সদৃশ বলিয়া তাঁহাদের কুলাখ্যান-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, এই আয় শব্দকে কি পুরাণোক্ত আয়ুর অপভ্রংশ বলিয়া জ্ঞান হয় না?

তাতারগণ উক্ত আয়কে আপনাদের গোত্রপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্রবংশসম্ভূত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, তাতারদিগের মতে আয় চন্দ্রসদৃশ; সুতরাং তাহারা যে চন্দ্রবংশসম্ভূত বলিয়া আপনাদের কুলপরিচয় প্রদান করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? বোধ হয়, এই জন্যই তাতার জাতি চন্দ্রকে পুরুষভাবে পূজা করিত।

তাতারীয় আয়ুর জুল্‌হুস্ নামে একটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন। উক্ত জুল্‌হুসের পুত্রের নাম'হয়'। এই হয় হইতেই চীনের প্রথম রাজকুল সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

আয় হইতে নবম পুরুষে এল খাঁ নামে একটী নৃপতি তদ্‌বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উক্ত এলখাঁর কৈয়ান ও নাগস্ নামে দুই মহাবীর্য্যবান্ পুত্র সমুদ্ভূত হয়। ইহাদেরই বংশ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমগ্র তাতারভূমিকে ব্যাপিত করিল।

যে মহাবীর জাঙ্গিজ খাঁর প্রচণ্ড বীর্য্যানলে একদা অর্দ্ধেক জগৎ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি আপনাকে উক্ত কৈয়ানের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন।

পুরাণে যে নাগ ও তক্ষকজাতির বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারা বোধ হয়, উক্ত নাগসের বংশোদ্ভূত। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা দি গায়েন কর্ত্তৃক তক্ষকগণ তক্যাক মোগল নামে অভিহিত হইয়াছে।

পৌরাণিক ইন্দুবংশের উদ্ভব-বিবরণের সহিত তাতার ও মোগলদিগের কথিত ইন্দু-বংশোদ্ভবের বৃত্তান্ত তুলনায় সমালোচিত হইল। সমালোচনা করিতে করিতে প্রত্যেকের মধ্যে স্থানে স্থানে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইল বটে, কিন্তু সে সাদৃশ্য কিরূপ তাহা ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। অগ্রে আমরা প্রত্যেকের গোত্রপতির সম্ভব ও তাহাদের প্রাচীন দেব-তত্ত্বের বিষয় অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথম—পৌরাণিক। ভগবান্ বৈবস্বত মনুর দুহিতা ইলা একদা বনমার্গে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় চন্দ্র-তনয় বুধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বুধ তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের সম্মিলন হইতেই ইন্দুবংশ উদ্ভূত হইল।

দ্বিতীয়—চীনদিগের প্রথম নৃপতি য়ুর (আয়ু) জন্মবৃত্তান্ত। একদা কোন সীমন্তিনী ভ্রমণ করিতে করিতে ফো (বুধ) নামক গ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ফো বলপূর্ব্বক সেই রমণীকে উপভোগ করাতে স্বল্পদিনের মধ্যে তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। ক্রমে যথাকালে সেই রমণী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। সেই পুত্রের নাম য়ু। উক্ত য়ুই চীনদেশের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। য়ু চীনকে নয়টী প্রদেশে বিভক্ত করিয়া খ্রীষ্ট জন্মের ২২০৭ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে সুস্পষ্ট বোধগম্য হইল যে, তাতারীয় আয়, চৈন য়ু এবং পৌরাণিক আয়ু উক্ত জাতিত্রয়ের অঙ্গীভূত ইন্দুবংশ-প্রতিষ্ঠাতৃগণের এক অভিন্ন অভিধা মাত্র এবং পৌরা-ণিক ইন্দুতনয় বুধেরই ছায়া লইয়া চীনদিগের ফো এবং য়ূরোপগত জাতিদিগের বোধেন ও তুইতেতিস কল্পিত হইয়াছে।

এক্ষণে বোধ হইতেছে যে, ভগবান্ বুধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তদানীন্তন অনেক জাতির অবলম্বনীয় মুখ্য ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সে ধর্ম্ম তাহারা অনেক দিন ধরিয়া সমভাবে প্রচার করিয়াছিল। ক্রমে যখন সূর্য্যোপাসকগণ প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল; তখন তাহাদের তেজস্বিনী উপাসনাপদ্ধতির নিকট বুধের ধর্ম্ম আর স্থান না পাইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িতে লাগিল;— পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে তাহা আধুনিক শান্তিময় জৈনধর্ম্মে পরিণত হইল।

মহাত্মা দিয়োদোরা শকজাতির* উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন, আমাদের সমালোচিত হিন্দু, চীন ও তাতারদিগের সম্ভববিবরণের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রয়োজনবোধে আমরা তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দিয়োদোরা বলেন;——

---

* শক (Scythian) ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ। ইহারা সূর্য্যবংশীয় বাহুরাজাকে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া দেওয়াতে তৎপুত্র মহারাজ সগর কর্ত্তৃক বিশেষরূপে শাসিত হইয়াছিল। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের

"আরক্ষেশ নদের বিশাল তীরভূমিই শকদিগের প্রথম আবাসনিলয়। অর্দ্ধমানুষী ও অর্দ্ধসর্পরূপিনী কোন রমণীর গর্ভে তাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত অপূর্ব্বরূপিনী রমণী পৃথিবীর দুহিতা। জুপিটর তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া তদ্গর্ভে শীথেশ নামে একটী পুত্র সমুৎপাদন করেন। উক্ত শীথেশের সন্তানসন্ততিগণ তাঁহার নামেই বিদিত হইলেন। শীথেশের পলশ ও নাপস নামে দুইটী মহাবীর্য্যবান্ পুত্র সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এতদূর প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, একদা আফ্রিকার বক্ষবিহারী নীলনদ এবং সুদূরস্থ পূর্ব্বমহাসাগরের মধ্যস্থিত সুবিশাল মহাদেশ তাঁহাদের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল।

মহাবীর শীথেশ যে বিশাল বংশতরু রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনেকগুলি রাজকুল সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শাকন, মস্সাজিতী ও অরি-অশ্বপীয়নগণই প্রধান। একদা এই সকল বীরবংশীয়গণ আপনাদের প্রচণ্ড ভুজবলে আশিরিয়া ও মিডিয়া রাজ্য জয় করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে আরক্ষেশ নদীর তীরভূমে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।"

শকপতি শীথেশ কর্ত্তৃক যে বিশাল বংশতরু রোপিত হইয়াছিল; তাহার শাখাসমুদ্ভূত অনেকগুলি রাজকুল রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু কোন্‌কালে যে, তাহারা সুদূর শাকদ্বীপ হইতে আসিয়া ভারতের অভ্যন্তরস্থ রাজস্থান প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তদ্বিবরণ ইতঃপর প্রকটিত হইবে। এক্ষণে আর্য্যবীর রাজপুতদিগর ধর্ম্ম, সমাজ ও ব্যবহারসম্বন্ধিনী রীতিনীতির সহিত উক্ত শাকদ্বীপীয়দিগের রীতিনীতির যে সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয়ের সমালোচনা আরম্ভ করিলাম। সে সৌসাদৃশ্য এতদূর ঘনিষ্ঠ যে, তাহা অনুশীলন করিতে করিতে এই সকল জাতিকে সহসা অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হয়।

বেশবিন্যাস।—প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা টসিটস বলেন যে, জর্ম্মণগণ লম্বিত ও শ্লথ বসন ব্যবহার করিত। তাহারা শয্যা হইতে উত্থিত হইয়াই গাত্র ধৌত করিয়া ফেলিত এবং কখনও কেশশ্মশ্রু মোচন করিত না। তাহাদের কেশকলাপ একবেণীবদ্ধভাবে গুচ্ছাকারে মস্তকের উপরিভাগে গ্রন্থিবদ্ধ থাকিত।

অনুরোধে সগর ইহাদিগকে বধ না করিয়া ইহাদের মস্তকার্দ্ধ মুণ্ডন এবং ইহাদের সহযোগী কাম্বোজ, পহ্লব, পারদ ও যবনদিগকে বিশেষ বিশেষ শাস্তিচিহ্নে সজ্জিত করিয়া দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

ততঃ শকান্ সযবনান্ কাম্বোজান্ পারদাংস্তথা।
পহ্লবাংশ্চাপি নিঃশেষান্ কর্ত্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ॥
তে হন্যমানা বীরেণ সগরেণ মহৌজসা।
বশিষ্ঠং শরণং জগ্মুঃ সূর্য্যবংশ-পুরোহিতম্॥
বশিষ্ঠঃ শরণাপন্নান্ সময়ে স্থাপ্যতান্ঋষিঃ।
সগরং বারয়ামাস তেভ্যো দত্বাভয়ং তদা॥
সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাস্তু নিশম্য সুমহাবলঃ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাঞ্চ বেশানন্যাংশ্চকারহ॥
অর্দ্ধং শিরঃ শকানান্তু মুণ্ডয়ামাস ভূপতিঃ।

ইত্যাদি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ১৫ অধ্যায়।

এক্ষণে জর্ম্মনগণ যে হিমপ্রধান দেশে বাস করেন, তাহাতে এরূপ আচরণ ও বেশ-বিন্যাস কখনও তৎপ্রদেশের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না *। অবশ্যই তাঁহারা আশিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান পূর্ব্বপ্রদেশ হইতে এই সকল আচারব্যবহার শিক্ষা করিয়াছেন।

দেববংশ।—টুইষ্ট † (মঙ্গল) ও আর্থা (পৃথিবী) প্রাচীন জর্ম্মনদিগের প্রধান দেবতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদের মতে ভগবান্ মনুসের ঔরসে আর্থার ‡ গর্ভে টুইষ্টের জন্ম হইয়াছিল।

জর্ম্মনগণ উক্ত টুইষ্টকে (মঙ্গল) বোধেনের (বুধ) সহিত এক বলিয়া বর্ণন করিয়া স্থানে স্থানে মহাগোলযোগের উৎপত্তি করিয়াছেন।

পূজাবিধি।—স্কন্দনাভদেশে জিত নামে একটী মহাপরাক্রমশালী জাতি বাস করিত; তাহাদের বংশ অনেকগুলি শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত ছিল। সেই সকল শাখাপ্রশাখার মধ্যে শৈ ও শৈবীগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান। কথিত আছে, উক্ত শৈগণ ভগবতী § পৃথিবীকে পূজা করিত এবং তাঁহার সন্তোষবিধানার্থ আপনাদের পবিত্র কুঞ্জকাননাভ্যন্তরে নরবলি উৎসর্গ করিত। তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে আরও কথিত আছে যে, তাহাদের আরাধ্য দেবতা ভগবতী বসুমতীর রথ একটী গাভীদ্বারা ¶ বাহিত হইত।

শৈবীগণও ঘোরতর পৌত্তলিক ছিল। কিন্তু তাহারা আর্থাকে পূজা না করিয়া ঈশী নাম্নী (ঈশানী বা গৌরী) দেবতাকে পূজা করিত। উক্ত ঈশী প্রাচীন মিশ্রদিগেরও একটী আরাধ্যদেবতা। কিন্তু মিশ্রদেশীয়গণ শুদ্ধ ঈশীকে পূজা না করিয়া একবারে যুগলমূর্ত্তি অশীরীশ ও ঈশীকে (হরগৌরী) পূজা করিত। উদয়পুরের বিশাল সরোবরের

---

* এতদ্ভিন্ন ইহাদের অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাদিগকে শাকদ্বীপীয় জিত, কাত্তি, কিম্ব্রি ও শৈবীদিগের সহিত একবংশসম্ভূত বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। টসিটস জর্ম্মনদিগকে একটী মৌলিক জাতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আশিয়ার উষ্ণপ্রধান প্রদেশ যে, ইহাদের আদিম আবাসভূমি তাহা যদিও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনি তৎসম্বন্ধে যখন বলিতেছেন, "যে জর্ম্মনি প্রদেশে বাস করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বিকৃত হইয়া যায়: সেই জর্ম্মনির জন্য আশিয়ার শীতোষ্ণ প্রদেশ পরিত্যাগ করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য?" তখন নিঃসন্দেহচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, আশিয়ার কোন একটী প্রদেশ যে তাহাদের আদিম আবাসভূমি, তাহা টসিটস জানিতেন।

† খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শালীন্দ্রপুরে (শালপুরে) জিতজাতীয় এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্ববিবরণ-সমন্বিত একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত লিপির একস্থলে তিনি টুইষ্টকুলোদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।—তবে এ কোন্ টুইষ্ট?

‡ হিন্দুশাস্ত্রমতেও মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী হইতে উৎপন্ন।

উপেন্দ্র-বীর্য্যাৎ পৃথ্যান্তু মঙ্গলঃ সমজায়ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

অন্যান্য পুরাণে মঙ্গলগ্রহের অন্যান্য রূপ উৎপত্তি কল্পিত হইলেও তিনি সে সমস্ত পুরাণেই ধরণীগর্ভসম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

§ হিন্দুশাস্ত্রমতে ভগবতী পৃথিবীও যে বিশেষ পূজনীয়া, তাহা বোধ হয়, হিন্দুসন্তানমাত্রই অবগত আছেন। স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহাকে বিবিধপ্রকারে পূজা করিয়াছিলেন।

* * * * "বসুন্ধরায়ৈ স্বাহা।

ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ পূজিতা বিষ্ণুনা পুরা॥"

¶ গো পৃথিবীর অন্যতম নাম ও প্রতিমূর্ত্তি। অধর্ম্মাচারী নৃপতি বা অসুর কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে এবং অন্যান্য কারণেও পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিতেন। পুরাণাদি গ্রন্থে এতদ্বিবরণ প্রায়ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

তটোপরি আজিও ভগবতী ঈশানীর যেরূপ পূজাপদ্ধতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, একদা মিশ্রদেশে যে ঠিক সেইরূপ হইত, ঐতিহাসিকপ্রবর হেরডোটসের তদ্বিষয়িণী বর্ণনা তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বীরব্যবহার।—ভুবনবিখ্যাত যদুকুলে বাহাশ্ব নামে যে এক মহাতেজস্বী ক্ষত্রিয় সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতের পশ্চিমভাগস্থ প্রদেশ-সমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ক্ষত্রিয়কুমারগণের সামরিক আচারব্যবহারের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, জিত, শৈবী ও স্কন্দনাভীয়দিগের ঠিক তদনুরূপ বিবরণই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কথিত আছে, উক্ত জিত, শৈবী ও স্কন্দনাভীয়গণ ভগবান্ হরিকুলেশ, * টুইষ্ট বা বোধেনের স্তুতিবাদ সঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাদের ধ্বজা ও প্রতিমা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইত এবং দূর ও নিকটের প্রহরণস্বরূপ শূল বা মুগ্দর ব্যবহার করিত।

আর্য্যদিগের ত্রিমূর্ত্তির ন্যায় স্কন্দনাভীয়গণও ত্রিমূর্ত্তির আরাধনা করিত। থর, বোধেন ও ফ্রেয়াকে লইয়া তাহাদের ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত † হইত। সে ত্রিমূর্ত্তি ত্রিগুণাত্মিকা। স্কন্দনাভীয়দিগের উপাসাদেবতার উক্ত ত্রিমূর্ত্তির প্রতিমা শৈবীগণ আপনাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাভ্যন্তরে রক্ষা করিত।

বসন্তের সমাগমে যখন সমস্ত পৃথিবী নবজীবনে জীবিত হইয়া উঠিত, তখন স্কন্দনাভীয়গণ ফ্রেয়ার মহোৎসব আরম্ভ করিত। তাহারা সেই দেবতার সম্মুখে বন্যবরাহ বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিত।

হরবনিতা বাসন্তী দেবী রাজপুতদিগের আরাধ্য দেবতা। বসন্তকাল সমাগত হইবা মাত্র রাজপুত নৃপতিগণ সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া মহামৃগয়াব্যাপারে বহির্গত হইয়া থাকেন এবং বরাহ শিকার করিয়া সানন্দে তন্মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সে দিন আত্মজীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়েন; কেন না তাঁহাদের মতে সেই দিবসের জয়পরাজয়ের উপর সম্বৎসরের সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া থাকে। আত্মজীবনের বিপদ আশঙ্কা করিয়া যিনি সেই দিবস পরাজিত হয়েন, ভগবতী মহামায়ার রোষনয়নে পতিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত বৎসর সমূহ কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

কুমার রাজপুতদিগের দেবসেনাপতি। হিন্দুদিগের পুরাণগ্রন্থে তিনি সপ্তানন ‡ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু শাকসেনদিগের রণদেবতা ষড়ানন। শাকসেন, কাত্তি, শৈবী, জিত ও কিম্ব্রিগণ উক্ত ষড়ানন সমরদেবকে পূজা করিত।

---

* এই গ্রীসীয় হরিকুলেশের সহিত ভারতীয় হরিকুলেশের (বলদেবের) অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; মহাত্মা টডসাহেব ইহঁাদের দুই জনকে এক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সে অনুমান কতদূর যুক্তিমূলক তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তিনি হরিকুলেশ ও বলদেবের সাদৃশ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য যে সকল প্রমাণ প্রকটন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের আলোচনা এস্থলে বিরক্তিকর হইবে বলিয়া আমরা পরিশিষ্টে তদ্বিষয়ের অনুশীলন করিব।

† হিন্দুদিগের ত্রিমূর্ত্তির ন্যায় ইহাদের ত্রিমূর্ত্তিও ত্রিগুণাত্মিকা। থর—সংহারকর্ত্তা; বোধেন—পালনকর্ত্তা। ফ্রেয়া আদ্যাশক্তি প্রকৃতিস্বরূপিণী দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন।

‡ কোন্ পুরাণমতে টডসাহেব যে, ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের আর একটী মুখ বাড়াইয়া দিলেন, তাহা আমরা

সমরবিলাসী রাজপুতদিগের রণধর্ম্ম ও হরপূজাপদ্ধতির সহিত হিন্দুদিগের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অতি অল্পই সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না, অধিকাংশ হিন্দুগণই শান্তিপ্রিয় ও অহিংস। কন্দমূলফল ও স্বচ্ছ বারি তাঁহাদের প্রধান ভোজ্য ও পেয়। ধ্যানধারণা, দেবোপাসনা অথবা কোনরূপ শান্তিময় কার্য্যেতেই তাঁহারা জীবন অতি-বাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের উক্ত প্রকার উপাসনাবিধির সহিত রণপ্রিয় রাজপুতের উপাসনাদির তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর্যবীর রাজপুত শোণিতপাত করিতেই ভাল বাসেন। আপনার উপাস্য-দেবতার মনস্তুষ্টি সাধন করিবার জন্য তিনি যে ভোজ্য বা পেয় উৎসর্গ করিয়া থাকেন; তাহাও শোণিতমাংসগঠিত জীবদেহ অথবা শুদ্ধ শোণিত ও সুরা। নর-কপাল তাঁহার খর্পর। এ সকল দ্রব্যে তদীয় উপাস্যদেব হর সন্তুষ্ট থাকেন বলিয়া তিনি তৎসমুদায়কে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে মনে এই প্রকার ধারণা হয় যে, মহাদেব আপন উপাসকদিগের শত্রুকুলের শোণিত সেই রক্তাক্ত বিকট খর্পরে পান করিয়া থাকেন। সেই সমরদেবের মূর্ত্তি ও বেশবিন্যাস অতি বীভৎস। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মগুণ্ঠিত ও ভুজঙ্গবেষ্টিত; নয়নদ্বয় কুসুম ও ধুস্তুর-রসসেবনে আরক্ত ও ঘূর্ণিত; তাঁহার অনাবৃত ঊরুদেশের উপরিভাগে পার্ব্বতী সংস্থিতা এবং হস্তে শোণিত-পূর্ণ বিকট নর-কপাল! এই ভীষণমূর্ত্তি মহাদেব রাজপুতদিগের রণদেব! ভারতবর্ষের যে প্রতপ্ত মরুপ্রান্তরে আর্য্যবীর রাজপুতগণ বাস করেন, তাহাতে কি এই বীভৎসবেশধারী দেবমূর্ত্তির কল্পনা হইতে পারে?—জানিনা; কিন্তু ভাবিতে গেলে হঠাৎ ইহাকে রণবীর স্কন্দনাভীয়গণের বীরাচারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হয়!

বীরাচারী রাজপুত, মৃগ, বরাহ, হংস ও বন্যকুক্কুট শিকার করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করেন। ঘোটক, সূর্য্য ও তরবার তাঁহার উপাস্য। ব্রাহ্মণের শান্তিময় ধর্ম্মকাহিনী অপেক্ষা ভট্টকবিগীত রণসঙ্গীতে তাঁহার অধিকতর ভক্তি। সে ভক্তি অচল—অটল, তাহা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্রস্বরূপ। যে দিন সেই ভক্তির বিলোপ হইবে, সেই দিনই রাজপুত নাম জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে। আজি যে সুদূর স্কন্দনাভদেশের বীরপুরুষ-দিগের সহিত আর্য্যবীর রাজপুতদিগের সাদৃশ্যের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়াছি, তাহার সে অবস্থা কোথায়? যাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে এক ভারতীয় আর্য্য ভিন্ন আর সমস্ত বীরজাতির গৌরবগরিমা অধঃকৃত হইয়া পড়ে, আজি বীরপ্রসূ স্কন্দ-নাভভূমির সে তেজস্বিনী অবস্থা কোথায়? আজি তাহা নিষ্ঠুর কালের কঠোর আচ-রণে তাহার বর্ত্তমান পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আজি হতভাগিনী ভারত ভূমির ন্যায় সেই স্কন্দনাভভূমির শুদ্ধ নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

বুঝিতে পারিলাম না। ষট্‌কৃত্তিকার স্তন্যপান করিয়াছিলেন বলিয়াই ত কুমারের ষট্‌-আনন সম্ভূত হইয়াছিল। তবে তিনি সপ্তানন কি প্রকারে হইলেন?

ভট্টকবি।—রাজস্থানের যে জাতি রাজপুত নৃপতিগণের বংশ ও চরিতমালা গাথাবদ্ধ করেন এবং সময়ে সময়ে রাজপুরুষদিগের সম্মুখে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভট্টকবি * নামে অভিহিত হয়েন। এরূপ গাথাকর্ত্তা যে প্রাচীন জর্ম্মনদিগের মধ্যেও ছিলেন, মহাত্মা টসিটসের অনুপম ইতিহাসগ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, "যুদ্ধযাত্রাকালে যখন সেই বীররসামোদী কবিগণ অমৃত নিঃস্যন্দিনী বীণাতন্ত্রীর মনোমোহন ধ্বনিতে আপনাদের মৃদুগম্ভীর কণ্ঠস্বর মিলাইয়া সমর-সঙ্গীত গান করিতেন, তখন প্রকৃত বীররসের অবির্ভাব হইত; তখন প্রত্যেক যোদ্ধা আত্মজীবনের মমতা ভুলিয়া ভীষণ রণরঙ্গে উন্মাদিত হইয়া উঠিতেন।"

যুদ্ধরথ।—ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ও শাকদ্বীপীয়গণ সকল সমরাভিনয়েই যুদ্ধরথ ব্যবহার করিতেন; সেই জন্য ইহা তাঁহাদের চতুরঙ্গিনী সেনার অন্যতম অঙ্গ বলিয়া প্রথিত আছে। মহারাজ দশরথের সময় হইতে মুসলমানকর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের কাল পর্য্যন্ত আর্য্যগণ যে সকল যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তৎসমুদায়গুলিতেই তাঁহারা যুদ্ধ-রথ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যে দিন যবনকর্ত্তৃক ভারতের স্বাধীনতারত্ন অপহৃত হইল; যে দিন হতভাগ্য ভারতসন্তানগণ সে অমূল্য ধনে বঞ্চিত হইয়া কঠোর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন, সেই দিন হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চতুরঙ্গিনী সেনার এক অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইল;—সেই দিন হইতে তাঁহারা যুদ্ধরথের ব্যবহার একবারে ত্যাগ করিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরভূমে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সুহৃৎ অর্জ্জুনের সারথী হইয়া তাঁহার যুদ্ধরথ চালিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ জারাক্ষেশ যখন গ্রীসের শৈলমণ্ডিত প্রদেশে আপনার বিজয়ী সেনাদল পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং দারায়ু যৎকালে বিশাল আরাবলাক্ষেত্রে আপনার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন যুদ্ধরথই তাঁহাদের প্রধানতম বল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল †।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তস্থিত বিশাল ভূভাগে যুদ্ধরথ ব্যবহৃত হইয়াছিল। যে সকল জাতি তৎকালে তাহা ব্যবহার করিয়াছিল, তন্মধ্যে কাত্তি, কোমানি, কোমারিগণই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ সকল জাতি আজিও সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে বাস করিয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ শকদিগের প্রাচীন আচার ব্যবহার সমভাবে আলোচনা করিতেছে। আজিও ইহাদের পূর্ব্বতন পাষাণস্তম্ভসমূহে স্পষ্টাক্ষরে

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ভট্টজাতি সমুদ্ভূত হইয়াছে।

বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ॥

দশম অধ্যায়।

আবার উক্তপুরাণের আর একস্থলে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ভে ভট্ট জাত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ভট্টো জাতোঽনুবাচকঃ॥

এক্ষণে উক্ত দুই প্রকার ভট্টের মধ্যে বোধ হয়, শেষোক্ত ভট্টজাতিই এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

† পারস্যরাজ দারায়ুর সহিত মহাবীর আলেকজন্দার যে মহাসমরব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, দারায়ু তাহাতে দ্বিশত যুদ্ধরথ সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

লিখিত রহিয়াছে যে, তাহাদের পিতৃপুরুষগণ রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহার।—আর্য্যবীর রাজপুতগণ আপনাদের গৃহলক্ষ্মীদিগের প্রতি যেরূপ শিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রাচীন জর্ম্মন, স্কন্দনাভীয় ও জিতগণ আপনাদের রমণীদিগের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। এই বিষয়ে এই সকল জাতির পরস্পরের মধ্যে যেরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোন বিষয়েই পরিলক্ষিত হয় না।

টসিটস কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, জর্ম্মনগণ সঙ্কটকালে রমণীর মন্ত্রণা পবিত্র দৈববাণী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কবিবর চাঁদভট্টের অমৃতময় কাব্যগ্রন্থে রাজপুতদিগের সম্বন্ধে তদনুরূপ বিবরণই প্রকটিত হইয়াছে। বোধ হয়, এই জন্য তাঁহারা কুলকামিনীদিগের নামের পর "দেবী" শব্দটী উপনামস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। রমণী রাজপুত ও জর্ম্মণদিগের জীবনের জীবনস্বরূপিণী—হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী। আপনারা জীবিত থাকিতে সে রমণী যে, শত্রুকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া বন্দিনী ও তাহাদের বিলাসলালসার উপভোগ্যা হইবে, এ যন্ত্রণাময়ী কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিতেও বীর রাজপুত ও জর্ম্মণের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। যে পবিত্র হৃদয়ে একমাত্র তাঁহাদেরই মূর্ত্তি স্থাপিত, তাঁহাদেরই মঙ্গল বাসনা যাহার একমাত্র অনুধ্যান, প্রয়োজন হইলে স্বহস্তে সেই সুকুমার পূত হৃদয় ছেদন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন না! কিন্তু সে প্রয়োজন কি সদাসর্ব্বদাই হইয়া থাকে?—না, তাহা আশার চরমকালে—যখন নিরুপায়—নিরবলম্বন;—যখন দেখিলেন যে, প্রচণ্ড দেশবৈরীর ভীষণ আক্রমণ হইতে স্বাধীনতালক্ষ্মীকে আর রক্ষা করিতে পারিলেন না;—যখন দেখিলেন, সেই হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী রমণীগণের স্বর্গীয় সতীত্বধন পাপ শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে চলিল;—সেই ভীষণ সঙ্কট কালে নৈরাশ্যের কঠোর অঙ্কুশ-তাড়নে উন্মাদিত হইয়া তেজস্বী রাজপুতগণ স্বহস্তে তাহাদের হৃৎপিণ্ড ছেদন করেন, অথবা তাহাদিগকে সজীবনে জলন্ত অনলে দগ্ধ করিবার জন্য ভয়াবহ "জহর ব্রতের" উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। এ হৃদয়বিদারক লোমহর্ষণ ব্রতানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ মিবারের ইতিবৃত্তে প্রকটিত হইবে।

দ্যূত।—কি রাজপুত, কি জর্ম্মন, কি শীথীয় সকল প্রকার প্রাচীন জাতিরই দ্যূতক্রীড়ায় বিশেষ আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনর্থকারিণী ক্রীড়া হইতে যে কতশত অনিষ্টঘটনা হইয়া থাকে, তাহা জানিয়া শুনিয়াও কেন যে তাঁহারা তাহাতে সাগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

জর্ম্মনগণ আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি আপনার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া এই অনিষ্টকরী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং বিজিত হইলে জেতৃকর্ত্তৃক দাসভাবে প্রকাশ্য স্থলে বিক্রীত হইতেন। এই সর্ব্বনাশকরী দ্যূতবিলাসিতায় বিমোহিত হইয়া পাণ্ডবগণ আপনাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি হারাইয়াও অবশেষে হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী দ্রৌপদীকেও পণ রাখিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহাদের সেই ভয়ঙ্করী দ্যূতাসক্তিতে ভারতের যে

বিষম অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রদীপ্ত চিহ্ন আজিও কুরুক্ষেত্রের ভীষণ প্রান্তরে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সে চিহ্ন—আর্য্যজাতির অধঃপতনের সেই জলন্ত নিদর্শন—ভারতমাতার হৃদয়ে সেই গভীর অস্ত্রলেখার বিশেষ বিবরণ অবগত থাকিয়াও আর্য্যবীর রাজপূতগণ সেই অনিষ্টকরী * দ্যূতক্রীড়ায় এখনও মহাকৌতূহলের সহিত প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন! কি আশ্চর্য্য! এই ভীষণ পাপাচরণ তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের বিধানপংক্তিতে স্থান পাইয়াছে! সেই বিধানের অনুসরণের জন্য তাঁহারা আজিও প্রতি বৎসর "দেওয়ালি" † উৎসবের উপলক্ষে ভগবতী লক্ষ্মীর প্রসাদ-লাভের অভিলাষে সেই অনর্থকারিণী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

শাকুনিক ও সামুদ্রিক গণনা।—পক্ষীকুলের উড্ডয়ন, বিরাব ও পক্ষবিধূনন প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গভঙ্গির উপর নির্ভর করিয়া আর্য্যগণ যে, আপনাদের অদৃষ্টফল গণনা করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয়, হিন্দুসন্তানমাত্রেই অবগত আছেন। বিহঙ্গ কোন্ দিক্ হইতে কি ভাবে উড়িয়া গেল, কোন্ সময়ে কিরূপভাবে রব করিল বা আপনার পক্ষপংক্তি বিধূনিত করিল, তাহা জিত ও জর্ম্মণগণও বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আপনাদের শুভাশুভ কাল গণনা করিত। এতদ্ব্যতীত দৈবজ্ঞ ও সামুদ্রিকতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির গণনার উপর এই সকল প্রাচীনজাতির ধ্রুব বিশ্বাস। জ্ঞানের আলোকবিকাশে এ সমস্ত কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস আজিও তাঁহাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণভাবে অন্তরিত হয় নাই; ভবিষ্যতে হইবে কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

বিকট মদিরাপানাসক্তি।—জর্ম্মন ও স্কন্দনাভীয় আশিগণ যে, বীরজিতকুল হইতে সমুদ্ভূত, তাহা তাঁহাদের সুরাপ্রিয়তার বিষয় অনুশীলন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। আর্য্যবীর রাজপুতও এ বিষয়ে কোনক্রমেই ন্যূন নহেন। উক্ত স্কন্দনাভীয় ও জর্ম্মনদিগের ন্যায় ইহাঁরাও বারুণিদেবীর বিবিধ বিধানে পূজা করিয়া থাকেন! কি সমরবিলাস, কি দেবারাধনা, কি অতিথিসৎকার সকল বিষয়েই রাজপুতের মদিরা-ব্যবহারের বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। বাটীতে অতিথি সমাগত হইবামাত্র তিনি সর্ব্বাগ্রে মদিরাপূরিত "মানোয়ার পিয়ালা" করে ধারণ করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তির সুমধুর অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। একদা যে ভীষণ শত্রু—যাহার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিবার জন্য রাজপুতবীরের অসি অনুদিন উদ্যত; সে যদ্যপি তাঁহার আতিথেয়তা স্বীকার করিয়া তৎপ্রদত্ত মানোয়ার পিয়ালা হইতে সুরাপান করে, তাহা হইলে বীরহৃদয় রাজপুত সমস্ত শত্রুতা ভুলিয়া যাইয়া তাহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন। সেই সুরাপূর্ণ পানপাত্রের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে রাজপুত ও স্কন্দনাভীয় কবিগণের বীণাতন্ত্রী হইতে অজস্র অমৃতধারা নিঃস্যন্দিত হইতে থাকে। তাঁহারা এই সুরাকে অমৃতময়ী ও

---

* দ্যূতক্রীড়া হিন্দুশাস্ত্রমতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্॥ মনু।

† এই উৎসব-ব্যাপারে আর্য্যগণের গৃহে গৃহে দীপমালা প্রজ্জলিত হইয়া থাকে।

পার্থিব সকল প্রকার সার পেয়দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণন করেন। রাজপুত ও জিত-বীরদিগের সুদৃঢ় ধারণা যে, তাঁহারা যদ্যপি স্বদেশরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে পতিত হয়েন, তাহা হইলে অনন্ত সুখের নিলয় ত্রিদিবধামে সুরসুন্দরীগণ সুরাপূর্ণ পানপাত্র লইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা মহোৎসাহ সহকারে রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়েন এবং শস্ত্রশয্যায় শায়িত হইলেও সহাস্য বদনে বলিয়া থাকেন—"আমি মানবজন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গের নিত্যসুখালয়ে অমরগণের সহিত সুরামৃত পান করিতে পাইব।"

স্কন্দনাভীয় বীরগণের উপাস্য দেবতার নাম 'থর'। তাঁহাদের মতে নর-কপালই উক্ত রণদেবের পানপাত্র। বীর স্কন্দনাভীয়গণের এ দেবকল্পনা বোধ হয়, রাজপুতদিগের রণদেব হর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে ইহাঁদের কাব্যগ্রন্থে এইরূপ বিবরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, সমরকালে উক্ত রণদেব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নর-কপাল হস্তে সমরপ্রাঙ্গণে ধাবিত হইয়া পতিত শত্রুকুলের শোণিতরাশি অনর্গল পান করিয়া থাকেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহাদের লীলাভূমি—যাঁহারা মদিরাকে পার্থিব পেয় দ্রব্যের সারাৎসার বলিয়া ভাল বাসেন, ভূতভাবন ভগবান্ হরই সেই রণপ্রিয় রাজপুতগণের প্রধানতম উপাস্য। সেই পরমপূজ্য ভূতনাথের প্রসাদলাভের জন্য তাঁহারা উপাসনার সময় ভূরি প্রমাণে সুরা ও শোণিত প্রদান করিয়া থাকেন। পূজাবিধির সমাপন হইলে যখন সেই হরোপাসকগণ পানোন্মত্ত হইয়া স্খলিতপদে ও বিকট চীৎকারের সহিত নৃত্য করিতে থাকে, তখন প্রকৃত বীভৎস রসের আবির্ভাব হয়!

অন্ত্যেষ্টি-সৎকার।—আর্য্যবীর রাজপুতগণ শবদেহের যেরূপ সৎকার করিয়া থাকেন, স্কন্দনাভীয় ও শাকদ্বীপীয়দিগের আচরিত তদ্বিষয়সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অন্তিম সৎকারসাধনে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যেরূপ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে যে, উক্ত প্রথা মানবজাতির কোন একটী আদিম বংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। স্কন্দনাভীয়গণ উক্ত বিধি যে কালে যেরূপ পালন করিত, সে কাল সেইরূপেই তাহাদের পৌরাণিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে; অর্থাৎ যে কালে তাহারা মৃতদেহকে দগ্ধ করিত, সে কাল "অগ্নিযুগ" এবং যে কালে তাহাকে দগ্ধ না করিয়া ভূমিনিহিত করিত, সে কাল "মেরুযুগ" নামে অভিহিত হইত।

স্কন্দনাভীয়দিগের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে যে, তাহারা পূর্ব্বে শবদেহকে দগ্ধ না করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেলিত অথবা পর্ব্বতকন্দরে নিক্ষেপ করিত। তৎপরে বোধেন তাহাদিগকে অগ্নিসৎকারের বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোধনের শিক্ষায় বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিয়া তাহারা সেই সময় হইতে শবদেহগুলিকে অগ্নিদগ্ধ করিত এবং তৎসমুদায়ের ভস্মাবশেষের উপর এক একটী উচ্চ বেদিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিত। কথিত আছে যে, মৃতব্যক্তির অগ্নিসৎকারের সহিত তাহার বিধবা রমণীও

তাহার অনুগমন করিত। হেরডোটস বলেন যে, এই সকল প্রথা শাকদ্বীপ হইতে তথায় নীত হইয়াছিল।

সতীর সহমরণ-বিষয়ে স্কন্দনাভীয় শৈবীদিগের মধ্যে আর একটী নূতন প্রথা প্রচলিত ছিল। মৃতব্যক্তি যদি বহুপত্নীক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীই তাঁহার সহগমন করিতে পারিত। কথিত আছে যে, "বোধনের সহিত যে সকল মহাপুরুষ স্কন্দনাভপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের একজনের নাম বলদার। উক্ত বলদারের মৃত্যু হইলে নান্নানাম্নী তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নীই তাঁহার সহিত একত্রে একচিতানলে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন।" কিন্তু উক্ত প্রথার প্রতি স্কন্দনাভীয়দিগের ক্রমে ক্রমে অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। মৃতব্যক্তির শবদেহকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া তদীয় প্রেতাত্মাকে বিষম যন্ত্রণায় আরোপ করা তাঁহাদের মতে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত না হওয়াতে ক্রমে তখন তাঁহারা সে প্রথা পরিত্যাগ করিলেন।

খ্যাতনামা হেরডোটস কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, শাকদ্বীপীয় জিত আপনার প্রিয়তম ঘোটকের সহিত অগ্নিদগ্ধ হইতেন এবং স্কন্দনাভীয় জিত তৎসম্বলিত হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইতেন। এইরূপ সংকারের মূল কারণ এই যে, তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, অশ্বব্যতিরেকে তাহারা পরলোকে পদব্রজে ভগবান্ বোধেনের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিত না। স্কন্দনাভীয় ও শাকদ্বীপীয়গণের উক্ত ব্যবহারের সহিত রাজপুতদিগের অন্ত্যেষ্টিবিধানের তুলনা করিলে এই সকলের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যবীর রাজপুত আপনার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সেই শেষনিলয়ে বাহিত হইয়া থাকেন; তাঁহার প্রিয়তম তুরঙ্গও তৎকালে তাঁহার সহিত নীত হয়। সে তুরঙ্গ যদিও জীবন্ত দগ্ধ হয় না, তথাপি উৎসর্গীকৃত হইয়া পুরোহিতের করে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

যে চিতানলে এরূপ রূপলাবণ্য ও বীরবিক্রম বিদগ্ধ হইয়া যায়, সে চিতা যেস্থানে প্রজ্বলিত হয়, সে স্থান অতি পবিত্র। সে পবিত্র স্থানসম্বন্ধে সকল জাতির মধ্যে নানা প্রকার বিস্ময়কর গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত হয়, সেই সকল পবিত্র চিতাবেদি-কার অন্তরালে ভীমরূপিনী প্রেতিনী সকল অনুদিন অবস্থিত করে এবং যে কোন হতভাগ্য স্বেচ্ছাবশতঃ তৎপ্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হয়; তাহার আর নিস্তার থাকে না; সেই ভীষণা প্রেতিনী অমনি তাহাকে সংহার করিয়া তাহার হৃদয়শোণিত পান করিয়া থাকে। রাজপুতগণ বাৎসরিক পিণ্ডদান করিবার সময়েই কেবল সেই সকল প্রেতিনী-নিবসিত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে; তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে তাহাদের সাহস হয় না।

প্রায় সকল দেশীয় লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভয়ানক শ্মশানক্ষেত্রসমূহে প্রত্যহ নিশীথকালে একপ্রকার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত আলোকসম্বন্ধে স্কন্দনাভীয়দিগের পৌরাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বোধেন স্বয়ং ভ্রাম্যমান উল্কানলের দ্বারা আপনার বীর উপাসকদিগের সমাধিক্ষেত্র তস্করভয় হইতে রক্ষা করেন।

স্কন্দনাভীয় এবং জাক্সারতীস-তীরবর্ত্তী জিতগণ সজাতীয় মৃতব্যক্তির ভস্মরাশির উপর উচ্চ বেদিকা নির্ম্মাণ করিত। আর্য্যবীর রাজপুতদিগের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সকল রাজপুত বীর সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র চিতা-বেদিকার উপরিভাগে তাঁহাদের পাষাণ-প্রতিমূর্ত্তি প্রায়ই স্থাপিত থাকে। রাজবারার অনেক স্থলে এইরূপ প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তর হইতে প্রায়ই যুগলরূপে পূর্ণাবয়বে উৎকীর্ণ, তৎসমুদায় সসজ্জ ও অশ্বসমারূঢ় ,—তাহাদের বামভাগে অনুমৃতা সতী। সেই যুগল মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে আবার অসীম যশো-গৌরবের প্রতিমাস্বরূপ চন্দ্র ও তপনের দুইটী মূর্ত্তি সেই প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ডে সমুৎকীর্ণ।

অস্ত্রপূজা।—বীরাচারী রাজপুতের তুরঙ্গের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রও বিশেষ আদরের বস্তু। সেই উভয় বস্তুই তাঁহার বীরধর্ম্মের প্রধান সাধনস্বরূপ। সেই জন্য তিনি ভক্তিসহকারে তৎসমীপে সময়ে সময়ে প্রণত হইয়া থাকেন। তিনি আপনার তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করেন। শাকদ্বীপীয় জিতগণও এই প্রথা ঠিক এইরূপেই পালন করিত। যে সময়ে উক্ত বীরজাতির জ্বলন্ত বীর্য্যানলে সমগ্র য়ুরোপখণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তখন এই প্রথার বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কথিত আছে, প্রচণ্ড জিতবীর আটিলা এথেন্স নগরে মহা ধুমধামের সহিত আপনার অস্ত্রশস্ত্রাদি পূজা করিয়াছিলেন। খ্যাতনামা মহাত্মা গিবন স্বপ্রণীত বিশাল ইতিহাসগ্রন্থে এতদ্বিষয় অতি মনোহর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যদি রাজপুতগণের খড়্গপূজা দেখিতেন' তাহা হইলে তাঁহার সে মনোহর চিত্র যে, আরও কত গুণে মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী হইত, তাহা বলা যায় না।

অশ্বমেধ।—জড় ও চল জগতের মধ্যে অতি অল্প বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কোন না কোন কালে মানবজাতির নিকট হইতে কোনরূপ পূজা না পাইয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহমণ্ডলী, তরবার, পাষাণ, নদনদী, ভুজঙ্গপ্রভৃতি সরীসৃপাদি এবং গো প্রভৃতি পশ্বাদি এক সময়ে প্রায় সকল জাতীয় মানবের আরাধনা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু গবাদি পশু সকলের মধ্যে অশ্বের ন্যায় আর কোন জন্তুই বিশেষরূপে পূজিত হয় নাই। এ অশ্ব যে কেবল বিভিন্ন পূজ্য পদার্থ বলিয়া পূজিত হইত;—তাহা নহে; কিন্তু ইহার পূজার সহিত অন্য একটী মহান্ পদার্থের পূজা সম্পাদিত হইত;—সে মহান্ পদার্থ-সূর্য্য।

উষার সুষমাময় ক্রোড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশার অন্ধকাররাশী বিদুরিত করিয়া যে দিন তেজঃপুঞ্জ ভগবান মরীচিমালী অজ্ঞানান্ধ মানবের নয়ন সমক্ষে প্রকাশিত হইলেন; সেই দিন তাঁহার সেই জ্বলন্ত তেজ, সেই বিরাটমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মানব বিস্ময়, আনন্দ ও ভক্তিরসে যুগপৎ আপ্লুত হইল। সেই দিন হইতে তাঁহাকে তাহারা দেবদেব ও জগতের জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। তৎপরে যে দিন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল—যে দিন তাহারা বুঝিল যে, সেই সূর্য্য হইতেই দিবারাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরদাদি সম্ভূত হইতেছে এবং জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদি সঞ্জাত ও পরিপুষ্ট হইতেছে, সেই দিন তাহাদের বিস্ময় বিদুরিত হওয়াতে তাহারা গভীর আনন্দ ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া সহসা উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "যে মহাপুরুষ জগতের সবিতা, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, আমরা তাঁহার বরণীয় তেজ ধ্যান করি।" সেই দিন হইতে তাতারের

সুবিস্তৃত কান্তার, সিরিয়ার উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর, পারস্যের গিরিগহ্বর, গঙ্গার তীরভূমি এবং অরিনোকোর বিশাল মহাবন হইতে সকলেই সমভাবে তাঁহার স্তুতিগান পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল।

যে দেশের লোকের যেরূপ রুচি এবং যেরূপ আচারব্যবহার ও রীতিনীতি, সে দেশের লোক তদনুসারেই ভগবান্ সূর্য্যদেবের পূজাবিধির অনুষ্ঠান করিত। আশিয়ার বলপূজকগণ এবং ব্রিটন ও গলের বলীনস দেবের উপাসক কেল্টগণ আপনাপন উপাস্য-দেবের তুষ্টিবিধানার্থ আপনাদের মানব-ভ্রাতাকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিয়া ভীষণ নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত; এদিকে মিথোরাপূজক বেবিলোনীয়গণ বৃষ* এবং গঙ্গা ও জাক্সার-তিসের তীরবর্ত্তী সূর্য্যোপাসক হিন্দু ও জিতগণ অশ্ব উৎসর্গ করিয়া আপনাদের পূজনীয় দেবের প্রসাদ লাভের প্রয়াসী হইত। এস্থলে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আশিয়ার বল, ব্রিটন ও গলের বলীনস এবং বেবিলোনের মিথোরা ভগবান্ সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অভিধা মাত্র।

জিত, অশ্ব' স্কন্দনাভীয় ও রাজপুত পরস্পরে ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নজাতীয় হইলেও উক্ত মহোৎসব-ব্যাপার ঠিক এক সময়েই সম্পাদন করিত।—সেই সময় সকল প্রাচীন জাতি-রই শাস্ত্রানুমোদিত প্রসিদ্ধ শীতসংক্রান্তি।

আর্য্যবীর ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ মহা আড়ম্বর ও সুচারু বিধির অনুসরণ করিয়া উক্ত অশ্ব-মেধ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, তাহা ভগবান্ বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের অমৃতময় মহাকাব্য গ্রন্থে জ্বলদক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। যে দিন ক্ষত্রিয়বীর পৃথ্বীরাজের অধঃপতনের সহিত ভারতের অধঃপতন হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই জাতীয় মহাযজ্ঞ, ভারতীয় আর্য্যনৃপতি-দিগের এই বিস্ময়কর বীরাচারের জ্বলন্ত নিদর্শন, ভারতভূমি হইতে একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।—ভবিষ্যতে সে বীরপ্রথা আর যে কখনও এ বিষাদতমসাচ্ছন্ন নির্জ্জীব-দেশে পুনরাচরিত হইবে, তাহা আশা করিতেও সাহস হয় না †।

---

* অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যগণ কর্ত্তৃকও গোমেধ ও নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। তাঁহারা আপনাদের উপাস্য বলনাথ দেবের সম্মুখে বলী ও নর উৎসর্গ করিতেন; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কলি কালে গোমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলিয়া বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

বৃহন্নারদীয়।

আজিও রাজস্থানের অনেক প্রদেশে বলনাথ দেবের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

† অম্বরের খ্যাতনামা নরপতি মহারাজ শোবে জয়সিংহ কর্ত্তৃক আর্য্যজাতির সেই প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ শেষবার সমাচরিত হইয়াছিল; কিন্তু মহাত্মা টড সাহেব অনুমান করেন যে, তদুপলক্ষে যজ্ঞীয় তুরঙ্গকে দিগ্বিজয়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই;—হইলে অবশ্যই তাহা রাঠোরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইত। কেননা রাঠোরগণই তৎকালে বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আর্য্যবীর রাজপুতদিগের আচারব্যবহার, সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সহিত জগতের অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের তত্তদ্বিষয়ের সাদৃশ্য সমালোচনা করিয়া এক্ষণে আমরা রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সমালোচনায় যতদূর প্রতীত হইল, তাহাতে বোধ হয়, উক্ত সমস্ত বিষয়ই একটী আদিবংশতরু হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যনৃপতিগণ যে, দুইটী মহদ্বংশ হইতে সমুদ্ভূত, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কালক্রমে আর একটী বৃহৎ কুল উক্ত দুই কুলের সহিত সংযুক্ত হইল।—সেই কুলটীর নাম অগ্নিকুল। এই অগ্নিকুলের ভূপতিগণ একদা প্রচণ্ড প্রতাপসহকারে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন; এমন কি সূর্য্য ও চন্দ্রকুলের পূর্ব্বতন গৌরবপ্রভা অনেক পরিমাণে ম্লান হইয়া পড়িলেও অগ্নিকুলসম্ভূত নরপতিগণের জ্বলন্ত মহিমায় ভারতভূমি উজ্জ্বলিত হইয়াছিল। এই তিনটী বিশাল রাজকুলের সহিত ক্রমে ক্রমে আরও তেত্রিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজকুল সংযুক্ত হইল। উক্ত ত্রয়স্ত্রিংশৎ নৃপকুলের মধ্যে কয়েকটী বোধ হয়, বিশাল সূর্য্য ও চন্দ্রবংশতরুর শাখা প্রশাখা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কালক্রমে এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বংশরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ধরিতে গেলে তন্মধ্যস্থ অধিকাংশ কুলের প্রতিষ্ঠাতৃগণ মুসলমানজাতির অভ্যুত্থানের অনেক পূর্ব্বে অভিযানোদ্দেশ্যে ভারতভূমে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির উর্ব্বরতা এবং রমণীয়তাদর্শনে তাঁহারা স্বদেশের মমতা ভুলিয়া গেলেন এবং কালে এই বিদেশকেই স্বদেশাপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়া জ্ঞান করিলেন। কালক্রমে সেই সকল অভিযাতৃগণের অগ্রনায়কগণ স্ব স্ব নামানুসারে এক একটী স্বতন্ত্র কুল পরিস্থাপন করিয়া এ মর-জগতে অমরত্ব লাভ করিলেন। সেই সমস্ত ছত্রিশ রাজকুলের সমালোচনা যথাক্রমে প্রকটিত হইল।

গ্রহলোট বা গিহ্লোট।—গিহ্লোটগণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া আপনাদের মহৎ কুলপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। রাজস্থানের ভট্টগণও তাঁহাদের সে মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ সুমিত্রের পর অন্য কোন সূর্য্যবংশীয় নরপতির নাম কোন পুরাণে পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু এই গিহ্লোটগণ উক্ত সুমিত্র হইতে আপনাদের উদ্ভব সপ্রমাণ করিয়াছেন।

কোন্ ঘটনাস্রোতে পতিত হইয়া কিরূপে যে ইহাঁদের পিতৃপুরুষগণ পবিত্র কোশল-রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাহা পরিত্যাগ করিয়াই বা কোন্ কোন্ স্থানে আপনাদের বিশাল বংশতরুর শাখা প্রশাখা রোপণ করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের সমালোচনা করাই আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্ব্যতীত এতৎকুলে যে মহামহিমান্বিত নৃপতিগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ মিবার-ইতিবৃত্তে প্রকটিত হইবে।

ঠিক কোন্ সময়ে যে, এই গিহ্লোটগণের আদি গোত্রপতি আপনাদের পিতৃপুরুষগণের পবিত্র লীলানিকেতন অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তাহা অনুমান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; তবে অনুশীলনের দ্বারা যতদূর স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে এক প্রকার অনুমিত হইতে পারে যে, শ্রীরামচন্দ্রের বহুপুরুষ পরে—অনুমান সম্বৎ ২০০ (খ্রীঃ১৪৪) অব্দে—কণকসেন নামা জনৈক সূর্য্যবংশীয় নৃপতি আপনাদের পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৌরাষ্ট্রে আগমন করিয়া আপনার পিতৃপুরুষগণের বিশাল বংশতরু রোপণ করিয়াছিলেন। রাজ্যধনে বঞ্চিত হইয়া পাণ্ডবগণ যে বিরাটনগরে আত্মগোপন করিয়া অজ্ঞাত-বাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর মহারাজ কণকসেন সৌরাষ্ট্র-প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া সেই বিরাটপুরে আপনার অভিনব রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে বিজয়সেন নামা তদীয় জনৈক বংশধর উক্ত প্রদেশে বিজয়পুর* নামে একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ কণকসেনের বীরকুলজাত নৃপতিগণ অনেক দিন ধরিয়া বল্লভীপুরীর শাসন-দণ্ড পরিচালন করিলেন। তথায় তাঁহারা ক্রমে ক্রমে "বালকরায়"নামে পরিচিত হইলেন। কি সূত্রে এবং কোন্ কারণবশতঃ যে, সূর্য্যকুলতিলক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগণ "বালকরায়" উপনাম প্রাপ্ত হইলেন, তাহা অনুমান করা কঠিন। যাহা হউক, উক্ত উপাধি তাঁহারা প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বহন করিয়াছিলেন।

কালস্রোতের অনিবার্য্য প্রভাবানুসারে সৌরাষ্ট্রে সূর্য্যবংশীয় বালকরায়দিগের লীলা-খেলা ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। অবশেষে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রাক্কালে তাঁহাদের শেষ রাজা মহারাজ শিলাদিত্য ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সমরে নিহত হইলে, উক্ত প্রদেশ হইতে সূর্য্যকুলের বংশতরু উৎপাটিত হইল। তৎপরে তাহা তৎপ্রদেশের নিকট-বর্ত্তী ইদর নামক স্থানে পুনঃ রোপিত হইয়াছিল। তথায় গ্রহাদিত্য নামা তদ্বংশজাত জনৈক নরপতি কিছুকালের জন্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই গ্রহাদিত্য হইতেই মহারাজ কণকসেনের বংশধরগণ "গ্রহলোট" অথবা "গিহ্লোট" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

কতিপয় বৎসর অতীত হইলে গিহ্লোটগণ ইদর পরিত্যাগ করিয়া আহার নামক স্থানে গমণ করিলেন। তদনুসারে গিহ্লোট নামের পরিবর্ত্তে তাঁহারা আহর্য্য নাম ধারণ করি-

* ইহা সদাসর্ব্বদা বিজয়পুর বিরাটগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লেন এবং এই অভিনব অভিধায় কিছুকাল পরিচিত হইয়া আসিলেন; কিন্তু অচিরে ঐ নূতন আখ্যার পরিবর্ত্তে শিশোদীয় নাম প্রচলিত হইল। এই শিশোদীয় বংশাখ্যাই কালে বলবতী হইয়া উঠিল। সম্পদে বিপদে—অদৃষ্টচক্রের অবিরাম পরিবর্ত্তনেও সে শিশোদীয় নাম আর পরিবর্ত্তিত হইল না। এক দিন যে নৃপতিগণ আপনাদের প্রচণ্ড প্রতাপে সৌভাগ্যের উচ্চতম সোপানে এবং ভারতীয় নরপতিগণের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় হইয়া যে শিশোদীয় আখ্যাকে জলন্ত গৌরবগরিমার আদর্শ স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজি দুর্ভাগ্যের নিম্নতম কূপে পতিত হইয়াও তাঁহাদের বর্ত্তমান হতভাগ্য বংশধরগণ সেই শিশোদীয় আখ্যাতেই পরিচিত হইতেছে।

শিশোদীয় নাম যদিও সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ বলবৎ হইয়াছে, তথাপি রাজস্থানের ভট্ট-কবিগণ ইহাকে গিহ্লোটের একটী শাখা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন।

গিহ্লোটকুল সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত। উক্ত চব্বিশটী শাখার মধ্যে আহর্য্য ও শিশোদীয়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যদু।—মহারাজ যযাতি যদিও জ্যেষ্ঠ তনয় যদুকে ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্যে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠ পুরুকেই তাহা প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি কালক্রমে যদুরই বংশধরগণ বিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করিলে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে যদুকুল-তিলক কৃষ্ণেরও বংশধরগণ তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া পঞ্চনদ ক্ষেত্রের দোয়াবের* গিরিপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল তথায় অতিবাহিত করেন; কিন্তু তৎপ্রদেশে সকল বিষয়ের অসুবিধা হওয়াতে সেই শৈলমণ্ডিত ভূভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধুনদের পরপারস্থ জাবালিস্থান নামক প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইলেন এবং তৎপ্রদেশেই আপনাদের রাজপাট স্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া প্রসিদ্ধ গজনী নগরী প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই জাবালিস্থানে যাদব-গণের আধিপত্য দৃঢ়সংস্থাপিত হইয়াছিল। একদা তাহা সুদূর সমরখণ্ড পর্য্যন্ত অপ্রতি-হত ভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল; কিন্তু বিধিলিপির অবশ্যম্ভাবী বিধানানুসারে তাঁহারা চির-কাল তথায় রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা তৎপ্রদেশ হইতে আগমন করিয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কোন্ দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণ যে, পুনর্ব্বার ভারতে প্রবেশ করি-য়াছিলেন, তাহা স্থিরীকরণ করা অসম্ভব। তবে তদ্বিষয়সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকগণ যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের সার সঙ্কলন করিলে এইমাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলেক্জন্দারের পরবর্ত্তী গ্রীকনৃপতিগণ তাঁহাদিগকে

---

* তাঁহারা যে গিরিব্রজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সিন্ধুনদের দোয়াবে স্থাপিত; আজিও তৎপ্রদেশের অধিবাসীগণ তাহাকে "যদুকাডাঙ্গ" নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

তৎপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলতঃ, যে কারণবশতঃই হউক, যাদবগণ যে, কোন একটী দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ ভারতবর্ষে পুনঃপ্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা ভট্টদিগের গ্রন্থাবলি পাঠ করিলে সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

ভারতভূমিতে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া যাদবগণ পাঞ্জাবে অবস্থিত হয়েন এবং তথায় শালভানপুর নামে একটী নগর স্থাপন করেন; কিন্তু সে নবপ্রতিষ্ঠিত নগরে তাঁহারা অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। অচিরে শত্রু কর্ত্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা রাজস্থানের বিশাল মরুক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লঙ্গহ, জোহিয়া ও মোহিল প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতি তৎকালে তথায় বাস করিত। যাদবগণ তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়া তৎপ্রদেশ অধিকার করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তথায় তাঁহারা অনেকগুলি নগর স্থাপন করিলেন। সেই সকল নগরের মধ্যে টেনোট, দরওয়াল ও যশল্মীরই* বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দৈবদুর্ব্বিপাকের প্রচণ্ড প্রভাবে জাবালিস্থান হইতে দূরীকৃত হইয়া যখন যাদবগণ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। সে সকল গোত্রের মধ্যে ভট্টিই বিশেষ পরাক্রান্ত। কালক্রমে উক্ত ভট্টিই যদুকুলের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যদুকুলের আর একটী প্রসিদ্ধ শাখার নাম জারিজা। ইহা উক্ত কুলাখ্যান-গ্রন্থে ভট্টির অব্যবহিত নিম্ন আসনেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দুইটী শাখাসম্বন্ধে ঠিক এক প্রকার বিবরণই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এতদুভয়ই শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যদুকুল ধ্বংসের পর ঠিক এক সময়েই এতদুভয় শাখার অগ্রনায়কগণ হতাবশিষ্ট যাদবগণ সমভিব্যাহারে ভারতের পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টির ন্যায় জারিজা আপনার রাজত্ব অধিকদূর বিস্তৃত করিতে সক্ষম হন নাই। সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে শিবস্থান নামে একটি জনপদ অবস্থিত ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, জারিজাগণ সেই শিবস্থানেই আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে, তথায় অনেক দিন ধরিয়া অক্ষুণ্ণ প্রতাপসহকারে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা আলেক্‌জন্দারের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তৃগণের প্রণীত গ্রন্থসমূহে একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, মাসিডোনীয় মহাবীর যৎকালে অভিযানোদ্যত হইয়া ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিলেন, তখন উক্ত জারিজাকুলসম্ভূত শাম্বনামধেয় জনৈক নৃপতি তাঁহার প্রতিকূলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ শাম্বের পতাকামূলে যে সমস্ত সৈন্যসামন্ত একত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই হরিকুলোৎপন্ন। সে সময়ে তাঁহাদের অবস্থা যদিও অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি যতদূর সাধ্য তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্ব-

---

* সম্বৎ ১২১২ (খৃ ১১৫৬) অব্দে যশল্মীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত নগর প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার কোন প্রাচীন জাতির হস্ত হইতে লোদুর্ব্বাপত্তন নামক নগর [illegible] ছিন্ন করিয়া তথায় কিছু কালের জন্য অবস্থিত হইয়াছিলেন।

পুরুষগণের প্রাচীন গৌরবের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের সে চেষ্টা অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছিল।

মহারাজ শাম্ব শ্যামনগরে রাজত্ব করিতেন; কিন্তু গ্রীকগণ উক্ত শ্যামনগরের পরিবর্ত্তে মীনগড় অভিধা প্রদান করিয়াছে।

অনর্থকর ভীষণ অন্তর্বিপ্লবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বংশ অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু সেই কালস্বরূপ অন্তর্বিগ্রহ হইতে যে কতিপয় যাদব জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও সামান্য নহে। তাঁহাদের প্রত্যেকের বংশ কালক্রমে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া আজি ভারতের অনেক স্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। যদুকুল সর্ব্বসমেত আটটী শাখায় বিভক্ত, সেই আঁট শাখার মধ্যে ভট্টি ও জারিজাই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্।

তুয়ার।—অনেকে তুয়ারকে যদুকুলের অন্যতম শাখা বলিয়া গণনা করেন; কিন্তু মহাকবি চাঁদভট্ট ইহাকে মহারাজ পাণ্ডুর একটী শাখাকুল বলিয়া বর্ণন করিরাছেন। এ দুইটীর মধ্যে কোনটী যে বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ, তাহা অনুমান করা কঠিন। কেননা এতৎকুলের নামকরণসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ হেতুবাদই দেখিতে পাই না। যাহা হউক, এসকল বিষয় ছাড়িয়া দিয়া যদি ইহার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বিষয় সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহাকে রাজস্থানের ষট্‌ত্রিংশৎ রজকুলের মধ্যে একটী উচ্চ আসন দান না করিয়া থাকা যাইতে পারে না।

সে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি যে দুই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাঁহাদের পবিত্র নাম আজিও প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের জপমালাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। আজিও হতভাগ্য হিন্দুসন্তানগণ সেই পবিত্র নাম জপ করিতে করিতে আপনাদের উপস্থিত দুরবস্থার বিষয় ভুলিয়া যায় এবং অতীতের গভীর যবনিকা ভেদ করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাদের সেই স্বর্গীয়সুখময় রাজত্বকালে বিচরণ করিতে থাকে।—সে কাল ভারতের স্বর্ণযুগ; তখন ভারত জগন্মান্য পণ্ডিতবর্গে অলঙ্কৃত হইয়া সমস্ত সভ্য জগতের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তুয়ারকুলোৎপন্ন সেই দুইটী মহাপুরুষের মহনীয় চরিত্রগুণে ভারতে দুইটী নূতন গৌরবান্বিত যুগের অবতারণা হইয়াছিল। সেই দুই মহাপুরুষ, প্রথম—হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী উজ্জয়িনীনাথ মহারাজ বিক্রমাদিত্য; দ্বিতীয়—হিন্দুরাজকুলতিলক দিল্লীশ্বর মহারাজ অনঙ্গপাল। কুরুক্ষেত্রের মহাশোণিতহ্রদে আর্য্যগৌরবরবি নিমগ্ন হইলে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষাদ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; কিন্তু সেই গাঢ় অন্ধকার-রাশী বিদূরিত করিয়া সেই অস্তমিত আর্য্যগৌরবতপনের আদর্শস্বরূপ কোন্ মহাপুরুষ অমরাবতীসদৃশ অবন্তীর সিংহাসনে উত্থিত হইয়াছিলেন? কাহার কীর্ত্তিভাতি ও গৌরব-গরিমায় সমগ্র ভারতবর্ষ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল? কাহার মহাসভার পণ্ডিতগণ ভারতমাতার কণ্ঠে অমূল্য রত্নহারস্বরূপ আলম্বিত হইয়াছিল?—কে না বলিবে—কে না স্বীকার করিবে—সেই মহাপুরুষ রাজাধিরাজ মহারাজ বিক্রমাদিত্য? মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আজ অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে;

আজ তাহার সামান্য চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই; যে দিন তিনি এই পুণ্যধাম ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়া একটী স্বর্ণযুগের অবতারণা করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আজি কতশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে;—ভারতভূমির হৃদয়ের উপর কত বিপ্লবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; কত বিদেশীয় ও বিজাতীয় নরপতি ভারতসন্তানগণের অদৃষ্টচক্র নিয়মন করিয়া আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের নামাবলি—তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ অধিকাংশে তাঁহাদের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পবিত্র নাম কয়জন হিন্দুসন্তান ভুলিতে পারিয়াছেন? ভুলিতে পারিবে কি?—বলিতে পারি না। যে দিন জগতে সংস্কৃত শাস্ত্রের নাম উঠিয়া যাইবে—যে দিন তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্বৎ ভারতে কালচক্রের এক একটী আবর্ত্তন নির্দ্দেশ করিতে বিরত হইবে, সেই দিন ভুলিবে কি না বলিতে পারি না—সেই দিনের বিষন্ন কল্পনা করিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে!

মহারাজ অনঙ্গপালের বিষয় ইতিপূর্ব্বে কিয়ৎপরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষনে তৎসম্বন্ধে আর অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। কেবল এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, এই মহাপুরুষ আপনার সঞ্জীবন মন্ত্রবলে পতনোন্মুখ ও ম্রিয়মান ইন্দ্রপ্রস্থনগরকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের আট শতাব্দী পরে অবতীর্ণ হইয়া সম্বৎ ৮৪৮ (খ্রীঃ ৭৯২) অব্দে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি তাহার প্রণষ্টগৌরব অনেক পরিমাণে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন।

মহারাজ অনঙ্গপালের পর ক্রমান্বয়ে বিংশতি জন নরপতি তদ্বংশে অবতীর্ণ হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শেষ রাজার নাম অনঙ্গপাল। উক্ত দ্বিতীয় অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন; সুতরাং অন্য উত্তরাধিকারী না পাইয়া আপনার দৌহিত্র চৌহান পৃথ্বীরাজকে সম্বৎ ১২২০ (খ্রীঃ ১১৬৪) অব্দে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়া বার্দ্ধক্যে শান্তিময়ী মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎপরে যে দিন তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন তাঁহার সহিত প্রসিদ্ধ তুয়ারকুল পর্য্যবসিত হইল।*

রাঠোর।—এই প্রসিদ্ধ কুলের উৎপত্তিসম্বন্ধে নানা প্রকার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা আপনারা শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ হইতে আপনাদের উদ্ভব সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। যদি ইহাঁদেরই মত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে, রাঠোরগণ পবিত্র সূর্য্যকুল হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন; কিন্তু রাজস্থানের ভট্টগণ ইহাঁদিগকে সে উচ্চ সম্মানে বঞ্চিত করিয়া ইহাঁদের উদ্ভব বিবরণ অন্যরূপে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, "রাঠোরগণ রবিকুলতিলক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ হইতে আপনাদের উদ্ভব সপ্রমাণ করেন বটে; কিন্তু তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। তাঁহারা মহর্ষি কশ্যপের বংশোৎপন্ন কোন নৃপতির

---

* তুয়ারকুলে একদা যে বিশাল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, আজি তাহার মধ্যে কেবল দুইটীমাত্র সামান্য নগর তাঁহাদের সে গৌরবের শেষ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম—তুয়ারগড়; (ইহা চম্বলের দক্ষিণ তীরে সংস্থাপিত) দ্বিতীয়—পত্তন তুয়ারবতী, (ইহা এক্ষণে জয়পুররাজ্যের অধিকারভুক্ত)।

ঔরসে কোন দৈত্যকুমারীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। যদি এই মত গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে রাঠোরদিগকে একবারে পবিত্র আর্য্যকুলোচিত সম্মান হইতে অন্যায়রূপে বঞ্চিত করা হয়; কিন্তু তাহা সমীচিন ও ন্যায়সম্মত বলিয়া বোধ হইতেছে না।

রাঠোরদিগকে যদিও সূর্য্যকুলসম্ভূত বলিয়া গ্রহণ না করা যায়; তথাপি তাঁহাদিগকে পবিত্র আর্য্যকুলোচিত সম্মান হইতে বঞ্চিত রাখা যাইতে পারে না। বিশাল চন্দ্রবংশের একস্থলে তাঁহাদিগকে ন্যায়মত স্থান দান করা যাইতে পারে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের দুই পুরুষ পূর্ব্বে কুশ নামে যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার কুলে ইহাঁরা স্থান পাইতে পারেন।

ভট্ট গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের লীলানিকেতন গাধিপুরই (কণোজ) রাঠোরদিগের আদিম আবাসভূমি এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহারা তৎপ্রদেশের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। উক্ত সময়ের পূর্ব্বে তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না; যে কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নিবিড় কল্পনাজালে ভৃশ সমাচ্ছন্ন; সুতরাং সে কল্পনাজাল বিযুক্ত করিয়া প্রকৃতবিষয়ের উদ্ধার করা নিতান্ত অসম্ভব। রাঠোরগণ কোশলরাজ্যের নৃপতিদিগের সহিত আপনাদের সমন্বয় সাধন করিয়া আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীকে রাঠোরদিগের ঐতিহাসিক জীবনের প্রথম যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা ঐ সময় হইতে তাঁহাদের বিবরণ পৌরাণিকী কল্পনার নিবিড় জাল ভেদ করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে আনীত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে তাঁহাদের জীবনচরিত সুস্পষ্ট ও বিশদরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সময় হইতেই তাঁহাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানবীর সাহাবুদ্দীনের অভ্যুত্থানকালে রাঠোরগণ ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্য লাভের জন্য দিল্লির তুয়ার এবং আনহলবারার বালকরায়দিগের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

রাজ্য, ধন, গৌরবগরিমা সকলই অনিত্য—সকলই অচিরস্থায়ী; কিন্তু সেই অনিত্য ও অচিরস্থায়ী রাজ্য ও গৌরবলাভের জন্য রাঠোরগণ যে মহা অনর্থের সমুদ্ভাবন করিলেন;—তাহাতে তাঁহাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ হইল;—সমগ্র ভারতবাসির কণ্ঠে যবনের দাসত্ব-শৃঙ্খল অর্পিত হইল। তাঁহারা যদ্যপি সেই অনর্থকারিণী গৌরবলিপ্সার বশবর্ত্তী না হইতেন, তাহা হইলে কি মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারিত?

রাঠোরদিগের সেই সর্ব্বনাশকরী আধিপত্যস্পৃহাতেই ভারতের অধঃপতন হইল; আর্য্যবীর পৃথ্বীরাজ শত্রুহস্তে পতিত হইলেন; সমরকেশরী সমরসিংহ সংগ্রামস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। ওদিকে স্বদেশদ্রোহী পাপিষ্ঠ জয়চাঁদ গঙ্গাসলিলে নিমগ্ন হইয়া নিজ বিশ্বাসঘাতকতার ও জঘন্য কাপুরুষতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইল।

রাঠোররাজ কাপুরুষ জয়চাঁদের শিবজি নামে একটী পুত্র ছিলেন; উক্ত শিবজি

আপনার পিতৃরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া মারবারের মরু-প্রান্তরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় পুরীহরদিগের মুন্দর নামে একটী প্রাচীন নগর ছিল। তখন সে নগরের সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থা। শিবজি সেই ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মুন্দরনগরের সংস্কার সাধন করিয়া তন্মধ্যে আপনার রাঠোররাজ্য স্থাপন করিলেন। ক্রমে রাজস্থানের সেই মরুপ্রান্তরে,—প্রাচীন পুরীহরকুলের প্রনষ্ট গৌরবের ধ্বংসরাশির উপর বিশাল মারবাররাজ্য উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহা বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং রাঠোরবীর শিবজির সন্তানসন্ততিগণ ক্রমে বিপুল বল অর্জ্জন করিয়া মহাপরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। একদা তাঁহাদের লক্ষ বীরভ্রাতা আপনাদের হৃদয়শোণিতদানে মোগলসম্রাটদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আজি তাঁহাদের সেই বীরকীর্ত্তি—সেই তেজস্বিতা স্বপ্নকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। আজি সেই মহাবীর শিবজির বর্ত্তমান বংশধরদিগকে দেখিলে তাঁহাদের প্রাচীন গৌরবগরিমার কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না *!

কুশাবহ।—কুশাবহকুল ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের তনয় কুশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কথিত আছে যে, কোশলরাজ্য হইতে দুইটী শাখাকুল বহির্গত হইয়াছিল; তন্মধ্যে একটী সুদূর পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া প্রসিদ্ধ লাহোর নগর স্থাপন করিয়াছিল; অপরটী বহুদূর অগ্রসর না হইয়া শোণতীরে রোটস্ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

যাঁহারা পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত লাহোরে কিছুকাল অবস্থিত হইয়া নরবর নামে আর একটী নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, উক্ত নরবর খ্যাতনামা নলরাজার প্রসিদ্ধ লীলাভূমি। তথায় তাঁহার বংশধরগণ অনেক দিন ধরিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এমন কি তাতার ও মোগলদিগের শাসনকালেও তাঁহারা আপনাদের পিতৃপুরুষদিগের সেই প্রাচীন রাজাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অনেক দিন রাজ্যভোগের পর মহারাজ নলের বংশধরগণ অবশেষে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন।

মহারাজ কুশের বংশধরগণ অনেক দিবসাবধি নরবরে একত্রে অবস্থিত ছিলেন। পরিশেষে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাঁরা দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। তন্মধ্যে একটী শাখাকুল উক্ত স্থানেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন; অপরটী স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অনার্য্য ও অসভ্য মীনদিগের আবাসভূমিতে উপনিবিষ্ট হইলেন এবং সমূহ চেষ্টার পর তাহাদিগকে তৎপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া তথায় অম্বর নগর স্থাপন করিলেন।

সেই অনার্য্য মীনদেশের মধ্যভাগে মহারাজ কুশের বংশধরগণ যে অম্বরনগর প্রতিষ্ঠাপন করিয়াছিলেন, তাহা রাজস্থানের অন্যান্য নগরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তৈমুরকুলমণি সম্রাট আকবরের শাসনকাল হইতে অনেক রাজপুতকুল

* রাঠোরকুল, ধণ্ডুল, ভাদৈল, চাকিত, দুহরিয়া, খোক্র প্রভৃতি চতুর্বিংশতি শাখায় বিভক্ত। ইহাঁদের গোত্রাচার্য্য গোতম; মরুস্থন্দিনী শাখা; শুক্রাচার্য্য গুরু; গরুপাট অগ্নি এবং পাঙ্কিণী দেবী। ইহাঁরা গৌতম গোত্র বলিয়া মহাত্মা টড্ সাহেব ইহাঁদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম বলম্বী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত হইয়াছিল; কিন্তু অম্বরের কুশাবহগণ তৎকালে আপনাদের গৌরব ও সম্ভ্রমের শীর্ষস্থানে সমাসীন ছিলেন।

অগ্নিকুল।—জগন্মান্য সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ যেমন সূর্য্য ও চন্দ্র হইতে সমুৎপন্ন, অগ্নিকুল সেইরূপ অগ্নি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিন্দুকুলাচার্য্যদিগের মতে উক্ত বংশতরু চারিটী শাখায় বিভক্ত। প্রথম,—প্রমার; দ্বিতীয়,—পুরীহর; তৃতীয়,—চৌলুক বা শোলাঙ্কি এবং চতুর্থ,—চোহান।

কথিত আছে যে, যে সময়ে ধর্ম্মবীর পার্শ্বনাথ * সমুত্থিত হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজে ঘোর বিপ্লবের সমুদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েই অগ্নিকুল উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই ভীষণ ধর্ম্ম্য সংঘর্ষকালে পরাক্রান্ত জৈনদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণগণ উক্ত আগ্ন্যবীরদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন †।

রাজস্থানের মধ্যে আবু বা অর্বুধ নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে; উক্ত পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গদেশই এই ভীষণ ধর্ম্মবিপ্লবের প্রধান রঙ্গস্থল। কথিত আছে যে, সেই তুঙ্গশৈলশিখরের উপরিভাগেই ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বালিত করিয়া উক্ত বীরকুলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই পবিত্র অগ্নিকুণ্ড যে স্থলে প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল, আজিও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ নাস্তিকাক্রমণ হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে সংরক্ষা করিবার জন্য সেই সমস্ত আগ্ন্যবীরদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগেরই সাহায্যে সেই ভয়ানক ধর্ম্মবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণদিগের অদ্ভুত তপোবলে পাপনাশন বিভাবসু হইতে যে বীরকুল সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনাদের প্রচণ্ড প্রতাপ ও অক্ষুণ্ণ ধর্ম্মানুরাগ অটল রাখিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু মুসলমানদিগের অভিযানের সময়ে অগ্নিকুলের অধিকাংশ সেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন বা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রমার।—প্রসিদ্ধ অগ্নিকুলের মধ্যে প্রমারই সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শোলাঙ্কি ও চৌহানকুলের ন্যায় ইহাঁরা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রান্ত হইতে পারেন

---

* টড্ সাহেবের মতানুসারে সর্ব্বসমেত চারিজন বুধের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে। তিনি বলেন যে, উক্ত চারিজনেই একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং উক্ত ধর্ম্ম মধ্য-আশিয়া হইতে আনয়ন করিয়া ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল শঙ্কুশীর্ষাকারের এক প্রকার বর্ণমালায় লিখিত। সৌরাষ্ট্র, যশল্মীর এবং বিশাল রাজস্থান প্রদেশের যে যে স্থলে বৌদ্ধ ও জৈনগণ পূর্ব্বে বাস করিতেন, টড্ সাহেব তৎসমস্ত প্রদেশে বিচরণ করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত বুধচতুষ্টয়ের নাম নিম্নে প্রকটিত হইল।

প্রথম বুধ (চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠাতা) — অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২৫৫০ অব্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
দ্বিতীয়—নেমিনাথ (জৈনদিগের মতে দ্বাবিংশ) „ „ ১১২০ „
তৃতীয়—পার্শ্বনাথ („ ত্রয়োবিংশ) „ „ ৬৫০ „
চতুর্থ—মহাবীর („ চতুর্ব্বিংশ) „ „ ৫৩৩ „

† উক্ত নাস্তিকগণ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক দৈত্য, দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি ঘৃণ্যনামে অভিহিত হইয়াছে।

নাই বটে; কিন্তু এই কুলত্রয়ের ইতিহাস অনুশীলন করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, উক্ত চৌহান ও চৌলুক্যগণ অপেক্ষা প্রমারগণই সর্ব্বাগ্রে রাজোপাধি বহন করিয়াছিলেন। এমন কি অগ্নিকুলের অন্যতম শাখাসম্ভূত পুরীহরগণ, প্রমারগণের অধীনে সামন্তরাজারূপে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, বীরপুঙ্গব কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রাচীন মাহেশ্বতী নগরীতে প্রমারগণ সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রসিদ্ধ মাহেশ্বতীপুরীতে কিছুকাল রাজত্ব করিয়া তাঁহারা বিন্ধ্যমেরুর শৃঙ্গদেশে ধারা ও মান্দু নামে দুইটী নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরীও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল *।

প্রমারকুলের রাজ্য নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিয়া তদ্দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্বৎ ৭৭০ (খৃঃ ৭১৪) অব্দের প্রারম্ভকালে রাম নামে জনৈক প্রতিষ্ঠাবান্ নরপতি প্রমারকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ত্রৈলঙ্গপ্রদেশে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কবিবর চাঁদভট্ট তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, রামপ্রমার ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে অনেকগুলি রাজপুত নৃপতি সামন্তস্বরূপ বিরাজ করিতেন †। কিন্তু তাঁহারা তদীয় পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই এক একটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। গিহ্লোট-কুলের প্রাদুর্ভাবের সময়ে প্রমারগণের পূর্ব্বগৌরব অনেক পরিমাণে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু প্রমারকুলে ভোজনামে যে প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারই বিপুল যশ ও কীর্ত্তিভাতিতেই তদ্বংশ উজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ইহাঁর রাজসভা নবরত্নে বিভূষিত ছিল। ইহাঁর রাজত্বকালে সংস্কৃতভাষার সমূহ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সেই উৎকর্ষ নিবন্ধন মহারাজ ভোজ প্রমারের নাম আজিও কোন হিন্দুসন্তান ভুলিতে পারেন নাই। যতদিন পৃথিবীতে অমৃতোপম সংস্কৃতভাষার অনুশীলন থাকিবে, ততদিন বোধ হয়, কেহই তাঁহার পবিত্র নাম ভুলিতে পারিবে না,—ততদিন তাহা পরমপূজ্য আর্য্যনৃপতিগণের পবিত্র নামাবলি হইতে কিছুতেই স্থানান্তরিত হইবে না।

---

* প্রমারগণ কর্ত্তৃক যে সকল নগর অধিকৃত ছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা; মহেশ্বর (মাহেশ্বতী), ধারা, মান্দু, উজ্জয়িনী, চন্দ্রভাগা, চিতোর, আবু, চন্দ্রাবতী, মৌ, মৈদান, প্রমারবতী, অমরকোট, বিখার, লোদুর্ব্বা ও পত্তন। এই সকল নগরের মধ্যে কোন কোনটী তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক জিত এবং কোন কোনটী স্থাপিত হইয়াছিল।

† প্রসিদ্ধ বর্দ্দাই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ত্রৈলঙ্গের রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ রামপ্রমার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলকে ভূমিবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তুয়ারদিগকে দিল্লি, সৌরদিগকে পত্তন, চৌহানদিগকে অম্বর, কামধ্বজকে কনোজ, পুরীহরকে মরুদেশ, যদুবংশীয়দিগকে সুরাট, জাবলকে দাক্ষিণাত্য, পারণকে কচ্ছ, কীহরকে কাত্তিবার এবং রায়পুহারকে সিন্ধুদেশ অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে সামন্ত শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রমারকুলে তিনজন ভোজরাজার * নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনজনেই বিশেষ বিদ্যানুরাগী—বিশেষ পরাক্রমশালী। কিন্তু এস্থলে যে, কোন্ ভোজের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা দুষ্কর।

যে চন্দ্রগুপ্তের মহনীয় কীর্ত্তিকলাপ ও বিপুল গৌরবগরিমার বিষয় ভারতেতিহাসে স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে; গ্রীক ঐতিহাসিকগণ যাঁহাকে দিগ্বিজয়ী আলেকজন্দারের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তিনি প্রমারকুলের প্রধানতম শাখা মৌর্য্য গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভট্টকবিকৃত কুলাখ্যানগ্রন্থে তিনি তক্ষককুল-সম্ভূত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অপিচ প্রমারকুলের সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত মৌর্য্যশাখাকুলের প্রধান পুরুষ তক্ষককুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শালিবাহননামা যে মহাবীরের প্রচণ্ডবাহুবলে হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনিও তক্ষকবংশীয়। উজ্জয়িনীনাথ বিক্রমাদিত্যকে পদচ্যুত করিয়া বিজয়ী শালিবাহন তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং তৎ-প্রতিষ্ঠিত সম্বৎ দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ হইতে উঠাইয়া দিয়া তথায় আপনার অব্দ প্রচলিত করিলেন।

যে প্রমারগণ একদা আপনাদের দুর্দ্দম প্রতাপ ও বিপুলগৌরবের প্রভাবে রাজপুত নৃপতিকুলের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার করিয়াছিলেন; আজি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সে পূর্ব্ব প্রতাপ ও গৌরবের সামান্য পরিচায়ক মাত্রও বিদ্যমান নাই। ভারতভূমির স্থানে স্থানে তাঁহাদের যে সকল কীর্ত্তি স্থাপিত ছিল, আজি নিষ্ঠুরকালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে তৎসমুদায় বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণিত। সেই চিতাভস্মস্বরূপ ধ্বংসরাশিই প্রমার-কুলের প্রাচীন গৌরবের সঙ্কীর্ণ প্রতিবিম্ব! এ জগতে কালমাহাত্ম্য কে বুঝিতে পারে? কাল সৃষ্টিকর্ত্তা; আবার কালই সংহারকর্ত্তা। কালই সুখদুঃখের নিয়ামক। অদ্য যে বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া দর্পে ও অহঙ্কারে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে,—আপনার অনুজীবিদিগের প্রতি পশুবৎ আচরণ করিতেছে; কল্য অথবা দুই দিবস পরে সর্ব্বনিয়ন্তা কালের অখণ্ডনীয় বিধানানুসারে হয়ত তাহার ছিন্নমস্তক শ্মশানে লুণ্ঠিত হইবে,—শৃগাল, কুক্কুর ও নিকৃষ্ট পশু সকলে তদুপরি নিরন্তর পদাঘাত করিবে। যে অখণ্ডনীয় কালমাহাত্ম্যে এই সকল অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার অনুদিন সংঘটিত হইতেছে; তাহারই অপার মহিমায় প্রমারকুলের প্রাচীন গৌরবের সামান্য চিহ্নমাত্রও আজ পরিলক্ষিত হয় না। যে প্রমারকুল মহারাজ চন্দ্রগুপ্তপ্রমুখ ভুবনবিদিত নৃপতিগণের প্রদীপ্ত কীর্ত্তিবিভায় উজ্জ্বলিত হইয়াছিল; একদা মোগলরাজ হুমায়ুন বীর তৈমুরের সিংহাসন

* কোন একখানি শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্বৎ ১১০০ (খ্রীঃ ১০৪৪) অব্দে তৃতীয় ভোজ রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভোজপ্রবন্ধনামক একখানি গ্রন্থে উক্ত অব্দই নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত শিলালিপি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কথিত গ্রন্থে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় ভোজ সম্বৎ ৬৩১ ও ৭২১ অব্দে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হইতে বিতাড়িত হইয়া যাঁহাদের একজন সামান্য বংশধরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবনরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, আজ ভারতীয় মরুভূমিস্থ * ধাতনগরের বর্ত্তমান নৃপতিই তাঁহাদের সে পূর্ব্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন,—তাঁহাদের সে পূর্ব্ব প্রতাপের সামান্য নিদর্শনমাত্র।

প্রমারকুল সর্ব্বসমেত পঞ্চত্রিংশৎ শাখায় বিভক্ত। সেই পঁয়ত্রিশ শাখার মধ্যে ভিহিলই বিশেষ প্রসিদ্ধ। উক্ত ভিহিলশাখাকুলে যে সমস্ত নৃপতিগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেক দিন অবধি আরাবল্লির পাদপ্রস্থস্থিত প্রাচীন চন্দ্রাবতীনগরের রাজসিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন।

চাহুমান বা চোহান।—চোহানকুলের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার বিষয় ইতিপূর্ব্বে অনেক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণ প্রয়োজনীয় হইতেছে না; তবে যে কয়েকটী বিষয় আদৌ উল্লেখিত হয় নাই, আমরা এক্ষণে তৎসমুদায়েরই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

পবিত্র অগ্নিকুলে যে কয়েকটী শাখা সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তন্মধ্যে চোহানই বিশেষ বলিষ্ঠ। কথিত আছে যে, একদা চৌহানগণ এরূপ বলশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রচণ্ড বীরত্বসম্মুখে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজপুতগণের গৌরবগরিমা হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। যদিও রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে অনেকে বিপুল বল, প্রচণ্ড বিক্রম এবং প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, যদিও "লাখ তরওয়ার রাঠোরান" অর্থাৎ লক্ষ রাঠোর বীরের বীর্য্যমত্তা ভারতবিদিত; তথাপি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, বিক্রমকেশরী চৌহানগণ রাজপুতসমিতির শীর্ষস্থানে ন্যায়মত আসন প্রাপ্ত হইতে পারেন।

উক্ত প্রসিদ্ধ রাজকুল হইতে যে কয়েকটী শাখাকুল সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ও আপনাদিগের মূল বংশতরুর যথার্থ গৌরব সংরক্ষা করিয়া চোহান নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিয়াছিল। সে কতিপয় শাখার মধ্যে হার, খিচী, দেবরা ও শনিগুরু প্রভৃতিই বিশেষ প্রসিদ্ধ; তাঁহাদের বীরত্ব, মাহাত্ম্য ও গৌরবগরিমা আজিও ভট্টকবিদিগের সুমধুর কাব্যগ্রন্থে উজ্জ্বল অক্ষরে বিরাজ করিতেছে; আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ সেই ভট্টকবিগাথা পাঠ করিতে করিতে আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া যান, এবং মুহূর্ত্তের জন্য সেই পূর্ব্বপুরুষগণের প্রচণ্ড বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়েন।

চোহানকুলের প্রতিষ্ঠাতা বীরবর চোহানের কাল্পনিক জন্মবিবরণ অতীব মনোহর, যদিও তাহা মোহিনী কল্পনার ঘনজালে সমাচ্ছন্ন, তথাপি তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়। এক্ষণে শুদ্ধ চোহান কেন, অবশিষ্ট কুলত্রয়েরও উৎপত্তি-বিবরণ এতৎস্থলে প্রকটিত হইল।

---

* ইনি প্রমারকুলের অন্যতম শাখা সোদা গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আলেকজন্দারের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তৃগণ এই সোদাকে সগদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। উক্ত সোদা গোত্রে অমর ও সমর নামে দুইজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উভয়ের নাম হইতে অমরকোট এবং অমরসমর নগরদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ সুমেরু ও কৈলাসের ন্যায় আর্ব্বুধও অতি পবিত্র পর্ব্বত। অগ্নিকুল-সম্ভূত বীরগণ উক্ত শৈলরাজকে দেবদেব অচলেশের আবাসভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উক্ত পর্ব্বত কন্দমূলফলাশী ঈশ্বরপরায়ণ ও বিশুদ্ধাত্মা তাপস-কুলের সেবনীয়। যোগশীল ব্রাহ্মণগণ পাষণ্ড দৈত্যদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদের পবিত্র সনাতনধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য সেই উত্তুঙ্গ গিরিরাজের শৃঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেন; কিন্তু ক্রূরাচারী দানবদল সেই দুর্গম উচ্চপ্রদেশেও উৎপ্লুত হইয়া নানাপ্রকার অত্যাচারদ্বারা তাঁহাদের যোগ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত।

সনাতনধর্ম্মানুরাগী পবিত্রহৃদয় ব্রাহ্মণগণ একদা নৈঋতকোণে আপনাদের হোমকুণ্ড খনন করিয়া দেবতাদিগকে আহুতি প্রদান করিতেছেন; এমন সময়ে অসুরগণ দলে দলে আপতিত হইয়া এরূপ প্রচণ্ড ঝটিকা উদ্ভাবন করিল যে, তাহা নিবিড় ধূলিপটল একত্রিত করিয়া একবারে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দুরাচার দৈত্যগণ সেই সময়ে শোণিত, মাংসাস্থি এবং নানাপ্রকার পূতিগন্ধময় অপবিত্র পদার্থ প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। দুর্বৃত্তদিগের সেই ভীষণ উৎপীড়নে দ্বিজগণের যোগ ভগ্ন হইয়া পড়িল;—তাঁহারা অভীষ্টবরলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

সনাতনধর্ম্মবিদ্বেষী পাপাচারী দৈত্যকুলের নিরন্তর অত্যাচারেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দ্বিজগণের কঠোর অধ্যবসায় অণুমাত্রও বিচলিত হইল না; তাঁহারা পুনর্ব্বার অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিলেন এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে সমাসীন হইয়া অনর্গল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দেবদেব মহাদেবের প্রসাদ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সেই পবিত্র অনলকুণ্ড * হইতে একটী মূর্ত্তি সমুত্থিত হইল; কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে কোন প্রকার বীরলক্ষণই পরিলক্ষিত হইল না। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে প্রতিহারীরূপে দ্বারদেশে সংস্থাপিত করিলেন। তৎপরে দ্বিতীয় মূর্ত্তি সমুত্থিত হইল; কিন্তু চুলুকের ন্যায় তাঁহার আকৃতি হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নাম চৌলুক্য রাখিলেন। ক্রমে তৃতীয় মূর্ত্তি সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হইলে, দ্বিজকুল তাঁহাকে প্রমার নামে অভিহিত করিলেন। তিনি বীরচিহ্নযুক্ত এবং যুদ্ধক্ষম হওয়াতে ঋষিগণকর্ত্তৃক অসুরদিগের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইলেন। প্রমারবীর অন্যান্য বীরগণের সহিত দৈত্যসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন বটে; কিন্তু সে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব বদ্ধপদ্মাসনে পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হইলেন এবং অবিরাম মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি যেমন আহুতি প্রদান করিলেন, অমনি সেই পূত অনলকুণ্ড হইতে এক বীরমূর্ত্তি সমুদ্ভূত হইলেন। তাঁহার অবয়ব দীর্ঘ, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, কেশরাশি অঞ্জনবৎ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু বিশাল ও ঘূর্ণমান এবং বক্ষঃস্থল বিস্তৃত। তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভয়ানক; সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মাবৃত, পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ সুবৃহৎ তূণীর, করে

---

* যে স্থলে ঐ পবিত্র অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছিল, মহাত্মা টড সাহেব তথায় স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আদিনাথের একটী পাষাণপ্রতিমূর্ত্তি সেই স্থলে একটী বেদির উপরিভাগে সংস্থাপিত আছে।

বিশাল শরাসন এবং প্রচণ্ড তরবার। তাঁহার চতুর্হস্তে বিবিধ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং তাঁহাকে বিপুল বলশালী দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে চোহান নামে অভিহিত করিলেন।

সেই প্রবল পরাক্রান্ত চোহানবীর অবিলম্বে অসুরসমরে প্রেরিত হইলেন। তপোধন বশিষ্ঠ তাঁহাকে সেই মহাসমরে প্রেরণ করিবার সময় ভগবতী আশাপূর্ণার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অচিরকালমধ্যে ত্রিশূলধারিণী শক্তিদেবী সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া তাঁহাদের সকলের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন এবং সেই চোহানবীরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহোৎসাহে দৈত্যসমরে প্রেরণ করিলেন। আশাপূর্ণা ভগবতী কালিকাদেবী তাঁহাদিগকে সেইরূপে উৎসাহিত করিয়া পুনর্ব্বার অন্তর্হিতা হইলেন। ব্রাহ্মণগণ সেই চোহানবীরকে আনহল নামে অভিহিত করিলেন এবং সানন্দে জয় নিনাদ করিতে লাগিলেন। অতঃপর বীরবর আনহল মহোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আপনার সেনাদল সমভিব্যাহারে অসুরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অচিরে উভয় দলে ভয়াবহ সমর সমারব্ধ হইল; কিন্তু দুর্বৃত্ত দৈত্যদল আনহলের প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর পরাজিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে সমরাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট সকলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া নরকের অন্তস্তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে দুরাচার দানবদল পরাজিত হইলে ব্রাহ্মণগণ নিরুপদ্রব হইলেন। উক্ত চোহানবীরের পবিত্রকুলে বীরবর পৃথ্বীরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চোহানকুল-তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীরবর আনহল হইতে মহারাজ পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত চোহানকুলে সর্ব্বসমেত উনচল্লিশ জন নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে তালিকা শুদ্ধ কি না, তাহা বিচার করিবার কোন উপায়ই বিদ্যমান নাই। তবে বিশেষ অনুশীলন করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, তাহা শুদ্ধ না হইলেও হইতে পারে; কেননা ভট্টকবিগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বে অগ্নিকুল সৃষ্ট হইয়াছিল। এদিকে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ পৃথ্বীরাজ বিক্রমাদিত্যের ১২১৫ বৎসর পরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেবল উনচল্লিশ জন নরপতির অস্তিত্ব কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে?

চোহানকুলে অজয়পাল নামে একটী প্রতিষ্ঠাবান্ নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই প্রসিদ্ধ অজয়মেরু (অজমির) দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। যে সকল নগরে পূর্ব্বতন চোহানগণ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অজমির তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত অজমির-প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কালে প্রসিদ্ধ শম্ভরহ্রদের * তটোপরি শম্ভর নামে আর একটী নগর চোহান কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত শম্ভর নামানুসারে তন্নগরের রাজগণ শম্ভরীরাও নামে অভিহিত হইতেন। চোহানগণের গৌরব ও প্রতাপ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ঐ সকল নগরে অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত ছিল। পরিশেষে

* রাজপুতদিগের প্রধান আরাধ্য দেবতা ভগবতী শাকম্ভরীমাতার একটী পাষাণপ্রতিমা উক্ত হ্রদের মধ্যভাগে সংস্থাপিত আছে। এই শাকম্ভরী হইতে তাহার নাম শম্ভর হইয়াছে।

যে দিন হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ চৌহান পৃথ্বীরাজ মাতামহের দিল্লিসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন, সেই দিন চোহানকুল একবার প্রচণ্ড তেজে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্য নির্ব্বাণোন্মুখ দীপালোকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চোহানকুলের গৌরব এবং উক্ত নগরসকল ক্রমে ক্রমে শ্রীহীন হইতে লাগিল।

পবিত্র অগ্নিকুল একমাত্র চৌহান বীরগণের অমানুষিক বীরত্ব ও গৌরবগরিমায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে। যে সকল ধুরন্ধর নৃপতি উক্ত বীরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাজ মাণিকরায় অন্যতম। দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানদিগের যে প্রচণ্ড আক্রমণ প্রভাবে বিশাল পঞ্চনদপ্রদেশ বিকম্পিত হইয়াছিল, তাহা মহাবীর মাণিকরায় কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল।

শুদ্ধ পৃথ্বীরাজ ও মাণিকরায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে আরও অনেক প্রবল পরাক্রান্ত চৌহান নৃপতির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা এককালে যে, বিপুল বলসম্পন্ন ছিলেন, তাহার সত্যতা ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। এমন কি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানবীর মহম্মদ যখন প্রচণ্ড সেনাদল সমভিব্যাহারে সৌরাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন অজমির নগরেরই জনৈক প্রতাপান্বিত নরপতি * তাঁহাকে ঘোরতররূপে পরাজিত ও অবমানিত করিয়াছিলেন। সেই চৌহানবীরের প্রচণ্ড অসিবল-প্রভাবে মহম্মদকে বিজয়াশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

হিজিরা প্রথম শতাব্দীর শেষ কালে ওয়ালিদের বিখ্যাত সেনাপতি কাশিম কর্ত্তৃক মহারাজ মাণিকরায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সে ভীষণযুদ্ধে যে, মুসলমানগণের প্রচণ্ডবল অনেক পরিমাণে পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সময় হইতে তাহারা উপর্য্যুপরি কয়েকবার ভারতভূমে আপতিত হইয়া ভারতের রাশি রাশি ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিল। যে সময়ে মহারাজ বিশালদেব অজমিরের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, সেই সময়ে মুসলমানগণ আর একবার ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিল। ধরিতে গেলে, তাহাই তাহাদের তৃতীয় আক্রমণ। চৌহানবীর বিশালদেব দেশবৈরী ও সনাতনধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের অপবিত্র গ্রাস হইতে আপনার রাজ্য ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। অচিরে উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। সে ভীষণ সংগ্রামে মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ সমরকালে অনেকগুলি প্রতাপশালী হিন্দু নৃপতি সামন্তরূপে মহারাজ বিশালদেবের সহায়তায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রমারকুলোৎপন্ন বীর উদয়াদিত্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় সকল ভট্টগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বীর উদয়াদিত্য ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

---

* সেই চৌহানবীরের নাম ধর্ম্মাধিরাজ; তিনি বিশালদেবের জনক।

উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে, এই মহাসমরব্যাপার মহম্মদের চতুর্থ পুরুষ অধস্তন বিখ্যাত মোদাদের রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল। মহারাজ বিশালদেব যে, উক্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার যাথার্থ্য দিল্লির প্রাচীন বিজয়স্তম্ভের গাত্রস্থ শিলালিপি পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে।

চৌহানরাজ বিশালদেবের প্রচণ্ড বিক্রমসম্মুখে মুসলমান বীর মোদাদ পরাজিত হইলেন বটে; কিন্তু তাহাতেও দুর্দ্দম মুসলমানদিগের ভীষণ জিগীষাবৃত্তি প্রশমিত হইল না। তাহারা দলে দলে ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া ভারতসন্তানদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহাদের সেই উপর্য্যুপরি আক্রমণে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের রাজ্য ঘোরতর অশান্তির আলয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদের গৌরব ও বিক্রম ক্রমে ক্রমে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িল;—অবশেষে চোহানকুলের শেষ নরপতি মহারাজ পৃথ্বীরাজের কারারোধ ও নিধনের সহিত ভারতে চৌহানদিগের সে গৌরব ও বিক্রম একবারে অস্তমিত হইল।

চোহানকুল সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত। সেই চতুর্ব্বিংশতি শাখার মধ্যে হারাবতী জনপদের বুন্দি ও কোটার রাজবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। উক্ত চৌহানগণ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন গৌরব উত্তমরূপে সংরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত দুই রাজকুলের মধ্যে ছয়জন বীর পিতৃদ্রোহী নিষ্ঠুর আরঙ্গজীবের হস্ত হইতে বৃদ্ধ শাজিহানকে রক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে আপনাদের হৃদয়শোণিত দান করিয়াছিলেন *।

চোহানকুলের অনেক সামন্ত রাজা আপনাদের আবাসভূমি রক্ষা করিবার জন্য পিতৃপুরুষদিগের পবিত্র সনাতনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন †। কথিত আছে যে, পৃথ্বীরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরদাসকর্ত্তৃকই উক্তরূপ জঘন্য উদাহরণ সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হইয়াছিল।

চৌলুক্য বা শোলাঙ্কি ‡।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শোলাঙ্কিকুল প্রমার ও চোহান-কুলের সমকালেই উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের উপযোগী উপকরণাদির অভাবপ্রযুক্ত শোলাঙ্কির পূর্ব্বতন ইতিহাস উদ্ধার করা যায় না। ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাঠোরগণকর্ত্তৃক কণোজ অধিকৃত হইবার প্রাক্‌কালে শোলাঙ্কিকুল বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভট্টিগণ যখন মরুভূমিতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন লঙ্গহ ও তোগ্র § প্রভৃতি কতিপয় যবন

---

* এতদ্ভিন্ন গাগ্রোণ ও রথুগড়ের খীচি, শিরোহীর দেবর, ঝালোরের শনিগুরু, শুবার ও শনিচরের চৌহান এবং পাবাগড়ের পাবৈচগণ আপনাপন নাম অক্ষয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকের বংশের বিশেষ নিদর্শন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

† চোহানকুলের যে কয়েকটী সম্প্রদায় মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কামিখানি, সর্ব্বানি, লোবানি, কররোয়নি ও বৈহুওয়ানাই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

‡ শোলাঙ্কিগোত্র-বিবরণ;—"মদওয়ানি শাখা, ভরদ্বাজ গোত্র,—গড় লোহকোট নিবাস,—সরস্বতী নদী,—শ্যামবেদ,-কপিলেশ্বরদেব,-কর্দ্দমান রিকেশ্বর,-তিন পুরওয়ার জিনার,-কিণোজদেবী, মহীপালপুত্র।"

§ মালখাঁর সন্তান বলিয়া ইহাদের অন্যতম নাম মালখানি। উক্ত মালখাঁই সর্ব্বপ্রথম মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল।

মিবার।

প্রথম অধ্যায়।

রাজস্থান-ভাগ ;—প্রমাণস্বরূপ নানা ভট্টগ্রন্থ ও শিলালিপির বিবরণ ;—কণকসেন ;—সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে তৎকর্ত্তৃক উপনিবেশ-স্থাপন ;—বল্লভীপুর ;—শিলাদিত্য ;—ম্লেচ্ছগণকর্ত্তৃক বল্লভীপুর আক্রমণ ;—বল্লভীর উৎসাদন।

আর্য্যবীর রাজপুতজাতির বংশাবলি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুশীলন করিয়া এক্ষণে আমরা বিশাল রাজস্থানপ্রদেশের ইতিবৃত্ত-বর্ণনে মনোনিবেশ করিলাম।

সুবিস্তৃত রাজবারা সর্ব্বসমেত অষ্টরাজ্যে বিভক্ত। মহাত্মা টড্ সাহেব যেরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া সেই অষ্টরাজ্যের ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে তাহারই অনুসরণ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১ম। মিবার বা উদয়পুর।
২য়। মারবার বা যোধপুর।
৩য়। বিকানীর ও কিষণগড়।
৪র্থ। কোটা } বা হারাবতী
৫ম। বুন্দী }
৬ষ্ঠ। অম্বর বা জয়পুর।
৭ম। যশল্মীর।
৮ম। ভারতবর্ষীয় মরুভূমি।

এই অষ্টধাবিভক্ত সুবিশাল রাজস্থানের মধ্যে মিবার ও যশল্মীর-রাজ্যেরই বিশেষ প্রাচীনত্ব ও গৌরবের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। যে দিন ভারতভূমি স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আজ প্রায় আট শতাব্দী অতীত হইতে চলিল। এই দীর্ঘকালব্যাপিনী পরাধীনতার মধ্যে ভারতরাজ্যে কত রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে; কত বিদেশীয় ও বিজাতীয় নৃপতি ভীমদর্পে ভারতসন্তানগণের অদৃষ্টচক্র নিয়মন করিয়াছেন—এবং ভারতের হৃদয়শোণিত শোষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কঠোর শাসন-দণ্ডের প্রহারে ভারতের কত রাজ্য একবারে চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া পরমাণুতে বিলীন হইয়া গিয়াছে;—আজ অনেক রাজ্যের সামান্য চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। এই

সুদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদের ন্যায় মিবাররাজ্যও কত দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর প্রচণ্ড পদাঘাতে কতবার বিদলিত হইয়াছে; কত হিন্দুবিদ্বেষী আক্রমণকারী এই মিবার রাজ্যে আপতিত হইয়া মিবারের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছে, মিবারের নগর গ্রাম ছারখার করিয়া দিয়াছে। কিন্তু মিবাররাজ্যের পূর্ব্ব আয়তনের কিছু বিশেষ হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। একদা মিবার যে বিপুল গৌরবের বলে সমগ্র রাজস্থানেব শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ কালমাহাত্ম্যে সেই উচ্চ আসন হইতে নিম্নতম প্রদেশে পতিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তৎকালে ইহার যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি ছিল, অদ্যাপি তাহা প্রায় সমভাবে রহিয়াছে। এমন কি মিবারের উক্ত গৌরবান্বিত কালের অনেক পূর্ব্বেই—যে দিন পরাক্রমশালী মহম্মদ গজনান সিন্ধুনদের "নীলজল" * উত্তীর্ণ হইয়া অভিযানোদ্দেশে ভারতক্ষেত্রে আপতিত হইয়াছিলেন, তখন মিবাররাজ্য যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আজি এই আটশত বর্ষ পরে,—মিবারের বর্ত্তমান শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থায় ইহার প্রায় সেইরূপ বিস্তৃতিই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

যে সকল পুরাতন গ্রন্থে মিবাররাজ্যের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত স্বল্প অথবা অধিক পরিমাণে প্রকটিত আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে "জয়বিলাস" "রাজরত্নাকর" ও "রাজবিলাসই" বিশেষ প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য। তদ্ভিন্ন "খোমানরাস" "মামদেব প্রশিষ্ট" ও নানাপ্রকার জৈন ও ভট্টগ্রন্থে মিবারসম্বন্ধে কিছু কিছু বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে অনেক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু যথোচিত সতর্কতার সহিত অনুশীলন করিলে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক হইতে এক অভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার করা যাইতে পারে। সেই সকল সত্যের সাহায্যেই আমরা মিবারের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম †।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজস্থানের ভট্টকবিগণ মহারাজ কণকসেনকেই মিবারের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কণকসেন ভারতবর্ষের কোন একটী উত্তরপ্রদেশে (সম্ভবতঃ লোহকোট) বাস করিতেন এবং কালক্রমে তৎপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া সম্বৎ ২০০ (খৃঃ ১৪৪) অব্দে সৌরাষ্ট্ররাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। ভট্টদিগের উক্ত মত জয়পুরাধিপ মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর

---

* টড্‌সাহেব বলেন, জলের নীলবর্ণনিবন্ধন মিশরের বৃহৎ নদ "নীলনদ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সিন্ধুশব্দের সহিত তাতারীয় ও চৈন তদনুরূপ দুই একটী শব্দের উচ্চারণগত সাদৃশ্য দেখাইয়া তিনি আরও বলেন যে, তাতারদিগের সিন এবং চৈন্ ছিল, এই উভয় শব্দই নদীর অর্থবোধক এবং সেই জন্যই সিন্ধুনদের উত্তরস্থ অধিবাসিগণ ইহাকে আবাসিন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নদ নাম প্রদান করিয়াছিল। তবে এই জন্যই কি আরবীয়গণ আফ্রিকার নীলনদতীরবর্ত্তী সেই বিশাল দেশটীকে আবিসিনিয়া নামে অভিহিত করিয়াছে?

† মহাত্মা টড্‌সাহেব মিবারের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিবার জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল। এই উপকরণনিচয় হস্তগত করণাভিপ্রায়ে তিনি যে কত কষ্ট, কত পরিশ্রম ও কত যত্ন স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা এতদ্বিবরণ পাঠ করিলেই সম্যক্ উপলব্ধ হইবে।

জয়সিংহ স্বপ্রণীত ইতিহাসগ্রন্থে উক্ত মতের পোষকতা করিয়া সূর্য্যবংশের সহিত রাণাকুলের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

মহারাজ কণকসেন সুদূর লোহকোট রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া যে, দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব; কেননা কোন ভট্টগ্রন্থেই তৎসম্বন্ধে কোনরূপ বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না। কথিত আছে যে, যখন তিনি সৌরাষ্ট্রে উপনীত হয়েন, তখন তৎপ্রদেশ প্রমারবংশীয় কোন নরপতির শাসনাধীনে অবস্থিত ছিল। কণকসেন বিপুল বলসহকারে সেই প্রামার নৃপতিকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং অচিরকালমধ্যে আপনার রাজ্য দৃঢ়ীকরণে অভিনিবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর ১৪৪ খৃঃ অব্দে তৎকর্ত্তৃক বীরনগর নামে একটী নূতন নগর স্থাপিত হইল।

কণকসেনের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে বিজয়সেন নামে জনৈক নরপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কথিত আছে উক্ত বিজয়সেন কর্ত্তৃকই বিজয়পুরনগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে প্রাচীন বিজয়পুর অবস্থিত ছিল; কালক্রমে তন্নগর বিধ্বস্ত হইলে, তাহার ধ্বংসরাশির উপর আধুনিক ধোল্কা নগরী সংস্থাপিত হইয়াছে। ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ বিজয়সেন বল্লভীপুর ও বিদর্ভ নামে আর দুইটী নগরী প্রতিষ্ঠাপন করিয়াছিলেন। উক্ত নগর সকলের মধ্যে বল্লভীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বল্লভীপুর যে, কোন্ স্থলে প্রতিষ্ঠিত,

---

উদয়পুরের রাজসভায় গমন করিবার অনেক বৎসর পূর্ব্বে ভট্টদিগের নিকট মহাত্মা টড্‌সাহেব মিবারের রাজাদিগের বংশপত্রিকার কয়েকখানি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও কতিপয় বংশতালিকা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। রাণার সম্মতিক্রমে তদীয় পুস্তকাগারের পুরাতন পাণ্ডুলেখ্যগুলি পাঠ এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের অনুলিপি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম। খোমানরাস। এই গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ ও প্রয়োজনীয়। শ্রীরামচন্দ্র হইতে ইহার প্রণয়নকালপর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের ধারাবাহিক বিবরণ ইহাতে প্রকটিত আছে।

২য়। রাজবিলাস, মানকুবেশবর কর্ত্তৃক আদ্যোপান্ত ব্রজভাষায় বিরচিত।

৩য়। রাজরত্নাকর,—সদাশিবভট্ট রচিত। উক্ত দুইখানি কাব্যই রাণা রাজসিংহের রাজত্বকালে বিরচিত।

৪র্থ। জয়বিলাস;—রাজসিংহের তনয় রাণা জয়সিংহের রাজত্বকালে সঙ্কলিত হইয়াছিল। মিবারের নৃপতিকুলের বীরাচরণ ও সামরিক কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের ঘটনানিচয় লইয়া এই সকল গ্রন্থের অবতরণিকা হইয়াছে।

৫ম। মমদেব প্রশস্তি। কমলমীরস্থ দেবমাতার মন্দিরে যে সকল শিলালিপি রক্ষিত আছে, ইহা তৎসমুদায়েরই একখানি হস্তাক্ষরিত অনুলিপিগ্রন্থ।

৬ষ্ঠ। শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য (জৈনগ্রন্থ)।

উক্ত সমস্ত গ্রন্থই হস্তাক্ষরিত। তৎসমুদায় ব্যতিরেকে নানা অপ্রসিদ্ধ ভট্টগ্রন্থ, বংশপত্রিকা, শিলালিপি, তাম্রশাসন ও জৈনগ্রন্থ এবং আইন আকবরী, ফেরিস্তা, খাফিনামা(?), জাহাঙ্গিরনামা প্রভৃতি নানা প্রকার পারসি এবং অনেক আরবি গ্রন্থ হইতে মিবারের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তনিচয় সঙ্কলিত হইয়াছিল।

তাহা যথার্থরূপে নিরূপণ করা দুষ্কর। তথাপি অনুসন্ধিৎসু পুরাতত্ত্বজ্ঞ ও পরিব্রাজকদিগের সূক্ষ্ম ও অত্যবহিত অনুসন্ধানবলে এই প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ভাওনগরের পাঁচক্রোশ উত্তরপশ্চিমে বলভী নামে যে একটী নগরী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই প্রাচীন বল্লভীপুরীর ধ্বংসাবশেষমাত্র। "শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য" নামক একখানি জৈনধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত রাজ্যের সত্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উক্ত বল্লভীপুর হইতেই মিবারের রাজবংশ উদ্ভূত হইয়াছে। এ বাক্য সত্য কি না, তাহার স্থিরীকরণসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে নানা প্রকার ব্যক্তির নানারূপ মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু কিছুকাল অতীত হইল, রাণার রাজ্যের পূর্ব্বস্থিত একটী ভগ্ন দেবালয়ের ধ্বংসরাশীর মধ্য হইতে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত লিপিতে মিবার-রাজকুলের পূর্ব্ব বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকটিত আছে। যথাসম্ভব ঘঠনাবলি বর্ণন করিয়া লিপিকর্ত্তা স্বপ্রকটিত বৃত্তান্তের সত্যতা সপ্রমাণ করিবার জন্য উক্ত খোদিত লিপির একস্থলে লিখিয়াছেন; "এতৎ ঘটনা সত্য কি না, তাহার জলন্ত সাক্ষী বল্লভীর প্রাচীরসমূহ।" তদ্ব্যতীত রাণা রাজসিংহের শাসনসংক্রান্ত ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া যে একখানি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহার অবতরণিকাতেই লিখিত আছে "পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র নামে একটী প্রসিদ্ধ দেশ আছে। ম্লেচ্ছগণ তাহা আক্রমণ করিয়া বালকনাথকে জয় করিয়াছিল। বল্লভীপুরের সেই উৎসাদনকালে একমাত্র প্রমাররাজের দুহিতা ভিন্ন আর সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিল।" আর একখানি কুলাখ্যান-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইলে তত্রত্য নাগরিকগণ মরুদেশে (মারবারে) পলায়ন করিয়া বাল্লী, সন্দেরী ও নাদোলনামে নগরত্রয় স্থাপন করিল।" এই তিনটী নগর অদ্যাবধি একভাবে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে—যে দিন ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সেই দিন তথায় যে জৈনধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত ছিল, আজ্ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে সেই প্রাচীন জৈনধর্ম্মকে ঠিক সমভাবে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

উক্ত নগরত্রয় ভিন্ন অনেকগুলি পাণ্ডুলিপিতে আর একটী নগরের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার নাম গায়নি *। কথিত আছে যে, বল্লভীপুরাধীশ মহারাজ শিলাদিত্যের পরিবারবর্গ সৌরাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া উক্ত গায়নিনগরে শেষবার

---

* গায়নি বা গাজনি। ইহা আধুনিক কাম্বের প্রাচীন নাম। বর্ত্তমান নগরের তিন মাইল দক্ষিণে ইহার ভগ্নাবশেষরাশি অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভট্টগ্রন্থে এইরূপ অন্যান্য প্রাচীন ও লুপ্তনগর সমূহের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল নগরের বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বালকরায়গণ ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রদেশে একদা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বর্ত্তমান দেবগড় পুরাকালে তিলতিলপুরপত্তন নামে অভিহিত হইত। উক্ত তিলতিলপুর পত্তনে মিবারপতির পূর্ব্বপুরুষগণ রাজত্ব করিতেন। কিন্তু মহাত্মা টড্ সাহেব বহু পরিশ্রম ও পরিভ্রমণের পর উক্ত নগরের প্রকৃত স্থিতিভূমি নিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এক্ষণে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, তিলতিলপুর পত্তন সৌরাষ্ট্রেরই মধ্যে স্থিত।

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ভট্টদিগের আর একখানি কাব্যগ্রন্থের সূচনাতেই লিখিত আছে "ম্লেচ্ছগণ মহারাজ শিলাদিত্যের গাজনি-নগর জয় করিয়া ফেলিল। সে নগর রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার সহকারী প্রধান প্রধান বীরগণ সমরক্ষেত্রে পতিত হইলেন। তাঁহার বংশ নির্ম্মূল হইল; সে বংশের কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট রহিল।"

কোন্ ম্লেচ্ছজাতি কর্ত্তৃক যে, বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর। অবশ্য তাহারা পৌরাণিক শাকদ্বীপ হইতে উপনিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাহারা যে, কোন্ জাতি, তাহা কোন ইতিহাসবেত্তাই স্থিরনিশ্চয় করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ইতিহাস সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধুনদতটবর্ত্তী শ্যামনগরে কতকগুলি পারদ বাস করিত; বোধ হয় তাহারাই বল্লভীপুর আক্রমণ করিয়াছিল। কথিত আছে প্রাচীন যাদবগণ উক্ত শ্যামনগরে অনেক দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এরিয়ান তাহাকে মীনগড় * এবং আরবীয় ভূগোলবিদ্গণ মনকর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সিন্ধুনদের পূতসলিলবিধৌত যে বিশালপ্রদেশে উক্ত পারদগণ বাস করিত, তাহা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত নানাজাতীয় অভিযানকারিগণের প্রধান দ্বারস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে। সেই মুক্তদ্বারপথে প্রবেশ পূর্ব্বক পবিত্র ভারতভূমে আপতিত হইয়া তাহারা ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। জিত, হূন, কামারি, কাত্তি, মাকবাহন, বল্ল ও অশ্বারিয়া প্রভৃতি যে সকল প্রচণ্ডবিক্রান্ত আক্রমকগণ একদা সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা ভারতের সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। যে সময়ে তাহারা উক্তরূপ অভিযানে বহির্গত হয়, সে সময়কে তাহাদের জীবনীর স্বর্ণযুগ বলিলেও বলা যাইতে পারে। সেই সময়ে তাহারা মধ্য আশিয়ার উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া যুগপৎ য়ুরোপ ও ভারতক্ষেত্রে আপতিত হইতেছিল। তখন সমগ্র মহীমণ্ডল তাহাদের বীরদর্পে বিকম্পিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মহাত্মা কস্মাস জষ্টিনিয়ান এবং চৈন † লিমবংশীয় প্রথম নৃপতির রাজত্বকালে ভারতবর্ষে বিরাজিত ছিলেন। তিনি বল্লভীরাজ্যের অন্তর্গত

---

* মীনগড় সম্বন্ধে প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশেষ অনুসন্ধিৎসার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। মহাত্মা দি এনভিল হইতে স্যার হেনরি পটিঞ্জর পর্য্যন্ত সকলেই ইহার প্রকৃত স্থিতিভূমি নিরূপণ করিবার জন্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন; কেহ কেহ তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। খলিফা আলমনসুরের সেনাপতি ওমার সিন্ধুদেশ জয় করিয়া মীনগড়কে মনসুর নাম দান করিলেন। তদবধি ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত মনসুর নামে অভিহিত হইয়া আসিল। দি এনভিল মীনগড়কে ২৬০ লঘিমার সন্নিকট এবং উলুগবেগ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তরে ২৬০৪০´ স্থাপন করিয়াছেন। যাহা হউক মহাত্মা টড্ সাহেব অনেক অনুসন্ধানের পর এবং এরিয়ান, টোলিমী, আলবিরুনি, এদ্রিশি, দি এনভিল ও দিনারোসেট প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সামঞ্জস্য করিয়া অবশেষে স্থির করিয়াছেন যে, সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান শিবানের পার্শ্বেই (২৬০১১´) মীনগড় অবস্থিত।

† অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত ও চীনের নৃপতিদিগের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সমালাপনের বিবরণ প্রায় সকল ইতিহাসেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ চীনের সাম, লীম ও তামবংশীয় রাজাগণের রাজত্বকালে সমগ্র ভারতবর্ষের নৃপকুল তাঁহাদিগের নিকট দৌত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কল্যানগর দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। মহানুভব কস্মাস আত্মভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, ঠিক বল্লভীপুরের ধ্বংসকালে কতকগুলি ধবল হূন সিন্ধুনদতীরে আপনাদের উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতেছিল। তৎকালে তাহাদের গোলশ নামে একজন অধিপতি ছিলেন।

এদিকে এরিয়ানের নিকট অনুরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাত্মা এরিয়ান বারুগাজা (বরোজ) নগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সিন্ধু ও নর্ম্মদার সৈকত ভূমির মধ্যস্থিত বিশাল ভূভাগে তৎকালে পারদদিগের একটী বিস্তৃত রাজ্য স্থাপিত ছিল। মীনগড় তাহাদের রাজধানী। এক্ষণে এই পারদগণ কস্মাস কর্ত্তৃক হূন নামে অভিহিত হইয়াছে; অথবা প্রকৃত হূন জাতিই পারদদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিল, তাহা নিরাকরণ করা অসাধ্য। কিন্তু ধরিতে গেলে উক্ত দুই জাতির কোন একটী যে, বল্লভীপুরের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল; তাহা আমাদিগকে অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

সূর্য্যবংশীয় নৃপতি মহারাজ কণকসেনের অধস্তন অষ্টম পুরুষে শিলাদিত্য নামে একজন নরপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই শাসনকালে তদীয় রাজধানী বল্লভীপুর ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মহারাজ শিলাদিত্য সম্বন্ধে একটী বিচিত্র গল্প শ্রুত হইয়া থাকে। সেই গল্পে তাঁহার জন্ম ও শৈশবসম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকটিত আছে, প্রয়োজনবোধে তাহা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম। কথিত আছে;—"গুর্জ্জর রাজ্যে কৈয়র নামে একটী নগর আছে; সেই নগরে দেবাদিত্য নামে এক বেদবিশারদ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একটী মাত্র দুহিতা ছিল; সেই দুহিতার নাম সুভগা। দেবাদিত্য আপন কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন; কিন্তু হতভাগিনী সেই বিবাহ রাত্রিতেই পতিহীনা হইলেন! সুভগার গুরু তাঁহাকে সূর্য্যের বীজমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। একদা তিনি অসাবধানতা বশতঃ অন্যমনে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করাতে ভগবান্ দিবাকর তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; এবং তখনই পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। স্বল্পদিনের মধ্যেই সুভগার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন দেবাদিত্য মনে মনে সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু যখন যোগবলে তাহার মূল কারণ জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত খেদ ও মনোবিকার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু সুভগাকে তিনি আর স্বগৃহে না রাখিয়া একটী দাসীর সহিত বল্লভীপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তন্নগরে উপস্থিত হইয়া সুভগা যমজ পুত্রকন্যা প্রসব করিলেন। বয়স্থ হইলে সুভগার পুত্র বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। তাহার সহচরগণ তদীয় গূঢ় জন্মবিবরণ অবগত হইয়া তাহাকে "গয়বী" (গুপ্ত) নামে আহ্বান পূর্ব্বক তৎপ্রতি নানাপ্রকারে অত্যাচার করিত। সে সকল অত্যাচারে তাহার হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইত। শয়নে স্বপনে অথবা ভোজনে কিছুতেই সে শান্তি লাভ করিতে পারিত না। তাহার মনে সদা সর্ব্বদা নানা চিন্তা ও নানা বিতর্কের উদয় হইত। তাহার সহপাঠিগণ তাহাকে তদীয় পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিত; কিন্তু সে অধোমুখে নিরুত্তর

হইয়া থাকিত। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? যে পিতা তাহাকে জগতে আনয়ন করিলেন, সে পিতা কে, তাহা সে জানিতে পারিল না; একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইল না;—কখনও পিতা বলিয়া ডাকিতে পাইল না; এ যন্ত্রণা সুভগার শিশুতনয়ের সুকুমার হৃদয়ে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। সেই অল্প বয়সেই তাহার সুকোমল হৃদয় নানাপ্রকার চিন্তার বিষদংশনে জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। "গয়বীর" সহাধ্যায়িগণ তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নানা শ্লেষ ও উপহাসপূর্ণ বাক্যে তাহাকে অনুদিন ব্যথিত করিত। মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া সে রোদন করিতে করিতে বাটীতে ফিরিয়া যাইত এবং আপনার জননীর নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিত; কিন্তু সুভগা কোন প্রত্যুত্তর দিতেন না। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। ক্রমে তাহার জ্ঞানের উদ্রেক হইতে লাগিল। জ্ঞানোদয়ের সহিত তাহার হৃদয় অতীব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল।

একদা গয়বী সহাধ্যায়িগণের দুরাচরণে দারুণ নিপীড়িত হইয়া ক্রুদ্ধসিংহশিশুর ন্যায় আপনার জননীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কর্কশস্বরে কহিল, "তুমি যদি আমার পিতার বিষয় আমাকে না বল, তাহা হইলে এখনই তোমার প্রাণসংহার করিব।" গয়বীর ভীতিব্যঞ্জক বাক্যের অবসান হইতে না হইতে সূর্য্যদেব তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাহাকে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক একখানি শিলাখণ্ড তাহার হস্তে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "এই শিলাখণ্ড লইয়া তুমি যাহাকে স্পর্শ করিবে, সেই তৎক্ষণাৎ নিপাতিত হইবে।" গয়বী সেই শিলাখণ্ডদ্বারা তাহার দুরন্ত সহাধ্যায়ীদিগকে পরাস্ত করিল। অচিরে এতৎসমাচার বল্লভীপতির কর্ণগোচর হইল; তিনি গয়বীকে আপনার সম্মুখে লইয়া যাইয়া নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর গয়বী তপনদত্ত সেই শিলাখণ্ডের স্পর্শে নৃপতিকে নিপাতিত করিয়া তৎসিংহাসন অধিকার করিল। তখন গয়বী "শিলাদিত্য" নামে অভিহিত হইলেন *।

বল্লভীপুরাধিপ মহারাজ শিলাদিত্যের সম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার অদ্ভুত ও মনোহর গল্প শ্রুত হইয়া থাকে। কথিত আছে, বল্লভীপুরে তৎকালে "সূর্য্যকুণ্ড" নামে একটী পবিত্র কুণ্ড ছিল। যুদ্ধব্যাপার সংঘটিত হইলেই মহারাজ শিলাদিত্য সেই পূতকুণ্ড সমীপে গমন করিয়া ভগবান্ দিবাকরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন; অমনি তন্মধ্য হইতে সূর্য্যের রথবাহী সপ্তাশ্ব নামক একটী সপ্তানন প্রকাণ্ড তুরঙ্গ উত্থিত হইত। সেই

---

* ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর একজন শিলাদিত্যের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি বৈশ্য এবং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে কণোজের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চৈন পরিব্রাজক হিয়নসঙ্গ উক্ত মহারাজ শিলাদিত্যেরই শাসনকালে তদীয় রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন।

Vide Travels of Houen sheong.
P. 215.

প্রচণ্ড অশ্বকে স্বরথে যোজিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলে শিলাদিত্য শত্রুকুলের উপর নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তদীয় কোন পাপমতি মন্ত্রির বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি সেই ভীষণ ম্লেচ্ছবিগ্রহকালে সেই পবিত্র দৈবানুকূল্য হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার জনৈক পাপাশয় সচিব সেই গূঢ় ব্যাপার অবগত ছিল। সে শত্রুদিগকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া গোরক্তদ্বারা সেই সূর্য্যকুণ্ড দূষিত করিতে পরামর্শ দান করিল। তদনুসারে সেই পবিত্র সূর্য্যকুণ্ড উক্ত প্রকারে অপবিত্রীকৃত হইলে, মহারাজ শিলাদিত্যের সৌভাগ্যের পথে কণ্টক রোপিত হইল;—তাঁহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। দুর্দ্ধর্ষ ম্লেচ্ছগণ প্রচণ্ড বিক্রমসহকারে তাঁহার নগর আক্রমণ করিয়া গগনভেদীস্বরে অনর্গল সিংহনাদ করিতে লাগিল। তিনি তখন দ্রুতপদে সেই কুণ্ডের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কাতরস্বরে বারবার আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। অতিকরুণ অনুনয়বিনয়সহকারে বারম্বার আহ্বান করিলেও সেই সপ্তানন দেবতুরঙ্গ আর দেখা দিল না! নৈরাশ্য—ঘোরতর নৈরাশ্যের বিষম অঙ্কুশতাড়নে তাঁহার হৃদয় নিদারুণ নিপীড়িত হইল; তিনি চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলেন। তথাপি চরমসাহসে নির্ভর করিয়া শিলাদিত্য আপনার সেনাদল সমভিব্যাহারে ভীমবিক্রান্ত শত্রুকুলের সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু তাহাদের প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সদলে সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। সেইদিন তাঁহার সেই শোচনীয় অধঃপতনের সহিত বল্লভীপুর হইতে তাঁহার বংশতরু সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িল *!

---

* শক ও পারসিকদিগের মধ্যেও এরূপ সূর্য্যকুণ্ডের বিবরণ প্রায়ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই সমালোচ্য সূর্য্যকুণ্ডের বৃত্তান্ত যে নিবিড় কল্পনাজালে আবৃত রহিয়াছে; তাহা বিযুক্ত করিলে প্রকৃত বিষয় আবিষ্কৃত হইবে। তখন সহজেই বুঝা যাইবে যে, শত্রুকুল কোন প্রকার বিষময় সামগ্রীদ্বারা মহারাজ শিলাদিত্যের দুর্গস্থ পরিখাজল দূষিত করিয়া দিয়াছিল। বিষময় বারিপানে সৈন্যনাশ হইতে দেখিয়া অবশেষে তিনি দুর্গদ্বার উন্মোচন করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। এরূপ কূটোপায় অবলম্বন করিয়া অনেকে অনেক রাজ্য জয় করিয়াছেন। আল্লা-উদ্দীনও এইরূপ কদর্য্য কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক গাগরৌণের খিচীরাজ আচলসিংহের দুর্জ্জয় দুর্গ অনায়াসে জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন্ অভিযানকারীগণ কর্ত্তৃক বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণেল টড্ ত তাহাদিগকে পারদ অথবা হূন বলিয়া অনুমান করিলেন; কিন্তু ওয়েদেন তাহাদিগকে ইন্দুবক্ত্রিয় এবং এল্ফিন্‌ষ্টোন পারসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে কোন্‌টী যে, বিশুদ্ধ ও গ্রহণীয় তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। ইহাঁদের প্রত্যেকের প্রদর্শিত মতবাদের সমালোচন করিলে মহানুভব এল্ফিন্‌ষ্টোনকে সকলের উপরিভাগে আসন দান করা যাইতে পারে। আত্মপ্রকটিত মতের সমর্থনজন্য তিনি যে সকল প্রমাণ দেখাইয়াছেন, তৎসমুদায় অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এস্থলে আমরা তৎপ্রকটিত প্রমাণের মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম। মহাত্মা এল্ফিন্‌ষ্টোন্ বলেন;—"যে ম্লেচ্ছজাতি বল্লভীপুর ধ্বংস করিয়াছিল, তাহারা কর্ণেল টড্ কর্ত্তৃক পারদ এবং ওয়েদেন কর্ত্তৃক ইন্দুবক্ত্রিয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; কিন্তু বিশেষ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে তাহাদিগকে পারদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; এস্থলে তাঁহাদিগকে পারসিক সাসানীয়ন বলিলে বোধ হয় অসম্ভবপর হইবে না। নশির্ব্বাণ খৃঃ অব্দ ৫৩১ হইতে ৫৭৯ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্যার জন ম্যালকম্ অনেক পারসিক গ্রন্থকারের মতোদ্ধার করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, উক্ত পারসিক বীর (নশির্ব্বাণ) উত্তরে সুদূর ফরগণা এবং পূর্ব্বে ভারতবক্ষ পর্য্যন্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গোহের জন্মবিবরণ ;—তৎকর্ত্তৃক ইদররাজ্য-প্রাপ্তি ;—"গিহ্লোট" শব্দের উৎপত্তি;—বাপ্পার জন্ম ;—গিহ্লোটদিগের পুরাতন পূজাবিধি ;—বাপ্পার বিবরণ ;—অগুণাপানোর ;—বাপ্পার শৈবমন্ত্রগ্রহণ ;—তৎকর্ত্তৃক চিতোরপ্রাপ্তি ;—তাঁহার আশ্চর্য্যকর চরমবিবরণ ;—দ্বিতীয় ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী মিবারেতিবৃত্তের চারিটী প্রধানকালের নিরূপণ।

দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছের ভীমবিক্রমানলে মহারাজ শিলাদিত্য পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন ; তাঁহার বল্লভীপুরও বিধ্বস্ত হইয়া শোচনীয় শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল ! তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও সৈন্যসামন্ত সকলেই তাঁহার সহিত শস্ত্রশয্যায় শয়ন করিয়া অনন্তনিদ্রায় লীন হইলেন।

মহারাজ শিলাদিত্যের বহুপত্নীর মধ্যে কেবল রাণী পুষ্পবতী ভিন্ন আর আর সকলেই তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য সহমৃতা হইলেন। বিন্ধ্যগিরির পাদতলে চন্দ্রাবতী নামে একটী প্রসিদ্ধ নগরী আছে। উক্ত নগরী তৎকালে প্রমারবংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। রাণী পুষ্পবতী সেই পবিত্র প্রমারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অনর্থকর কালসমর সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হয়। পুত্রকামনা করিয়া তিনি তৎপূর্ব্বে অনেক দেবদেবীর—বিশেষতঃ আপনার পিতৃরাজ্যস্থ জগন্মাতা ভবানীর অনেক পূজা করিয়াছিলেন ; এক্ষণে সেই কামনাসিদ্ধির সমূহ লক্ষণ দেখিয়া তিনি যোড়শোপচারে ভবানীর পূজা দিবার জন্য পিতৃভবনে গমন করিয়াছিলেন। পূজাবিধি সমাপন করিয়া পতিগেহে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে সমস্ত সর্ব্বনাশ ঘটনাই তিনি শুনিতে পাইলেন। পুষ্পবতীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল ;—তাঁহার ভাবী আশা ভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল ;—নিদারুণ শোকবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি সেই স্থলেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পুষ্পবতী হতভাগিনী। তিনি যে এতদিন আশা করিয়াছিলেন আপনি রাজমাতা হইবেন ; সে আশা সফল হইয়াও

আপনার বিজয়ী সেনাদল পরিচালিত করিয়াছিলেন। অনেক চৈনগ্রন্থে নশির্ব্বাণের প্রথমাক্রমণের বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। ওদিকে স্যার হেনরি পটিঞ্জর অতি সূক্ষ্ম ও সম্ভবনীয় মত প্রদর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, নশির্ব্বাণ মিকারণোপকূল হইয়া সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতএব বল্লভী যখন সিন্ধুদেশের অতি নিকটে অবস্থিত ; তখন তিনি যে, তন্নগরে আপতিত হইয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারি।"

Elphinstone's History of India.
P. P. 210. 211.

হইল না; ইহা কি সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয়! সমভিব্যাহারিণী সহচরীগণের শুশ্রূষায় তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইলে তিনি আপনার অদৃষ্টকে শতধিক্কার প্রদান করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশা ফলবতী না হউক, তাহাতে তিনি তত দুঃখিত হইলেন না; কিন্তু যাঁহাকে লইয়া তিনি জীবিত ছিলেন, যিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন;—নিষ্ঠুর কাল তাঁহার সেই জীবনের জীবন স্বামীরত্ন অপহরণ করিল; এযন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়ে কিছুতেই সহ্য হইল না। যদি অন্তর্ব্বত্নী না হইতেন, তাহা হইলে তিনি তন্মুহূর্ত্তেই চিতানলে তনুত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতেন; কিন্তু কি করিবেন?—নিরুপায়। অগত্যা প্রসবকাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিবার জন্য তিনি মালিয়া নামক শৈলমালার একটী গহ্বরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় যথাকালে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান প্রসূত হইল।

✓ সেই মালিয়া-গিরিশ্রেণীর অতি নিকটেই বীরনগর নামে একটী সামান্য পল্লী ছিল; তথায় কমলাবতী নামে একজন ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। পুষ্পবতী সেই ব্রাহ্মণকুমারীর করে আপনার শিশুপুত্রকে সমর্পণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিবার জন্য প্রজ্বলিত চিতানলে অম্লানবদনে তনুত্যাগ করিলেন। অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে তিনি কমলাবতীর চরণে ধরিয়া অনুনয়বিনয় করিয়া বলিলেন "দেবি! আমার হৃদয়ের ধন প্রাণকুমারকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম। এখন আপনিই ইহার মাতা। দেখিবেন, ইহাকে আপনার পুত্র বলিয়া লালনপালন করিতে ভুলিবেন না। আর এক নিবেদন, ইহাকে ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়া যথাকালে এক রাজপুতকন্যার সহিত বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিবেন।"

✓ প্রাণপতির অনুগমন করিবার কালে পতিপ্রাণা পুষ্পবতী যে অনুনয়বিনয় করিলেন, ব্রাহ্মণকুমারী কমলাবতী তাহা ভুলিতে পারিলেন না। সে অনুনয়বিনয় তাঁহার কর্ণে যেন পবিত্র দেবাদেশের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি তাহার পরিপালনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। এককালে তিনি স্বয়ং কঠোর গর্ভবেদনা ভোগ করিয়াছেন; সুতরাং পুত্রধন যে কি প্রিয়তম বস্তু, তাহা তিনি বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। এক্ষণে সেই পুত্রনির্ব্বিশেষে মাতৃপিতৃহীন শিশুরাজকুমারকে পালন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারের গুহায় জন্ম হওয়াতে তিনি তাহাকে 'গোহ' নামে অভিহিত করিলেন। তিনি গোহকে আত্মপুত্রের ন্যায় সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু তাহা হইতে কথনও এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ পান নাই। কেননা গোহ অতিশয় দুরন্ত ও অসাধ্য হইয়া উঠিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার দৌরাত্ম্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে কমলাবতীর নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া সমবয়স্ক রাজপুতকুমারদিগের সহিত অনুদিন খেলা করিয়া বেড়াইত,—বিদ্যাশিক্ষায় আদৌ মনোনিবেশ করিত না। কখন বিহঙ্গকুলের শাবক অপহরণ করিয়া নির্দ্দয়ভাবে তাহাদিগকে বধ করিত, কখনও বা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মৃগয়াব্যাপারে ব্যাপৃত হইত। এইরূপে দুই এক বর্ষ করিয়া ক্রমে সে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তখন তাহার দৌরাত্ম্য একবারে

পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল;—তাহার প্রতিপালক ব্রাহ্মণগণ কিছুতেই তাহাকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। এস্থলে ভট্টকবিগণ বলিয়াছেন "কেমন করিয়াই বা সমর্থ হইবেন? দিবাকরের প্রচণ্ড তেজ কে আবরণ করিতে পারে?"

✓ মিবারের দক্ষিণপার্শ্বস্থ ঘনশৈলমালার অভ্যন্তরে ইদর নামে একটী ভিলজনপদ আছে। মাণ্ডলিকনামা জনৈক ভিলরাজা তৎকালে ইহার সিংহাসনে সমারূঢ় ছিল। গোহ সেই ইদরস্থ ভিলদিগের সহিত অহোরাত্র বনে বনে বিচরণ করিতেন। তাহাদের উদ্ধত প্রকৃতির সহিত তদীয় প্রকৃতি বিশেষ মিলিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য তিনি শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের সহিত দিবারাত্রি থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাহারাও তৎপ্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। ক্রমে সেই "বনপুত্র"দিগের অনুরাগ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা একদা শৈলকাননকুন্তলা সমগ্র ইদরভূমি গোহের করে অর্পণ করিল। আবুলফজল ও ভট্টগণ এতদ্বিবরণ নিম্নোক্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, রাজপুতবালক গোহের সহিত একদা ভিলকুমারগণ সানন্দে খেলা করিতেছে; এমন সময়ে তাহারা আপনাদিগের মধ্যে একজনকে রাজা করিতে মনস্থ করিল। উপস্থিত সকলেই একমত হইয়া গোহকেই মনোনীত করিল। তদনুসারে একজন ভিলবালক তৎক্ষণাৎ আপন করাঙ্গুলি ছেদন পূর্ব্বক তাহার শোণিত লইয়া নবনৃপতির ললাটে রাজতিলক অঙ্কিত করিয়া দিল। সেই দিন—সেই গভীর কাননিলয়ের অভ্যন্তরে কৌতুকচ্ছলে সুকুমারমতি ভিলগণ গোহের ললাটে যে রাজতিলক প্রদান করিল, তাহা আর কেহ মোচন করিতে পারিল না। বৃদ্ধ ভিলরাজ মাণ্ডলিক তদ্বিবরণ অবগত হইয়া সানন্দে গোহকে রাজাসনে স্থাপিত করিয়া অন্তিমজীবনে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন; কিন্তু ইহার উপসংহার অতিশয় কদর্য্য ও ঘৃণাজনক। তাহাতে গোহের চরিত্রে কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতার গভীর কলঙ্ককালিমা লেপিত হইয়াছে। কথিত আছে; যে ভিলরাজ আপন পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ ও সাহ্লাদে তাঁহাকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিলেন, গোহ তাঁহারই প্রাণ-সংহার করিলেন! কোন্ অভিসন্ধিসাধন করিবার নিমিত্ত রাজপুতকুমার গোহ এরূপ নৃশংসোচিত কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা নিরাকরণ করা দুষ্কর। আবুলফজল ও ভট্টগণও এতৎসম্বন্ধে কোন কারণই নির্দ্দেশ করেন নাই। গোহের নাম তদীয় বংশধরদিগের প্রধান গোত্রাখ্যানস্বরূপ ব্যবহৃত হইল। তাঁহারা সেইদিন হইতে 'গোহিলেট' বা 'গিহ্লোট' নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

এই সমস্ত প্রাচীন নৃপতিগণের প্রকৃত জীবনীসম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়। যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে এইমাত্র প্রতীত হইয়া থাকে যে, গোহের অধস্তন অষ্টমপুরুষ পর্য্যন্ত সেই গিরিকাননপূর্ণ ইদরপ্রদেশের রাজসিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। সেই আটপুরুষ ধরিয়া স্বাধীনতাপ্রিয় ভিলগণ রাজপুতচরণে আপনাদিগের স্বাধীনতারত্ন বিক্রয় করিয়া সুখে দুঃখে বিজাতীয় পরাধীনতা সহ্য করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা আজন্ম স্বাধীনতায় লালিত; স্বাধীন জীবনই তাহাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহাদের পিতৃপুরুষগণ

সেই স্বাধীনজীবন সম্ভোগ করিয়া প্রকৃত স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন। আজ কোন্ দুষ্কৃতি জন্য তাহারা সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া পরাধীনতা শৃঙ্খল বহন করিতেছে? ফলতঃ ভিলগণ আর সহ্য করিতে পারিল না। গোহের অধস্তন অষ্টমপুরুষে নাগাদিত্য নামে এক নরপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি একদা মৃগয়াকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া মৃগের অনুসরণ করিতেছেন, এমন সময়ে উদ্ধতস্বভাব ভিলগণ প্রচণ্ডভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এবং সেইস্থলে সংহার করিয়া আপনাদিগের ইদররাজ্য পুনর্লাভ করিতে সক্ষম হইল।

যে দিন হতভাগ্য নাগাদিত্য ভিলকরে জীবন হারাইলেন, সেই দিন তাঁহার পরিবার মধ্যে ঘোর হাহাকার পড়িয়া গেল।—বিপদের বিকটমূর্ত্তি সকলকেই বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল! চারিদিকেই ভিল; কোথায় পলায়ন করিবেন? কে তাঁহাদিগকে সেই ক্রোধোন্মত্ত ভিলদিগের রোষানল হইতে রক্ষা করিবেন? বুঝি গ্রহাদিত্যের বংশ নির্ম্মূল হয়! এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তার বিষদংশনে রাজপুতগণ একবারে আকুলিত হইয়া পড়িলেন। নাগাদিত্যের তখন বাপ্পানামে একটী তিনবর্ষবয়স্ক পুত্র ছিল; তাহাকেই লইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ঘোরতর বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা অনাথ রাজপুতকুমার বাপ্পার একমাত্র সহায়; তাঁহার অসীম করুণাবলে নিঃসহায় বালক অচিরে সহায়সম্পন্ন হইল। যে বীরনগরবাসিনী কমলাবতী অনাথ গোহের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার বংশধরগণ এই সঙ্কটকালে মহারাজ শিলাদিত্যের রাজবংশকে অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবার হৃদয় পাতিলেন। সে হৃদয়ে শতসহস্র কঠোর বজ্র পতিত হউক, তথাপি তাঁহারা বাপ্পাকে রক্ষা করিবেনই করিবেন। তাঁহারা গিহ্লোট রাজপরিবারের কুলপুরোহিত; আজ্ পুরোহিতের নাম সার্থক করিবার জন্য আপনাদিগের জীবনকেও বিপন্ন করিয়া রাজপুত্র বাপ্পাকে রক্ষা করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। নাগাদিত্যের শিশু কুমারকে লইয়া সত্যপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ভাণ্ডিরনামক * দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় যদুবংশীয় জনৈক ভিল তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিল। কিন্তু তথায় সম্পূর্ণ নিরাপদ না ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহাকে পরাশরনামক মহারণ্য মধ্যে লইয়া গেলেন। সেই অরণ্যানি ঘননিবিষ্ট বনপাদপনিচয়ে সমাকীর্ণ। সেই দীর্ঘতরুরাজির নিবিড়তর শাখাপল্লবসমূহ ভেদ করিয়া ত্রিকূট পর্ব্বত উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান।—ত্রিকূটগিরির পাদতলে নগেন্দ্রনামে † একটী সামান্য নগর অবস্থিত আছে। তথায় শিবোপাসক শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ পরমসুখে বাস করিতেন। বাপ্পা সেই শান্তশিল দ্বিজদিগের করে সমর্পিত হইল। সেই নিবিড় মহারণ্যের গভীরশান্তিময় স্নিগ্ধছায়াতলে,—

---

* আধুনিক জারোলীর পঞ্চদশ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

† ইহা চলিত ভাষায় নাগদনামে অভিহিত হইয়া থাকে। উদয়পুরের দশমাইল উত্তরে নাগদ অবস্থিত। ইহা অদ্যাপি তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাত্মা টড্ সাহেব এস্থলে গিহ্লোটকুলের ইতিহাসসংক্রান্ত অনেকগুলি শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উন্নত ভূধরের বিশাল উপত্যকাভূমে ভগবদ্ভক্ত নিরীহ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া রাজপুতবালক বাপ্পা স্বচ্ছন্দে ও সানন্দমনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সেই পরাশর মহারণ্যের গভীরতম প্রদেশে; তাহার অভ্যন্তরস্থ বিরাট ত্রিকূট পর্ব্বতের ঘোরতমোময় গহ্বর মধ্যে, জলধরশোভিত উত্তুঙ্গ সানুশিরে এবং তন্নিঃসৃতা নির্ঝরিণীনিচয়ের উৎসস্থলে প্রাচীনতম নানা দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির মধুরহাস্য গভীর শান্তরসে মিশ্রিত হইয়া তথায় এরূপ এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্ভব করিয়া দেয় যে, সেই বিজনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেই হৃদয় যুগপৎ ভক্তি, ভয় ও আনন্দে আপ্লুত হইয়া যায়। এই পবিত্র অরণ্যপ্রদেশের অধিবাসিগণ অতি পুরাতনকালে কেবল একমাত্র মহাদেবরই পূজা করিতেন। এমন কি "বনকুমার" অসভ্য ভিলগণও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ভুজঙ্গবলয়িত শিবলিঙ্গ এবং তাহার বাহন বৃষভকেও অতি পবিত্র জ্ঞানে ভক্তিসহকারে পূজা করিত।

সেই সকল প্রশান্ত ও গম্ভীর বনপ্রদেশে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবের পূজাবিধি অনেক কাল ধরিয়া বিশেষ প্রাদুর্ভূত ছিল। আজি মিবাররাজ্যের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থাতে তাহার আড়ম্বর অনেক পরিমাণে হীনগৌরব হইয়া পড়িয়াছে বটে, তথাপি শিবরাত্রি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উৎসববাসরে উদয়পুরে শিবোপাসনার বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী জৈন ও বৈষ্ণবগণও সেই সকল উৎসবে মহানন্দসহকারে যোগ দিয়া থাকে এবং মিবারের রাণাগণ আজিও আপনাদিগকে "একলিঙ্গকা দেওয়ান" বলিয়া সগৌরবে পরিচিত করিয়া থাকেন। গঙ্গা ও যমুনাতীরস্থ জনপদ সমূহে যদি নানা দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, শিবপূজা এতদিন পূর্ণ প্রতাপে বিরাজ করিত। তাহা হইলে বোধ হয়, গিহ্লোটকুলের পূর্ব্বতন প্রধান উপাস্যদেব ভগবান্ একলিঙ্গ আজিও অপ্রতিহতভাবে পূজা ভোগ করিয়া আসিতেন। উদয়পুরে প্রবেশ করিবার একটী সঙ্কীর্ণ গিরিপথের উপরিভাগে একলিঙ্গদেবের পবিত্র মন্দির স্থাপিত। মন্দিরটী অতি প্রকাণ্ড; তাদৃশ মনোমুগ্ধকর না হইলেও দর্শনীয় বটে। এই দেবালয়ের আদ্যোপান্ত ধবল মর্ম্মরপ্রস্তরে বিনির্ম্মিত, ইহার অভ্যন্তর অতি সুন্দররূপে সমুৎকীর্ণ ও অলঙ্কৃত। ইহার নির্ম্মাণে যে, বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা ইহাকে দেখিবামাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। একলিঙ্গ দেবের মন্দির দর্শনীয় বটে; কিন্তু হিন্দুবিদ্বেষী ম্লেচ্ছগণের প্রবেশপথে অবস্থিত থাকাতে তাহারা ইহার অনেক স্থল ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই মন্দিরের সম্মুখেই একটী আবৃত অঙ্গণভূমি;—তদুপরি বেদিকা, সেই বেদিকার উপরিভাগে একলিঙ্গদেবের ঠিক সম্মুখে একটী ধাতুময় বৃষমূর্ত্তি নিষণ্ণভাবে স্থাপিত। ইহা শূন্যগর্ভ,—সুন্দররূপে গঠিত; ইহার গাত্র সুচিক্কণ ও মসৃণ। কিন্তু অর্থপিশাচ তাতারগণ ধনরত্নের অনুসন্ধানে কঠিন মুদ্গর প্রহার পূর্ব্বক ইহার দুই এক স্থল ভগ্ন করিয়া রন্ধ্র করিয়া ফেলিয়াছে।

অন্যান্য কুলের প্রতিষ্ঠাতৃদিগের ন্যায় বাপ্পার বাল্যলীলাসম্বন্ধে অনেক অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্রাহ্মণদিগের করে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার

অর্পিত হইয়াছিল, বাপ্পা তাঁহাদিগের ধেনুচারণ করিতেন। রাজপুতবালক সানন্দমনে গোচারণ করিয়া বেড়াইতেন! সূর্য্যবংশীয় মহারাজ শিলাদিত্যের বংশধর নিকৃষ্ট রাখালের কার্য্যে নিযুক্ত; কেহ তাঁহার ভবিষ্যৎ বিষয় ভাবিয়া দেখিত না। বাপ্পার সেই শান্তিময় শৈশবজীবনের ঘটনাবলি লইয়া ভট্টগণ নানাপ্রকার সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহি গল্প রচনা করিয়াছেন। শারদীয় ঝুলনোৎসব রাজপুতদিগের পক্ষে একটী প্রসিদ্ধ আনন্দবাসর। উক্ত উৎসবকাল উপস্থিত হইলেই বালকবালিকাগণ আনন্দে মত্ত হইয়া ঝুলনলীলায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বর্ণিত আছে, যে, নগেন্দ্রনগর এতৎকালে শোলাঙ্কিবংশীয় কোন নৃপতির শাসনাধীনে অবস্থিত ছিল। ঝুলনপর্ব্ব সমাগত হইলে উক্ত ভূপতির দুহিতা আপনার সহচরী ও নগরের অন্যান্য কুমারীদিগের সহিত ক্রীড়ার্থে কুঞ্জকাননে গমন করেন। কিন্তু দোলাবন্ধনের রজ্জু না থাকাতে তাঁহারা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বাপ্পা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজপুতবালিকাগণ তাঁহার নিকট রজ্জু যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু বাপ্পা বালক, সুতরাং চঞ্চলস্বভাব ও কৌতুকপ্রিয়। বালিকাদিগের সহিত একটু কৌতুক করিবার বাসনায় তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমরা যদি আমাকে অগ্রে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি এখনই রজ্জু আনিয়া দিব।" কৌতুকের উপর কৌতুক;—লীলাপ্রিয়া আনন্দময়ী রাজপুতবালিকাগণ তাহাতেই সম্মতা হইল। অমনি তখনই ক্রীড়াবিবাহ সংসাধিত হইল। শোলাঙ্কিরাজনন্দিনীর গাত্রাবরণীর সহিত বাপ্পার পরিধেয়বসনাগ্র একত্রে সংবদ্ধ হইল এবং সমস্ত পল্লিবালিকাগণ পরস্পরের কর ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একত্রে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটী প্রকাণ্ড সহকারতরুর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। সেই দিন—সেই শারদীয় শুভ ঝুলনবাসরে সেই বিশাল রসালতরুর ছায়াতলে যে লীলাবিবাহ সম্পাদিত হইল, তাহা যে, স্বল্পকালের মধ্যে প্রকৃত হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা বাপ্পা আদৌ মনে ভাবেন নাই। এই ঘটনা হইতেই তাঁহার ভাবী সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল; কিন্তু তিনি নগেন্দ্রনগরে আর থাকিতে পারিলেন না; অচিরে তাঁহাকে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল। সেই দিবস হইতে তাঁহার ভাগ্যাকাশ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল বটে; কিন্তু সেই সমস্ত রাজপুতবালিকাই তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়িল। সেই মহিলাদিগের বংশধরগণ আজিও সেই লীলাপরিণয়ের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আপনাদিগকে বাপ্পার কুলসম্ভূত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন।

ক্রীড়াকৌতুক শেষ হইল,—রাজপুতবালিকাগণও স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিয়া সেই দিনের বৃত্তান্ত ভুলিয়া গেল; কিন্তু বিধাতা যে, অলক্ষে বসিয়া বাপ্পার সহিত তাঁহাদের ভবিতব্যতার গূঢ়বন্ধন সম্বদ্ধ করিয়া দিবেন; তাহা তাহারা একবার স্বপ্নেও মনে করে নাই। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে শোলাঙ্কিরাজকুমারী ক্রমে বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতা বরণীয় পাত্র স্থির করিয়া বিবাহোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একদা বরপক্ষের জনৈক সামুদ্রিক ব্রাহ্মণ আগমনপূর্ব্বক

রাজনন্দিনীর কর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "ইহাঁর বিবাহ ইতিপূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে।" এই আশ্চর্য্যকর বাক্য শ্রবণে রাজভবনে মহাগোলযোগ পড়িয়া গেল। সকলে একবারে বিমূঢ় ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। কে সেই কাণ্ডের গূঢ় অভিনেতা, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য সকলেই অতিশয় ব্যস্ত হইল। অচিরে চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরিত হইতে লাগিল। বাপ্পা ক্রমে তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, যে, তৎসংক্রান্ত অতি সামান্য কথাও প্রকাশিত হইলে তিনি বিপদে পতিত হইবেন; তখন তিনি আপনার সহচর রাখালদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহাকে যেরূপ ভক্তি করিত এবং তাহাদিগের উপর তাঁহার যে পরিমাণে প্রভুত্ব ছিল; তাহাতে সে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইবার কিছুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি বাপ্পা তাহাদিগকে নিম্নোক্তরূপে এক কঠোর অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। একটী সঙ্কীর্ণ কূপ খননান্তর নিজ হস্তে এক ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড লইয়া তিনি ধীর ও গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "শপথ কর, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে আমার অনুগত থাকিবে; আমার কোন কথাই প্রাণান্তে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না; আমার বিষয়ে যেখানে যাহা কিছু শুনিবে, সমস্তই আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবে। বল,—শপথ কর; যদি না পার, তাহা হইলে তোমাদের পিতৃপুরুষদিগের সৎকর্ম্মসমূহ এই শিলাখণ্ডের ন্যায় রজক-কূপে পতিত হইবে *।" অমনি তিনি স্বহস্তস্থ প্রস্তরখণ্ড সেই গর্ত্ত মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার সহচরগণ তখনই একমত হইয়া সেই শপথ গ্রহণ করিল। তাহারা কিছুতেই তাহার অন্যথাচরণ করে নাই। কিন্তু যে গূঢ় ঘটনাসূত্রে অন্যূন ছয়শত রাজপুতবালার অদৃষ্টগ্রন্থি দৃঢ় নিবদ্ধ ছিল, তাহা কত দিন অপ্রকাশ্য থাকিবে?—কাজেকাজেই অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব শোলাঙ্কিরাজের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, বাপ্পাই সেই গূঢ়ব্যাপারের একমাত্র অভিনেতা।

এদিকে বাপ্পার বিশ্বস্ত সহচরগণ এতদ্বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহাকে গোপনে বিজ্ঞাপন করিল। তখন তিনি আপনার বিপদাশঙ্কা করিয়া সেই পর্ব্বতমালার এক নিভৃততম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি যেস্থানে পলায়ন করিলেন, তাহা অতিশয় বিজন। সেই বিজন প্রদেশ অনেকবার তাঁহার বংশধরদিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। নাগদ হইতে পলায়নকালে বালীয় ও দেব নামে দুই জন ভিলকুমার তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি উন্দ্রী এবং দ্বিতীয় অগুণপানোর নামক দুইটী ভিলজনপদের অধিবাসী। সেই দুই ভিলযুবক সুখে দুঃখে অথবা বিপদের ভীষণ আক্রমণেও মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের জীবনী বাপ্পার সহিত একত্রে জড়িত। সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসাদবলে যখন বাপ্পা চিতোরের রাজাসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তখন বালীয় আপনার শোণিত লইয়া তাঁহার ললাটে রাজতিলক প্রদান করিয়াছিলেন।

---

* রাজপুতগণ রজককূপকে অতি অপবিত্র আধার বলিয়া ঘৃণা করেন। টড্ সাহেব বলেন, এই সকল কূপ প্রায়ই নদীসমূহের তটোপরিই খাত হইয়া থাকে।

বালীয় ও দেব অসভ্য ভিলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয় যে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ ছিল;—তাহা কয়জন সুসভ্য ব্যক্তির জ্ঞানালোকিত হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে?—তাঁহারা যে পবিত্র চরিত্র জগতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ চিত্র আর কয়জন দেখাইতে পারিয়াছেন? তাঁহারা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। তজ্জন্য গৃহবাস, আত্মীয়স্বজন ও শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া বাপ্পার সহিত কষ্টকর বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কতবার কত বিপদে পড়িয়াছিলেন, কত দিন অনাহারে অনিদ্রায় কালযাপন করিয়াছিলেন, তথাপি এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মকৃত অঙ্গীকারপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই; তথাপি একদিনের জন্য বাপ্পাকে পরিত্যাগ করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহারাই বাপ্পার জীবনসহচর,—তাঁহার সুখদুঃখের সমভাগী। তিনি যদি সেরূপ বন্ধু না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিত, তাহা কে বলিতে পারে? হয় ত তাঁহাকে সেই অজ্ঞাতবাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চিতোরের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইতে হইত না; হয় ত তাঁহার নাম আজি বীরকুলের আদর্শস্বরূপ হইত না। বাপ্পা সেই মহাত্মা ভিলমিত্রদ্বয়ের নিকট যে মহোপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারেন নাই; তিনি তাঁহাদের সহবাসে আপনাকে সুখী ও সম্মানিত মনে করিতেন এবং নানা প্রকারে তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভাল বাসিতেন। আজিও সেই পবিত্র কৃতজ্ঞতার নিদর্শন মিবারে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেদিন বীরকেশরী বাপ্পা সেই ভিলবন্ধুযুগলের সংসর্গে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, আজি তাহা অনন্তকালসাগরের অন্তস্তমতলে বিলীন হইয়া গিয়াছে; যে চিতোরের হৈমসিংহাসনে বসিয়া তিনি পবিত্রহৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রদত্ত রাজতিলক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে চিতোর আজ ভগ্ন, চূর্ণবিচূর্ণিত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত; এক দিন যাহা জগন্মান্য রাজকুলের লীলাভূমি ছিল, আজ্ তাহা বন্য শ্বাপদকুলের আশ্রয়কুহরে পরিণত হইয়াছে; তথাপি কালচক্রের অসংখ্য পরিবর্ত্তনেও সেই বাপ্পার বংশধরগণ অভিষেককালে অদ্যাপি সেই বালীয় ও দেবের বংশধরদিগের প্রদত্ত রাজতিলক সানন্দে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত বোধ করেন *।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র অগুণাপানোরের অধিবাসিগণই এক প্রকার প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগ করিতে পারে। ইহা অন্য কোন রাজ্যের অধীন নহে; অন্য কোন রাজার সহিত ইহা কোনরূপ সংস্রব রাখে না। ইহার অধিপতি "রাণা" উপাধি ধারণ পূর্ব্বক কাননকুন্তলা অন্যূন সহস্র পল্লীর উপর আপন আধিপত্য বিস্তার

---

* দেবের বংশধর প্রথমতঃ নবভূপতির কর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজাসনে উপবেশিত করে এবং বালীয়ের বংশধর তিলকার্পণের তণ্ডুলচূর্ণ ও দধিপাত্র হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। এই অভিষেকব্যাপারে মিবারের সুসম্পন্ন অবস্থার প্রায় এক বৎসরের আয় ব্যয়িত হইত। উক্ত বিপুল ব্যয়নিবন্ধন সে পূর্ব্ব অভিষেক-প্রথার আড়ম্বরের অনেক হ্রাস হইয়াছে। রাণা জগৎসিংহের অভিষেককালের পর হইতেই উক্ত প্রথার হীনতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

করেন এবং প্রয়োজন হইলে অন্যূন পঞ্চ সহস্র ধনুষ্মান্ ভিলবীরের অধিনেতৃত্বে যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইতে পারেন। শোলাঙ্কিরাজপুতরমণীর গর্ভে এবং ভূমিয়াভিলের ঔরসে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সেই স্বত্বে তাঁহারা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। অগুণার এই ভিলকুলে মহাত্মা দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রয়োজনবোধে আমরা প্রকৃত প্রস্তাব হইতে অপসৃত হইয়া পড়িলাম; এক্ষণে বাপ্পার বিষয় পুনরালোচিত হইতেছে।

✓ অনুশীলন করিলে বাপ্পার উক্তরূপ পলায়ন এবং তন্নিহিত প্রকৃত কারণ সম্যক্ স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে এ বিষয়ের অন্যরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পদবী অনুসরণ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ দৈবনির্দ্দেশবশতঃই তিনি নগেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সত্য বটে, জগতের প্রাচীনতম বংশনিচয়ের এবং সকল দেশীয়, সকল জাতীয় মহাপুরুষদিগের বিবরণ নানাপ্রকার কল্পনাজালে বিজড়িত; কিন্তু যে বাপ্পা বীরচরিত শত আর্য্যনৃপতির পিতৃপুরুষ; যিনি প্রকৃতদেবভাবে পূজিত হইতেন; অলৌকিক বীরত্বের আধার বলিয়া যিনি শত্রুকুলের সমূহ ভীতির পদার্থ ছিলেন; যাঁহার পবিত্র দেহ পরমাণুতে বিলীন হইয়া গেলেও অদ্যাপি যিনি "চিরঞ্জীব" বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকেন, সেই অপ্রতিম বীর, রাজপুতকুলতিলক বাপ্পার জীবনী ও অভ্যুদয়বৃত্তান্ত কি ঘনতর কল্পনাজালে ঘোর সমাচ্ছন্ন থাকিবে? দুঃখের বিষয় ভট্টগণ বাপ্পার উন্নতিবিবরণ যে অলঙ্কারে সমালঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহাতে মিবারবাসীদিগের এতদূর দৃঢ়তর অনুরাগ যে, সে অলঙ্কার উন্মোচন করিতে গেলে তাঁহাদিগের মতে দেবাপমানরূপ গভীর পাপে পতিত হইতে হয়! ভট্টকবিগণ বলেন, রাজপুতবালক বাপ্পা রাখালবেশে সেই নগেন্দ্রনগরের বিস্তৃত উপত্যকাক্ষেত্রে আপনার প্রতিপালক ব্রাহ্মণগণের ধেনুচারণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যবংশীয় শিলাদিত্যের বংশধর নিকৃষ্ট গোপালকের কার্য্যে নিবিষ্ট হইয়াও সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সে শান্তিময় সুখের ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি যে সকল ধেনু চরাইয়া বেড়াইতেন, তাহাদিগের মধ্যে একটী সুপয়স্বিনী গাভী ছিল; আশ্চর্য্যের বিষয় সে গাভী দিনান্তে আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে, তাহার উধঃ হইতে আদৌ পয়োধারা নিঃসৃত হইত না। ইহাতে ব্রাহ্মণদিগের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল; তাঁহারা মনে করিলেন যে, বাপ্পা বিজনে সেই গাভীর সমস্ত দুগ্ধ পান করিয়া আইসেন। এই সন্দেহ তাঁহাদের মনে ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা অতি সতর্কভাবে বাপ্পার প্রত্যেক অনুষ্ঠানই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বাপ্পা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের সে সন্দেহনিবন্ধন তিনি মনে মনে অতিশয় ব্যথিত হইলেন; কিন্তু কি করিবেন? যত দিন না সেই সন্দেহ অপনোদন করিবার প্রকৃত উপায় অবধারণ করিতে পারিতেছেন, তত দিন মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া ধীরভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি সেই গাভীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পর দিন ধেনুপাল লইয়া

চারণার্থে বহির্গত হইলে বাপ্পা সেই গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সে যে দিকে গমন করিল, তিনিও সেই দিকে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পয়স্বিনী একটী নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে প্রবেশ করিল, বাপ্পাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল! তিনি দেখিতে পাইলেন যে, গাভী এক নিবিড় লতাগুল্মের শিরোভাগে অবিরল ধারায় পয়োরাশি অভিসিঞ্চন করিতেছে! বাপ্পা বিস্মিত হইলেন; তিনি সেই লতাবরণের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত এবং সেই শিবলিঙ্গের উপরিভাগেই সেই পয়স্বিনীর সুধাময় ক্ষীরধারা অনর্গল সিঞ্চিত হইতেছে। বাপ্পা বুঝিলেন যে, সেই জন্যই গাভীর দুগ্ধ ক্ষয়িত হইয়া যায়। তিনি সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে আর একটী বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন যে, তৎসম্মুখস্থ একটী বেতসবনের অভ্যন্তরে এক ধ্যাননিরত যোগী সমাসীন। বাপ্পা সেই বিজনপ্রদেশে গমন করাতে অচিরাৎ যোগীবরের ধ্যানভঙ্গ হইল; কিন্তু কারুণিক তপোধন ধ্যানবিঘ্নকারী বাপ্পাকে কিছুই বলিলেন না।

এই গিরিকন্দর অতি নির্জ্জন, ইহার অভ্যন্তরে গভীর শান্তি বিরাজিত। পুরাকালীন যোগী ও তাপস ভিন্ন আর কেহই সেই পবিত্র স্থল কখনও দেখিতে পান নাই। বাপ্পার বিশেষ পুণ্যবল;—নতুবা বিনা চেষ্টায় বিনা যত্নে তিনি সেই পবিত্র স্থল * দেখিতে পাইলেন কেন? সেই তাপসবরের নাম হারীত। যোগীবর হারীতও সেই পয়স্বিনীর ক্ষীরধারা প্রাপ্ত হইতেন।

হারীতের ধ্যানভঙ্গ হইলে বাপ্পা তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। যোগীবর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুতবালক আত্মসম্বন্ধে যতদূর অবগত ছিলেন, অকপটভাবে সমস্তই যথাযথ বর্ণন করিলেন। অনন্তর মুনিবর হারীতের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বাপ্পা সে দিবস আপনার ধেনুদল লইয়া আশ্রমে প্রতিগত হইলেন। তাহার পর দিবস হইতে তিনি প্রতিদিন সেই যোগীর নিকট আগমন করিতেন; প্রতিদিনই ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণদ্বয় ধৌত করিয়া পানার্থ দুগ্ধ উপহার দিতেন এবং হরপূজার উপযোগী পূতকুসুমরাশি চয়ন করিয়া আনিতেন। বাপ্পার সেইরূপ অকপট ভক্তি-দর্শনে তপোনিধি হারীত পরম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাকে নানারূপ নীতি শিক্ষা প্রদান করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। ক্রমে যোগীবর তৎপ্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বহস্তে তদীয় গলদেশে পবিত্র যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে মহাগৌরবের নিদর্শনস্বরূপ "একলিঙ্গকা দেওয়ান" উপাধি দান করিলেন। বাপ্পার অকপট ভক্তি ও প্রগাঢ় শিবপূজা দর্শনে ভগবতী ভবানীও অতীব প্রীত হইয়াছিলেন।

* ঠিক এই স্থলেই একলিঙ্গদেবের পবিত্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। টড্ সাহেবের সমসময়ে যে যাজক সেই মন্দিরে অবস্থিত ছিলেন, তিনি মহর্ষি হারীত হইতে ছয়াট্টপুরুষ অধস্তন। টড্ উক্ত যাজকের নিকট একখানি শিবপুরাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং সিংহারোহণপূর্ব্বক তৎসম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মাকৃত শূল, ধনুঃ, শর, তূণীর, অসিচর্ম্ম এবং প্রকাণ্ড খড়্গ প্রভৃতি উত্তমোত্তম দিব্যাস্ত্রে অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে আদিদেব ভগবান্ ভূতনাথের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত এবং ভগবতী ভবানী কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাপ্পা শত্রুকুলের অজেয় হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার গুরুদেব মহর্ষি হারীত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ শিবলোকে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বাপ্পাকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন এবং স্বর্গারোহণ-দিবসে অতি প্রত্যূষে তৎপ্রদেশে আগমন করিতে কহিলেন। কিন্তু বাপ্পা সে দিবস ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত হওয়াতে যথাকালে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অতঃপর নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি সত্বর তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন যোগীবর হারীত অপ্সরোবাহিত দীপ্তিময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডলে কিয়দ্দূর উত্থিত হইয়াছেন। মহর্ষি আপন প্রিয় শিষ্যকে শেষানুরাগ প্রদর্শন করিবার জন্য রথের গতি রোধ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য বাপ্পাকে সমীপে উত্থিত হইতে কহিলেন। দেখিতে দেখিতে বাপ্পার দেহ অকস্মাৎ একবারে বিংশতি হস্ত * বাড়িয়া উঠিল; কিন্তু তাহাতেও তিনি গুরু-সকাশে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তখন মুনিবর তাঁহাকে আপন মুখব্যাদান করিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বাপ্পা তাহা করিলে, হারীত তাঁহার মুখবিবরে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু আপন অবিমৃষ্যকারিতা-দোষে বাপ্পা এক অমূল্য বরলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া মুখ নমিত করাতে সেই পবিত্র নিষ্ঠীবন তদীয় চরণতলে নিপতিত হইল। বাপ্পা যদি ঘৃণাসহকারে গুরুদত্ত স্নেহোপহারের অবমাননা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা হইল না; সুতরাং সে অক্ষয় বরলাভে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি অমর হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার দেহ সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদির অভেদ্য হইয়া রহিল। ইহাও তৎপক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এদিকে দেখিতে দেখিতে হারীত অচিরকাল মধ্যে সুনীল নভোমণ্ডলে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

যে দিন বাপ্পা উক্তরূপে দৈবানুগৃহীত হইলেন, সেই দিন তাঁহার অদৃষ্টাকাশ বিমলালোকে বিভাত হইয়া উঠিল। সেই দিন হইতে তিনি মূলমন্ত্রের সাধনায় কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন;—সিদ্ধিও বরদায়িনী মূর্ত্তিতে অচিরকাল মধ্যে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাপ্পা আপন জননীর নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তিনি চিতোরের তদানীন্তন মৌর্য্যনৃপতির ভাগিনেয়। এই নিকট সম্বন্ধবন্ধনের বিষয় অবগত হইয়া বাপ্পা নিজমন্ত্রসাধনে দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন "রাখালের

---

* বাপ্পার সম্বন্ধে এরূপ অনেক অদ্ভুত বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাঁহার পরিধেয় বসন কিঞ্চিদূনপঞ্চশত হস্ত দীর্ঘ ছিল এবং তিনি ভগবতী ভবানীর নিকট যে তরবার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ওজনে প্রায় বত্রিশ সের।

অলস জীবনে তাঁহার অতীব বিরক্তি জন্মিল।" কতিপয় সহচরকে সঙ্গে লইয়া সেই গভীর অরণ্যবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি প্রকাশ্য লোকালয়ক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়িলেন। লোকালয়-দর্শন তাঁহার ভাগ্যে সেই প্রথমবার সংঘটিত হইল। জনস্থানভূভাগ যে, কিরূপ তৎপূর্ব্বে তাহা তিনি আদৌ দেখেন নাই। এক্ষণে লোকালয়সমূহের জীবন্তভাব অবলোকন করিয়া তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। অদৃষ্টদেব সুপ্রসন্ন হইলে লোকে সকল ব্যাপারেই ফলবান্ হইতে পারে। সেই নিবিড় বননিবাসভূমি হইতে বহির্গত হইবার সময় পথিমধ্যে নাহরামুগরানামক গিরিকূটের * পাদতলস্থ বনপ্রদেশে প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ সিদ্ধপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বাপ্পা সেই মহাপুরুষের নিকট একখানি দ্বিধার তরবার প্রাপ্ত হইলেন। উপযুক্ত মন্ত্রপূত করিলে এই প্রচণ্ড অসির সাহায্যে অনায়াসে গিরিবিদারণ করা যায়। বাপ্পার সৌভাগ্যের পথ ইতিপূর্ব্বে পরিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাতে যাহা কিছু প্রতিরোধ ছিল, তিনি সেই দৈবকৃপাণের সাহায্যে তাহা দূরীকৃত করিয়া অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইলেন †।

প্রমারের অন্যতম শাখা মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ ইতিপূর্ব্বে মালবের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। তাঁহারাই তদানীন্তন ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতি। বাপ্পা যৎকালে চিতোরে উপস্থিত হয়েন, তখন উক্ত নগর মাননামধেয় জনৈক মৌর্য্যনৃপতির শাসনাধীনে অবস্থিত ছিল। মহারাজ মান অভ্যাগত ভাগিনেয়কে যথোচিত আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আপন অধীনস্থ সামন্তসমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভরণপোষণের জন্য কতকগুলি উপযুক্ত ভূমিবৃত্তি প্রদান করিলেন। মহারাজ মৌর্য্য মানসিংহের শাসনসংক্রান্ত যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে, রাজস্থানে তৎকালে সামন্তপ্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল। রাজপুতসামন্তগণ বিপুল ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়া মানরাজার সাহায্যার্থে শত্রুসমরে অবতীর্ণ হইতেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহাদিগের বিশেষ ভক্তিভাজন ছিলেন এবং তাঁহারাও তন্নিকটে উপযুক্ত অনুরাগ প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু যে দিন বাপ্পা তাঁহার স্নেহনয়নে পতিত হইলেন, সেই দিন হইতে সামন্তদিগের প্রতি তাঁহার অযত্ন ও অমনোযোগিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারা বুঝিলেন যে, বাপ্পাই তাঁহাদিগের সে অনর্থের মূল; সুতরাং তাঁহারা তৎপ্রতি বিষম বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনিষ্টসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

সেই সময়ে একটী বিদেশীয় শত্রু আসিয়া চিতোরপুরী আক্রমণ করাতে মহারাজ মানসিংহ আপনার অধীনস্থ সামন্তদিগকে শত্রুসমরে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন;

---

* উদয়পুরের পূর্ব্বভাগস্থ গিরিপথের সাত মাইল দূরে নাহরামুগরা অর্থাৎ ব্যাঘ্রমেরু অবস্থিত।

† রাজপুতদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাণা আপন সামন্তদলের সহিত উক্ত দ্বিধার তরবার অদ্যাপি প্রতিবর্ষ ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া থাকেন। মহাত্মা টড্ রাণাকুলের প্রধান ভট্টদিগের নিকট এতদ্বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তদ্বিষয় বলিবার সময় খড়্গশুদ্ধির যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম প্রকটিত হইল "গুরু গোরক্ষনাথ, দেবদেব একলিঙ্গ, তক্ষক, মহর্ষি হারীত এবং ভগবতী ভবানীর আজ্ঞাক্রমে আঘাত কর।"

কিন্তু তাহারা আপনাপন ভূমিবৃত্তির পাট্টাগুলি সদর্পে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সদম্ভে বলিল 'মহারাজ তাঁহার প্রিয়তম সেনানীকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করুন।" বাপ্পা তাহা স্বকর্ণে শুনিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত বা হীনসাহস হইলেন না; বরং দ্বিগুণতর সাহসে প্রোৎসাহিত হইয়া একাকীই সেই দেশবৈরী শত্রুর বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্বেষভাবাপন্ন সামন্তগণ আপন আপন ভূমিবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে বাপ্পার অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুকুল পরাজিত হইল এবং নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছত্রভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। বাপ্পা সেই বিজয়ীবেশে তোরনগরে প্রত্যাগত না হইয়া আপনার পিতৃপুরুষদিগের রাজধানী গজনীনগরে গমন করিলেন। গজনীনগর তৎকালে জনৈক ম্লেচ্ছনৃপতিকর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল;—তাহার নাম সেলিম। বাপ্পা তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদুপরি সৌরকুলোৎপন্ন জনৈক সামন্তকে সংস্থাপন করিলেন এবং আপন সেনাদল সমভিব্যাহারে চিতোরনগরে ফিরিয়া আসিলেন। কথিত আছে, তিনি সেই সময়ে আপনার শত্রু সেলিমের দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

অভিতপ্ত সর্দ্দারগণ মাননৃপতির প্রতি বিষম রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সদম্ভে চিতোর হইতে অন্যত্র গমন করিল। রাজা তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাহাদিগকে নগরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি বারবার দূত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোষান্ধ সামন্তগণ কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইল না এবং কোন ক্রমেই বিষম বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিতে পারিল না। এমন কি তাহারা গুরুর অনুরোধও গ্রাহ্য করিল না। যে ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট দূতস্বরূপ গমন করিল, তাহারা তাহারই সম্মুখে বলিল "আমরা তাঁহার 'নিমক' খাইয়াছি, অতএব এক বৎসরকাল প্রতিহিংসা লইতে নিবৃত্ত থাকিব।" তাহারা আপনাদের অন্তরস্থ ভীষণ প্রতিজিঘাংসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিবার জন্য একজন উপযুক্ত অধিনায়কের অন্বেষণ করিতে লাগিল। যে বাপ্পা তাহাদিগের মনোবিকারের মূলকারণ; অবশেষে তাঁহারই অপ্রতিম শৌর্য্য ও গুণগৌরবে বশীভূত হইয়া তাহারা তাঁহাকেই সমূহ সম্মানসহকারে আপনাদের অধিনেতৃত্বে বরণ করিল। রাজ্যলিপ্সা কি ভয়ঙ্করী! ইহার মোহিনী মায়ায় বিমূঢ় হইয়া মানব হিতাহিত বিবেক পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দেয় এবং কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া উপকারী সুহৃদেরও সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! দুরাকাঙ্ক্ষ বাপ্পা তাহাই করিলেন। যে মৌর্য্যনৃপতি তাঁহার মাতুল, যাঁহার অনুগ্রহই তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রধান দ্বারস্বরূপ; যিনি তাঁহার জন্য আপন সামন্তগণের বিদ্বেষানলে পতিত হইয়াছেন; বাপ্পা অবশেষে তৎকৃত সমস্ত উপকার ভুলিয়া—পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং সেই বিদ্বেষান্বিত সামন্তদিগের সহায়তায় তৎসিংহাসন হস্তগত করিয়া লইলেন। ভট্টকবিগণ এস্থলে বর্ণন করিয়াছেন,— "বাপ্পা মৌর্য্যনৃপতির হস্ত হইতে চিতোর কাড়িয়া লইলেন এবং তৎপ্রদেশের"মর"অর্থাৎ

মুকুটস্বরূপ হইলেন।" চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াই তিনি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সকলের নিকট "হিন্দুসূর্য্য" "রাজগুরু" ও "চাকুয়া" (সার্ব্বভৌম) এই তিনটী উপনাম লাভ করিয়াছিলেন।

বাপ্পার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি আপনাদিগের পিতৃপুরুষদিগের প্রাচীনরাজ্য সৌরাষ্ট্রপ্রায়দ্বীপে প্রতিগমন করিয়াছিল। যাহারা উক্ত প্রদেশে প্রতিগত হয়, তাহাদিগের সন্তানগণ কালক্রমে ঘোরতর প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি "আইনআকবরী" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের মধ্যে পঞ্চাশৎ সহস্র বীর আকবরের সময়ে বিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল। বাপ্পার অপর কুমারগণের মধ্যে পঞ্চজন মারবারদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তথায় তাহারা কালক্রমে গোহিলনামে প্রসিদ্ধ হইল; কিন্তু তৎপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা এক্ষণে বল্লভীপুরের ধ্বংসাবশেষের উপর অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেছে। আজি তাহারা আপনাদিগের পবিত্রকুলের গৌরবগরিমার বিষয় ভুলিয়া আরবীয়দিগের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে!

বীরবর বাপ্পার অন্তিম জীবনের বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত। সে অদ্ভুত বৃত্তান্ত গোপন করিবার জন্য তাঁহার সজাতীয়গণ বিশেষ আগ্রহান্বিত। পরিণতবয়সে পদার্পণ করিলে বাপ্পা আপনার মাতৃভূমি, সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতীচ্য খোরাসনরাজ্যে উপনিবিষ্ট হয়েন এবং তদ্দেশ জয় করিয়া তত্রত্য অনেকগুলি ম্লেচ্ছকামিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের গর্ভে তাঁহার অনেক পুত্রকন্যা সমুদ্ভূত হইয়াছিল।

পূর্ণ একশততম বর্ষে উপনীত হইলে বীরকেশরী বাপ্পা মানবলীলা সম্বরণ করেন। দৈলবরার অধিপতির নিকট একখানি প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ আছে; তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাপ্পা ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক, ইরান, তুরান ও কাফ্রিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশসমূহের ভূপতিদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের দুহিতাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং অন্তিমে তাপসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সুমেরুতলে চরমজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে তথায় তিনি সজীবনে সমাধিগত হয়েন। সেই সকল রমণীর গর্ভে বাপ্পার ঔরসে একশত ত্রিশটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল। সেই পুত্রগণ "নোশেরা পাঠান" নামে অভিহিত। তাহারা আপনাপন জননীর নামানুসারে এক একটী স্বতন্ত্র বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বাপ্পার হিন্দুবনিতাদিগের গর্ভে সর্ব্বসমেত আটানব্বুই জন পুত্র সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই "অগ্নি-উপাসী সূর্য্যবংশীয়" নামে প্রসিদ্ধ।

ভট্টগ্রন্থে আরও একটী বিচিত্র বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে বাপপার লীলাবসান হইলে তাঁহার শবদেহের সংকারসম্বন্ধে তদীয় হিন্দু ও ম্লেচ্ছসন্তানসন্ততিগণের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুগণ সে শবদেহকে অগ্নিদগ্ধ করিতে ব্যস্ত—এদিকে মুসলমানগণ তাহাকে ভূগর্ভে নিহিত করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত।

বাগ্‌বিতণ্ডায় তর্কবিতর্কে কোন পক্ষেরই জয়পরাজয় হইল না; সুতরাং সে দুরূহ প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা হইল না। এইরূপ দ্বন্দ্ব করিতে করিতে তাহারা বাপ্পার শবদেহাবরণী উত্তোলন করিয়া দেখিল, নশ্বর পঞ্চভূতাত্মক দেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল বিরাজ করিতেছে! সেই সকল কমল তথা হইতে সমৃণাল উৎপাটিত হইয়া মানসসরোবরে পুনঃরোপিত হইল। পারসিকবীর নশির্ব্বাণের শেষ সৎকারসম্বন্ধে ঠিক অনুরূপ বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়।

মিবারের রাজবংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা গিহ্লোটকুলতিলক বীরবর বাপ্পারাওলের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল। এক্ষণে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের প্রকৃত-কাল-নিরূপণে একবার উদ্যম করিব। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, মহারাজ শিলাদিত্যের রাজত্বকালে সম্বৎ ২০৫ অব্দে বল্লভীপুর উৎসাদিত হয়। শিলাদিত্যের অধস্তন নবমপুরুষে বাপ্পারাওল অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রাণার প্রাসাদে যে সকল ভট্টগ্রন্থ সংরক্ষিত আছে, তৎসমুদায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সম্বৎ ১৯১ (খৃঃ ১৩৫) অব্দে বাপ্পারাওল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে একখানি শিলালিপিতে * খোদিত আছে যে, সম্বৎ ৭৭০ (খৃঃ ৭১৪) অব্দে চিতোর মৌর্য্যমানরাজকর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। রাণার রাজভবনস্থ ভট্টগ্রন্থগুলি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতেছে যে, বাপ্পারাওল মানরাজার ভাগিনেয়; তিনি পঞ্চদশ বর্ষ-বয়ঃক্রমকালে স্বীয় মাতুলকর্ত্তৃক সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন এবং সর্দ্দারগণের আনুকূল্যে মানরাজাকে পদচ্যুত করিয়া চিতোরসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সকল বিষম্বাদী মতের মধ্যে কোন্‌টীকে পরিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? যদি বাপ্পাকে মৌর্য্যনৃপতির ভাগিনেয় ও সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এরূপ কালনির্দ্দেশ কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? "কাল্পনিক অলঙ্কারের অভ্যন্তরে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রচ্ছন্ন থাকে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাহা বিকৃত হইয়া থাকিবে? তাহা বলিয়া কি গিহ্লোটকুলতিলক বীরকেশরী বাপ্পার বিবরণ অলীক গল্প ও কল্পনাবাক্যে পর্য্যবসিত হইবে?" মহানুভব টড সাহেবের হৃদয়ে একদা এই গভীর বিতর্কের উদয় হইল। তিনি সেই বিষম্বাদী মতের সমন্বয় সাধন করিয়া প্রকৃত বৃত্তান্তের উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; আহ্লাদের বিষয় তাঁহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, খোদিত স্তম্ভ প্রভৃতি গবেষণার যে কোন উপকরণ, মিবাররাজ্যের মধ্যে যে কোন স্থানে প্রাপ্ত হইলেন, অদম্য অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের সহিত তাহা হইতেই সত্যাবিষ্কারে যত্ন করিতে লাগিলেন।

* চিতোরপুরীস্থ প্রসিদ্ধ মান-সরোবরের তটবর্ত্তী একটী বিজয়স্তম্ভ হইতে এই শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার একস্থলে লিখিত আছে যে, মহারাজ মান একদা নগর ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখ দিয়া অতি ক্লিষ্ট ধীরগমনে চলিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া তাঁহার মনে এক গভীরভাবের উদয় হইল; তিনি ভাবিলেন "মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী,—পদ্মপত্রস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল। রাজ্য ও ধনরত্ন সকলই ক্ষণভঙ্গুর।" এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া নরনাথ আপনার নাম অক্ষয় রাখিবার নিমিত্ত বিপুলকীর্ত্তিস্বরূপ এই বিশাল সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এইরূপে ছয় বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না। নানা সন্দেহ ও চিন্তায় আকুলিত হইয়া অবশেষে উদয়পুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সৌরাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন; মনে মনে বাসনা যে, গিহ্লোটকুলের সেই প্রাচীন লীলানিকেতনে একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। সৌভাগ্যবশতঃ তথায় তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল, তাঁহার অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হইল। অনেকে অনুসন্ধানের পর টড্‌ মহোদয় সোমনাথদেবের পবিত্র মন্দিরগাত্রে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিলেন। সেই খোদিত লিপিসাহায্যে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূরীকৃত হইল; তিনি সেই সমস্ত বিষম্বাদী মতের সমন্বয় সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। সেই শিলালিপিতে "বল্লভী-সম্বৎ" নামে আর একটী স্বতন্ত্র সম্বতের উল্লেখ ছিল। উক্ত সম্বৎ বিক্রমপ্রতিষ্ঠিত সম্বতের তিন শত পঁচাত্তর বৎসর পরে প্রচলিত হয় *।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ২০৫ সম্বতে বল্লভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এক্ষণে নিশ্চয় প্রতীত হইল যে, ২০৫ সম্বৎ বল্লভী-সম্বৎ হইবে। এবং বল্লভী-সম্বৎ বিক্রম-সম্বতের ৩৭৫ বৎসর পরে প্রারব্ধ; অতএব ৩৭৫ + ২০৫ = ৫৮০ বিক্রম-সম্বতে (৫২৪ খৃঃ অব্দে) বল্লভীপুর ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

এ দিকে মৌর্য্যনৃপতির শাসনসংক্রান্ত শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ৭৭০ অব্দে বাপ্পা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদি উক্ত ৭৭০ হইতে ৫৮০ বিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে ১৯০ অবশিষ্ট থাকে। শুদ্ধ একটী মাত্র বৎসর যোগ করিলে ইহা ভট্টকবিদিগের নিরূপিত সম্বতের সমান হইয়া যায়। অর্থাৎ ভট্টগণ কর্ত্তৃক উল্লেখিত হইয়াছে যে, ১৯১ সম্বতে বাপ্পা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদিগের নিরূপিত ১৯০ সম্বৎ যে, এক বৎসর ন্যূন, তাহা সুস্পষ্টই প্রতীত হইল। অবশ্য বলিতে হইবে যে, এরূপ স্থলে এক বৎসরের ন্যূনাধিক্য অতি সামান্য কথা।

বাপ্পা যৎকালে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর; কিন্তু এই মাত্র প্রদর্শিত হইল যে, তদীয় জন্মাব্দ মৌর্য্য-শিলালিখনোক্ত অব্দের এক বৎসর ন্যূন; অর্থাৎ ৭৬৯ অব্দ তাঁহার জন্মকাল; সুতরাং সম্বৎ ৭৬৯ + ১৫ = ৭৮৪ (খৃঃ ৭২৮) অব্দে গিহ্লোটকুলকেশরী বাপ্পা চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন এবং উক্ত অব্দে চিতোরে গিহ্লোটদিগের আধিপত্য প্রারব্ধ হয়। উক্ত সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত একাদশ-শত-বর্ষব্যাপী কালের মধ্যে মিবারের সিংহাসনে সর্ব্ব সমেত ৫৯ জন নরপতি সমারূঢ় হইয়াছেন।

গিহ্লোটকুলতিলক বীরবর বাপ্পারাওলের আবির্ভাবের প্রকৃতকাল নিরূপিত হইল। ইহাতে রাজস্থানের ভট্টকবিগণের কৌশলরচিত কল্পনাজাল বিযুক্ত হওয়াতে বাপ্পার প্রাচীনত্ব কিয়ৎপরিমাণে নিরাকৃত হইল বটে; কিন্তু ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে

* উক্ত শিলালিপিতে শিবসিংহ-সম্বৎ নামে আর একটী নূতন সম্বতের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শিবসিংহ-সম্বৎ বিক্রম-সম্বতের ১১৬৯ অব্দে আরব্ধ হয়।

যে, পৃথিবীর তদানীন্তন অন্যান্য বীরগণের অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে তিনি উত্থিত হইয়াছিলেন। তখন কার্লোভিঞ্জীয় বীরবংশ প্রতীচ্যমণ্ডলে প্রচণ্ডবল অর্জ্জন করিয়া আপন বিরাট মস্তক ধীরে ধীরে উত্তোলন করিতেছিল,—বীর ওয়ালিদের বিজয়িনী সেনা সুদূর ইব্রো-সৈকতে খলিফার "হরিদ্বর্ণ বিজয়-বৈজয়ন্তী" রোপণ করিয়া বীরনাদে য়ুরোপমণ্ডলকে বিকম্পিত করিতেছিল।

মিবাররাজ্যের মধ্যে "আইতপুর" নামে একটী প্রাচীন ও সমৃদ্ধ নগর ছিল; সে নগর আজ্ অনন্ত কাল সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে চূর্ণবিচূর্ণিত; আজ্ তাহা অসভ্য ভিল ও বন্য শ্বাপদকুলের আশ্রয়নিলয় হইয়া রহিয়াছে; আজি অনেকের স্মৃতিপট হইতে তাহার নামমাত্রও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উক্ত আইতপুরের ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে একখানি স্মারকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ শক্তিকুমার পর্য্যন্ত মিবারের চতুর্দ্দশ নৃপতিগণের ধারাবাহিক বংশবিবরণ প্রকটিত আছে। তন্মধ্যে বাপ্পার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তিনি তথায় শৈল নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ভট্টগ্রন্থ ও রাজপরিবারের কোষ্ঠীপত্রিকার সহিত উক্ত শিলালিপির প্রায় সকল বিষয়েই ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়; কেবল উহাতে একটী মাত্র অতিরিক্ত নাম সন্নিবেশিত আছে।

পণ্ডিতবর হিয়ুম বলেন, "যদিও কবিকুল আপনাদিগের কল্পনাবলে প্রকৃততম ইতিহাসকেও বিকৃত করিয়া ফেলেন, যদিও তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ সত্য ঘটনাকে অদ্ভুত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করেন; তথাপি তাঁহারাই যখন প্রাচীন জগতের একমাত্র ইতিহাসবেত্তা, তখন তাঁহাদের গভীরতম অতিরঞ্জনের অভ্যন্তরে প্রকৃত বৃত্তান্ত সদাসর্ব্বদা মূলভাবে বিরাজ করে।" এ জ্ঞানগর্ভ বাক্য এস্থলে সম্যক্ সুসঙ্গত। কেননা বিজন ও বিধ্বস্ত আদিত্যপুরের ধ্বংসরাশীর সহিত যে নামাবলি ধীরে ধীরে লোকলোচন হইতে অন্তরিত হইয়া যাইতেছিল, মিবারের ভট্টকবিকুলের মোহিনী কল্পনার নিবিড় আবরণে সে সকল প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। বীরবর বাপ্পার প্রাদুর্ভাবের সমসময়েই মুসলমানগণ সিন্ধুনদ পার হইয়া সর্ব্বপ্রথম ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিল। হিজিরা পঞ্চনবতিতমবর্ষে, খলিফা ওয়ালিদের সেনাপতি মহম্মদ বিনকাশিম, সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ভাগীরথীর সৈকতভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এতদ্বিবরণ আরবীয় ঐতিহাসিক-দিগের গ্রন্থে সংলক্ষিত হইয়া থাকে। যদিও এলমেকিনের গ্রন্থে মুসলমানকর্ত্তৃক সিন্ধুরাজ্যাক্রমণের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইবে যে, ভারতের অনেক প্রদেশ তৎকালে বিদেশীয় শত্রুকুলের প্রচণ্ড বিক্রমবলে বিলোড়িত হইয়াছিল। আজমীররাজ মাণিকরায়ের রাজ্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে একদল শত্রুকর্ত্তৃক উৎসাদিত হয়। কথিত আছে উক্ত শত্রু পোতারোহণে আগমন করিয়া অঞ্জর নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যদি সেই আক্রমণকারীকে কাশিম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কাহারও সন্দেহের উদয় হয়; তাহা হইলে সিন্ধুরাজ দাহিরের শোচনীয় মৃত্যু-বিবরণ পাঠ করিলে সে সন্দেহ অনেক

পরিমাণে নিরাকৃত হইতে পারে। পণ্ডিতবর আবুল-ফজেল বলেন, হিজিরা ৯৫ (খৃঃ ৭১৩) অব্দে কাশিম কর্ত্তৃক দাহিররাজ নিহত ও তদীয় রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, তাঁহার পুত্র চিতোরে পলায়ন করিয়া মৌর্য্যনৃপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাপ্পা ও শক্তিকুমারের মধ্যবর্ত্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে নয়জন নৃপতি চিতোরের সিংহাসনে সমারোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত দুই শত বৎসরের মধ্যে যে চারিজন ধুরন্ধর নৃপতি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া চারিটী প্রধান যুগের অবতারণা হইয়াছে; যথা,—(১ম) কণকসেন, খৃঃ অঃ ১৪৪; (২য়) শিলাদিত্য, এবং বল্লভীপুরধ্বংস খৃঃ অঃ ৫২৪; (৩য়) বাপ্পা ও তৎকর্ত্তৃক চিতোরে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি ৭২৮ খৃ. অঃ এবং (৪র্থ) শক্তিকুমার, ১০৬৮ খৃষ্টাব্দ।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাপ্পা ও সমরসিংহের মধ্যবর্ত্তী নরপতিগণের বৃত্তান্ত;—বাপ্পার সন্তানসন্ততিগণ;—আরবীয়গণকর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ;—চিতোর-রক্ষার্থ যে সকল হিন্দু নৃপতি শত্রুবিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, গিহ্লোটকুলতিলক বাপ্পা সম্বৎ ৭৮৪ (খৃঃ ৭২৮) অব্দে চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। তাহার পর যে দিন তিনি চিতোর-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইরাণদেশে গমন করিলেন, সেই দিন হইতে মহারাজ সমরসিংহের রাজত্ব পর্য্যন্ত ভট্টগ্রন্থের বিবরণাবলী হইতে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সময়ে শুদ্ধ মিবার কেন, সমগ্র ভারতভূমে এক নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে। যে দিন প্রচণ্ড মুসলমানবীরের গগনবিদারী শ্রবণভৈরব সিংহনাদে আর্য্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন, ভারতবর্ষের রাজমুকুট ভারতীয় আর্য্যনৃপতির মস্তক হইতে আচ্ছিন্ন হইয়া যবনশিরে স্থাপিত হইল; সেই দুর্দ্দিনে সমগ্র ভারতবর্ষে যে এক নূতন যুগ অবতীর্ণ হইল, তাহা কে না স্বীকার করিবে? বীরবর বাপ্পারাওলের ইরাণযাত্রা এবং সমরসিংহের সিংহাসনারোহণ-কালের মধ্যে চারিটী শতাব্দী অতীত হইয়াছে। এই চারিশত বৎসরের মধ্যে মিবারের সিংহাসনে সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ জন নরপতি আরূঢ় হইয়াছিলেন। ইহাঁদের শাসনসংক্রান্ত বিশিষ্ট বিবরণ ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে

যদিও পাওয়া যায় না; তথাপি যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তাঁহারা বীরবর বাপ্পার উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। তাঁহাদের অতুলনীয় কীর্ত্তিকাহিনী আজিও রাজস্থানের অনেক গিরিগাত্রে অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিতেছে।

আইতপুরের শিলালিপির সাহায্যে ইতিপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বাপ্পা ও সমরসিংহের মধ্যে শক্তিকুমার নামা জনৈক নৃপতি সম্বৎ ১০২৪ (খৃঃ ৯৬৮) অব্দে মিবারে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। এদিকে একখানি পুরাতন অত্যুৎকৃষ্ট জৈন পাণ্ডুলেখ্যে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ শক্তিকুমারের চারিপুরুষ পূর্ব্বে সম্বৎ ৯২২ (খৃঃ ৮৬৬) অব্দে আর একজন প্রতিষ্ঠাবান্ নরপতি চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন; তাঁহার নাম উল্লুট। খোমানরাস নামক একখানি পুরাতন কাব্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাপ্পা ও সমরসিংহের মধ্যবর্ত্তী কালে মিবাররাজ্য একবার মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। যে নরপতির রাজত্বকালে উক্ত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম খোমান। মহারাজ খোমান খৃঃ অঃ ৮১২ হইতে ৮৩৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এতৎ সময়ের ভারতীয় ইতিহাস নিবিড় তমসায় সম্পূর্ণভাবে সমাচ্ছন্ন; সুতরাং সেই অন্ধকারময় অতীত কালগর্ভে প্রবেশ করিয়া ভারতের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত উদ্ধার করা দুষ্কর। তবে ভট্টকবি এবং আইন-আকবরি ও ফেরিস্তা প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ এই অন্ধকারে অতি সামন্য আলোকস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে, আমরা তাহাদেরই সাহায্যে মিবারের ইতিহাস যথাসাধ্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অতএব অগ্রে আমরা বাপ্পার সন্তানসন্ততিগণের বিবরণে কিয়ৎকালের জন্য মনোনিবেশ করিলাম।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গিহ্লোটকুল সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতি শাখায় বিভক্ত। সেই চতুর্ব্বিংশতি শাখাকুলের মধ্যে কতকগুলি বাপ্পা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। চিতোর জয় করিবার অল্পকাল পরেই বীরবর বাপ্পারাওল সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে গমন করেন। সৌরাষ্ট্রের সন্নিহিত বন্দরদ্বীপ তৎকালে ইসফগুল * নামক জনৈক নরপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। মহারাজ ইসফগুলের একটী দুহিতা ছিলেন। বাপ্পা তাঁহার পাণি-গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া চিতোরে প্রত্যাগত হইলেন। সেই সময় দেববন্দরে বাণমাতা নামে এক দেববিগ্রহ ছিলেন। নবোঢ়া পত্নীর সহিত বাপ্পা সেই বাণমাতার পবিত্র প্রতিমা আপন সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। তিনি সেই পবিত্র দেববিগ্রহকে যে মন্দিরে স্থাপন করিয়াছিলেন, আজিও তাহা তথায় সমভাবে বিরাজিত রহিয়াছে; আজিও ভগবতী বাণমাতা মিবারের ভগবান একলিঙ্গের সহিত সমান পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

---

* বর্ণিত আছে যে, চৌলরাজ্য ইসফগুলকর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। অনেকে ইহাঁকে বাণরাজার পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দেববন্দরাধিপতি ইসফগুলের দুহিতার গর্ভে বাপ্পার অপরাজিত নামে একটী পুত্র সঞ্জাত হয়। ইতিপূর্ব্বে বাপ্পা দ্বারিকার নিকটস্থ কালিবাও নগরের প্রামার রাজার দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; তাঁহার গর্ভে বাপ্পার অশিল নামে একটী পুত্র সমুদ্ভুত হয়েন; তিনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। কিন্তু তিনি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে কালযাপন করিতেন বলিয়া চিতোরের রাজমুকুট প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। সুতরাং তৎকনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অপরাজিতই রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অশীল * পিতৃরাজ্য লাভ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তিনি সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে একটী স্বতন্ত্ররাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় একটী শাখাকুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার বংশধরগণ "অশীল গিহ্লোট" নামে অভিহিত হইলেন। ইহাঁরা কালক্রমে এতদূর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন যে, মোগলকুলতিলক সম্রাট আকবরের শাসনকালে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈনিককে সমরক্ষেত্রে সজ্জিত করিতে পারিয়াছিলেন। অপরাজিতের রাজত্বকালে আমরা কোন বর্ণনযোগ্য প্রয়োজনীয় ঘটনা দেখিতে পাই না। খলভোজ ও নন্দকুমার নামে অপরাজিতের দুইটী পুত্র সমুদ্ভূত হয়েন। উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তন বিধির অনুসারে জ্যেষ্ঠ খলভোজই পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাগদের উপত্যকা-ভূমিতে মহাত্মা টড্ একখানি শিলালিপির আবিষ্কার করেন। সেই শিলালিপিতে যে সকল বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, মহারাজ অপরাজিত একজন বীর্য্যবান্ নৃপতি ছিলেন। কনিষ্ঠ নন্দকুমার দারবংশীয় রাজা ভীমসেনকে সংহার করিয়া দক্ষিণাপথস্থিত তদীয় দেবগড় নামক রাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন।

মহারাজ খলভোজ † পরলোকগমন করিলে, প্রসিদ্ধ খোমান চিতোরসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। মিবারের ইতিহাসে খোমানের বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় নবমশতাব্দীর প্রারম্ভকালেই তিনি চিতোররাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরেই মুসলমানগণ তদীয় রাজ্য আক্রমণ করিল। স্বাধীনতার লীলানিকেতন পবিত্র চিতোরপুরী দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল; তদ্দর্শনে ভারতের তদানীন্তন ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ স্ব স্ব সেনাদল সমভিব্যাহারে চিতোররক্ষার্থ আগমন করিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে মহারাজ খোমান দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকুলের প্রচণ্ড বিক্রম যেরূপ অদ্ভুত বীরত্বসহকারে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন; তাহার যথার্থ বর্ণনাই খোমানরাসকাব্যের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কবির জীবন্ত বর্ণনা প্রভাবে এই সমরবিবরণ যেরূপ তেজস্বিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা তদ্গ্রন্থ পাঠ

* যে প্রাচীন পাণ্ডুলেখ্য হইতে এতদ্বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে; তাহার একস্থলে লিখিত আছে যে, অশীল আপন নামানুসারে একটী দুর্গকে অশীলগড় নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিজয় পাল। বিজয়পাল দেবীবংশীয় সংগ্রামের হস্ত হইতে কাম্বেরাজ্য আচ্ছিন্ন করিতে যাইয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

† খলভোজের অপর নাম কর্ণ। ইনিই মহর্ষি হারীতের আশ্রমে ভগবান্ একলিঙ্গদেবের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

না করিলে কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কথিত আছে; প্রচণ্ড শত্রুদল চিতোরপুরী আক্রমণ করিয়া গিহ্লোটরাজের নিকট কর প্রার্থনা করাতে মহারাজ খোমানের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল; তাঁহার প্রতিলোমকূপে জ্বলন্ত অনলকণা মহির্গত হইতে লাগিল। সদর্পে সদম্ভে—বিষম ঘৃণাসহকারে ম্লেচ্ছদিগের সেই জঘন্য প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া প্রচণ্ড নির্ঘোষে রণতূর্য্য নিনাদিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে ক্ষত্রিয়বীরগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ঘোরতর উৎসাহসহকারে শত্রুবিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বীরবর বাপ্পারাওলের "হৈমতপনমণ্ডিত লোহিত বিজয়-বৈজয়ন্তী" সদর্পে উদ্যত করিয়া ক্ষত্রিয়সেনা ম্লেচ্ছদিগের সহিত ঘোরসমরে প্রবৃত্ত হইল। দুরন্ত ম্লেচ্ছগণ অতি কুক্ষণে চিতোরনগর আক্রমণ করিয়াছিল; অতি কুক্ষণে তাহারা গর্ব্বমদে মত্ত হইয়া বীর খোমানের নিকট কর চাহিয়াছিল; আজি তাহারা সে প্রগল্‌ভতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইল। ক্ষত্রিয়ের বীরত্বসম্মুখে তাহাদিগের অধিকাংশ সমরক্ষেত্রে পতিত হইল; অবশিষ্ট সকলে প্রাণ লইয়া ছত্রভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিষ্কৃতি পাইল না। বিজয়ী খোমান তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহাদের সেনাপতি মহম্মদকে ধৃত করিলেন; এবং বন্দীভাবে চিতোরনগরে আনয়ন করিলেন।—কিন্তু এ মহম্মদ কোন্ মুসলমানবীরের প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? এই ঘটনার দুই শতাব্দী পরে যে প্রচণ্ড মুসলমানবীর গজনীর পর্ব্বত প্রদেশ হইতে ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নামের সহিত ইহার সম্যক্ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; তবে কি এই নামে কেবল এক ব্যক্তিকেই নির্দ্দেশ করিতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবার জন্য ভারতবর্ষের সহিত আরবদেশের তদানীন্তন সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইতেছে।

কি কুক্ষণেই ভারতবর্ষের রত্নশালিতা দুরন্ত ম্লেচ্ছগণের বিদ্বেষনয়নে পতিত হইয়া তাঁহাদের প্রচণ্ড দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তির উদ্রেক করিয়াছিল!—সেই নিকৃষ্টবৃত্তিকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া তাহারা শমনানুচরবেশে ভারতভূমে আপতিত হইয়াছে; এবং নৃশংস মূর্ত্তিধারণ করিয়া ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছে;—ভারতসন্তানদিগকে অসংখ্য যন্ত্রণায় আরোপ করিয়াছে;—ভারতের নগরগ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে! যৎকালে খলিফা ওমার বোগদাদের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, সেই সময়েই মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম ভারতক্ষেত্রে আপতিত হয়। গুর্জ্জর ও সিন্ধুরাজ্যই তখন ভারতের প্রধান বাণিজ্যস্থল। উক্ত দুই সমৃদ্ধরাজ্যের পণ্যদ্রব্য হস্তগত করিবার জন্য খলিফা ওমার প্রসিদ্ধ টাইগ্রেস নদের মোহানাদেশে বসোরানগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় বাণিজ্যসামগ্রীর সমৃদ্ধতা-দর্শনে তাহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে সে দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। যে স্বর্ণপ্রসূ ভূমিতে সেরূপ বহুমূল্য রত্ন ও পণ্যদ্রব্যরাজি উদ্ভূত হয়, তাহা দেখিবার জন্য এবং তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আবুল আয়েষ নামক সেনাপতির অধিনেতৃত্বে একটী বিশাল সেনাদল ভারতাভিমুখে প্রেরিত হইল। আবুল আয়েষ আপনার সেনাদল লইয়া সিন্ধুরাজ্যে আপতিত হইল।

কিন্তু আর্য্যসন্তানগণের বীর বিক্রম তখনও পর্য্যবসিত হয় নাই। ম্লেচ্ছগণের দুর্বৃত্ততা নিবন্ধন অল্পকাল মধ্যে আরোর নামক ক্ষেত্রে সেই আর্য্য বিক্রমবহ্নি প্রচণ্ড তেজে সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিল; দুরন্ত আয়েষ তাহাতে তৃণবৎ বিদগ্ধ হইয়া আশাপিপাসার শান্তি বিধান করিল। কিন্তু তাহাতেও খলিফাগণের দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি কিছুমাত্রও প্রশমিত হইল না। ওমারের পরলোকগমনে খলিফ ওসমান তৎসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। ওসমান বোগদাদের রাজাসনে সমারূঢ় হইয়াই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীন অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন; এদিকে, স্বয়ং তৎরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য একটী বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। কিছুকাল পরে খলিফা আলি বোগদাদ-সিংহাসনে সমারূঢ় হইলে তদীয় সেনাপতিগণ সিন্ধুরাজ্য জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা অনেক দিন তাহা অধিকার করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই। খলিফার মৃত্যুর পর তাহারা ঘটনাস্রোতের ঘোরতর আবর্ত্তে পতিত হইয়া ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পর খলিফা আবদুল মেলেকও খোরাসনের অধিপতি ইয়াজিদের শাসনসময়েও এইরূপে ভারতবর্ষজয়ের উদ্যোগ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে উদ্যোগ সফল হয় নাই। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল; ক্রমে বিধিলিপির অবশ্যম্ভাবী লিখনানুসারে ভারতের কঠোর ভবিতব্যতার নির্দ্দিষ্ট সময় কাল বিভাবরীরূপে ধীরে ধীরে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঐ সকল ঘটনার পর খলিফা ওয়ালিদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশাল সেনাদল সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। সে প্রচণ্ড আক্রমণ কেহই প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না; ক্রমে সিন্ধুরাজ্য তন্নিকটস্থ কতিপয় জনপদ তাঁহার করালগ্রাসে পতিত হইল। কথিত আছে, গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধিপতিগণও বিজয়ী ওয়ালিদের প্রচণ্ড বিক্রমে পরাহত হইয়া নিষ্কৃতিলাভের জন্য তাঁহাকে করদানে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় মুসলমান বীরদিগের পক্ষে স্বর্ণযুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা এই সময়ে ইহাদের বিক্রমবহ্নি যে প্রচণ্ডবেগে সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রতিরোধ করিতে যাইয়া অনেক পরাক্রান্ত নৃপতি পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়াছিলেন;—সে বিক্রমোচ্ছ্বাসের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে একবারে স্তব্ধীভূত হইতে হয়। এমন কি একবারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যমণ্ডলের দুইটী বিশালরাজ্য দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানদিগের জ্বলন্ত বিক্রমে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল। এদিকে সিন্ধুনদের সৈকতশায়ী দেবিলাধিপতি দাহিররাজের অধঃপতনের সহিত ভারতের সর্ব্বনাশের সূচনা হইল;—অপরদিকে বীরবর সম্রাট রডারিক রণস্থলে পতিত হইয়া আপনার বিপুল আন্দালুষরাজ্য ও গথরাজকুলের পর্য্যবসান সাধন করিলেন! এই উভয় ভয়াবহ ঘটনাই মুসলমানবিক্রমের অক্ষয় ও জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ জগতের ইতিহাসে শোণিতাক্ষরে অনন্তকালের জন্য লিখিত থাকিবে।

খলিফা ওয়ালিদের সেনাপতি বীরমহম্মদ বিনকাসিম হিজিরা ৯৯ (খৃঃ ৭১৮) অব্দের প্রারম্ভকালেই ভারতভূমে আপতিত হইয়া সিন্ধুরাজ দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন।

দেশবৈরী ম্লেচ্ছবীরের করাল গ্রাস হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য দাহিররাজ ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বার্থসংরক্ষণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই মুসলমান সেনাপতির হস্তে পতিত হইয়া তাঁহাকে আপনার রাজ্যধন, বীরগৌরব এমন কি জীবন পর্য্যন্ত আহুতি প্রদান করিতে হইয়াছিল। বিজয়ী বিনকাসিম জয়ার্জ্জিত ও লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রীর সহিত ক্ষত্রিয়রাজ দাহিরের দুইটী লাবণ্যবতী দুহিতাকে যবনরাজসমক্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দুই ক্ষত্রিয়কুমারী হইতেই সেনাপতির সর্ব্বনাশ-সাধন হইয়াছিল। আইন-আকবরি ও ফেরিস্তাগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সেই দুই রমণীরত্ন দামাস্কাশ-নগরে নীত হইলে খলিফা তাহাদের অনুপম রূপলাবণ্যের বিষয় শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার জয়োল্লাসিত হৃদয় আরও দ্বিগুণতর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই দুই সুন্দরী রমণীর অপ্রমেয় লাবণ্যরাশি উপভোগ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে পাপতৃষার উদয় হইল। প্রমোদভবনে গমনপূর্ব্বক যবনরাজ জ্যেষ্ঠা রাজনন্দিনীকে আপনার সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ অচিরে পরিপালিত হইল! পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলের কমলিনী কামোন্মত্ত বারণসদৃশ নির্দ্দয় যবনের সম্মুখে নীত হইলেন!—নিঃসহায়া—নিরাশ্রয়া—অনাথিনী রাজপুতরমণী পাপম্লেচ্ছের বিলাসভোগ্যা হইবার জন্য কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরিত হইলেন! কে রক্ষা করিবে?—সিন্ধুরাজ দাহিরের পবিত্র কুলকে অনন্ত কলঙ্ক হইতে কে ত্রাণ করিবে?—যায়—রাজপুতকুলসম্ভ্রম বুঝি অনন্ত কলঙ্কপ্রবাহে একবারে ভাসিয়া যায়!—জ্যেষ্ঠা রাজনন্দিনী ম্লেচ্ছগ্রাস হইতে আপনার পবিত্রতম সতীত্বরত্ন রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। যবনরাজের সম্মুখে নীত হইবামাত্র তিনি রোদন করিতে করিতে বলিলেন; "মহারাজ! আমাকে স্পর্শ করিবেন না। এ দেহ আপনার করস্পর্শের যোগ্য নহে! দুর্ম্মতি কাসিম বলপ্রয়োগে ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে।" এই রোমহর্ষক বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র খলিফার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, প্রতিলোমকূপ হইতে যেন জ্বলন্ত অনলকণা উদ্গত হইতে লাগিল। তিনি অচিরে কাসিমের বিরুদ্ধে এই কঠোরতর দণ্ড আদেশ করিলেন; "কাসিমকে জীবিতাবস্থায় দুর্গন্ধময় আমচর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া শীঘ্র রাজধানীতে আনয়ন কর।" অনতিবিলম্বে এই কঠোতর দণ্ডাজ্ঞা পরিরক্ষিত হইল। হতভাগ্য কাসিম খলিফার রোষানলে পতিত হইয়া আপনার জীবন ও বিজয়গৌরব আহুতি প্রদান করিল! পবিত্রহৃদয়া রাজপুতসতী কৌশল করিয়া আপনার পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। যবনরাজ্যের সার্ব্বভৌম অধিপতি সে কৌশল ভেদ করিতে পারিলেন না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর যবনগণ ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া কোন হিন্দু রাজ্য হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়াছিল কি না, তদ্বিবরণ কোন ইতিহাসগ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয় না। কেবল এই মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, ওয়ালিদের পরবর্ত্তী আলমনসুরের শাসনকালে তদীয় সেনাপতি ইয়াজিদ বিদ্রোহী হওয়াতে, সম্রাটের রোষবহ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তৎপুত্র সিন্ধুদেশে পলায়ন করিয়াছিল। ফলতঃ এ অতি সামান্য। সুতরাং

এতদ্বিষয়ের আন্দোলন নিতান্ত অনাবশ্যকীয়। আলমনসুর যে সময়ে খলিফা আব্বাসের প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তখন সিন্ধুরাজ্য ও ভারতীয় অন্যান্য পশ্চিম রাজ্য তাঁহার শাসনে অবস্থিত ছিল *। তাঁহারই শাসনসময়ে বীরবর বাপ্পা রাওল স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইরাণদেশে গমন করিয়াছিলেন।

---

* সমসাময়িক গিহ্লোট ও মুসলমান নৃপতিগণের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

গিহ্লোট।	আবির্ভাব-কাল।		মুসলমান।	আবির্ভাব-কাল।	
	সম্বৎ।	খৃষ্টাব্দ।		হিজিরা	খৃষ্টাব্দ।
বাপ্পার জন্ম	৭৬৯	৭১৩	বোগ্দাদের খলিফাগণ		
			ওয়ালিদ (১১শ খলিফা)	৮৬—৯৬	৭০৫—৭১৫
তৎকর্ত্তৃক চিতোরাধিকার	৭৮৪	৭২৮			
			ওমার দ্বিতীয় (১৩শ ঐ)	৯৯—১০২	৭১৮—৭২১
— মিবার-শাসন	—	—			
			হুষাম (১৫শ ঐ)	১০৪—১২৫	৭২৩—৭৪২
— চিতোর-ত্যাগ	৮২০	৭৬৪			
			আলমানসুর (২১শ ঐ)	১৩৬—১৫৮	৭৫৪—৭৭৫
অপরাজিত					
খলভোজ	—	—	হারুণ-আল-রসিদ (২৪শ ঐ)	১৭০—১৯৩	৭৮৬—৮০৯
খোমান	৮৬৮—৮৯২	৮১২—৮৩৬	আল-মামুন (২৬শ ঐ)	১৯৮—২১৮	৮১৩—৮৩৩
ভর্ত্তৃভাট					
সিংহজি					
উল্লুট					
নরবাহন					
শালবাহন			গজনীর নৃপতিগণ।		
শক্তিকুমার	১০২৪	৯৬৮	আলেপ্তেগিঁ ...	৩৫০	৯৫৭
অম্বপ্রসাদ					
নরবর্ম্ম	—	—	সবক্তগিঁ ...	৩৬৭	৯৭৭
যশোবর্ম্ম	—	—	মহম্মদ	৩৮৭—৪১৮	৯৯৭—১০২৭

ভুবনবিদিত নৃপতিরায় শার্লেমানের সমকালীন প্রসিদ্ধ হারুণ-আল-রসিদ আপন পুত্রগণের মধ্যে নিজরাজ্য ভাগ করিয়া দিবার সময় দ্বিতীয় পুত্র আলমামুনের হস্তে খোরাসন, জাবালিস্থান, কাবুলিস্থান, সিন্ধু ও ভারতবর্ষ অর্পণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর হারুণের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই আলমামুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ৮১৩ খৃঃ অব্দে আপনি রাজ্যেশ্বর হইলেন। মামুন ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপন শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজ্যাধিকারের সমসময়েই মহারাজ খোমান চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। উদয়পুরের রাজভবনস্থ ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খোরাসনাধিপতি "মামুদ" (মহম্মদ) জাবালিস্থান হইতে আগমন করিয়া চিতোরনগর আক্রমণ করিয়াছিল। এই আক্রমণসম্বন্ধে যে কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে খলিফাদিগের ইতিহাসগ্রন্থে কোন খোরাসনপতি মামুদেরই নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; এতন্নিবন্ধন বোধ হয় অনুলিপি[illegible]দিগের প্রমাদবশতঃ মামুনের পরিবর্ত্তে "মামুদ" নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উক্ত ঘটনার পরবর্ত্তী বিংশতি বৎসরের মধ্যে ভীমবিক্রান্ত মুসলমান বীরগণ ভারতবর্ষে আর প্রবেশ করে নাই। সেই সময় হইতেই তাহাদের প্রচণ্ড প্রতাপ ক্রমে ক্রমে হীনতেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের যে সমস্ত প্রদেশ তাহারা অধিকার করিতে পারিয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র সিন্ধু ভিন্ন আর আর সমস্ত রাজ্যই ক্রমে ক্রমে তাহাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন (খৃঃ অঃ ৮৫০) হারুণের পৌত্র মোতাবেকেল বোগদাদের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। মোতাবেকেলের পরলোকগমনের পর তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের প্রাচীনরাজ্য ক্ষয়িতমূল জীর্ণ শালতরুর ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে ইহার আভ্যন্তরীন বলবীর্য্য একবারে নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে এতৎরাজ্যের যে শোচনীয় অধঃপতন হইল, তাহা শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে বোগদাদের খলিফাগণের বীরবিক্রমে একদা য়ুরোপ ও আসিয়াখণ্ড বিলোড়িত হইয়াছিল, তাঁহাদের রাজ্য অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় প্রকাশ্যস্থলে বিক্রীত হইল! যিনি উচ্চতম পণদানে সক্ষম, তিনিই তাহা ক্রয় করিতে পারিলেন।

যে দিন বোগদাদরাজ্যের উক্তরূপ শোচনীয় নিদারুণ অধঃপতন হইল, সেই দিন ভারতের সহিত খলিফাকুলের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।—সেই দিন ভারতভূমি দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানদিগের ভীম পদাঘাত হইতে কিছুকালের জন্য নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও অতি সামান্য; কেননা তাহার পর স্বল্পদিনের মধ্যেই ভারতের ভাবী সর্ব্বনাশের বীজরোপণ করিবার জন্য খোরাসনের শাসনকর্ত্তা সবক্তগিঁ * ঘোরতর বিক্রমের

---

* মহোদয় টড্ সাহেব বলিয়াছেন যে, সবক্তগিঁর পিতার নাম আলেপ্তেগিঁ; কিন্তু দিগায়েন, দি হারবিলট ও ব্রিগ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত মতাবলম্বন করিয়া মহাত্মা এলফিন্‌ষ্টোন প্রমাণ করিয়াছেন যে, বস্তুতঃ সবক্তগিঁ সর্ব্বাদৌ আলেপ্তোগিঁর অধীনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তুর্কিস্থানবাসী কোন বণিকের নিকট আলেপ্তেগিঁ তাঁহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিশেষ গুণ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে উচ্চপদে সংস্থাপন পূর্ব্বক তৎকরে আপন দুহিতাকে অর্পণ করেন। অবুলফিদা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, আলেপ্তেগিঁ সবক্তগিঁর

সহিত ভারতবর্ষে আপতিত হইল। হিজিরা ৩৬৫ (খৃঃ ৯৭৫) অব্দে সবক্তগিঁ সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতভূমে প্রবেশ করিল; তাহার প্রচণ্ড বিক্রমসম্মুখে কতশত হিন্দু পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল;—কত হিন্দুসন্তান জীবনরক্ষার্থে আপনাদিগের সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলামের ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। এই শতাব্দীর শেষভাগে দুর্দ্ধর্ষ সবক্তগিঁ আর একবার ভারতভূমি আক্রমণ করিয়াছিল,—আর একবার তাহার বিজয়ী সৈনিকগণ কোরাণ ও তরবার হস্তে যমদূতবেশে ভারতসন্তানদিগকে ঘোরতররূপে উৎপীড়ন করিয়া নৃশংসতা ও কঠোরহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু সেইবার ভারতের যে মহানিষ্ঠের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে আজিও হৃদয় উচ্ছ্বসিত শোকবেগে আকুলিত হইয়া উঠে। সবক্তগিঁর সেই শেষ আক্রমণে তাহার তনয়—ভারতের প্রচণ্ড রাহু—দুরন্ত "মামুদ" (মহম্মদ) তৎসমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন তা[illegible] বয়ঃক্রম অতি অল্প;—কিন্তু সেই সুকুমার বয়সেই মহম্মদ পিতার অনর্থকর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পড়িল। ভারতের রত্নশালিতা অবলোকন করিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ-কল্পনা সেই সময় হইতেই সে হৃদয়ে পোষণ করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্টসাধনে তৎপর হইল। তাহার সেই পৈশাচিকী কল্পনার পরিতৃপ্তিসাধনে ভারতের যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল, আজও তাহার শোচনীয় নিদর্শন ভারতের স্থানে স্থানে বিরাজিত রহিয়াছে; আজিও সোমনাথ, চিতোর ও গির্ণারের দেবমন্দিরসমূহ তাহার সেই দুর্লিপ্সা ও পাশবী প্রবৃত্তির কলঙ্ককাহিনী জগতে বিঘোষিত করিতেছে। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মহম্মদ দ্বাদশবার দ্বাদশটী শমনের মূর্ত্তিতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিল, ভারতের নগর গ্রাম ও চৈত্যাদি চূর্ণবিচূর্ণিত করিয়া দিল, ভারতকে ভীষণ শ্মশানভূমিতে পরিণত করিল! সেই উপর্য্যুপরি দ্বাদশটী ভীষণ আক্রমণে ভারতের হৃদয়ে যে গভীর অস্ত্রলেখা অঙ্কিত হইল, তাহা অদ্যাবধি কেহই অপনয়ন করিতে পারিল না। যে দিন সেই হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানবীর সর্ব্বসংহারক মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া জগতে, পিশাচোচিত নৃশংসতা, স্বার্থপরতা ও কঠোরহৃদয়তার আদর্শ রাখিয়া গেল, আজি তাহা অনন্তকালগর্ভে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে গজনীনগরীকে সজ্জিত করিবার জন্য তিনি ভারতের অমরাবতীতুল্য রাজধানীনিচয়ের অলঙ্কাররাজি অপহরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই সাধের গজনীনগরী—একদা যাহা তদপহৃত ভারতীয় মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত হইয়া তদানীন্তন যবনরাজ্যের "বরণীয়া সীমন্তিনী" স্বরূপ হইয়াছিল,—আজি মরুভূমিতে অতি শোচনীয় রূপে অবলুণ্ঠিত হইতেছে; যেন সেই ভগ্নাবশেষ-

---

করে আপনার কন্যাকে সমর্পণ করিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে আপনার উত্তরাধিকারিত্বে বরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ফেরিস্তাগ্রন্থে অন্যরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফেরিস্তার মতে;—আলেপ্তেগির ইসাথনামে একটী পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর ইসাথই গজনীর শাসনকর্ত্তৃত্বে অভিষিক্ত হয়েন; কিন্তু অল্পদিন পরে তিনি পরলোকগত হইলে সবক্তগিঁ তৎপদে সংস্থাপিত হইয়া আলেপ্তেগিঁর দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন।

Elphinstone's History of India. P. 320.

রাশির মধ্য হইতে প্রকৃতিসতী উচ্চগম্ভীরকণ্ঠে বলিতেছেন "মানব কয়দিনের জন্য ?—দর্প, গর্ব্ব ও অহঙ্কার কয়দিনের জন্য ?"

হিজিরা প্রথম শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত খলিফাদিগের সহিত ভারতীয় নৃপতিগণের যে স্বল্পতর সম্বন্ধের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রদত্ত হইল। সুতরাং আবশ্যকবোধে আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত হইতে অপসৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার পুনর্বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মৌর্য্যবংশীয় চিতোরাধিপ মহারাজ মানসিংহের রাজত্বকালে ম্লেচ্ছগণ তদীয় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল এবং সেই সময় হইতে বীরবর বাপ্পার অভ্যুন্নতির সূত্রপাত হয়। বোধ হয় ইয়াজিদ সেই ম্লেচ্ছগণের অধিনায়ক ছিলেন; অথবা মহম্মদ বিনকাশিম সিন্ধুদেশ হইতে আগমন করিয়া মানরাজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ কোন্ মুসলমান বীর যে, চিতোরনগরে আপতিত হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন; কেন না মুসলমান ইতিহাসবিদ্‌গণের গ্রন্থে সে যুদ্ধঘটনার কোনরূপ বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না। যে সকল সমরব্যাপারে খলিফাগণ অথবা তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাপতিগণ হিন্দুদিগের উপর জয়লাভ করিতে পারিয়াছিল, মুসলমান ইতিহাসবেত্তৃগণ কেবল সেই সমুদায়ের বিবরণ আপনাপন ইতিহাসগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পরন্তু খলিফার অধীনস্থ সেনাপতিগণ এবং বিদ্রোহী প্রতিনিধিগণ সময়ে সময়ে যে, ভারতক্ষেত্রে আপতিত হইয়াছিল, তাহারও কোন বিবরণ মুসলমান ইতিহাসসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বজাতির অগৌরব অথবা অবমাননা অপ্রকাশিত রাখিবার জন্য বোধ হয় তাঁহারা সে সকল বিবরণ প্রকটিত করেন নাই। সেই সমস্ত সংগ্রামবৃত্তান্ত একমাত্র ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে *। যদিও তৎসমুদায় একপ্রকার অবিস্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি অনুসন্ধান করিলে তন্মধ্য হইতে প্রচুরতর ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগৃহীত

* ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রৌসেন-আলি নামে জনৈক ফকির গড়বিটলীতে (আজমীরের প্রাচীন নাম) প্রবেশ করিয়া তত্রত্য নৃপতির নবনীপাত্রে হস্ত প্রবিষ্ট করায় রাজার অনুমতিক্রমে তাহার করাঙ্গুলি ছিন্ন হইয়াছিল। ঐ কর্ত্তিত অঙ্গুলি শূন্যপথে উড্ডীন হইয়া মক্কায় উপস্থিত হয়। তৎপরে খলিফার নিকট তাহা নীত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা চিনিতে পারিলেন এবং হিন্দুরাজের সেই অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য একটী সেনাদল সজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সেই সেনাদল অশ্বারোহী বণিকদলের ছদ্মবেশে আজমির নগর আক্রমণ করিল। এই বিবরণের কল্পনাজাল বিযুক্ত করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে, মুসলমানধর্ম্মের প্রথম প্রচারক রৌসেন-আলি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলে আজমিররাজ কোন প্রকারে তাঁহার অপমান করিয়াছিলেন; খলিফা সেই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজপুত নৃপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কথিত আছে যে, সেই যবনাক্রমণকালে অজয়পাল নামক জনৈক রাজপুতনৃপতি আজমিরের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। পোতারোহণে মুসলমানদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহারাজ অজয়পাল কচ্ছোপকূলস্থ অঞ্জর নামক নগরে সসৈন্যে সত্বর গমন করিলেন। তথায় উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। কিন্তু তিনি মুসলমানদিগের প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া যুদ্ধস্থলে পতিত হইলেন। সেই সমরাঙ্গণে একটী বেদিকা নির্ম্মিত হইল। সেই বেদিকার উপরিভাগে মহারাজ অজয়পালের একটী প্রস্তরোৎকীর্ণ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইল। সে প্রতিমূর্ত্তি অশ্বারূঢ়—হস্তে একটী ভল্ল সমুদ্যত। উক্ত স্থানে "অজয়পালের মেলা" নামে একটী বার্ষিক প্রদর্শিনী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রদর্শনী-উপলক্ষে তথায় জনতা ও মহাসমারোহ হয়।

হইতে পারে। ঐ সমস্ত খলিফাদিগের শাসনসময়ে ভারতে এক প্রলয়ঙ্কর নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছিল। কতশত রাজ্য বিধ্বস্ত ও উৎসাদিত হইয়া গিয়াছিল; কতশত হতভাগ্য নৃপতি রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন। তখন চারিদিকেই মহামার,—চারিদিকেই গণ্ডগোল, চারিদিকেই প্রজাকুলের হৃদয়বিদারক হাহাকার-রব! যে দুর্দ্দান্ত মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতে এই সমস্ত ভয়ানক অনর্থ উদ্ভাবিত হইত, তাহার সম্বন্ধে হিন্দু ইতিহাস সমূহে নানাপ্রকার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। সেই হিন্দুবৈরী দুর্দ্দান্ত মুসলমান কোথায় দৈত্য, কোথায় রাক্ষস এবং কোথায়ও বা ঐন্দ্রজালিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; কখনও সে সিন্ধুরাজ্য হইতে আপতিত, কখনও বা পোতারোহণে সমুদ্রপথে আগমন করিয়াছে। ফলতঃ ভারতের শান্তিবিঘাতক, সে প্রচণ্ড বৈরী যে কে, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত শ্রুত হইয়া থাকে।

গিহ্লোট, চৌহান, সৌর ও যাদবদিগের ইতিহাসগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সম্বৎ ৭৫০ হইতে ৭৮০ (খৃঃ অঃ ৬৯৪—৭২৪) পর্য্যন্ত উক্ত নৃপতিকুলের রাজ্যমধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সমস্ত বিপ্লব যে, কাহাকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। কথিত আছে, হিজিরা ৭৫ (সম্বৎ ৭৫০) অব্দে যদুবংশীয় জনৈক ভট্টিনৃপতি আপনার রাজধানী শালপুর হইতে দূরীকৃত হইয়া শতদ্রুর পূর্ব্বপারস্থ মরুভূমিমধ্যে আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে শত্রু তাঁহাকে এরূপ শোচনীয় দশায় পাতিত করিয়াছিল, ভট্টগ্রন্থে সে "ফরিদ" নামে অভিহিত হইয়াছে। এদিকে আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজমীরের চৌহানরাজ মাণিকরায় ঠিক এই সময়েই শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে স্বদেশরক্ষার্থে সমরাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন *।

পঞ্জাব-প্রদেশস্থ সিন্ধুসাগর নামক দোয়াব এই সময়ে খিচীবংশীয় প্রথম নৃপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল, এবং হারকুলের পূর্ব্বপুরুষগণ গোলকুণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন; ইঁহারা উভয়েই আপনাপন রাজ্য হইতে ঠিক এক সময়েই বিতাড়িত হয়েন। যে শত্রু ইঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিয়াছিল, ভট্টগণ তাহাকে দানব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাহার নাম "গর্-আরাম" অর্থাৎ বিশ্রামহীন। কথিত আছে যে, গঙ্গোত্রির নিকটস্থ "গজলিবন্দ" (গজারণ্য) নামক কোন একটী পার্ব্বত্যপ্রদেশ সেই অসুর ভারতক্ষেত্রে আপতিত হইয়াছিল। আবার পত্তননগরের প্রতিষ্ঠাতার পূর্ব্বপুরুষও ঠিক এই ভীষণ বিপ্লবকালে সৌরাষ্ট্রের উপকূলস্থ দ্বীপবন্দর হইতে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্য! এককালে ভারতের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিতে কাহার বিদ্বেষনয়ন পতিত হইয়াছিল?

---

* বর্ণিত আছে যে, সেই যবনাক্রমণ-কালে মহারাজ মাণিকরায়ের শিশুতনয় লোট দুর্গ-প্রাকারের উপরিভাগে খেলা করিতেছিল; এমন সময় শত্রুপক্ষ হইতে কোন ব্যক্তি একটী শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিল। রাজকুমার লোটের চরণে এক প্রকার রৌপ্যালঙ্কার ছিল; চৌহানগণ সেই অবধি সেই অলঙ্কার আর ব্যবহার করেন না। রাজপুত শিশুগণের অপঘাত মৃত্যু হইলে তাহারা "পুত্রক" সংজ্ঞক দেবতামধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। তদবধি লোটও সেই দেবতামধ্যে গৃহীত হইলেন। রাজপুতরমণীগণ আজ পর্য্যন্ত লোটের পূজা করিয়া থাকে।

কে ভারতে এই মহাবিপ্লব উত্থাপন করিয়া ভারতসন্তানদিগকে শান্তিসুখ হইতে বিচ্যুত করিয়াছিল? হিন্দু ঐতিহাসিকদিগের লিপিদ্বারা এরূপ সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। মুসলমান-ইতিহাসে অবগত হওয়া যায় যে, ইয়াজিদ ঠিক এই সময়েই খলিফার প্রতিনিধিরূপে খোরাসনরাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন; এবং খলিফা ওয়ালিদের বিজয়িনী সেনা গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তৎকালে অন্য কোন মুসলমান নৃপতির প্রাদুর্ভাবের বিবরণ কোন গ্রন্থে বর্ণিত নাই। ইহাতে বোধ হয় ইয়াজিদ, কিম্বা কাসিম, অথবা ওয়ালিদের অন্য কোন প্রতিনিধি বা সেনানায়ক ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া এই সকল অনর্থ উদ্ভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু প্রায় সকল মুসলমান-ইতিহাসেই ইয়াজিদ ও কাসিমেরই বিশেষ বিশেষ অভিযানের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়; অতএব নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হয় ইয়াজিদ, না হয় কাসিম ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণকে উক্তরূপে উৎপীড়ন করিয়াছিল। চিতোরেশ্বর মৌর্য্য মানরাজাকে সাহায্য দান করিবার জন্য যে সমস্ত নরপতি অসিধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামাবলি পাঠ করিলে আমাদের এরূপ অনুমানের সত্যতা অনেকাংশে উপলব্ধ হইতে পারিবে। মহারাজ মান যে মৌর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। উক্ত মৌর্য্যের মূলবংশজাত প্রমারনৃপতিগণই তৎকালে ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতি ছিলেন। ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত প্রমাররাজগণ কখন উজ্জয়িনীতে এবং কখনও বা চিতোরে আপনাদের রাজপীঠ স্থাপন করিতেন *।

সেই ভীষণ বিপ্লবকালে যবনাক্রমণ হইতে স্বাধীনতার লীলানিকেতন চিতোরপুরীকে রক্ষা করিবার জন্য যেসমস্ত নৃপতিগণ মানরাজার সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামাবলি বক্ষ্যমান ক্রমানুসারে প্রকটিত হইল। আজমির, সৌরাষ্ট্র ও গুর্জ্জরের নৃপতিগণ; হূনরাজ অঙ্গুটসিংহ; উত্তরদেশাধিপতি বুসা; জারিজা-রাজকুমার শিব; জঙ্গলদেশপতি জোহিয়ারাজ এবং অশ্বরিয়া, শিপৎ, কুহুলর, মালুন, ওহিল ও হুল প্রভৃতি অন্যান্য সামান্য সামান্য অধিপগণ মহোৎসাহসহকারে স্ব স্ব সেনাদল লইয়া দেশবৈরী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অনেক নরপতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহাদের বংশ এক্ষণে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এই সকল নৃপতির মধ্যে "দেবিলদেশপতি দাহিরই" বিশেষ প্রসিদ্ধ। যদিও অনুলিপিকরদিগের প্রমাদবশতঃ এই দেবিলের পরিবর্ত্তে তুয়াররাজধানী "দিল্লি" সন্নিবেশিত হইয়াছে; তথাপি সেনাপতি কাসিমের যুদ্ধবিবরণে উক্ত দাহিররাজের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া

* মৌর্য্যনৃপতির রাজসভায় যে সামন্তগণ উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, প্রতীতি হয় যে, মহাকবি চাঁদভট্ট রামপ্রামারের অধিনস্থ যে সামন্তগণের বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কেননা প্রামারগণই তৎকালে ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। সিলিযুকসের সমকালীন গ্রীক্-ইতিহাস-বেত্তৃগণের গ্রন্থ পাঠ করিলে এ বাক্যের সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। কথিত আছে; গ্রীকরাজ সিলিয়ুকস মহারাজ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের করে আপনার দুহিতাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত এক সুদৃঢ় সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; অপিচ রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের অধীনে যে, অনেকগুলি বেতনভোগী গ্রীকসৈনিক অবস্থিত ছিল; তাহা গ্রীকদিগের ইতিহাসগ্রন্থে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

যায়। সিন্ধুরাজ দাহির, কাসিমকর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার পুত্র চিতোরনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পিতৃঘাতী যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সেই প্রচণ্ড ম্লেচ্ছাক্রমণ হইতে চিতোরপুরী রক্ষা করিবার জন্য বীরবালক বাপ্পাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রবল বিক্রমে শত্রুকুল পরাভূত হইয়া সৌরাষ্ট্র ও সিন্ধুরাজ্যের মধ্য দিয়া পলায়ন করিয়াছিল। বিজয়ী বাপ্পা তাহাদিগের অনুসরণ করিতে করিতে পিতৃরাজ্য গজনীতে উপস্থিত হয়েন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সেলিম-নামধেয় জনৈক ম্লেচ্ছ নরপতি তৎকালে গজনীর সিংহাসনে সমারূঢ় ছিল;—বাপ্পা তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদুপরি আপনার ভাগিনেয়কে সংস্থাপন করেন এবং উক্ত যবনরাজের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া অবশেষে চিতোরনগরে প্রত্যাগত হয়েন। বোধ হয়, সেই যবনকুমারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই রাজপুতরাজ বাপ্পা পরিণত বয়সে মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা মহারাজ খোমানের শাসনকালীন (খৃঃ অঃ ৮১২—৮৩৬) যবনবিপ্লবের সমালোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ভীষণ আক্রমণের অধিনায়ক "খোরাসনপতি মামুদ" (মহম্মদ) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন বটে; কিন্তু এ মহম্মদ যে কে, তাহার সম্যক্ অনুশীলন এক্ষণে বিশেষ আবশ্যক। এই ভয়াবহ যবনাক্রমণ হইতে চিতোরপুরীকে রক্ষা করিবার জন্য যে সমস্ত হিন্দুনৃপতি আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামতালিকা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই "খোরাসনপতি মামুদ" শবক্তগির পরাক্রান্ত তনয় মামুদের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঠিক এই সময়েই খলিফা হারুণ-আল-রসিদ আপন পুত্রদিগকে স্বরাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; এবং সেই বিভাগানুসারে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র মামুন খোরাসন, সিন্ধুদেশ এবং ভারতীয় যবনরাজ্য সকল প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত মামুন যখন খোরাসনের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তখন বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবে যে, উক্ত মামুনের পরিবর্ত্তে অনুলিপিকরগণ মামুদ (মহম্মদ) নাম সন্নিবেশিত করিয়াছে। এ সময়ের বৃত্তান্ত অতি অল্প পরিমাণেই ইতিহাসে বর্ণিত আছে; যাহা আছে, তাহাও এক প্রকার নীরস; কেননা তন্মধ্যে কতকগুলি হিন্দুনৃপতির নামের তালিকামাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নীরস ও অপ্রীতিকর হইলেও প্রয়োজনবোধে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"গজনী হইতে গিহ্লোট; আশীর হইতে তক্ষক; নদালয় হইতে চৌহান; রাহিরগড় "হইতে চালুক; সেট-বন্দর হইতে জিরকের; মুন্দর হইতে খৈরবী; মঙ্গরোল হইতে "মাক্‌বাহন; জিতগড় হইতে জোরিয়া; তারাগড় হইতে রেবর; নরাবার হইতে কুশাবহ; "শনচর হইতে কালুম; যোয়েনগড় হইতে দশানো; আজমির হইতে গড়; লোহাদুর্গর হইতে "চন্দনাও; কাসুন্দি হইতে দর; দিল্লি হইতে তুয়ার; পত্তন হইতে রাজধর সৌর; ঝালোর "হইতে শনিগুরু; শিরোহী হইতে দেবর; গাগরৌণ হইতে খীচি; যুনাগড় হইতে যদু; "পত্রি হইতে ঝালা; কণোজ হইতে রাঠোর; চুটিয়ালা হইতে বল্ল; পরাণগড় হইতে

গোহিল; যশলগড় হইতে ভট্টি; লাহোর হইতে বুসা; রোণিজা হইতে শঙ্কলা; খেরলিগড় হইতে শিহুত; মণ্ডলগড় হইতে নকুল; রাজোর হইতে বীরগুর্জর; কর্ণগড় হইতে চাঁদৈল; শিকর হইতে শিকরবল; অমরগড় হইতে জৈত্ব; পল্লী হইতে বীরগোট; খনতুরগড় হইতে জারিজা; জীরগা হইতে ক্ষীরবর এবং কাশ্মীর হইতে পুরীহর *।”

---

* সেই ভীষণ যবনবিপ্লবকালে যে সমস্ত হিন্দু-নৃপতিগণ মহারাজ খোমানের সহায়তা করিবার জন্য শত্রু-বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের তালিকা প্রদত্ত হইল। এক্ষণে আমরা ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গজনী হইতে যে গিহ্লোটরাজ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে প্রচুর আলোচনা হইয়াছে এবং এই কারণনিবন্ধন আশীরগড়াধিপতি তক্ষকের সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিব না। যে আশীরগড়ে তক্ষকরাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন, আজি তাহা ব্রিটিষরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। নদাল হইতে যে চৌহান সমাগত হইয়াছিলেন, তিনি আজমীরের রাজবংশের অন্যতম শাখাকুলে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারাই গোত্রে ঝালোরের শনিগুরু এবং শিরোহীর দেবরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১) সেটবন্দর মালাবার-উপকূলে স্থাপিত; কিন্তু ইহার অধিপতি জিরকের সম্বন্ধে কোন বিবরণই পাওয়া যায় না।

(২) মুন্দর হইতে আগত থৈরবীর সম্বন্ধে যে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে এইমাত্র বুঝা যাইতে পারে, ইহা প্রমারকুলের একটী শাখা মাত্র।

(৩) দর এবং তদীয় রাজধানী দণ্ডন্দির (কাসুদি) সম্বন্ধে যাহা প্রকটিত আছে, তাহাতে এইমাত্র নিরূপিত হইতে পারে যে, উক্ত নগর গঙ্গাতীরে কনোজের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিত।

(৪) ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে যে, কোন ভট্টগ্রন্থেই দিল্লির তুয়ার রাজের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, এই সমরব্যাপার সংঘটিত হইবার শতবৎসর পূর্ব্বে প্রথম অনঙ্গপাল কর্ত্তৃক দিল্লিনগরী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৫) ঝালোর হইতে যে শনিগুরুরাজ আগমন করিয়াছিলেন, তিনি চৌহানের অন্যতম শাখাকুলে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ কত কাল ধরিয়া যে, উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

(৬) যুনাগড় (গির্ণার) হইতে যে যাদবরাজ আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহার বংশধরগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত জনপদের আধিপত্যে অবস্থিত ছিলেন।

(৭) লাহোর হইতে যে বুসারাজ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত কুলবিবরণ কোন গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয় না। ফেরিস্তায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যৎকালে মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আপতিত হয়, তখন লাহোরের আধিপত্যে কোন হিন্দু নরপতি অবস্থিত ছিলেন; কিন্তু তিনি যে কে, এবং কোন্ কুলে সমুদ্ভূত, তদ্বিবরণ তাহার কোন স্থলেই প্রকটিত নাই। খলিফা আলমানসুরের শাসনকালে (পৃঃ অঃ ৭৬১) পেশাওয়ার ও কারমানের অধিবাসী আফগানগণ এতদূর প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা সিন্ধুনদ পার হইয়া লাহোরের হিন্দু নরপতির হস্ত হইতে অনেক রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। উক্ত আফগানগণ তখনও ইসলামের ধর্ম্ম অবলম্বন করে নাই। লাহোর-রাজের সহিত তাহাদের উক্ত বিগ্রহ ব্যাপারেই খলিফার সেনাপতিগণ তাহাদিগকে সহায়তা দান করিবার জন্য জাবালিস্থানে আগমন করিয়াছিল। কথিত আছে, লাহোরাধিপ হিন্দুরাজ তাহাদিগের কর্ত্তৃক এত উত্যক্ত হইয়াছিলেন যে, অনধিক পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি সপ্ততিবার তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শেষ যুদ্ধে আফগানগণ পরাস্ত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। সন্ধিপত্রে এই রূপ স্থিরীকৃত হইল যে, সিন্ধুনদের পশ্চিম প্রান্তস্থিত সমস্ত প্রদেশ তাহাদিগের করে অর্পিত হইবে এবং যাহাতে বিদেশীয় শত্রুগণ সহসা ভারতক্ষেত্রে আপতিত হইতে না পারে, তজ্জন্য কোহি-দামন গিরিপথে একটী বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে তথায় রক্ষক স্বরূপ অবস্থিত থাকিতে হইবে। তদনুসারে উক্ত গিরিপথের শীর্ষস্থানে বির্দ্ধ্যান্ত খাইবার দুর্গ নির্ম্মিত হইল। লাহোরের নৃপতির সহিত আফগানগণ এই সন্ধিবন্ধনে অনেক দিন অবধি আবদ্ধ ছিল। এমন কি আলেপ্তেগীর

খোরাসনপতি চিতোরনগর আক্রমণ করিলে, চিতোরপতি খোমানকে সাহায্যদান করিবার জন্য ঐ সমস্ত হিন্দু নৃপতিগণ জ্বলন্ত উৎসাহ ও স্বদেশপ্রেমিকতায় প্রোৎসাহিত হইয়া স্ব স্ব সেনাদলসমভিব্যাহারে চিতোরনগরে আগমন করিয়াছিলেন। দেশবৈরী দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছের করাল গ্রাস হইতে স্বাধীনতার লীলানিকেতন চিতোরপুরীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা যে প্রচণ্ড বীরত্ব, অনুপম রণকৌশল এবং বিস্ময়কর আত্মোৎসর্গের প্রদীপ্ত উদাহরণ স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতীয় ইতিহাসে তাহা জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। মহারাজ খোমান চতুর্ব্বিংশতি বার শত্রুবিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে সকল যুদ্ধে তিনি যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাহাতে রোমসম্রাট সিজরের ন্যায় তাঁহার পবিত্র নাম তদীয় বংশধরদিগের বিশেষ অভিধার স্থল হইয়াছিল। তাঁহার স্বদেশীয় রাজপুতবর্গ তদীয় অপূর্ব্ব গুণগ্রামে এরূপ বিমোহিত হইয়াছিল যে, অদ্যাবধি তাহারা প্রাতঃস্মরণ্য অন্যান্য রাজপুত নৃপতি-গণের পবিত্র নামমালার সহিত খোমানের নাম জপ করিয়া থাকে; অদ্যাপি উদয়পুরে কেহ ক্ষুৎত্যাগ করিলে, অথবা কাহারও পদস্খলন হইলে অমনি পার্শ্বস্থ ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে "খোমান তোমাকে রক্ষা করুন"। ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শানুসারে মহারাজ খোমান আপনার কনিষ্ঠ তনয় জগরাজের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তখন তিনি রাজাসন পুনর্গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পূর্ব্বরূপ পরামর্শ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে হত্যা করিয়া পুত্রের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড আচ্ছিন্ন করিলেন। তিনি নিরীহ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন, যে, তাঁহাদের ব্রাহ্মণনামে শত অভিশাপ প্রদান করিয়া সমস্ত দ্বিজকুলকে স্বরাজ্য হইতে

শাসন-সময় (খৃ অঃ ৯৭৬) পর্য্যন্ত তাঁহারা পরস্পরে মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন। আল-বিরুনিনামক জনৈক পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে একটী হিন্দুরাজবংশ কাবুল ও লাহোরে রাজত্ব করিতেন। সামন্ত নামে জনৈক ব্রাহ্মণ তৎকালে উক্ত রাজ্যদ্বয়ের আধিপত্যে সমারূঢ় ছিলেন। ইহাঁর উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কয়েকজন রাজপুত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। জয়পাল তাঁহাদের অন্যতম। জয়পালের তনয় অনঙ্গপালের প্রচারিত মুদ্রাসমূহে উক্ত সামন্তের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (Journ. R. A. S. Vol. IX.) কিন্তু মহারাজ খোমানের রাজত্বকালের শতাধিক বৎসর পরে (খৃঃ অঃ ৯৭৬) জয়পাল অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাতে বোধ হয় মহারাজ সামন্তেরই রাজকুল উক্ত বুসা নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

(৮) শঙ্কল ও তদীয় রাজ্য রোণিজার বিষয় বিশেষ বিদিত। শঙ্কল, প্রমারকুলের অন্যতম শাখা এবং রোণিজা মারবারের অন্তর্গত।

(৯) খেরলিগড় হইতে যে শিহৎ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিন্ধুনদতীরে রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন ভট্টগ্রন্থসমূহে ইহাঁদিগের প্রচুরতর বিবরণ পাওয়া যায়। ভাট্টিদিগের সহিত শিহৎকুলের প্রায় বিবাহ-বন্ধনের উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মহাত্মা টড্ সাহেব শিহৎকে যদুকুলের অন্যতম শাখা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

(১০) কর্ণগড় হইতে যে চাঁদেল আগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে প্রদেশে বাস করিতেন, তাহার আধুনিক নাম বুন্দেলখণ্ড।

উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। পাপ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া খোমান যে দুষ্কর্ম্ম করিলেন, অচিরে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইল। নিরীহ দ্বিজকুলের শোণিতে আত্মহস্ত কলঙ্কিত করিয়া তিনি যে সিংহাসন অধিকার করিলেন, তাহা অধিক দিন ভোগ করিতে পাইলেন না; অচিরে তাঁহার অন্যতম পুত্র মঙ্গল তাঁহাকে সেই সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া হত্যা করিলেন। সামান্য সিংহাসন-লাভের জন্য দুষ্টমতি মঙ্গল স্বহস্তে পিতৃ-হৃদয়ের শোণিতপাত করিলেন বটে; কিন্তু তাহা অধিক দিন ভোগ করিতে পাইলেন না। মিবারের সর্দ্দারগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বিদূরিত করিয়া দিল। পিতৃহন্তা মঙ্গল রাজ্যচ্যুত হইয়া উত্তর মরু, প্রান্তরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তত্রত্য লদুর্ব্বা নামক স্থান অধিকার করিয়া তথায় আপন বংশতরু রোপণ করিলেন। সেই লদুর্ব্বাপত্তনে তাঁহার বংশধরগণ "মাঙ্গলীয় গিহ্লোট" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

পিতৃঘাতী মঙ্গলের পদচ্যুতির পর ভর্ত্তৃভাট চিতোরের সিংহাসনে সমারোহণ করিলেন। তাঁহার ও তৎপরবর্ত্তী নৃপতিগণের শাসনসময়ে চিতোরের অধিকার-সীমা অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। মাহীনদীর তীরভূমি ও আবু-পর্ব্বতের পাদপ্রস্থের মধ্যস্থিত বিশাল প্রদেশমধ্যে যে সমস্ত অসভ্য মানবগণ বাস করিত; তাহারা সকলেই চিতোরের অধিপতিগণের প্রচণ্ড প্রতাপে পরাভূত হইয়া তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। সেই বিস্তৃত আরণ্য প্রদেশের মধ্যে যে সকল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ধরণগড় ও অজরগড় অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। মহারাজ ভর্ত্তৃভাট মালব ও গুর্জ্জররাজ্যের ত্রয়োদশটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে আপনার ত্রয়োদশ পুত্রকে * সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সমস্ত পুত্র তদবধি "ভাটেরা গিহ্লোট" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

মহারাজ খোমানের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নৃপতিগণ চিতোরের সিংহাসনে সমারোহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের রাজত্ব মধ্যে স্বল্পই বর্ণনীয় ঘটনা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চদশ জনের জীবনীতে ঘটনাবলির মনোহর বৈচিত্র্য নাই; সুতরাং তাহা পাঠকদিগের আদৌ হৃদয়গ্রাহিনী হইবে না। উক্ত সময়ে চিতোরের গিহ্লোট এবং আজমিরের চৌহানদিগের মধ্যে কখন মৈত্রীভাব এবং কখন প্রচণ্ড শত্রুতা দেখিতে পাওয়া যায়। কখন তাঁহারা পরস্পরের হৃদয়রক্তপাতে উদ্যত, কখন বা এক দৃঢ় সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত হইয়া দেশবৈরী যবনের ভীষণ আক্রমণ হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিবার জন্য একত্রে সমরক্ষেত্রে ধাবিত। চিতোরাধিপ বীরসিংহ কোবারিও নামক সমরক্ষেত্রে চৌহানরাজ দুর্ল্লভকে নিপাতিত করিলেন, কিন্তু—রাজপুতজাতির অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য—দুর্ল্লভের পুত্র মহারাজ বিশালদেব পিতৃশোক বিস্মৃত হইয়া—স্বদেশ-প্রেমিকতার স্বর্গীয় মন্ত্রে প্রচণ্ড বিদ্বেষভাব বিদূরিত করিয়া পিতৃহন্তা বীরসিংহের

* ইহাঁরা যে ত্রয়োদশটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল একাদশটীর নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—কুলনগর, চম্পানীর, চোরেন্তা, ভোজপুর, লূনায়, নিমখোর, সোদার, যোধগড়, মন্দপুর, আইতপুর, ও গঙ্গাভাব।

উত্তরাধিকারী রাওল তেজসিংহের সহিত অভিন্ন সৌহার্দ্দ-সূত্রে গ্রথিত হইলেন এবং হিন্দু-শক্র মুসলমানদিগের প্রচণ্ড প্রতাপ প্রতিরোধ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। মহনীয় রাজপুতচরিত্রের এ অপূর্ব্ব গুণবর্ণনা শুদ্ধ ভট্টগ্রন্থে লিখিত নাই; অনেক শিলালিপিতেও ইহার প্রদীপ্ত বিবরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সকল গ্রন্থ ও খোদিতলিপিতে তাঁহাদের যে প্রকার আচরণের বৃত্তান্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তাঁহারা স্বভাবতঃ বর্ণজ্ঞানহীন ও তেজস্বী ছিলেন। প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যৌবনে পরস্ব অপহরণ করিতেন, এবং বার্দ্ধক্যে চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া যৌবনের কৃতপাপ অপনয়ন করিতে সচেষ্ট হইতেন। শস্ত্র, তুরঙ্গ ও মৃগয়া তাঁহাদের হৃদয়ের প্রিয় সামগ্রী। ইহাতেই তাঁহারা প্রায় অধিককাল অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিতেন এবং যখন শক্রকুলের আক্রোশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মিবাররাজ্য শান্তি সম্ভোগ করিত, তখন তাঁহারা আপনাদের সহকারী সামন্তগণের সহিত অকারণ বিবাদ-বিষম্বাদে মত্ত হইয়া সেই শান্তি ভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহাকবি চাঁদভট্ট-প্রণীত ঐতিহাসিক বিবরণাবলী;—অনঙ্গপাল,—পৃথ্বীরাজ,—সমরসিংহ;—তাতারগণকর্ত্তৃক ভারতজয়;—সমরসিংহের বংশাবলী;—রাহপ;—রাহপের উত্তরাধিকারীগণ।

সম্বৎ ১২০৬ অব্দে সমরসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। চিতোরের রাজভবনস্থ ভট্টকবিগণ সমরসিংহের জীবনী বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন বটে; তথাপি আমরা একমাত্র মহাকবি চাঁদভট্টের প্রকটিত বিবরণাবলী * অবলম্বন করিয়া ইঁহার পবিত্র জীবনী অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে এই সমালোচ্য প্রস্তাবে মনোনিবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা আর একটী অতি প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের

---

* ভগবান্ চাঁদভট্ট-প্রণীত বর্দ্দাই একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। অসাধারণ কবিত্বের কুহকিনী বর্ণনার আবরণে তিনি যে সমস্ত অমূল্য ঐতিহাসিক রত্ন বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় অপূর্ব্ব ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারসে পরিপ্লুত হইয়া যায়। তাঁহার সমগ্র গ্রন্থ উনসত্তর সর্গে বিভক্ত। সেই উনসত্তর সর্গে সর্ব্বসমেত লক্ষ শ্লোক গ্রথিত। রাজস্থানের প্রায় সমস্ত রাজবংশেরই বিবরণ তন্মধ্যে প্রকটিত আছে।

আলোচনায় অগ্রসর হইলাম। প্রসিদ্ধ দিল্লিনগরীতে বীরচরিত তুয়ারনৃপতিগণের রাজত্বের পর্য্যবসান হইবার সমসময়ে ভারতের রাজনৈতিক চিত্র কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; এবং হিন্দুস্থানের কোন্ প্রদেশ কোন্ হিন্দু নরপতির শাসনাধীনে অবস্থিত ছিল; তাহার আলোচনা এস্থলে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। সুতরাং ভগবান্ চাঁদভট্টের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতেই তদ্বিবরণ যথাযথ অনুবাদ করিয়া দিলাম। "আয়সশরীর চৌলুক্যরাজ ভোলাভীম পত্তননগরে অবস্থিত; আবুপর্ব্বতে প্রমারবংশীয় জিৎ, তিনি রণক্ষেত্রে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় অটল; মিবারে সমরসিংহ, তিনি অতি পরাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতেও কর গ্রহণ করেন এবং দিল্লীশ্বরের শত্রু দুরন্ত যবনদিগের পথাবরোধকারী প্রচণ্ড লৌহশলাকার ন্যায় বিরাজিত; মরুভূমির প্রতাপস্বরূপ আত্মবলে বলীয়ান্ নির্ভীক তেজস্বী মুন্দররাজ নাহররাও ইহাঁদের সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত; দিল্লি-নগরীতে সকলের অধীশ্বর রাজাধিরাজ মহারাজ অনঙ্গপাল; ইহাঁর আদেশ শিরোদেশে ধারণ করিয়া মুন্দর, নাগোর, সিন্ধু, জলাবৎ ও তৎপার্শ্বস্থ অন্যান্য জনপদ, পেশাওয়ার, লাহোর, কানগ্রা ও ইহার পার্ব্বত্য অধিনায়কগণ, এবং কাশী, প্রয়াগ ও গড় দেবগিরির অধিপতিগণ অতি বিনীতভাবে বহন করিতে ব্যস্ত। সিমারের অধীশগণ ইহাঁর প্রচণ্ড পরাক্রমভয়ে সদাসর্ব্বদা বিপদাশঙ্কা করিয়া থাকে।" দিল্লির শেষ তুয়ার সম্রাটের রাজত্বকালে এই সমস্ত হিন্দুরাজগণ ভারতের অন্যান্য ভূভাগে স্ব স্ব রাজ্যে অবস্থিত ছিলেন; মহীপতি অনঙ্গপাল যে, ইহাঁদের সকলের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

যেদিন ভট্টিগণ জাবালিস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতভূমে পুনঃপ্রবেশ করিলেন; সেইদিন হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা পঞ্জাবস্থ শালিবাহনপুর, তান্নোট ও মরুভূমিস্থ লদ্রুর্ব্বাপত্তন হস্তগত করিতে সক্ষম হইলেন; এবং দেরয়ালনগরী স্থাপন করিয়া প্রসিদ্ধ যশল্মীরনগর প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যৎকালে চৌহানবীর পৃথ্বীরাজ দিল্লির সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন, ভট্টিগণ তখন উক্ত যশল্মীর-নগরের প্রতিষ্ঠান্‌কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সে নগরী তখনও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। যশল্মীর নির্ম্মাণ করিবার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা সেই অপ্রশস্ত ভূভাগে অবস্থিত হইয়া খলিফার আরোরস্থ সেনাপতিদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত ছিলেন। উভয়পক্ষে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইত। সেই সকল যুদ্ধব্যাপারে ভট্টিগণ সময়ে সময়ে জয়লাভ করিয়া সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী তক্ষকরাজের রাজধানী পর্য্যন্ত আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিস্তৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেন।

যৎকালে মুসলমানদিগের দুর্দ্ধর্ষ বিক্রমপ্রভাবে ভারতবর্ষে এক মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল, ভট্টিগণ তখন সেই সঙ্কীর্ণ রাজ্যমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া রাজনৈতিক জগতে অতি সামান্য উন্নতিই লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, চৌহানরাজ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের শাসনকাল হইতেই তাঁহাদের অভ্যুন্নতির সূত্রপাত হয়। ঐ সময় হইতেই তাঁহাদের বীরবিক্রম ক্রমে ক্রমে প্রবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে। ভারতীয় ইতিবৃত্তে

বর্ণিত আছে, পৃথ্বীরাজের অধীনে অখিলেশ নামে যে একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন, তিনি ভট্টিরাজের সহোদর।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ অনঙ্গপাল তৎকালে ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতি ছিলেন। তিনি দিল্লির প্রথম তুয়াররাজ বীলনদেবের অধস্তন উনবিংশ পুরুষে অবতীর্ণ হয়েন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের প্রধান রাজপীঠ উজ্জয়িনীনগরীতে অন্তরিত হইলে যুধিষ্ঠিরের লীলানিকেতন প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থনগর বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া শোচনীয় শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। সেই দীর্ঘকালস্থায়িনী অরাজকতার পর যে মহাপুরুষ মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রবলে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলেন, তাঁহারই নাম বীলনদেব। বীলন অসাধারণ যত্ন ও অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থের পূর্ব্বশোভা পুনরুদ্ধার করিলেন এবং "অনঙ্গপাল" নাম ধারণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের রাজত্বকালে আজমিরের চৌহানগণ দিল্লির অধীনে সামন্তরাজারূপে বিরাজিত ছিলেন। কিন্তু চৌহানরাজ বিশালদেবের বিক্রমপ্রভাবে এ অধীনতাশৃঙ্খল স্খলিত হইয়া শুদ্ধ নামমাত্রাবশিষ্ট ছিল। কালের অপূর্ব্ব মহিমাক্রমে সে অধীনতা চৌহানদিগের পক্ষে কোন রূপেই কষ্টকর হইল না। কেননা সেই সময় হইতেই চৌহানদিগের অদৃষ্টগগন সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসাদবলে ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত হইতে লাগিল, এবং ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্য যে অবশেষে তাঁহাদেরই বংশধরের করে সমর্পিত হইবে, তাহারই সূত্রপাত হইল।

যে সময়ে দিল্লির সিংহাসন লইয়া মহারাজ শেষ অনঙ্গপালের সহিত কনোজের রাঠোরদিগের ঘোরতর সমর উপস্থিত হয়; সেই সময়ে সোমেশ্বরনামা জনৈক চৌহাননৃপতি আজমিরের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। সোমেশ্বর সেই সংগ্রামকালে রাজাধিরাজ অনঙ্গপালের বিশেষ সহায়তা করাতে দিল্লীশ্বর তৎপ্রতি সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং আপনার দুহিতাকে তৎকরে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিলেন। এই দুহিতার গর্ভেই বীরবর পৃথ্বীরাজ জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ অনঙ্গপাল তৎপূর্ব্বে কনোজরাজ বিজয়পালের করে আপনার আর একটী কন্যাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ক্রূরচরিত স্বদেশদ্রোহী জয়চাঁদ সেই সংযোগের বিষময় ফল। জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের দৌহিত্র; তন্মধ্যে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। উভয়েই মাতামহের সমান স্নেহ ও আদরের সামগ্রী হইবার কথা; কিন্তু জয়চাঁদ নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ সে স্নেহ ও আদর প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। মহারাজ অনঙ্গপাল অপুত্রক; তিনি কনিষ্ঠ দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকেই বিশেষ আদর করিতেন; সুতরাং অন্তিমবয়সে তাঁহারই করে আপনার বিশাল সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জয়চাঁদের আশাভরসা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। মাতামহের সিংহাসন লাভ করিবেন, ইহা যে তাঁহার আজন্মের সাধ। সে সাধ পূর্ণ হইবার ন্যায্য স্বত্বাধিকারও ছিল; কেননা তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার গর্ভজাত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জয়চাঁদের সে সাধ পূর্ণ হইল না।

পৃথ্বীরাজের বয়ঃক্রম আট বৎসর; তথাপি মহারাজ বয়োজ্যেষ্ঠ জয়চাঁদকে সিংহাসনে স্থাপন না করিয়া পৃথ্বীরাজকেই সাম্রাজ্যে বরণ করিলেন! এ অন্যায় পক্ষপাতিতা জয়চাঁদের হৃদয়ে সহ্য হইল না। দারুণ ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষানলে তাঁহার হৃদয় নিরন্তর বিদগ্ধ হইতে লাগিল। সে বিষম হৃদয়জ্বালা নিবারণ করিতে যাইয়া তিনি আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিলেন এবং সমগ্র ভারতভূমির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গেলেন। পৃথ্বীরাজ দিল্লির সিংহাসনে সমারূঢ় হইলে তিনি তদীয় সার্ব্বভৌমত্ব আদৌ স্বীকার করিলেন না; এবং যাহাতে স্বয়ং সমগ্র ভারতভূমির একেশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন, তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মুন্দরের পুরীহররাজ এবং আনহলবারাপত্তনের অধিপতিগণ চোহানকুলের চিরশত্রু। এই ভীষণ অন্তর্বিপ্লবকালে তাঁহারা জয়চাঁদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে তাঁহাকে ঘোরতর উত্তেজিত করিয়া দিলেন। যদিও পৃথ্বীরাজ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি তিনি পত্তন ও মুন্দরের নৃপতিদ্বয়কে প্রথমতঃ কিছুই বলেন নাই; কিন্তু পুরীহাররাজ পরিশেষে তাঁহাকে এরূপ ঘোরতররূপে প্রবঞ্চনা ও অবমাননা করিয়াছিলেন, যে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে অসি ধারণ না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। পৃথ্বীরাজ দিল্লিসিংহাসনে সমারূঢ় হইলে, মুন্দররাজ তৎকরে আপন দুহিতাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উদারহৃদয় পৃথ্বীরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল; কিন্তু দুষ্টমতি পুরীহাররাজ তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া নিজ দুহিতাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন না। ইহাতে পৃথ্বীরাজ ঘোরতর অবমানিত হইলেন এবং সেই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধেই চোহানবীর পৃথ্বীরাজের ভাবী গৌরব-গরিমার সূচনা হয়, এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার বিপুল বীরবিক্রম অল্পে অল্পে উন্মেষিত হইতে থাকে। তাঁহার সেই অভ্যুন্নতি ক্রূরচরিত্র জয়চাঁদের হৃদয়ে যেন বিষদিগ্ধ শরজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল;—বলিতে কি, তাঁহার পাপহৃদয়ে আদৌ সহ্য হইল না। সে অভ্যুন্নতি প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে রণপটু তাতারসৈনিকদিগকে আপনার সেনাদলে ভুক্ত করিতে লাগিলেন। ইহাতেই তাঁহার অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত হইল—তাঁহার ভবিষ্যভাগ্যগগন ঘোরতর ঘনজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তিনি আপনার পাপকলুষিত হৃদয়ের পরিতৃপ্তি-সাধনের জন্য যে কূট উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহাতেই তাঁহার আপনার ও সমগ্র ভারতভূমির সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। কেননা হিন্দুবৈরী দুর্দ্দান্ত মহম্মদগোরী সেই সুযোগে ভারতভূমে প্রবিষ্ট হইয়া ভারতসন্তানদিগের স্বাধীনতা অপহরণ পূর্ব্বক ভারতের পবিত্র হৃদয়ে ইসলামের বিজয়-কেতন রোপণ করিলেন।

চিতোরাধিপতি সমরসিংহ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মঙ্গলময় সম্বন্ধবন্ধনের জন্য তাঁহারা উভয়ে যে কঠোর সৌহার্দ্দ্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিলেন, শতসহস্র আপদ্‌বিপদেও মুহূর্ত্তের জন্যও সে বন্ধন হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। বলিতে কি, তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও পরস্পরের প্রতি কখনও অমিত্রভাব

অবলম্বন করেন নাই। যেদিন দৃষদ্বতীতটে উভয়ে স্বদেশপ্রেমিকের পবিত্র মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন, সেইদিন তাঁহারা পরস্পরে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া যে, তাঁহারা অনন্ত সুখের ধামে উভয়ে একত্রিত হয়েন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? হায়! কি কুক্ষণেই ভারতে পাপ গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়াছিল! কি কুক্ষণে হতভাগ্য ভারতসন্তানগণ সজাতীয় ভ্রাতৃগণের হৃদয়শোণিতপাত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল!—সেই দুর্দ্দিন হইতেই ভারতের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে;—সুখের ভারত অসীম দুঃখের কারাগার ও অনন্ত-যন্ত্রণাময় অন্ধ-নরক-কূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে! কুরুক্ষেত্রের ভীষণ শ্মশানভূমি আর্য্যগণের গৃহবিচ্ছেদের শোণিতময় আদর্শস্থলস্বরূপ বিরাজ করিতেছে! তাহা জানিয়া শুনিয়াও হতভাগ্য ভারতসন্তানগণ কেন যে আবার সেই অনর্থকর অন্তর্বিপ্লব সমুদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর!

ভারতভূমি কখনও সর্ব্বনাশকর অন্তর্বিবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই; ইহার অনর্থকর কুহকে পতিত হইয়া কত ভারতসন্তান যে, অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়াছে;—আত্মবিস্মৃতের ন্যায় আপনারই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে; তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার শোকোদ্দীপক নিদর্শন আজিও স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির হৃদয়ে ভীষণ শ্মশান তুল্য বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ভারতসন্তানদিগের গৃহবিবাদের একটী অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিবাদবিসম্বাদ কখনও চিরকালের জন্য অথবা কখনও সমপ্রচণ্ডভাবে প্রবাহিত হয় নাই। সে অন্তর্বিপ্লববহ্নি কখন প্রচণ্ড তেজে সন্ধুক্ষিত, কখনও প্রশমিত এবং কখনও বা কিছুকালের জন্য নির্ব্বাণ হইয়া যাইত। যদি তাহা নিতান্ত দুর্নিবার হইয়া উঠিত, তাহা হইলে ভট্টকুলাচার্য্যগণ বিবদমান নৃপতিগণের মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদিগের পরস্পরের কুলগরিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে অগ্রসর হইতেন এবং তাঁহাদিগের বিবাদানলে শান্তিবারি সেচন করিয়া সেই শত্রুভাবাপন্ন রাজাদিগকে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিতেন। এরূপ শান্তীকরণ প্রায় পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধনের দ্বারা সম্পাদিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সখ্যভাব দুই পুরুষের অধিক থাকিত না। আবার সেই প্রচণ্ড বৈরাচরণ; পরস্পরের মধ্যে সেই ঘোরতর বিদ্বেষভাব। আবার সেই পরস্পরে পিশাচমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরস্পরের হৃদয়শোণিত পান করিতে সমুদ্যত!—ইহাই ভারতীয় রাজন্যসমাজের চিরন্তনী রাজনীতি;—হতভাগিনী ভারতমাতার কঠোর অদৃষ্টলিখন! এই জঘন্য দুরাচরণের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আপনাদিগের চরণে স্বহস্তে কুঠারাঘাত করিয়াছেন—আপনাদিগের সৌভাগ্যের পথে স্বহস্তে কণ্টক রোপণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দুর্নীতিনিবন্ধন ভারতভূমি বিজাতীয় শত্রুগণের কবলে পতিত হইয়াছে; সুখের নন্দনকানন শোচনীয় মরুশ্মশানে পরিণত হইয়াছে! আজ্ সেই জন্য—যামদগ্ন্য, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীম ও পার্থ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণ্য আর্য্যবীরগণের জননী কঠোর-লৌহ-নিগড়ে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছেন!

পৃথ্বীরাজের প্রচণ্ড শত্রু পত্তন ও কনোজের নৃপতিদ্বয় মহারাজ সমরসিংহের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে ক্ষান্ত ছিল না। এতন্নিবন্ধন উক্ত দুই নৃপতির বিরুদ্ধে তাঁহাকেও অসি ধারণ করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আপনার প্রিয়তম বন্ধু পৃথ্বীরাজের সহায়তায় তিনি অনেকবার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নাগোরকোটের কোনস্থলে সপ্তক্রোর সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে, ঐ বিপুল বিত্ত অতি প্রাচীনকালে তথায় ভূনিহিত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ সেই মুদ্রাগুলি হস্তগত করিলে, কনোজ ও পত্তনের নৃপতিদ্বয়ের মনে বিশেষ আশঙ্কার উদয় হইল। একেত পৃথ্বীরাজের বিশাল সেনাবল; তাহাতে আবার তিনি এত বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে উক্ত রাজদ্বয়ের জয়লাভের আশা কোথায়? এইরূপ আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া তাঁহারা পৃথ্বীরাজের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিবার মানসে সাহাবুদ্দীনের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। যে দিন তাঁহাদের হৃদয়ে উক্ত সর্ব্বনাশকরী কল্পনার উদয় হইল, সেই দিন ভারতের ভবিষ্যগগন এক নিবিড় মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল;—ভারতেশ্বর পৃথ্বীরাজের সিংহাসন সহসা কাঁপিয়া উঠিল! সাহাবুদ্দীনের বিদ্বেষনয়ন ইতিপূর্ব্বে ভারতের উপর পতিত হইয়াছিল! এত দিন তিনি আপন মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষা করিতেছিলেন; এক্ষণে সেই সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হইল, ইহাতে কি তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কনোজরাজ জয়চাঁদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনতিবিলম্বেই তিনি একটী বিশাল সেনাদল সংগ্রহ করিয়া তদীয় রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দুরাচার জয়চাঁদ যে, তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য সমুদ্যত, তাহা পৃথ্বীরাজ জানিতে পারিলেন। সুতরাং সেই দুরাচারের দুরভীষ্ট ব্যাহত এবং তাহার সেই দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য তিনি আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া আপনার প্রিয়তম বন্ধু মহারাজা সমরসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। চাঁদপুন্দির নামা জনৈক সামন্তরাজা তৎকালে লাহোরের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকেই সমরসিংহের নিকট দূতস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ অন্যান্য সামন্তগণের মধ্যে চাঁদপুন্দির বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। তদীয় প্রচণ্ড পরাক্রম, অদ্ভুত স্বদেশহিতৈষণা এবং কঠোর উদ্যম ও অধ্যবসায়শীলতার বিবরণ মহাকবি চাঁদকর্ত্তৃক জলদক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। যে দিন তিনি সেই গৌরবসূচক দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত লাহোররাজ চাঁদপুন্দির ভারতের ইতিহাসে যে মহনীয় চরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি স্বদেশের জন্যই জীবনধারণ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়া অনন্ত সুখের ধামে যাত্রা করিয়াছেন। যখন সাহাবুদ্দীন বিশাল সেনাদলসমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আপতিত হয়েন, তখন এই রাজপুতবীর চাঁদপুন্দিরই তাঁহার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য "রাভীনদীর তীরভূমে আপন সুদীর্ঘ শূলদণ্ড উদ্যত করিয়াছিলেন।" যদিও তিনি স্বীয় অভীষ্টসাধনে

কৃতকার্য্য হয়েন নাই; তথাপি তদুপলক্ষে তিনি যে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার পবিত্র নাম ইতিহাসে চিরকালের জন্য অক্ষয় থাকিবে।

দূতবর চাঁদপুন্দির দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে বিপুল উপহার-দ্রব্যাদি লইয়া মহাধূমধামসহকারে চিতোরনগরে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ সমরসিংহ সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার বাসার্থে উপযুক্ত ভবন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর চাঁদপুন্দির যথাসময়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। অচিরে তাঁহার বাসনা সফল হইল। চিতোরপতির আদেশানুসারে তিনি তৎসম্মুখে নীত হইলেন। তখন মহারাজ সমরসিংহ নিজ বিশ্রামকক্ষে উপবিষ্ট, তাঁহার আসন ব্যাঘ্রচর্ম্ম; পরিধান রক্তাম্বর; সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিবিভা; গলে পদ্মবীজহার;—মস্তকে লম্বিত জটাভার। দূতবর চাঁদ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মুখস্থ আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সেই শান্তগম্ভীর মূর্ত্তি; তাপসজনোচিত বেশবিন্যাস এবং অত্যুদার ব্যবহারদর্শনে চাঁদপুন্দিরের হৃদয় অপূর্ব্ব ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল। তিনি তাঁহাকে "যোগীন্দ্র" বলিয়া সম্বোধন করিয়া ভক্তিগদ্গদস্বরে বলিলেন "আপনি যথার্থই ভগবান্ মহাদেবের প্রতিনিধি।" এই সকল বৃত্তান্ত এবং ইতঃপর পরস্পরের মধ্যে যেরূপ কথোপকথন ও আলাপসম্ভাষণ হইল, তাহার প্রকৃত বিবরণ চাঁদবর্দ্দাইগ্রন্থে অতি তেজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত রহিয়াছে।

দুই এক দিবসের মধ্যেই মহারাজ সমরসিংহ প্রিয়তম শ্যালকের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে সদলে দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পৃথ্বীরাজ প্রত্যুদ্গমন করিয়া সাদরে ও সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা এবং যথাবিহিত সমালাপনের পর তাঁহারা উপস্থিত কর্ত্তব্যের অবধারণায় তৎপর হইলেন। অতিত্বরায় দুইটী কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইল; প্রথম,—পত্তনরাজের দর্পহরণ; দ্বিতীয়,—মুসলমানদিগের আক্রমণের [illegible]। সমরসিংহ পত্তনরাজের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; সুতরাং তিনি তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা না করিয়া যবনাক্রমণ ব্যাহত করিবার জন্য, দিল্লিতে উপস্থিত রহিলেন। এদিকে পৃথ্বীরাজ পত্তনাভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। অচিরকালমধ্যে রণোন্মত্ত যবনসৈন্যগণের বিকট বৃংহনধ্বনি দিল্লির অদূরে শ্রুত হইল; অমনি রাজপুতগণ গগনভেদী ভীমরবে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিয়া মহোৎসাহের সহিত তাহাদের সম্মুখীন্ হইলেন। অচিরে উভয়পক্ষে ঘোরতর সমর সমারব্ধ হইল। কিন্তু সে সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই জয়পরাজয়ের কোন লক্ষণই প্রতীয়মান হইল না। এইরূপে উপর্য্যুপরি কয়েকটী ক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মী কাহারও অঙ্কশায়িনী হইলেন না। ইত্যবসরে পৃথ্বীরাজ পত্তনরাজের দর্প চূর্ণ করিয়া জয়োল্লাসিত-হৃদয়ে বন্ধুবরকে আসিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন উভয় বীরের প্রচণ্ড বিক্রম একীভূত হইয়া ভীমতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে জ্বলন্ত বিক্রমানলে অসংখ্য মুসলমানসৈনিক তৃণবৎ বিদগ্ধ হইয়া গেল।—মুসলমানবীর সাহাবুদ্দীন অনেক কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার সেনাপতি বিজয়ী রাজপুতের করে বন্দী হইল।

পৃথ্বীরাজ জয়ী হইলেন। তাঁহার সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত হইল। নাগোরকোটের ভূগর্ভে যে বিপুল ধনসম্পত্তি তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ আপন ভগিনীপতিকে প্রদান করিলেন; কিন্তু সমরসিংহ স্বয়ং তাহা গ্রহণ না করিয়া আপন সৈন্যসামন্তদিগকে পুরস্কারস্বরূপ দান করিতে কহিলেন। তদনুসারে পৃথ্বীরাজ প্রস্তাবিত বিত্তাংশ সমরসিংহের সৈন্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আরও নানা উপহার দান করিলেন। তখন মহারাজ সমরসিংহ শ্যালকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। সামান্য সামান্য সমরব্যাপারে জয়লাভ করিয়া পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ কিছুকাল শান্তিসুখ সম্ভোগ করিলেন। ক্রমে দুই এক দিবস করিয়া ভারতের ভবিতব্যতার কালরজনী করালবেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। যবনের উপর জয়লাভ করিয়া পৃথ্বীরাজ ভাবিয়াছিলেন, বুঝি সেই গৌরবের সহিতই তাঁহার চিরকাল অতিবাহিত হইবে; সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া প্রিয়তমা সঞ্জুক্তার * সহিত পরমানন্দে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধিলিপির কঠোর অনুশাসনে তাঁহার সুখের দিন ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিল;—ক্রমে তাঁহার কাল পূর্ণ হইল। তাঁহাকে অলস ও অনবহিত জানিয়া সাহাবুদ্দীন ভীষণ সেনাদল সমভিব্যাহারে আবার ভারতবর্ষে আপতিত হইলেন;—আবার তাঁহার রণোন্মত্ত সৈনিকগণের গগনভেদী সিংহনাদে ভারতভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে পৃথ্বীরাজের সিংহাসন সহসা যেন বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম করিল! পৃথ্বীরাজের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এবার তাঁহার বিষম সঙ্কট উপস্থিত। সুতরাং সেই সঙ্কট হইতে নিবৃত্তি লাভের জন্য উপযুক্ত উপায়োদ্ভাবনে যত্নবান্ হইলেন এবং আপন প্রিয়তম বন্ধু সমরসিংহের আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্ব্বে যে মনোমোহিনীর অনুপম প্রেমালাপনে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি সম্পূর্ণ অলসভাবে কালযাপন করিতেছিলেন; আজি তিনিই সুপ্তোত্থিতার ন্যায় সচকিতে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রকৃত বীরনারীর ন্যায় জ্বলন্ত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া প্রাণপতিকে সমরক্ষেত্রে ধাবিত হইতে কহিলেন। এতৎসম্বন্ধে মহাকবি চাঁদভট্ট যাহা বর্ণন করিয়াছেন; তাহার যথাযথ অনুবাদ প্রকটিত হইল।

যে দিন সাহাবুদ্দীন সসৈন্যে শেষবার পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; সেই দিবস রজনীযোগে পৃথ্বীরাজ একটী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার

---

* সঞ্জুক্তা কনোজরাজ জয়চাঁদের দুহিতা। জয়চাঁদ আপন দুহিতার স্বয়ম্বরকালে ভারতবর্ষের তদানীন্তন সমস্ত নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাদনিবন্ধন দিল্লীশ্বর ও তদীয় মিত্র সমরসিংহ সেই স্বয়ম্বরসভায় গমন করেন নাই। তাহাতে জয়চাঁদ তাঁহাদের উভয়ের দুইটী হৈম-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তিকে দ্বারপালস্বরূপ দ্বারদেশে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সঞ্জুক্তা সভাস্থ কোন নৃপতির গলে বরমাল্য প্রদান না করিয়া পৃথ্বীরাজের সুবর্ণপ্রতিমূর্ত্তির কণ্ঠদেশে তাহা স্থাপন করিলেন। পৃথ্বীরাজ তখন রাজভবনের পার্শ্বদেশে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত ছিলেন। এতদ্বিবরণ অবগত হইবামাত্র তিনি সতেজে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং রাজকুমারী সঞ্জুক্তাকে লইয়া স্বনগরে গমন করিলেন। সভাসীন কোন রাজকুমারই তাঁহার প্রচণ্ডগতি রোধ করিতে পারিলেন না।

হৃদয় শিহরিত এবং মনোমধ্যে বিষম চিন্তার উদয় হইয়াছিল। রজনী প্রভাত হইলে, তিনি প্রিয়তমা সঞ্জুক্তার নিকট সেই অদ্ভুত স্বপ্নদর্শনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন :—

"গত রজনীতে যখন নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে বিরাম সম্ভোগ করিতেছিলাম, দেখিলাম—রম্ভার ন্যায় এক পরমরূপলাবণ্যবতী রমণী কোথা হইতে আসিয়া কঠোরভাবে আমার হস্তধারণ করিল। তাহার পরই সে তোমাকে আক্রমণ করিল; তুমি আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলে; এমন সময়—অহো! ভয়ানক!—ভীমদর্শন রাক্ষসের ন্যায় এক প্রকাণ্ড মদমত্ত হস্তী প্রচণ্ডবেগে শুণ্ডাস্ফালন করিতে করিতে আমার দিকে ধাবিত হইল; ভয়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল; ভীত, সচকিতনয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম; সে রম্ভা—সে প্রমত্ত হস্তী কিছুই দেখিতে পাইলাম না! হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল! রুদ্ধকণ্ঠে মৃদুস্বরে "হর! হর!" বলিয়া শয্যাত্যাগ করিলাম। এই দেখ এখনও হৃদয় কম্পিত হইতেছে;—এখনও সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে।—অদৃষ্টে কি আছে, দেবতারাই জানেন।"

শুনিতে শুনিতে সঞ্জুক্তার প্রভাতকমলতুল্য বদনমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকাশিত হইল; তিনি মৃদু গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন;—"হে চোহানকুলের গৌরবসূর্য্য! এ জগতে আপনার ন্যায় কে এত বিপুল সুখসম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যগৌরব ভোগ করিয়াছে? তথাপি আপনার তৃষার শান্তি কোথায়? তথাপি আপনি সামান্য স্বপ্ন দেখিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তায় কেন ব্যাকুল হইতেছেন? প্রাণেশ্বর! মৃত্যুই জীবের একমাত্র নিয়তি; এ দুর্নিবার নিয়তির হস্ত হইতে দেবতারাও নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন না। পুরাতন পরিত্যাগ করিয়া নূতন বাস পরিধান করিতে কাহার না বাসনা হয়? কিন্তু, নাথ! ভাবিয়া দেখুন, যিনি সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন, যিনি গৌরবের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন; তিনি মরিলেও চিরকাল জীবিত থাকেন। আমি রমণী;—আমি আর আপনাকে কি বুঝাইব? আপনি স্বার্থের বিষয় আদৌ মনে স্থান দিবেন না; যাহাতে এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারেন; তাহারই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করুন। আপনার ঐ করাল-কৃপাণ লইয়া শত্রুকুল নিপাতিত করুন; আমার জন্য ভাবিবেন না; আমি এখনই আপনার অর্দ্ধাঙ্গের কার্য্য করিতেছি।"

"পৃথ্বীরাজ সভায় সমাগত হইয়া ভট্টকবিকে আহ্বান পূর্ব্বক সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন, ভট্ট তাহার ভাবার্থ ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং রাজকুলগুরু একখানি জয়কবচ লিখিয়া দিলেন। দিল্লীশ্বর সেই মন্ত্রপূর্ণ কবচ আপন উষ্ণীষাভ্যন্তরে রক্ষা করিলেন। এ দিকে গ্রহকুলের প্রসাদলাভার্থে সহস্র কলস বিশুদ্ধ দুগ্ধ সূর্য্য ও চন্দ্রদেবকে পানার্থ প্রদত্ত হইল; দশদিকপালের উদ্দেশে দশটী মহিষ উৎসর্গীকৃত হইল এবং দীনদরিদ্র ব্যক্তিদিগকে রজতকাঞ্চন দান করা হইল। কিন্তু শোণিত বা দুগ্ধ উৎসর্গ করিয়া অথবা দান ধ্যান করিয়া কেহ কি কখনও নিয়তির গতিরোধ করিতে পারে? যদি পারিত, তাহা হইলে নল ও পাণ্ডবদিগকে সেই সমস্ত কঠোরযন্ত্রণা কখনও ভোগ করিতে হইত না।"

বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া পৃথ্বীরাজ প্রিয়তম বন্ধু সমরসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ সমরসিংহ কি তাহাতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি অধিক কাল বিলম্ব না করিয়া সত্বর সসৈন্যে দিল্লিনগরীতে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পৃথ্বীরাজ আপন সেনাপতি ও সামন্তদিগকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধবিষয়িণী মন্ত্রণা অবধারণ করিতে নিবিষ্ট হইলেন। এই ভীষণ বিগ্রহকালে ভারতবর্ষের সমগ্র রাজন্যসমাজ কোথায় এক অভিন্ন সহানুভূতি-সূত্রে গ্রথিত হইয়া দেশবৈরী যবনের আক্রমণ হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিতে ধৃতব্রত হইবেন, কোথায় অনন্ত স্বদেশানুরাগে উৎসাহিত হইয়া পৃথ্বীরাজের সহায়তায় অসিধারণ করিবেন, তাহা নয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিঃসম্পর্কীয় ভাবে তুষ্টিভাব অবলম্বন করিয়া নীরবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন! বিশেষতঃ কনোজ, পত্তন ও ধারানগরীর নৃপতিগণ হীনজনোচিত কুটিল ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ভিতরে ভিতরে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে গূঢ়প্রযত্ন হইয়া রহিলেন। রাজপুত-পাংসন হতভাগ্য নৃপতিগণ পাপমোহের বশবর্ত্তী হইয়া যে কাপুরুষোচিত কার্য্য সাধন করিলেন, তাহার বিষময় ফল অচিরে তাঁহাদিগের সকলকেই ভোগ করিতে হইল। অচিরে যবনের কঠোরতর দাসত্বশৃঙ্খলে তাঁহারা সকলে একত্রে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িলেন।

দিল্লি-যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ হইল। রাজকার্য্যের ভার আপন কনিষ্ঠ তনয় কর্ণের হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাজ সমরসিংহ আত্মীয় স্বজন ও সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে দিল্লিনগরীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন *। চিতোরনগর পরিত্যাগ করিবার সময় তাঁহার হৃদয় সহসা কাঁপিয়া উঠিল;—সহসা কে যেন তাঁহার কর্ণে কর্ণে অতি মৃদুস্বরে বলিল "দেখ, প্রাণভরিয়া চিতোরপুরীকে একবার দেখিয়া লও—আর তোমাকে দেখিতে হইবে না।" সমরসিংহ চমকিত হইলেন; কিন্তু তাহাতে অণুমাত্রও নিরুৎসাহ না হইয়া ইষ্টদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক গন্তব্যপথ আশ্রয় করিলেন। চাঁদবর্দায়ের "মহাসমর" নামক শেষ সর্গে মহারাজ সমরসিংহের এই শেষ দিল্লি-যাত্রার বিবরণ প্রকটিত আছে। এ দিকে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ পারিষদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া সার্দ্ধেক তিন ক্রোশ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক মহাসম্মান ও সম্ভ্রম সহকারে আপন বন্ধুকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া নাগরিকগণ অতুল আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। দিল্লির গৃহে গৃহে গীতবাদ্য হইতে লাগিল; প্রতি ভবনের বহির্দ্বারে মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইল; নগরী অসংখ্য পতাকা ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া পরম রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিল। ব্রাহ্মণগণ পবিত্রহৃদয়ে স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে করিতে সমরসিংহকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। ফলতঃ সে দিবস পরম আনন্দের দিবস। সেই আনন্দের দিবসে অসীম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দিল্লির আবালবৃদ্ধবনিতার সানন্দ ও সসম্ভ্রম অভ্যর্থনার সহিত

* কনিষ্ঠ কর্ণের প্রতি এই অযৌক্তিক অনুরাগ প্রদর্শন করাতে জ্যেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ, জনকের উপর অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করিলেন। তথায় বিদৌরনামক জনৈক হাবশি পাদশার আশ্রয়চ্ছায়াতলে তিনি একটী নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

চিতোরেশ্বর সমরসিংহ পাণ্ডবদিগের পবিত্র লীলানিকেতনে প্রবেশ করিলেন। আজি অনেক দিনের পর হৃদয়ের প্রিয়তম ভ্রাতা ভগিনী, শ্যালক ভগিনীপতি ও বন্ধুবান্ধবে একত্রে পুনর্ম্মিলিত হইলেন; আজি উভয় পক্ষের সৈন্যসামন্তগণ বহুদিনের পরিচিত প্রাণ-সুহৃদদিগকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাশ্রুসিক্ত বক্ষে পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন।

কিয়ৎকাল বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিয়া সমরসিংহ প্রিয়তম মিত্রের সহিত সামরিক ব্যাপারের কথোপকথনে নিবিষ্ট হইলেন; এবং শত্রুকুলের গতি প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত পৃথ্বীরাজ এতৎপূর্ব্বে কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তাঁহার প্রবল বিস্ময়ের উদ্রেক হইল; তিনি শুনিলেন যে, পৃথ্বীরাজ তখনও কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন নাই। ইহাতে সমরসিংহ তাঁহাকে সুমিষ্ট ভৎর্সনা করিলেন এবং যাহাতে উপযোগী কৌশল উদ্ভাবিত হয়, তদ্বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এই সকল বিবরণ অতি সুন্দররূপে মহাকাব্য বর্দ্দাই গ্রন্থের শেষ সর্গে বর্ণিত আছে। সেই মনোহর বিবরণাবলি পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় উভয় রাজপুতবীরেরই মহনীয় চরিত্রের দিকে সমভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

যুদ্ধোপযোগী সমস্ত আয়োজনই শেষ হইল। মহারাজ সমরসিংহের আদেশক্রমে বিশাল রাজপুতচমূ দিল্লির তোরণদ্বার পরিত্যাগ করিয়া শত্রুদলাভিমুখে প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল। অস্ত্রের ঝণাৎকার, প্রমত্ত রণমাতঙ্গ ও তুরঙ্গকুলের বিকট নিনাদ এবং রণোন্মত্ত রাজপুতবীরগণের গম্ভীর শ্রবণভৈরব চীৎকার ও বিরাট পদভরে মেদিনীতল ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। কোন্ পথ দিয়া কোন্ দিকে এবং কিরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজপুতসেনা অগ্রসর হইবে, পথিমধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে বিশ্রাম করা প্রয়োজন, সকল ব্যাপারেই সমরসিংহের পরামর্শ গৃহীত হইল। ফলতঃ তদীয় মন্ত্রণা ব্যতিরেকে পৃথ্বীরাজ কোন কার্য্যই করিতেন না। মহাকবি চাঁদভট্ট তাঁহাকে রাজপুত-, বাহিনীর ইয়ুলিসীস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তিনি সাহসী, ধীরস্বভাব ও সমরদক্ষ; তিনি পরমপণ্ডিত, শাস্ত্রবিশারদ এবং মন্ত্রণানিপুণ। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপ্রিয় ও শুদ্ধচরিত। শৃগালবিহঙ্গাদির গতিবিধি এবং অন্যান্য লক্ষণদর্শনে কোন শাকুনিক বা দৈবজ্ঞই তাঁহার ন্যায় সুন্দররূপে ভাবী ফলাফল গণনা করিয়া বলিতে পারিত না। সংগ্রামস্থলে সেনাব্যূহসজ্জা এবং যুদ্ধকালে তুরঙ্গ ও ভল্লচালনা করিতে কোন রাজপুতবীরই তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। সমরসিংহের এই সকল অপ্রতিম গুণগৌরব জন্য কি গিহ্লোট কি চৌহান সকল সৈনিক ও সামন্তগণই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিত। প্রাত্যহিক যুদ্ধযাত্রা অথবা রণাভিনয় সমাপিত হইলে রাজপুত সেনানী ও সামন্তগণ তাঁহার শিবিরে আগমন করিত। তিনি তাহাদিগকে সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক নানাপ্রসঙ্গের নীতিমূলক শিক্ষা ও বক্তৃতা দান করিতেন। সেই সকল মনোহারিণী শিক্ষা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিতে করিতে শিবিরস্থ সকলেই পরমানন্দে

পুলকিত হইয়া উঠিতেন। মহাকবি চাঁদভট্ট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তদীয় মহাকাব্য মধ্যে যে সকল শাসনবিষয়িণী নীতিশিক্ষা সন্নিবেশিত আছে, তদধিকাংশই খোমানকুলমণি সমরসিংহের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। অপিচ ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, মন্ত্রীনির্ব্বাচন ও রাজদূতের আচরণ,—বিশেষতঃ নৃপতির প্রতি রাজপুতের প্রধান কর্ত্তব্যসম্বন্ধে যে সকল সুন্দর সুন্দর গল্প ও রূপকালঙ্কার তদীয় কাব্যগ্রন্থে বিন্যস্ত হইয়াছে; তৎসকলের বক্তা—চিতোরাধিপ সুপণ্ডিত মহারাজ সমরসিংহ।

পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রান্তবাহিনী পবিত্রসলিলা দৃষদ্বতীর * বিশাল তীরভূমে ক্ষত্রিয় ও মুসলমানে তিন দিন ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। প্রথম দুই দিবসে উভয় পক্ষের জয়পরাজয়ের কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হইল না। ক্রমে তৃতীয় দিবস কালনিশা-রূপে ভারতের প্রাচীদ্বারে দেখা দিল। ভগবান্ মরীচিমালী যেন একবার অনন্তকালের জন্য ভারতসন্তানদিগের গৌরব দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে উদয়াচলে আবির্ভূত হইলেন। রাজপুতগণ দৃষদ্বতীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতে লাগিলেন; এ দিকে পৃথ্বীরাজ প্রিয়তমা মহিষী সঞ্জুক্তার নিকটে দণ্ডায়মান; সঞ্জুক্তা স্বহস্তে সেই দিবস তাঁহাকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিতে লাগিলেন। বর্ম্মাদিতে সজ্জীকৃত করিয়া তিনি প্রাণপতির কটিবন্ধে অসিকোষ লম্বিত করিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া রণঢক্ক প্রচণ্ডশব্দে বাজিয়া উঠিল। সে গম্ভীর বাদ্যধ্বনি প্রতিধ্বনিতে বিলীন হইতে না হইতে রাজপুতগণ শ্রবণভৈরব নিনাদে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। পৃথ্বীরাজ চমকিত হইলেন। তত প্রত্যূষে যে বিশ্বাসঘাতক যবনগণ আক্রমণ করিবে, তাহা তিনি আদৌ মনে ভাবেন নাই। সুতরাং মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া তিনি দ্রুতবেগে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। সেই শেষ সমরাভিনয়ে—ভারতের সেই শেষ গৌরবের দিবসে তদানীন্তন ভারতের অদ্বিতীয় মহাবীর সমরসিংহ ও তৎপুত্র কল্যাণ ভীমবিক্রমে অগণ্য অরাতিসৈন্য সংহার করিয়া স্বদেশপ্রেমিকতার ও অদ্ভুত বীরত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনাদের ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুতসেনা এবং প্রসিদ্ধ সামন্তগণের সমভিব্যাহারে সমরপ্রাঙ্গণে অনন্তকালের জন্য শায়িত হইলেন। সেই দিন—সেই দুর্দ্দিনে দৃষদ্বতীর সেই শোণিতাক্ত সলিলমধ্যে ভারতের গৌরবতপন চিরতরে অস্তমিত হইলেন; ভারতের ভাবী আশাভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল! বীরশেখর সমরসিংহের পতিব্রতা মহিষী পৃথা যখন এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিতে পাইলেন; যখন শুনিলেন যে, আততায়ী যবনের কপটাচরণে তাঁহার জীবনের জীবন স্বামীরত্ন সমরসিংহ সমরক্ষেত্রে নিপাতিত হইয়াছেন; প্রিয়তম সহোদর পৃথ্বীরাজ যবনকরে শৃঙ্খলিত,—ভারতের আশাভরসা আর্য্যবীরগণ কাগ্‌গারতটস্থ ভীষণ সমরক্ষেত্রে শরশয্যায় অনন্তকালের জন্য শয়ন করিয়াছেন, তখন তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না;—আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব আর কাহারও সান্ত্বনাবাক্য গ্রাহ্য করিলেন না, অনতিবিলম্বে চিতানলে

* ইহার আধুনিক নাম কাগ্‌গার।

তনুত্যাগ করিয়া প্রাণপতির অনুগমনের অভিলাষিণী হইলেন। দৃষদ্বতীর সৈকতভূমি আজি ভীষণ শ্মশানে পরিণত। যে পবিত্র পুলীনে উপবিষ্ট হইয়া আর্য্যগৌরব ব্রহ্মর্ষিগণ সুধাময় সামগানে দেবতাদিগকে আনন্দিত করিতেন, যাঁহাদের শ্রবণমোহন বেদগানে বিমোহিত হইয়া স্বচ্ছসলিলা দেবতরঙ্গিনী তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে উজানে বহিয়া যাইত; আজি তাহার সেই পুণ্যময়ী সৈকতভূমি ভীমদর্শন শ্মশানে পরিণত। তদুপরি অসংখ্য শৃগাল কুক্কুর ও শকুনি গৃধিনী বিকটরবে চীৎকার করিতেছে। আজি তাহার সেই স্বচ্ছবক্ষ নর-শোণিতে প্লাবিত হইতেছে। সেই বীভৎস শ্মশানভূমির ভীষণ দৃশ্য দ্বিগুণতর বৰ্দ্ধিত করিয়া পিশাচসদৃশ যবনসৈন্যগণ পতিত আর্য্যবীরদিগের অঙ্গরাগ-সমূহ অপহরণ করিতে লাগিল! হায়! এখন আর তাহাদের প্রচণ্ডগতি কে রোধ করিবে? কে স্বদেশপ্রেমিকতার পবিত্র মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া করে কৃপাণ ধারণ পূর্ব্বক যবনদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিবে?—কেহ নাই! প্রকৃতি চীৎকার করিয়া বলিল—কেহ নাই!—ভারতের রাজলক্ষ্মী যবনশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া আৰ্ত্তনাদচ্ছলে বলিলেন—কেহ নাই! ভারতভূমি আজি অনাথিনী—পতিপুত্রবিহীনা—আজি শত্রুকরে বন্দিনী!

সেই ভীষণ শ্মশানভূমির বীভৎস দৃশ্য শতগুণে বিবৰ্দ্ধিত এবং পতিত আর্য্যবীরগণের ছিন্নমস্তক পদতলে দলিত করিতে করিতে বিজয়ী সাহাবুদ্দীন দিল্লি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন দিল্লির শেষ আর্য্যবীর, চোহানকুলপ্রদীপের শেষ জ্বলন্ত শিখাস্বরূপ বীরযুবক রণসিংহ অপূর্ব্ব বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া রণস্থলে জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার শোচনীয় অধঃপতনে দিল্লিনগরী রক্ষকশূন্যা হইল! সেই রক্ষক-বিরহিত জনশূন্য শ্মশানসদৃশ নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্দ্দান্ত যবনগণ পাণ্ডবপ্রবীর যুধিষ্ঠিরের পবিত্র সিংহাসন অধিকার করিল। এ দিকে ক্ষত্রিয়কুলপাংসন কাপুরুষ জয়চাঁদ বিশ্বাসঘাতকতার ও স্বদেশবৈরতার যথোচিত প্রতিফল অনতিবিলম্বেই প্রাপ্ত হইল। যবনগণ তাহার কনোজরাজ্য অধিকার করিলে দুর্বৃত্ত প্রাণ লইয়া গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহণে পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় তরণী জলমগ্ন হওয়াতে দুর্বৃত্তের পাপময়ী আশাপিপাসার সহিত পাপ জীবনের পর্য্যবসান হইল। সেই দুর্দ্দিন হইতে হিন্দুবিদ্বেষী নিষ্ঠুর মুসলমানগণ ভারতের যে সর্ব্বনাশ আরম্ভ করিল, তাহার শোচনীয় নিদর্শন ভারত-সন্তানগণের শোণিতে লিখিত হইয়া আজিও সুস্পষ্টাক্ষরে বিরাজ করিতেছে।

যবনকর্তৃক ভারতের শোভনীয় নগরগ্রাম ও দেবমন্দিরাদি চূর্ণবিচূর্ণিত;—ভারতের অসীম ধনরত্ন লুণ্ঠিত;—ভারতের প্রাণপুত্রগণের হৃদয়শোণিত অবিরলধারে নিঃসারিত! যেন সমগ্র ভারত কি একটা ভয়ানক মহাশ্মশানে পরিণত!—যেন কি একটা বিকট প্রেতিনী সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের গৃহে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল! যে সকল পবিত্র বস্তু দেবতাদিগের ভোগ্যস্বরূপ নিরূপিত ছিল, ব্রাহ্মণেতর বর্ণ ভয়ে যে সমুদায়কে স্পর্শ করিতে পারিত না; পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছগণ তাহা ভগ্ন, চূর্ণবিচূর্ণিত ও পদদলিত করিল!—যে সকল সুন্দর দ্রব্যজাত আর্য্যশিল্পের আদর্শস্বরূপ বিরাজিত ছিল, তৎসমস্তই তাহারা নিষ্ঠুরহৃদয়ে ধ্বংস করিয়া ফেলিল! যেন ভারতের প্রলয় কাল উপস্থিত! কিন্তু

এই ভীষণ প্রলয়কালের দুর্বিসহ অত্যাচার সহ্য করিয়াও আর্য্যবীর রাজপুতদিগের তেজোময় জাতীয় জীবন বীজভাবে অবস্থিত থাকাতে সেই দুরন্ত যবনদিগের দুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল যথাকালে বিহিত হইয়াছিল। সে জ্বলন্ত জাতীয় জীবন কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই।—আজি তাহা অনেক পরিমাণে হীনতেজ হইয়া পড়িয়াছে বটে; কিন্তু কালে যে, তাহা সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? প্রতীচ্য জগতের বীরতা ও স্বাধীনতার লীলানিকেতন রোম ও গ্রীস পতিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের জাতীর জীবন বিনষ্ট হয় নাই;—সেই জন্যই তাহারা আবার উত্থিত হইতে পারিয়াছে!—তবে কি ভারত—বীরতা, সভ্যতা, স্বাধীনতার আদিপ্রসূ—ভারতভূমি আর উত্থিত হইতে পারিবে না?—না, এ যে অলীক স্বপ্ন!—উন্মাদ প্রলাপ!

রাজপুত স্বভাবতঃ তেজস্বী। তাঁহার হৃদয় ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বীরোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত; এই সকল গুণকর্ত্তৃক তাঁহার বীর্য্যমত্তা ও তেজস্বীতা নিয়মিত হয় বলিয়া তিনি কঠোরতর অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রতিহিংসা লইবার জন্য ধীরভাবে উপযুক্ত কাল প্রতীক্ষা করেন। দৃঢ় অধ্যবসায় ও প্রচণ্ড বীরত্বের সাহায্যে তাঁহারা কখনও সমস্ত শত্রুকুলকে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন; কখনও নিরুপায় ও নিরবলম্বন হইয়া ধীরভাবে অপ্রতিবিধেয় অদৃষ্টের কঠোর অনুশাসন বহন করিয়াছেন। তাঁহাদের ভীষণ বিক্রমপ্রভাবে কত শত মুসলমানরাজ্য বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া পরমাণুতে বিলীন হইয়া গিয়াছে—কত মুসলমানবংশ একবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হয় নাই! সেই সকল বিধ্বস্ত ও উৎসাদিত জনস্থানভূভাগে আবার নব নব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল; আবার নব নব রাজবংশ সেই সকল বিলুপ্ত বংশনিচয়ের শূন্যস্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিল! তাহারা সকলই সমান নিষ্ঠুর,—সমান হিন্দুবিদ্বেষী—সমান অত্যাচারী। যে পাশবী প্রবৃত্তি দ্বারা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সজাতীয়গণ পরিচালিত হইত, তাহাতে তাহাদিগের হৃদয়ও নিষন্ত্রিত হইতে লাগিল। সে পাশবী প্রবৃত্তির কুটিলচক্ষে পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম—ন্যায়ান্যায়ের ভেদাভেদ নাই! তাহার স্বাভাবিকী দুর্নীতিদ্বারা নরহত্যা পবিত্রীকৃত হইয়াছে;—পরস্বাপহরণ ও পরদ্রব্য-লুণ্ঠন ন্যায় কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়া—সর্ব্বোৎসাদন পবিত্র দেবাদেশরূপে পরিপালিত হইয়াছে। এই ভয়ঙ্করী দুর্নীতির অনুসরণ করিয়া নৃশংস যবনগণ ভারতের পবিত্র বক্ষে যে সকল ভয়াবহ বিপ্লব উত্থাপিত করিয়াছিল, তাহার সর্ব্বসংহারক প্রভাবে কত হিন্দুরাজ্য ও রাজবংশ অনন্তকালসাগরের অন্তস্তমতলে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে;—আজি শুদ্ধ নাম তাহাদের সেই পূর্ব্বাস্তিত্ব ও প্রাচীন প্রখ্যাতির একমাত্র নিদর্শন!

পৃথিবীর কোন্ জাতি বীরত্ব, মহত্ব, তেজস্বীতা ও সহিষ্ণুতায় রাজপুতকুলের সমকক্ষ হইতে পারে? শতাব্দীর পর শতাব্দীর কঠোরতর দাসত্ব ও পরপীড়ন সহ্য করিয়া জগতের আর কোন্ জাতি রাজপুতকুলের ন্যায় আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণের সভ্যতা, তেজস্বীতা, অথবা আচারব্যবহার সমভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছে? আর্য্যবীর রাজপুতের প্রকৃতি প্রচণ্ড ও নির্ভীক বটে; তথাপি তাঁহারা প্রয়োজনমত সহিষ্ণুতা অবলম্বন

পূর্ব্বক অতি দুঃসহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া প্রতিহিংসা লইবার জন্য সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন। যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ নরহত্যা ও জগৎসংসারকে সংহার করিতে বিধান দেয়, এরূপ পাষাণহৃদয় অসভ্য অরাতিদলকর্ত্তৃক যতপ্রকার কঠোরতম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এবং শোণিতমাংসগঠিত মনুষ্যের হৃদয় যে পরিমাণে তাহা সহ্য করিতে পারে, জগতের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে এই বিশাল মানব-সংসারের মধ্যে একমাত্র রাজস্থানই তাহার আদর্শস্থল। নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর পাষাণহৃদয় মুসলমানদিগের ভীষণতম পৈশাচিক উৎপীড়নে রাজস্থানের কত জনপদ, কত নগর, কত পল্লী একবারে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে;—কত রাজপুতকুল একবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রাজপুতের একমাত্র জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ থাকাতে শত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও তাহার প্রভাবে স্থিতিস্থাপক পদার্থের ন্যায় তন্মুহূর্ত্তেই আবার উল্লম্ফিত হইয়া উঠিয়াছেন! সমস্ত বিঘ্ন, বিপদ ও অত্যাচার শাণশিলার ন্যায় তাঁহাদের সাহসরূপ অস্ত্রকে সহস্রগুণে সুশাণিত করিয়াছে। রোমানদিগের একটী মাত্র আঘাতে প্রাচীন ব্রিটনগণ একবারে কি ঘোরতর রূপে অধঃপতিত হইয়াছিল! সে নিদারুণ অধঃপতন হইতে উত্থিত হইতে এবং রোমানদিগের করাল কবল হইতে আপনাদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ও রীতিনীতির উদ্ধারসাধন করিতে তাহারা কত চেষ্টা করিয়াছিল!—কিন্তু—সকলই নিরর্থক—কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। রোমানদিগের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে না করিতে তাহারা আবার শাকসেনগণকর্ত্তৃক কঠোরতর দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছিল! কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে নাই; আবার দিনামারগণ আসিয়া হতভাগ্যদিগের সেই শৃঙ্খল-কীণাঙ্কিত দেহকে নূতন শৃঙ্খলে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল! আবার এই সমস্ত জেতা ও বিজিতদলের সংযোগে যে কয়েকটী সঙ্করজাতি সমুদ্ভূত হয়, তাহারা সকলে দুর্দ্ধর্ষ নর্ম্মাণ বীরগণকর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল। একটীমাত্র যুদ্ধে তাহাদিগের ভাগ্যের মীমাংসা হইয়াছে; তাহারা জন্মভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, অথবা নূতন রাজ্য জয় করিতে পারিয়াছে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থাসমূহ জেতৃগণের ধর্ম্ম ও ব্যবস্থাসমূহে বিলীন হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আর্য্যবীর রাজপুতদিগের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া দেখ, কোন অংশেই তাহারা ইহাঁদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। রাজপুতগণ আপনাদিগের কত রাজ্য হইতে একবারে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন; তথাপি কখনও তিলপরিমাণেও আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সনাতন ধর্ম্ম ও রীতিনীতি ত্যাগ করেন নাই। ইহাদের কতরাজ্য একবারে রাজপুতের অধিকার-সীমার মানচিত্র হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সজাতি-শত্রুতা ও স্বদেশ-দ্রোহিতার বিষময় প্রতিফলস্বরূপ গর্ব্বিত রাঠোরের গর্ব্বোন্নত কণোজ এবং গৌরবান্বিত চৌলুক্যের গরীয়সী আনহলবারা আজ্ বহুক্ষণবিস্মৃত সামান্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে! একমাত্র মিবার, পবিত্র ধর্ম্মের অটল দুর্গস্বরূপ পবিত্র মিবার তাদৃশ শত শত প্রচণ্ড বিপ্লব সহ্য করিয়াও আত্মরক্ষার বিনিময়ে কখনও আপনার প্রাচীন গৌরবসম্ভ্রম বিক্রয় করে নাই। সেই বিপুল পুণ্যের বলেই আজিও তাহা পূর্ণাবয়বে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে দিন আর্য্যবীর সমরকেশরী সমরসিংহ স্বদেশানুরাগের স্বর্গীয় মন্ত্র সাধন করিবার জন্য যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতে মিবারভূমির সেই গৌরব, সেই ধর্ম্ম এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বংশধরগণ অম্লানবদনে আপনাদের হৃদয়শোণিত অবিরলধারে নিঃসারিত করিয়াছেন।

মহারাজ সমরসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা মহিষী কর্ম্মদেবী কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেন। রাজকুমার কর্ণ * যত দিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, ততদিন শাসনভার রাণীর হস্তেই সমর্পিত রহিল। রাজ্ঞী কর্ম্মদেবী পত্তনের রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেরূপ বীরকুলে তাঁহার জন্ম,—তদপেক্ষা মহত্তর বীরের হস্তে তিনি সমর্পিতা হইয়াছিলেন;—স্বয়ং বীরনারী। বীরদুহিতা বীরপত্নী বীর্য্যবতী কর্ম্মদেবী পিতা, পতিও আপনার সম্মানগৌরব রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। পুত্রের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে যখন মিবারের শাসনভার তৎকরে সমর্পিত ছিল, তখন তিনি যে অদ্ভুত বীরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম বীর্য্যবতী রাজপুতরমণী-দিগের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার করিয়াছে। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বিক্রমপ্রভাবে বীরবর কুতবুদ্দীন আহত ও পরাজিত হইয়া অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। মিবার আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে যবন-প্রতিনিধি সসৈন্যে তদ্দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ সংবাদ অচিরে কর্ম্মদেবীর কর্ণগোচর হইল। ঘৃণা, রোষ ও জিঘাংসায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার সেই দুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য আপন সৈনিক ও সামন্তদিগকে আহ্বান করিয়া সংগ্রামের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন; আপনিও যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। রমণীর সুকুমার দেহে কঠিন লৌহবর্ম্ম পরিহিত হইল;—যে করে মুক্তাজড়িত বলয় শোভা পাইত, আজ তাহা কঠিন লৌহাস্ত্রে সজ্জিত হইল; আলুলায়িত-কুন্তলা ভীমরূপিনী কর্ম্মদেবী অশ্বারোহণে রণচণ্ডীবেশে যবনদলনার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। নয় জন ক্ষত্রিয়নৃপতি এবং 'রাবৎ' উপাধিকারী একাদশ জন সামন্ত তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য তৎসমভিব্যাহারে চলিলেন। অম্বরের নিকটে বীরনারী কর্ম্মদেবী কুতবুদ্দীনের সেনাদলকে দেখিতে পাইলেন; অমনি তথায় আপনার সেনাদলকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ক্রমে উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। যবনরাজের বীর প্রতিনিধি রাজপুতরমণীর যুদ্ধে আহত হইলেন, তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল; অবশেষে তিনি অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন।

---

* সমরসিংহের অনেকগুলি পুত্র সন্তান সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কল্যাণরায় পিতার সহিত সমরক্ষেত্রে নিহত হয়েন। দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে বিদৌরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন; অপর তৃতীয় ভারতের উত্তরপ্রদেশে গমন করিয়া গোরক্ষকুলের প্রতিষ্ঠাপন করিয়াছিলেন। কর্ণ সর্ব্ব কনিষ্ঠ।

কর্ণের অপ্রাপ্তব্যবহারকাল উত্তীর্ণ হইল। সম্বৎ ১২৪৯ (খৃঃ ১১৯৩) অব্দে তিনি পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। কিন্তু বিধাতার কঠোর অনুশাসনে তাঁহার বংশধর মিবারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই *। প্রায় সকল ভট্টগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ণের মাহুপ ও রাহুপ নামে দুইটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। মহারাজ সমরসিংহের একটী ভ্রাতা ছিলেন;—তাঁহার নাম সূর্য্যমল্ল। এই সূর্য্যমল্লের ভরত নামে একটী তনয় সমুদ্ভূত হয়েন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কর্ণ সমরসিংহের পুত্র। চোহান-বংশীয়া এক রাজকুমারীর সহিত কর্ণের বিবাহ হইয়াছিল। উক্ত রাজনন্দিনীর গর্ভে মাহুপ জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণ রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে সর্দ্দারগণ ষড়যন্ত্র করিয়া ভরতকে মিবার হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। তদনন্তর তিনি সিন্ধুদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সিন্ধুরাজ্যের অন্তর্গত আরোরনগর তৎকালে জনৈক মুসলমান নৃপতির শাসনাধীনে অবস্থিত ছিল। ভরত উক্ত মুসলমানরাজের নিকট হইতে আরোরনগর প্রাপ্ত হইলেন। পুগলের ভট্টিরাজের দুহিতার সহিত ভরতের পরিণয় হইল। এই শুভ পরিণয়ের ফল রাহুপ। কর্ণ ভরতকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; এমন কি আপনার পুত্রাপেক্ষাও তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। যে দিন ভরত তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইতে লাগিল। ইহার উপর তাঁহার আর একটী মনোবেদনা উপস্থিত হইল। তাঁহার পুত্র মাহুপ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর মাতুলালয়েই কালযাপন করিতেন। একে ভরতের বিচ্ছেদজনিত শোকে তাঁহার হৃদয় দারুণ নিপীড়িত, তাহার উপর আবার পুত্রের অকর্ম্মণ্যতা;—মর্ম্মাহত কর্ণের হৃদয় ক্রমে ক্রমে বিষম ভগ্ন হইল; অবশেষে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন।

কর্ণের একটী কন্যা ছিল; তিনি সেই কন্যাকে ঝালোরের শনিগুরুবংশীয় সর্দ্দারের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারীর গর্ভে রণধবল নামে একটী পুত্র সমুদ্ভূত হয়। শনিগুরু সর্দ্দারের একান্ত সাধ যে, তিনি আপন পুত্র রণধবলকে চিতোরের সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। এত দিন সে সাধ চরিতার্থ করিবার জন্য শুভ অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন;—আজি তাহা উপস্থিত। মহারাজ কর্ণ পরলোকগত;—তাঁহার সিংহাসন শূন্য। তাঁহার অকর্ম্মণ্য তনয় মাহুপ জানিয়া শুনিয়াও সে সিংহাসন অধিকার করিতে আসিল না। ইত্যবসরে ক্রূরচরিত ঝালোর-সর্দ্দার চিতোরের প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগকে নিহত করিয়া আপন পুত্রকে সেই শূন্য-সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। গিহ্লোটকুলকেশরী বীরবর বাপ্পার সিংহাসন কি সামান্য সর্দ্দারের করায়ত্ত হইবে? তাহা হইলে যে 'গিহ্লোট' নাম একবারে মিবার হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! এই

* কর্ণের শ্রীবাননামে একটী পুত্র সমুদ্ভূত হয়েন; তিনি বণিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ শ্রীবানীয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

গভীর চিন্তা রাজপরিবারের একজন প্রাচীনভট্টের মনে উদিত হইল; তিনি এই ভাবী অনর্থপাতের প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধ ভরতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া অতি ত্বরায় মিবাররাজ্যে আগমন করিতে কহিল। ভরত তখন আর বিলম্ব না করিয়া সিন্ধুদেশীয় সেনাদল সমভিব্যাহারে আপন পুত্রকে চিতোরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে দুর্মতি শনিগুরু সর্দ্দার এতদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাহুপের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার জন্য সসৈন্যে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে পল্লীনামক স্থানে দুই দলে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। অচিরে যে যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে রাহুপই জয়ী হইলেন। এই শুভ সংবাদ অবগত হইলে চিতোরের সর্দ্দার ও সামন্তগণ মহোল্লাস-সহকারে বিজয়ী রাহুপের জয়পতাকামূলে একত্রিত হইল এবং তাঁহাকে উদ্ধারকর্তা জানিয়া চিতোরসিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি আপনার পিতা ও জননী রঙ্গদেবীকে আনয়ন করিতে সিন্ধুদেশে লোক প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর সম্বৎ ১২৫৭ (খৃঃ ১২০১) অব্দে রাহুপ চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবার কিছু কাল পরেই তিনি যবন সেনাপতি সামসুদ্দিনের সহিত এক ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। উক্ত যুদ্ধব্যাপার নাগোরকোটে সংঘটিত হইয়াছিল। সে যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মী রাহুপের অঙ্কশায়িনী হইলেন। রাহুপের রাজত্বকালে মিবাররাজ্যে দুইটী মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে মিবারের রাজকুল একমাত্র গিহ্লোট নামে অভিহিত হইত; কিন্তু মহারাজ রাহুপের রাজত্বকালে তৎপরিবর্ত্তে শিশোদীয় * নাম প্রচলিত হইল। দ্বিতীয়তঃ গিহ্লোট নৃপতিগণ এতাবৎকাল "রাওল" উপাধিতে পরিচিত হইতেন; কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহারা "রাণা" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। যেরূপে তাঁহারা এই অভিনব উপনাম প্রাপ্ত হইলেন, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

মুন্দরাধিপতি পুরীহাররাজ মকুলরাণা রাহুপের একজন প্রচণ্ড শত্রু। তাহার ঘোরতর বৈরাচরণে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া রাহুপ অবশেষে সসৈন্যে তদীয় রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া তাহাকে তাহার রাজধানীতেই বন্দী করিলেন। মকুলরাণা আত্মোদ্ধারের নিষ্ক্রয়স্বরূপ স্বীয় রাজোপাধি এবং গদবার নামক সমৃদ্ধ জনপদ বিজয়ী রাহুপের করে অর্পণ করিলেন। অতঃপর রাহুপ স্বনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপন জয়নিদর্শন স্বরূপ রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। তদবধি গিহ্লোটনৃপতিগণ রাণা বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। রাহুপ আটত্রিশ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া পরলোক

---

* শিশোদা নামক একটী নগর হইতে শিশোদীয় অভিধার উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত শিশোদা নগর মিবারের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত পর্ব্বত মধ্যে সংস্থিত। কথিত আছে, মিবারের কোন নির্ব্বাসিত নৃপতি অনেকক্ষণ অনুসরণের পর একটী শশকে যে স্থলে বধ করিয়াছিলেন, সেই স্থলে শশদা (শিশোদা) নামে একটী নগর স্থাপন করেন।

গত হয়েন। মিবাররাজ্যের প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া ঘোর সঙ্কটকালে তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রাজোচিত গুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

মহারাজ রাহুপের নয় পুরুষ পরে রাণা লক্ষ্মণসিংহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নয় পুরুষ অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। এই নয়জনের মধ্যে ছয় জন রণস্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। পাপিষ্ঠ মুসলমানের অপবিত্র গ্রাস হইতে পবিত্র গয়াতীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য সেই সুদূর পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহারা শরীর পাত করিয়াছিলেন। উক্ত ছয়জন রাজপুতবীরের মধ্যে যে মহাপুরুষ আত্মহৃদয়ের শোণিতবিনিময়ে পবিত্র সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার নাম পৃথ্বীমল্ল। স্বধর্ম্মপ্রেমিক ও স্বদেশানুরাগী এই কতিপয় রাজপুত বীরের প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যবনগণ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য মহারাজ পৃথ্বীমল্লের দেহত্যাগের পর হইতে অনেক দিন অবধি তাহারা আর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করে নাই। সেই দিন হইতে আর্য্যগণ আল্লা-উদ্দীনের শাসনকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে আপনাদিগের ধর্ম্মালোচনা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই শান্তিময় সময়ের মধ্যে চিতোরপুরী একবার শিশোদীয়কুলের হস্তস্খলিত হইয়াছিল। ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাহুপ ও রাণা লক্ষ্মণসিংহের মধ্যবর্ত্তী কালে ভণসিংহ * নামক জনৈক শিশোদীয় নৃপতি আপন পিতৃপুরুষগণের আবাস ভূমি "চিতোরনগর পুনরুদ্ধার" করিয়া প্রজাবর্গকে আপনার রাণা উপাধি স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তদীয় অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে চিতোর অন্য কোন জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। মহারাজ রাহুপ ও লক্ষ্মণসিংহের মধ্যবর্ত্তীকালে যে নয় জন রাজা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল উক্ত দুইটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু বিবরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহাদিগের রাজত্ব নানা প্রকার বিপ্লব ও সংঘর্ষে একবারে উদ্বেজিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বর্ণনীয় অন্য কোন বিবরণ না পাওয়াতে আমরা মিবার-ইতিহাসের একটী প্রধানতম কাণ্ডের আলোচনায় নিবিষ্ট হইলাম। সমালোচ্য বৃত্তান্তটী সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক হইলেও আদ্যোপান্ত এরূপ ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্যে সুশোভিত যে, তাহা পাঠ করিলে একখানি প্রকৃত উপন্যাস বলিয়া বোধ হইবে।

* ভণসিংহের দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্র চম্বলনদের তীরে একটী ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারই বংশধরগণ চন্দ্রাবৎ নামে প্রসিদ্ধ। মিবারের অতি পরাক্রান্তশালী সামন্তসমিতির মধ্যে এই চন্দ্রাবৎগণ অন্যতম। ইহাদের সেই ভূমিবৃত্তির নাম রামপুর (ভণপুর); তাহার বার্ষিক আয় নয় লক্ষ টাকা।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাণা লক্ষ্মণসিংহ ;—আল্লা-উদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণ ;—আল্লা-উদ্দীনের বিশ্বাসঘাতকতা ;—ভীমসিংহকে উদ্ধার করিবার জন্য চিতোরের সর্দ্দারগণের অসিধারণ ;—রাণা এবং তৎপুত্রগণের অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ ;—তাতারগণ কর্ত্তৃক চিতোর-উৎসাদন ;—রাণা অজয়সিংহ ;—হামির ;—তৎকর্ত্তৃক চিতোরপ্রাপ্তি ;—মিবারের খ্যাতি ও শ্রীবৃদ্ধির বিবরণ ;—ক্ষেত্রসিংহ ;—লাক্ষ।

লক্ষ্মণসিংহ সম্বৎ ১৩৩১ (খৃঃ ১২৭৫) অব্দে স্বীয় পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইহাঁর রাজত্বকালে চিতোর একটী নূতন যুগ অবতারিত হইয়াছিল, বলিতে হইবে। কেননা, যে চিতোর ইতিপূর্ব্বে বীর-বিক্রম ও স্বাধীনতার দুর্জ্জয় দুর্গস্বরূপ অবস্থিত ছিল, ভারতভূমির অন্যান্য নগর দুর্দ্ধর্ষ যবনগণের কঠোরতম অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইলেও যে চিতোর এতদিন অস্পৃষ্ট রহিয়াছিল, আজি নৃশংসহৃদয় আল্লা-উদ্দীনের ভীষণ বিদ্বেষানলে ও পাশব অত্যাচারে তাহা বিদগ্ধ, বিভগ্ন ও সমুৎসাদিত হইয়া গেল! এই দুর্দ্ধর্ষ হিন্দুশত্রু কর্ত্তৃক চিতোরপুরী দুইবার আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহার প্রথম আক্রমণে যদিও মিবারের প্রধান প্রধান বীরগণ চিতোর-রক্ষার্থ আপনাপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; তথাপি দুরাচার আল্লা-উদ্দীন চিতোরনগর স্পর্শ করিতে পারে নাই, সুতরাং ইহা তাহার সর্ব্বসংহারক গ্রাসে পতিত হয় নাই। তাহার পর দ্বিতীয় আক্রমণ ;—যবনের এই দ্বিতীয় আক্রমণে চিতোরনগর বিধ্বস্ত ও উৎসন্ন হইয়া গেল। চিতোরের শোভাসৌন্দর্য্য সমস্তই বিনষ্ট হইল!

লক্ষ্মণসিংহ অতি অল্প বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভীমসিংহ, লোকললামভূতা বিখ্যাতা পদ্মিনীর পাণিগ্রহণ করেন। পদ্মিনী চোহানকুল-সম্ভূতা ;—তাঁহার পিতার নাম হামিরশঙ্ক ;—পিত্রালয় সিংহল। তাঁহার সেই অপ্রতিম লাবণ্যরাশিই শিশোদীয়গণের অগণ্য অনর্থের প্রধানতম কারণ। তাঁহার সৌন্দর্য্যখ্যাতি এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ভারতের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী বলিলে একমাত্র পদ্মিনীকেই বুঝাইত। এই পবিত্র নামের গরিমা রাজপুতদিগের বংশপরম্পরানুক্রমে অনেকদিন বাহিত হইয়াছিল। আজিও অনেক রাজপুত আপনাদিগের কন্যা ভগিনীদিগকে পদ্মিনী নাম দান করিয়া থাকেন। সুরসুন্দরী পদ্মিনীর আলোকসামান্য সৌন্দর্য্য, গুণগৌরব, মহিমা ও মৃত্যুর বৃত্তান্ত এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য ঘটনাকাহিনী রাজবারার অতি প্রসিদ্ধ গল্পমালার একমাত্র প্রধান উপকরণস্বরূপ পরিবর্ণিত হইয়া থাকে। ভট্টকবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লা-উদ্দীন পদ্মিনীকে লাভ করিবার অভিলাষেই চিতোরপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন ; নতুবা জিগীষা বা যশোলিপ্সা

তাঁহার সে সমরোদ্যোগের কারণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। কথিত আছে যে, তিনি চিতোরনগর অবরোধ করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলেই স্বদেশে প্রতিগত হইবেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থ অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দীর্ঘকাল-স্থায়ী অবরোধ যখন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন আল্লা-উদ্দীন উক্ত ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। দুরাচারের এই দুরভীষ্ট বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজপুতগণ নিদারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। জীবনের জীবনস্বরূপিনী গৃহলক্ষ্মী যবনের বিলাসসামগ্রী হইবে? দেব-কন্যাকে পাপিষ্ঠ দনুজ উপভোগ করিবে? এ জঘন্য ও অবমানকর প্রস্তাবে কোন্ হৃদয়বান্ পুরুষ অনুমোদন করিতে পারে? রাজপুতগণ কি বীর নহে?—তাহাদিগের দেহ কি নির্জ্জীব মাংসপিণ্ড মাত্র? তাহাদিগের ধমনীমধ্যে কি পবিত্র আর্য্য-শোণিত প্রবাহিত হয় না? তবে তাঁহারা কি এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবেন?—কখনই না। বলিতে কি, দুরাচার আল্লা-উদ্দীনের এ দুরভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তথাপি পদ্মিনীকে সে হৃদয় হইতে কিছুতেই স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। অবশেষে প্রচার করিল যে, সেই লাবণ্যবতী রমণীর মোহিনী প্রতিচ্ছায়া স্বচ্ছ দর্পণে দেখিতে পাইলেই সে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। ভীমসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

আল্লা-উদ্দীনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, রাজপুত মিথ্যাবাদী বা বিশ্বাসঘাতক নহেন; সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই সে কতিপয় শরীর-রক্ষকমাত্র সঙ্গে লইয়া চিতোরনগরে প্রবিষ্ট হইল এবং স্বচ্ছ মুকুরে সুরসুন্দরী পদ্মিনীর মোহিনী প্রতিচ্ছায়া অবলোকন করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিল। যে কদাচারী শত্রু হইতে চিতোরের ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, যে একদা পবিত্র রাজপুতকুলে অনপনেয় গভীর কলঙ্ককালিমা ঢালিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল; আজি সেই অতিথি। অতিথি বলিয়াই সে নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে চিতোরপুরীতে প্রবেশ করিতে পারিল। বীরহৃদয় তেজস্বী রাজপুতরাজ তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে বন্ধুভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। যতক্ষণ সে অতিথিভাব সংরক্ষণ করিবে; ততক্ষণ সে ভীষণতম শত্রু হইলেও মিত্রাপেক্ষাও প্রিয়তর। সেই জন্য রাজপুতবীর ভীমসিংহ যথাযোগ্য আদর ও সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার সহিত দুর্গের পাদদেশ পর্য্যন্ত স্বয়ং গমন করিলেন। আল্লা-উদ্দীন সুন্দর শিষ্ট ব্যবহারের সহিত আত্মত্রুটি স্বীকার করিয়া ভীমসিংহের নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। এইরূপ নানা প্রকার শিষ্টালাপনের সহিত ভীমসিংহ আল্লা-উদ্দীনের সমভিব্যাহারে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে নিকটস্থ গুপ্তস্থান হইতে কতকগুলি অস্ত্রধারী যবন সৈনিক আসিয়া অসতর্ক রাজপুতপতিকে একবারে বন্দী করিয়া ফেলিল এবং অতি ত্বরায় তাহার শিবিরে বহন করিল! হায়! দুরাচার বিশ্বাসঘাতক যবনগণ কি রাজপুতের পবিত্র ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের এইরূপ প্রতিদান করিল! সরলহৃদয় ভীমসিংহ কপটাচারী যবন কর্ত্তৃক ঘোরতর রূপে প্রতারিত হইলেন। অবশেষে সে দুরাচার ঘোষণা করিয়া দিল;— "পদ্মিনীকে প্রাপ্ত হইলেই ভীমসিংহকে মুক্তিদান করিব,—নতুবা করিব না।"

এই শোচনীয় সমাচার অচিরকালমধ্যেই চিতোরনগরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। চিতোরবাসিগণ বিষম নৈরাশ্যে একবারে বিমূঢ় ও ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন। ভীমসিংহের মুক্তির জন্য তবে কি তাঁহারা পদ্মিনীকে ত্যাগ করিবেন?—না চরমসাহসে নির্ভর করিয়া অসির সাহায্যে রাজপ্রতিনিধিকে উদ্ধার করিতে যাইবেন? কিন্তু যদি তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম বিফল হয়?—যদি তাঁহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও ভীমসিংহকে উদ্ধার করিতে না পারেন?—তাহা হইলে কি হইবে?—তবে কি পদ্মিনীকেই ত্যাগ করা বিধেয়? রাণার সর্দ্দারগণের মধ্যে এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে পদ্মিনী শীঘ্রই এ সংবাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি স্বয়ং কি রূপ যুক্তি স্থির করেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেই সমুৎসুক হইয়া রহিল। অচিরে সকলে অবগত হইল যে, পদ্মিনী ভীমসিংহের উদ্ধারের জন্য যবনকরে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মতা হইয়াছেন! এ সংবাদে নাগরিকগণ এককালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন! পতিপ্রাণা পদ্মিনী উক্ত জঘন্য প্রস্তাবে কি যথার্থই সম্মতি দান করিলেন? যথার্থই কি তিনি পাপ যবনকরে স্বর্গীয় সতীত্বধন অর্পণ করিবেন? ফলতঃ তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় যে কি, তাহা তিনি তখন সাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার পিতৃরাজ্যের দুইজন আত্মীয় তৎকালে চিতোরে অবস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহার পিতৃব্য;—নাম গোরা; অপর তাঁহার ভ্রাতা;—নাম বাদল। ইহাঁরা দুই জনেই যেমন বীর, সেইরূপ মন্ত্রণাকুশল। পদ্মিনী ইহাঁদিগকেই নিকটে আহ্বান করিয়া গুপ্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিরূপে নিষ্কলঙ্ক শরীরে পদ্মিনী প্রাণপতির উদ্ধারসাধন করিতে পারেন, তাহাই সেই পরামর্শের প্রধানতম উদ্দেশ্য। সুখের বিষয়, সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল। সেই দুই সুদক্ষ রাজপুত বীর যে সদুপায় স্থির করিলেন, তাহাতে সাধ্বী পদ্মিনীর পবিত্র পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের তিলমাত্রও ব্যত্যয় হইল না; অথচ ভীমসিংহ নিরুদ্বেগে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পাইলেন।

অনন্তর অচিরকালমধ্যে আল্লা-উদ্দীনের নিকট একটী দূত প্রেরিত হইল। উক্ত দূত তৎসমীপে উপনীত হইয়া যথাবিহিত সম্মান ও মর্য্যাদাসহকারে নিবেদন করিল; "সম্রাট! চিতোরকে অবরোধ হইতে মুক্তিদান করিয়া আপনার সেনাচমূ আপনি যে দিবস উঠাইয়া লইবেন, মহিষী সেই দিবসেই আপনার নিকট আগমন করিবেন।" দূত সম্রাটকে ইহাও বিজ্ঞাপিত করিল, "মহীপতে! আপনি স্বয়ং সম্রাট, পদ্মিনীও সম্ভ্রান্ত রাজপুতকুলের মহিলা; অতএব যাহাতে উভয়েরই যথাযোগ্য সম্মানের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, তদুপযোগী আয়োজনের সহিত তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। যে সকল রাজপুত-মহিলা তাঁহার বাল্য-সহচরী; যাঁহারা তাঁহাকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারেন না, তাঁহারা একবার জন্মের শোধ বিদায় লইবার জন্য এই শিবির পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আগমন করিবেন। তদ্ব্যতীত যে সকল ক্ষত্রিয়মহিলা মহিষীর সহিত দিল্লীনগরে গমন করিবেন, তাঁহারাও তৎসমভিব্যাহারে আসিবেন। তাঁহারা সকলেই কুলকামিনী, কখনও বাটীর বহির্দ্দেশে পদার্পণ করেন নাই; আজি আপনার

আদেশ পালন করিবার জন্য তাঁহারা চিরন্তন নিয়মের অপব্যবহার করিয়া এই দূরদেশে আগমন করিতেছেন। কিন্তু, সম্রাট! আপনার নিকট আমাদের এইমাত্র নিবেদন যে, তাঁহারা যেমন আপনার মনস্তুষ্টি-সাধনের জন্য কুলমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া আসিতেছেন, সেইরূপ আপনি তাঁহাদের সম্মান রাখিবার জন্য একটু বিশেষ মনোযোগী হইবেন। দেখিবেন, কেহ যেন কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের শিবিকা-সম্মুখে উপস্থিত না হয়; তাহা হইলে অন্তঃপুর-নিয়মের ব্যভিচার হইবে।” আল্লা-উদ্দীন তাহাতেই সম্মত হইলেন। কুহকিনী আশার সোহাগে ভুলিয়া তিনি একবার স্বপ্নেও ভাবিলেন না যে, সতী-প্রধানা হিন্দু-মহিলা স্বহস্তে আপনার হৃৎপিণ্ডকে ছেদন করিতে পারেন, সহাস্য-বদনে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, তথাপি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পূততম সতীত্ব-ধন ত্যাগ করিতে পারেন না।

ক্রমে নিরূপিত দিবস সমাগত হইল। দেখিতে দেখিতে অন্যূন সাতশত সমাবৃত শিবিকা চিতোর হইতে বহির্গত হইয়া সম্রাটের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রত্যেক শিবিকা গুপ্তাস্ত্র ছদ্মবেশধারী ছয় জন করিয়া সৈনিকদ্বারা বাহিত; প্রত্যেকের অভ্যন্তরে চিতোরের এক একজন সাহসিকতম বীর গূঢ়ভাবে অবস্থিত। দেখিতে দেখিতে সেই সপ্তশত যান সম্রাটের পটগৃহের সম্মুখে যাইয়া উপনীত হইল। সেই সমস্ত পটাবাস চারিদিকে বসন-সমূহে সমাবৃত। পাল্কিগুলি একে একে তাম্বুর ভিতরে প্রবেশ করিল। পত্নীর সহিত একবার চিরজীবনের মত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভীমসিংহ শুদ্ধ অর্দ্ধ ঘণ্টার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি সেই সমস্ত শিবিকার নিকটে আগমন করিবামাত্র তাঁহার সৈনিকগণ তাঁহাকে একখানি পাল্কির মধ্যে সতর্ক ও সংগুপ্তভাবে স্থাপন করিল এবং তন্মুহূর্ত্তেই সেই শিবিকাখান লইয়া শিবির হইতে বহির্গত হইয়া চলিল। সেই সঙ্গে আরও কতকগুলি পাল্কি নীত হইল। অবশিষ্ট সকলে আল্লা-উদ্দীনের আগমন-প্রতীক্ষায় ধীর ও গম্ভীরভাবে স্ব স্ব শিবিকাভ্যন্তরে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল; তথাপি ভীমসিংহকে প্রতিগত হইতে না দেখিয়া আল্লা-উদ্দীনের মনে বিষম ঈর্ষার উদয় হইল। ক্রমে যে ঈর্ষা সন্দেহে,—ক্রমে সেই সন্দেহ রোষে পরিণত হইল। ভীমসিংহকে মুক্তিদান করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আর বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া নির্ব্বোধ যবনসম্রাট সেই সমস্ত শিবিকার নিকট আগমন করিলেন, অমনি তন্মধ্য হইতে সশস্ত্র রাজপুতবীরগণ সলম্ফে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু আল্লা-উদ্দীন বিলক্ষণ সুরক্ষিত ছিলেন। সুতরাং সেইস্থলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। এদিকে পলায়িত ভীমসিংহকে ধৃত করিবার জন্য একদল যবনসেনা চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইল; কিন্তু সেই যুধ্যমান রাজপুতগণ উক্ত যবনসৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে চিতোরের দিকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে যতক্ষণ একজনমাত্র জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ তাহারা ভীমসিংহের অনুসরণে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে নাই। ভীমসিংহের জন্য একটী তীব্রগামী অশ্ব প্রস্তুত ছিল; সেই অশ্বে

আরোহণ করিয়া তিনি নির্ব্বিঘ্নে চিতোরদুর্গের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে যবনসেনা দুর্গের সিংহদ্বারে আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল। চিতোরের প্রধানতম বীরমণ্ডল সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহাদিগের সহিত ভীষণ সমরে অবতীর্ণ হইলেন। সেই ভয়াবহ সমরে বীরবরগোরা ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র যুবকবীর বাদলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বীরত্ব ও তেজস্বীতায় অনুপ্রাণিত হইয়া রাজপুতবীরগণ মহোৎসাহের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

দ্বাদশবর্ষীয় রাজপুতবালক বাদলের অদ্ভুত রণকৌশল দেখিয়া যবনসৈন্যগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহার হস্তস্থ তরবার ও ভল্লের আঘাতে কত হতভাগ্য নিপাতিত হইল; তাঁহার অপূর্ব্ব রণাভিনয়ে কত বীরত্বাভিমানী রণবিশারদ হিন্দু ও মুসলমান সৈনিকের দর্প চূর্ণ হইয়া পড়িল। কিসে পদ্মিনীর সম্মান ও শিশোদীয়কুলের গৌরব রক্ষা পায়, তাহাই তাঁহার একমাত্র মন্ত্র; তাঁহার সে বীরমন্ত্রে প্রোৎসাহিত হইয়া রাজপুতবীরগণ প্রচণ্ডবেগে শত্রুকুলের সম্মুখীন হইলেন। সে মহাসমরে বীরবর গোরা বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অনন্তকালের জন্য শস্ত্রশয্যায় শয়ন করিলেন; অনেক রাজপুতবীর তাঁহার অনুগমন করিলেন। সে ভয়াবহ কাল সমর হইতে একমাত্র বাদল ও কতিপয় বীর চিতোরে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। দুর্বৃত্ত আল্লা-উদ্দীনের দুরভিপ্রায় কিছুদিনের জন্য প্রতিরুদ্ধ হইল। রাজপুতবীরগণের কঠোরতর উদ্যম ও বীরত্ব এবং আত্মপক্ষের সমূহ সেনাপচয় দর্শন করিয়া তিনি সে যুদ্ধব্যাপারে কিছুকালের জন্য বিরাম সম্ভোগ করিলেন।

ঘোরতর যবনসমরে বীরবর গোরা আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন; তাঁহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষতদেহে পিতৃব্য-পত্নীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে একাকী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তেজস্বিনী রাজপুত-রমণীর হৃদয় বিষম শোকোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তথাপি তাঁহার প্রাণপতি যে, স্বদেশ রক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে প্রধান সান্ত্বনা। বীরবালক বাদলকে সম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান দেখিয়া গোরার শোকার্ত্তা বিধবা পত্নী ধীরে ধীরে কহিলেন, "বাদল! আর বলিতে হইবে না; আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার এইমাত্র জিজ্ঞাস্য, তুমি বল; আমার প্রাণেশ্বর যুদ্ধে কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। বল, বৎস! ইহাই আমার এখন একমাত্র সান্ত্বনা।" বাদলের বিশাল-নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল; তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে আবার শোণিত উদ্গত হইল। তিনি বলিলেন, "জননি! আমার পিতৃব্যের অদ্ভুত বীরত্বের কথা আর কি বলিব? একমাত্র তাঁহারই অপূর্ব্ব বীর-বিক্রমে শিশোদীয়কুলের গৌরব-রক্ষা হইয়াছে। তিনি অগণ্য শত্রুসৈন্যকে তৃণের ন্যায় অনায়াসে কর্ত্তন করিলেন। আমি কেবল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত বিখণ্ডিত শত্রুশরীর আহরণ করিয়াছি। তাঁহার করালগ্রাস হইতে যে দুই চারিটী যবন নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, আমি কেবল তাহাদিগকেই সংহার করিতে পাইয়াছি। এইরূপ অলৌকিক

বীরত্বের পর তিনি গৌরবের লোহিত শয্যায়—শত্রুকুলের শবদেহরূপ আস্তরণ বিস্তার করিয়া অনন্ত-নিদ্রা সম্ভোগ করিতেছেন! একজন যবন-রাজকুমারের দ্বিখণ্ডিত দেহ তাঁহার উপাধানের কার্য্য করিতেছে,—অসংখ্য যবনসৈন্য রক্ষকস্বরূপ তাঁহার চারিদিকে শায়িত রহিয়াছে।" রাজপুত-রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, বৎস!—বাদল! আবার বল, আমার প্রাণবল্লভ সমরাঙ্গনে কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিলেন।" বাদল আবার উত্তর করিলেন, "হে মাতঃ! আর কি বলিব? তাঁহার অসীম বীরত্বের কথা আর কত বলিব? তাঁহার সেই বিস্ময়কর বীরত্ব দেখিয়া যে সকল শত্রুসৈনিক ভীত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহার নানা প্রকার প্রশংসা করিয়াছিল; আজি তাহাদিগের মধ্যে কেহই বাঁচিয়া নাই।" বীরবর গোরার বিধবা পত্নী হাস্যপ্রফুল্লমুখে বাদলের নিকট বিদায় লইলেন এবং "বিলম্ব করিলে প্রাণেশ্বর আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন" বলিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক আত্ম জীবন আহুতি প্রদান করিলেন।

মিবারবাসিগণ প্রায়ই "চিতোর-ধ্বংসের পাপ স্পর্শ করুক" বলিয়া শপথ করিয়া থাকে। তাহাদিগের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, চিতোরপুরী সার্দ্ধেক তিনবার উৎসাদিত হইয়াছিল। এই সার্দ্ধেক বারত্রয়ের মধ্যে তাঁহাদের মতে এইটী অর্দ্ধ। এই মহাসমরব্যাপারে চিতোরনগর শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত ও বিধ্বস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহাতে যে চিতোরের সাহসিকতম বীরগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন শিশোদীয়কুলের ঘোরতর ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে ইহাকে অর্দ্ধ বলা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ খোমানরাসগ্রন্থে এতদ্বিবরণ অতিশয় ওজস্বিতার সহিত বর্ণিত আছে। এই ভীষণতর ক্ষতি হইতে শান্তি লাভ করিতে না করিতে চিতোর আবার দুর্দ্দান্ত যবনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। এ আক্রমণে আর নিস্তার নাই; দুর্দ্ধর্ষ আল্লা-উদ্দীন এবার বিপুল সেনাবল উপচয় করিয়া ভীম বিক্রমে চিতোরনগর আক্রমণ করিল। এ আক্রমণ হইতে চিতোরপুরী কে রক্ষা করিবে? কে স্বদেশ-প্রেমিকতার মহামন্ত্রে উৎসাহিত হইয়া যবনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে?—যে মহাপরাক্রমশালী প্রচণ্ড বীরগণ চিতোরের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা গতযুদ্ধে স্বদেশরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে পতিত হইয়াছেন; চিতোর এখন বলশূন্য! এই ভয়ানক অবস্থাতে—চিতোরের এই ঘোরতর শোচনীয় অবস্থাতে দুর্দ্দান্ত আল্লা-উদ্দীন চিতোরপুরী পুনর্ব্বার আক্রমণ করিল। ভট্টকবিগণ বলিয়া থাকেন যে, সম্বৎ ১৩৪৬ (খৃঃ ১২৯০) অব্দে এই মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ফেরিস্তাগ্রন্থে ইহার অন্য কাল নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, যবন সম্রাট আল্লা-উদ্দীন চিতোরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গিরিকূট অধিকার করিয়া আপন সেনানিবেশ স্থাপন করিল এবং তাহার চতুর্দ্দিকে পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দিল। চিতোরের অধিবাসিগণ আজিও দূর হইতে সেই পরিখা দেখাইয়া দিয়া মিবারের ভূত বিপৎপাতের বিষয় ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী আক্রমণকারিগণ সেই সেই প্রদেশে এত পরিখা খনন করিয়াছে যে, তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন্‌টী যে আল্লা-উদ্দীনের তাহা নিরূপণ করা কঠিন। নিষ্ঠুর-হৃদয় যবনরাজ শিশোদীয়-

কুলের অতি সঙ্কটকালে চিতোরনগর আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কি চিতোরপুরী বীরশূন্য?—তাহা বলিয়া কি সে নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিঘ্নে বীরতার—স্বাধীনতার লীলাভূমি চিতোরকে হস্তগত করিতে পারিবে?—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। বীর্য্যবান্ রাজপুতের ধমনীতে যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইবে,—যতক্ষণ তাঁহার দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ তিনি কখনই রমণীর অঞ্চল ধরিয়া অন্তঃপুর-কোণে অবস্থিত থাকিবেন না।—ততক্ষণ তিনি কখনই অত্যাচারী দেশবৈরীর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আল্লা-উদ্দীন চিতোর-পুরীকে পুনরবরোধ করিবামাত্র চিতোরের বীরগণ প্রচণ্ডরোষ ও জিঘাংসায় একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সেই দুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য তরবার লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন।

খোমানরাসের প্রণয়নকর্ত্তা এই ভয়াবহ সমরঘটনা লইয়া স্বীয় মোহিনী কল্পনাকে নানা মনোহর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। সেই সকল চিত্রের মধ্যে কেবল একটীর অতি অদ্ভুত বিবরণ সন্নিবেশিত হইল। দিবাভাগে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া একদা নিশীথ কালে রাণা আপন বিশ্রামভবনের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইয়া ঘোরতর চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। যামিনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত; সমগ্র বিশ্বসংসার নিদ্রাক্রোড়ে লীন; কোথায়ও জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। কেবল নৈশ সমীরণ থাকিয়া থাকিয়া এক একবার প্রচণ্ডবেগে আসিয়া প্রকোষ্ঠের বাতায়নগাত্রে প্রতিহত হইতেছে; এবং সেই সঙ্গে দূরস্থিত ফেরুপালের বিকট চীৎকারধ্বনি শান্ত গম্ভীর প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। এই গভীর নিশীথ সময়ে রাণা আপন বিশ্রামকক্ষে আসীন হইয়া নিবিষ্ট মনে যেন চিতোরের ভবিষ্য ভাগ্যপটের গূঢ় লিখন পাঠ করিতেছেন। চিতোরের প্রধানতম বীরগণ প্রচণ্ড যবনাক্রমণ হইতে চিতোরপুরী রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যহ সমরক্ষেত্রে শয়ন করিতেছে;—শিশোদীয়কুলের রাজলক্ষ্মী যেন ম্লান ও বিষণ্ণবদনে চিতোরপুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে:—এখন চারিদিকেই বিপদ—চারিদিকেই সঙ্কট—চারিদিকেই অসংখ্য বিভীষিকা! এখন কে চিতোরপুরী রক্ষা করিবে? এই ঘোর সঙ্কট হইতে কে শিশোদীয়কুলের গৌরবসম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিবে? এই মহা বিপদের সর্ব্ব-সংহারক গ্রাস হইতে কি প্রকারে রাণার দ্বাদশ তনয়ের মধ্যে অন্ততঃ একজনও পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিবার জন্য নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে?—কিসে বীরবর বাপ্পার বংশ অনন্তবিনাশ হইতে রক্ষা পাইবে? রাণা এই সকল গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে সেই ঘোরানিশীথিনীর গম্ভীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া কে গম্ভীর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"মৈঁ ভুখা হুঁ"*—রাণার প্রচণ্ড চিন্তাস্রোত অমনি প্রতিরুদ্ধ হইল; তিনি চমকিয়া উঠিলেন;—সবিস্ময়ে সেই শব্দ-নির্দ্দিষ্ট দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন; অমনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল।

---

* আমি ক্ষুধিত হইয়াছি।

সেই ক্ষীণ-দীপালোক-প্রতিভাত বিশ্রাম-কক্ষের পাষাণ-স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যস্থলে তিনি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভীষণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ভগবতীকে দেখিবামাত্র রাণার হৃদয় ঘোরতর বিষাদে ও অভিমানে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! তিনি বিষাদ-মিশ্রিতস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"এখনও তোমার ক্ষুধার শান্তি হয় নাই?—এই ইতিপূর্ব্বে আমার রাজবংশের আট হাজার পুরুষ সমরাঙ্গণে জীবনোৎসর্গ করিয়া তোমার ভীষণ খর্পর পূর্ণ করিলেন, ইহাতেও কি তোমার দারুণ শোণিত-তৃষা প্রশমিত হইল না?" "আমি রাজবলি চাহি; অতএব রাজমুকুটধারী দ্বাদশজন রাজনন্দন যদি চিতোর-রক্ষার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে জীবনোৎসর্গ না করে, তবে মিবাররাজ্য শিশোদীয়কুলের হস্তচ্যুত হইবে।" দেবী এইমাত্র উত্তর দান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

রাণা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। সে রাত্রি মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। রজনী প্রভাত হইবামাত্র তিনি আপনার সেনাপতিদিগকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বসমক্ষে গত রজনীর সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কাহারও বিশ্বাস হইল না; তাঁহারা তদ্বিবরণ রাণার চিন্তানিষ্পেষিত মস্তিষ্কের ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের সকলের উক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন "আপনারা অবিশ্বাস করিতেছেন বটে; কিন্তু অদ্য রজনী সেই নির্দ্দিষ্ট নিশীথ কালে এই প্রকোষ্ঠ মধ্যে থাকিয়া দেখুন, দেবী পুনর্ব্বার আগমন করেন কি না।" সর্দ্দারগণ সম্মত হইলেন এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা সকলে রাণার বিশ্রাম ভবনে সমবেত হইয়া সেই অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলেন। দেবী পুনরাবির্ভূতা হইলেন এবং আত্মকৃত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার পুনর্ব্বার উল্লেখ করিয়া বলিলেন "প্রতিদিন সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ সমরক্ষেত্রে শয়ন করিতেছে বটে; কিন্তু তাহাতে আমার কি? প্রত্যহ এক একটী রাজকুমারকে রাজাসনে অভিষেক করিবে; কিরণ, ছত্র ও চামরে সুসজ্জিত করিয়া তাহাকে যথাযোগ্য রাজসম্মানে সম্মানিত করিবে; তিন দিন ধরিয়া তাহার রাজাদেশ পালিত হউক; তিন দিবস অতীত হইলে চতুর্থ দিবসে সে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অদৃষ্টের অনুশাসন অনুসরণ করুক। দ্বাদশ জন রাজকুমার যদি এইরূপে রণস্থলে আত্মজীবন উৎসর্গ করে, তাহা হইলেই আমি চিতোরে থাকিতে পারি।" দেবী অন্তর্দ্ধান করিলেন। চিতোরের সর্দ্দারগণ ঘোরতর বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুদ্ধ কবিকল্পনার অলীক সৃষ্টি; অথবা চিতোর-রক্ষায় রাজপুতদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত রাণার কোনরূপ সুন্দর কৌশল, তাহা সমালোচনা করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ দৈবদর্শন বীরহৃদয় রাজপুতের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত নহে। দেবতার এরূপ অপূর্ব্ব অভিনয়ে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাস কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে। বিশেষতঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবী চিতোরের দুর্গ-নিবাস পরিত্যাগ করিবার জন্য যে হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশ-প্রেমিক তেজস্বী রাজপুতবীরের বীরচরিত্র ও সংস্কারের সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। দেবীর আদেশ কঠোরতম হইলেও রাজপুতগণ তাহা পালন

করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা জীবিত থাকিতে দুরাচার যবনগণ যে, চিতোরপুরীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে; তাঁহাদিগের জীবনের জীবনস্বরূপিণী মহিলাদিগের অমূল্য সতীত্বধন অপহরণ করিবে; তাহা তাঁহারা কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহারা ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া দেবীর আদেশ পালন করিতে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহাদের দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহারা কিছুতেই যবনদিগকে চিতোরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিবেন না। অতঃপর কে সকলের অগ্রে দেবীর সেই আদেশ পালন করিবার জন্য সমরে আত্মোৎসর্গ করিবে, তাহা লইয়া রাণার দ্বাদশ বীরতনয়ের মধ্যে মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। অরি সিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; সুতরাং তিনি নিজ অগ্রজন্মতার হেতু দেখাইয়া দেবীর আদেশানুসারে রাজাসনে আরোহণ করিলেন এবং তিন দিন যথাযোগ্য রাজসম্মান সম্ভোগ করিয়া চতুর্থ দিবসে যবনযুদ্ধে ভীষণ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক এ মর-জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর তৎকনিষ্ঠ অজয়সিংহ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন! কিন্তু রাণা তাঁহাকে সকল পুত্রাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিতেন; সুতরাং তাঁহাকে রণক্ষেত্রে কিছুতেই অগ্রসর হইতে দিলেন না। অজয়সিংহ সমূহ চেষ্টা করিয়াও পিতার আগ্রহাধিক্য উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কি করিবেন, কাজেকাজেই তিনি আপন কনিষ্ঠদিগকে দৈবনির্দ্দেশপালনার্থ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুমতি দান করিলেন। তদনুসারে যথাক্রমে একাদশ জন রাজনন্দন চিতোর-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং যথাক্রমে যবন-সমরে অবতীর্ণ হইয়া আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশ-প্রেমিকতার জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া অম্লানবদনে স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এখন রাণার একটী মাত্র পুত্র জীবিত রহিলেন। সে পুত্র তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর; বরং তিনি আত্ম জীবন উৎসর্গ করিবেন, তথাপি প্রাণ থাকিতে তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে দিবেন না। হায়! তাহা হইলে যে, শিশোদীয়কুল নির্ম্মূল হইবে! বীরবর বাপ্পার পবিত্র বংশকে গণ্ডূষমাত্র বারি দান করিতেও যে কেহ জীবিত থাকিবে না! তবে কি হইবে?—কে দুর্দ্দান্ত যবনকুলের ভীষণ আক্রমণ হইতে চিতোরপুরী উদ্ধার করিবে?—কে গিহ্লোটকুলকে অনন্তবিনাশ হইতে রক্ষা করিবে? অবশেষে রাণা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনোৎসর্গ করিবার অভিপ্রায়ে আপন সামন্তদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন "এইবার আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে; আমি এইবার চিতোর-রক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিব।"

রাণা অবশেষে আত্মহৃদয়ের শোণিতদানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অবশিষ্ট খর্পর পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ আয়োজন শেষ হইবার পূর্ব্বে আর একটী ভীষণতর ব্যাপার সংসাধন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। সে ভীষণতর ব্যাপারের নাম "জহর ব্রত"। রাজপুতকুলের কামিনীদিগকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বিজয়ী শত্রুকুলের হস্ত হইতে তাঁহাদিগের সতীত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই ভীষণতর "জহর ব্রত" অনুষ্ঠিত হইত। শত্রুর প্রচণ্ড

আক্রমণ হইতে রাজপুতের স্বদেশ ও স্বাধীনতা-রক্ষার যখন কোন উপায় না থাকে; যখন তাঁহাদের সকল আশাভরসা বিলুপ্ত হইয়া যায়; সেই ভীষণ কালে—আশার সেই চরমসীমায় রাজপুতবীরগণ এই ভয়াবহ কঠোরতম ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অগ্রসর হয়েন। আজি চিতোরের সেই ভীষণকাল উপস্থিত;—আজি চিতোর-রক্ষার কোন উপায় অবশিষ্ট নাই; সুতরাং সেই ভীষণতম জহর ব্রতের উদ্‌যাপনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। রাজপুরীর অন্তঃপুরমধ্যস্থ ভূগর্ভে একটী বিশাল সুড়ঙ্গ ছিল; তাহা দিবাভাগেও ঘোরতর তমসায় সমাচ্ছন্ন। এই ভীষণ সুড়ঙ্গে বিশাল শালকাষ্ঠ একত্র স্তূপীকৃত হইয়া একটী প্রচণ্ড চিতা প্রজ্বালিত হইল। দেখিতে দেখিতে আলুলায়িত-কুন্তলা অগণ্য রাজপুত-মহিলা হৃদয়-বিদারক শোক-সঙ্গীতে চিতোরপুরী প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সেই ভীষণ গহ্বরের অভিমুখে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রূপলাবণ্যবতী যে সমস্ত ক্ষত্রিয়-মহিলাকে দেখিয়া দুরাচার মুসলমানদিগের পাশবী প্রবৃত্তির উদ্রেক হইতে পারিত তাঁহারা সকলেই সেই ললনামালার মধ্যে ছিলেন। সুর-মনোমোহিনী পদ্মিনী তাঁহাদিগের সকলের শেষবর্ত্তিনী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। চিতোরের বীরমণ্ডলী নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, বজ্রাহতপ্রায় দাঁড়াইয়া এই হৃদয়স্তম্ভন ভীষণ কাণ্ড অবলোকন করিতেছেন।—স্নেহাধারা জননী, হৃদয়ের প্রীতিদায়িনী সহধর্ম্মিণী এবং আনন্দময়ী কন্যাভগিনীগণ অনন্তকালের জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে—চক্ষের উপর জ্বলন্ত পাবকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের নয়নে একবিন্দু অশ্রু নাই! আজ্ সে নয়ন শুষ্ক, তাহা গভীর আরক্ত; যেন তাহা হইতে বিশ্ব-দগ্ধ-করী অনলশিখা নির্গত হইতেছে! যে হৃদয় একদা প্রেম-সুধার উৎসস্বরূপ ছিল, আজ্ তাহা শুষ্ক মরু-শ্মশানে পরিণত! আজ্ সেই জন্যই তাঁহারা এই বিভীষিকাময় কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে সেই মহিলাগণ সেই বিকট সুড়ঙ্গদ্বারে আসিলেন; সম্মুখে সোপানপংক্তি; ধীরে ধীরে তাহাতে অবতরণ করিলেন; অমনি উপরিভাগ হইতে ভীষণ শব্দে সেই ভয়াবহ সুড়ঙ্গের বিরাট লৌহকবাট রুদ্ধ হইল! অসংখ্য হতভাগিনীর হৃদয়বিদারক করুণ শোকনিনাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল!—আর কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না!—হায়! সকলই ফুরাইল!—রূপ, যৌবন, লাবণ্য গৌরব সকলই সর্ব্বসংহারক অনলে ভস্মীভূত হইয়া গেল!

এই ভীষণ লোমহর্ষক "জহরব্রত" উদ্‌যাপিত হইলে রাণা আপনি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া জীবনোৎসর্গ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয়তম পুত্র অজয়সিংহ তদ্বিষয়ে বাধা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পিতাকে কিছুতেই সমরক্ষেত্রে গমন করিতে দিবেন না। পিতাপুত্রে অনেক তর্ক বিতর্ক ও বাগ্বিতণ্ডা হইল; কিন্তু অবশেষে তাহাতে রাণাই জয়ী হইলেন। অগত্যা অজয়সিংহ পিত্রাদেশপালনে বাধ্য হইয়া চিতোরনগর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে শত্রুকুলের শিবিরশ্রেণীর মধ্য দিয়া নিরাপদে কৈলবারা-প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাণার আর ভাবনা নাই;—পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিবার উপযুক্ত পাত্র জীবিত রহিলেন, বাপ্পার বংশ অনন্ত

বিনাশ হইতে মুক্তি পাইল। এক্ষণে রাণা নিশ্চিন্ত ও নিরাতঙ্ক হইয়া রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রচণ্ডশব্দে রণতূর্য্য নিনাদিত করিয়া আপনার সর্দ্দারদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন। আজি সে সর্দ্দারগণ উন্মত্ত; স্বদেহের প্রতি আস্থা নাই;—স্বীয় জীবনের প্রতি মমতা নাই; দুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক আপনাদের অধিপতির সহিত তাঁহারা প্রচণ্ড বিক্রম সহকারে বৃহতী শত্রুবাহিনী মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। কত হতভাগ্য যবন সেই কতিপয় রণোন্মত্ত রাজপুতবীরের ভীষণ তরবারমুখে তৃণবৎ ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু সকলই বৃথা! উদ্বেলসাগরসদৃশ বিশাল যবন-চমূর মধ্যস্থলে কয়েকটী রাজপুত বুদ্বুদবৎ অচিরে বিলীন হইয়া গেলেন। চিতোরপুরী আজ্ জীবশূন্যা; আজি ইহা বীভৎস শ্মশানে পরিণত! ইহার সর্ব্বত্র অসংখ্য শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! আজি ইহার সর্ব্বস্থান নরশোণিতে কর্দ্দমিত! কাহারও হস্তপদ ছিন্ন;—কাহার মুণ্ড দ্বিধাবিভক্ত; কেহ কোন যবনসৈনিকের তুণ্ডের উপর নিজ বিকট দশন স্থাপন করিয়া বীভৎসভাবে পতিত! যেন তখনও সজীব; যেন তখনও ভীষণ প্রতিহিংসা লইবার জন্য উন্মত্তভাবে তাহাকে চর্ব্বণ করিতে উদ্যত! এই হৃদয়স্তম্ভন শ্মশানের ভীষণ দৃশ্য শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়া যবনসৈন্যগণ পিশাচসমূহের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল! পিশাচমতি আল্লা-উদ্দীন সেই জীবশূন্য চিতোরশ্মশান অধিকার করিল! অধিকার করিয়াই সে স্বীয় জীবনতোষিণী পদ্মিনীর অনুসন্ধানে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল! হা মূর্খ! এখনও ভ্রম! দুরাচার এখনও পদ্মিনীর আশা ত্যাগ করিতে পারিল না?—পদ্মিনী কোথায়? রাক্ষসের চিত্তবিমোহিনী মানস-সরসির ফুল্লসরোজিনী সতী-সীমন্তিনী পদ্মিনী কোথায়? নৃশংসের—পাপিষ্ঠের—নারকীর পৈশাচিক পীড়নে সেই সতী-শিরোমণি সুরসুন্দরী আজি জগৎসংসারকে কাঁদাইয়া চিতোরকে শ্মশানে পরিণত করিয়া এ পাপ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। যে ভীষণ সুড়ঙ্গমধ্যস্থ প্রচণ্ড চিতায় সেই দেব-দুহিতার সজীব পবিত্র দেহ বিদগ্ধ হইয়াছে, এখনও তাহার ধূমপটল সেই গহ্বরের ভিতর হইতে আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবের ন্যায় অনর্গল উদ্গত হইতেছে। সে ধূম পবিত্র,—তাহা স্বর্গীয় উপকরণে পরিপূর্ণ,—তাহা কতশত অনুপম সৌন্দর্য্য, সতীত্ব, গুণগরিমার পরমাণুনিচয় বহন করিয়া উচ্চ সৌরলোকে আরোহণ করিতেছে। সেই ধূমরাশির স্পর্শে সেই বিকট সুরঙ্গ সেই শোচনীয় দিবস হইতে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। সেই দিন হইতে আর কেহ প্রাণান্তেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না! সকলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহার অন্ধতমগর্ভে একটী ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গ ইহার রক্ষক-স্বরূপ অনুদিন অবস্থিত! যে কোন হতভাগ্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে যায়, তাহার করতলস্থ প্রদীপ সেই ভীষণ অজগরের বিষময় নিশ্বাবাতে তন্মুহূর্ত্তেই নিবিয়া যায় *!

* মহাত্মা টড সাহেব সেই ভয়ঙ্কর সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা-প্রকার কাল বিষধর ও প্রাণনাশক দূষিত বাষ্পের ভয়ে সে উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, করিলে তাঁহার জীবন নিশ্চয়ই বিপন্ন হইত।

এইরূপে অমরাবতী তুল্য চিতোরপুরী ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে যবনবীর আল্লা-উদ্দীনের ভীষণ দণ্ড-প্রহারে অর্দ্ধ উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইল। তিনি চিতোরপুরী হস্তগত করিয়া ঝালোরের শনিগুরুবংশীয় মালদেব নামা জনৈক সর্দ্দারের করে তন্নগরের শাসনভার সমর্পণ করিলেন। আল্লা-উদ্দীন এক জন অতি তেজস্বী ও পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। কপটতা অভীষ্টসিদ্ধির একটী অমোঘ উপায়; এই উপায়াবলম্বনে তিনি বিলক্ষণ পটু; সুতরাং তিনি জয়ার্জ্জনে প্রায়ই সফলমনোরথ হইতেন। এ বিষয়ে তিনি হিন্দুবিদ্বেষী নিষ্ঠুর আরঙ্গজীবের অদ্বিতীয় সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াই আল্লা-উদ্দীন যে "সেকান্দার সেনী" অর্থাৎ দ্বিতীয় আলেকজন্দার উপাধিটী ধারণ করেন এবং যাহা তিনি আত্ম-প্রচারিত মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া দেন, তাহা কখনই নিরর্থক হয় নাই। তাঁহার কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে রাজস্থানের কত শত প্রদেশ একবারে শোচনীয়রূপে উৎসাদিত হইয়া গিয়াছিল। মদ-গর্ব্বিত আনহলবারা, প্রাচীন ধারা ও অবন্তি এবং মুন্দর ও দেবগড় প্রভৃতি যে সকল গৌরবান্বিত নগরে এককালে প্রসিদ্ধ শোলাঙ্কি, প্রমার, পুরীহার, তক্ষক নৃপতিগণের পবিত্র সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই হিন্দুবিদ্বেষী আল্লা-উদ্দীন কর্ত্তৃক চিরকালের জন্য বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে! যে অগ্নিকুলোদ্ভূত নরপতিগণের ভ্রূবিলাসে একদা সমগ্র ভারতবর্ষের অদৃষ্টচক্র নিয়মিত হইয়াছিল, আজি তাঁহারা সেই প্রচণ্ড মুসলমানবীরের অত্যাচার-প্রভাবে সবংশে অনন্তকালের জন্য উন্মুলিত হইয়াছেন। আজি তাঁহাদের সেই বিপুলবংশের একটী সামান্য নিদর্শনও অবশিষ্ট নাই। যে যশল্মীর, গাগ্রোণ ও বুন্দি,—ভট্টি, খীচি ও হারবংশীয় রাজগণের লীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ; তৎসমুদায়ও আল্লা-উদ্দীনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অতি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কালের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে এই সমস্ত রাজ্য সে অধঃপতিত অবস্থা হইতে পুনর্ব্বার উঠিতে পারিয়াছে। যৎকালে দুর্দ্ধর্ষ আল্লা-উদ্দীনের প্রচণ্ড বিক্রমবলে রাজস্থানের উক্ত রাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল; তৎকালে মারবারের রাঠোর এবং অম্বরের কুশাবহগণ ভারতের ইতিবৃত্তে অতি অল্পই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল। তৎকালে রাঠোরগণ, পুরীহারনৃপতিগণের অধীনে সামন্তরাজরূপে অবস্থিত ছিল; সেই অধীন-জীবনেই তাহারা ধীরে ধীরে আপনাদিগের মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। কিন্তু কুশাবহগণ সে সময়ে ঘোরতর হীনদশায় আপতিত, তাহাদিগের সে দুরবস্থা দর্শনে আদিম অসভ্য মীনগণ তাহাদিগকে বারবার আক্রমণ ও উৎপীড়ন করিত। সে আক্রমণ ও উৎপীড়ন কুশাবহগণ কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে পারিত না। বিজয়োৎসবে মত্ত হইয়া আল্লা-উদ্দীন কয়েক দিবস চিতোরে অবস্থিতি করিলেন। সেই অবস্থিতি কালের মধ্যে চিতোরের শোভনীয় অট্টালিকা, দেবমন্দির এবং স্থপতি-শিল্পের স্তম্ভস্বরূপ অন্যান্য প্রাসাদ ও চৈত্যাদি সেই পরধর্ম্মবিদ্বেষী নিষ্ঠুরহৃদয় যবনরাজের পাশব অত্যাচারে ভগ্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র আলোকসামান্যা পদ্মিনীর প্রাসাদই তাহার সর্ব্বসংহারক হস্তের ভীমপ্রহার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পাইয়াছিল। বোধ হয়

আল্লা-উদ্দীন স্বীয় চিত্ত-বিনোদিনীর স্মৃতিচিহ্ন অক্ষয় রাখিবার জন্যই উক্ত প্রাসাদ ধ্বংস করিতে পারেন নাই।

সেই ভীষণ যবনবিপ্লবে পতিত শিশোদীয়কুলের পিণ্ডদান করিবার জন্য একমাত্র অজয়সিংহ জীবিত রহিলেন। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, অজয়সিংহ কৈলবারা নামক জনপদে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মিবারের পশ্চিমপার্শ্বস্থিত বিশাল আরাবল্লি পর্ব্বতমালার উপত্যকাদেশে শেরোনল্ল নামে একটী অতি সমৃদ্ধ জনপদ আছে; তাহারই শীর্ষস্থানে উক্ত কৈলবারা স্থাপিত। সেই দূর পার্ব্বত্যপ্রদেশে নির্ব্বাসিতের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া রাণা অজয়সিংহ সাশ্বাসহৃদয়ে আপন পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধারের উপযুক্ত সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যে চিতোর তাঁহার বীরচরিত পূর্ব্বপুরুষগণের লীলানিকেতন, সে চিতোর আজি একজন সর্দ্দারের করে সমর্পিত; আজি সে চিতোরের পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। এইরূপ নানাপ্রকার যন্ত্রণাময়ী চিন্তায় নিপীড়িত হইয়াও তিনি মুহূর্ত্তের জন্য হতাশ বা নিরুৎসাহ হইলেন না; বরং দ্বিগুণতর সাহস ও আগ্রহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাণা লক্ষ্মণসিংহ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্ত কালসাগরে ঝম্প প্রদান করিবার প্রাক্কালে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, অজয়সিংহের মৃত্যুর পর তদীয় অগ্রজ অরিসিংহের পুত্র চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন। এ কথা অজয়সিংহ মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। শয়নে স্বপনে, নির্ব্বাসনজনিত কঠোর মনো-বেদনাতেও তিনি থাকিয়া থাকিয়া অরিসিংহের সেই নির্দ্দিষ্ট পুত্রের বিষয় চিন্তা করিতেন; কিন্তু তাহার কোন সন্ধানই পাইতেন না। তাঁহার স্বীয় পুত্রগণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; আপনিও বার্দ্ধক্যের সীমায় পদার্পণ করিতে উদ্যত; এরূপ অবস্থায় তাঁহার পিতার ভাবী নির্দ্দেশ যে ফলবান্ হইবে, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। যিনি সেই ভাবী নির্দ্দেশ পূরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ, তাঁহার নাম হামির। এই হামিরই চিতোরের স্বাধীনতা ও শিশোদীয়কুলের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন। ইহাঁর জন্মও বাল্যজীবন সম্বন্ধে মিবারের ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে অতি বিস্তৃত বিবরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

রাণার প্রথম পুত্র অরিসিংহ তরুণবয়স্ক কতিপয় সর্দ্দারের সহিত অন্দবা নামক অরণ্য মধ্যে একদা মৃগয়ার্থে প্রবেশ করিলেন। তথায় একটী বরাহকে লক্ষ্য করিয়া তিনি শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য বিফল হওয়াতে সে শূকর প্রাণপণে পলায়ন করিয়া সেই অরণ্যের নিকটস্থ একটী জনার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। অরিসিংহও তাহার অনুসরণ করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; এমন সময় সেই ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত উন্নত মঞ্চোপরি একটী রমণীমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। অরিসিংহকে দেখিয়া সেই রমণী মঞ্চ* হইতে অবতরণ করিল এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া নম্রবচনে বলিল

* শস্যক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলে চারিটী বংশদণ্ডের উপর এরূপ মঞ্চ প্রস্তুত হয়। ইহার উপরিভাগে প্রায়

"আপনাকে আর কষ্টস্বীকার করিতে হইবে না; আমি এখনই ঐ বরাহকে আনিয়া দিতেছি।" সেই ক্ষেত্রের জনারবৃক্ষগুলি প্রায় সাত আট হাত দীর্ঘ হইবে। রাজপুত বালা তন্মধ্য হইতে একটী বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তাহার অগ্রভাগ সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম করিয়া লইল। তৎপরে সে আপন মঞ্চোপরি পুনর্ব্বার আরোহণ করিয়া সেই দারুনির্ম্মিত ভল্লের আঘাতে হতভাগ্য শূকরকে তৎক্ষণাৎ নিপাতিত করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে রাজকুমারের নিকট আনিয়া দিয়া নিজকার্য্যে প্রস্থান করিল। বীর্য্যবতী রাজপুত-মহিলাদিগের অপূর্ব্ব বীরতা ও প্রচণ্ড ভুজবলের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ তাঁহাদিগের বিদিত ছিল বটে; কিন্তু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহারা কখনই নয়নগোচর করেন নাই। রাজকুমার অরিসিংহ ও তাঁহার বয়স্যগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সেই বীর্য্যবতী তরুণীর সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে করিতে সকলে নিকটস্থ একটী তরঙ্গিনী তীরে অবরোহণ করিলেন। তথায় তাঁহাদিগের পানভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল। ক্রমে ভোজ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সজ্জিত হইল; সকলে আহারে নিবিষ্ট হইয়া সেই বীরযুবতীর অসীম বাহুবলের বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই জনার-ক্ষেত্রের দিক হইতে একটী মৃৎপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া রাজকুমারের অশ্বের অঙ্গে প্রচণ্ডবেগে প্রতিহত হইল; অমনি তুরঙ্গটী তন্মুহূর্ত্তেই ভূতলশায়ী হইল। সবিস্ময়ে তাঁহারা সেই ক্ষেত্রের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, সেই তরুণী আপন ক্ষেত্রস্থ উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপ পূর্ব্বক আপতিত পক্ষিসমূহকে ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিতেছে। সুতরাং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, সেই ক্ষেত্রপাল-দুহিতার নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাঘাতেই তুরঙ্গের পদ বিভগ্ন হইয়া গিয়াছে। রমণীও তাহা জানিতে পারিয়া আপনার দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য রাজকুমারের নিকট আগমন করিল। তাহার সেই নির্ভীকতা, সভ্যতা ও শীলতা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। সামান্য কৃষক-কন্যার কি এরূপ অপূর্ব্বগুণ সম্ভাবিত হইতে পারে? ক্ষমা করা ত পরের কথা, তাঁহারা তাহার সে কার্য্যকে দোষ বলিয়াই গ্রহণ করিলেন না। ফলতঃ সেই রমণীর সম্বন্ধে রাজকুমারের হৃদয়ে নানা প্রকার আন্দোলন হইতে লাগিল।

মৃগয়াব্যাপার শেষ করিয়া অরিসিংহ স্বীয় বয়স্যগণের সমভিব্যাহারে স্বভবনে প্রতিগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে সেই যুবতীকে আবার তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ক্ষেত্রপালদুহিতা আপন মস্তকে একটী পয়োভাণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক দুই হাতে দুইটী মহিষশাবককে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল। অরিসিংহের সমভিব্যাহারী একজন কৌতুকপ্রিয় পারিষদ রমণীর মস্তকস্থিত সেই দুগ্ধকুম্ভটী ভূমে নিপাতিত করিবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে আপন অশ্ব চালিত করিল। তরুণী তাহা বুঝিতে পারিল এবং

নিয়ত এক ব্যক্তি কতকগুলি লোষ্ট্র ও একটী ফিঙ্গা লইয়া রক্ষকরূপে অবস্থিত থাকে। ময়ূর, কাক অথবা অন্য কোন শস্যভোজী বিহঙ্গ ক্ষেত্রে আপতিত হইলেই সে সেই ফিঙ্গা করিয়া ঢিল ছুড়িয়া মারে।

পারিষদকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কৌশল করিয়া আপনার একটী মহিষশাবককে সেই অশ্বারোহীর অশ্বের সম্মুখস্থ পদে এরূপ ভাবে জড়াইয়া দিল, যে, সেই কৌতুকামোদী রসিকবর রাজবয়স্য সবাহনে ভূমিতলে পতিত হইলেন। অনুসন্ধানদ্বারা রাজকুমার অবগত হইলেন যে, চন্দানোকুলে * এক দীন রাজপুতের গৃহে সেই বীর্য্যবতী রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজপুতের দুহিতা, তবে কি তাহার সহিত রাজকুমারের পরিণয় হইতে পারে না? পর দিন অতি প্রত্যুষে তিনি আপন পারিষদগণের সহিত সেই প্রদেশে পুনর্ব্বার গমন করিয়া সেই তরুণীর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। তদনুসারে তাঁহার জনৈক বয়স্য সেই বৃদ্ধ রাজপুতের ভবনে গমনপূর্ব্বক তাহাকে রাজকুমারের মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিল। সে আর দ্বিধা না ভাবিয়া সেই রাজবয়স্যের সহিত যুবরাজসদনে আগমন করিল। রাজকুমার তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সম্মুখস্থ আসনে বসিতে কহিলেন; কিন্তু সে বৃদ্ধ নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ না করিয়া রাজকুমারের আসনেই তৎপার্শ্বদেশে নিঃসঙ্কোচে উপবিষ্ট হইল। তাহার সেই প্রগল্‌ভ ব্যবহার দর্শনে রাজকুমারের বয়স্যগণ হাস্য গোপন করিতে পারিলেন না; কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, রাজকুমার তাহাতে অণুমাত্র বিরক্ত না হইয়া সমুহ আদরের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন, তখন তাঁহারা সকলে বিস্মিত হইলেন। আবার পরক্ষণেই যখন সেই বৃদ্ধ রাজকুমারের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিল, তখন তাঁহাদের সকলের বিস্ময়বেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। আশা পূর্ণ হইল না দেখিয়া অরিসিংহ ঈষৎ বিষণ্ণ হইলেন; কিন্তু ভবিতব্যতার গূঢ় লিখন কে খণ্ডন করিতে পারে? সেই রাজপুত বৃদ্ধ স্বভবনে প্রতিগমন পূর্ব্বক আপনার সহধর্ম্মিণীকে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল। তাহার বনিতা বিশেষ বুদ্ধিমতী। স্বামীর সেই অজ্ঞানোচিত কার্য্য দেখিয়া সে তাহাকে ঘোরতর ভর্ৎসনা করিল এবং রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ত্রুটির মার্জ্জনা চাহিতে কহিল। গৃহিনীর তাড়নায় বৃদ্ধ রাজপুতের জ্ঞানোদয় হইল। সে অচিরে রাজকুমারের নিকট আগমন করিয়া তৎকরে আপন কন্যাকে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। অল্পকালের মধ্যেই রাজকুমার অরিসিংহ সেই বীর্য্যবতী রমণীর সহিত মঙ্গলময় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদিগের সেই শুভ সংযোগের ফল বীরবর হামির। যৎকালে চিতোর উক্তরূপ ভীষণবিপ্লবে উদ্বেজিত হইতেছিল, তখন হামিরের বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র। তখন তাঁহাকে কেহই জানিত না; তিনি তখন শান্তিময় কৃষিজীবনের শৈত্য অনুভব করিয়া মাতুলালয়ে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সে শান্তি অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না;— সম্মুখে কঠোর কার্য্যক্ষেত্র; ভীষণ তরবার হস্তে তাহাতে অবতীর্ণ হইয়া অচিরে তিনি শিশোদীয়কুলের প্রণষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে ধৃতব্রত হইলেন।

দিল্লির যবনসেনার প্রচণ্ডপদভরে মিবারভূমি তখনও প্রতিমুহূর্ত্তে কম্পিত হইতেছিল; তখনও বিজয়োন্মত্ত তাতার সৈনিকগণের ভীষণরব চিতোরের দুর্গপ্রাকারের উপরিভাগে

* ইহা চোহানকুলের একটী শাখা।

শ্রুত হইতেছিল। আজি বৈজয়ন্ত-ধাম দুরাচার দানবসেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত, আর্য্যলক্ষ্মী পাষাণহৃদয় যবনকর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত ও নিষ্ঠুররূপে পদদলিত! কে এ বিপদ হইতে চিতোরপুরী উদ্ধার করিবে? কে স্বদেশ-প্রেমিকতার মহামন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া পীড়িতা, নিগৃহীতা, পদদলিতা আর্য্যলক্ষ্মীর উদ্ধারসাধন করিবে?—একমাত্র অজয়সিংহ। কিন্তু তিনি একাকী কয়দিক রক্ষা করিবেন? তাঁহার সহায়সম্বল কিছুই নাই; তথাপি তাঁহার চারিদিকেই বিপদ। একদিকে যেমন দুরন্ত যবনগ্রাস হইতে চিতোরোদ্ধার একান্ত প্রয়োজনীয়; অপরদিকে সেইরূপ পার্ব্বত্য ভিলসর্দ্দারদিগের অত্যাচার প্রতিরোধ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এক্ষণে অগ্রে কোন্ কর্ত্তব্য পালন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উক্ত ভিলসর্দ্দারগণের মধ্যে মুঞ্জ বলেচা নামে একজন প্রচণ্ড বীর ছিল। সে অজয়সিংহের ঘোরতর শত্রু। এক সময়ে সে রাণার তদানীন্তন আবাসভূমি শেরোনল্ল আক্রমণ করিয়া তাঁহার সহিত ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাণা তাহার মস্তকে ভল্ল প্রহার করিয়াছিলেন। রাণার দুইটী পুত্র ছিলেন; প্রথম আজিমসিংহ, দ্বিতীয় সুজনসিংহ। একজনের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ এবং অপরের চতুর্দ্দশবর্ষ। এই তরুণ বয়সেই রাজপুতদিগের ভবিষ্যৎ বীরচরিত্রের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু অজয়সিংহের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা সেই ভীষণ সঙ্কটকালে তৎপক্ষে অতি অল্প উপকারেই আসিয়াছিলেন। সেই বিপদ্‌কালে—চিতোরের সেই শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থায় বিপন্ন অজয়সিংহ অনেক অনুসন্ধানের পর হাম্মিরকে তদীয় মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিলেন। দ্বাদশবর্ষীয় রাজপুতবালক রাখালের শান্তিময় জীবন ত্যাগ করিয়া স্বদেশের উদ্ধারসাধন করিবার জন্য ভীষণ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অজয়সিংহ অগ্রে তাঁহাকে আপনার প্রচণ্ডবৈরী ভিলসর্দ্দার মুঞ্জের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বালক হাম্মির উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অসভ্য শত্রুর দলনে অগ্রসর হইলেন। বিদায়-গ্রহণকালে তিনি স্বীয় পিতৃব্যের চরণস্পর্শ করিয়া বলিলেন "যদি মুঞ্জের মস্তকচ্ছেদন করিতে পারি, তাহা হইলে দেশে ফিরিয়া আসিব; নতুবা আর আসিব না।" ইহার পর স্বল্পদিনের মধ্যেই সকলে দেখিল যে, বীরবালক হাম্মির মুঞ্জের ছিন্নমুণ্ড আপন ঘোটকের পর্য্যাণচূড়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক কৈলবারার পর্ব্বতপথে প্রবেশ করিতেছেন। ধীর ও নম্রভাবে বীরবালক হাম্মির আপনার জয়নিদর্শন পিতৃব্যচরণে স্থাপন করিয়া প্রশান্তভাবে কহিলেন "পিতঃ! এই আপনার শত্রুর মস্তক চিনিয়া লউন!" অজয়সিংহ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখনই রাণা লক্ষ্মণসিংহের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার মনে পড়িল; তিনি বুঝিলেন যে, বিধাতা হাম্মিরেরই ভাগ্যে রাজ্যপ্রাপ্তি লিখিয়াছেন। প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে তিনি বিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রের "গণ্ডদেশ চুম্বন" করিলেন এবং সেই বিজিত শত্রুর ছিন্ন মুণ্ড হইতে শোণিত লইয়া তাঁহার ললাটে রাজতিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই অজয়সিংহের পুত্রদ্বয়ের গূঢ় ভাগ্যলিখন হাম্মিরের কপালফলকে সেই রক্তাক্ষরে স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের অদৃষ্টে রাজ্যপ্রাপ্তি নাই; পরের ভাগ্যোপজীবী হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই বিষময়ী চিন্তার বিষদংশনে

জর্জ্জরীভূত হইয়া জ্যেষ্ঠ আজিমসিংহ কৈলবারায় দেহত্যাগ করিলেন; এবং দেশে থাকিলে সুজনসিংহ পাছে অন্তর্বিপ্লব সমুত্থান করেন, এই আশঙ্কায় তিনি রাজ্য হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। মনোদুঃখে বিমর্দ্দিতপ্রায় হইয়া সুজনসিংহ দক্ষিণাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া আপনার বংশতরু রোপণ করিলেন। সেই বংশে কালে যে এক মহাবীর সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রচণ্ডপ্রতাপে একদা সমগ্র ভারতসাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। সে মহাবীর—মহারাষ্ট্রকুলতিলক যবনদর্পহারী শিবজি *।

সম্বৎ ১৩৫৭ (খৃঃ ১৩০১) অব্দে বীরবর হামির মিবার-রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার রাজ্য ধন, সহায়সম্বল—সমস্তই শত্রুকর্ত্তৃক অধিকৃত। যে দিন তদীয় পিতৃব্য অজয়সিংহ তাঁহার ললাটে রাজটীকা অর্পণ করিলেন, সেই দিন হইতে ক্রমাগত চৌষট্টি বৎসরের মধ্যে হামির মিবারের প্রণষ্টগৌরব সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন। রাজস্থানে "টীকা ডোর" নামে একটী বীরানুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এ প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। রাজপুতনৃপতিগণ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইবামাত্র সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে নিকটস্থ অথবা দূরস্থ কোন শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করেন। যদি দেশের চারিদিকে শান্তি বিরাজিত থাকে, যদি কাহারও সহিত শত্রুতা অথবা বিদ্বেষভাব না থাকে, তাহা হইলে নবীনভূপতি সে শান্তি ভঙ্গ করেন না; এরূপ অবস্থায় লীলাভিনয়েই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন বীরাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন †। হামির যে দিন শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন, সেই দিনই তিনি সেই বীরপ্রথার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পিতৃব্যবৈরী বলেচার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার পশেলিও নামক গিরিদুর্গ অধিকার করিলেন। এই প্রসিদ্ধ টীকাডোরের অনুষ্ঠানে তিনি যে প্রচণ্ডবীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্য বীরচরিত্রের পূর্ণ প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে যে, "যে দিন অজমল (অজয়সিংহ) অপরপথে যাত্রা করিলেন, (পরলোকগত হইলেন) সেই দিন অরিসিংহের তনয় যে অসি কোষোন্মুক্ত করিলেন, তাহা আর তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইল না।" বাস্তবিক হামিরকে চিরজীবন প্রচণ্ড দেশবৈরীর বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে হইয়াছিল। দিল্লীশ্বরের সেনাদলের সহিত মালদেব চিতোরনগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু হামিরের তখন সহায়বল মুষ্টিমেয় বলিলেও বলা যাইতে পারে; সুতরাং সে স্বল্পসংখ্য সৈন্য লইয়া তিনি কি প্রকারে দিল্লির বিপুল সেনাদলের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারেন? এরূপ অবস্থায়

* মিবারের ভট্টগ্রন্থে শিবজির বংশবিবরণ বিস্তৃতরূপে প্রকটিত আছে। প্রয়োজনবোধে অতি সংক্ষেপে তাহা এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম। অজয়সিংহ, সুজনসিংহ, দিলীপজি, শিবজি, ভৈরবজি, দেবরাজ, উগ্রসেন, মাহলজি, খৈলজি, জনকজি, সত্যজি, শম্ভুজি, শিবজি (মহারাষ্ট্রকুলের স্থাপনকর্ত্তা), ও রামরাজা; ইহাঁর পরই পেশবাগণ কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্র-সিংহাসন অধিকৃত হইয়াছিল।

† দিল্লির যবনরাজের চরণে জয়পুরের নৃপতিগণ আপনাদিগের কৌলিক মানসম্ভ্রম ও স্বাধীনতা বিক্রয় করিলে, মিবারের রাণাগণ তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং তাঁহাদিগের রাজ্যপ্রান্তস্থিত মালপুর জনপদ টীকাডোরের অভিনয়স্থল স্বরূপ নিরূপিত করিয়াছিলেন।

তিনি যে পন্থা আশ্রয় করিলেন, তাহাতে তাঁহার অভীষ্ট সুচারুরূপে সিদ্ধ হইল। তিনি শত্রুকুলের জন্য শুদ্ধ পরিখাবেষ্টিত নগরগুলি রাখিয়া দিয়া লোকালয়সমূহকে উৎসাদিত করিতে লাগিলেন! অতঃপর চারিদিকে এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল "যাহারা মহারাজ হাম্বিরের প্রভুত্ব স্বীকার করে, তাহারা আপনাপন বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে মিবারের পূর্ব্ব ও পশ্চিমপ্রান্তস্থিত গিরিব্রজের অভ্যন্তরে আশ্রয়গ্রহণ করুক, নতুবা তাহারা দেশ-শত্রু মধ্যে পরিগণিত হইয়া অচিরে ঘোরতর যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইবে।" এই ঘোষণা প্রচারিত হইবামাত্র লোকসমূহ আপনাদিগের আবাসনিলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দলে দলে আরাবল্লির নিবিড় শৈলমালার ভিতরে যাইয়া নূতন আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। দেশবৈরী যবনদিগের প্রতি যথাসাধ্য অত্যাচার করিতে হাম্বির তিলমাত্রও ত্রুটি করেন নাই। প্রজামণ্ডলী মিবারের জনস্থানসমূহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে রাজ্যের পথঘাট একবারে দুর্গম হইয়া উঠিল। শত্রুকুল সেই সকল পথে গমনাগমন করিলে হাম্বিরের দলবল গুপ্তগিরি-নিবাস পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের উপর আপতিত হইত এবং তাহাদিগকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল নিভৃত নিলয়ে গমন করিত। এই প্রকার নীতি অবলম্বন করিয়া হাম্বির শত্রুদিগকে ক্রমে ক্রমে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তাহারা শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেই সমস্ত দুর্গম গিরি-প্রদেশে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না। ক্রমে তাহাদিগের সেনাদল অনেক পরিমাণে অপচিত হইয়া পড়িল। হাম্বিরের এইরূপ আচরণে মিবারের নিম্নভূমিসমূহ ক্রমে শ্মশানে পরিণত হইল। যে সকলক্ষেত্র হরিৎ শস্যের লহরীলীলায় নিরন্তর হাস্য করিত, তৎসমুদায় বন্য লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; বিপণি, বাণিজ্যাগার, হাটবাজার সমস্তই পরিত্যক্ত—সমস্তই ভগ্ন ও উৎসাদিত! এরূপ সময়োচিত নীতি অবলম্বন করিয়া বীরবর হাম্বির প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন। এরূপ নীতি গিহ্লোটকুলের পক্ষে সম্পূর্ণ হিতকরী। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে—যৎকালে দুর্দ্ধর্ষ গজনান বীর মহম্মদের প্রচণ্ডপীড়নে সমস্ত ভারতভূমি বিকম্পিত হইয়াছিল;—সেই সময় হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লীশ্বর মহম্মদের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত মিবারের নৃপতিগণ অত্যাচারী যবনের দুঃসহ প্রপীড়ন হইতে গিহ্লোটকুলের গৌরবসম্ভ্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য এইরূপ নীতি সময়ে সময়ে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এতদ্বিবরণ মিবারেতিহাসে প্রচুরপরিমাণে প্রকটিত আছে।

হাম্বির কৈলবারাতেই বাস করিতে লাগিলেন। যে কৈলবারা * ইতিপূর্ব্বে বিজন পার্ব্বত্য-প্রদেশ বলিয়া বিদিত ছিল, আজি হাম্বিরের সুচারু কৌশলে তাহা লোকাকীর্ণ জনস্থানে পরিণত হইল। তাঁহার প্রজাবর্গ মিবারের নিম্নভূমি পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে সেই দুষ্প্রবেশ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ঈদৃশ সঙ্কটকালে

* উক্ত প্রদেশে হাম্বির "হাম্বিরতালাও" নামে একটী সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার তীরে মিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একটী মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। এ দুইটী কীর্ত্তি দর্শন করিলে তাঁহার নিভৃতনিবসতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সেরূপ দুর্গমপ্রদেশে নিজ আবাসনিলয় স্থাপন করিয়া হামির বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। উক্ত প্রদেশ অসংখ্য গিরিব্রজের মধ্যস্থলে স্থাপিত; সেই সকল গিরি-শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী দুর্গম গিরিসঙ্কট কূটপন্থা বিরাজিত; ক্বচিৎ সে সকল কূটপন্থা অতিক্রম করিয়া অপরিচিত বিদেশীয় পথিক নিরাপদে সেই পর্ব্বত-প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে। কৈলবারা একটী উচ্চ শৈলকূটের পাদতলে অবস্থিত। সেই শৈল শিখরেই এই সকল ঘটনার অনেক দিন পরে প্রসিদ্ধ কমলমীর দুর্গ স্থাপিত হইয়াছে। কৈলবারা দেখিতেও অতি মনোহর; ইহার চারিদিক নিবিড় কাননমালায় পরিবেষ্টিত; মধ্যে মধ্যে অসংখ্য নির্ঝরিণী কলনিনাদে প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতির গম্ভীরভাব দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিতেছে। স্থানে স্থানে বিস্তৃত শস্য ও চারণক্ষেত্র সুন্দরভাবে শোভমান। এতৎপ্রদেশে সুস্বাদু বিবিধ কন্দমূলফলাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কৈলবারা কিঞ্চিদধিক ২৫ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহা ধরাতল হইতে আট শত এবং সাগরের সমতল ভূমি হইতে দুই সহস্র হস্ত উচ্চ। এই সমুচ্চ শৈলরাজ্যের চারিধারেই অসংখ্য সংগুপ্ত কূটপন্থা বিরাজিত আছে। সেই সকল কূটপন্থাদ্বারা অবতরণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণ গুজ্জর, মারবার অথবা পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সুহৃদ্ভাবপূর্ণ ভিলদিগের রাজ্যে গমনাগমন এবং আবশ্যক বোধে তাহাদিগের নিকট হইতে সহায়বল সঞ্চয় করিতে পারেন। অগুণাপানোরের উক্ত ভিলদিগের নিকট গিহ্লোটনৃপতিগণ সময়ে সময়ে যে কত মহোপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহাঁদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা আপনাদিগের হৃদয়শোণিত অম্লানবদনে নিঃসারিত করিয়াছে; অনাহারে—অনিদ্রায়! অতি দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তাহারা গিহ্লোটরাজকুলের পানভোজনের আয়োজন করিয়া দিয়াছে; করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ শত্রুবিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। আবার যখন গিহ্লোটনৃপতিগণ শত্রুসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহারা তাঁহাদিগের পরিবারবর্গকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিত। এই সকল মহোপকারনিবন্ধন মিবারের রাজাগণ তাহাদিগের নিকট যে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছেন, তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে; সে মহোপকারের প্রকৃত প্রতিদান নাই; তাহা পবিত্র—স্বর্গীয়। এতদ্ব্যতীত মিবারের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত বিশাল শৈলশ্রেণীর মধ্যভাগস্থ নিবিড় অরণ্য ও নিভৃত কন্দরসকলের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মিবারের অধিবাসিগণ অত্যাচারী যবনের কঠোরতর প্রপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু নিষ্ঠুর আল্লা-উদ্দীন স্বয়ং সেই সকল প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তৎসমুদায়কে একবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।

যৎকালে মিবারভূমি উক্তরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত; যৎকালে ইহার দুর্গ ও সমৃদ্ধ নগরগুলি দুর্দ্দান্ত শত্রুকুলের করালকবলে কবলিত, ইহার শস্যক্ষেত্র ও শান্তিময় আবাসগুলি হামিরের কঠোর আত্মরক্ষিণী নীতির অনুসারে ভয়ানক মরুশ্মশানে পরিণত; তখন চিতোর-রক্ষক মালদেবের নিকট হইতে একটী পরিণয়-সম্বন্ধ আসিল। এরূপ বিগ্রহকালে মালদেব কি অভিপ্রায়ে যে, আপনার প্রচণ্ড শত্রু হামিরের সহিত নিজ

দুহিতার বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাহা তাঁহারা আদৌ নিরূপণ করিতে পারিলেন না; ফলতঃ এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্ত্রিবর্গের মনে নানা প্রকার সন্দেহের উদয় হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগের সকলের নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বিবাহে সম্মতি দান করিলেন। তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে, এই ভীষণ সংঘর্ষের সময়ে মালদেব কি উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট বিবাহের সম্বন্ধসূচক নারিকেল ফল * প্রেরণ করিলেন। তিনি কি হাম্মিরকে অপমানিত অথবা বিপদে পাতিত করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন?—হাম্মিরের পারিষদগণ নানা প্রকার ভাবী বিপৎপাতের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার বয়স্যগণ যখন তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিলেন; তখন তিনি তাহাদিগকে ধীর ও গম্ভীরভাবে কহিলেন, "তোমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বৃথা আশঙ্কায় কেন এত আকুল হইতেছ? ভাল, মালদেবের যেরূপ উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, নারিকেল ফল গ্রহণ করিতে ক্ষতি কি? যদি তাহার কোনরূপ দুরভিসন্ধি থাকে, থাকুক, তাহাতে আমি কিছুমাত্র ভীত নহি। এই বিবাহের সুযোগে আমি যে একবার আমার পিতৃপুরুষদিগের চরণাঙ্কিত সোপানপংক্তির শিলাতলে বিচরণ করিতে পাইব, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শত সহস্র কঠোরতম বিপদ আসুক না কেন, সে সমস্ত সহ্য করিবার জন্য বক্ষ পাতিয়া প্রস্তুত থাকা, রাজপুতের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া মূলমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাজপুত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে বিজয়লক্ষ্মী অবশ্যই তাহার অঙ্কশায়িনী হইবেন। এক দিন হয় ত তাহাকে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহে আপন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল, কিন্তু তৎপর দিবসেই সে মস্তকে বিজয়মুকুট ধারণ করিয়া রাজসিংহাসনে পুনর্ব্বার আরোহণ করিতে পারিবে।" রাজকুমারের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাদর্শনে আর কেহ তাঁহাকে সেই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিল না।

বরযাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ হইল। পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে তরুণ বীর হামির পিতৃরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার বিবাহ ব্যপদেশমাত্র; কিন্তু হৃদয়ে চিতোরোদ্ধারের মূলমন্ত্র প্রচ্ছন্নভাবে সংগুপ্ত। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, হয় সে মন্ত্রের সাধন করিবেন, নতুবা চিতোরের প্রাঙ্গণতলে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়া অনন্তসুখের ধামে স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের সহিত একত্রে সম্মিলিত হইবেন। বরযাত্রিগণ ক্রমে ক্রমে চিতোরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন; দূর হইতে চিতোরের উন্নত দুর্গ প্রাকার তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল। চৌহানের পঞ্চপুত্র প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; কিন্তু নগরের সিংহদ্বারে তোরণ † বা বিবাহসূচক কোনরূপ নিদর্শনই না দেখিয়া হামিরের মনে বিষম সন্দেহের

---

* ইহা রাজপুতদিগের মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধসূচক নিদর্শন।

† রাজপুতদিগের মধ্যে তোরণ একটী প্রসিদ্ধ পরিণয়-নিদর্শন। ইহা একটী সমবাহু ত্রিভুজের আকারে তিনটী সমদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে বিনির্ম্মিত। ইহার শীর্ষস্থান ময়ূরের প্রতিবিম্বসমূহে সুশোভিত। এই তোরণ

উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, বুঝি তাঁহার বন্ধুগণের ভাবীদর্শন যাথার্থ্যে পরিণত হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। হামির মালদেবের পুত্রদিগকে তদ্বিষয়ের প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে যদিও তাঁহার হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইল না, তথাপি পূর্ব্ব সন্দেহ অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে চিতোরদুর্গের প্রশস্ত প্রাঙ্গণতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বীরপূজ্য পিতৃপুরুষগণের অসীম বীরত্ব ও গৌরবের বিশাল স্তম্ভশ্রেণী সেই প্রথমবার তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন; হৃদয়ে কত সুখের কত দুঃখের চিন্তা যুগপৎ উত্থিত হইতে লাগিল। সেই সকল চিন্তায় দোলায়মান হইয়া তিনি দেখিতে দেখিতে আপন পিতৃপুরুষদিগের বিরাট সৌধশ্রেণীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় মালদেব, তৎপুত্র বনবীর এবং অন্যান্য সর্দ্দারগণ কৃতাঞ্জলিপুটে সমুহ সম্ভ্রমসহকারে হামিরকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেখিতে দেখিতে হামির বিবাহাগারে নীত হইলেন; কিন্তু তথায় বিবাহোপযোগী কোনরূপ বিশেষ আয়োজন বা ধুমধাম পরিলক্ষিত হইল না। মালদেব অনতিবিলম্বে আপন দুহিতাকে আনয়ন পূর্ব্বক তৎকরে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে পরিণয়-সূচক কোন প্রকার প্রক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হইল না; কেবল বরকন্যার বসনাঞ্চল একত্রে গ্রন্থিবদ্ধ ও হস্তে হস্ত সংস্থাপিত হইল মাত্র। কুলপুরোহিত ধীর ও নম্রবচনে কহিলেন, "ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, কালে সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে।" হামির এ সকলের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে নানা প্রকার সন্দেহ ও চিন্তা উদিত হইতে লাগিল। অতঃপর নবোঢ়া দম্পতি বাসরগৃহে নীত হইলেন; কিন্তু হামির নিতান্ত বিমনস্ক ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সেইরূপ ম্রিয়মান ও নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া নববধূ তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন এবং অতি কাতরস্বরে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন "স্বামিন্! হৃদয়নাথ! এদাসীর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; আপনি যে জন্য এত বিষণ্ণ হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। পিতা যে কেন এত সঙ্গোপনে এ দাসীকে আপনার করে সমর্পণ করিলেন, তাহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে শ্রীচরণে নিবেদন করি।" হামির সেই বালিকার

কন্যার আবাসভবনের বহির্দ্বারে সংস্থাপিত থাকে। কন্যার সহচরীগণ সেই তোরণ রক্ষা করিবার জন্য সেই ভবনের ছাদোপরি দণ্ডায়মান থাকে। তৎপরে বর যখন অশ্বারোহণে আগমন পূর্ব্বক আপন হস্তস্থ ভল্ল উদ্যত করিয়া সেই তোরণ ভগ্ন করিতে তন্নিকটে উপস্থিত হয়েন, তখন সেই রমণীগণ সময়োপযোগী গান করিতে করিতে আবির ও অন্যান্য রঞ্জিত চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া সেই বিবাহার্থী ব্যক্তির সহিত কৌতুকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পর যখন সেই বরকর্ত্তৃক তোরণ বিভগ্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই বীরনারীগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন।

য়ুরোপের উত্তর দেশসমূহে ঠিক এইরূপ আচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জগতের প্রাচীন মানবগণ বীরবিক্রমের সাহায্যেই রমণীরত্ন হস্তগত করিতেন। ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যেও যে, এ প্রথা অনেক দিন প্রচলিত ছিল, তাহা লোকললামভূতা জানকী ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-বিবরণ পাঠ করিলেই সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে।

মুখ প্রতি দৃষ্টি সংযত করিলেন;—দেখিলেন সে মুখমণ্ডল সুকুমার; তাহা সারল্যের আধার, তাহাতে যেন বিমল জ্যোৎস্নাভাতি ক্রীড়া করিতেছিল। তিনি সাদরে—সস্নেহে—প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আপন বনিতাকে ভূমিতল হইতে তুলিলেন এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণ অভয়দান করিয়া সেই গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে কহিলেন। রমণী পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "প্রাণেশ্বর! বিস্মিত হইবেন না, আমি বিধবা; কিন্তু তাহা বলিয়া এদাসীকে ঘৃণা করিবেন না। অতি শৈশবাবস্থায় ভট্টিবংশীয় কোন রাজকুমারের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমার এত অল্প বয়স যে, সে বিবাহের কথা কিছুই মনে নাই; সে স্বামীও যে কিরূপ ছিলেন, তাহাও কিছু মনে পড়ে না; তবে জননীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই আপনার নিকট নিবেদন করিব। বিবাহের কিছু দিন পরেই আমার পূর্ব্বস্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েন; সেই অবধিই হতভাগিনী বিধবা ও অনাথিনী; আজি আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার মনের দুঃখ দূর হইল; কিন্তু, হায়, আমার অদৃষ্টে কি আছে, কিছুই বলিতে পারি না।"—আর বাক্যস্ফূরণ হইল না। সরলা বালিকা প্রাণপতির হৃদয়ে স্বীয় অশ্রুসিক্ত বদন লুক্কাইত করিয়া অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারল্য, সত্যপ্রিয়তা ও প্রগাঢ় প্রেম দর্শন করিয়া হামির তাঁহার অশ্রুবারি মোচন করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে নানা সান্ত্বনাবাক্য প্রদান করিতে লাগিলেন। নিজেও অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। রাজপুতগণ বিধবাবিবাহকে তৎকালে অতি ঘৃণ্য ও অপমানজনক কার্য্য বলিয়া গণনা করিতেন। আজি মালদেব কৌশল করিয়া তাঁহাকে সেই অবমানকর কার্য্যে লিপ্ত করিল; তেজস্বী হামির কেবল প্রিয়তমা বনিতার মুখ চাহিয়া সে অপমান সহ্য করিয়া রহিলেন। অপিচ সেই পতিপ্রাণা রাজপুতবালিকা সেই অবমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বয়ং প্রাণপতিকে উৎসাহিত করিলেন এবং কিরূপে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে; কিরূপে তিনি চিতোররাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তদ্বিষয়েরও বিশেষ পরামর্শ দান করিলেন। বনিতার পরামর্শানুসারে হামির শ্বশুরের নিকট হইতে যৌতুকস্বরূপ জলধরনামক জনৈক সর্দ্দারকে প্রার্থনা করিলেন। জলধর মেহতাবংশীয়; তিনি চিতোরের একজন অতি বিচক্ষণ কর্ম্মচারী। মালদেব জামাতার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। অতঃপর হামির জলধরকে লইয়া সস্ত্রীক একপক্ষের মধ্যে স্বীয় কৈলবারানগরে প্রতিগমন করিলেন এবং চিতোরোদ্ধারের সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল অতীত হইলে মালদেবের দুহিতার গর্ভে হামিরের ক্ষেত্রসিংহ নামে একটী নবকুমার প্রসূত হইল। এই আনন্দোৎসবের সময় মালদেব হামিরকে আপনার অধিকার ভুক্ত সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশটী অর্পণ করিলেন। কুমার ক্ষেত্রসিংহ যৎকালে দ্বাদশমাসে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন একজন গণক আসিয়া গণনা করিয়া বলিল যে, "চিতোরের শুভ্রকদেবতা ক্ষেত্রপালের আক্রোশ তৎপ্রতি পতিত হইয়াছে, এক্ষণে সে আক্রোশ খণ্ডন না করিলে রাজপুত্রের সমূহ অমঙ্গলের সম্ভাবনা।" হামির-বনিতার শাপে বর

হইল; তিনি এই সুযোগে চিতোরে প্রবেশ করিয়া প্রাণবল্লভের অভীষ্টসিদ্ধির সমূহ সহায়তা করিতে পারিবেন; সুতরাং অবিলম্বে সেই দেবরোষের বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া তিনি মালদেবকে পত্র লিখিলেন। সেই পত্র পাইবামাত্র মালদেব আপন কন্যা ও দৌহিত্রকে আনয়ন করিবার জন্য কৈলবারায় কতকগুলি সশস্ত্র সৈনিক প্রেরণ করিলেন। সেই সৈন্যসমূহ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া হামিরের স্ত্রী আপন পিতৃভবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি চিতোরে আগমন করিয়াই দেখিলেন যে, মালদেব মাদেরিয়ার মীরদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারসমভিব্যাহারে তদ্দেশে গমন করিয়াছেন। সুতরাং হামিরের সৌভাগ্যদ্বার উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হইল। তখন কুমার ক্ষেত্রসিংহের জননী সেই সুচতুর জলধরের পরামর্শানুসারে চিতোরের অবশিষ্ট সৈন্যসামন্তদিগকে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বশীভূত করিয়া লইলেন। এদিকে হামির সদলে চিতোরের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি বাগোরনামক স্থানে সংবাদ পাইলেন যে, সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে। অতএব আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া তিনি চিতোরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু তাঁহার গতি প্রচণ্ড প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইল। সে প্রতিরোধ দূরীকরণ করিতে না পারিলে হয় ত তাঁহার জীবনের আশা ভরসা সমস্তই বিফল হইয়া যাইত—তাঁহার উদ্দেশ্য আকাশকুসুমে পরিণত হইত। কিন্তু একমাত্র অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলেই তিনি অসিহস্তে সমস্ত বাধাবিপত্তি খণ্ডন করিয়া পিতৃলোকের আবাসনিলয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেন। বীরবর হামিরকর্ত্তৃক চিতোর অধিকৃত হইবামাত্র নগরের বালকবৃদ্ধরমণী সকলেই শপথ করিয়া তদীয় অধীনতা স্বীকার করিল।

শত্রুদমন করিয়া শনিগুরুপতি মালদেব চিতোরে প্রত্যাগত হইলেন; কিন্তু তাঁহার বিজয়োল্লাস অচিরে নৈরাশ্য ও নিরানন্দে পরিণত হইল। তাঁহাকে চিতোরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সর্দ্দারগণ একটী পটকা ছুড়িয়া তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল! এরূপ বিদ্রূপকর অভিবাদন দর্শনে মালদেবের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। তিনি নগর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সকল সমাচার অবগত হইলেন; তাঁহার আশাভরসা সমস্তই বিলুপ্তপ্রায় হইল। হামির চিতোরের প্রধান প্রধান সামন্ত ও সর্দ্দারদিগকে যেরূপ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাতে মালদেবের পুনঃপ্রতিষ্ঠালাভের তিলমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। অতঃপর নিরুপায় হইয়াই তিনি আল্লা-উদ্দীনের উত্তরাধিকারী মহম্মদ খিলিজির * নিকট

* এ যুদ্ধের বৃত্তান্ত ফেরিস্তাগ্রন্থে উল্লেখিত নাই। সুতরাং এ মহম্মদ যে কে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ভারতীয় ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আল্লা-উদ্দীন খিলিজির পর শুদ্ধ একজন মাত্র খিলিজিবংশীয় নরপতি দিল্লির সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন; তাঁহার নাম মোবারক। মোবারক, আল্লা-উদ্দীনের তৃতীয় তনয়। এই মোবারকের মৃত্যুর সহিতই দিল্লিতে খিলিজিবংশের পর্য্যবসান হয়। তবে এ মহম্মদ খিলিজি কে? পণ্ডিতবর এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন যে, আল্লা-উদ্দীনের মৃত্যুর পূর্ব্বে (খৃঃ অঃ ১৩১২) রাণা হামির চিতোরপুরী পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। আল্লা-উদ্দীন ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে ১৯শে ডিসেম্বর দিবসে পরলোকগত হয়েন। যদি এলফিনষ্টোন সাহেবেরই মত লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, আল্লা-উদ্দীনের মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে রাণা হামির কর্ত্তৃক চিতোর পুনরর্জ্জিত হইয়াছিল; কিন্তু

স্বীয় অপমান ও মনোবেদনার বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে দিল্লি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাণা লক্ষ্মণসিংহের ভবিষ্যদ্গণনা আজি যাথার্থ্যে পরিণত হইল; আজি অরিসিংহের তনয় বীরবর হাম্বির সেই ভবিষ্যদ্গণনা পূরণ করিয়া চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। চিতোরবাসিগণের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। দুরাচার যবনের করাল গ্রাস হইতে মিবারভূমি মুক্ত হইল দেখিয়া রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই মহোৎসবে মত্ত হইল। নগরের গৃহে গৃহে আনন্দলহরী যেন উথলিত হইতে লাগিল। শিশোদীয় নৃপতিগণের বংশধর আজি শিশোদীয়কুলের সেই স্বাধীনতা ও গৌরবসম্ভ্রম পুনরুদ্ধার করিলেন; আবার বীর-কেশরী বাপ্পারাওলের হৈম-তপন-প্রতিমা-খচিত প্রচণ্ড বিজয়-বৈজয়ন্তী চিতোরের দুর্গশীর্ষে উদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া নির্ব্বাসিত নাগরিকগণ মহাহ্লাদে পুলকিত হইয়া সেই বিজন পার্ব্বত্যপ্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিতোরনগরে পুনঃপ্রত্যাগত হইতে লাগিল। কমলমীরের বিশাল উপত্যকাভূমি এবং মিবারের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত পর্ব্বতনিবাস পরিত্যাগ করিয়া জনস্রোত প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় মিবারের পরিত্যক্ত উৎসাদিত জনস্থানভূভাগে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। আজি সকলেরই হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ!

এইরূপে মিবারের লোকসমাজ হাম্বিরকে উদ্ধারকর্ত্তা জানিয়া দলে দলে তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া একত্রিত হইল এবং তাঁহার স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য সকলে মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে উৎসুক হইয়া উঠিল। হাম্বির এ সুযোগ আর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। লোকসমাজই রাজ্যরক্ষণের প্রধান উপাদান। সেই লোকসমাজ আজি হাম্বিরের জন্য আপনাদের হৃদয়শোণিত পাত করিতে উদ্যত; এরূপ সুন্দর সুযোগ কি হাম্বিরের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ বিচক্ষণ নৃপতি ত্যাগ করিতে পারেন? এই সময়ে সংবাদ আসিল যে, মালদেবের পরামর্শানুসারে মহম্মদ খিলিজি আপনার প্রণষ্টাধিকার পুনর্লাভ করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে মিবারাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। হাম্বির আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না; তিনিও আপন সৈনিক ও সামন্তদল লইয়া যবনরাজের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মহম্মদ অতি কুক্ষণেই হাম্বিরের বিরুদ্ধে অস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন। জয়লাভ করা দূরে থাকুক, অবশেষে তাঁহাকে সেই বিক্রমশালী রাজপুতবীরের করে আপনার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারাইতে হইয়াছিল। নিজ দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া তিনি

আল্লা-উদ্দীন হাম্বিরের হস্ত হইতে চিতোরপুরী কাড়িয়া লইবার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কি না, কিছুই লিখেন নাই। কেবল এই মাত্র লিখিয়াছেন যে, এই দুঃসম্বাদ এবং এইরূপ নানা অমঙ্গলজনক সমাচার শ্রবণ করাতে আল্লার পীড়ার বৃদ্ধি হইল এবং তাহাতেই তিনি অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতএব বোধ হইতেছে যে, তাঁহার পুত্র মোবারকই এস্থলে মহম্মদ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। মোবারক স্বয়ং যখন গুর্জ্জর ও দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন; তখন তিনি যে চিতোর উদ্ধার করিতে উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। বোধ হয় ফেরিস্তায় এ বিবরণ নাই বলিয়া মহোদয় এলফিনষ্টোন তাহা প্রকটিত করিতে পারেন নাই।

Elphinstone's History of India. P P. 394-400.

মিবারের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত দুর্গম গিরিপথ দিয়া আপন সেনাদল চালিত করিলেন; ইহাতে তাঁহার সমূহ ক্ষতি হইল। সেই প্রদেশ এতদূর জটিল যে, তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইতে না পারিয়া যবনরাজের অনেক সৈন্য একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল।—অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যাহা হউক, বিপুল ক্ষতি ও বিষম কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি শিঙ্গোলি নামক স্থানে আপন সেনাদল সন্নিবেশিত করিলেন। হামির সসৈন্যে সেই স্থলেই যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ আরব্ধ হইল। হামির একাকী প্রচণ্ড কেশরীর ন্যায় যবনসেনাকে দলিত করিতে লাগিলেন। সেইস্থলে মালদেবের তনয় হরিসিংহের সহিত তিনি এক ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু সে যুদ্ধে প্রথম আক্রমণেই হতভাগ্য হরিসিংহ তৎকরে নিপাতিত হইলেন।

হতভাগ্য মালদেবের অনুনয়বিনয়ে ভুলিয়া যবনরাজ খিলিজি অতি অশুভক্ষণেই বীরবর হামিরের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে আশা করিয়া সেই কঠোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সফল হয় নাই। হামিরের প্রচণ্ড বাহুবলে পরাজিত হইয়া অবশেষে তাঁহাকে তৎকরে বন্দিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হামির জয়ী হইলেন। বিজিত যবনরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া চিতোরের কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। তথায় তিনমাস কঠোর কারাবাসযন্ত্রণা সহ্য করিয়া যবননৃপতি অবশেষে আজমির, রিন্থম্বুর, নাগোর ও শুয়োপুর এবং পঞ্চাশলক্ষ টাকা ও একশত হস্তী আপনার নিষ্ক্রয়স্বরূপ প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় তেজস্বী হামির সদর্পে বলিলেন,—"মনে করিবেন না যে, আপনি দিল্লির সম্রাট বলিয়া ভয়ে আপনাকে মুক্তিদান করিলাম। আপনার ন্যায় শক্রর শত সহস্র আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আমার অসি নিরন্তর উদ্যত থাকিবে। আপনি বৃথা মদগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া চিতোরপুরীকে আপনার রাজ্য ভাবিয়া অধিকার করিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া, আপনার এত দুর্দ্দশা করিলাম; ইহাতে আপনার সমুচিত অবমাননা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পারেন যদি এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য আবার আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিবেন; হামির আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য চিতোরের বহির্ভাগেই দণ্ডায়মান থাকিবে।"

মালদেবের সমস্ত উদ্যম বিফল হইল; তখন তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বনবীর হামিরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। হামির তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে নিজ শ্বশুরকুল যথোপযুক্ত মর্য্যাদার সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তদুপযোগী আনুকূল্যস্বরূপ নিমচ, জিরণ, রতনপুর ও কৈরার প্রভৃতি কতিপয় জনপদ ভূমিবৃত্তি প্রদান করিলেন। সেই ভূমিবৃত্তির দানপত্র স্বাক্ষরিত করিবার সময় তিনি শ্যালককে বলিলেন "বিশ্বস্তভাবে আমাকে সেবা করিতে থাক এবং আপনাকে প্রতিপালন কর। এককালে তুমি তুর্কির দাসরূপে অবস্থিত ছিলে; কিন্তু আজি একজন তোমার স্বধর্ম্মান্বিত হিন্দুর সেবায় নিরত হইলে। তোমার পিতার শাসনকর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া তুমি দুঃখিত হইতে পার; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, এ রাজ্য কাহার? কাহার রাজ্য আমি

অধিকার করিলাম? ইহা ত আমারই রাজ্য; সুতরাং আমি তাহা ফিরিয়া পাইলাম বলিতে হইবে। যে মিবারের শৈলগাত্র আমার পিতৃপুরুষদিগের শোণিতে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, আজি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অনুকম্পায় তাহা প্রাপ্ত হইলাম; এবং সেই সৌভাগ্য-লক্ষ্মীই আমাকে ইহাতে নিরাপদে রক্ষা করিবেন। তুমি ভাবিও না যে, রমণীর পূজা করিতে যাইয়া আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় রাজ্য ধন বিসর্জ্জন করিব।" ভগিনীপতির উপদেশবাক্য বনবীরের হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইল। তিনি তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য মিবার-রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই ভীনসহর পুনরধিকার করিয়া মিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে বীরবর হামিরের অসীম পরাক্রম-প্রভাবে মিবারের পূর্ব্বগৌরব পূর্ণভাবে পুনঃ স্থাপিত হইল। তদ্দর্শনে রাজস্থানের সমগ্র রাজন্যসমাজ পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া স্বেচ্ছাবশতঃ হামিরকে বিবিধবিধানে পূজা প্রেরণ করিলেন এবং আবশ্যকমত আপনাপন সেনাদল প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র হামিরই তৎকালে প্রবল বিক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। ভারতের অন্যান্য প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ যবনের উৎপীড়নে চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। মারবার ও জয়পুরের বর্ত্তমান নৃপতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ এবং বুন্দি, গোয়ালিয়র, চন্দেরি, রাইসিন, শিকড়ি, কাল্পী ও আবু প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ অতি বিনীতভাবে চিতোরের সর্ব্বভৌম নরপতি মহারাজ হামিরকে পূজা করিয়া, তাঁহার সমস্ত আদেশ অবিচলিত-চিত্তে বহন করিতেন, এবং আপনাপন সেনাদল লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে শক্রসমরে অবতীর্ণ হইতেন!

যে দুর্দ্দিনে ভারতের স্বাধীনতা-হার তাতারের গলদেশে অর্পিত হইল; সেই দিন মিবাররাজ্যের পূর্ব্ব প্রতাপ অনেকাংশে মন্দীভূত হইয়া পড়িল। সে প্রতাপ অতি বিপুল ও প্রচণ্ড ছিল বটে; কিন্তু তাহার অপচয়ে মিবারের কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই; কেন না একদিকে যেমন তাহার হ্রাস হইল অপরদিকে সেইরূপ রাজ্যের অখণ্ড প্রভুত্বা পূর্ণভাবে দৃঢ়ীকৃত হইল। ধরিতে গেলে, এরূপ দৃঢ়ীকরণ বীরবর হামিরেরই রাজত্বকালেই অনুষ্ঠিত হয়। মিবারের এই সুদৃঢ় প্রভুতা বাবরের অভ্যুদয়কাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যে অনেকগুলি গৌরবান্বিত নৃপতি মিবারের সিংহাসনে সমারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদিও নিষ্কণ্টকে রাজ্যোপভোগ করিতে পারেন নাই, যদিও মালব, গুর্জ্জর ও দিল্লির যবন নৃপতিগণ বারবার তাঁহাদিগের বৈরাচরণ করিয়াছিল, তথাপি চিতোরের সে সুদৃঢ় প্রভুতা কিছুতেই বিভগ্ন হয় নাই। চিতোরের নৃপতিগণ পর্য্যায়ক্রমে সেই সমস্ত শক্রকুলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ দিল্লির সিংহাসন লইয়া যে সময় খিলিজী, লোডী ও শূরবংশীয় যবন নৃপতিগণের ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব সমুদ্ভূত হয়, সে সময় মিবারের অবস্থা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, কেননা সেই বিষম গৃহবিচ্ছেদের সুযোগক্রমে মিবারের নৃপতিগণ আপনাদিগের সেই সুদৃঢ় প্রভুতা আরও দ্বিগুণতররূপে দৃঢ়ীকৃত করিতে পারিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা

শুদ্ধ স্বদেশের শত্রুদলের আক্রমণ ঘোরতররূপে ব্যাহত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না; এমন কি আপনাদের বিজয়িনী সেনা লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন এবং একদিকে নাগরকোটের গিরিগাত্রে অপরদিকে দিল্লির সিংহদ্বারে আপনাদিগের জয়নিদর্শন অঙ্কিত করিয়া আসিতেন। ঐ সময়ের মধ্যে মিবাররাজ্য যে, শুদ্ধ শান্তি সম্ভোগ করিয়াছিল, তাহা নহে, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসাদবলে তাহার অধিবাসিগণ শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় হইতে পারিয়াছিল। কেন না উক্ত সময়ে মিবাররাজ্যে যে কয়েকটী বিশাল চৈত্য ও বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যয়বাহুল্যের বিষয় অনুধাবন করিলে আমাদিগের এই উক্তির যাথার্থ্য সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইতে পারিবে। তৎকালে ঐরূপ এক একটী বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে এক একজন নৃপতির রাজত্বকালের সমগ্র আয় বিনিয়োগ করিতে হইত এবং তাহা মিবারের তাৎকালিক রাজভূমির দশ বৎসরের আয় ব্যবহার করিলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত কি না, সন্দেহ। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, একমাত্র পদ্মিনীর প্রাসাদ ভিন্ন মিবারের শোভনীয় আর আর সমস্ত অট্টালিকাই দুর্দ্ধর্ষ আল্লা-উদ্দীনের কঠোরতর দুরাচরণে বিভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, তদ্ভিন্ন আর একটী অট্টালিকা তাহার প্রচণ্ড বিদ্বেষবহ্নি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিয়াছিল। সেটী একটী জৈন ধর্ম্মালয়; জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত সভ্য এবং দেশীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের বিশেষ আনুকূল্যে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কি জন্য যে ইহা সেই সার্ব্বজনীন সংহার কালে দুরাচার যবনরাজের বিদ্বেষবহ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। বোধ হয় জৈনদিগের একেশ্বরবাদিতার জন্যই আল্লা-উদ্দীন তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্মমন্দিরকে ধ্বংস করেন নাই। ঐ সকল অট্টালিকা দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, শিশোদীয় নৃপতিগণ শিল্পশাস্ত্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; বিশেষতঃ স্থপতিশিল্প তাঁহাদিগের নিকট অতীব আদরণীয় ছিল। তৎকালে ভূমিস্ব ভিন্ন হিন্দুনৃপতিগণের অন্য কোনরূপ বিশেষ আয় ছিল না; কিন্তু কেবলমাত্র ভূমিলব্ধ আয় হইতে কি প্রকারে যে, এত বিপুল ব্যয়ের সংযোজনা করিয়াও তাঁহারা আপনাদিগের তথোক্ত বৃহৎ সেনাদল সংরক্ষণ করিতে পারিতেন, তাহা চিন্তা করিতে গেলে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। অতএব নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শিশোদীয় নৃপতিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ শ্রীসমৃদ্ধি সম্ভোগ করিয়া আপনাদিগের রাজ্য অতি ধীর, বিচক্ষণ ও সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করিয়াছিলেন; অন্যথা উক্তরূপ সৎকীর্ত্তিসমূহের প্রতিষ্ঠা আর কোন প্রকারেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। সেই উন্নত ও সমৃদ্ধ অবস্থায় মিবারের প্রজাবর্গও আপনাদিগের নৃপতির ন্যায় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। কিন্তু কালের কঠোর হস্তের প্রচণ্ড প্রহারে সে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ আজি চূর্ণবিচূর্ণিত ও বিধ্বস্ত;—আজি রাজস্থানের পরিত্যক্ত ও বিজন দুর্গম প্রদেশসমূহে তাহাদিগের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম আসনে আরোহণ পূর্ব্বক দীর্ঘকালব্যাপী সুখময় রাজ্য সম্ভোগ করিয়া মহারাজ হামির পরিণত বয়সে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। হামির অতি ধীর, তেজস্বী, সাহসী ও সুদক্ষ নরপতি

ছিলেন। তাঁহার ঐ সমস্ত সুন্দর গুণগরিমার বিবরণ মিবারবাসিগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আজিও তাহারা গিহ্লোটকুলের অন্যান্য প্রাতঃস্মরণ্য নৃপতিগণের পবিত্র নামমালার সহিত বীরবর হামিরের নাম জপ করিয়া থাকে।

হামির পরলোকগত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রসিংহ পিতৃ-প্রদত্ত বিশাল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া সম্বৎ ১৪২১ (খৃঃ ১৩৬৫) অব্দে চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। বালক ক্ষেত্রসিংহ আপন দক্ষতাসাহায্যে অতি অল্পকালের মধ্যেই পিতার অনুরূপ পুত্র হইয়া উঠিলেন। অল্পকালের মধ্যেই পিতার প্রচণ্ড জিগীষা, বীরতা ও তেজস্বিতার অনুকরণ করিয়া তিনি আজমির ও জিহাজপুর জয় করিলেন এবং মণ্ডলগড়, দশুরি ও সমগ্র চপ্পন আপন বিরাট রাজ্যের পুনরন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। বাকরোল নামক স্থানে দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের * সহিত তাঁহার একটী যুদ্ধ সমুদ্ভূত হয়; সে যুদ্ধে তিনি দিল্লির বিশাল সেনাদলের উপর সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার সেই বিজয়গৌরব, সেই বীরত্ব ও তেজস্বিতা অতি সামান্য ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইয়া গেল—তাঁহার অমূল্য জীবনের পবিত্র গ্রন্থী অকালে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মিবারের অন্তর্ভুক্ত বুনাওদা নামক জনপদের হারবংশীয় সামন্ত-রাজের দুহিতার সহিত ক্ষেত্রসিংহের শুভ পরিণয়সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে অমঙ্গলময় সম্বন্ধ সংবদ্ধ হইতে না হইতে দুরাশয় হার সর্দ্দার তাঁহাকে গুপ্ত হত্যা করিল। কোন্ পাশবী প্রবৃত্তির পরিপোষণ করিবার জন্য সে দুরাচার আপনার রাজার হৃদয়শোণিত পাত করিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

আততায়ী হার সামন্তের নৃশংসাচরণে ক্ষেত্রসিংহ অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলে রাণা লাক্ষ সম্বৎ ১৪৩৯ (খৃঃ ১৩৮৩) অব্দে চিতোরের সিংহাসনে সমারোহণ করিলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই রাণা লাক্ষ মেরবারা নামক পার্ব্বত্যপ্রদেশ জয় করিলেন এবং তৎপ্রদেশের প্রধান দুর্গ বিরাটগড়কে ধ্বংস করিয়া তাহার ধ্বংসরাশির উপর প্রসিদ্ধ বেদনোর দুর্গ স্থাপন করিলেন। কিন্তু এতদপেক্ষা আর একটী মহত্তর ও অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান করাতে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ এবং আপন

---

* এ হুমায়ুন কে? ভারতীয় ইতিবৃত্তে খৃষ্টীয় ১৩৬৫ অব্দ ও ১৩৮৩ অব্দের মধ্যে কোন হুমায়ুনেরই নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে মহাত্মা টড্ সাহেব এখানে কাহাকে হুমায়ুন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? সুপ্রসিদ্ধ মোগলকুলে যে হুমায়ুন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই তাঁহার বিষয় অবগত আছেন এবং তিনি যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে অভ্যুত্থিত হয়েন, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, তিনি এস্থলে কখনই নির্দ্দিষ্ট হয়েন নাই। পণ্ডিতবর এলফিনষ্টোন প্রণীত প্রসিদ্ধ ভারতেতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দিল্লীশ্বর নাসিরুদ্দীন তোগলুকের হুমায়ুন নামে এক পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন। কেবল সময়ের কিছু অনৈক্য ব্যতিরেকে আর আর প্রায় সকল বিষয়েই সেই হুমায়ুনের সহিত টড্ কথিত হুমায়ুনের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তিনি বৃদ্ধ বয়সে দিল্লি-সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দেড় মাস পরেই পরলোক গমন করেন। এস্থলে বোধ হইতেছে যে, সেই হুমায়ুনই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যদিও তিনি ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি যে, ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, তাহা কোন মতেই অসম্ভব হইতে পারে না।

Elphinstone's History of India. P. P. 413. 441.

রাজ্যকে সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাণা ক্ষেত্রসিংহ কর্ত্তৃক ভিলদিগের নিকট হইতে যে চম্পনপ্রদেশ আচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহার অভ্যন্তরস্থ জবরানামক স্থানে রৌপ্য ও টিনের একটী আকর আবিষ্কৃত হয়। এরূপ কথিত আছে যে, ঐ সকল আকরে সপ্তধাতু * অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত; কিন্তু এক্ষণে তাহা আতিশয়োক্তি বলিয়া অনুমান হয়। সুবর্ণের ত কোন নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে রৌপ্য, টিন, তাম্র, সীস ও রসাঞ্জন বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু যে রৌপ্য ও টিন একই খনিজ পদার্থে সমুৎপন্ন হইত, এবং যাহাদিগের উভয়কেই বিশ্লিষ্ট করিয়া লওয়া যাইত, অধুনা প্রচুর টিন বিশ্লেষ করিলেও তাহা হইতে অতি অল্পমাত্রই রজত নিষ্কৃষ্ট হইয়া থাকে †।

লাক্ষ রাণার শাসনকালে মিবারের যেরূপ বিপুল শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সেইরূপ তিনি গৌরবও অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এরূপ গৌরবার্জ্জনে তাঁহার বীরত্ব, মহত্ত্ব ও তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অম্বরের অন্তর্গত নগরাচল ‡ নামক স্থানে শঙ্কলাবংশীয় কতকগুলি প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুত বাস করিতেন, রাণা লাক্ষ তাহাদিগের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কেবল যে সজাতির বিরুদ্ধে তাঁহার অসি উদ্যত হইয়াছিল, তাহা নহে; দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ লোডীর প্রতিকূলেও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বেদনোর নামক স্থানে সম্রাটের সেনাদলকে ঘোরতররূপে পরাভূত করিয়াছিলেন। লাক্ষরাণা যেরূপ বীর ছিলেন, সেইরূপ বীরোচিত পবিত্র কার্য্যেই আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল সমরঘটনার কিছুদিন পরেই দুর্দ্দান্ত যবনগণ পুণ্যভূমি গয়াক্ষেত্র আক্রমণ করিল। পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক আর্য্যগণের পবিত্র তীর্থস্থান আক্রান্ত হইল, পাপ যবনগণ আর্য্যের সনাতনধর্ম্ম বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিল, ইহাতে কি স্বধর্ম্মানুরাগী আর্য্যবীরগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অচিরে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল; ক্ষত্রিয় বীরগণ স্ব স্ব সেনাদল লইয়া যবনের কলুষময় কবল হইতে পুণ্যভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য সদম্ভে ধাবিত হইলেন; বলা বাহুল্য যে,

---

* স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ রঙ্গং যশদমেব চ।
সীসং লোহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥
ভাবপ্রকাশ।

কথিত আছে এই সপ্ত ধাতুর সহিত সাতটী গ্রহের বিশেষ সঙ্গতি আছে।

† কমলার আবাসভূমিস্বরূপ এই সকল আকর অনেক দিন অবধি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আজি সে সকল স্থল দুর্গম অরণ্যে পরিবৃত। কেহই সাহস করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তত্রত্য অধিবাসিগণ সেই সকল খনির অধিষ্ঠাত্রী দেবীদিগের যে সকল মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এখন সে সমস্তই ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে। দিনান্তে কেহ একটী বনফুল দিয়াও তাঁহাদিগের পূজা করে না। তত্রত্য ভিলগণ সেই সকল পুরাতন দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন দেবতাকে পূজা করিতেছে; তাহারা ভগবতী লক্ষ্মীর পূজাবিধি ছাড়িয়া এখন শীতলামাতার পূজা করিয়া থাকে।

‡ ঝুনঝুনু, সিংহবান ও সুর্বাণ লইয়াই প্রাচীন নগরাচল জনপদ সংগঠিত ছিল।

শিশোদীয় বীর লাক্ষ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। রাণা সেই ভীষণ ধর্ম্মবিগ্রহে অতুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অবশেষে সেই সংগ্রামস্থলেই জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার সেই স্বধর্ম্মানুরাগিতা ও স্বদেশপ্রেমিকতার জন্য তাঁহার নাম মিবারের প্রসিদ্ধ ও প্রাতঃস্মরণ্য নৃপতিগণের পবিত্র নামমালায় এক উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার যেরূপ প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমিকতা, সেইরূপ গভীর শিল্পপ্রিয়তাও ছিল। স্বদেশের শোভাবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত তিনি যে সকল শিল্পকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, আজিও তৎসমুদায় সমভাবে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার সেই গভীর শিল্প-প্রিয়তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজ্যের অনেক স্থানে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুষ্করিণী ও কৃত্রিম সরোবর তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত জলাশয়ের জলরাশি অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য রাণা তৎসমুদায়ের তীরভাগে বিশাল পোস্তা স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় শত্রুকুলের আক্রমণ হইতে মিবারভূমিকে সুন্দররূপে রক্ষা করিবার জন্য তিনি রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রচণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কমলার আশ্রয়-ভূমি পূর্ব্বোক্ত আকর হইতে যে বিপুলবিত্ত উদ্ভূত হইত, তাহা তিনি স্বদেশের উন্নতি ও মহোপকারসাধনেই ব্যয়িত করিতেন। বিশেষতঃ দুর্দ্ধর্ষ আল্লা-উদ্দীনের কঠোরতর দুরাচরণে যে সমস্ত শোভনীয় প্রাসাদ ও দেবমন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছিল, মহারাজ লাক্ষ উক্ত বিপুল বিত্তের আনুকূল্যে তৎসমুদায়কে পুনর্গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুরসুন্দরী পদ্মিনীর সুন্দর প্রাসাদের গঠনপ্রণালীর অনুকরণে তাঁহার যে একটী সুদর্শনীয় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন রাণা বিপুল ব্যয় স্বীকার করিয়া একটী প্রকাণ্ড ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মন্দির অদ্বিতীয় একেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মার নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তন্মধ্যে কোনরূপ দেবদেবীর প্রতিমা সংস্থাপিত হয় নাই। বোধ হয় এই জন্যই ইহা হিন্দুবিদ্বেষী নৃশংস আক্রমণকারিগণের প্রচণ্ড বিদ্বেষানল হইতে রক্ষা পাইয়াছে; নতুবা ইহা অদ্যাপি কখনও সমভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারিত না।

রাণা লাক্ষের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি সমুদ্ভূত হইয়াছিল। সেই সকল সন্তানসন্ততি কালে প্রাদুর্ভূত হইয়া রাজস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্ব স্ব নামে এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গোত্র স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে লুনাবৎ ও দুলাবৎগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। আজি অণ্ডণাপানোরের সন্নিহিত এবং আরাবল্লির অন্যান্য প্রদেশের গিরিব্রজনিবাসী স্বাধীন ভূম্যধিকারীগণ সেই লুনাবৎ ও দুলাবৎ নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে *। লাক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চণ্ড। চণ্ড সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেও পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন নাই। কিরূপ ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে যে উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তনী বিধির ব্যভিচার হইয়াছিল, এবং তন্নিবন্ধন মিবাররাজ্যে কি কি অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার যথাযোগ্য সমালোচনা নিম্নবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রকটিত হইল।

---

* চপ্পনের সন্নিকটস্থ কানোরের সারঙ্গদেবত সর্দ্দার ও সিন্দ নদের তীরস্থ শোনঘারের সামন্তরাজগণ রাণা লাক্ষের বংশে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজপুতদিগের নারীবিষয়ক শিষ্টাচার;—মিবারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব-ব্যবস্থার বিপর্য্যয়;—ন্যায়সম্মত উত্তরাধিকারী চণ্ডের পরিবর্ত্তে কনিষ্ঠ শিশু মকুলজির সিংহাসন-প্রাপ্তি;—মিবারে রাঠোরদিগের অন্যায় আধিপত্য-নিবন্ধন নানাপ্রকার গোলযোগের উৎপত্তি;—তাহাদিগকে চিতোর হইতে দূরীকরণ করিয়া চণ্ডের মুন্দরনগরাধিকার;—মিবার ও মারবাররাজ্যের মধ্যে পরস্পরের বৈষয়িক সম্বন্ধ-বন্ধন;—মকুলজির রাজ্যশাসন—তাঁহার হত্যা-বৃত্তান্ত।

অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা স্ত্রীজাতির বিশেষ অনুরাগী, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য। যদি এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতে হয়, যদি স্ত্রীজাতির প্রতি অনুরাগ ও শিষ্টব্যবহারের পরিমাণক্রমে জাতীয় সভ্যতার তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে রাজপুতদিগকে সভ্যতার অগ্রনায়ক বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। রমণী রাজপুতের হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা; সে দেবতার সামান্য মাত্র অবমাননা হইলে, তাহার সম্মানোপযোগী শিষ্টাচারের সামান্যতম ব্যভিচার হইলে তেজস্বী রাজপুতের হৃদয় বিষম রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; এবং যতক্ষণ না সেই অবমানকর্ত্তার হৃদয়-শোণিত সে রোষানল নির্ব্বাণ করিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার কিছুতেই শান্তি নাই,—কিছুতেই বিরাম নাই। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সামান্য বিদ্রূপচ্ছলে এই শিষ্টাচারের ব্যত্যয় করিয়াছিল বলিয়া একজন হৃদয়ের বন্ধুও ভীষণ শত্রুরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। যে রাঠোর ও কুশাবহগণ অনেকদিন ধরিয়া এক অভিন্ন সৌহার্দ্দ্যসূত্রে গ্রথিত ছিলেন, ঐ শিষ্টাচারবিরোধী বিদ্রূপাত্মক বাক্য হইতে তাঁহারা পরস্পরের প্রচণ্ড শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহাতে তাঁহাদিগের উভয়েরই অধঃপতন হইল। যখন তাঁহারা একত্রে মিত্রভাবে অবস্থিত ছিলেন, তখন তাঁহাদিগের একীভূত বল এত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রচণ্ড মহারাষ্ট্রীয়গণ তৎসম্মুখে তৃণের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই অনর্থকর বিবাদনিবন্ধন যখন তাঁহারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন; তখন সেই মহারাষ্ট্রীয়গণ সুযোগ পাইয়া তাঁহাদিগের উভয়কেই পরাভূত করিয়া তাঁহাদিগের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিল। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তেজস্বী রাজপুতের পক্ষে এ রমণীবিষয়ক শিষ্টাচার সামান্য নহে। রমণী সম্বন্ধে অতি সামান্য পরিহাস করাতে মিবারেশ্বর রাণা লাক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডের হৃদয়ে যে ভয়ানক অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অল্পে নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাহাকে নিবাইতে যাইয়া রাজ্যের একটী চিরন্তন বিধির ব্যভিচার হইল,—এবং এতন্নিবন্ধন মিবারের যে বিষম অনিষ্ট সাধিত হইল, মোগল বা মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণ হইতে সেরূপ অনিষ্ট কখন হইতে পারে, কি না সন্দেহ।

সুখে দুঃখে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া রাণা লাক্ষ বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অনর্থকারিণী বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া পরমার্থচিন্তায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক চরমে শান্তিময় জীবন সম্ভোগ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ যথাযোগ্য বৃত্তি ও ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন, এখন আর তাঁহার কিসের চিন্তা? এখন একমাত্র, জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিরত হইতে পারেন। কিন্তু বিধাতা বাদী হইয়া আবার তাঁহাকে সেই সংসার-স্রোতের প্রচণ্ড ঘুর্ণিপাকে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তাঁহার পরমার্থচিন্তার ব্যাঘাত ঘটিল, তাঁহার শান্তির পথে কণ্টক পড়িল!—তিনি সে বিষময়ী সংসার-চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও পাইতে পারিলেন না।

একদা রাণা লাক্ষ আপন মন্ত্রী, পারিষদ ও সম্ভ্রান্ত সামন্তগণে পরিবৃত হইয়া রাজসভায় বিরাজ করিতেছেন, এমন সময়ে মারবার-রাজ রণমল্লের নিকট হইতে "নারিকেল" লইয়া একজন দূত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাণা যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রমসহকারে সেই প্রজাপতির প্রিয় দূতকে অভ্যর্থনা করিয়া মারবার-রাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর তাঁহার প্রকৃত দৌত্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত কহিলেন "মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ চণ্ডের সহিত নিজ দুহিতার পরিণয়সম্বন্ধ স্থির করিয়া মহারাজ রণমল্ল এই নারিকেল ফল প্রেরণ করিয়াছেন।" চণ্ড তখন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না; সুতরাং রাণা দূতকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া ধীরনম্র-বচনে কহিলেন "চণ্ড এখনই আসিয়া এ প্রস্তাবে সম্মতিদান করিবেন।" তৎপরে তিনি নিজ গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন "আমার বোধ হয় যে, আমার মত শ্বেতশ্মশ্রুল বৃদ্ধের জন্য আপনারা এরূপ খেলার সামগ্রী প্রেরণ করেন না।" রাণা লাক্ষের এই মধুর কৌতুকাবহ বচন শ্রবণ করিয়া সভাসীন ব্যক্তি মাত্রই পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার সেই রসসিক্ত বাক্যের বারবার প্রশংসা করিয়া সকলে তাহার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এইরূপ আন্দোলন হইতেছে, এমন সময়ে চণ্ড সভাতলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিলেন। পিতা কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়াও যে সম্বন্ধকে মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনার বলিয়া ভাবিয়াছেন, সে সম্বন্ধে পুত্র কি প্রকারে আবদ্ধ হইতে পারেন? এই কূট চিন্তা চণ্ডের হৃদয়ে উদিত হইল; তিনি বারবার তাহার আন্দোলন করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, সে বিবাহে সম্মত হওয়া তাঁহার কখনই উচিত নহে। তাঁহার এ সিদ্ধান্ত অচিরে রাণার কর্ণগোচর হইল। তিনি পুত্রের সে সিদ্ধান্তকে প্রগল্‌ভতা মনে করিয়া বারম্বার তাঁহাকে নানা শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষা ভস্মে পরিণত হইল; তিনি চণ্ডের দৃঢ় সঙ্কল্প কিছুতেই ব্যাহত করিতে পারিলেন না। রাণার উভয় সঙ্কট! একদিকে চণ্ডের কঠোর প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্প; অপরদিকে মারবার-রাজ রণমল্লের ঘোরতর অপমান। সে অপমান ক্রমে দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিতে লাগিল। কেননা তাঁহার শতসহস্র উপদেশ, স্নেহবচন, অনুরোধ, আদেশ—অবশেষে ভীতি-প্রদর্শনও নিষ্ফল হইয়া গেল; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চণ্ড

কিছুতেই সে বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন না। তখন রাণা পুত্রের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং রণমল্লকে অবমাননা হইতে মুক্তি দিবার জন্য অবশেষে স্বয়ং সেই বিবাহ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কোথায় বার্দ্ধক্যে বিষময় বিষয়-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শান্তিসুখে চরমজীবন অতিবাহিত করিবেন, তাহা না হইয়া আবার তাঁহাকে তাহাতেই ঘোরতর নিমগ্ন হইতে হইল! যে পুত্রকে তিনি হৃদয়ের সহিত স্নেহ করিতেন, যাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; সেই পুত্রের এইরূপ আচরণ?—পুত্র হইয়া পিতার সুখদুঃখের বিষয় চিন্তা করিল না—পিতার মুখের দিকে চাহিল না?—তবে সে পুত্রে কি উপকার হইল? রাণা অতিশয় রুষ্ট হইলেন, রোষপরিতপ্ত হৃদয়ে পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। তেজস্বী চণ্ড নির্ব্বাক—নিস্পন্দভাবে পিতার সে সমস্ত তিরস্কার সহ্য করিলেন। তাঁহার হৃদয় নিদারুণ অভিমানে ঘোরতর বিলোড়িত হইতে-ছিল, কিন্তু তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সেই সমস্ত বিষদিগ্ধ তীব্র তিরস্কার শ্রবণ করিলেন; তখন একটীমাত্রও প্রত্যুত্তর করিলেন না। অবশেষে রাণা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "ভাল, আমিই সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেছি; কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, সেই রমণীর গর্ভে যদি কোন পুত্রসন্তান প্রসূত হয়, তাহা হইলে তোমাকে উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।—শপথ কর।" এই কঠোরবাক্যে তেজস্বী চণ্ডের মস্তকের একটী কেশমাত্রও কম্পিত হইল না; তিনি অচল—অটল—স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "হাঁ, পিতঃ! আমি ভগবান্ একলিঙ্গদেবের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তাহা হইলে আমার উত্তরাধিকারিত্বের সত্ব আমি আপনিই ত্যাগ করিব।"

ভবিতব্যতার গূঢ় লিখন কে খণ্ডন করিতে পারে? দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা পঞ্চাশদ্বর্ষীয় বৃদ্ধের করে সমর্পিত হইল। এই বিচিত্র সম্মিলন হইতে যে পুত্র সমুদ্ভূত হইল;—তাহার নাম মকুলজি। মকুলজি পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলে রাণা শুনিতে পাইলেন যে, যবনগণ পুণ্যতীর্থ গয়াধাম আক্রমণ করিয়াছে এবং সেই দুরাচারদিগের কলুষিত গ্রাস হইতে পবিত্র ক্ষেত্র উদ্ধার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় অন্যান্য নৃপতিগণ তদ্দেশাভিমুখে গমন করিতেছেন। তখন রাণা লাক্ষও সেই কঠোরব্রত অবলম্বন করিয়া আপন চরমকাল পবিত্র করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যনৃপতিগণের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, "শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে হইলে নরপতিদিগকে অসীম পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।" অন্তিম বয়সে রাজ্যধন ও বিষয়বাসনা ত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রতানুষ্ঠান, পরমার্থচিন্তা, তীর্থগমন ও দানাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে সে সমস্ত পাপের কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় না। এই বিশ্বাস-নিবন্ধন তাঁহারা উক্ত প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী তাতারগণ যে দিন হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মকে কলুষিত করিবার উপক্রম করিল, এবং যে দিন তাহারা সেই দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য অসিবল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল;

সেই দিন হিন্দু নরপতিগণের সেই চরম শান্তিময় তাপসব্রত কঠোরতর বীরধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল;—সেই দিন শতদ্রু ও কাগ্‌গারনদের বিশাল তীরভূমি তাঁহাদের প্রধানতম সাধনভূমি এবং গয়াতীর্থের উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান সাধন বলিয়া নিরূপিত হইল। তাঁহাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস যে, যদি তাঁহারা পাপিষ্ঠ যবনগণের কলুষিত গ্রাস হইতে পুণ্যতীর্থ গয়াধাম উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে না; তাহা হইলে অপ্সরোগণ দিব্য বিমানে করিয়া সেই সাধনভূমি হইতে তাঁহাদিগকে একবারে সৌরলোকে লইয়া যাইবে। বিশ্বাসই কার্য্যের প্রধান প্রণোদক ও অগ্রনায়ক। এই বিশ্বাসকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যনৃপতিগণ পরিণতবয়সে দুর্দ্ধর্ষ ম্লেচ্ছদিগের সহিত ঘোরতর ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন—ইহাই তাঁহাদিগের তপশ্চরণ। আজি মহারাণা লাক্ষ সেই কঠোর তপশ্চরণ করিবার জন্য ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই দুঃসাধ্য চরমব্রত অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তিনি আপনার রাজ্যশাসনের উপযোগী সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে যাহাতে রাজ্যমধ্যে কোনরূপ অন্তর্বিপ্লব সমুদ্ভূত না হয়, তাহার অনুষ্ঠানই তাঁহার তখন প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইল। কে যে উত্তরাধিকারী হইবে, কে যে মিবাররাজ্য প্রাপ্ত হইবে, রাণা তখন চণ্ডের সহিত সে সম্বন্ধে কোনরূপ আন্দোলনই না করিয়া কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা উদ্‌যাপন করিয়া আবার যে জীবন লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিব, এরূপ আশা করি না। যদি আমি আর না প্রত্যাগত হইতে পারি, তাহা হইলে মকুলের উপজীবিকার উপায় কি?—তাহা হইলে মকুলের জন্য কোন্ সম্পত্তি নির্দ্ধারিত হইবে?" তেজস্বী চণ্ড স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ধীর ও গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "চিতোরের রাজাসন।" এই সরল ও অত্যুদার উত্তরে পাছে রাণার হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয়, এই জন্য বিজ্ঞ চণ্ড পিতার গয়াযাত্রার পূর্ব্বে মকুলের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিতে চাহিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অদ্ভুত আত্মত্যাগ দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইল। অচিরে আভিষেচনিক ব্যাপারের আয়োজন হইল। পঞ্চমবর্ষীয় বালক মকুলকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিয়া বীরবর চণ্ড তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে রাজোপযোগী সম্মানসম্ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট অনুগত ও সুবিশ্বস্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই মহৎ ত্যাগস্বীকারের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে মন্ত্রভবনে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইল এবং ইহাও বিধিবদ্ধ হইল যে, সেই দিন হইতে যে কোন সামন্তকে ভূমিবৃত্তি প্রদান করা হইবে, তাহার দানপত্রে রাণার স্বাক্ষরের শিরোভাগে চণ্ডের ভল্লচিহ্ন অঙ্কিত থাকিবে। সেই দিন হইতে চিতোরের অধিপতিগণ যাহাকে যে ভূমিবৃত্তি দান করিয়াছেন, তাহার শিরোদেশে শালুম্ব্রাপতির * ভল্লচিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

* চণ্ডের বংশধরগণ চণ্ডাবৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অধিপতি সর্দ্দারের আবাস-ভূমির নাম শালুম্ব্রা। মিবারের সর্দ্দার-সমিতির মধ্যে শালুম্ব্রা-পতিই শ্রেষ্ঠ।

চণ্ডের হৃদয় যে, মহত্ত্ব, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রভৃতি সুন্দর গুণগ্রামে বিভূষিত ছিল, তাহা তদীয় অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের বিষয় মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারিবে। পিতার অনুপস্থিতিকালে কনিষ্ঠ মকুলের এবং সমগ্র মিবাররাজ্যের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য তিনি অতি সরলভাবে সুদক্ষতার সহিত শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার সংসাধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই রাজক্ষমতার পরিচালনা মকুলের জননীর হৃদয়ে বিষরাশি ঢালিয়া দিতে লাগিল। রাজমাতা মনে করিয়াছিলেন যে, পুত্রের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন; কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। সুতরাং তাঁহার মনোবেদনার সীমাপরিসীমা রহিল না। কুটিল হিংসাবিদ্বেষের প্ররোচনায় তিনি পবিত্র কৃতজ্ঞতাকে হৃদয়ে স্থান দিলেন না! বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় প্রকৃত পশুভাব ধারণ করিয়াছিল; নতুবা যে চণ্ডের অসীম আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে তিনি কখনও "মিবারের রাজমাতা" হইতে পারিতেন না, পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া প্রকৃত রাক্ষসী ও পিশাচীর মূর্ত্তিধারণ করিয়া সে চণ্ডের অসীম গুণগরিমার বিষয় ভুলিয়া গেলেন!—আবার তাঁহারই অনিষ্ট ও অপযশ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন! অকৃতজ্ঞা রাজমাতা বীরবর চণ্ডের প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠান ঈর্ষা ও বিদ্বেষের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কোনরূপ ছিদ্রের অনুসন্ধান না পাওয়াতে শুদ্ধ অমূলক সন্দেহ ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া চণ্ডের সরল কার্য্যানুষ্ঠানে দোষারোপ পূর্ব্বক বলিলেন "চণ্ড রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগে প্রকৃত রাজক্ষমতার পরিচালনা করিতেছেন এবং তিনি রাণা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন না বটে; কিন্তু ঐ উপাধিটীকে শূন্য নামমাত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।" তেজস্বী চণ্ড এ সমস্ত বিষয় ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলেন। তিনি আত্মহৃদয়ের পবিত্র ও সরলভাব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, কনিষ্ঠের মঙ্গল এবং রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্বয়ং রাজসুখ ও রাজসম্মান অনায়াসে উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কি এই প্রতিদান! পুত্রের স্বার্থের জন্য জননীর হৃদয় যে, অনুক্ষণ উদ্বিগ্ন ও সন্দিগ্ধ হইয়া থাকে, চণ্ড তাহাও জানিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কি হিতকর ব্যক্তির সরলতা, উদারতা ও আত্মত্যাগ কুটিল কপটতা বলিয়া পরিগণিত হইবে! তবে জগতে যেন আর কেহ কখনও সরল ব্যবহার না করেন।

চণ্ডের উন্নত হৃদয় ঘোরতর আঘাত প্রাপ্ত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, জগতে সরল ব্যবহারের প্রকৃত প্রতিদান নাই। তিনি হৃদয় পাতিয়া শত্রুর বিষাক্ত তীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রহণ করিতে পারেন, তথাপি এরূপ অন্যায় অপযশ মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে পারেন না। এই অন্যায় ও অযৌক্তিক দোষারোপ ও সন্দেহের জন্য তিনি বিমাতাকে সুমিষ্ট তিরস্কার করিয়া পরিশেষে ধীরভাবে বলিলেন "আপনার বুঝিবার ভ্রম হইয়াছে। আমার যদি চিতোরের রাজসিংহাসনে বসিবার অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে কে আজ্ আপনাকে রাজমাতা বলিয়া সম্বোধন করিত? ভাল, তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতি নাই,—বিশেষ কিছু দুঃখও নাই; কেবল এই

মাত্র দুঃখ যে, চিতোররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। চিতোরের ভাগ্যে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা গভীর কালিমায় লিখিত রহিয়াছে; তাহা ভাবিয়াই আমি দুঃখিত হইতেছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমি চলিলাম; রাজ্যশাসনের ভার এখন আপনারই হস্তে সমর্পিত হইল; এখন একমাত্র আপনারই উপর রাজ্যের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ নির্ভর করিতেছে; দেখিবেন, শিশোদীয়কুলের গৌরবসম্ভ্রম যেন অনন্ত বিনাশ না পায়।" চিতোর পরিত্যাগ করিয়া উদারহৃদয় চণ্ড মান্দুরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মান্দু-রাজ তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে ও যথোচিত সম্ভ্রমসহকারে গ্রহণ করিলেন। এবং অচিরে হল্লার নামক জনপদ তাঁহাকে ভূমিবৃত্তিস্বরূপ প্রদান করিলেন।

পৃথিবীতে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা কোথায়?—তাহা অপার্থিব ধন;—তাহা স্বর্গীয়। এই হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধনরক-কূপে সেই পবিত্র স্বর্গীয় রত্নের অস্তিত্ব কি কখন সম্ভাবিত হইতে পারে না?—যাঁহার হৃদয় সেই দিব্যরত্নে বিভূষিত, তিনি মানব হইলেও দেবতা;—তিনি অতি সামান্য ব্যক্তি হইলেও বিশ্বের পূজনীয়। বীরহৃদয় চণ্ড আত্মস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার রাজমুকুট বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার মস্তকে স্বহস্তে স্থাপন করিলেন; যে তাঁহার দাসানুদাস হইবারও যোগ্য নহে, অবশেষে সামন্তভাবে তাহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন; এ মহত্ত্ব—এ উদারতার কয়টী অনুরূপ চিত্র মানবের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়? এ অপূর্ব্ব আত্মত্যাগস্বীকারের বিনিময়ে তিনি কি পাইলেন? হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধনরক-কূপ জগৎ তাঁহাকে কি প্রতিদান করিল? তিনি পিতৃ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন;—ক্রূরচরিত্রা রাজমাতা একবার তাঁহাকে নিবারণ করিল না;—একবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিল না। বরং সে আনন্দিত হইল; বিশেষতঃ তাহার পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃভবনের অন্যান্য কুটুম্বগণের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। মুন্দরনগর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে চিতোরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে মকুলের মাতুল যোধ * মারবারের দগ্ধ মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া মিবারের শীতল ছায়াতলে বিরাম লাভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই যোধের পিতা রায় রণমল্ল এবং অগণ্য অনুচর ও পরিজনবর্গ তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনুর্ব্বর মরু-প্রান্তরের কঠিন জনার-বীজ চর্ব্বণ করিয়া যাহাদিগের কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, আজি তাহারা উর্ব্বর-ক্ষেত্র মিবারের গোধূম-রোটিকা ভক্ষণ পূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করিয়া বালক মকুলের জয় ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রূরনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ের গূঢ়ভাব বুঝিতে কয়জন সক্ষম হইয়া থাকে! মারবারের উত্তপ্ত মরু-প্রান্তরে উপবিষ্ট হইয়া যিনি তাহাকে এতদিন স্বর্গীয় সুখের আবাসভূমি বলিয়া গর্ব্ব করিতেন; আজি সেই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া মিবারভূমে তিনি কি নিমিত্ত আগমন করিলেন? কে জানে তাঁহার হৃদয়ে কি

* রায় যোধই যোধপুরের স্থাপনকর্ত্তা।

দুরভিসন্ধি আছে? শিশু দৌহিত্রকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক তিনি মহারাজ বাপ্পা রাওলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন; রাণার ছত্র, চামর ও কিরণ তাঁহার চারিদিকে শোভা পাইত; কত সুখের—আনন্দের লহরী তাঁহার হৃদয়ে ক্রীড়া করিত; তিনি মনে মনে কত সুখ স্বপ্ন দেখিতেন। বালক মকুল ক্রীড়াসক্ত হইয়া যখন রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন; তখন তিনি একাকীই সেই সিংহাসনে সমারূঢ় থাকিতেন; সেই সমস্ত রাজচিহ্ন তখনও তাঁহার মস্তকোপরি শোভমান থাকিত। কেহ তাহা বুঝিয়াও বুঝিত না;—কেহ সাহস করিয়া তাঁহার সে অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকূল আচরণ করিতে পারিত না। কিন্তু একজন ব্যক্তি রণমল্লের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। রাঠোর-রাজের উক্তরূপ দুরাচরণদর্শনে তিনি মনে মনে অতিশয় অভিতপ্ত হইলেন। তিনি শিশোদীয়কুলের বৃদ্ধা ধাত্রী *; রাজকুমারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহারই করে অর্পিত ছিল। বীরবর বাপ্পা রাওলের সিংহাসন কি রাঠোরকর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে? দুর্জ্জনের বিশ্বাসঘাতকতায় শিশোদীয়কুল কি অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে? এই সকল গভীর চিন্তা সেই শুভাকাঙ্ক্ষিণী ধাত্রীর হৃদয়ে উদিত হইল। দারুণ দুঃখ, ঘৃণা ও অভিমানে উদ্বেজিত হইয়া তিনি মকুল-জননীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন "তুমি কি কিছু দেখিতেছ না?—কিছুই কি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার পিতৃকুল কি তোমার শিশুসন্তানকে চিতোররাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবে না কি?" মঙ্গলাভিলাষিণী ধাত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমাতা বিষম সন্দিহান হইলেন; এতদিন উক্তরূপ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই। এক্ষণে তাঁহার অবস্থা যে, কত সঙ্কটাপন্ন। তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং তিনি সঙ্কটোদ্ধারের জন্য নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সেইরূপ ভাবদর্শনে দুর্ম্মতি রণমল্ল আপন দুরভিলাষ-সাধনের জন্য তৎপর হইলেন।

বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া হতভাগিনীর রাজমাতা আত্মরক্ষার নিমিত্ত চারিদিকে উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় কোথায়?—তিনি দুরাশার বশবর্ত্তিনী হইয়া আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আজ্ যদি চণ্ড চিতোরে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিপদ কিছুতেই হইত না। কিন্তু তিনি প্রকৃত পিশাচীর মূর্ত্তিধারণ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিয়াছেন। যাহা হউক, উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের আপাততঃ অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া তিনি একবার স্বীয় পিতার নিকট গমন করিলেন এবং তীব্র ও সাভিমান স্বরে তাঁহার সেইরূপ ব্যবহারের প্রকৃত কারণ জানিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি পিতার নিকট প্রত্যুত্তরে যাহা শুনিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল! তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তর প্রতীতি জন্মিল যে, আততায়ী রণমল্ল তাঁহার প্রাণকুমার মকুলের জীবন নাশ

---

* মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন, উক্ত ধাত্রীগণ হিন্দুরাজ-পরিবারে বিশেষ সম্মান ও আদর প্রচণ্ড হইয়া থাকে। তাহাদিগের সন্তানদিগকে এক একটী রাজপুত নৃপতির সহিত "ধাই ভাই" সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতে দেখা যায়। উক্ত ধাইভাইগণ চিরন্তন ভূমিবৃত্তি ভোগ করে এবং হিন্দুনৃপতিগণ তাহাদিগকে দৌত্যাদি বিবিধ প্রকার বিশ্বস্ত কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকেন।

করিতে উদ্যোগী হইতেছে। এই বিপদকালে মহিষী শুনিতে পাইলেন যে, চণ্ডের দ্বিতীয় সোদর রঘুদেব দুরাচার রণমল্ল কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হইয়াছেন। এই দুঃসম্বাদশ্রবণে রাজমাতা ঘোরতর আশঙ্কায় একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রঘুদেবের কৈলবারা ও কবেরিয়া নামে দুইটী বিশাল ভূমিবৃত্তি ছিল। তন্মধ্যে তিনি কৈলবারা জনপদেই অবস্থিতি করিতেন। একদা রণমল্ল তাঁহার নিকট একটী সম্মানসূচক রাজবেশ উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিল। সম্মানসূচক সজ্জা প্রাপ্ত হইবামাত্র রাজপুতগণ তাহা পরিধান করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদিগের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ শিষ্টাচার। তদনুসারে রঘুদেব যেমন তাহা পরিধান করিতে যাইবেন, অমনি দুরাচার গুপ্তচর ছুরিকাঘাতে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিপাতিত করিল! বলা বাহুল্য যে, সেই গুপ্তঘাতুক পাষণ্ড রণমল্ল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। রঘুদেব অতি শ্রীমান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও সাহসবান্ যুবাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অনুপম গুণ ও সৌন্দর্য্যের জন্য রাজপুতগণ তাঁহাকে এত ভাল বাসিত যে, তদীয় অস্বাভাবিক শোচনীয় মৃত্যুতে মিবারবাসিমাত্রই গভীর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তিনি দেব-সম্মান প্রাপ্ত হইয়া মিবারের "পিতৃদেব" গণের মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি প্রত্যেক মিবারবাসী আপনাপন গৃহে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রত্যহ পূজা করিতে লাগিলেন। প্রাত্যহিক পূজাব্যতীত প্রতিবর্ষে দুইবার করিয়া রঘুদেবের পূজাবিধি মহা ধূমধাম ও সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই সময়ে রাণা হইতে রাজ্যের সামান্য ভিক্ষুক পর্য্যন্তও সেই সমারোহব্যাপারে যোগদান করিয়া থাকেন *।

রাজমাতার চিন্তা ও আশঙ্কার আর সীমাপরিসীমা রহিল না। দুরাচার যখন রঘুদেবকে হত্যা করিয়াছে, তখন যে, সে বালক মকুলকে শীঘ্র সংহার করিবার জন্য উদ্যোগ করিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি সেই ভাবী বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সদুপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, সেইদিক হইতেই নব নব বিপদ তাঁহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে নানা. প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহার চারিদিকেই শত্রু, চারিদিকেই বিশ্বাসঘাতক রণমল্লের লোক ছদ্মবেশে অবস্থিত। চিতোরের যাহা কিছু উচ্চসম্মান ও ক্ষমতাসূচক পদ, তৎসমস্তেরই আসনে সেই নরাধমের আত্মীয়কুটুম্বগণ সমাসীন; তদ্ব্যতীত চিতোরের সর্ব্বপ্রধান আসন যশল্মীরের জনৈক ভাট্টিরাজপুতকর্ত্তৃক অধিকৃত।

---

* প্রসিদ্ধ দশহরা-উপলক্ষে মিবারে প্রতি বৎসর একটী উৎসব হইয়া থাকে। সেই উৎসবদিবসে এবং প্রতি চৈত্রমাসের দশম দিনে মিবারের প্রত্যেক গৃহস্থ রঘুদেবের বেদিকা পরিষ্কৃত এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে পূতজলে বিধৌত করিয়া সেই বেদিকার উপরিভাগে সংস্থাপন করেন। তদুপলক্ষে রাজপুতমহিলাগণ রঘুদেবের পূজা করিয়া তৎসমীপে আপনাপন পুত্রগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকে এবং রাজপুতপুরুষগণ পুত্রকামনা করেন। রঘুদেবের দেবত্ব অনুমোদিত হইবার পূর্ব্বে বাপ্পার কুলেশপুত্র নামক একটী সন্তান মিবারে পুত্রকদেবরূপে পূজিত হইতেন। কিন্তু এখন আর কেহই তাঁহাকে পূজা করেন না;. এখন ক্ষেত্রপালদেব ও রঘুপালদেবই মিবারবাসিদিগের প্রধান উপাস্য পুত্রক দেবতা। রঘুদেবের পূজাপদ্ধতির সহিত গ্রীসীয় ওডোনিশদেবের পূজাবিধির বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ সকলেই দুর্বৃত্ত রণমল্লের বশীভূত;—সকলেই তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ। তবে এখন কে মহিষীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া শিশোদীয়কুলের গৌরবসম্ভ্রম রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবে?—কে বাপ্পারাওলের রোপিত বংশতরুকে চির-বিনাশ হইতে রক্ষা করিবে?—কেহ নাই!—কেবল এক ব্যক্তি;—সেই দেবচরিত উদারহৃদয় বীরবর চণ্ড। মহিষীর আশাভরসা ক্রমে ক্রমে ফুরাইতে লাগিল; তিনি চারিদিকে নানা অমঙ্গল ও দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সঙ্কটে পতিত হইয়াই তিনি চণ্ডকে স্মরণ করিয়াছিলেন। চণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণি তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। যতই সময় অতীত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার হৃদয় ক্রমে শূন্য হইতে লাগিল; ততই চণ্ডের সেই ভবিষ্যবচন যেন তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া তাঁহার নিজ দুষ্প্রবৃত্তি ও দুরাচরণের বৃত্তান্ত মর্ম্মভেদীস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তিনি নিদারুণ অনুতাপ ও আত্মদ্রোহিতার যমযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মকৃত অতীত দুষ্কর্ম্মের জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনাপূর্ব্বক উপস্থিত সমস্ত বিষয় চণ্ডের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন। চণ্ড তখন দূরদেশে অবস্থিত ছিলেন বটে, তথাপি তিনি চিতোর-সংক্রান্ত দৈনন্দিন সমস্ত ঘটনার সংবাদ রাখিতেন এবং তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও চিতোরের মঙ্গলসাধনে উদাসীন ছিলেন না। মকুলজননী বিপদে পতিত হইয়া আবার যে তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। দুরাচার রাঠোরদিগের গ্রাস হইতে চিতোরপুরীকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি এতদিন এক প্রকার প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বিমাতার অনুরোধপত্র প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে তিনি চিতোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন চিতোর পরিত্যাগ করিয়া মান্দুনগরে গমন করেন, তখন দুইশত আহেরীয় (শবর) আপনাদিগের স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গকে চিতোরে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। এক্ষণে চণ্ডের অনুমতিক্রমে তাহারা তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ব্যপদেশে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিল। দুর্গমধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়াই তাহারা দ্বারপালদিগের সেবায় নিযুক্ত হইল। তথায় পরানুচর্য্যায় দিনযাপন করিয়া সুবিশ্বস্ত ভিলগণ উপযুক্ত সুবিধা ও সুযোগের প্রতীক্ষায় অতি সতর্কভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। সরলহৃদয় কার্য্যকুশল চণ্ড এদিকে বিমাতার নিকট গোপনে বলিয়া পাঠাইলেন "চতুঃপার্শ্বস্থ পল্লিগ্রামে ভোজ দিবার জন্য প্রত্যহ কতকগুলি অনুগত ও বিশ্বস্ত দাসদাসীর সমভিব্যাহারে মকুলকে লইয়া নগর হইতে অবতরণ করিবেন। ক্রমে দুই এক গ্রাম করিয়া চিতোরের দূর হইতে দূরতর স্থানে আগমন করিতে হইবে। কিন্তু দেখিবেন, দেওয়ালি * উৎসবের দিবস গোসুন্দনগরে † উপস্থিত হইতে ভুলিবেন না। ভুলিলে সকল দিক হারাইতে হইবে।"

---

* দেওয়ালি উৎসব-উপলক্ষে হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে দীপমালা প্রজ্বালিত হইয়া থাকে।

† চিতোর হইতে মালব যাইবার যে একটী প্রশস্ত রথ্যা আছে, গোসুন্দা সেই রথ্যার উপরিভাগে, চিতোরের সাত মাইল দূরে স্থাপিত।

এই মিত্রোচিত সদুপদেশবাক্য প্রাপ্ত হইয়া মকুল-জননী সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল। চণ্ডের পরামর্শ পালন করিতে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না; বরং দ্বিগুণতর উৎসাহ ও সতর্কতার সহিত তিনি কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুই এক দিন করিয়া অবশেষে সেই দেওয়ালি উৎসবের দিবস সমাগত হইল। মকুল স্বজনসমভিব্যাহারে নগর হইতে অবতীর্ণ হইয়া গোসুন্দনগরে আগমন করিলেন এবং সমস্ত দিবস নাগরিকদিগকে নানা প্রকার উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্য উপহার দিয়া সোৎসুকে রজনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। ক্রমে সন্ধ্যার অবিস্পষ্ট অন্ধকাররাশি সমস্ত বিশ্বসংসারে ছড়াইয়া পড়িল;—তথাপি চণ্ড আসিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যার অনতিগভীর তিমিররাশি কৃষ্ণচতুর্দ্দশী নিশার গাঢ়তমিস্রায় বিলীন হইয়া গেল; তথাপি চণ্ডের সাক্ষাৎ নাই! পুরোহিত, রাজমাতা, ধাত্রী ও তাঁহাদিগের সহযোগী অনুচরদিগের হৃদয় ক্রমে ক্রমে শূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহারা রাজকুমারকে লইয়া চিতোরী নামক প্রাকারের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি অনর্গল শ্রুত হইতে লাগিল। তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় নূতন আশায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে চল্লিশজন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি তীব্রবেগে তুরঙ্গ চালিত করিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। সেই চল্লিশজন আশ্বারোহীর সর্ব্বাগ্রে চণ্ড ছদ্মবেশে অবস্থিত। নিজ কনিষ্ঠ মকুলের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র চণ্ড তাঁহাকে সঙ্কেতে সম্মানসম্ভ্রম প্রদান করিলেন এবং আপনার কতিপয় নির্ব্বাচিত অনুচর সমভিব্যাহারে অল্পকালের মধ্যেই চিতোরের সিংহদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট সকলে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে কেহই ইহাঁদের প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করে নাই। এক্ষণে "রামপোল" * নামক দ্বারে উপনীত হইবামাত্র দ্বারপালগণ ইহাঁদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। চণ্ড উত্তর করিলেন "আমরা সকলেই রাজপুত সর্দ্দার;—এই চিতোরের পার্শ্বস্থ পল্লিসমূহ আমাদিগের বাসস্থান। রাজকুমারের উৎসবে যোগ দিবার জন্য আমরা গোসুন্দনগরে গমন করিয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহাকে দুর্গমধ্যে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।" এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগের প্রতি কাহারও সন্দেহ হইল না। সুতরাং তাঁহারা অপ্রতিহত ভাবে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু যখন অবশিষ্ট দলবল আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দ্বারপালগণের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, অচিরে তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। এইরূপ সন্দেহ উদিত হইবামাত্র দ্বারপালগণ তরবার উদ্যত করিয়া চণ্ডের সম্মুখীন হইল; অমনি তিনি কোষোন্মুক্ত কৃপাণহস্তে ক্রুদ্ধকেশরী-বিক্রমে তাহাদিগের উপর পতিত হইলেন। উভয়দলে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল। এদিকে চণ্ডের পরিচিত মেঘগম্ভীর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুগত শবরগণ নিজমূর্ত্তি ধারণ

* রামপোল অর্থাৎ রামচন্দ্রের সিংহদ্বার। তোরণ উত্তীর্ণ হইয়াই এই রামপোলে যাইতে হইত।

পূর্ব্বক দ্বারপালদিগকে সংহার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সুচতুর চণ্ড দুর্গপতি ভট্টি সর্দ্দারকে আক্রমণ পূর্ব্বক অচিরকালমধ্যে ধৃত করিয়া ফেলিলেন। দারুণ জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া সে চণ্ডের সম্মুখীন হইতে আসিল; কিন্তু তাঁহার অনুচরগণের প্রচণ্ড গতি অতিক্রম করিয়া সে কিছুতেই তৎসমীপে উপস্থিত হইতে পারিল না। তখন সে দূর হইতে চণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া আপন শাণিত অসি প্রচণ্ডবেগে তৎপ্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই অসি চণ্ডের গাত্রে বিদ্ধ হইল। ক্ষতস্থান দিয়া শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল; কিন্তু তেজস্বী চণ্ড তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে আক্রমণ করিয়া সেই স্থলেই নিপাতিত করিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ দ্বারপালদিগকে খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল এবং প্রত্যেক রাঠোরও তাঁহাদিগের অনুচরদিগকে গুপ্তস্থান হইতে টানিয়া আনিয়া নিষ্ঠুরভাবে সংহার করিতে লাগিল।

সেই গভীর চতুর্দ্দশী রজনীতে কচিৎ দুই এক জন রাঠোর বিক্রম-কেশরী চণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। সেই সকলের মধ্যে হতভাগ্য রণমল্লের মৃত্যুবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে শোক হওয়া দূরে থাকুক, বরং কিছুতেই হাস্য সম্বরণ করা যায় না। দুরাচার আপন কন্যার কোন পরিচারিকার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া বলপ্রয়োগে পাশবী কাম-প্রবৃত্তির চারিতার্থতা সাধন করিয়াছিল। গৃহের বহির্ভাগে যে ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত, তাহার শক্রগণ যে তাহার আত্মীয়কুটুম্ব সকলকেই সংহার করিয়া এখন তদ্দিকে ধাবমান হইতেছে, তাহা সে কিছুমাত্রও জানিতে পারে নাই। মদিরা, অহিফেণ ও তদপেক্ষা গুরুতর প্রেমের মত্ততায় প্রমত্ত হইয়া বৃদ্ধ আপন জীবনতোষিণীর বাহুলতা-বেষ্টনে সম্পূর্ণ হতজ্ঞানের ন্যায় পতিত ছিল। জঘন্য কাম-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া দুর্বৃত্ত রণমল্ল সতীর অমূল্য রত্ন অপহরণ করিয়াছে, হতভাগিনীর বিমল চরিত্রে গভীর কলঙ্ককালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। আজি অচিরে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল তাহাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। আজি রমণীর জ্বলন্ত মনস্তাপে পাপিষ্ঠের সর্ব্বনাশ হইবে;—আজি তাহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নরকের অনন্ত জ্বালার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপুত-মহিলার স্বর্গোত্তম সতীত্ব ধন যে পাষণ্ড অপহরণ করিয়াছে, দলিতা, উৎপীড়িতা, অবমানিতা রমণী কি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে?—কখনই না। সে এতদিন রণমল্লের পাপাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল; আজি সেই সুযোগ আপনা হইতেই আসিল। রমণী ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া দুর্বৃত্তের মারবারী উষ্ণীষ * উন্মোচন পূর্ব্বক আপন শয্যার সহিত তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। তাহাতেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। এইরূপে হতভাগ্য রণমল্লকে ভাগ্যের কঠোর হস্তে অর্পণ করিয়া রাজপুতবালিকা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। স্বল্পকালমধ্যে চণ্ডের সৈনিকগণ যমদূতস্বরূপ সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনও পাষণ্ডের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল না! কিন্তু তাহারা যেমন গগনবিদারী নাদে চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি তাহার সমস্ত মত্ততা দূর হইল। নয়ন উন্মীলিত হইলে

* এক একজন মারবারির উষ্ণীষ প্রায় ৬০ হস্ত দীর্ঘ।

সে আপন সঙ্কটের বিষয় সহজেই বুঝিতে পারিল;—দেখিল, রণোন্মত্ত শত্রুদলে গৃহ প্রায় পরিপূর্ণ; সকলেই শাণিত তরবার উদ্যত করিয়া তদীয় শয্যাভিমুখে প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইতেছে। নিদারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। হতভাগ্য ত্বরিত শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে উদ্যোগ করিল, কিন্তু মনোমোহিনীর কঠোর প্রণয়শৃঙ্খল তাহাকে তাহাতে বারম্বার বাধা দিল। মূঢ় রাঠোররাজ অনেক চেষ্টার পর দাঁড়াইতে পারিল বটে; কিন্তু সেই দুশ্ছেদ্য প্রেমবন্ধন হইতে কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইল না। হতভাগ্য রণমল্ল অবশেষে সেই সমস্ত শয্যার সহিত দণ্ডায়মান হইল। সেই সমস্ত শয্যা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন থাকাতে বিশাল কম্বট-খর্পরের শোভা ধারণ করিল। নিকটে একটী পিত্তল-নির্ম্মিত পানপাত্র ছিল। অন্য কোন অস্ত্র না পাইয়া রণমল্ল সেই পানপাত্রের আঘাতেই কতিপয় সৈনিককে ভূমিতলে নিপাতিত করিল। কিন্তু অগণ্য শত্রুসৈনিকের মধ্যে সে আর কতক্ষণ জীবিত থাকিবে? অচিরে একটী বন্দুক-ক্ষিপ্ত গুলির * প্রহারে সে হতভাগ্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রণমল্লের পুত্র যোধরাও তখন নগরের দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পিতা এবং আত্মীয় স্বজনগণের কঠোর ভাগ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি একটী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক দূরে পলাইয়া গেলেন। সেই দিন—সেই দেওয়ালি উৎসবের উপলক্ষে—সেই কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ঘোর রজনীযোগে কপটী দুরাচার

---

* অনেকের মনে মনে ধারণা আছে যে, আর্য্যগণ আধুনিক বন্দুক ও কামানের ন্যায় কোনরূপ অস্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন না এবং পুরাণাদি গ্রন্থে যে সকল আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই কবির অলীক কল্পনামাত্র! আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যাঁহাদের মনে এরূপ ধারণা আছে, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তাঁহারা জগন্মান্য আর্য্যজাতির পুরাবৃত্তের তিলমাত্রও জানেন না। দুঃখের বিষয় তাঁহারা পরের চখে দেখিয়া, পরের কাণে শুনিয়া, পরকথিত বাক্যে অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া নানা প্রকার অসার, অবৈধ ও অশ্রোতব্য মত উদ্গার করিয়া থাকেন। ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন, আমরা নিশ্চয় জানি এবং নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, আর্য্যমনীষিগণ অতি পুরাকালে আধুনিক বন্দুক ও কামানের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্র জানিতেন এবং তাহার ব্যবহারবিষয়েও সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ প্রসিদ্ধ শুক্রনীতি গ্রন্থ হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ পড়িয়া দেখুন ইহাতে কামান ও বন্দুকের বর্ণনা কেমন সুস্পষ্ট অক্ষরে প্রকটিত রহিয়াছে। এই সকল কবিতায় বন্দুক ক্ষুদ্র নালীক এবং কামান বৃহন্নালীক নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথাঃ—

"নালীকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ-ক্ষুদ্র-বিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধ্বং ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃদ্‌গ্রাবচূর্ণধৃক্ কর্ণমূলকম্॥
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলি-বিলান্তরম্॥
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাত্রী শলাকা-সংযুতং সদা।
লঘুনালীকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ॥
যথা যথাতু ত্বক্‌সারং যথাস্থূল-বিলান্তরম্।
যথা দীর্ঘং বৃহদ্গোলং দূরভেদি তথাতথা॥
বৃহন্নালীকসংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠ-বুধ্ন-বিবর্জ্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুতং বিজয়প্রদম্॥"

রাঠোরগণ আপনাদিগের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও পরস্বাপহরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়া পাপ আশা-পিপাসার শান্তিবিধানের জন্য শিশোদীয়কুলের প্রচণ্ড কোপবহ্নিতে পাপজীবনকে আহুতি প্রদান করিল।

কিন্তু তেজস্বী চণ্ডের ভীষণ প্রতিশোধ-পিপাসা তাহাতেও প্রশমিত হইল না। যোধরাও পলায়িত হইলে তিনি তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুন্দরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। যোধরাও চণ্ডের প্রচণ্ড আক্রমণকে কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া অবশেষে মুন্দরনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরবাশঙ্কল নামক জনৈক পরাক্রমশালী রাজপুতের নিকট আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হইলেন। এ দিকে চণ্ড অতর্কিতভাবে মুন্দরনগর অধিকার করিলেন; এবং তাঁহার পুত্রযুগল কন্তটজি ও মুঞ্জজি যতক্ষণ না নূতন সেনাবল লইয়া তৎসহ যোগ দান করিলেন, ততক্ষণ তিনি সেই নগর হইতে বহির্গত হইলেন না। সেই দিন দুরাচার রাঠোরদিগের বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটাচারিতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিয়া শিশোদীয়গণ যে মুন্দরনগর অধিকার করিলেন, তাহা সেই দিবস হইতে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে রাঠোরগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যোধপুরের ভাবী স্থাপনকর্ত্তা যোধরাওকে এই স্থলে আমরা পরিত্যাগ করিয়া মিবারের ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনে অগ্রসর হইতে পারিতাম; কিন্তু তাহা হইলে একটী প্রধান বর্ণনীয় ঘটনা পরিত্যক্ত হয় বলিয়া আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। এই সময়ে শিশোদীয় ও রাঠোরকুলে যে ভীষণ সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল, তাহার অন্তর্লীন ঘটনাসমূহ এরূপ একত্রে জড়িত যে, একটীকে ত্যাগ করিলে উভয়েরই গুরুত্ব ও রমণীয়তা বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং আমরা কিছুক্ষণের জন্য তদ্বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম। শিশোদীয়গণ কি প্রকারে সমৃদ্ধ গদবার-প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং রাঠোর-বীর যোধ মুন্দরনগর হইতে বিতাড়িত হইয়াও কিরূপে তাহা পুনর্লাভ করিতে পারিলেন, তাহাই আমাদের এক্ষণে প্রধান সমালোচ্য। উক্ত বিষয়ের সমালোচনার পর আমরা মকুলের রাজত্ব-সমালোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইব।

"বিপদের উপযোগিতা সুফলদায়িনী।" বিপদ্ সম্পদেরই জনয়িত্রী। যিনি বিপদকালে বুঝিয়া কাজ করিতে পারেন, তিনি শীঘ্রই সম্পদ প্রাপ্ত হয়েন। বিপদ তাঁহাকে আর কখনও আক্রমণ করিতে পারে না। রাঠোর বীর যোধরাও রাজ্যধনে বঞ্চিত হইলেন; তাঁহার পিতা ও আত্মীয় স্বজন, সহায়সম্বল সকলই বিনষ্ট হইল; এখন যে তিনি মহাবিপদে পতিত হইলেন, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু সেই বিপদই তাঁহার ভাবী সম্পদ ও উন্নতির একমাত্র সোপানস্বরূপ। তিনি যদি কাপুরুষের ন্যায় সেই বিপদে বিমূঢ় ও ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে রাঠোরকুলের ভাগ্যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?—তাহা হইলে তাঁহার বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র যোধপুরকে কে প্রতিষ্ঠা করিত? তাঁহার চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে বিপদ; তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হয়েন নাই। কেবল অদম্য সাহস, কঠোর উদ্যম ও অধ্যবসায়ের

সাহায্যে তিনি সেই মহাবিপদরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সম্পদের উচ্চতম সোপানে সমারূঢ় হইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যোধরাও সঙ্কটে পতিত হইয়া হরবাশঙ্কলনামক জনৈক পরাক্রমশালী রাজপুতের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজস্থানে এক প্রকার ধর্ম্মসমিতি আছে। সেই সমিতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ চির কৌমারাবস্থায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন। যদিও ইহাঁরা ক্ষত্রিয়, তথাপি সেই ক্ষত্রিয়োচিত বীর ধর্ম্মের সহিত শান্ত তাপসধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে ইহাঁদিগের জীবন পবিত্র স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ। আতিথেয়তা ও পরোপকারই ইহাঁদিগের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। ঘোর নিশীথকালেও যদি কোন অতিথি ইহাঁদিগের আশ্রমে অভ্যাগত হয়; রাজপুত সন্ন্যাসী অমনি শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া যথোচিত আদর ও সম্মানসহকারে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং যে প্রকারে হউক তাহার পানভোজন ও শয়নের সংযোজনা করিয়া দিবেন। ইহাতে যদ্যপি আপনাদিগকে অনাহারে, অনিদ্রায়, ধূলিশয্যায় শয়ন করিতে হয়, তথাপি ক্ষত্র-তাপস মুহূর্ত্তের জন্য কষ্ট বোধ করেন না। এককালে যে ব্যক্তি ইহাঁদের প্রচণ্ড শত্রু ছিল, বিপদে পড়িয়া যদি সে ইহাঁদের শরণাগত হয়, তাহা হইলে ইহাঁরা সকল শত্রুতা—সকল বিদ্বেষভাব—তাহার সকল দুরাচরণ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিবেন এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আপনাদিগের জীবনকে বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। বিক্রমশালী হরবাশঙ্কল এই পবিত্র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সে সম্প্রদায়ের শাখাপ্রশাখা আজিও রাজ-বারার অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের উচ্চ অধিত্যকা-প্রদেশে, ভীষণ হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি দুর্গম মহারণ্যে, দগ্ধ মরু-শ্মশানে অথবা শান্তিময় মনোহর তপোবনে,—সকল স্থলেই এই মহাত্মাদিগের পবিত্র আশ্রমবাটিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের আতিথেয়তা "সদাব্রত" নামে প্রসিদ্ধ। সদাব্রত শুদ্ধ এই সম্প্রদায়ভুক্ত সভ্যগণের আনুকূল্যে সমাপিত হয় না; রাজা, প্রজা, সর্দ্দার, সামন্ত এবং অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ভ্রাতৃগণও উক্ত পবিত্র ব্রতের অনুষ্ঠানে সানন্দে সাহায্য দান করিয়া থাকেন। অধুনা মিবাররাজ্যের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থাতেও রাণা ও মিবারবাসিগণ সদাব্রতকে দেব-প্রতিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেই সাহায্যদানে অণুমাত্রও ত্রুটী করেন না। অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মানবগণ অর্দ্ধ সভ্য অবস্থাতেই আতিথেয়তা সমাচরণ করিয়া থাকেন! কুটিল কপটতা ও পাশবী স্বার্থপরতা যদি সভ্যতার ফল হয়, একজন মানবভ্রাতাকে খাইতে না দিয়া আত্মদগ্ধোদর পূরণ করিলেই যদি সভ্যতা প্রকাশ করা হয়, তবে সে সভ্যতা লইয়া কি হইবে? জগৎ অনন্তকাল অসভ্যতার ক্রোড়ে শায়িত থাকুক, তথাপি উক্ত প্রকার সভ্যতায় মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসীবর হবরাশঙ্কলের ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক মহোদয়গণ যদি অর্দ্ধসভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন, তবে এ জগতে আর সভ্য কে? উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ পরিধান করিলে যে সভ্যতা হয়, অনাথ দীন দরিদ্র ভিক্ষাজীবীকে

তাড়াইয়া দিলে যে সভ্যতা হয়, সে সভ্যতা ত মানবের সভ্যতা নয়; তাহা পশুসভ্যতার নামান্তর। হরবাশঙ্কলের ন্যায় পরমকারুণিক মহাত্মাগণ প্রচুর আত্মত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক জগতের মহোপকার সাধন করিয়া যে বিমল স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করেন, স্বার্থপর কপটাচারী আধুনিক সুসভ্য মহোদয়গণ কি মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার অমৃতময় আস্বাদন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন?

রজনী দ্বিপ্রহরা। সদাব্রতের দৈনিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া সন্ন্যাসী হরবাশঙ্কল বিশ্রামার্থে শয়ন করিয়াছেন; এমন সময়ে একশত বিংশতি জন অনুচর সঙ্গে লইয়া যোধরাও তাঁহার আশ্রমে অভ্যাগত হইলেন। অমনি হরবা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে ও সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ পূর্ব্বক আসন দান করিলেন। তাঁহারা সকলেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন কিরূপে যে তাঁহাদিগের আহার্য্য-সংগ্রহ হইবে, হরবাশঙ্কল তাহারই চিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। গৃহে যাহা কিছু ভোজ্যসামগ্রী ছিল, তৎসমস্তই ইতিপূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; নিকটে গ্রাম বা নগর নাই যে, তথায় গমনপূর্ব্বক আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। যাহা হউক, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এক প্রকার অবধারণ করিয়া লইলেন। তাঁহার গৃহে "মুজ" * নামে এক প্রকার কাষ্ঠ ছিল। উক্ত কাষ্ঠ রঞ্জনকার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে মরুভূমিনিবাসী দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিত। হরবাশঙ্কল এক্ষণে অন্নাভাবপ্রযুক্ত সেই মুজকাষ্ঠই ভোজ্যস্বরূপ ব্যবহার করিতে বাধিত হইলেন। উক্ত দারুখণ্ডগুলিকে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া ময়দা, চিনি ও মশলার সহিত একত্রে মিশ্রিত করিলেন। পরে সেই সমস্ত দ্রব্য একত্রে সিদ্ধ হইলে একটী উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইল। সন্ন্যাসী হরবা তাহাই রাজকুমার যোধরাও এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন "ভিক্ষাদ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশই ফুরাইয়া গিয়াছে, এক্ষণে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেই এক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিলাম; রাত্রি অধিক হইয়াছে, আর উপায় নাই; অনুগ্রহ করিয়া আজিকার মত ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। আগামী কল্য প্রাতেই আমি উত্তম পানভোজনের আয়োজন করিয়া দিব।" তাঁহার নম্রতা ও শীলতাদর্শনে অতিথিগণ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অতিথি-সৎকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সাগ্রহে তাহাই ভোজন করিলেন। অল্পসময়ের

* সুবিখ্যাত সলমন যে কাষ্ঠ লইয়া আপন উপাস্যদেবতা জিহোবার প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "আল-মুজ"। মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন যে, "আল" উপসর্গটী এ স্থলে বিশেষণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। এ দিকে গুর্জ্জরের প্রাচীন ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তত্রত্য আদিনাথ দেবেরও মন্দির উক্ত মুজ কাষ্ঠে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। তবে কি এই উভয়ই এক কাষ্ঠ?—অসম্ভব নহে। কেননা জগতের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, ফিনিসীয় ও মিশ্রদেশীয় বণিকগণ ক্রয় বিক্রয় করিবার জন্য ভারতোপকূলে যাতায়াত করিত। হয় ত তাহারই উক্ত "আল-মুজ" কাষ্ঠ সৌরাষ্ট্র হইতে লইয়া গিয়াছিল। অনেকে বলেন যে, উক্ত কাষ্ঠ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না; এমন কি অগ্নিতেও তাহাকে দগ্ধ করা যায় না। ইহার বর্ণ তামার মত।

মধ্যেই নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিয়া পরিশ্রান্ত ও উৎপীড়িত পথিকগণ চিতোর-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় ভুলিয়া গেলেন। সেই মুজকাষ্ঠের মিশ্রস্পর্শে তাঁহাদিগের গুম্ফরাজি রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে নিদ্রোত্থিত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের মুখ বিস্ময়পূর্ণ লোচনে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে যে, তাঁহাদের গুম্ফ সমুদায় বিকৃত বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু সুচতুর সন্ন্যাসী তাহার গূঢ় মূল কারণ অপ্রকাশিত রাখিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করিবার অভিপ্রায়ে আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে কহিলেন "বার্দ্ধক্যের ধূসর লোমাবলি যেমন নবীন জীবনের উষার নবীন রাগ ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনাদের ভাগ্য নবীন জীবন প্রাপ্ত হইবে এবং আপনারা মুন্দর নগরকে পুনর্লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।"

হরবার আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আপনাদের দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে মিবো নামক জনপদের সর্দ্দারের নিকট গমন করিলেন। মিবো-সর্দ্দারের "অশ্বশালায় একশত নির্ব্বাচিত অশ্ব রক্ষিত ছিল।" মিবো-পতি এবং পবনজিনামা আর একটী স্বাধীন রাজপুতসর্দ্দার আপন "অঙ্গার-কৃষ্ণ" তুরঙ্গারোহণ পূর্ব্বক যোধরাওয়ের দলবলে যোগদান করিলেন। এইরূপ আরও দুই চারিজন রাজপুত সর্দ্দারের সহায়বল প্রাপ্ত হইয়া যোধ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে মুন্দর নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চণ্ডের পুত্রদ্বয় এতৎসম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্তভাবে বিরাম সম্ভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে যোধরাও সদলে যাইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই অতর্কিত আক্রমণে শিশোদীয় বীরগণ কিছুমাত্র বিশ্রান্ত বা নিরুৎসাহ না হইয়া প্রচণ্ড বলসহকারে শত্রুকুলের সম্মুখীন হইলেন। যোধরাও যে, কি প্রকার বলসম্পন্ন হইয়া আসিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ বীর যে তাঁহার সহায়তায় অসিধারণ করিয়াছিল, তাহা কন্তটজি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না। পরন্তু তিনি তাহাদিগের সেনাবলকে অতি সামান্যজ্ঞানে ঘৃণা করিয়া যোধরায়ের সম্মুখে ধাবিত হইলেন। এই অপরিণামদর্শিতা ও হীনবুদ্ধিতার বিষময় ফল তাঁহাকে অচিরে ভোগ করিতে হইল। যোধরায়ের ভীষণ বল প্রতিরোধ করিতে না পরিয়া হীনবুদ্ধি কন্তটজি বিস্তর সৈনিক সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। এদিকে কনিষ্ঠ মুঞ্জজি আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তীব্রগামী তুরঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতেও যোধরায়ের করাল গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি গদবার-রাজ্যের সীমায় উপনীত হইয়াছেন, এমন সময়ে বিজয়ী যোধ তাঁহাকে ধৃত করিয়া সেই স্থলেই নিপাতিত করিলেন। এইরূপে রাঠোরবীর যোধরাও আপন প্রচণ্ড প্রতিজিঘাংসা পরিতৃপ্ত করিলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, উভয়পক্ষের প্রতিহিংসা সমতুল হইল না। কেননা মুন্দরের একজন রাজপুত অধিপতির বিনিময়ে চিতোরের দুইটী রাজকুমারের হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত হইল। পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার এবং প্রচুরতর

প্রতিহিংসা লইয়াও যোধ নিঃশঙ্ক হইতে পারিলেন না। তাঁহার অহোরাত্র মনে হইতে লাগিল যেন চণ্ড ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। ফলতঃ যোধ কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া একবার আপনার অবস্থার বিষয় সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, চণ্ডের সহিত তুলনায় তিনি স্বয়ং নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। তিনি পরের আনুকূল্য ও বলের উপর নির্ভর করিয়াই সেই কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা যেন একবার কি দুইবার তাঁহার সহায়তা করিলেন; কিন্তু যখন মিবারের বিশাল সেনাদল আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, তখন তিনি কাহার সহায়তায় আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন? বিশেষতঃ তাঁহার পিতা রণমল্লই সেই বিবাদের প্রথম ও প্রধান উত্তেজক; সুতরাং তাঁহাদেরই দোষ অধিক। এরূপ অবস্থায় বিবাদভঞ্জন করা নিতান্ত উচিত। এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ চিন্তার পর যোধরাও চণ্ডের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন এবং সন্ধি-স্থাপনার্থ "মুণ্ডকাটি" * অর্থাৎ শোণিত-বিনিময়ের দণ্ডস্বরূপ তাঁহাকে সমগ্র গদবার-প্রদেশ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। চণ্ডের দ্বিতীয় তনয় মুঞ্জ যে স্থলে পতিত হইয়াছিলেন, সেই স্থল মিবার ও মিবাররাজ্যের মধ্যস্থিত সীমারেখাস্বরূপ নিরূপিত হইল। এইরূপে উভয়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিগত বৃত্তান্ত ভুলিয়া গেলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কিছুদিনের জন্য প্রগাঢ় মৈত্রীভাব ধারণ করিলেন। এতদুপলক্ষে মিবারপতি যে সমৃদ্ধ গদবাররাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; তাহা ক্রমাগত তিন শতাব্দী ধরিয়া মিবারের অন্তর্ভুক্ত রহিল। চিরন্তন ও চিরপ্রসিদ্ধ উত্তরাধিকারিত্ব-বিধির ব্যভিচারপ্রযুক্ত এই গদবার-জনপদ মিবারেশ্বরের হস্তগত হইল, আবার সেই কারণবশতঃই তাহা তিন শতাব্দী পরে তাঁহাদের হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল!

বীরবর উদারচরিত চণ্ডের অসীম আত্মত্যাগ হইতেই মকুলের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হয়; কিন্তু সে সূর্য্য অধিকক্ষণ বিরাজ করিতে পারে নাই। মধ্যাহ্নের উচ্চতম গগনে উত্থিত হইতে না হইতে অকস্মাৎ তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িল; সেই সঙ্গে মকুলেরও নিদারুণ অধঃপতন হইল। অল্পবয়সেই রাজোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া তিনি শিশোদীয়কুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সম্যক্ সক্ষম হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সে গৌরব অধিকদিন সম্ভোগ করিতে দিলেন না। তিনি যে সময়ে (খৃঃ অঃ ১৩৯৮) চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন, সে সময়ে সমগ্র ভারতভূমে এক নূতন যুগ আরব্ধ হইয়াছিল;—ভারতের ঐতিহাসিকস্রোত এক নূতন দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। বীরকেশরী তৈমুর আপনার বিজয়ী সেনাদল লইয়া এই সময়ে ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিলেন। তদীয় কঠোর আক্রমণে দিল্লি-সিংহাসন বিচূর্ণিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে মিবারের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই;—মিবারের ইতিহাসে কোন বিশেষ বর্ণনীয় ঘটনার সমুদ্ভাবন হয় নাই। তৎসম্বন্ধে ভট্টগ্রন্থে কেবল এইমাত্র

* সম্ভ্রান্তকুলজাত রাজপুতকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর প্রতি যে দণ্ড প্রযুক্ত হয়, রাজস্থানের চলিত ভাষায় তাহার নাম "মুণ্ডকাটি"। এরূপ প্রথা প্রাচীন জর্ম্মণ ও শাকসেনদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ ঠিক ঐ সময়ে একবার মিবারাক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন; পরন্তু তাঁহার উদ্যোগ সফল হয় নাই। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ভট্টগণ যাঁহাকে ফিরোজশাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি তাঁহার অন্যতম পৌত্র *। সুতরাং ভট্টগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতীয় ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে আমাদিগের এতদুক্তির সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। বীরবর তৈমুরের ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ফিরোজশাহের উক্ত পৌত্র দিল্লি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুর্জ্জরাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি মিবারের অভ্যন্তর হইয়া যাত্রা করিবার সময় একবার যে, মিবারাক্রমণের উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। ফলতঃ যে প্রকারেই হউক এবং যিনিই মিবারের সেই শান্তিবিঘাতক হউন, রাণা মকুল তাঁহার দুরভিসন্ধি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া তাহা ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে আরাবল্লির অপর প্রান্তস্থিত রায়পুর নামক স্থানে স্বীয় দলবলসহ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সেই রায়পুর সমরক্ষেত্রে যুবকবীর রাণা মকুল এরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যবনরাজের সৈন্যগণ তদ্দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিষ্কৃতি পায় নাই। রাণা তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক অনেক যবনসৈন্যকে নিপাতিত করেন এবং দিল্লির অধিগত শম্ভর-জনপদ † ও তন্মধ্যস্থ লবণ হ্রদগুলি হস্তগত করিয়া লয়েন। তৈমুরের আক্রমণ হইতে ভারতে যে ঘোরতর বিপ্লব উত্থিত হইয়াছিল, তাহা মকুলের সৌভাগ্য ও গৌরবের পথ অনেক পরিমাণে পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল বলিতে হইবে। সেই সুযোগেই তিনি আপন রাজ্য ও সেনাবল দৃঢ়ীকরণ করিয়া মিবারের অন্যান্য প্রান্তে রাজ্যবিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাণা মকুল অনেকগুলি শোভনীয় অট্টালিকা ও চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সকলের মধ্যে লাক্ষ রাণার প্রাসাদ ‡ ও চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রাণা মকুলের তিনটী পুত্র ও পরম-রূপবতী একটী কন্যা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। কন্যার নাম লালবাই। গাগরৌণের খীচিবংশীয় সর্দ্দারের হস্তে লাবণ্যবতী লালবাই সমর্পিতা হয়েন। খীচিসর্দ্দার তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার সময় রাণাকে শপথ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, "আমি আপনার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করি না, কেবল এই মাত্র, প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমার রাজ্য শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আপনি আমাকে সাহায্য দান করিবেন।" রাণা তাহাতেই সম্মত হয়েন। বিবাহের পর কয়েক বৎসর অতীত হইলে মালব-রাজ হোষঙ্গ গাগরৌণ আক্রমণ করিল; খীচি সর্দ্দারের পুত্র ধীরাজ

* ইঁহার নাম মহম্মদ তোগলুক। ইনি তোগলুক ফিরোজ শাহের প্রথম পুত্র নাসিরুদ্দীনের কনিষ্ঠ তনয়।

† রাজস্থান ৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ লাক্ষরাণা ঐ প্রাসাদের নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াই পরলোকগত হয়েন। উক্ত প্রাসাদ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। ইহার ধ্বংসরাশির মধ্যে ইহার পূর্ব্বগৌরবের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

রাণার নিকট তাঁহার অঙ্গীকৃত সেনাবল প্রার্থনা করিতে আসিলেন। মাদেরিয়ার পার্ব্বত্যদিগের বিদ্রোহ নিবারণ করিবার জন্য রাণা তখন আপনার প্রধান সেনাদলসহ তৎপ্রদেশে অবস্থিত। ধীরাজ উক্ত মাদেরিয়াতেই রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আবশ্যকমত সেনাবল লইয়া স্বদেশে প্রতিগত হইলেন। এই মাদেরিয়াই রাণার জীবন-নাট্যের শেষ রঙ্গস্থল। এই কালরঙ্গস্থলে আততায়ী বিশ্বাস-ঘাতক দুইটী পাষণ্ডের নৃশংসাচরণে তাঁহার মানবলীলার পর্য্যবসান সাধিত হয়। সেই দুই পাষণ্ড,—রাণার পিতৃব্য—নাম চাচা ও মৈর! দুরাচার চাচা ও মৈর বিনাদোষে—বিনা কারণে সুশীল নৃপতি রাণা মকুলের জীবনগ্রন্থি অকালে ছিন্ন করিয়া দিল!

রাণা মকুলের পিতামহ রাণা ক্ষেত্রসিংহের ঔরসে কোন এক নীচকুলোদ্ভূতা সুন্দরী পরিচারিকার গর্ভে উক্ত পাষণ্ডদ্বয় চাচা ও মৈর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনেকেই বলেন যে, সেই পরিচারিকা সূত্রধর-কন্যা। পারশব পুত্রগণ মিবারে "পঞ্চম পুত্র" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাজার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারা কোনরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং যদিও নৃপতিগণ অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সময়ে সময়ে আপ্তকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকেন, তথাপি তাহাদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাহারা মিবারের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত সর্দ্দারদিগেরও সমান আসনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য যে, মন্দবুদ্ধি চাচা ও মৈরের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। মিবারের শুদ্ধজাত সর্দ্দারগণ ইহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত; তথাপি রাণা মকুল অনুগ্রহ বশতঃ সপ্তশত অশ্বারোহী সৈনিকের অধিনায়কত্বে উভয়কেই স্থাপন করিয়া মাদেরিয়া ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। দাসীপুত্রদ্বয়ের প্রতি এই অনুগ্রহদর্শনে সর্দ্দারদিগের মনে বিষম ঈর্ষার উদয় হইল; তাঁহারা মনে করিলেন যে, চাচা ও মৈর অনুচিত পদে উন্নীত হইয়াছে। এই ধারণানিবন্ধন তাঁহারা ইহাদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভবিতব্যতার অপার মাহাত্ম্যে তাঁহাদিগের অভিপ্রায়সিদ্ধির উপযুক্ত সুযোগও সমুপস্থিত হইল। কিন্তু সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহারা আপনাদের রাজারই সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন—অবশেষে রাজহত্যার পথ স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মাদেরিয়ায় বিগ্রহকালে একদা রাণা আপন সর্দ্দার, সামন্ত ও সেনাপতিদলে পরিবেষ্টিত হইয়া তত্রত্য একটী প্রমোদকুঞ্জের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে সেই কাননের বৃক্ষরাজির মধ্যে তিনি একটী নূতন তরু দেখিতে পাইলেন। রাণা সে বৃক্ষের নাম জানিতেন না; সুতরাং উপস্থিত সকলকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। চৌহান সামন্ত তাঁহার পার্শ্বেই উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি জানিলেও অজ্ঞানতার ভাণ করিয়া রাণাকে মৃদুস্বরে কহিলেন; "মহারাজ আমি বলিতে পারি না; আপনি উহাদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহা হইলে এখনই সদুত্তর প্রাপ্ত হইবেন।" সুকুমারমতি সরলমনা রাণা মকুল চৌহান সর্দ্দারের সেই কুটিল বাক্যের গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাকা! ও গাছটীর কি নাম?" রাণার এই অকপট প্রশ্ন চাচা ও মৈরের হৃদয়ে বিষদিগ্ধ তীব্র শ্লেষশরসম বিদ্ধ হইল! তাহাদের

মনে হইল তাহারা সূত্রধর-কন্যার গর্ভে জন্মিয়াছে বলিয়া রাণা তাহাদিগকে এইরূপ শ্লেষপ্রশ্নে বিদ্রূপ করিলেন। এই ধারণা ক্রমে দৃঢ় প্রতীতিতে পরিণত হইল! তাহারা দারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে রাণা সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া হরিনাম-মালা জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নৃশংস চাচা ও মৈর প্রচণ্ড আঘাতে তাঁহার বাহু ছেদন করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে একবারে সংহার করিল! পিশাচোচিত নৃশংসতার সহিত সরলমতি মকুলের প্রাণবধ করিয়া রাক্ষস চাচা ও মৈর আপন আপন অশ্বারোহণ পূর্ব্বক চিতোরাভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। মনে মনে অভিলাষ যে, সেই অবসরে তাহারা চিতোরপুরী হস্তগত করিবে। কিন্তু দুরাচারদিগের সে অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা দেখিতে পাইল—দুর্গদ্বার রুদ্ধ!

পূর্ব্বোক্ত শ্লেষ-প্রশ্ন ব্যতীত যদিও রাণা মকুলের শোচনীয় হত্যার অন্য কোন কারণ আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায় না; তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, রাণার বিরুদ্ধে কোন একটী কুটিল ষড়যন্ত্র গূঢ়ভাবে সংরচিত হইতেছিল। সে ষড়যন্ত্র মকুলের জ্যেষ্ঠ তনয় কুম্ভ জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই দুরাচার চাচা ও মৈরের চিতোর-প্রবেশের পূর্ব্বেই চিতোরদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজঘাতুকদ্বয় বিফলোদ্যম হইয়া মাদেরিয়ার নিকটস্থ দুর্গে প্রতিগমন করিল। এদিকে বালক কুম্ভ উপস্থিত বিপদ হইতে আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মারবাররাজের সৌহার্দ্দ্য ও সদভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিলেন।

রাজপুতচরিত্রের আশ্চর্য্য মহিমা! যে শিশোদীয়গণকর্ত্তৃক রাঠোররাজ নিহত ও তাঁহার রাজ্য অপহৃত হইয়াছিল, আজি শিশোদীয় নৃপতি কুম্ভ বিপদে পতিত হইয়া সেই রাঠোররাজের পুত্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। উদারমতি রাজপুতপতি অতীত বৃত্তান্ত বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতক্ষণ না তিনি রাজঘাতীদ্বয়ের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া বালক কুম্ভকে চিতোরের সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তিনি মস্তকের উষ্ণীষ উন্মোচন করিবেন না; ততক্ষণ শয্যায় শয়ান হইবেন না। বাস্তবিক আর্য্যবীর রাজপুতদিগের জীবনীমধ্যে ওরূপ ঔদার্য্য, মাহাত্ম্য ও সত্যপ্রতিজ্ঞার বহুল উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতগণ স্বভাবতঃ তেজস্বী, ও উদ্ধত।—তাঁহাদিগের হৃদয় একটীমাত্র আঘাতেই বিলোড়িত হইয়া উঠে। যতক্ষণ না তাঁহারা সে আঘাতের প্রত্যাঘাত প্রদান করিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগের হৃদয় কিছুতেই শান্ত হয় না। তাঁহারা অল্পেতেই বিবাদবিসম্বাদে উত্তেজিত হয়েন, এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। যতক্ষণ না সে প্রতিজ্ঞা পরিপালিত হয়, ততক্ষণ তাঁহারা কিছুতেই শান্তি সম্ভোগ করিতে পারেন না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহা প্রতিপালিত হয়, যে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের প্রতিশোধ-পিপাসা পরিশমিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই ভূতবৃত্তান্ত ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা পরস্পরে সুহৃদভাব ধারণ করেন। তখন ভট্টগণ তাঁহাদিগের উভয়পক্ষকে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ করিয়া বর-কন্যার

পাণিবন্ধন পূর্ব্বক উভয়ের কুলগরিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ভট্টমুখে সেই গৌরব-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে রাজপুতদিগের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়; তাঁহারা সদম্ভে আপন আপন গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে সকল কষ্ট ভুলিয়া যান।

স্মরণাতিগ কাল হইতে রাজপুতগণ এই নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন এবং যতদিন তাঁহাদিগের বিক্রমবহ্নির সামান্য কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন এ নীতির ব্যভিচার হইবে না।

ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইয়া রাণা মকুলের শিশুতনয় কুম্ভ মারবার-পতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাঠোররাজ দুরাচারদিগকে দমন করিবার জন্য আপন পুত্রের সৈন্যাপত্যে একটী সেনাদল প্রেরণ করিলেন। তাহারা তখন তাঁহারই রাজ্যের সীমান্তভাগে অবস্থিত ছিল। সুতরাং রাজকুমার অল্পসময়ের মধ্যেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া দুর্ব্বৃত্ত চাচা ও মৈর সেই দুর্গনিলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পায়ী নামক স্থানে পলায়ন করিল। পায়ী, আরাবল্লি শৈলমালার মধ্যস্থলে সংস্থিত। ইহার নিকটে রাতাকোট নামে একটী উচ্চ শৈলকূট ছিল। দুর্ব্বৃত্তেরা সেই রাতাকোটের শিখরদেশেই একটী দুর্গ স্থাপন করিয়া সতর্কভাবে অবস্থিত রহিল। উদয়পুরের চারিদিকে যে বিশাল গিরিব্রজ বলয়াকারে বিরাজ করিতেছে, তাহার শিখরদেশে উক্ত রাতাকোট-দুর্গের ধ্বংসরাশি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই রাতাকোট-শৃঙ্গের দুর্গম ও দুরারোহ দুর্গমধ্যে অবস্থিত হইয়া দুরাচার চাচা ও মৈর এক প্রকার নিঃশঙ্কভাবে কালযাপন করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিল যে, তথায় কেহই শীঘ্র তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তেরা একবার ভাবিয়া দেখিল না যে, রাঠোর ও শিশোদীয় নৃপতিদ্বয়ের প্রচণ্ড রোষ ভীষণ দাবানল সদৃশ প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে সেই দুর্গম প্রদেশে দগ্ধ করিবে। যাহা হউক, উক্ত ধারণানিবন্ধন তাহারা পাপের উপর ঘোরতর পাপাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু সেই সমস্ত অসীম পাপানুষ্ঠানেই পরিশেষে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। সুজা নামা জনৈক চৌহানের অনূঢ়া দুহিতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তাহারা সেই দুর্গম গিরিদুর্গে লইয়া গিয়াছিল। রোষান্বিত সুজা এই ঘোরতর অপমানের প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে শ্রমজীবিগণের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে মিলিত হইয়া রাতাকোটে উত্থিত হইয়াছিলেন এবং তথায় গমন করিবার সমস্ত পথ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে প্রচণ্ড প্রতিশোধ-পিপাসার শান্তিবিধান করিবার সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া সুজা আপনার নৃপতিসমক্ষে কঠোর মনোবেদনা জানাইতে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি দূর হইতে কুম্ভ ও রাঠোরনৃপতির সেনাদলকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আশা দ্বিগুণতর প্রবর্দ্ধিত হইল। দুই হস্তে "বদন আবরণ" করিয়া তিনি রোদন করিতে করিতে আপনার বংশের অনপনেয় কলঙ্ককাহিনী তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সেই পাশব অত্যাচারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলের হৃদয় নিদারুণ

ক্রোধ ও জিঘাংসায় একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যাহা হউক সেই রাতাকোট দুর্গের কিয়দ্দূরস্থ দৈলবারা নামক স্থানে দিবাভাগ যাপন করিয়া শিশোদীয় ও রাঠোর বীরগণ নিশাকালে উক্ত গিরিদুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অতি সতর্কভাবে পদব্রজে দুর্গের পাদতলে উপস্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অচিরে শৈলগাত্রে সুদীর্ঘ কীলকসমূহ প্রবিদ্ধ হইতে লাগিল। ঘন লতাগুল্মপাশ ও বনবৃক্ষের শাখাবলি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই সমস্ত কীলকের উপর দিয়া তাঁহারা ধীর ও সতর্কভাবে সেই দুরারোহ গিরিদুর্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন। রজনী ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। যে অসংখ্য নক্ষত্র সেই অন্ধকাররাশি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদিগের নিষ্প্রভ স্তিমিত আলোক সেই সমস্ত নিবিড় বনবৃক্ষরাজির পত্রাবরণ ভেদ করিয়া ক্বচিৎ তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইতেছিল। সেই গভীর তমিস্রার গাঢ় আবরণের মধ্য দিয়া রোষপরিতপ্ত রাঠোর ও শিশোদীয় বীরগণ পরস্পরের অঙ্গরাখা ধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলেন। প্রতিহিংসা লইবার জন্য প্রমত্ত ও উত্তেজিত হইয়া চৌহান সুজা পথ দেখাইতে দেখাইতে সকলের অগ্রভাগে আরোহণ করিলেন। এইরূপে সুজা যখন সেই পর্ব্বতের উচ্চতর অধিত্যকাপ্রদেশে আরূঢ় হইয়াছেন, তখন দুইটী তীব্র কিরণ-রেখা তাঁহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। সবিস্ময়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসহকারে তিনি চাহিয়া দেখিলেন এক ব্যাঘ্রীর জ্বলন্ত নয়ন হইতে সেই দুইটী কিরণ-রেখা নির্গত হইতেছে। অমনি তিনি আপনার পার্শ্ববর্ত্তী রাঠোর-রাজপুত্রের পাণি-পীড়ন করিয়া সভয়ে অল্প পশ্চাদ অপসৃত হইলেন; কিন্তু রাজকুমার তাঁহার ভয়ের কারণ দেখিয়া তন্মুহূর্ত্তেই সেই ব্যাঘ্রীর হৃদয়ে আপন শাণিত তরবার বিদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। রাজপুতগণ এরূপ ঘটনাকে সুমঙ্গলের লক্ষণ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সকলের হৃদয় দ্বিগুণতর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সকলে একে একে রাতাকোটের শৃঙ্গদেশে উত্থিত হইলেন। অতঃপর কোন কোন ব্যক্তি দুর্গের প্রাচীরোপরি উত্থিত হইয়াছেন, কেহ বা তাহাতে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহাদিগের সহগামী ভট্টকবি স্খলিতপদে দুর্গের নিম্নতলে পতিত হইলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার পটহ * ঘোরতর শব্দে বাজিয়া উঠিল। সেই পটহ শব্দে চাচার দুহিতার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কন্যাকে পুনর্ব্বার নিদ্রান্বিত করিবার জন্য চাচা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "ভয় কি? ভয় কি? কাহাকে ভয়? একমাত্র ঈশ্বরকে ভয় করিয়া সুখে নিদ্রা যাও। ভাদ্রমাসের মেঘ ডাকিতেছে এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টিও পড়িতেছে বলিয়া ঐরূপ শব্দ হইতেছে; নতুবা উহা আর কিছুই নহে। আমাদিগের শত্রুদল এখন দৈলবাতে, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই।" চাচার বাক্যের শেষ হইতে না হইতে দুর্গমধ্যে

* জয়কীর্ত্তন করিবার জন্য রাজপুতসেনার সমভিব্যাহারে ভট্টকবি যুদ্ধস্থলে ধাবিত হইয়া থাকেন। উক্ত কবিগণ সঙ্গে করিয়া এক একটী পটহ লইয়া যান। যুদ্ধে জয়লাভ করিবামাত্র তাঁহারা সেই ঢোল বাজাইয়া জয়কীর্ত্তন করেন।

মহা কোলাহল শ্রুত হইল। রাঠোর ও শিশোদীয় বীরগণ দুর্গমধ্যে উৎপ্লুত হইয়া শ্রবণ-ভৈরব শব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সে শব্দে দুরাচার চাচার হৃদয় চমকিত হইল। শয্যা হইতে সলম্ফে ভূমিতলে পতিত হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহের বহির্গত হইতে যাইবে এমন সময়ে চন্দনা সর্দ্দার প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং সেই স্থলেই দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ভ্রাতাকে পতিত হইতে দেখিয়া দুর্ব্বৃত্ত মৈর পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিল; কিন্তু রাঠোর-রাজপুত্র তাহাকে ধৃত করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিলেন। এইরূপে পাষণ্ডদ্বয়ের পাপজীবনের সহিত তাহাদিগের পাপপ্রবৃত্তির শান্তি-বিধান হইল। বিজয়ী শিশোদীয় ও রাঠোর সৈন্যগণ রাতাকোটদুর্গের সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া জয়োৎফুল্লচিত্তে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

কুম্ভের সিংহাসনারোহণ;—মালবপতি মহম্মদকে পরাজয় ও বন্দী করিয়া কুম্ভের স্বনগরে আনয়ন;—রাণাকুম্ভের রাজত্বের গৌরবোন্নতি;—স্বীয় পুত্র কর্ত্তৃক তাঁহার গুপ্তহত্যা;—পিতৃহন্তাকে পদচ্যুত করিয়া রায়মল্লের চিতোর-সিংহাসনাধিকার;—দিল্লীশ্বরের সেনাদল কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ;—রায়মল্লের জয়ার্জ্জন;—পারিবারিক বিবাদবিসম্বাদ;—রায়মল্লের মৃত্যু।

সম্বৎ ১৪৭৫ (খৃঃ ১৪১৯) অব্দে রাণাকুম্ভ স্বীয় পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। তদীয় রাজত্বকালে মিবাররাজ্যের সমূহ গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। তিনি অগণ্য কঠোর বিঘ্ন ও বিপদপরম্পরার অন্তরায়ে স্বরাজ্য সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রকৃত রাজগুণের প্রদীপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র মারবার-রাজের * সহায়তা না পাইলে তাঁহার সেই সমস্ত রাজগুণ স্ফূর্ত্তি পাইত কি না, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ। কেননা তিনি যেরূপ অল্পবয়সে সেই

---

* রণচর ভট্ট স্বপ্রণীত "রাজরত্ন" কাব্যগ্রন্থের একস্থলে বর্ণন করিয়াছেন যে, মুন্দরাও, রাণা মকুলের প্রধান অমাত্যস্বরূপ ছিলেন এবং মিবারের জন্য নৌয়া ও দীদোয়ান নামক দুইটী জনপদ জয় করেন।

সমস্ত বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে যদি রাঠোরনৃপতি আত্মরাজ্য-নির্ব্বিশেষে মিবারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্নবান্ না হইতেন, তাহা হইলে মিবারের ইতিহাস আজ কি মূর্ত্তিধারণ করিত, তাহা কে বলিতে পারে? রাঠোররাজের উক্তরূপ মাহাত্ম্য ও সদাশয়তার প্রকৃত পরিচয় ভট্টগ্রন্থে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তিনি যে বিপুল আয়াস, বিস্তর যত্ন এবং অপরিসীম অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া কুম্ভের মঙ্গল সাধন করিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; তাহার অনেক কারণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এইটীকে বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে যে, রাণাকুম্ভ তাঁহার শরণাগত হইয়া সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে প্রার্থনা যদি তিনি পূরণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কলঙ্কের আর সীমাপরিসীমা থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ "কুম্ভরাণা রাঠোর-রাজের ভাগিনেয়।" ফলতঃ কতক কর্ত্তব্যজ্ঞানে এবং কতক স্নেহমমতায় প্রণোদিত হইয়া তিনি কুম্ভের জন্য তত কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া মিবাররাজ্য যেরূপ সুদক্ষ ও তেজস্বী নৃপকুলে সুশোভিত হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোন দেশের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। রাণা কুম্ভ যে সময়ে মিবারের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, সেই সময় শিশোদীয়কুলের শ্রীবৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বলিতে কি, মিবার তখন মধ্যাহ্নগগনের ন্যায় গৌরবের উচ্চতম আসনে আরূঢ় হইয়াছিল। হিন্দুবিদ্বেষী যে পাষণ্ড যবনদিগের ঘোরতর অত্যাচারে ভারতের নগরগ্রাম বিধ্বস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল; আজি তাহারা অনেক পরিমাণে বিনীত ও পরাহত হইয়া পড়িয়াছে। যে প্রচণ্ড মুসলমান বীর ভারতের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছিলেন, আজি প্রায় শত বৎসর হইল, তাঁহার রাজতন্ত্র পরমাণুতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে; এই শত বৎসরের মধ্যে মিবাররাজ্যে অভিনব যুগের অবতারণা হইয়াছে, বলিতে হইবে। যে ভীষণ বিগ্রহে ভারতের কঠোর বিধি-লিখন ফলবান্ হইয়াছে, তাহাতে বীরবর সমরসিংহের সহিত যে রাজপুত-বীরগণ অনন্তনিদ্রায় শায়িত হইয়াছিলেন, আজি তাঁহাদিগের ভস্মরাশি হইতে অগণ্য শিশোদীয় বীর উত্থিত হইতে লাগিলেন। আপাততঃ মিবারের কোন বিষয়ে অভাব নাই। বল, বীর্য্য, গৌরব, প্রতিষ্ঠা—সকল বিষয়েই মিবাররাজ্য আজি সমলঙ্কৃত। তথাপি রাজনীতিজ্ঞ কুম্ভ সেরূপ অবস্থায় নিশ্চেষ্টভাবে না থাকিয়া আপনার অদ্ভুত ভাবিদর্শনবলে ভারতের ভবিষ্যভাগ্যলিপি একবার অবহিত চিত্তে পাঠ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, সুদূর ককেশশ শৈলমালার উত্তুঙ্গ শিখরদেশ এবং তাহার পদতল-বাহিনী অক্ষুঃ নদীর বিস্তৃত তীরভূমি হইতে ঘন জলদজাল উদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভারতের দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। সেই নিবিড় ঘনজালের অদৃশ্য গর্ভে যে প্রচণ্ড বজ্রাগ্নি ধীরে ধীরে সম্ভূত হইতেছিল, তাহা যে, স্বল্পকালের মধ্যে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া রাণা কুম্ভের পৌত্র সঙ্গের শিরোদেশে পতিত হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার বিশ্বদাহী তেজ প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি এক্ষণে উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সে সকল উপায়ের সাহায্যে তিনি অসংখ্য দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়া

হামিরের তেজস্বিতা ও কার্য্যকুশলতা, লাক্ষের সুন্দর শিল্প-প্রিয়তা এবং উভয়ের অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্টতর গুণশালিত্বের প্রদীপ্ত পরিচয়ের প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন;—একদা বীরবর সমরসিংহের লীলাক্ষেত্র কাগগার নদীর সৈকতভূমে মিবারের "লোহিত বৈজয়ন্তী" উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এস্থলে হিন্দুনৃপতিগণের প্রজা-হিতৈষিণী শাসনবিধির সহিত আমরা তদানীন্তন মুসলমানদিগের অত্যাচারমূলক রাজ্যশাসনের তুলনা করিয়া দেখিব।

যে দিন যবনবীর সাহাবুদ্দীন কর্ত্তৃক ভারতের স্বাধীনতা-রত্ন অপহৃত হইল, যে দিন সমরকেশরী সমরসিংহ সেই রত্ন পুনরুদ্ধার করিতে গিয়া দৃষদ্বতী-তীরে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিলেন; সেই দিন—সেই দুর্দ্দিন হইতে বর্ত্তমান সমালোচ্য কাল পর্য্যন্ত দুই শত ষড়বিংশতি বৎসর অনন্ত কালপ্রবাহে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে দুইটী বিশাল রাজবংশে সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতি জন যবনরাজা ও একজন মাত্র যবন-রাজ্ঞী হত্যা, বিদ্রোহ ও পদচ্যুতি প্রভৃতি কুটিল চক্রে পিষ্ট হইয়া শনৈঃ শনৈঃ অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু মিবারের সহিত ইহার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে সমূহ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। উক্ত দীর্ঘকালের মধ্যে সর্ব্বসমেত একাদশজন নৃপতি মিবারের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে মাতৃভূমি ও দুরস্থ পুণ্যতীর্থ রক্ষা করিবার জন্য রণস্থলে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যাঁহারা প্রজা-হিতৈষিণী বিধিব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া রাজ্যপালনে তৎপর হয়েন, তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজসম্মান ভোগ করিতে পারেন।

খিলিজিবংশীয় ভূপতিগণের শাসনকালের শেষ সময়ে বিজয়পুর, গোলকন্দ, মালব, গুর্জ্জর, যাওয়ানপুর ও কল্পী প্রভৃতি জনপদসমূহের সামান্য সামান্য করপ্রদরাজাগণ দিল্লীশ্বরের অকর্ম্মণ্যতা দর্শন করিয়া আপনাদিগের অধীনতা-নিগড় উন্মোচন পূর্ব্বক এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। যে সময়ে রাণা কুম্ভ চিতোররাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, সেই সময়ে মালব ও গুর্জ্জরের নৃপতিদ্বয় বিপুল বলবিক্রম অর্জ্জন করিয়া আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এক্ষণে মিবারের ও গৌরবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের জিগীষা ও রাজ্যলিপ্সাবৃত্তি দ্বিগুণতর প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; তাঁহারা উভয়ে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সম্বৎ ১৪৯৬ (খৃঃ ১৪৪০) অব্দে এক একটী বিশাল ও প্রচণ্ড সেনাদল গ্রহণ পূর্ব্বক মিবাররাজ্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাণা কুম্ভ এ সংবাদ অচিরে জানিতে পারিলেন। তাঁহার ক্রোধ ও জিঘাংসা ভীষণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দুরাচার যবনরাজদ্বয়ের প্রগল্‌ভতার সমুচিত প্রতিফল দান করিবার জন্য তিনি লক্ষ অশ্ব ও পদাতি এবং চতুর্দ্দশ শত রণমাতঙ্গ সঙ্গে লইয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। মিবার ও মালবরাজ্যের সঙ্গমস্থলে উভয়দলে পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অচিরে যে ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল, তাহাতে রাজপুতবীর কুম্ভ যবনরাজদ্বয়ের একীভূত বল-বিক্রমকে পরাহত করিয়া মালবেশ্বর খিলিজি মহম্মদকে বন্দীভাবে চিতোরনগরে আনয়ন করিলেন।

পণ্ডিতবর আবুলফজেল স্বপ্রণীত প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে রাণা কুম্ভের এই জয়বৃত্তান্ত প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি মুসলমান হইলেও হিন্দুরাজের মাহাত্ম্য ও ঔদার্য্যে বশীভূত হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব গুণগ্রামের পরিকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন "উদারচরিত রাণা কুম্ভ কোনরূপ নিষ্ক্রয় গ্রহণ না করিয়াই আপন শত্রু মহম্মদকে মুক্তিদান করিলেন, এমন কি তাঁহাকে নানা প্রকার উপহার দান করিয়া মহা সম্মানসহকারে তদীয় রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন।" হিন্দুজাতির চরিত্র এইরূপ অত্যুদারই বটে। বিনীত শত্রুকে সদয়ভাবে মুক্তিদান করাই হিন্দুবীরদিগের প্রধান ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের আলোচনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে তাঁহারা কখনও ক্ষান্ত থাকেন না। এ মুক্তিদানসম্বন্ধে ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে অন্যরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে বর্ণিত আছে যে, রাণা কুম্ভ, মহম্মদকে বন্দীভাবে ছয়মাস কাল চিতোরনগরে রক্ষা করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি সেই জয়লাভের প্রমাণস্বরূপ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিজিত যবনরাজের মুকুট রাখিয়াছিলেন। বীরবর বাবর, সঙ্গের পুত্রের নিকট উক্ত রাজমুকুট উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আত্মজীবনীমধ্যে তাহার বৃত্তান্ত স্পষ্টাক্ষরে বর্ণন করিয়াছেন। ফলতঃ ইহাও রাণা কুম্ভের গৌরবের একটী সামান্য পরিচয় নহে। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা আর একটী স্থায়ী ও সুদৃঢ় স্মৃতিচিহ্ন দীর্ঘকাল ধরিয়া উক্ত বিজয়গৌরব ঘোষণা করিতেছে।—সে স্মৃতিচিহ্ন—কুম্ভ-প্রতিষ্ঠিত বিশাল বিজয়স্তম্ভ। "উদ্বেল মহাসাগরবৎ বিশাল সেনাদল লইয়া মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিতে করিতে গুর্জ্জরখণ্ড ও মালবের নৃপতিদ্বয় মধ্যপাট * আক্রমণ করিলে" যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্তই সেই বিজয়স্তম্ভে বর্ণিত আছে। উক্ত সমর-ঘটনার একাদশ বৎসর পরে রাণা কুম্ভ কর্ত্তৃক জয়স্তম্ভের নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হয় এবং আরও দশ বৎসরের মধ্যে তাহা শেষ হইয়া যায়। যে বিশাল বিজয়স্তম্ভ পূর্ণাবয়বে সংগঠিত হইয়া আজি মেরুর প্রতি ঘৃণাসহকারে অবলোকন করিতেছে, তাহার সমস্ত নির্ম্মাণকার্য্য যে, দশ বৎসরের মধ্যে সমাপিত হইবে, ইহা কুম্ভ রাণার কার্য্যদক্ষতার সামান্য পরিচায়ক নহে। যাহা হউক এক্ষণে আমাদিগের এইমাত্র কামনা যে, উক্ত বিজয়স্তম্ভ অটলভাবে বিরাজিত থাকিয়া মিবারের নৃপতিগণের সৌভাগ্য-গৌরব ঘোষণা করুক।

রাণা কুম্ভের উদারতা ও মহত্ত্বে বশীভূত হইয়া মালব-রাজ তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ঝুনঝুনু নামক স্থানে দিল্লীশ্বরের সেনাদলের সহিত রাণা কুম্ভের একবার যুদ্ধ হয়; উক্ত যুদ্ধব্যাপারে মালবরাজ মহম্মদ আপন সেনাদল লইয়া রাণার সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে রাণা কুম্ভ জয়লাভ করেন। উক্ত সময়ে দিল্লির ক্ষমতা এত প্রচুর পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এমন কি দিল্লীশ্বরের পূর্ব্বগৌরব পুনর্লাভ করিবার অভিপ্রায়ে মুল্লাগণ বীরবর তৈমুরের নামে মসজিদমধ্যে প্রত্যহ খুতবা পাঠ করিত। একাকী মালবরাজই দিল্লির শেষ ঘোরীয় সুলতানকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

* মিবারের প্রাচীন নাম মধ্যপাঠ।

বিদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে মিবারভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য যে চতুরশীতি দুর্গ তৎপ্রদেশমধ্যে বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বত্রিশটী একমাত্র কুম্ভই স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকলের মধ্যে তাঁহার স্বনামখ্যাত দুর্গ কুম্ভমেরুই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুম্ভমেরু যেরূপ প্রদেশে সংস্থিত এবং ইহার চতুর্দ্দিক যেরূপ উচ্চোচ্চ অট্টালক দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহাতে ইহাকে চিতোর ব্যতীত মিবার-রাজ্যের অন্যান্য দুর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কমলমেরুর উক্ত অট্টালকসমূহ যেস্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় একটী প্রাচীন দুর্গ বিরাজিত ছিল। পার্ব্বত্য ভিলগণ অনেক দিন ধরিয়া তাহা আপনাদিগের অধিকার-ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের বংশে সম্প্রীত নামে যে একজন জৈন নরপতি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অনেকে বলেন যে, তিনিই উক্ত প্রাচীন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ প্রাচীন দুর্গের স্থানে স্থানে যে সকল জৈনমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ের নির্ম্মাণকৌশল অবলোকন করিলে উক্ত প্রবাদ-বাক্যের উপর অনায়াসেই বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে। উক্ত কুম্ভমেরু দুর্গের একটী প্রধান দ্বার "হনুমান-দ্বার" নামে প্রসিদ্ধ। তথায় বীরবর হনুমানের একটী প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি রক্ষকরূপে সংস্থাপিত আছে। নাগোরকোট জয় করিবার সময় রাণা নন্নগরের কতকগুলি সুন্দর কবাটের সহিত উক্ত কপিমূর্ত্তিকে স্বনগরে আনয়ন করিয়াছিলেন। আবু পর্ব্বতের অন্যতম শিখরদেশে প্রাচীন প্রামারগণের একটী বিশাল দুর্গ অবস্থিত ছিল, কুম্ভ তন্মধ্যে একটী বিরাট অট্টালক বিনির্ম্মাণ করেন। সেই অট্টালকমধ্যে তিনি প্রায়ই অবস্থিতি করিতেন। সেই প্রকাণ্ড দুর্গবাটীর অস্ত্রাগার ও রক্ষকশালা আজিও কুম্ভের নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। রাণা কুম্ভ যে, স্বীয় প্রজাসমূহের অত্যন্ত অনুরাগ-ভাজন ছিলেন, তাহার প্রমাণ মিবার-বাসিগণের অনেক কার্য্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবুপর্ব্বতের কূটস্থিত উক্ত দুর্গাভ্যন্তরে কতকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটীর অভ্যন্তরে কুম্ভের ও তাঁহার জনকের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। মিবারের অধিবাসিগণ অদ্যাবধি তথায় গমন পূর্ব্বক দেবভাবে সেই দুইটী প্রতিমার পূজা করে। যে দিন মহারাণা কুম্ভ সেই গিরিদুর্গের অভ্যন্তরে বিরাম সম্ভোগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আজি কত শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে; তাঁহার যে সমস্ত বংশধরগণ এককালে তথায় অতুল ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আজি অনন্ত কালসাগরের কোন্ গভীরতম স্থলে বিলীন হইয়া রহিয়াছেন, তথাপি এই সকল কীর্ত্তির বিষয় চিন্তা করিলে মিবারের পূর্ব্বতন গৌরবের বৃত্তান্ত স্বতঃই মনোমধ্যে সমুদিত হয়। মিবারের পশ্চিম প্রান্ত এবং আবুগিরির মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত-পথগুলিকে কোট্টাদিদ্বারা দৃঢ় করিয়া রাণা কুম্ভ বর্ত্তমান শিরোহীর নিকটে বাসন্তী নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তদ্ব্যতীত আরাবল্লি-নিবাসী অসভ্য মৈরদিগের আক্রমণ হইতে দেবগড় ও শেরোনল্লকে রক্ষা করিবার জন্য মাচীন নামে আর একটী দুর্গ তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; এবং জারোল ও পানোরের বলদর্পিত দুর্দ্ধর্ষ ভূমিয়া ভিলদিগকে বশীভূত রাখিবার জন্য তিনি আহোর ও অন্যান্য প্রাচীন জীর্ণ দুর্গ-সমূহের সংস্কারসাধন এবং মিবার ও মারবাররাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

ঐ সকল কীর্ত্তি ভিন্ন রাণা কুম্ভের ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক কীর্ত্তির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুইটীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রথম,—কুম্ভশ্যাম। কুম্ভশ্যাম, আবুপর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশে সংগঠিত। ইহা অন্যত্র স্থাপিত হইলে একটী অতিশোভনীয় অট্টালিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে পারিত; কিন্তু উক্ত স্থানে নানা সুন্দর সুন্দর পদার্থদ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া কুম্ভশ্যামের সৌন্দর্য্য হঠাৎ অনুমিত হয় না। দ্বিতীয় অট্টালিকাটী অতি প্রকাণ্ড। তাহার নির্ম্মাণকার্য্যে কিঞ্চিদধিক দশক্রোর টাকা লাগিয়াছিল; এই বিপুল অর্থের মধ্যে রাণা আপন কোষাগার হইতে আটলক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। মিবারের পশ্চিমভাগস্থ সদ্রি নামক গিরিপথের মধ্যে উক্ত বিশাল অট্টালিকা স্থাপিত। রাণা ইহাকে ঋষভদেবের * নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দুর্গম ও নিভৃততম গিরিব্রজের মধ্যস্থলে স্থাপিত বলিয়া ইহা হিন্দুবিদ্বেষী দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানদিগের সর্ব্বসংহারক হস্তের আয়ত্তাধীন হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত। যে ঋষভদেবের পবিত্র মন্দির একদা মিবারের একটী প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, প্রত্যহ যথায় অসংখ্য নরনারী গমনাগমন করিত, আজি তাহা জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়া রহিয়াছে; আজি বন্য শ্বাপদকুল তাহার পবিত্র প্রকোষ্ঠসমূহে নিবসতি করিয়া সেই দুর্গম প্রদেশকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। রাণা কুম্ভ যেরূপ বীর, শিল্পপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠাবান্; সেইরূপ একজন সুকবিও ছিলেন। রাজস্থানের অন্যান্য রাজকবিদিগের মধ্যে তিনি কবিতা-রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। কেননা তিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বকীয় বিক্রম-বর্ণনে এবং স্বীয় চিত্তবিমোহিনীদিগের সৌন্দর্য্যকীর্ত্তনে আপন প্রতিভাকে পর্য্যবসিত করেন নাই। তিনি আধ্যাত্মিক-রসামোদী কবিকুলের বিশুদ্ধ রুচির অনুবর্ত্তন করিয়া সুধাময় "গীত-গোবিন্দের" একখানি সুন্দর পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন।

রাণা কুম্ভ, মারবারের শ্রেষ্ঠ সামন্ত মৈরতা-নিবাসী রাঠোর সর্দ্দারের মীর-বাই নাম্নী দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মীরবাই যেরূপ পরমলাবণ্যবতী, সেইরূপ প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগিনী; এই সকল গুণের বিষয়ে কোন রাজকুমারীই তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। মীরবাই পরম বিদুষী;—কবিতা-রচনায় তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল। তিনি কৃষ্ণবিষয়ে অনেকগুলি সারগর্ভ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-বিষয়ক বলিয়া তাঁহার কবিতা-কলাপ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। অদ্যাপি অনেক রাজপুতকুলে কাব্যপ্রিয়া মীরবাইয়ের পবিত্র কবিতামালা শুনিতে পাওয়া যায়।

---

* রাণার একজন জৈনধর্ম্মাবলম্বী মন্ত্রী ছিলেন; তিনি পরবারকুলে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত সচিব কর্ত্তৃকই ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে ঋষভদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধারণের ব্যয়ানুকূল্যে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পাদিত হয়। ইহা তলত্রিতয়ে বিভক্ত। অনেকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত সুদীর্ঘ স্তম্ভের শিরোদেশে ইহা স্থাপিত। সেই সকল স্তম্ভ প্রত্যেকটী ৪০ ফিটের অধিক উচ্চ হইবে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার। ইহার অভ্যন্তর নানা প্রকার হৃদয়গ্রাহি চিত্রকার্য্যে সুশোভিত। প্রসিদ্ধ জৈন সন্ন্যাসিগণের প্রতিমূর্ত্তি এই মন্দিরের নিম্নতলে স্থাপিত আছে।

অদ্যাপি অনেক বৈষ্ণব তাঁহার এক একটী সুন্দর সুন্দর শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে প্রেমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার রচনা-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাণা কুম্ভ ও কবি ; কিন্তু মীরবাই রাণা কুম্ভের নিকট হইতে সেই অপূর্ব্ব প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথবা রাণা তাঁহারই নিকটে শিখিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। যাহা হউক, ধর্ম্মনিষ্ঠা বিদুষী মীরবাইয়ের জীবনী প্রকৃত উপন্যাসের সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। যমুনা-পুলিন হইতে সুদূর দ্বারকাপুরী পর্য্যন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যত মন্দির ছিল, ধার্ম্মিকা রাজমহিষী তৎসমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই পুরুষ-সুলভ ব্যবহার-নিবন্ধন তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে নানা প্রকার কলঙ্ককাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমস্তই অন্যায় এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্রের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

রাণা কুম্ভ যেরূপ বীর, সেইরূপ একজন প্রেমিকও ছিলেন। আদিরস ও বীররসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে তাঁহার হৃদয় সুন্দরভাব ধারণ করিয়াছিল। ঝালাবার জনপদের অধিপ সর্দ্দারের দুহিতার সহিত রাঠোর-রাজকুমারের পরিণয়-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় ; কিন্তু সে বিবাহ কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতে রাণা সেই রাজপুত কুমারীকে হরণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাঠোর ও শিশোদীয় কুলের মধ্যে যে সুহৃদ্‌ভাব সংবদ্ধ হইয়াছিল, কুম্ভের এই ব্যবহার জন্য তাহা আবার ছিন্ন হইয়া গেল ; আবার উভয়কুলের সেই প্রাচীন বৈরভাব পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। প্রেমবিমূঢ় রাঠোর স্বীয় জীবনতোষিণীকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তিনি সেই লাবণ্যবতীর আশার জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই। অহরহ মুন্দরের প্রাসাদমধ্যস্থ একটী নিভৃত প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া তিনি সেই সুন্দরীর সৌন্দর্য্যরাশি ধ্যান করিতেন। বৃষ্টিপতনে নভোমণ্ডল পরিষ্কৃত হইলে কুম্ভমেরুর উচ্চ প্রাসাদ-শিখর মুন্দর দুর্গ হইতে স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইত ; বিপ্রলব্ধ রাঠোর-রাজকুমার আপন নিভৃত কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া প্রিয়তমার সেই আবাস-নিলয় প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতেন ; কত চিন্তা—কত ভাবনা তাঁহার হৃদয়মধ্যে উদিত হইত ; কখন সুখ—কখন দুঃখ, কখন আশা—কখন নৈরাশ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিত। এক এক সময়ে তিনি একবারে অধীর হইয়া পড়িতেন। তথাপি সে মোহকরী চিন্তাকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না ; তথাপি সেই নিভৃত প্রকোষ্ঠ ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেন না। কি দিবা, কি রজনী, সকল সময়েই তিনি কুম্ভমেরুর প্রাসাদের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভাদ্রমাসের তমোময়ী বিভাবরীর নিবিড় তমসায় সমস্ত বিশ্বসংসার অদৃশ্য হইয়া গেলেও তিনি সেই প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিতেন না। কুম্ভমেরুর প্রোজ্জ্বল দীপালোক সেই তমসা ভেদ করিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকের ন্যায় দূর হইতে তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইত ; তিনি সেই প্রকোষ্ঠের মুক্ত বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্র মনে তাহাই দেখিতে থাকিতেন। অনেকে অনুমান করিতেন যে, কুম্ভমেরুর কক্ষাভ্যন্তরে যে নিশা-প্রদীপ প্রজ্বলিত হইত, তাহা ঝালাবার-কুমারীর নিগূঢ় প্রেমের পরিচায়ক; তিনি রাঠোর রাজ-পুত্রকেই হৃদয় দান করিয়াছিলেন। মহত্তর কুলে অর্পিতা হইলেও

তিনি বিমল বাল্য-প্রণয় বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। জনক অনর্থকর অর্থলোভের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রণয়-পাত্রের একজন প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বির হস্তে সমর্পণ করিলেন,—দুহিতার সুখদুঃখের বিষয় ভাবিয়া দেখিলেন না; এই সকল চিন্তায় রমণী নিরন্তর নিপীড়িত হইতেন এবং ভবিতব্যতার কঠোর লিখনকে শত ধিক্কার প্রদান করিতেন। এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। বিরহবিধুর রাঠোর শতসহস্র চেষ্টা করিয়াও আপন চিত্তবিনোদিনীকে প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। একদা নিশাকালে তিনি কুম্ভমেরুর পশ্চিমপার্শ্বস্থিত নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া দুর্গোপরি আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু ভট্টকবিগণ এস্থলে সমস্বরে বর্ণন করিয়াছেন যে, "তিনি ঘন ঝালবন (একপ্রকার গাছ) উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কিছুতেই ঝালনীর সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।"

প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে অর্দ্ধ শতাব্দীকাল অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যভোগ করিয়া রাণা পরিণত বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন; তাঁহার সজাতির ও স্বদেশের শত্রুগণ তদীয় প্রচণ্ড বিক্রমে পরাহত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় বিনীতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে; অনেকগুলি দুর্গ ও মন্দিরাদিদ্বারা তিনি স্বরাজ্যকে দৃঢ় ও অলঙ্কৃত করিয়া মাতৃভূমির অসীম যশোগৌরবের সহিত আপনার যশোগৌরবের মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন,—এমন সময়ে—মিবারের এরূপ অনন্ত গৌরব-গরিমার সময়—রাণার ফলবান্ জীবনতরুর মূলদেশে এক পাষণ্ড নর-রাক্ষস কঠোর কুঠারাঘাত করিল! যে বৎসর সমগ্র মিবারভূমির পক্ষে একটী অতুল আনন্দ ও উৎসবের বৎসর হইতে পারিত, আজি পিশাচের পৈশাচিক দুরাচরণে, সে বৎসর ঘোরতর কাল-রজনীর নিবিড় বিষাদ-তমসায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল!—সেই বৎসরের একটী দুর্দ্দিবসে যে ভয়াবহ লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হইল, তাহাতে সমগ্র আর্য্যজাতির ইতিহাসের একটী বিস্তৃত অধ্যায় অনপনেয় নিবিড় কলঙ্ক-কজ্জলে চিরকালের জন্য কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। যে পরমগুণাধার রাণা কুম্ভ দীর্ঘকাল বিরাম ও বিমল শান্তি সম্ভোগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্যের পথে বিচরণ করিতেছিলেন; তাঁহার পবিত্র জীবন এক পিশাচ ঘাতুকের ছুরিকাঘাতে অকালে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইল!—সে পিশাচ নৃশংস ঘাতুক—তাঁহার পুত্র!

এইরূপে সম্বৎ ১৫২৫ (খৃঃ ১৪৬৯) অব্দ একটী অশ্রুতপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর ভীষণ কাণ্ডের অভিনয়ে কলঙ্কিত হইয়া পড়িল। যে পিশাচ নররাক্ষস স্বহস্তে আপন জন্মদাতার হৃদয়-শোণিত পাত করিল; তাহার পাপনাম আর্য্যজাতির পবিত্র ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। সে নাম উচ্চারণ করিলেও পাপ আছে।—তাহার—সেই পাষণ্ডের—পিতৃহন্তার নাম—উদো! রাজস্থানের ভট্টকবিগণ তাহার পাপনামের পরিবর্ত্তে "হাত্যিয়ারো" "নরহন্তা" প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। দুর্দ্দম দুর্নিবার বশীভূত হইয়া দুরাচার পিতৃঘাতী অতি হীনতম পাপানুষ্ঠানের সাহায্যে যে রাজ্য অধিকার করিল, তাহা সে অতি অল্পকালই ভোগ করিতে পারিয়াছিল। তথাপি সেই অল্পকাল সে সুখে অতিবাহিত করিতে পারে নাই। প্রতিপদে সজাতিরবিদ্বেষ-বিষ পান করিয়া তাহাকে

অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। তাহার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিল। সেই পরিত্যক্ত ও ঘৃণিত অবস্থায় সে আপনাকে পাপার্জ্জিত সিংহাসনে নিরাপদে রাখিবার জন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অতি হীনপদস্থ ব্যক্তির সহিত কপট বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে লাগিল। সেইরূপ কৃত্রিম মৈত্রীপাশে আবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে পাপিষ্ঠ উদো দেবরা সামন্তরাজকে আবু পর্ব্বতে স্বাধীন রাজারূপে স্থাপন করিল এবং যোধপুরের * নৃপতিকে শম্ভর, আজমির ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য কয়েকটী জনপদ প্রদান করিল। কিন্তু দুর্বৃত্ত কোন উপায়েই মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইল না। সে যে অভিপ্রায়ে বিপুল রাজ্যধনের বিনিময়ে তাহাদিগের বন্ধুত্ব ক্রয় করিল, তাহা সুসিদ্ধ হইল না। মনে মনে অভিলাষ যে, তাহারা দুরাচারের বশীভূত হইয়া তাহার অন্যান্য দুরভিপ্রায়-সাধনে সহায়তা করুক; কিন্তু সে সাহস করিয়া তাহাদিগকে নিজ মনের বাসনা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিত না,—বলিলেও তাহারা তাহার আনুকূল্য করিত কি না, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ। ফলতঃ তাহার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হইল না; মনোবেদনারও সীমা-পরিসীমা রহিল না। নিজ পাষাণ হৃদয়ের তৃপ্তিবিধানের জন্য পাপিষ্ঠ উদো রাজ্যে যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহার সেই সমস্ত কঠোর অত্যাচারে ও দুর্ব্যবহারে রাজ্যের সম্ভ্রম ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়িল। মিবাররাজ্যের যে গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে কুম্ভের ন্যায় সুদক্ষ নৃপতিগণের দীর্ঘকালস্থায়ী উদ্যম প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়াধম রাজকুলাঙ্গার উদোর পাঁচ বৎসরের অবৈধ রাজ্যশাসনে অতিশয় হীনদশা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সকলই বৃথা হইল। শতসহস্র চেষ্টা করিয়াও সেই পিতৃঘাতী দুশ্চিন্তার বিষদংশন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। উদো বিপুল ধনসম্পত্তির বিনিময়ে যে সকল ব্যক্তির কৃত্রিম বন্ধুত্ব ক্রয় করিল, তাহারাও তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। তখন হতভাগ্য, স্বার্থরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া দিল্লির মুসলমান নৃপতির চরণতলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং তৎকরে আপন কন্যাকে সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। "কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে এই দ্বিগুণতর দুরাচরণ হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া বাপ্পারাওলের পবিত্র বংশকে অনন্ত কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার পাপাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিলেন।" দুরাচার উদো দিল্লীশ্বরের নিকট বিদায় লইয়া "দেওয়ানখানা" হইতে বহির্গত হইতেছে, এমন সময়ে তাহার শিরোদেশে বজ্রাঘাত হইল; অমনি সে ভূমিতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল! কঠোর পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল;—পাপজীবন নাট্যের যবনিকা অনন্তকালের জন্য পড়িয়া গেল! ভট্টদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি এই নৃশংস-ব্যাপারে পাপিষ্ঠ উদোর সহায়তা করিয়াছিল। বোধ হয় তাঁহারা আপন সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্ততা গোপন করিবার জন্য এ সকল বৃত্তান্ত সামান্যরূপে স্পর্শ করিয়াছেন।

---

* সমালোচ্য ঘটনার দশ বৎসর পূর্ব্বে সম্বৎ ১৫১৫ অব্দে যোধরাও কর্ত্তৃক যোধপুর প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।

রাজস্থানের যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, যতি, চারণ বা ভাটগণ প্রতিগ্রহজীবী, তাহারা তৎপ্রদেশে 'মাঁগস্তা, নামে আখ্যাত। এই মাঁগস্তাগণ প্রায়ই সদাসর্ব্বদা বিদ্বেষভাবাপন্ন। পরস্পরে পরস্পরের উপর প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সমুৎসুক; কিন্তু বীরবর হামিরের রাজত্বকাল হইতে ইহাদিগের মধ্যে একমাত্র চারণগণই বিশেষ প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল। জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষতত্ত্ব গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, একজন চারণের হস্তে রাণা কুম্ভের মৃত্যু হইবে। তৎপূর্ব্বে রাণা কোন কারণবশতঃ চারণদিগের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগেরই হস্তে আপনার ভাবী অপ্রীতিকর নিধন-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের সমস্ত ভূমিসম্পত্তি পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক আপন রাজ্য হইতে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাহাদিগকে এরূপ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রাণা অতি দুঃসাহসিকের কার্য্য করিয়াছিলেন, বলিতে হইবে; কেননা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সামান্য দুর্ব্যবহার করিতে আজিও সকলে হঠাৎ সাহস করিতে পারে না। কিন্তু চারণদিগকে এ কঠোর নির্ব্বাসন দণ্ড অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই; যুবরাজ রায়মল্লের সদনুষ্ঠানে তাহারা সেই দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। যুবরাজ রায়মল্ল ইতিপূর্ব্বে কোন একটী অবৈধ কৌতূহলের * বশবর্ত্তী হওয়াতে জনককর্ত্তৃক ইদরপ্রদেশে নির্ব্বাসিত হয়েন। জনৈক চারণ তাঁহার বিশেষ অনুগত ছিলেন। সেই চারণ কৌশলে তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া নৃপতির অনুগ্রহ ও আপনাদের ভূমিসম্পত্তি পুনর্লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু যে কুটিল ব্রাহ্মণ রাণার অপ্রিয়কর মৃত্যুর বিষয় গণনা করিয়াছিল, যদি তাহার শিরশ্ছেদন হইত তাহা হইলে তদুক্ত ভবিষ্যদ্বচন নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যাইত; কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ সে ভবিষ্যদ্বচন অতি ত্বরায় ফলবান্ হইল † ।

---

* রায়মল্ল কোন একটী বিচিত্র কারণ জন্য রাণা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। যে দিন রাণা কুম্ভ যবনরাজের উপর ঝুনঝুনু নামক স্থানে জয়লাভ করেন, তাহার পরদিবস হইতে তিনি কোন আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কোন একটী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বীয় অসি মস্তকোপরি তিনবার ঘুরাইতেন। রায়মল্ল ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাণা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহাই রায়মল্লের অবৈধ কৌতূহলের বিষময় ফল।

† ১৮২০ খৃঃ অব্দে বর্ষাকালে মহাত্মা টড্‌সাহেব উদয়পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময় রাণা একটী উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়েন। প্রতিবৎসর বর্ষাগমের সহিত রাণাকে উক্ত রোগে আক্রমণ করিত। রাণার পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়া টড্‌সাহেব তাঁহাকে দেখিবার জন্য তদীয় প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রোগের প্রকৃত কারণ এবং রোগীর তদানীন্তন অবস্থা জানিয়া তিনি অতীব বিস্মিত হইলেন। জনৈক কুটিল ব্রাহ্মণ রাণার রাজসভায় যুগপৎ চিকিৎসক ও দৈবজ্ঞের কার্য্য করিতেন; অপিচ তিনি রাণার জ্যেষ্ঠ ভগিনীর বিষয়াদির তত্ত্বাবধারণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত কপটী ব্রাহ্মণ রাণার কোষ্ঠীপত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, ১৮২০ খৃঃ অব্দে তিনি একটী কঠোর রোগে আক্রান্ত হইবেন; সে রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত ব্রাহ্মণেরই হস্তে রাণার চিকিৎসাভার অর্পিত ছিল; সুতরাং সেই কপটাচারী দ্বিজ আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিবার জন্য রোগের উপশমোপযোগী ঔষধ ব্যবস্থা না করিয়া সপ্তধাতুমিশ্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যে, সেই সপ্তধাতুমিশ্র বিষময় উপকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। মহাত্মা টড্‌সাহেব উক্ত ঔষধ পরিক্ষা করিয়া রাণাকে নিবেদন করিলেন "মহারাজ! আপনি একজন কপটের কাপট্যে

স্বকীয় বিক্রম ও ক্ষমতাপ্রভাবে রায়মল্ল সম্বৎ ১৫৩০ (খৃঃ ১৪৭৪) অব্দে রাণা কুম্ভের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। সিংহাসন অধিকার করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে রাষ্ট্রাপহারী পিতৃহন্তা উদোর বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিতে হইয়াছিল। পাষাণ্ড উদো সে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট গমন পূর্ব্বক তৎকরে আপন কন্যাকে প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করে; কিন্তু বিধাতা তাহার সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে দেন নাই। তাহার শিহেবমল্ ও সুর্য্যমল নামে দুইটী পুত্র ছিল। হতভাগ্যের শোচনীয় মৃত্যুর পর দিল্লীশ্বর সেই পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সসৈন্যে মিবাররাজ্য আক্রমণ করিলেন। আধুনিক নাথদ্বার তৎকালে শিয়াড় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যবনরাজ সেই শিয়াড়ক্ষেত্রেই আপন শিবিরশ্রেণী সন্নিবেশিত করিয়া যুদ্ধ-প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন। মিবারের সর্দ্দার ও সামন্তগণ রাণা রায়মল্লেরই পক্ষ অবলম্বন করিলেন; কেননা তাঁহারা জানিতেন যে, রায়মল্লই চিতোরের ন্যায়সঙ্গত নৃপতি। একণে তাঁহারা দলে দলে রাণার পতাকামূলে একত্রিত হইতে লাগিলেন। আবু ও গির্ণারের মিত্র নৃপতিদ্বয়ও তাঁহার সহায়তা করিতে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। একাদশ সহস্র পদাতিক এবং অষ্টপঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে রাণা রায়মল্ল ঘাষা নামক স্থানে শত্রুদলের সম্মুখীন হইলেন। অচিরে এক ভয়াবহ সমর সংঘটিত হইল। রাষ্ট্রাপহারক উদোর পুত্রদ্বয় প্রচণ্ড কেশরিবিক্রমে রাণার সেনাদল মথিত করিতে লাগিল। তরঙ্গিনীকুল নর-শোণিতে যেন প্লাবিত হইয়া গেল। কিন্তু তাহারা কিছুতেই রাণার ভীষণবল প্রতিরোধ করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা পরাস্ত হইয়া রাণার বশ্যতা স্বীকার করিল। রাণা তাহাদিগের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দিল্লীশ্বর সেই ভয়াবহ সমরে এরূপ ঘোরতররূপে পরাজিত হইয়াছিলেন যে, সে জীবনে মিবারের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে পারেন নাই।

রাণা রায়মল্ল দুইটী কন্যা এবং তিনটী ধুরন্ধর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। গির্ণারের অধিপতি যদুবংশীয় সুরজি এবং শিরোহীর দেবরা-রাজ জয়মল্ল রাণার দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জয়মল্লের করে দুহিতাকে অর্পণ করিবার সময় রায়মল্ল বিবাহের যৌতুক স্বরূপ আবু পর্ব্বত তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। তিনি আপন বীরচরিত পিতৃ-

---

এরূপ বিষম রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। ও ব্যক্তি আপনাকে উপযুক্ত ঔষধের পরিবর্ত্তে বিষ সেবন করাইতেছে; ইহাতে আপনার যে কত অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, তাহা আপনি অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন; অতএব আমার এই নিবেদন যে, আপনি ঐ গরল পরিত্যাগ করিয়া অমৃতপানে আপনার স্বাস্থ্য-পুনর্লাভ করিতে যত্নবান্ হউন।" উক্ত সাহেবের বাক্য রাণার হৃদয়ে স্থান পাইল; তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেই কপটাচারী ব্রাহ্মণ আত্মকথিত ভবিষ্যদ্বচনের সাফল্য সম্পাদন করিবার জন্য ঐরূপ অযথা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তদনুসারে তিনি ডন্‌ক্যান্ নামক জনৈক যুবক ইংরাজ ডাক্তারের হস্তে আপনার চিকিৎসাভার সমর্পণ করিলেন। তাঁহার চিকিৎসানুসারে রাণা অচিরাৎ স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং সেই ভণ্ড ব্রাহ্মণের ক্রূরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন।

পুরুষগণের গৌরবসম্ভ্রম রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন। মালবরাজ গিয়াসুদ্দীনের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল; সে সংঘর্ষ নির্ব্বাণ করিতে গিয়া উভয়ে অসংখ্যবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। রাণা সেই সকল যুদ্ধেতেই যবনরাজের উপর জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিহেমল্ল ও সূর্য্যমলের প্রচণ্ড বিক্রমই সেই সকল জয়লাভের প্রধান কারণ। অবশেষে মালবরাজ গিয়াসুদ্দিন জয়লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আপন পূর্ব্বকৃত সমস্ত স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাণার নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য উদারহৃদয় রাণা রায়মল্ল যবনরাজের সেই সন্ধিপত্র গ্রাহ্য করিলেন। তদবধি মিবারেশ্বর এক প্রকার নিষ্কণ্টকে স্বরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কেননা তৎকালে ভারতবর্ষে এমন কোন নৃপতি ছিলেন না যিনি রায়মল্লের অপ্রতিহত প্রতাপ সমক্ষে মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন। এই সকল ঘটনার পর লোড়ীবংশীয় নৃপতিগণ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করিলেন। মিবারের উত্তর প্রান্তরস্থিত প্রদেশ লইয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে রাণাকে কয়েকবার অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাণা রায়মল্ল তিনটী মহাপরাক্রমশালী ধুরন্ধর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নাম সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল। সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সঙ্গ বীরবর বাবরের প্রচণ্ড প্রতিযোগী, পৃথ্বীরাজ তদানীন্তন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহাবীর। কনিষ্ঠ জয়মল্লও বীরত্বে ইহাঁদিগের সমকক্ষ ছিলেন। এই তিন বিক্রমশালী ভ্রাতা যদি সুভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মাতৃভূমির মঙ্গলসাধনে মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যচক্র আজ্ কোন্ দিকে প্রবর্ত্তিত হইত তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব অখণ্ড বিধি-লিখন; সেই জন্যই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিষম বিদ্বেষাপন্ন হইয়া পরস্পরের হৃদয়-শোণিতপান করিতে ধৃতব্রত হইলেন। তাঁহাদের সেই ঘোরতর গৃহ-বিবাদে রাণা রায়মল্লের জীবন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল, তাঁহার রাজ্যের সুখশান্তি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িল। যেন চারিদিকেই ঘোরতর অশান্তি ও অসংখ্য বিপদ প্রতিমুহূর্ত্তে নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের সেই বিবাদনিবন্ধন রায়মল্লের ক্রোধানল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। রাণা দেখিলেন তাঁহার তিনজন পুত্রই অপরাধী; তিনজনই সমান কলহপ্রিয়; সুতরাং আপনার রাজ্যের শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র সঙ্গ সেই ভীষণ অন্তর্বিপ্লব হইতে আত্মজীবন রক্ষা করিবার জন্য আপনি দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন; পৃথ্বীরাজ উৎকট উদ্ধতা-নিবন্ধন রাণা কর্ত্তৃক দেশ হইতে দূরীকৃত হইলেন এবং কনিষ্ঠ জয়মল্ল কোন একটী অন্যায় কার্য্য করাতে অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন। রাজপুতদিগের এই অনর্থকর গৃহ-বিবাদের বিষয় চিন্তা করিলে তাহাদের কঠোর চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। সেই চরিত্রের বিষয় অনুশীলন করিতে গেলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, যখন দেশবৈরীর

বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে অসি ধারণ করিতে হয় না, সেই সময়ে তাঁহারা বিষম অন্তর্বিপ্লবে প্রবৃত্ত হইয়া মূর্খতাবশতঃ স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন।

সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজ সহোদর। তাঁহাদের জননী ঝালবংশীয়। জয়মল্ল তাঁহাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দিল্লির চৌহান নৃপতি বীরবর পৃথ্বীরাজের বিষয় বোধ হয় পাঠক-মাত্রই অবগত আছেন। সেই চৌহান পৃথ্বীরাজের সহিত শিশোদীয় পৃথ্বীরাজের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই পবিত্র নামের যে, কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য আছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। ইহাঁদের উভয়ের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজনকে অপরের প্রতিকৃতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না শিশোদীয় বীরবর পৃথ্বীরাজের বীরচরিত্রে মিবারবাসিগণ এতদূর মুগ্ধ যে, মিবারের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থাতেও তাঁহারা তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বীরাচরণের বিষয় চিন্তা করিয়া দুঃখে কষ্টে যন্ত্রণার বিষদংশন হইতেও অনেক শান্তিলাভ করিতে পারেন। কোন কোন দিন মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া যখন শিশোদীয়গণ একত্রে ভোজন করিতে বসেন, অথবা নিদাঘকালের সন্ধ্যাসময়ে সুশীতল সমীরণ সেবন করিবার অভিপ্রায়ে উচ্চ সৌধ-চূড়ে গালিচা বিস্তার পূর্ব্বক একত্রে উপবিষ্ট হয়েন, এবং সুরভি কুসুমরস পান অথবা তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে ভট্টমুখে বীরবর পৃথ্বীরাজের বিক্রমকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে থাকেন; তখন তাঁহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। যাহাহউক সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি সঙ্গের চরিত্র সময়ে সময়ে পৃথ্বীরাজের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া অনুমান হয়। উভয়েই সমান বীর ও সাহসী বটে; কিন্তু সঙ্গের সাহস ও বিক্রম বিবেকশক্তিদ্বারা নিয়মিত হইত। পৃথ্বীরাজ নিরন্তর যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত, তিনি মুহূর্ত্তের জন্য অসি কোষস্থ রাখিতে ভাল বাসিতেন না। সেই অসির সাহায্যে আপনার অদৃষ্টের পথ পরিষ্কার করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি দিবারাত্রি বলিতেন "বিধাতা আমাকে মিবারের শাসনকর্ত্তা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।" সঙ্গ জ্যেষ্ঠ;—অগ্রজন্মতার অনুরোধে তিনি চিতোর-সিংহাসন অধিকার করিবার ন্যায়মত যোগ্য পাত্র। উদ্ধতস্বভাব পৃথ্বীরাজের জন্য তিনি সে স্বত্ব ভোগ করিতে পারিতেন না। ফলতঃ কে যে চিতোর-সিংহাসন অধিকার করিবে, তদ্বিষয় লইয়া রাণা রায়মল্লের পুত্রত্রয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল; প্রত্যেকেই আপন আপন স্বার্থ উদ্ধার করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

একদা বিবদমান ভ্রাতৃত্রয় আপনাদের পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের সহিত চিতোরের উত্তরাধি-কারিত্ব-বিষয়ে নানাপ্রকার তর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে জ্যেষ্ঠ সঙ্গ ধীরে ধীরে বলিলেন "ন্যায়মত আমিই মিবারের দশসহস্র নগরের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তোমরা আমার স্বার্থের বিরোধী হইতেছ; এক্ষণে এ বিবাদের মীমাংসা সহজে হইবার উপায় নাই; তবে যদি তোমরা নাহরা মুগরার * চারণী দেবীর পরিচারিকার গণনার উপর

* নাহরা মুগরা উদয়পুরের পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত।

বিশ্বাস কর, তাহা হইলে সকল বিবাদেরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে। যদ্যপি সম্মত হও, তাহা হলে চল তাঁহারই নিকট গমন করা যাউক। কিন্তু অগ্রে এই প্রতিজ্ঞা কর যে, তিনি যাহাকে মনোনীত করিবেন, তিনিই চিতোর-সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।" সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন এবং বিজ্ঞ সঙ্গের বাক্যের অনুমোদন করিয়া চারণী দেবীর নিভৃত বাসভবনে গমন করিলেন। সেই নির্জ্জন পর্ব্বতকন্দর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল একখানি মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। সম্মুখে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত ছিল। সঙ্গ তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের পিতৃব্য সূর্য্যমল্ল সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনের উপর আপনার একটী জানু স্থাপন করিয়া বসিলেন। পৃথ্বীরাজ সেই যোগিনীর নিকটে আপনাদের মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিবামাত্র সন্ন্যাসিনী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম দেখাইয়া দিলেন। তাহাতে সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সঙ্গই রাজা হইবেন এবং সূর্য্যমল সেই রাজ্যের কিয়দংশ ভোগ করিবেন। পৃথ্বীরাজ আপন অসি কোষোন্মুক্ত করিয়া অমনি সঙ্গের মস্তকচ্ছেদন করিতে গেলেন। সূর্য্যমল্ল সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পৃথ্বীরাজের আঘাত নিষ্ফল করিয়া দিলেন।

এদিকে চারণীদেবীর পরিচারিকা আত্মরক্ষার জন্য দূরে পলায়ন করিলেন। তখন পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্লকেই আক্রমণ করিলেন। সেই মন্দিরাভ্যন্তরে উভয়ে ঘোরতর দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সে যুদ্ধ অল্পে প্রশমিত হইল না; তাহাতে উভয়েই অসংখ্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অনর্গল শোণিতমোক্ষণে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সঙ্গ একটী শর ও পাঁচটী তরবারের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সে স্থল হইতে পলাইয়া গেলেন; শরাঘাতে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। সেই বিষম দ্বন্দস্থল হইতে পলায়ন করিয়া তিনি চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের দিকে ধাবিত হইলেন এবং শিবান্তি নগরের মধ্যে দিয়া যাইতে যাইতে উদাবৎ বংশীয় বিদানামক জনৈক রাজপুতের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিদা বিদেশ-যাত্রায় প্রস্তত হইয়া আপনার সজ্জিত অশ্বোপরি আরোহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সঙ্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সদাশয় বিদা অমনি তাঁহাকে অশ্ব হইতে নামাইয়া লইলেন। ইত্যবসরে জয়মল তীব্রবেগে তুরঙ্গ তাড়িত করিতে করিতে তাঁহদিগের সম্মুখীন হইয়া সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। শরণাগত সঙ্গের জীবন রক্ষা করিবার জন্য বিদা জয়মল্লের অক্রমণ ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিলেন; অবশেষে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এদিকে সঙ্গ সেই অবসরে অন্যত্র পলায়ন করিলেন।

ক্ষত হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া শরীরে পুনর্ব্বার বলপ্রাপ্ত হইলে তেজস্বী পৃথ্বীরাজ আপন প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দী অগ্রজ সঙ্গের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে সঙ্গ তাহা জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থে ছদ্মাকারে নানা গুপ্তস্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহার কষ্ট ও দুর্দ্দশার সীমাপরিসীমা ছিলনা। যে সঙ্গ রাজপুত্র, যিনি বিশাল মিবার রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী; আজি কিনা তিন

আত্মজীবন রক্ষা করিবার জন্য অনাথ ও নির্ব্বাসিতের ন্যায় অতি দীনভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। হীনাবস্থ সঙ্গ অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া কতকগুলি ছাগ-পালকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তিনি ছাগল চরাইতে পারিতেন না বলিয়া তাহারা তাঁহাকে তাড়না করিত, আশ্রয় হইতে তাড়াইয়া দিত, আবার তাঁহার অনুনয়বিনয় দেখিয়া তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিত; এবং পশুচারণে অপটু জানিয়া গোধূমচূর্ণের পিষ্টক প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিত; কিন্তু তিনি তাহাও পারিতেন না। সুতরাং রাখালগণ তাঁহাকে "খাইতে জান, তৈয়ারি করিতে জান না" বলিয়া নিরন্তর তিরস্কার করিত। সঙ্গ এইরূপ দীনদশায় দিনযামিনী যাপন করিতেছেন, এমন সময় একদা কতিপয় রাজপুত আসিয়া তাঁহাকে কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও একটী ঘোটক প্রদান করিল এবং তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া শ্রীনগরের * রাও করিমচাঁদ নামক জনৈক সর্দ্দারের নিকট গমন করিল। করিম চাঁদ প্রমারবংশীয়; তিনি দস্যুব্যবসায়ী ছিলেন। সঙ্গ তাঁহার দলভুক্ত হইয়া তদবলম্বিত বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। দৈনন্দিন লুণ্ঠনব্যাপার সমাপনান্তে একদা সঙ্গ বিশ্রামলাভার্থ একটী বটবৃক্ষের ছায়াতলে আপন তুরঙ্গ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় সকোষ তরবারের উপর মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক অচিরে বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে লীন হইয়া পড়িলেন। সেই বৃক্ষের অপর প্রান্তে অদূরে জয়সিংহ, বালীয় ও জৈমু সিন্দিল নামক দুইজন অতি বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে তাহাদিগের অশ্বত্রয় নিকটে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই বিশাল বটবৃক্ষের ঘন পত্রজাল ভেদ পূর্ব্বক সূর্য্যের একটী তীক্ষ্ণ রশ্মি সঙ্গের মুখমণ্ডলে পতিত হইয়া অল্পে অল্পে কম্পিত হইতেছিল। সেই রৌদ্রতাপ অনুভব করিয়া একটী বৃহৎ ভুজঙ্গ সুষুপ্ত সঙ্গের মস্তকোপরি আপন বিস্তৃত ফণা ধীরে ধীরে উত্তোলন করিতেছিল। তদ্দর্শনে দেবী† নামক একটী শুভশংসী বিহঙ্গ সেই প্রকাণ্ড ফণীর ফণোপরি আরোহণ করিয়া উচ্চরবে চীৎকার করিতে লাগিল। মারু নামক জনৈক শকুনবিদ অজপালক উক্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিল এবং সঙ্গকে সুপ্তোত্থিত হইতে দেখিয়া সবিনয়ে তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদান করিল; কিন্তু চতুর সঙ্গ কৃত্রিম বিরক্তির সহিত তৎপ্রদত্ত প্রণামবন্দনা অস্বীকার করিলেন। মারু, প্রামার করিমচাঁদকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিল। করিমচাঁদ সমস্ত বিষয় সংগোপনে রাখিয়া সঙ্গের করে আপনার দুহিতাকে অর্পণ করিলেন এবং যতদিন না সঙ্গ পিতৃসিংহাসন লাভ করিতে পারিলেন, ততদিন তাঁহাকে নিজ আবাস-ভবনে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল বিবাদ-বিষবাদের বৃত্তান্ত রাণা রায়মল্লের কর্ণগোচর হইল; তিনি শুনিতে পাইলেন যে, উদ্ধতস্বভাব পৃথ্বীরাজের কঠোর ব্যবহার জন্য তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহাতে তিনি পৃথ্বীরাজের প্রতি অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে আপন সম্মুখে আহ্বানপূর্ব্বক তদীয়

* আজমীরের নিকটে শ্রীনগর স্থাপিত।

† দেবী পক্ষী দেখিতে ঠিক খঞ্জনেরই মত।

অন্যায়াচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া পরিশেষে কহিলেন, "তুমি আমার রাজ্য হইতে দূর হইয়া যাও। তুমি যেরূপ উদ্ধত, সাহসী ও বিবাদপ্রিয়, তাহাতে তুমি অনায়াসে আত্মজীবিকা অর্জ্জন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।" তেজস্বী পৃথ্বীরাজ জনকের এই কঠোর অনুশাসন ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন; তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিষণ্ণ বা কাতর হইলেন না। কেবল পঞ্চজন * অশ্বারোহী অনুচর সঙ্গে লইয়া তিনি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং গদবারের অন্তর্গত বালীয় নামক নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একেত রাণা কুম্ভের শোচনীয় হত্যা-নিবন্ধন মিবার-রাজ্যের সুখশান্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তাহাতে এই অভিনব অন্তর্বিপ্লব হইতে রাজ্যে যেন অরাজকতার আবির্ভাব হইতে লাগিল। বস্তুতঃ মিবারের এক এক প্রদেশ—বিশেষতঃ গদবার জনপদ একবারে অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। গদবার, আরাবল্লির নিকটেই স্থাপিত; সুতরাং সেই পর্ব্বত-নিবাসী অসভ্য মীনগণ নিবিড় গিরি-নিলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদবারের জনস্থান-ভূভাগে পতিত হইয়া দেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। গদবারের রাজধানী নাদোল-নগরে যে রাজকীয় সেনাদল সংরক্ষিত ছিল, তাহাকে আদৌ তাহারা গ্রাহ্য করিত না; পরন্তু সে সেনাদলও তাহাদিগের প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে পারিত না। পৃথ্বীরাজ এতদ্বিবরণ শুনিতে পাইলেন। বলিয়ো-অভিমুখে যাইবার সময় তিনি নাদোল-নগরে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলেন এবং নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য তত্রত্য ওঝা নামক জনৈক বণিকের নিকট আপন অঙ্গুরীয় বন্ধক রাখিতে গেলেন। দৈবের বিচিত্র মহিমা। উক্ত ওঝাই তাঁহাকে সেই অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিয়াছিল, সুতরাং সে তখনই পৃথ্বীরাজকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার ছদ্মবেশধারণের প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া তদীয় অভীষ্ট-সাধনের সমূহ আনুকূল্য দান করিতে তৎসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিল। অতঃপর বীরবর পৃথ্বীরাজ বণিককে আপন দলভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তাহারই পরামর্শানুসারে দুর্বৃত্ত মীনদিগকে দমন করিয়া গদবার-রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিবার সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজ বীর, সাহসী ও তেজস্বী। জনক তাঁহার প্রকৃত গুণের বিষয় চিন্তা না করিয়াই তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন বলিয়া কি তাঁহার পুরুষার্থ নষ্ট হইবে? তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, রাজকুলে জন্মগ্রহণ না করিলেও আপন পুরুষার্থের সাহায্যে অসংখ্য বিঘ্ন ও বিপদ দূরীকরণ করিয়া রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করিতে পারিতেন। আজি জনক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও সেই পুরুষার্থের বলে তিনি সহায়বল অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি সহায়বল প্রাপ্ত না হইতে পারেন, তথাপি নিজ মন্ত্রসাধনে ভীষণতর বিপদকে আলিঙ্গন করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। বীরবর পৃথ্বীরাজ উক্তরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ

* ইহাদিগের নাম যশসিন্দিল, সঙ্গম, অভয়, জক; অপর একজন রাঠোরকুলের ভাদেল গোত্রে সমুদ্ভূত; তাহার নাম ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না।

হইয়া দুরাচার মীনদিগের গ্রাস হইতে গদবাররাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মীনগণ ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিপতি। তাহাদিগেরই হস্তে গিরিসঙ্কুল জনপদসমূহ বিন্যস্ত ছিল; কালক্রমে রাজপুতগণ আপতিত হইয়া বলপূর্ব্বক তৎসমুদয় প্রদেশ হস্তগত করিয়াছেন।

যে সময়ে পৃথ্বীরাজ নাদোল-নগরে উপস্থিত হইলেন; তখন "রাবৎ" উপাধিধারী জনৈক মীনাধিপ নদালয়নামক নগরে আপন রাজপীঠ স্থাপন করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিল। সে এতদূর প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেক রাজপুত পর্য্যন্ত তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ওঝার মন্ত্রণানুসারে পৃথ্বীরাজ সদলে সেই মীনরাজের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। রাজপুত্র হইয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপনপূর্ব্বক তিনি সেই অসভ্য মীনাধিপের সেবায় নিরত হইলেন এবং কি প্রকারে যে গদবাররাজ্য উদ্ধার করিবেন তদুপযোগী শুভাবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হইল। আহেরিয়া অর্থাৎ শবরোৎসব নামে একটী মহোৎসবব্যাপার উক্ত মীনদিগের মধ্যে সমাচরিত হইয়া থাকে। উক্ত উৎসবোপলক্ষে অনুচরগণ কয়েক দিবসের জন্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব পরিবারবর্গের সহিত পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়। পৃথ্বীরাজও তদনুসারে কিছুকালের জন্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই অবসরে আপনার অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নগরের বহির্দ্দেশে আগমন করিয়া তিনি আপন অনুগত রাজপুতদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগকে স্বীয় মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া মীনরাজকে আক্রমণ করিতে কহিলেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইবামাত্র সেই সমস্ত রাজপুত ক্রুদ্ধকেশরি-বিক্রমে অসভ্য মীনদিগের উপর নিপতিত হইল। অল্পকালমধ্যে নগরে মহাগণ্ডগোল পড়িয়া গেল। দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতগণের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া তাহারা ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ নগরের বহির্দ্বারে গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিয়া ঐ সকল ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে বিপ্লব ক্রমে ক্রমে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হতভাগ্য মীনাধিপ অশ্বারোহণে নগরের বহির্দ্দেশে পলায়ন করিল। পৃথ্বীরাজ অমনি তাহার অনুসরণ করিয়া অচিরকালমধ্যে তাহাকে ধৃত করিলেন এবং হতভাগ্যকে সম্মুখস্থ একটী বন্য বৃক্ষে আপন ভল্লদ্বারা একবারে জীবন্ত গাঁথিয়া ফেলিলেন। দুর্ব্বৃত্ত মীনরাজের দুরাকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল। তদনন্তর পৃথ্বীরাজ নদালয় ও তৎসন্নিহিত নগর, গ্রাম ও পল্লিসমূহে অনল সংযোগ করিয়া মীনদিগকে পশুবৎ সংহার করিতে লাগিলেন। তাহারা সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইতে প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল-হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই নিস্তার পাইল না। প্রায় সকলেই পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার অনুচরদিগের হস্তে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারাইল। এইরূপে শুদ্ধ একটীমাত্র দুর্গ ব্যতীত আর সমস্ত গদবার প্রদেশ পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল। যে দুর্গটী তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল, সেটীর নাম দেশুরি; চৌহান মাদ্রেচাগণ কর্ত্তৃক তাহা অধিকৃত ছিল।

অতঃপর মীনদিগের হস্ত হইতে গদবার-রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া বীরবর পৃথ্বীরাজ, ওঝা এবং সদ্দা নামক জনৈক শোলাঙ্কি রাজপুতকে তাহার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত করিলেন। সদ্দা শোলাঙ্কি এই সময়ে সদগড় অধিকার করিয়া ছিলেন। পত্তন-নগরের ধ্বংসের পর তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ এই সকল পর্ব্বতমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সদ্দা পূর্ব্বোক্ত মাদ্রেচা চৌহানের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। সুতরাং তিনি শ্বশুরের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পৃথ্বীরাজের পক্ষে আগমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন না; কিন্তু বিজয়ী রাজকুমার যখন তাঁহাকে দৈশূরী নগর ও তদন্তর্ভুক্ত ভূমিবৃত্তি চিরকালের জন্য প্রদান করিলেন, সদ্দা তখন তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে অগত্যা বাধ্য হইলেন *। এই সমস্ত কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই রাণার গোচরিত হইল। রাণা তখন পৃথ্বীরাজের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনরানয়ন করিলেন।

পৃথ্বীরাজ পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময়ে জয়মল্ল নিহত হইলে তাঁহার সৌভাগ্যের দ্বার পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। এস্থলে আবশ্যকবোধে আমরা জয়মল্লের মৃত্যুবিবরণ প্রকটিত করিতে বাধ্য হইলাম। প্রাচীন তক্ষশীলা † তোডাতঙ্ক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত তোডাতঙ্ক রায় শূরতান নামক জনৈক রাজপুতের হস্তে ন্যস্ত ছিল। যে চৌলুক্য নৃপতিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আনহলবারাপত্তনে আধিপত্য করিয়া-ছিলেন; রাও শূরতান তাঁহাদেরই বংশধর। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যবনবীর আল্লা উদ্দীনের প্রচণ্ড বাহুবল-প্রভাবে শূরতানের পিতৃপুরুষগণ পত্তন হইতে দূরীকৃত হইয়া ভারতের মধ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। তথায় উপনিবিষ্ট হইয়া রাজচ্যুত চৌলুক্যগণ প্রাচীন তক্ষককুলাধিকৃত সেই তোডাতঙ্ক অধিকার করেন; কিন্তু তাঁহাদিগের বংশধরগণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ক্রমান্বয়ে তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে শূরতান রাও প্রসিদ্ধ আফগান বীর লীল কর্ত্তৃক তাহা হইতে দূরীকৃত হইলেন এবং আরা-বল্লির পাদপ্রস্থস্থিত বেদনোর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এক প্রকার সুখেদুঃখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি তারাবাই নাম্নী একটী পরমলাবণ্যবতী দুহিতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই তারাবাই তাঁহার সেই তামসী ঘোর দুঃখনিশার একমাত্র তারকা; তাঁহার দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণার একমাত্র সান্ত্বনা। সময়ে সময়ে যখন নিদারুণ মনোবেদনায় নিপীড়িত হইতেন, তখন তিনি সেই হৃদয়ানন্দদায়িনীর লাবণ্যময় মুখকমল দর্শন করিয়া অনেক পরিমাণে শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিতেন। বলিতে কি, তারাবাই তাঁহার জীবনের জীবন, আশার আশা; দগ্ধ হৃদয়মরুর শান্ত্বা স্রোতস্বিনী। তারাবাই আজন্ম দুঃখের ক্রোড়ে লালিতা। তিনি রাজনন্দিনী—গৌরবশালী পবিত্র শোলাঙ্কিকুলের ফুল-

* এই ভূমিবৃত্তির দানপত্রের সূচনাতেই পৃথ্বীরাজ আপন বংশীয়দিগকে দিব্য দিয়াছেন যে, যেন তাহারা সেই ভূমিবৃত্তি ফিরিয়া না লয়েন। সুখের বিষয়, তাঁহার বংশধরগণ তদীয় আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছেন।

† প্রাচীন তক্ষকগণ যে, স্থপতিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহার যাথার্থ্য তক্ষশীলা নগরের প্রাসাদমন্দিরাদি দর্শন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে। উক্ত নগর যদিও এখন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত, তথাপি তাহার ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে তাহার প্রাচীন গৌরবের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

সরোজিনী; কিন্তু ভাগ্যদোষে আজি তাঁহার পূর্ব্ব গৌরবের কিছুই নিদর্শন নাই। তারাবাই শৈশবে যখন পিতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিতেন; শূরতান তাঁহাকে আপন পিতৃপুরুষগণের গৌরবগরিমার নানা গল্প বলিতেন; বালিকা তারা অবহিত মনে শুনিতেন। সেই সকল গল্প—শৈশবের সেই পিতৃ-কথিত মনোহর উপন্যাস তাঁহার হৃদয় হইতে কিছুতেই অন্তরিত হয় নাই। ক্রমে জ্ঞানের উদ্রেক হইলে, তিনি আপন পিতৃপুরুষদিগের সহিত আপনাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিতেন;—হৃদয়ে তৃপ্তি হইত না। সেই সুকুমার বয়সেই তারার হৃদয়ে চিন্তাকীট প্রবেশ করিল। সেই অরুন্তুদ কীটের দারুণ দংশনে তিনি এক একবার অধীর হইয়া পড়িতেন; অধীর হইয়া তিনি আপন অদৃষ্টকে শত সহস্র ধিক্কার প্রদান করিতেন। যাহা হউক, সেই অল্প বয়স হইতেই রমণীর বেশভূষায় এবং আচার ব্যবহারে তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। তিনি পুরুষোচিত বেশ পরিধান-পূর্ব্বক অশ্বারোহণ এবং করে ধনুর্ব্বাণধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে উক্ত উভয় বিদ্যায় তাঁহার এতদূর ব্যুৎপত্তি জন্মিল যে, দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে করিতে তিনি অব্যর্থ সন্ধানে বাণনিক্ষেপ করিতে পারিতেন। রাও শূরতান যে কয়েক বার তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিবার উদ্যম করেন, বীরনারী তারা সেই কয়েকবারই একটী প্রচণ্ড কান্তিধারী ঘোটকে আরোহণ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রণাভিনয় দর্শন করিয়া অনেক সুদক্ষ যোদ্ধারও মস্তক অবনত হইয়াছিল; অনেক যবনসৈনিক তাঁহার অব্যর্থ শরসংঘাতে শমনের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিল। এই বীরযুবতীর অদ্ভুত বীরত্বের বিবরণ ক্রমে সমস্ত রাজস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অনেক রাজপুত সেই রমণীরত্ন-লাভের আশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু শূরতানের পণবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। রাও শূরতান পণ করিয়াছিলেন যে, "যে রাজপুত যবনদিগের হস্ত হইতে তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিতে পারিবেন; তিনিই পুরস্কারস্বরূপ তারাকে প্রাপ্ত হইবেন।" অবশেষে জয়মল্ল সাহসে ভর করিয়া বেদনোরে আসিলেন এবং তারাবাইয়ের পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু বীরনারী তারা সদম্ভে বলিলেন "তোডা উদ্ধার করুন, তবে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।" জয়মল্ল তাহাতেই সম্মত হইলেন; কিন্তু একমাত্র অপকর্ম্মেতেই তিনি লাবণ্যবতী রমণীকে লাভ করিতে পারিলেন না। তারাবাইয়ের রূপে তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিয়াই মূর্খতাবশতঃ অন্যায় উপায়ে তাঁহাকে অগ্রে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শূরতান তাহাতে তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। ভট্টগণ এস্থলে বর্ণন করিয়াছেন, "তারা জয়মল্লের অদৃষ্টাকাশের অনুকূল তারা হইল না।"

যৎকালে উক্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়, তখন সঙ্গ অজ্ঞাতবাসে অবস্থিত; পৃথ্বীরাজও নির্ব্বাসিত; সুতরাং জয়মল্লকেই সকলে মিবারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই জয়মল্ল দুর্ভাগ্যবশতঃ শূরতানের হস্তে নিহত হইলেন। ইহাতে রায়মল্লের হৃদয়ে ক্রোধ ও জিঘাংসার উদয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সভাসদ্গণ

জয়মল্লের মৃত্যুর বিবরণ রাণাকে বিজ্ঞাপন করিয়া শূরতানের আচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য বারম্বার উৎসাহিত করিলে, রাণা উদারভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন "যে মূর্খ এরূপ অযোগ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা একজন সম্ভ্রান্ত—বিশেষতঃ বিপন্ন রাজপুতকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আপনার দুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে।" উদারহৃদয় রাণা রায়মল্ল এইরূপ মাহাত্ম্য-সূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না, এমন কি সেই শোলাঙ্কী সর্দ্দারকে বেদনোর জনপদ ভূমিবৃত্তিস্বরূপ প্রদান করিলেন।

যে সময়ে হতভাগ্য জয়মল্ল রোষপরিতপ্ত শূরতানের হস্তে নিহত হইলেন। বীরবর পৃথ্বীরাজ সেই সময় মারবাররাজ্যে নির্ব্বাসিত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিলেন; কিন্তু সে বিবাসিত অবস্থায় আর তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য মীনদিগের হস্ত হইতে গদবার-রাজ্য উদ্ধার করায় তিনি অচিরে পিতার স্নেহচক্ষে পতিত হইলেন। রায়মল্ল তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনরানয়ন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার অসীম বীরত্ব ও যশোভাতি সমগ্র রাজস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রূপলাবণ্যবতী তারা ইতিপূর্ব্বে পৃথ্বীরাজের সেই অতুল বীরত্বের বিবরণ শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পৃথ্বীরাজ স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন, শুনিয়া তারার আনন্দের সীমাপরিসীমা রহিল না। এদিকে পৃথ্বীরাজ পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াই বীরনারী তারার বিবরণ শ্রবণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তারা-লাভের আশা বলবতী হইয়া উঠিল। সেই আশার মোহন মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া তিনি বেদনোর-নগরে স্বীয় জীবনতোষিণীকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাও শূরতান তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। চিত্তবিনোদিনী তারা অচিরকাল মধ্যে পৃথ্বীরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন। উভয়েরই হৃদয়ে কত আশা—কত সুখময়ী চিন্তার উদয় হইল। পৃথ্বীরাজ শূরতান সমক্ষে আপন মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের কোন চিন্তা নাই। দুর্বৃত্ত যবনদিগকে আমি অচিরেই তোডাতঙ্ক হইতে দূর করিয়া দিতেছি; দেখিবেন, আর সপ্তাহ পরে উক্ত নগরে মুসলমানের সামান্য চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইবে না।" বিদায়কালে বীরবর পৃথ্বীরাজ লাবণ্যবতী তারাবাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং প্রেমগদ্গদ স্বরে সুধাসিক্ত বচনে বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার লাভের আশাতেই আমি এই কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অগ্রসর হইতেছি, দেখিও আশা যেন বিফল হয় না।" তারাবাই ধীরনম্র বচনে উত্তর করিলেন, "বীরবর! এ হৃদয় আপনারই, আপনারই জন্য অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও ইহা এখনও অটুট রহিয়াছে; এক্ষণে নিবেদন, যে কঠোর ব্রত ধারণ করিলেন, সর্ব্বতোভাবে তাহা উদ্‌যাপন করিতে যত্নবান হউন; দুরাচার যবনদিগকে দূর করিয়া দিন—প্রকৃত রাজপুত বীরের পরিচয় প্রদান করুন।" পৃথ্বীরাজ আপন মন্ত্রসাধনের উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাহা অচিরে উপস্থিত হইল। মুসলমানদিগের মহরমের

সময় নিকটে সমাগত হইলে পৃথ্বীরাজ পাঁচ শত নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সৈনিক সমভি-ব্যাহারে তোডাতঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীরনারী তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জীভূত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—রণচণ্ডী আজি পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া যবন-দলনের ভীষণ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন! কে আজ যবনদিগকে রক্ষা করিবে?

তাঁহারা যখন তোডাতঙ্ক-নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন যবনগণ তাজিয়া লইয়া মহা সমারোহে দুর্গ হইতে বহির্গত হইতেছিল। পৃথ্বীরাজ সদলে তাহাদের দল মধ্যে মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া যবনগণ প্রথমতঃ বিশেষ সন্দেহ করিল না; সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগের অভীষ্ট-সাধনের উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাজিয়া ক্রমে প্রাসাদের সম্মুখভাগ দিয়া বাহিত হইল। সেই প্রাসাদের বারান্দার উপর যবনরাজ বেশভূষা পরিধান করিতেছিলেন; অপরিচিত অশ্বারোহিদিগকে দর্শন করিয়া তিনি মনে মনে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বিষম সন্দেহের আবির্ভাব হইল। তিনি সেই অপরিচিত রাজপুতদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন, এমন সময়ে বীরনারী তারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী তীর নিক্ষেপ করিলেন; সেই সঙ্গে পৃথ্বীরাজও আপন হস্তস্থ ভীষণ শূল প্রক্ষেপ করিয়া হতভাগ্য আফগানকে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। অমনি যবনদলের মধ্যে মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই আকস্মিক ভয়ে অভিভূত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ নিজ দলবলসহ যবনদিগের উপর নিপতিত হইলেন এবং নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের সকলকে সংহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা নগরের তোরণ-দ্বার-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। একটা রণোন্মত্ত প্রচণ্ড মাতঙ্গ বিকট শুণ্ড আস্ফালন পূর্ব্বক দ্বার-পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। বীররমণী তারা একখানি বিশাল কুঠার লইয়া অচিরে সেই গজেন্দ্রের শুণ্ডচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া শ্রবণ-ভৈরব শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সেই প্রকাণ্ড রণ-হস্তী দূরে পলায়ন করিল। তখন যবনগণ চরমসাহসে উত্তেজিত হইয়া ভীম-বিক্রমের সহিত পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিল। অচিরে উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ প্রচণ্ড কেশরীর ন্যায় যবনদিগকে দলিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলে পরাভূত হইয়া ছত্রভঙ্গে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু কোথায় পলায়ন করিবে? এ জগতে হতভাগ্যদিগের আর আশ্রয়স্থান কোথায়? কে তাহাদিগকে বীরবর পৃথ্বীরাজের জ্বলন্ত ক্রোধানল হইতে রক্ষা করিবে? ফলতঃ যবনগণ যেদিকে পলায়ন করিল, পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার অনুচরগণ সেই দিকেই তাহাদের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিয়া বীরবর পৃথ্বীরাজ আপন ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন এবং তাহার ফলস্বরূপ সুরসুন্দরী তারাবাইকে প্রাপ্ত হইলেন।

যে ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের কুটিল তরঙ্গে পতিত হইয়া সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল, ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, চতুর সূর্য্যমল্লই তাহার সমুদ্ভাবন করেন। যে

দিন চারণী দেবীর পরিচারিকার মুখে তিনি অবগত হইলেন যে, তাঁহার অদৃষ্টে চিতোর লাভ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইল, সেই দিন হইতে মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সে আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই আশাই যেন মধুর বাক্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিত। অবশেষে সেই আশার মোহন-মন্ত্রে প্রণোদিত তিনি অভীষ্ট লাভের জন্য শত সহস্র বিপদকে অম্লান বদনে আলিঙ্গন করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ যখন স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন, তখন সূর্য্যমল্লের অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে একটী প্রচণ্ড প্রতিরোধ স্থাপিত হইল। সেই প্রতিরোধ দূরীকরণ করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া সারঙ্গদেব নামা জনৈক রাজপুতের সহিত মিলিত হইয়া তিনি মালবপতি মজাফরের নিকট গমন করিলেন। যবনরাজ মজাফর তাঁহাদের সহায়তা করিবার জন্য একটী সেনাদল প্রেরণ করিলেন। সেই সেনাদলের সাহায্যে সূর্য্যমল্ল মিবারের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত প্রদেশ আক্রমণ করিলেন এবং অল্পসময়মধ্যে সদ্রি, বাটুরো এবং নাই ও নিমচের মধ্যবর্ত্তী একটী বিশাল প্রদেশ হস্তগত করিয়া চিতোর পর্য্যন্ত অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাণা রায়মল্ল আর ক্ষমা করিলেন না। দুর্দ্ধর্ষ সূর্য্যমল্লের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ না করিয়া তিনি আর মুহূর্ত্তকাল শান্তি-সম্ভোগ করিতে পারলেন না। তাঁহার নিকট যে অল্পসংখ্যক সৈন্য অবস্থিত ছিল; রাজদ্রোহিদিগের যথোচিত দণ্ড প্রদান করিবার জন্য তৎসহকারেই তিনি চিতোর হইতে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। চিতোরের সন্নিহিত গাম্ভিরীনদীর তীরে উভয় দলে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল ক্রমে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাণা স্বয়ং অসিধারণ করিয়া সামান্য সৈনিকের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবিরাম অসিচালনের পর তিনি দ্বাবিংশতি অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত; দ্বাবিংশতি ক্ষতস্থল দিয়া অবিরলধারে শোণিতধারা নির্গত হইতেছে; তথাপি তাঁহার বিরাম নাই—তথাপি তাঁহার শ্রান্তি নাই। ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার মূর্চ্ছাগমের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশিত হইল। সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ এক সহস্র পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সৈনিক লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন এবং রাণাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্তরিত করিয়া ভীমবিক্রমের সহিত শত্রুদলের সম্মুখীন হইলেন। ভীষণ প্রতিযোগী সূর্য্যমল্লকে অনুসন্ধান করিয়া বীরবর পৃথ্বীরাজ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় শত্রুদল মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ বিশারদ সূর্য্যমল্ল অচিরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন পৃথ্বীরাজ প্রচণ্ড আস্ফালন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অচিরে উভয়ে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যমল্লের দেহ অসংখ্য ক্ষত-চিহ্নে সজ্জীভূত হইল; তথাপি তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল; উভয় দলের অনেক সৈন্য সমরক্ষেত্রে শয়ন করিল; কিন্তু কোন পক্ষেরই জয়পরাজয়ের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। অতঃপর সকলেই রণাভিনয়ে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া সে দিবস রণস্থল হইতে স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগত হইলেন।

শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রণশ্রান্তি দূর করিয়া বীরবর পৃথ্বীরাজ স্বীয় পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে উভয়ে যেরূপ আলাপসম্ভাষণ হইল, তাহার বিবরণ * পাঠ করিলে আর্য্যবীর রাজপুতদিগের অসীম মাহাত্ম্যের প্রদীপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জগতের ইতিহাসে অন্য কোন জাতির চরিত্রে এরূপ মাহাত্ম্যের প্রকৃত প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয় না। বাস্তবিক রাজপুতের জীবনের সহিত এরূপ মাহাত্ম্য যেন একত্রে জড়িত। যে দিন এ মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইবে, সেই দিন রাজপুত নাম জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে। হায়! সে দিনের কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাহা হউক পৃথ্বীরাজ পিতৃব্যের ক্ষুদ্র পটগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সূর্য্যমল্ল একটী সামান্য শয্যার উপর শায়িত; তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত, একজন নাপিত সেই সমস্ত ক্ষতস্থল ধৌত করিয়া সীবনপূর্ব্বক তদুপরি পটবন্ধনি স্থাপন করিতেছে। যে ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার প্রচণ্ড প্রতিযোগী, যাহা হইতে তিনি এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, যাঁহাকে রণস্থলে নিপাতিত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজি তাঁহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া বীর-হৃদয় সূর্য্যমল্ল শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথাবিহিত সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। উভয়ের আকার ও ইঙ্গিতে এরূপ ভাব প্রতীয়মান হইল, যেন তাঁহাদের মধ্যে কখনও কোন প্রকার দ্বন্দ্ব বা বিবাদ উপস্থিত হয় নাই; যেন সূর্য্যমল্ল সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময়। শয্যা হইতে উত্থিত হইবার সময় চাড় লাগিয়া তাঁহার ক্ষতমুখ-সমূহ পুনর্ব্বার ফাটিয়া গেল; অমনি তন্মধ্য হইতে রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পৃথ্বীরাজের হৃদয়ে আঘাত লাগিল; কিন্তু সূর্য্যমল্লের মুখমণ্ডলে কোনরূপ কষ্টের চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বীরাজকে আসনে উপবেশিত করিলেন। তদনন্তর উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল।

পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "কাকা! আপনার ক্ষতগুলি কেমন আছে?"

সূর্য্য। "বৎস! তোমাকে দেখিয়া আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে, আমি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছি।"

পৃথ্বী। "কাকা আমি দেওয়ানজীর † সহিত এখনও সাক্ষাৎ করি নাই, আপনাকে দেখিবার জন্যই তাড়াতাড়ি এখানে আসিলাম; কিন্তু আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি; আপনার নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য আছে?"

সূর্য্যমল্ল সাতিশয় আনন্দিত হইলেন; অচিরে পানভোজনাদি সজ্জিত হইল। উভয়ে একপাত্রে ভোজন করিলেন; পৃথ্বীরাজের কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না; এমন কি বিদায়-কালে তাম্বুলচর্ব্বন * করিতেও তিনি অণুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। পিতৃব্যের নিকট

---

* সূর্য্যমল্লের উত্তরকালে যে ঝালা সর্দ্দার সত্রিতে আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তকাগারস্থ একখানি পাণ্ডুলেখ্যে এই বিবরণ বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত আছে।

† রাণা ভগবান্ এক লিঙ্গের দেওয়ান বলিয়া প্রায়ই 'দেওয়ান' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বিদায় লইবার সময় পৃথ্বীরাজ ধীর নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, কাকা! কল্য প্রাতে আপনাতে আমাতেই যুদ্ধ শেষ করিব?"

সূর্য্য। "উত্তম্। তবে, বৎস, খুব প্রাতে আসিও।"

রজনী প্রভাত হইল। ঊষার সুষমাময় রক্তিমরাগ পূর্ব্ব গগনে বিলীন হইতে না হইতেই পৃথ্বীরাজ ও সূর্য্যমল্ল প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তখন পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্র কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করিলেন না। স্নেহ, মমতা, দয়া প্রভৃতি সকল প্রকার সুকুমারগুণে জলাঞ্জলি দিয়া স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য সকলেই পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইলেন। সে দিন সারঙ্গদেবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিলেন। ভীষণ বলসহকারে অবিরাম অসি চালন পূর্ব্বক তিনি পৃথ্বীরাজের সেনাদলকে মথিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পঁয়ত্রিশটী অস্ত্রক্ষতে সজ্জিত হইল। সেই ভয়াবহ সময়ে উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য পতিত হইল; এমন কি প্রত্যেক রাজপুতকুলেরই অগণ্য বীর সমরাঙ্গণে শয়ন করিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যেই রাশি রাশি তরবার, শেল, শূল ও ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র স্তূপীকৃত হইল। বিদ্রোহিদল বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিলেও কিছুতেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিল না। পৃথ্বীরাজের ভীষণবল সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্রি-নগরের অভিমুখে পলায়ন করিল। বিজয়-গৌরবের হেম-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া বীরবর পৃথ্বীরাজ চিতোরনগরে প্রত্যাগত হইলেন। সে যুদ্ধে তাঁহার শরীর সপ্তস্থলে ক্ষত হইয়াছিল। পরাজিত হইয়াও বিদ্রোহী সূর্য্যমল্ল জীবনতোষণী আশাকে বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। যে আশার মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি কঠোরতর কষ্ট ও বিপদকে অম্লানবদনে আলিঙ্গন করিয়াছেন; যাহার সাফল্য সাধন করিবার জন্য আজ্ তিনি আপনার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সে আশাকে—জীবনের জীবনস্বরূপিনী সেই আশাকে তিনি কেমন করিয়া ত্যাগ করিবেন? ফলতঃ তিনি বার বার পরাজিত ও অপমানিত হইয়াও কিছুতেই চিতোর-লাভের আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না এবং যাহাতে তাহা ফলবতী হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিবার জন্য অহোরাত্র যুদ্ধ-সজ্জাতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অনেক দিন অতীত হইয়া গেল। পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র অনেকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। সূর্য্যমল্লের অদম্য সাহস ও অধ্যবসায় কিছুমাত্রই ব্যাহত হইল না। তাঁহার সহিত পৃথ্বীরাজের যখনই সাক্ষাৎ হইত; তেজস্বী পৃথ্বিরাজ তখনই সদম্ভে বলিতেন "আমার শিরায় যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইবে; ততক্ষণ আপনাকে মিবারের সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি অধিকার করিতে দিব না।" সূর্য্যমল্ল সেইরূপ কঠোরস্বরে বলিতেন

---

* বিশ্বাসঘাতক ও নৃশংসব্যক্তিগণ প্রায়ই তাম্বূলের সহিত বিষ অথবা বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকে। এরূপ উদাহরণ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

"তোমার শয়ন করিতে যতটুকু ভূমি লাগিবে, তাহার অধিক পরমাণু-পরিমাণেও অধিকার করিতে পারিবে না।" আশার সোহাগে ভুলিয়া বিমূঢ় সূর্য্যমল্ল ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত উক্তরূপ রূঢ় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন বটে; কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীয় মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেন না। তেজস্বী ভ্রাতুষ্পুত্রের ভীষণ ভ্রুকুটি-বিক্ষেপ হইতে তাঁহাকে সদাসর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিতে হইত। তিনি যেখানে পলায়ন করিতেন, পৃথ্বীরাজ সেইখানেই তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেন। ফলতঃ পৃথ্বীরাজের ভয়ে তাঁহাকে সদাসর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। এইরূপে একস্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে করিতে সূর্য্যমল্ল একদা বাটুরা নামক গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার নিভৃততম প্রদেশে বনপাদপসমূহের বিশাল শাখাপল্লবের সাহায্যে একটী কুটির নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই নিবিড় বন-ব্যবধানের মধ্যে তাঁহার সৈনিক ও ঘোটকসমূহও সংগুপ্ত রহিল। সূর্য্যমল্ল একদা নিশাকালে সেই গভীরতম প্রদেশে সারঙ্গদেবের সহিত একত্রে উপবিষ্ট হইয়া অগ্নি সেবন করিতে করিতে যুদ্ধ বিষয়ের নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে অসংখ্য অশ্বের পদধ্বনি ও হ্রেষারবে সেই নৈশ গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। অমনি সেই সঙ্গে তাঁহাদের কথোপকথনের স্রোতও সহসা প্রতিরুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে চমকিত হইলেন। ভয়বিহ্বল নেত্রে সারঙ্গদেবের দিকে চাহিয়া সূর্য্যমল্ল বলিয়া উঠিলেন "আর কেহই নহে—ঐ পৃথ্বীরাজ আসিতেছেন!" তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বীরবর পৃথ্বীরাজ আপনার প্রচণ্ড রণতুরঙ্গকে তীব্রবেগে চালিত করিয়া সসৈন্যে সেই বন-ব্যবধানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অচিরে মহাগণ্ডগোল পড়িয়া গেল। অস্ত্রের ঝনাৎকারে এবং রণোন্মত্ত সৈনিকগণের শ্রবণভৈরব গর্জ্জনে বনমার্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পৃথ্বীরাজ পিতৃব্যের সম্মুখে প্রচণ্ড লম্ফের সহিত ভূমিতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার একটী মাত্র আঘাতেই সূর্য্যমল্ল ভূমিতলে পতিত হইতেন; কিন্তু সারঙ্গদেব তাঁহাকে রক্ষা করিয়া ভৎর্সনা সহকারে পৃথ্বীরাজকে কহিলেন "এখনকার একটী মুষ্টাঘাত পূর্ব্বের বিংশতি অস্ত্রাঘাত অপেক্ষা অধিক অসহ্য।" তাহাতে সূর্য্যমল্ল বলিলেন "সেই অস্ত্রাঘাত যখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হই।" যাহা হউক, সে রাত্রে সূর্য্যমল্ল আর যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া তিনি পৃথ্বীরাজকে ধীরনম্র বচনে বলিলেন "বৎস! যদ্যপি আমি নিহত হই, তাহা হইলে আমার কিছুই ক্ষতি হইবে না। আমার পুত্রগণ রাজপুত; দেশে দেশে লুটপাট করিয়া তাহারা আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে; কিন্তু যদ্যপি তুমি নিপতিত হও, তাহা হইলে চিতোরের দশার কি হইবে? তাহা হইলে আমার মুখে কলঙ্ক-কালিমা পড়িবে; আমি আর কাহারও নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না; আমার নামে চিরকালের জন্ত অপযশ ঘোষিত হইবে।"

যুদ্ধ স্থগিত হইল। পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র স্ব স্ব অসি কোষস্থ করিলেন এবং পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুক্ষণের জন্ত ভুলিয়া গেলেন। তৎপরে

পৃথ্বীরাজ আপন পিতৃব্য সূর্য্যমল্লকে ধীরনম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকা! যখন আমি আসিলাম তখন আপনি কি করিতেছিলেন?"

সূর্য্যমল্ল সস্নেহে উত্তর করিলেন, "বৎস! আর কি করিব? আহারাদি সমাপন করিয়া অনর্থক গল্প করিতেছিলাম।"

পৃথ্বীরাজ। "কাকা! আমার ন্যায় শত্রু আপনার শিয়রে থাকিতে আপনি কি রূপে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন?"

সূর্য্য। "বৎস! আর কি করিব? তুমি আমাকে একেবারে নিঃসম্বল করিয়া তুলিয়াছ; অতএব যেখানে সেখানে হউক মাথা রাখিতে হইবেত?"

উভয়ে কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন। সৈন্যসামন্ত ও অনুচরবর্গ রণশ্রান্তি দূর করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়াই পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্লকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কাকা! ইহার নিকটে যে কালিকা আছেন, আমরা শুনিয়াছি, তিনি নাকি বড় জাগ্রত; অতএব মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, কল্য প্রাতে উঠিয়া তাঁহাকে পূজা দান করিব। আপনি কি আমার সঙ্গে যাইবেন? না, আপনার প্রতিভূ-স্বরূপ সারঙ্গ দেবকেই প্রেরণ করিবেন?"

সূর্য্যমল্ল মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়াই অকপটে বলিলেন "বৎস! শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, অতএব আমি যে যাইতে পারিব, তাহা বোধ হয় না, তবে তুমি যদ্যপি দুঃখিত না হও, তাহা হইলে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ সারঙ্গদেবকেই প্রেরণ করি।" পৃথ্বীরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর রজনী প্রভাত হইলে কালী-পূজার আয়োজন হইল। ক্রমে বলিদানের সময় আসিল। কালিকাদেবীর সম্মুখে একটী মহিষ উৎসর্গ হইলে, ছাগ-বলির উৎযোগ হইতে লাগিল। এমন সময়ে পৃথ্বীরাজ আপন অসি-উদ্যত করিয়া সারঙ্গদেবকে আক্রমণ করিলেন। সারঙ্গদেব নিরস্ত্র ছিলেন না, সুতরাং উভয়ের ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর পরস্পরকে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নে সজ্জিত করিলেন; কিন্তু সারঙ্গদেব পরিশেষে পরাজিত হইলেন, বিজয়ী পৃথ্বীরাজ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া স্বরক্ত মুণ্ড কালিকার ভীষণ খর্পরোপরি স্থাপিত করিলেন। তদনন্তর তিনি পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের কাষ্ঠ-ভবন ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে বাটুরা নগর পুনরধিকার করিয়া লইলেন।

হতভাগ্য সূর্য্যমল্লের মনোবেদনার সীমাপরিসীমা রহিল না। যে আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া তিনি এত কষ্ট—এত যন্ত্রণা স্বীকার করিলেন, তাহার কি হইল? পদে পদে বিপদের ভীষণ অঙ্কুশতাড়ন সহ্য করিতে হইল; ভাই, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, সকলকেই পরিত্যাগ করিতে হইল; তাঁহার নাম চিরকালের জন্য রাজদ্রোহিদিগের কলঙ্ক কালিমায় গভীরতর কলঙ্কিত হইল, তথাপি তাঁহার আশা ফলবতী হইল কৈ? তিনি বুঝিলেন তাঁহার নিতান্ত দুরদৃষ্ট। যাহা হউক, এক্ষণে জীবন-রক্ষার উপায়ন্তর না দেখিয়া তিনি সদ্রি-অভিমুখে পলায়ন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার মনে একটী নূতন চিন্তার উদয় হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি

তিনি সন্ত্রির ভূমিসম্পত্তি স্বয়ং ভোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে এরূপ লোককে দান করিয়া যাইবেন যে, রাজা ইচ্ছা করিলেও কিছুতেই তাহাদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। তদনুসারে ব্রাহ্মণ ও ভট্টদিগকে * তাহা দান করিয়া তিনি মিবারভূমি পরিত্যাগ করিলেন। বিষণ্ণ সূর্য্যমল্ল থনথল নামক মহাবনের ভিতর দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটী ব্যাঘ্র একটী ছাগশিশুকে হরণ করিতে বার বার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সেই শাবক তাহার জননীদ্বারা সংরক্ষিত থাকাতে ব্যাঘ্রের চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হইতেছে না। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র সূর্য্যমল্লের মনে চারণী দেবীর পরিচারিকার ভবিষ্যদ্বাণী সহসা উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, সে স্থানে বাস করিলে কেহই তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিবে না। এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তর আবদ্ধ হওয়াতে সূর্য্যমল্ল সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য আদিম অসভ্য অধিবাসিদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই স্থলে দেবল নামে একটী দুর্গ স্থাপন করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই উক্ত নব দুর্গের চতুঃপার্শ্বস্থিত সহস্র পল্লি তাঁহার হস্তগত হইল। এই রূপে প্রতাপগড় দেবল স্থাপিত হইয়াছিল।

বিজয়ী পৃথ্বীরাজ সগৌরবে ও মহাসমারোহের সহিত স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। রাণা রায়মল্ল তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। যে পৃথ্বীরাজ একদা তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, আজি রাণা তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিলেন এবং পুত্রের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বীরবর পৃথ্বীরাজ সে গৌরব অধিক দিন সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। কপটীর কাপট্যে ও আততায়িতায় তাঁহার পবিত্র জীবনগ্রন্থী অকালে ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের উপর জয়লাভান্তর তিনি কিছুকাল চিতোরে অবস্থিতি করিয়া আপন বাসস্থান কমলমীর দুর্গে প্রতিগত হইলেন। তথায় তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গের অনুসন্ধান করিয়া প্রাণ-প্রতিমা তারার সহিত পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদা তিনি আপন ভগিনীর নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। তাঁহার ভগিনী, শিরোহিপতি † পাভুরায়ের হস্তে সমর্পিতা হইয়াছিলেন। পাভুরায় অতি মাদক-প্রিয় ছিলেন। কুসুমরস অথবা অহিফেন সেবন করিয়া তিনি মত্ততাবেশে প্রতিরজনী যাপন করিতেন। যখন মত্ততা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিত, তখন তাঁহার হিতাহিত

---

* যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব হরণ করে, হিন্দুশাস্ত্র মতে তাহাকে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠারকৃমি হইয়া নরকে অবস্থিতি করিতে হয়। ভাগবতে বর্ণিত আছে—

স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥

সূর্য্যমল্ল যে ভূমিসম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন, তাহা সেই সমস্ত ভিক্ষাজীবী দ্বিজগণের দুরাকাঙ্ক্ষায় একবারে উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি শুদ্ধ একটী নগরী ৫২,০০০ বিঘা উর্ব্বর ভূমির সহিত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবিবেকতাবশতঃই মিবারের অবস্থা আজি এত হীন ও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

† পাভুরায় চোহানের অন্যতম শাখা দেবরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্য নাম জয়মল্ল।

জ্ঞান থাকিত না; তখন তিনি প্রকৃত পশুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনার সহধর্ম্মিণীর প্রতি নানা প্রকার নৃশংস আচরণ করিতেন;—কখনও অযথা গালি বর্ষণ করিতেন; কখন তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন; কখন বা তাঁহাকে সমস্ত রজনী ধূলিশয্যায় শায়িত করিয়া রাখিতেন। রাজনন্দিনীর কুসুম-সুকুমার কলেবর সমস্ত রাত্রি ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত হইত, তাহা দেখিয়াও দুরাচার পাভুরায়ের হৃদয়ে অণুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইত না। সুকুমারী রাজপুতললনা অনেক অনুনয়বিনয় করিতেন, কুপথ হইতে প্রাণপতিকে ফিরাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সকলই নিষ্ফল! তিনি কিছুতেই তাহাকে সেই উন্মার্গ হইতে নিবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না; কিছুতেই তাহার নৃশংস অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। অবশেষে নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে তিনি পৃথ্বীরাজকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে পত্রের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহাতে এই সমস্ত বিবরণ স্পষ্টরূপে প্রকটিত ছিল।

প্রিয়তমা ভগিনীর প্রেরিত পত্র পাইবামাত্র পৃথ্বীরাজ তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার হৃদয় যুগপৎ নিদারুণ দুঃখ ও ক্রোধে বিলোড়িত হইল। দুর্বৃত্ত পাভুরায়ের দুরাচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার নিমিত্ত তিনি অচিরে শিরোহী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং নিশীথকালে ভগিনীপতির প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ থাকাতে পৃথ্বীরাজ সোপান-সাহায্যে প্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া একবারে পাভুর শয়ন-প্রকোষ্ঠে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি স্বচক্ষে হৃদয়ের প্রিয়তমা সহোদরার শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন তাঁহার সুকোমল দেহ কঠিন ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত হইতেছে; নয়নে নিদ্রা নাই; মুখে লাবণ্য নাই; সুকুমারী রাজপুতবালা অনর্গল রোদন করিতেছে। স্নেহময় ভ্রাতাকে সম্মুখে দেখিয়া সরলার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; তিনি রুদ্ধকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং আপনার তরবার পাভুরায়ের গলদেশে স্থাপন পূর্ব্বক তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পতিব্রতা রাজপুতবালা অগ্রজের চরণতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন "ভিক্ষা দিন-ভিক্ষা দিন, আমাকে বিধবা করিবেন না,—বিধবা করিবার জন্য আমি আপনাকে ডাকি নাই।" পাভুরাও করুণ-বাক্যে পৃথ্বীরাজের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজ তাহাকে বলিলেন "যদি তুমি আমার ভগিনীর পাদুকা মস্তকে ধারণ কর;—যদ্যপি তুমি উহার পাদস্পর্শ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি,—তোমার জীবন দান করিতে পারি;" পাভুরায় তাহাতেই সম্মত হইল। অতঃপর পৃথ্বীরাজ তাহাকে ক্ষমা করিয়া বন্ধুভাবে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।—ক্রোধ-জিঘাংসা সকলই প্রশমিত হইল। পৃথ্বীরাজের হৃদয় আবার প্রেমানন্দে উথলিয়া উঠিল; তিনি ভাবিলেন পাভুরায়ও সমস্ত অপমান ভুলিয়া গিয়াছেন।—কিন্তু সেটী তাঁহার ভ্রম; সে ভ্রমেই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিল।—তাঁহার অমূল্য জীবন অকালে বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি পাভুরায়কে চিনিতে পারিলেন না। সে দুরাত্মা যে কুটিল কপটী ও বিশ্বাসঘাতক, তাহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন

না। পাভুরায়ের মৌখিক সমাদরে ও সম্মানে ভুলিয়া তিনি তাহাকে অতি উদার ও সরলহৃদয় বলিয়া মনে করিলেন। পাভুরায় তাঁহাকে পাঁচদিন আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। সরলহৃদয় পৃথ্বীরাজ সানন্দে তাহার সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

পাঁচ দিন আমোদাহ্লাদে অতিবাহিত হইল। ষষ্ঠ দিবস সমাগত হইবামাত্র পৃথ্বীরাজ ভগিনী ও ভগিনীপতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কমলমীর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাভুরায় এক প্রকার উপাদেয় মোদক প্রস্তুত করিতে পারিতেন। শ্যালককে বিদায় দিবার সময় সে কয়েকটী মোদক তাঁহাকে উপহার দিয়াছিল। ক্রূর-হৃদয় নৃশংস পাভু যে তাহাতে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা পৃথ্বীরাজ বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই;—সে বিষয়ে সন্দেহও তাঁহার হৃদয়ে আদৌ উদিত হয় নাই। কমলমেরুর সম্মুখে আসিবামাত্র তিনি ভগিনীপতি-প্রদত্ত মিষ্টান্নের কিয়দংশ ভক্ষণ করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল; হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হইল; ক্রমে ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায় শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। অতি কষ্টে দেবীমাতার মন্দির-প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিলেন না; সুতরাং সেই মন্দির-প্রাঙ্গণেই শুইয়া পড়িলেন এবং জীবন-তোষিণী তারাকে সংবাদ দিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সে জীবনে তিনি জীবন-প্রতিমা তারাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তারা নগর হইতে অবতরণ করিতে না করিতে পৃথ্বীরাজের প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল! ভারতের একটী বিরাট নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া অতল কালসাগরে নিমগ্ন হইল! সমস্ত প্রকৃতি করুণরোলে রোদন করিয়া উঠিল! যেন সমগ্র ভুবন কি এক ভীষণ ভূকম্পনে কম্পিত হইল; যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে কি এক হৃদয়-বিদারক করুণ শোকধ্বনি উদ্গত হইতে লাগিল! পতিপ্রাণা তারা প্রাণপতিকে জীবন্ত দেখিতে পাইলেন না! তাঁহার সেই নির্জীব দেহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি জলন্ত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

রাণা রায়মল্ল এ নিদারুণ পুত্রশোক আর সহ্য করিতে পারিলেন না। যে পৃথ্বীরাজকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি সঙ্গের বিবাসন-দুঃখ—জয়মল্লের নিধন-শোক সহ্য করিয়াছিলেন, যাঁহার অতুল বীরত্বে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন, সে পৃথ্বীরাজকে নিষ্ঠুর শমন অকালে অপহরণ করিল। সেই কঠোর পুত্রশোকানলে জীবন উৎসর্গ করিয়া তিনি প্রাণকুমারের অনুগমন করিলেন। মিবার-রাজ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল! সকলেই পৃথ্বীরাজ ও রাণার শোকে অনুদিন বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রাণা রায়মল্ল যদিও তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন না; তথাপি তাঁহার রাজোপযোগী গুণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অসামান্য সঙ্কট ও বিপদরাশির দূরীকরণ করিয়া তিনি যেরূপ প্রকৃষ্ট প্রণালিক্রমে স্বরাজ্য শাসন এবং রাজযোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন সুদক্ষ নৃপতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রজাবর্গ তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিত এবং সেই জন্যই তাহারা তাঁহার শোকে যারপরনাই অভিভূত হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়।

রাণা সংগ্রামসিংহের সিংহাসনারোহণ ;—মুসলমান সাম্রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা-কীর্ত্তন ;—মিবারের গৌরব ;—সঙ্গের জয়ার্জ্জন ;—ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভারতাক্রমণ-বৃত্তান্ত ;—বাবর কর্ত্তৃক ভারত-আক্রমণ ;—তৎকর্ত্তৃক দিল্লীশ্বরের পরাজয় ও নিধন ;—বাবরের বিরুদ্ধে সঙ্গের যুদ্ধযাত্রা ;—কমুয়ার যুদ্ধ ;—সঙ্গের পরাজয় ;—তাঁহার মৃত্যু ও চরিত্র-বর্ণন ;—রাণা রত্নের সিংহাসনারোহণ ;—তাঁহার মৃত্যু ;—রাণা বিক্রমজিৎ ;—তাঁহার আচরণ ;—সর্দ্দারদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব ;—মালবপতি কর্ত্তৃক চিতোরাক্রমণ ;—চিতোরধ্বংস ;—জহরব্রত ;—মুসলমানগণকর্ত্তৃক চিতোরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ;—চিতোর রক্ষার্থ হুমায়ুনের আগমন ;—চিতোর উদ্ধার করিয়া তৎসিংহাসনে বিক্রমজিৎকে তাঁহার পুনঃস্থাপন ;—সর্দ্দারগণকর্ত্তৃক তাঁহার সিংহাসন-চ্যুতি ;—বনবীরকে মনোনীত করণ ;—বিক্রমাজিতের হত্যা-বিবরণ।

(সংগ্রামসিংহ) সম্বৎ ১৫৬৫ (খৃঃ ১৫০৯) অব্দে চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। তদীয় সুন্দর শাসন-প্রভাবে মিবাররাজ্য সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির শীর্ষস্থানে সমারোহণ করিয়াছিল। ভট্টকবিগণ তাঁহার গুণবর্ণনা করিবার সময় রূপকচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "সঙ্গ মিবারের গৌরচূড়ের শীর্ষস্থানীয় কলসস্বরূপ ছিলেন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় মিবাররাজ্য এ গৌরব অধিক দিন ভোগ করিতে পায় নাই; কেননা সঙ্গের সহিতই সেই গৌরবের পর্য্যবসান হইয়াছিল। বীরবর সঙ্গের মৃত্যুর পর যদিও মিবারের সেই গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির দুই চারিটী চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল; তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইবে যে, সে চিহ্ন অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিমালার ন্যায় স্বল্পকালের জন্য বিরাজ করিয়াছিল।

ইন্দ্রভুবনতুল্য যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর পাণ্ডবদিগের পবিত্র লীলা-নিকেতন-স্বরূপ ছিল; যাহাতে তাঁহাদিগের তুয়ার বংশধরগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, যাহা হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী চৌহান পৃথ্বীরাজের প্রথম ও শেষ সাধনভূমি; তাহা ভারতের কঠোর অদৃষ্ট-লিখনে গজনী, ঘোর, খিলিজি ও লোডীবংশীয় যবন নৃপতিগণের প্রচণ্ড পদাঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে। আজি কালমাহাত্ম্যে তাহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। তাহার বিস্তৃত ছত্রতলে একদা যে বিশাল রাজ্য অবস্থিত ছিল; আজি তাহা অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই সমস্ত রাজ্যের অধিপতিগণ সকলেই প্রচণ্ড এবং সমভাবে হিন্দুবিদ্বেষী।

কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীন স্বল্পমাত্র বল ও বিক্রম ছিল না; সুতরাং মিবারের অধিপতিগণ তাহাদিগকে আদৌ গ্রাহ্য করিতেন না। উক্ত সময়ে দিল্লী ও কাশীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে চারিটী স্বতন্ত্র রাজ্য* স্থাপিত হইয়াছিল। সেই চারিটী প্রদেশের অধীশ্বর নাম মাত্র রাজা। পরন্তু রাণা সংগ্রামসিংহ তাহাদিগকে রাজা বলিয়াই গ্রহণ করিতেন না। মিবার-রাজ্যের বিগত বিপ্লবকালে মালব ও গুর্জ্জরের যবন নৃপতিদ্বয় বিদ্রোহি-দলে সংমিলিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহারা মিবারের কিছুই অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই। অপিচ বীরবর সংগ্রামসিংহ যখন মিবারের বীরপুত্রগণকে রণস্থলে পরিচালিত করিয়াছিলেন; তখন উক্ত গুর্জ্জর ও মালবের নৃপতিদ্বয় তাঁহার প্রচণ্ড তেজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয় নাই। বলিতে কি, রাণা সঙ্গ তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বাভৌম অধিপতি ছিলেন। এমন কি মারবার ও অম্বরের † নৃপতিগণ পূজোপচার প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়ার, আজমীর, শিকড়ি, রাইসিন, কল্পী, চান্দেরী, বুন্দি, গাগরৌণ, রামপুর ও আবু প্রভৃতি প্রদেশের "রাও" উপাধিধারী নৃপতিগণ সামন্ত নৃপতি-স্বরূপ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। বস্তুতঃ সঙ্গ এমনই প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আট সহস্র অশ্বারোহী, উচ্চ পদস্থ সাতজন রাজা, নয়জন রাও এবং "রাওয়াল" ও "রাবৎ" উপাধিধারী একশত চারিজন সর্দ্দার, পাঁচশত রণ-মাতঙ্গ লইয়া তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সঙ্গের বিপদকালে যাঁহারা তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন; সম্পদকালে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও বিস্মৃত হয়েন নাই অর্থাৎ তিনি তাঁহাদের সকলেরই উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া কৃতজ্ঞতার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। তিনি শ্রীনগরের করিমচাঁদকে আজমীরের একটী ভূমিবৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত করিমচাঁদের জগমল নামে একটী পুত্র ছিল; চান্দেরী নামক জনপদ হস্তগত করিবার সময় জগমল বিশেষ আনুকূল্য করাতে রাণা তাঁহাকে রাও উপাধি দান করেন।

বিষম অন্তর্বিপ্লব জন্য রাজ্যের মধ্যে যে মহতী বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হইয়াছিল, রাণা সংগ্রামসিংহ রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কিছুকাল পরেই তাহা সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ করিয়া দিলেন। তিনি যে একজন সাহসী ও অতি বীর্য্যবান্ নৃপতি ছিলেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহা হইলে তিনি আপনার উত্তরাধিকারিত্ব-স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া—রাজপুত্রোচিত সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া কাপুরুষের ন্যায় অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়া ছিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে কাপুরুষতা বা হীনসাহসের কিছুমাত্র পরিচয় পরিলক্ষিত হয় না; বরং ইহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবি-দর্শিতা এবং বীরোচিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি যদি সেই ভাবি-দর্শিতা-

---

* সেই চারিটী রাজ্য—দিল্লি, বিয়ানা, কল্পী ও যাওয়ানপুর।

† অম্বরের যে অধিপতি এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার নাম পৃথ্বীরাজ; তিনি এখনও "রাও" বলিয়া আখ্যাত হইতেন। তাঁহার দ্বাদশ পুত্র হইতে কুশাবহকুলে দ্বাদশটী গোত্র উৎপন্ন হইয়াছে। মোগল-সম্রাট হুমায়ুনের সময় হইতে কুশাবহগণ রাজপুত রাজন্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করে।

বলে মিবারের ভবিষ্য ভাগ্যলিখন পাঠ করিয়া না লইতেন, যদি তিনি অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া স্বার্থ-রক্ষার জন্য পৃথ্বীরাজের সহিত প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন; তাহা হইলে মিবারের যে, ঘোরতর অনিষ্ট সংঘটিত হইত, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সঙ্গ একজন সমর-বিশারদ নৃপতি ছিলেন। তিনি প্রকৃষ্ট রণনীতির অনুসারে আপনার সেনাদলকে সংগঠিত করিয়াছিলেন। সেই সেনাদল লইয়া তৈমুরের বীর বংশধরের সহিত ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তিনি দিল্লী এবং মালবের যবন নৃপতিগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বসমেত অষ্টাদশটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দিল্লীশ্বর ইব্রাহিমলোডী স্বয়ং অসিধারণ করিয়া দুইবার তাঁহার সম্মুখীন হয়েন। বলা বাহুল্য যে, সেই দুই বারই তাঁহাকে সঙ্গের প্রচণ্ড বিক্রমসম্মুখে পরাভূত হইতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঘাটোল্লির শেষ সমরে যবনদল এরূপ ঘোরতররূপে দলিত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে কচিৎ দুই চারিজন প্রাণ লইয়া স্বদেশে পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। উক্ত যুদ্ধে যবনরাজের কোন কুটুম্ব, সংগ্রামসিংহ কর্ত্তৃক চিতোরে বন্দিভাবে আনীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মিবাররাজ্যের সীমা চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তরে বিয়ানার* প্রান্ত-বাহিনী পীলাখাল; পূর্ব্বে সিন্দ নদী; দক্ষিণে মালব এবং পশ্চিমে মিবারের প্রতীচ্য নিবিড় ও দুর্গম গিরিরাজি। এই চতুঃসীমাবদ্ধ মিবার-রাজ্যের শাসন-দণ্ড বীরবর রাণা সংগ্রামসিংহের হস্তে পরিচালিত হইত। এইরূপে সুবিশাল রাজস্থানের বৃহত্তর অংশের শাসনকর্ত্তৃত্বে অবস্থিত হইয়া স্বদেশীয় ও সজাতীয় নৃপতিগণের পূজোপচার ভোগ করিতে করিতে বীরবর রাণা সংগ্রামসিংহ গৌরবের উচ্চতম সোপানে শনৈঃ শনৈঃ আরোহণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে যবনবীর বাবরের শ্রবণ-ভৈরব সিংহনাদ ভারতের পশ্চিমদ্বারে শ্রুত হইল! সে ভীষণরবে সমগ্র ভারতভূমি এক প্রচণ্ড তাড়িতবলে কাঁপিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে রাণা সঙ্গের উন্নতিস্রোত সহসা প্রতিরুদ্ধ হইল। বীরবর বাবর যদ্যপি অক্ষুঃ ও জাক্সারতিসের তীরবর্ত্তী ভীম-বিক্রান্ত উজবেক† ও তাতার সৈন্য লইয়া ভারতভূমে আপতিত না হইতেন; যদি ভারতের ক্ষীণজীবী যবন নৃপতিগণ তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তীর মূলে একত্রিত না হইতেন, তাহা হইলে ভারতের অদৃষ্টচক্র আজি কাহার হস্তে পরিচালিত হইত তাহা কে বলিতে পারে? তাহা হইলে আর্য্যরাজচক্রবর্ত্তীর হৈম-মুকুট আবার হিন্দুর মস্তকে পরিশোভিত হইত; ভারতের বিজয়িনী পতাকা ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে চিতোরের উন্নত দুর্গ-প্রাকারের উপর উড্ডীন

---

* আগরার পঁচিশ মাইল দক্ষিণে বিয়ানা অবস্থিত।

† উজবেক একটী শঙ্কর বর্ণ। তুর্কি, মোগল ও ফিনিক প্রভৃতি কয়েকটী মুসলমানজাতির সমবায়ে ইহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগকে দেখিলে স্বভাবতঃ তুর্কি বলিয়া বোধ হয়। ইহারা পূর্ব্বে শৈবীরিয়ার একটী বৃহত্তর অংশ অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে উজবেকগণ অক্ষুনদীর তীরবর্ত্তী বিশাল প্রদেশে অবস্থিত। [Erskine's Báber, Introduction pp. lix. lx.] ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে ইহারা আপনাদিগের অধিনায়ক উজবেক খাঁর সময়ে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত উজবেক খাঁ হইতেই ইহারা উজবেক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হইত। কিন্তু হতভাগ্য ভারতসন্তানগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা না হইয়া ভবিষ্যপুরাণের কঠোর লিখন অচিরে ফলবান্ হইল।

আশিয়ার মধ্যপ্রদেশবাসী দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য অনার্য্যগণ ভারতের চিরশত্রু। প্রাচীনতম কাল হইতে তাহারা ভারতের যে কত অনিষ্ট সাধন করিয়া আসিতেছে; তাহা ভারতীয় ইতিবৃত্তে জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এই বিবরণ হইতে একটী যাথার্থ্য প্রতীত হইতেছে যে, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে কখন সুদৃঢ় একতা ও একপ্রাণতা বিরাজ করে নাই। স্মরণাতিগ কাল হইতে ভারতভূমি পরস্পর-বিষবাদি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণ কদাচ পরস্পরের প্রতি সাহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে; কদাচিৎ একজনের সুখে অন্যজন হসিয়াছে—একজনের দুঃখে অন্যজন কাঁদিয়াছে; একজনের রাজ্যকে বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অন্যজন প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে। এই মহদভাবজন্যই তাঁহারা বিদেশীয় আক্রমণকারিদিগের নিকট অল্পেই অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। দিগ্বিজয়ী আলেকজন্দারের সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তৃগণ ইহার সত্যতা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যৎকালে উক্ত মাসিডোনীয় মহাবীর ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিলেন; তখন একমাত্র পঞ্চনদপ্রদেশই অসংখ্য সামান্য সামান্য রাজতন্ত্রে বিভক্ত ছিল; তদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে নাগরিক তন্ত্রও বিরাজিত ছিল। আলেকজন্দারের পর পারসিকগণ অভিযানোদ্দেশে ভারতভূমে প্রবেশ করিয়াছিল। কথিত আছে, মীঢ়-বীর দারায়ু আপন অধিকারভুক্ত রাজ্য সমুদায়ের মধ্যে ভারতভূমিকে সমৃদ্ধতম দেশ বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। এইরূপে তক্ষক, জিৎ, পারদ, হূন, কাত্তি, গ্রীক, পারসিক, ঘোরী ও শাকতীয় প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ অনার্য্যগণ পর্য্যায়ক্রমে ভীম-বিক্রমের সহিত ভারতভূমে আপতিত হইয়াছে, এবং পর্য্যায়ক্রমে ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রতিগত হইয়াছে। কেহ কেহ ভারতের উর্ব্বর ক্ষেত্রে আপনাদের বংশতরু রোপণ করিয়া মাতৃভূমির শোক বিস্মৃত হইয়াছে। ফলতঃ যে জাতি ভীমবলে আপতিত হইয়াছে; তাহাই কিছুকালের জন্য ভারতের অদৃষ্টচক্র নিয়মন করিয়াছে; আবার বিশ্বজনীন নিয়মের অনুসরণ করিয়া কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাণা সংগ্রামসিংহের বিক্রমশালী প্রতিযোগী বীরবর বাবর হতভাগ্য ভারতসন্তানদিগকে যে কঠোর দাসত্ব-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া গেলেন, তাহা হইতে আর তাহারা মুক্তি পাইল না;—মুক্তি পাইবে কি না, তাহা আশা করিতেও সাহস হয় না। যতদিন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা ভ্রমান্ধ ভারতবাসিগণের অজ্ঞানান্ধ নয়ন উন্মীলিত না হইতেছে, যতদিন না সভ্যতার আদিপ্রসূ ভারতভূমি নবীন জীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে; ততদিন সে শৃঙ্খল কেহই উন্মোচন করিতে পারিবে না;—ততদিন ভারতের দুঃখনিশা কেহই দূর করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু সপ্ত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া দূরতম শ্বেতদ্বীপ হইতে যখন কতিপয়মাত্র ব্রিটন আসিয়া মীঢ়, পারদ ও তাতারদিগের আধিপত্য পর্য্যুদস্ত করিয়া দিল, তখন আশা করা যাইতে পারে; কেননা কাহারও অবস্থা কখনও চিরকাল সমভাবে থাকে না; কেহই কখনও নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ

করিতে পারে না। সুখের পর দুঃখ, অথবা দুঃখের পর সুখ সকলেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে; ইহা জগতের অবশ্যম্ভাবী বিশ্বজনীন নিয়ম। তবে কি ভারতের পক্ষে এই বিশ্বজনীন চিরন্তন নিয়মের ব্যভিচার হইবে?—না তাহা কখনই হইতে পারে না;—হইলে, প্রকৃতি রাজ্যে অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব সংঘটিত হইবে; সমস্ত জগৎ-সংসার চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া পরমাণুতে বিলীন হইয়া যাইবে। এই বিশ্বজনীন নিয়মের অনুসরণ করিয়া জগতের অন্যান্য রাজ্য ভারতের ন্যায় অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে; কেহ বা পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছে, কেহ বা গভীর তমসায় ভারতের ন্যায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত দেশের সহিত তুলনা করিতে গেলে এক বিষয়ে ভারতের বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী জেতা ও শাসনকর্ত্তৃগণের কঠোর অত্যাচারে তাহাদিগের মৌলিক ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়াছে; প্রাচীন জাতীয়তা বিলুপ্ত হইয়া অসংখ্য সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাদিগের আদিম পিতৃপুরুষদিগের নাম একেবারে ইতিহাস হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু জগতের এক কোণে,—সভ্যতার আদি নিলয়ে—ভাগীরথীর পুতসলিল-বিধৌত এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত যত বিধর্ম্মী ও বিজাতীয়ের কঠোর পদাঘাত সহ্য করিয়াছে, জগতের অন্য কোন রাজ্যে তত পদাঘাত প্রহৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ; তথাপি ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম, রীতিনীতি আজিও সমভাবে রহিয়াছে; তথাপি ভারতের হৃদয়ের পুত্র আর্য্যবীর রাজপুতগণ অসংখ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও—কঠোরতম দাসত্বে নিপীড়িত হইয়াও আজিও আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণের সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন নাই;—আপনাদিগের প্রাচীন আচার-ব্যবহারে জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর আলেকজন্দার যৎকালে এই ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছিলেন, তখন আর্য্যদিগের যে ধর্ম্ম, যে রীতিনীতি, যে আচার-ব্যবহার ছিল, আজিও সেই ধর্ম্ম, সেই রীতিনীতি, সেই আচার ব্যবহার সমভাবে রহিয়াছে। তাঁহাদিগের এ নীতি রক্ষণশীলা হউক বা নাই হউক, বিজ্ঞান তাহার মীমাংসা করিবে; ইতিহাসে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, যে উদার জাতির হস্তে এই অধঃপতিত ভারত-সন্তানগণের অদৃষ্টচক্র বিন্যস্ত আছে, হিতৈষিণী বিধির অনুসরণ পূর্ব্বক সেই নীতির উপযুক্ত নিয়োজন ও পরিচালন তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য; কেননা এই সুদূর সপ্তসিন্ধু-প্রদেশের স্তূপীকৃত চিত্রাভস্ম-রাশির অন্তর্ভাগে এরূপ এক তেজোবহ্নি কণাকারে বিদ্যমান আছে, যাহা কালে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাদিগের মঙ্গলামঙ্গল সাধন করিতে পারে। যাহা হউক, আমরা সমালোচ্য বিষয়ের অনুশীলনে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলাম।

"সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের প্রাচীন বৈরী তক্ষক, যবন ও অন্যান্য অনার্য্য বিদেশীয়গণ ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রাপ্ত হইবে।"—ইহাই ভবিষ্য-পুরাণোক্ত ভারতের কঠোর ভাগ্য-লিখন! শাকদ্বীপের অক্ষুঃ ও জাক্সারতিস নদীর তীরবর্ত্তী পৌরাণিক তক্ষকের বীরবংশধর বাবর আজি সেই ভাবী-নির্দ্দেশ পূরণ করিলেন। তিনি সুদূর ফরগণা-রাজ্যের* আধিপত্যে

* ইহা অধুনা কোকান নামে প্রসিদ্ধ। কোকান জাক্সারতিস নদীর তীরে অবস্থিত।

নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রাজ্য জাক্সারতিস নদীর উভয় তীরেই অবস্থিত। সে স্থান অতি পবিত্র ও প্রসিদ্ধ। তথায় জিৎ-রাজ্ঞী অলোকসামান্যা তোমিরী বাস করিতেন; তথায় বিশ্বজিৎ মহাবীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে জিৎ ও অশ্বের বংশধরদিগের বীরপদভরে একদা সমস্ত য়ুরোপ ও আশিয়া-রাজ্য বিদলিত হইয়াছিল, তাঁহারা উক্ত প্রদেশের গিরিনিলয় পরিত্যাগ করিয়া জগতের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এককালে ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহাদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল; এককালে ইহাদিগের কুলতিলক এটিলা, এলারিক প্রভৃতি বীরেন্দ্রগণের প্রচণ্ড বিক্রমে বলতিক হইতে ভূমধ্যস্থ সাগরপর্য্যন্ত সমস্ত দেশ আমূল বিলোড়িত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল বিশ্বজয়ী মহাবীরগণের অত্যুৎকট বীরত্বাভিনয়ের বিষয় চিন্তা করিলে উক্ত উচ্চ প্রদেশের মহিমা স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ বীরগণই লোক-সংখ্যার আধিক্য-নিবন্ধনই জিগীষা ও রাজ্যলিপ্সা-বৃত্তির মহামন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সমূহে উপনিবিষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বাবর অদৃষ্টের প্রতিকূল তরঙ্গে পতিত হইয়া অনিচ্ছাবশতঃই জাক্সারতিস-তীর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার সৈকতভূমি আশ্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিকূল তরঙ্গ কালে তাঁহার বিশেষ অনুকূল হইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল; সেই অনুকূল তরঙ্গের প্রভাবেই তিনি কিঞ্চিদূন দ্বিসহস্র মাত্র অনুচর লইয়াই আর্য্যবীর পাণ্ডবদিগের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।

ফরগণাপতি বাবর সকল বিষয়েই রাণা সঙ্গের সমকক্ষ ছিলেন। রাজপুত নৃপতির ন্যায় তিনি আজন্ম বিপদের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিলেন এবং বিপদের বিদ্যালয়ে তাঁহারই ন্যায় পরিণাম-দর্শিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সঙ্গের অপেক্ষা বাবরের জীবন যদিও অধিকতর ঔপন্যাসিক সৌন্দর্য্যে সমলঙ্কৃত, তথাপি তিনি তাঁহারই ন্যায় অপূর্ব্ব পরিণাম-দর্শিতার অনুসরণ করিয়া সকল কার্য্য করিতেন। স্বকীয় বীরত্বে ও তেজস্বিতায় অন্ধ হইয়া তিনি কখনই অবিবেকিতাবশতঃ আত্মজীবনকে বিপন্ন করেন নাই। খৃষ্টীয় ১৪৯৪ অব্দে বীর যুবক বাবর বিশাল ফরগণা রাজ্যের সিংহাসনে সমারূঢ় হয়েন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র। সেই অল্প বয়সেই তিনি স্বীয় ভবিষ্য বীরচরিত্রের পূর্ব্বাভাব সূচনা করিয়াছিলেন। রাজপদে অধিরোহণ করিবার চারি বৎসর পরেই তিনি অনেকগুলি যবন নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে সমরখণ্ড জয় করেন। তাহার পর দুই বৎসরের মধ্যেই সেই সমরখণ্ড হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি আবার তাহা পুনর্লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ সম্পদ-বিপদ ও জয়পরাজয়ের অপূর্ব্ব মিশ্রণে বীরবর বাবরের জীবনীকে অতি অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। কখন তিনি অক্সুর সৈকতস্থিত প্রধান জনপদসমূহের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইতেছেন, আবার কখন বা বিচ্যুত, পরাজিত ও উৎপীড়িত হইয়া প্রাণরক্ষার্থে দূরদেশে পলায়ন করিতেছেন; কখনও স্বার্থ সংরক্ষা করিবার জন্য করে অসি ধারণ পূর্ব্বক ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিকুলের সহিত একাকী ভয়াবহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, আবার—পরাজিত—তাড়িত—প্রপীড়িত—হইয়া একাকী—অরক্ষিত—নিঃসহায়ের ন্যায়

দেশদেশান্তরে পলায়ন করিতেছেন; এই সকল বিবাদ-বিসম্বাদকালে—স্বার্থরক্ষার এই সকল কঠোর উদ্যমে বীরবর বাবর অধিকাংশ সময়ই জয়ী হইয়াছিলেন। একসময়ে তিনি ভীষণ শত্রুকুলের পঞ্চজন প্রচণ্ড মল্লকে একবারে নিপাতিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। যত সময় অতীত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার শত্রুকুল ভীষণতর হইয়া উঠিল—ততই তাঁহার বিপদরাশি ঘনীভূত হইতে লাগিল। তখন বাবর আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া ফরগণা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং মথিতহৃদয়ে হিন্দুকুশ-শৈলমালা উত্তীর্ণ হইয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কাবুল ও পঞ্চনদ প্রদেশের মধ্যস্থলে এক প্রকার দুঃখে কষ্টে সাত বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া বাবর আত্মোদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উদ্যোগী ও উদ্যমশীল পুরুষসিংহ শতসহস্র বিপদে পতিত হইলেও একমাত্র স্বকীয় পুরুষার্থের সাহায্যে সেই সমস্ত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। বাবর রাজপুত্র—স্বয়ং বিপুল রাজ্যের অধিকারী। আজি সেই রাজ্যধনে বঞ্চিত হইয়া—দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া নিরাশ্রয়—নিঃসম্বল—নির্ব্বাসিতের ন্যায় তিনি এই দূরদেশে বাস করিতেছেন! তাঁহার আশাভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইলেন না—তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য মূলমন্ত্রকে হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। ক্রমে দুই চারিজন করিয়া অনেক সৈনিক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। আত্মোন্নতির পথ ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করিতে করিতে তিনি দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোডীর বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী বাবরের মস্তকে জয়মুকুট স্থাপন করিয়া সানন্দে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। দিল্লীশ্বর (ইব্রাহিম) সমরক্ষেত্রে নিহত,—তাঁহার সৈন্যসামন্ত নিপাতিত ও পলায়িত; তখন দিল্লী ও আগরার নাগরিকগণ নগরের তোরণদ্বার উন্মোচন করিয়া বিজয়ী বাবরকে অভ্যর্থনা করিল। করুণানিদান ঈশ্বরের এই অসীম অনুগ্রহে বাবর আপনিই চমৎকৃত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অমনি বলিয়া উঠিলেন "হে জগদীশ্বর! এ জয় আমার নহে,—ইহা আপনারই জয়—আপনার অপার করুণার জয়।" *

দিল্লি-জয়ের এক বৎসর পরেই বীরবর বাবর রণকেশরী সংগ্রামসিংহের বিরুদ্ধে আপন বিজয়িনী সেনা পরিচালিত করিলেন।—এবার তাঁহাকে একজন উপযুক্ত সমকক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত বীর তাঁহার শাণিত অসিমুখে নিপাতিত হইয়াছে, সংগ্রামসিংহের সহিত তুলনায় তাহারা অতি সামান্য,—তাহারা বীর নামের যোগ্য হইতে পারে না। বাবর স্বয়ং যেরূপ বীর ছিলেন, সেইরূপ বীর্য্যবান্ সৈনিকগণেরও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "মেবাচলের" (বালুর তাগ)

* মহাত্মা এর্স্কিন্ বীরবর বাবরের "আত্ম-জীবনী" ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে সাহিত্য-সংসারের যে মহোপকার সাধিত হইয়াছে, তজ্জন্য সাহিত্য-প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বাস্তবিক, তদনুবাদিত বাবরের আত্মজীবন-বৃত্ত ইংরাজি সাহিত্যভাণ্ডারের একটী অমূল্য রত্ন।

বিক্রমশালী তাতার বীরগণ তাঁহার সাহায্যার্থে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তথাপি আর্য্যবীর সংগ্রামসিংহের ভীষণ বিক্রম-প্রভাবে তাঁহার জীবননাশের সমূহ উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার আশাভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছিল;—তাঁহার সৈন্যসামন্ত সকলেই হতাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার শতসহস্র উদ্দীপনা ও তেজস্বিনী বক্তৃতা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল। তবে যে তিনি সে বিষম সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বিক্রমের, অথবা কৌশলের সাহায্যে নহে,—তাহা একজন স্বদেশ-দ্রোহী বিশ্বাসঘাতক নরাধমের কলঙ্কিত আনুকূল্যে! সে অসদুপায় অবলম্বন না করিলে সেই "পীততরঙ্গিণী"* তীরে তাঁহাকে সদলে পতিত হইতে হইত—তাঁহার মুকুট শোভিত পবিত্র মস্তক শৃগাল কুক্কুরের পদতলে অবলুণ্ঠিত হইত। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বিষম হৃদয়-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া হতাশভাবে একদা বলিয়াছিলেন "এই সঙ্কটকালে পুরুষোচিত কথা বলিয়া সাহস ও উত্তেজনা দেয়, এমন কি কেহই নাই?"

চিতোরপতি রাণার প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে আগরার তোরণদ্বার পরিত্যাগ করিয়া বীরবর বাবর আপনার বিজয়িনী সেনা সমভিব্যাহারে তদ্বিরুদ্ধে শিকড়ি-অভিমুখে† যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এদিকে রাজপুত-কুলশেখর বীরচূড়ামণি সংগ্রামসিংহ সসৈন্যে তাঁহার সম্মুখীন হইতে চলিলেন। রাজস্থানের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় নৃপতি তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য তদীয় পতাকামূলে আসিয়া একত্রিত হইলেন। সম্বৎ ১৫৮৪ (খৃঃ ১৫২৮) অব্দ ৫ই কার্ত্তিক ‡ রাণা কনুয়া নামক স্থানে বাবরের পঞ্চদশ শত অগ্রধাবিত তাতার সৈনিকের সম্মুখে উপনীত হইলেন এবং তাহাদিগকে প্রায় সমূলে নিপাতিত করিয়া ফেলিলেন। যে কতিপয় যবন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল, তাহারা মূলদলে যাইয়া সমস্ত বিপদ-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। এই পরাজয়-বিবরণ অবগত হইয়া বাবরের সেনাদল একবারে নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম হইয়া পড়িল এবং আত্মরক্ষার্থে আপনাদিগের শিবির-শ্রেণির চারিদিকে পরিখা খনন পূর্ব্বক সশঙ্কভাবে অবস্থিত রহিল। এই হীনসাহস সেনাদলের সাহায্য করিবার জন্য যে নূতন দলবল সমাগত হইল, তাহারাও সঙ্গের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের শিবিরাভিমুখে পলায়ন করিল। বিজয়ী রাজপুতরাজ তাহাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাদিগকে ধৃত করিয়া অনেক যবনসৈন্যকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। বাবর

* পীতরঙ্গিণী বা পীলাখাল। ইহা বিয়ানার নিকটে প্রবাহিত। এই পীলাখালের তটোপরি বাবর সেনানিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

† অধুনা ফতেপুর শিকড়ি নামে খ্যাত। ইহা আগরার দশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার নিকটস্থ কনুয়া নামক স্থানে সঙ্গের সহিত বাবরের মহাসমর বাধিয়াছিল। কিন্তু সে সময় ফতেপুর শিকড়ির মহা সমর বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

‡ বাবরের জীবনবৃত্তে লিখিত আছে যে, কনুয়ার যুদ্ধ ১৫২৭ খৃঃ অব্দ ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল।

ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইলেন। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না। আজন্ম বিপদ ও সঙ্কটের ক্রোড়ে লালিত হইয়া তিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন। আজি উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। আপন শিবির-শ্রেণির চারিদিকে বড় বড় বাঁধ স্থাপন করিয়া বাবর আপন কামানগুলিতে শৃঙ্খলিতভাবে তদুপরি সাজাইয়া রাখিলেন। কিন্তু তখন কিছুতেই তিনি কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না; কিছুতেই তাঁহার নিরুৎসাহ সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল না! তিনি যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলেন, সেই দিকেই যেন বিপদের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, সেই দিকেই রণকেশরী সঙ্গের বিকট ভ্রূকুটি তাঁহাকে নানা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এমন কি জনৈক তাতার (জ্যোতির্ব্বিদ) গণনা করিয়া বলিল "মঙ্গলগ্রহ যখন পশ্চিম দিকে রহিয়াছেন, তখন যাহারা তাঁহার বিপরীত দিক হইতে আসিয়া যুদ্ধ করিবে, তাহারাই পরাজিত হইবে।" বুঝি জ্যোতির্ব্বিদের গণনা সফল হয়,—বুঝি তাতারগণই সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায়। বাবর অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তিনি যত সেই জ্যোতির্ব্বিদের ভবিষ্যদ্বচন আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে নানাপ্রকার যন্ত্রণাময়ী চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। কোথায় ফরগণা রাজ্য—কোথায় দিল্লি-সিংহাসন—কোথায় তাঁহার জীবন-তোষিণী আশার শান্তমূর্ত্তি? সে আশা কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে? তাঁহার তত যত্ন—তত উদ্যম—তত পরিশ্রম কি নিষ্ফল হইয়া যাইবে? বাবর কিছুতেই বীর-পুঙ্গব সংগ্রামসিংহের ভীষণ বিক্রম প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, কিছুতেই তিনি আপন নিরুৎসাহ সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনোবেদনার আর সীমাপরিসীমা রহিল না। এইরূপ অকর্ম্মণ্য অবস্থায় ক্রমাগত পঞ্চদশ দিবস অতীত হইল;—কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। তখন বাবর তুচ্ছ মানবী শক্তির আশাভরসা ত্যাগ করিলেন এবং ঐশী ক্ষমতার আনুকূল্য লাভ করিবার আশায় আত্মকৃত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। উক্ত প্রায়শ্চিত্ত যেরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাবরের আত্ম-জীবনীতে অতি সুন্দরভাবে প্রকটিত আছে *।

---

* "প্রথম জেমাদির ত্রয়োবিংশ দিবস (হিজিরা ৯৩৩) সোমবারে আমার সেনানিবেশ দেখিবার অভিপ্রায়ে তদভিমুখে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলাম। যাইবার সময় পথিমধ্যে সহসা আমি এক গভীর চিন্তায় আক্রান্ত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি অনেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যে আর হস্তার্পণ করিব না এবং উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আত্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইব। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তদবধি পালন করিতে পারি নাই। সুতরাং সেই দিবস নিতান্ত উৎসুক হইয়া মনে মনে বলিলাম:—

(পারসিক কবিতা।)

"পাপে, মন, কত সুখ লভিবিরে আর?
অনুতাপ তিক্ত নহে,—স্বাদ লহ তা'র।"

প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইলে বাবর মনে করিলেন যে, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। "আর সুরাপান করিব না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি যে সুরাভাণ্ডগুলি ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে তাঁহার সৈনিকগণ আরও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল;—তাহারা কিছুতেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চাহিল না। তখন বাবর তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে ইসলাম ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্ম্য ভাব উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

(তুর্কী কবিতা।)

"মজি পাপে, মূঢ়, কত কলুষিত হ'লি!
নিরাশায় চিরবধি কি সুখ লভিলি!
কাটাইলি কত কাল ইন্দ্রিয়-সেবনে!
কত কাল জীবনের গেল অকারণে!
যাত্রা করি এবে পূত ধরমের রণে
লভিতে নারিবি মুক্তি মরণ-বিহনে।
সেই মুক্তি লভিবারে আপন জীবন
যে জন প্রতিজ্ঞা করে দিতে বিসর্জ্জন;
লভিবে পরম পদ ধ্রুব সেই জন।
অতএব মূঢ় মন, লভিবারে সেই ধন
নিষিদ্ধ ভোগ-বাসনা কর পরিহার
মোচন করহ যত কলুষ তোমার।"

"এই রূপে সকল প্রকার পাপপ্রলোভন অতিক্রম করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, জীবনে আর কখনও সুরা স্পর্শ করিব না। তাহার পর সুরাপানের জন্য যে সমস্ত সুবর্ণ, রৌপ্য ও কাচ-নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় আনিতে আদেশ করিলাম। আনীত হইলে, সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিতে কহিলাম এবং হৃদয়কে পবিত্র করিয়া সুরাপান একবারে রহিত করিয়া দিলাম। সুবর্ণ ও রৌপ্যের পানপাত্র গুলি ভাঙ্গা হইলে আমি আজ্ঞা করিলাম "এই সমস্ত সুবর্ণ ও রৌপ্যখণ্ড ফকির ও দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে বণ্টন করিয়া দাও। আজ্ঞা পাইবামাত্র আমার অনুচরগণ তাহা অচিরে পালন করিল। আমার পরই যে ব্যক্তি আমার প্রায়শ্চিত্তের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আসাস। আসাস আমার ন্যায় শ্মশ্রু-মোচনেও বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সেই রাত্রে এবং তাহার পর রাত্রিতেও আমির, পারিষদ, সৈন্যসামন্ত ও অন্যান্য প্রকারের প্রায় তিন শত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চিত্ত শুদ্ধি করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। আমাদের সঙ্গে যেটুকু মদিরা ছিল, সমস্তই ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিলাম, এবং বাবাদোস্ত যে খানিকটা আনিয়াছিল, তাহাতে লবণ দিয়া সিরকা প্রস্তুত করিতে কহিলাম। যে স্থলে সেই মদ ঢালিয়া দেওয়া হইল, তথায় একটী পাথরের থাম স্থাপন করিয়া তৎপার্শ্বে একটী ভিক্ষাশালা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলাম। হিজিরা ৯৩৫ অব্দে মহরম মাসে ঢোলপুর হইতে শিকড়ি যাইবার সময় যখন আমি গোয়ালিয়র দেখিতে যাইলাম, তখন দেখিলাম যে, সেই পাষাণ স্তম্ভের নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যদি পৌত্তলিক রাণা সঙ্গের উপর জয় লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে মুসলমানদিগের উপর তেমঘা কর (ষ্ট্যাম্পকর) একবারে উঠাইয়া দিব। যখন আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, তখন মহম্মদ সর্ব্বাণ এবং শেখ জিন আমাকে সেই তেমঘার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাদিগকে কহিলাম "একথা মনে করাইয়া দিয়া আপনারা ভাল করিয়াছেন; আমার রাজ্যে যত মুসলমান আছে, তাহাদিগের নিকট হইতে আজ হইতে আর তেমঘা লইব না" এবং আমার কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিয়া আমার রাজ্যের চারিদিকে প্রমাণ-পত্র লইয়া উক্ত দুইটী প্রধান বৃত্তান্ত ঘোষণা করিতে আদেশ করিলাম।"

Memoirs of Baber. P. 354.

তাঁহার আপনার হৃদয় যদিও হতাশতমসায় আচ্ছন্ন, তথাপি তিনি পুরুষোচিত সাহস ও উৎসাহ অবলম্বন করিয়া তেজস্বিনী বক্তৃতার সহিত নিঃস্পৃহ সৈন্যদিগকে অল্পে অল্পে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে, তাহাদিগের নিঃস্পৃহ ভাব ক্রমে ক্রমে দূর হইতেছে, তখন তিনি প্রত্যেকের হস্তে কোরাণ স্থাপন পূর্ব্বক মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন "প্রতিজ্ঞা কর, কোরাণ স্পর্শ করিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বল,—হয় জয়লাভ করিবে, নতুবা রণস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিবে।" * সকলেরই হৃদয় উৎসাহিত

---

* "ইতিপূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি যে, পূর্ব্বোক্ত ঘটনাজন্য উচ্চ ও নীচ সকল ব্যক্তিই মহা ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়াছিল। কোন ব্যক্তিই পুরুষোচিত বাক্য উচ্চারণ করে নাই; কেহই স্বল্পমাত্রও উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রকাশ করে নাই। সুমন্ত্রণা ও সদুপদেশ প্রদান করা যে সকল উজিরের প্রধান কর্ত্তব্য; যে সকল আমির এক একটী রাজ্যের সমস্ত আয় ভোগ করিত, তাহারাও সে সময়ে অণুমাত্রও সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও পুরুষোচিত কার্য্যের পরিচয় দেয় নাই। কিন্তু খলিফা নামক এক ব্যক্তি আদ্যোপান্ত অদম্য ও অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় ও উদ্যমের সহিত সকল বিষয়কে সুশৃঙ্খলরূপে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; যদিও তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই; তথাপি তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। অবশেষে সকলকেই নিতান্ত নিরুৎসাহ দেখিয়া আমি চিত্ত স্থির করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হইলাম। আমির ও সেনানীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলাম "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সেনানিগণ! এ পৃথিবীতে যে কেহ আগমন করে, তাহাকেই মৃত্যুর অধিনতা স্বীকার করিতে হয়। যখন আমরা এই অনিত্য সংসার হইতে চলিয়া যাইব,—যখন সকল জীবজন্তু চলিয়া যাইবে, তখন একমাত্র নিত্য, অক্ষয় ও অনন্ত জগদীশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সেই মহাপ্রলয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। এ জগৎ সংসার জীবনের একটী মহোৎসব-মন্দির; যে কেহ এই উৎসবে যোগ দান করিতে আইসেন; ইহার শেষ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে মৃত্যুরূপ পানপাত্র ব্যবহার করিতে হইবে। এ সংসার দুঃখের আবাস-ভবন এবং ধ্বংসের পান্থনিবাস-স্বরূপ; অনন্তযাত্রায় বহির্গত হইয়া যে কেহ ইহাতে একবার উপস্থিত হয়েন, অবশ্যই তাঁহাকে ইহা হইতে এক দিন বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি মানবজীবনের কিছুই উদ্দেশ্য নাই? তাহা বলিয়া কি কলঙ্ক ও অপযশের পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে? পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আলস্যে জীবন যাপন করিবার জন্যই কি পরম কারুণিক পরমেশ্বর মানবজাতিকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন? যশ ও সম্মানমর্য্যাদা কি আমরা ভোগ করিতে পাইব না? ভাবিয়া দেখুন, কলঙ্ক ও অপযশের ভার মস্তকে লইয়া জীবন অতিবাহন করা অপেক্ষা সম্মান ও সম্ভ্রমের হেমমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করা কত শ্রেয়ঃকল্প—কত প্রশংসনীয়!

নশ্বর এ নর দেহ, কাহার নহেক কেহ,
একমাত্র সকলেই মৃত্যুর অধীন,
যশ মান, জ্ঞান গর্ব্ব সকলই হইবে খর্ব্ব,
সকলই কালের গর্ভে হইবে বিলীন।
মরিতে হইবে যদি, যশ লভি মরি যদি
নাহি রবে কোন দুঃখ হৃদয়ে আমার;
যাক্ তবে এ জীবন নাহি ইথে প্রয়োজন;
কলঙ্কের ডালি বহি না বাঁচিব আর।
করিব যশের লাগি দেহ পরিহার॥"

"পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি চিরপ্রসন্ন; তিনি যখন আমাদিগকে এ ঘোর সঙ্কটে স্থাপন করিয়াছেন, তখন জয়লাভ করিয়া গৌরবের সহিত ইহা হইতে উদ্ধার লাভ করিব; যদি পারি,—তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরের শত্রুদলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে পারিব। আর যদি না পারি,—যদি ইহাতে আমাদিগকে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও ভাল; তাহা হইলে আমরা পৃথিবীতে আত্মোৎসর্গের প্রদীপ্ত উদাহরণ রাখিয়া যাইতে পারিব। আইস তবে সকলে একমত হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র আদেশের দিব্য

হইল,—সকলেই বাবরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সোৎসাহে ভীমনাদে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। সৈন্যগণের উৎসাহ দেখিয়া বাবর অবিলম্বে সেনানিবেশ ভগ্ন করিলেন এবং ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া সসৈন্যে ও সুশৃঙ্খলভাবে প্রায় একক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। রণোন্মত্ত রাজপুত সৈন্যগণ দলে দলে তাঁহার কামান-শ্রেণীর সম্মুখীন হইয়া তাতার সৈনিকদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সুতরাং বাবর সেই স্থলেই সেনানিবেশ স্থাপন করিতে অগত্যা বাধ্য হইলেন; কিন্তু তাঁহার সীমাদণ্ড * ও কামানসমূহ একত্রে শৃঙ্খলিত থাকাতে তিনি আপন সেনানিবেশের চারিদিকে কোনরূপ ব্যবধান স্থাপন করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার অনেক অসুবিধা উপস্থিত হইল; তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার বিশেষ সৌভাগ্য যে, বীরবর সংগ্রাম তাঁহাকে সে অবস্থায় আক্রমণ করিলেন না। বিপন্ন শত্রুকে আক্রমণ করা, সঙ্গের ন্যায় রণবিশারদ ক্ষত্রিয়বীরের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে তাঁহার আপনারই মহদনিষ্ট সাধিত হইল। তিনি বাবরকে বিপন্ন জানিয়া যত বিলম্ব করিতে লাগিলেন; ততই তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ততর হইতে লাগিল; তৎই তাঁহার শত্রুকুল ক্রমে ক্রমে বলবান্ হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গের সৈন্যগণ যদি তদীয় বীরধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া সমর-ক্ষেত্রে ধাবিত হইত, যদি তাঁহার ন্যায় তাহাদিগের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমিকতা ও আত্মোৎসর্গের বীরমন্ত্রে দীক্ষিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার অনিষ্টের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত না,—তাহা হইলে সেরূপ আলস্য ও ঔদার্য্য কোনক্রমেই তাঁহার সর্ব্বনাশকর হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উদার-হৃদয় সঙ্গ আপন সৈনিক ও সামন্তদিগকে চিনিতে পারেন নাই। শুদ্ধ অর্থস্পৃহা ও ভূমিলিপ্সাই যে, তাহাদিগের হৃদয়ের মূলমন্ত্র, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি তাহাদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শত্রুকুল শতগুণ আয়োজন করিলেও রাজপুত বীরগণ সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে। এই বিশ্বাসই সঙ্গের পক্ষে কালস্বরূপ। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সোৎসাহে অপেক্ষা করিতেছিলেন; এমন সময়ে সন্ধি-প্রস্তাব লইয়া বাবরের নিকট হইতে জনৈক দূত তাঁহার শিবিরে সমাগত হইলেন। সঙ্গ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন,

---

লইয়া শপথ করিয়া বলি যে, যতক্ষণ এ দেহে প্রাণবায়ু অবস্থান করিবে, ততক্ষণ আমরা কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না; ততক্ষণ যুদ্ধ বা শত্রুনাশ করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত থাকিব না।"

"কি প্রভু, কি ভৃত্য, কি উচ্চ, কি নীচ, সকলেই মহোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পবিত্র কোরাণ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক আমার মত সত্য গ্রহণ করিল। আমার উদ্দেশ্য সাধন হইল, কল্পনা সুসিদ্ধ হইল।—এ সিদ্ধির বিবরণ—শত্রু বা মিত্র—অচিরে সকলেই জানিতে পারিল।"

Memoirs of Baber, P. 357.

* সেনানিবেশের চতুঃসীমা আবদ্ধ রাখিবার জন্য যে দারুময় দণ্ড সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই এস্থলে সীমাদণ্ড নামে অভিহিত হইল।

কিন্তু তাঁহার আগমনের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন না। যখন দূত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সঙ্গ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি কখনও মনে করেন নাই যে, বাবর তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন। তিনি যখন দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার সম্রাট কোন্ কোন্ নিয়মে সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছেন?" দূত বিনম্র বচনে উত্তর করিলেন "তিনি আপনারই উপর নির্ভর করিয়াছেন।" শিলাদিত্য নামক জনৈক তুয়ার রাজপুত রাইসিনের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সংগ্রামসিংহ তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সমাপন করিবার সময় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সন্ধিবন্ধনের সময় রাণা তাঁহাকেই আহ্বান করিলেন এবং কোন্ কোন্ নিয়মে সন্ধি সম্বন্ধ হইতে পারে, তাঁহার সহিত তদ্বিষয়ের পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, দিল্লি ও তদন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাজ্য বাবরেরই থাকিবে, এবং বিয়ানার প্রান্তবাহিনী পীলাখাল মোগল ও মিবাররাজ্যের মধ্যস্থিত সীমারেখা-স্বরূপ পরিগণিত হইবে, এবং তদ্ব্যতীত রাণাকে বাবর বৎসর বৎসর নিরূপিত কিছু কর দান করিবেন। বাবরের জীবনবৃত্তে এতদ্বিবরণ প্রকটিত নাই; ইহা কেবল আমরা ভট্টগ্রন্থেই দেখিতে পাই। সুতরাং এ বৃত্তান্তকে অনেকে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু বাবর তখন যেরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন এবং তিনি পরিণাম ভাবিয়া যেরূপ সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতেন, তাহাতে যে, তিনি আত্মরক্ষার জন্য সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সন্ধি স্থিরীকৃত হয় নাই। একজন স্বদেশবৈরী স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতক নরাধমের কুটিল ক্রূরাচরণে সে সন্ধি সম্বন্ধ হইল না! সে স্বদেশবৈরী স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক—তুয়ার(শিলাদিত্য)

বাবর যে সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা স্থিরীকৃত হইল না। সুতরাং উভয়দলে যুদ্ধসজ্জায় পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান হইলেন। ১৬ই মার্চ্চ তারিখে যুদ্ধ-ঘোষণা প্রচার করিয়া রাজপুতগণ সদলে সুশৃঙ্খলভাবে প্রচণ্ড বিক্রমসহকারে অগ্রসর হইয়া তাতার সেনার দক্ষিণ বাহু আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উভয় দলে তুমুল ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। রণোন্মত্ত তুরঙ্গ মাতঙ্গসমূহের বিকট হ্রেষারবে ও বৃংহন নিনাদে এবং প্রচণ্ড সৈনিকগণের শ্রবণভৈরব উৎসাহরবে রণস্থল মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল! মধ্যে মধ্যে অবিরাম ভীমগম্ভীর কামানধ্বনি উদ্গত হইয়া গগনমণ্ডলকে বিদারিত করিতে লাগিল! কামনোদ্গীর্ণ নিবিড় ধূমপটলে সমরভূমি গাঢ়তর সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! সেই অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া অজস্র গোলকসমূহ বিকট বজ্রের ন্যায় তাড়িতবেগে রাজপুত সেনাভাগে ধাবিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত গোলকের ভীষণতম প্রহারে কতশত শস্ত্রনিপুণ রাজপুতবীর একবারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তথাপি রাণা সংগ্রামসিংহ মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইলেন না। যবনদিগের গোলক প্রহারে তাঁহার অনেক অশ্বারোহী সৈন্য নিপাতিত হইলেও রাণা মহোৎসাহের সহিত শত্রুদলের ব্যূহ

ভেদ করিবার অভিপ্রায়ে ভীমবিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে সংগ্রাম ভীষণতর হইয়া উঠিল। সঙ্গ রাজপুতকলঙ্ক শিলাদিত্যের উপর বিশ্বাস করিয়া সেনাদলের সম্মুখ-সংরক্ষণ-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, শিলাদিত্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া যবনদিগকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবে। বিশেষতঃ সে ব্যক্তি উক্ত সময়ে যেরূপ বীরত্ব ও বিক্রমের সহিত তাতার-সেনামুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাতে রাণার বিশ্বাস আরও দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল! দুরাচার শিলাদিত্য দেখিতে দেখিতে সদলে অচিরে বাবরের সেনাদলে যাইয়া সম্মিলিত হইল! তাতারগণ শ্রবণভৈরব নিনাদে জয়রব করিয়া উঠিল। আবার প্রলয়কালীন পয়োদসম তাতারদিগের কামানশ্রেণী গগনভেদী শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল!—আবার সমরভূমি নিবিড় ধূমরাশিতে নিবিড়তর সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! রাণা সঙ্গের হৃদয় সহসা কম্পিত হইল! সেই ধূমপটল ক্রমে ক্রমে অন্তরিত হইলে তিনি সবিস্ময়ে—সোদ্বেগে চাহিয়া দেখিলেন—পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক শিলাদিত্য বাবরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে! তাঁহার হৃদয় মথিত হইল; তিনি মুহূর্ত্তের জন্য সকলই অন্ধকারময় দেখিলেন!

হায়! বিশ্বাস-প্রবণতার এই ফল! রাণা সঙ্গ যে বিশ্বাস করিয়া দুরাচার নরাধমকে সেনাদলের সম্মুখ-রক্ষণ-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন; পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক তাহার কি এই প্রতিফল দান করিল! হা নরাধম!—আততায়ী বিশ্বাস-ঘাতক! স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিয়া—স্বজাতির পবিত্রমুখে কলঙ্ককালিমা ঢালিয়া দিয়া—দেশবৈরী যবনের পক্ষ অবলম্বন করিল! নিদারুণ যন্ত্রণা ও জিঘাংসায় নিপীড়িত হইয়া সংগ্রামসিংহ রণস্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে সমস্ত রাজপুতবীর স্বদেশ-প্রেমিকতার পবিত্র মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার সহায়তা করিতে সদলে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্বদেশানুরাগী আত্মোৎসৃষ্ট বীরগণের জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া অনন্তকালের জন্য শস্ত্রশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। ডুনগারপুরের রাওল উদয়সিংহ * ও তাঁহার দুইশত সুদক্ষ সৈনিক; শালুম্ব্রাপতি রত্নসিংহ ও তাঁহার ত্রিশত চন্দাবৎ সৈনিক; মারবারের রাঠোর-রাজপুত্র রায়মল্ল ও তাঁহার দুইজন সাহসী মৈরতা সেনানী ক্ষেত্রসিংহ ও রত্ন; শনিগুরু সর্দ্দার রামদাস রাও; ঝালাপতি উজো; বীরবর প্রামার গোকুলদাস; মিবারের চৌহান সর্দ্দার-প্রমুখ মাণিকচাঁদ ও চন্দ্রভণ এবং নিম্নশ্রেণিস্থ অন্যান্য রাজপুত সেনানী, সর্দ্দার ও সামন্তগণ হৃদয় চিরিয়া এই ভীষণ যবন সমরে শোণিত দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দুই জন যবন রাজপুত্র রাণা সঙ্গের সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার বিশাল সেনাদলে যোগ দান করিয়া রণস্থলে পতিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে একজন—পদচ্যুত হতভাগ্য ইব্রাহিম লোডীর একতম পুত্র; অপর,—মিবাতের অধিপতি (হোসেন খাঁ।) এই সমস্ত বীর

---

* বাবরের জীবনীর অনুবাদে রাওল উদয়সিংহ "মুলুক্কা ওয়ালি (রাজা)" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু বস্তুতঃ মূলগ্রন্থে এই উপাধি সঙ্গের উত্তরাধীকারী রাণা উদয়সিংহের প্রতিই অর্পিত হইয়াছে। তবে ডুনগারপুরের রাজা রাওল উদয়সিংহ উক্ত অভিধা কি প্রকারে পাইতে পারেন?

আপনাপন সেনাদল সহ সমরক্ষেত্রে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হইয়াছেন। ইহাদের প্রচণ্ড বীরত্বে ও বীর-বিক্রমে যবনদিগের বিশ্ব-দাহী কামানসমূহ অনেকবার বিতথ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভীম-বিক্রান্ত যবনসৈনিক ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়াছে। কিন্তু সকলই বৃথা! একমাত্র বিশ্বাসঘাতক স্বদেশ-দ্রোহী শিলাদিত্যের কপটাচরণে সকলই নিষ্ফল হইয়া গেল? সে দুরাচার যদি স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধন না করিত, তাহা হইলে বীরবর বাবরের ছিন্ন মস্তক সেই পীত-তরঙ্গিণী-তীরে অবলুণ্ঠিত হইত কি না, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ভবিষ্য পুরাণের কঠোর ভাবীলিখন কে খণ্ডন করিবে? নতুবা রাজপুত হইয়া—পবিত্র তুয়ারকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কে দুরাচার শিলাদিত্যের ন্যায় স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিতে পারে? নিপতিত রাজপুতদিগের ছিন্নমস্তক একত্র করিয়া বিজয়ী বাবর রণক্ষেত্রে কয়েকটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাঁজা নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের নর-কপালসমূহে সংগ্রামস্থলের সম্মুখস্থিত একটী গিরি-শিখরে একটী অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল! কপটাচারী, নারকী, রাজপুতকলঙ্কের বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রদীপ্ত বিজয়ীস্তম্ভ রাজপুতের ছিন্নশিরে সংগঠিত হইল! বাবর বিজয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া আপনার জয়সূচক "গাজি" উপাধি ধারণ করিলেন। উক্ত উপাধি তাঁহার বংশধরদিগদ্বারা যথাক্রমে বাহিত হইয়া আসিয়াছে।

নিদারুণ মনোবেদনায় নিপীড়িত হইয়া বীরবর সংগ্রামসিংহ মিবারের শৈলমালার দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার হৃদয় অসীম যন্ত্রণাময়ী চিন্তায় নিপীড়িত। তিনি কোথায় যাইবেন, কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু রাণা চিতোরে প্রত্যাগত হইলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারি, যদি যবনদিগের দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে যুদ্ধ-ক্ষেত্রই আমার বাসস্থান এবং আকাশমণ্ডলই আমার চন্দ্রাতপ হইবে।" এ প্রতিজ্ঞা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। আজি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত; সুতরাং রাণা চিতোরের দিকে অগ্রসর না হইয়া কঠোর বনবাস-ব্রত অবলম্বন করিলেন। যদি তিনি শিশোদীয়কুলের প্রণষ্টগৌরব উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহা হইলেই সেই বনবাসেই জীবন যাপন করিবেন। যদি বীরবর সঙ্গ কিছুকাল জীবিত থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে উক্ত প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু ভবিতব্যতার কঠোর লিখনানুসারে তাঁহার পবিত্র জীবন সেই পরাজয়ের বৎসরেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেল;—মিবারের গৌরবরবি বুশায়া নামক স্থানে অকালে মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, রাণার মন্ত্রিগণ বিষ-প্রয়োগ করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিয়াছিল। এ অনুমান সত্য কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাকে হৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। কথিত আছে দুরাচার সচিবগণ আপনাদিগের জীবনের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবার আশায় এই জঘন্য পিশাচোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল! যদি ইহাই নরাধমদিগের দুরভীষ্ট-সাধনের একমাত্র কারণ হয়, যদি এই পাপ কারণেই প্রণোদিত হইয়া তাহারা

রাজহত্যারূপ ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের সে শান্তি, সে স্বাচ্ছন্দ্য—সে কলঙ্কিত নরকময় জীবনে প্রয়োজন? প্রজাবৎসল স্বদেশ-প্রেমিক দেবতুল্য নৃপতির জীবননাশের বিনিময়ে যে নরাধম শান্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, সে প্রজ্জ্বলিত অনলশিখাকে আলিঙ্গন করুক, মৃগতৃষ্ণায় মোহিত হইয়া জলন্ত বালুকাস্তূপে শয়ন করিতে অগ্রসর হউক। নৃশংস পিশাচগণ অনাহারে—অনিদ্রায়—অসংখ্য ভীষণতম যন্ত্রণা সহ্য করিল না কেন?—তাহা যে তাহাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল।—নতুবা এ হীনতম পাশবাচরণ জন্য তাহাদিগের মাতৃভূমির ললাটে যে গভীর কলঙ্ক-কজ্জল অঙ্কিত হইয়াছে, সপ্তসমুদ্রের সলিল-রাশি ঢালিলেও সে কলঙ্ককজ্জল কেহই অপনয়ন করিতে পারিবে না।

বহুবিবাহ অসংখ্য মহানর্থের একটী প্রধানতম উৎস। ইহা যে কি নৈতিক, কি শারীরিক সকল প্রকার উৎকর্ষের ঘোরতর বিঘ্ন, তাহা একবার প্রাচ্য জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে। ইহা আদিতন অসভ্য মানব-সমাজের একটী সংস্কারাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কুপ্রথা হইতে মানবসংসারে—বিশেষতঃ রাজপরিবারে যে অসীম অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। পুত্রবতী হইলে সকল রাজবনিতাই রাজমাতা হইতে ইচ্ছা করেন। সে ইচ্ছা স্বভাবতঃই ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠে। তখন তাঁহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; সে ইচ্ছার তৃপ্তি সাধন করিবার জন্য তাঁহারা নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন এবং নিয়মিত সময়ের অপেক্ষা না করিয়াই অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই অতি হীনতম জঘন্য উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না! রাণা সংগ্রামসিংহের পরলোক গমনের পর তদীয় পত্নীদিগের মধ্যে মহাগণ্ডোগোল উপস্থিত হইল; সকলেই আপনাপন পুত্রকে রাজাসনে স্থাপিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের জননী স্বীয় তনয়কে রাজপদে অভিষেক করিবার জন্য এতদূর উৎসুক হইয়া উঠিলেন যে, উপায়ান্তর না দেখিয়া দেশবৈরী বাবরের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য যে, বাবর সঙ্গের উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎসিংহাসনে তাঁহার পুত্রকে স্থাপন করেন। এজন্য রাজপত্নী তাঁহাকে উৎকোচস্বরূপ রন্থম্বর দুর্গ এবং বিজিত মালবরাজের রাজমুকুট অর্পণ করিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিলে স্বতঃই ধারণা হয় যে, তিনি আত্মপুত্রের অভিষেকের জন্য যে কোন প্রতিরোধ দূরীকরণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

রাণা সংগ্রামসিংহের আকৃতি মধ্যম; কিন্তু তাঁহার বিপুল শারীরিক ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কান্তি গৌরবর্ণ; নয়ন আকর্ণ-বিশ্রান্ত। তিনি যে একজন প্রচণ্ড যোদ্ধা ছিলেন, তাহার সত্যতা তদীয় অবয়ব দর্শন করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারিবে। নানা প্রকার রণাভিনয়ে তাঁহার অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হীন হইয়া গিয়াছিল *। তাঁহার সাহস

* পৃথ্বীরাজের সহিত বিবাদে সঙ্গের একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর সহিত যুদ্ধে

অদম্য এবং অধ্যবসায় অবিচলিত। মালবেশ্বর মজেফরকে তদীয় রাজধানীতেই বন্দী করিয়া তিনি সেই সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দুর্গম ও দুর্জ্জয় রন্থম্বর নগর অধিকার করিবার সময় তিনি যে বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার যশো-গৌরব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্গ উক্তরূপ অপূর্ব্ব রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার শত্রু বাবর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বাবর তাঁহাকে ভক্তি ও ভয় করিতেন। সেই জন্ত তিনি তাঁহার সহিত আর দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়েন নাই এবং প্রথম যুদ্ধের পর সঙ্গের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তিনি সঙ্গকে 'পৌত্তলিক' এবং যুদ্ধকে পবিত্র ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া আত্মজীবনীতে বর্ণন করিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি যখন মিবারের অবস্থা কীর্ত্তন করিবার সময় বলিতেছেন "রাণা সঙ্ক (সঙ্গ) স্বকীয় অসীম বিক্রম ও অসিবলেই উচ্চ সম্মান ও সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন," তখন যে, তিনি রাণার অসীম গুণের বিষয়ে অন্ধ ছিলেন না, তাহা অনায়াসেই বুঝিয়া লওয়া যাইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সেই সমস্ত গুণ প্রকৃত কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে না হইতেই রাণার জীবন অকালে বিনষ্ট হইল! যাহা হউক, তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহার শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিল এবং আপনাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার প্রদীপ্ত পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত তদীয় চিতা-বেদিকার উপরিভাগে একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সঙ্গ সর্ব্বসমেত সপ্ত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন *; তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তৃতীয় রাজপুত্র রত্ন পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।

রত্ন সম্বৎ ১৫৮৬ (খৃঃ ১৫৩০) অব্দে চিতোর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বীরতা, তেজস্বিতা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সকল গুণ রাজপুত নৃপতির প্রধান ধর্ম্ম; রাণা রত্ন তাহার সমস্ত গুলিতেই বিভূষিত ছিলেন। আপন পিতার স্তায় তিনিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই অবিরাম বাস করিবেন। চিতোরের সিংহদ্বার অনুদিন উন্মুক্ত রাখিতে আদেশ করিয়া তিনি সদর্পে বলিতেন "এক দিকে দিল্লি অপর দিকে মান্দু চিতোরের সিংহদ্বার।" রাণা রত্ন যদ্যপি বীরকেশরী সঙ্গের স্তায় পরিণাম-দর্শিতার সাহায্যে কার্য্য করিতেন, যদি তিনি যৌবনোচিত প্রগল্‌ভতা ও অন্ধ তেজস্বিতার বশীভূত হইয়া না পড়িতেন, তাহা হইলে তিনি পিতৃ-প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই পালন করিতে পারিতেন; তাহা হইলে বীরবর বাবরের বংশধরগণ কখনই ভারতের সার্ব্বভৌমিক আধিপত্য অটল রাখিতে পারিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ও প্রচণ্ড-প্রকৃতি রাজপুতের পক্ষে যৌবনকাল অতি ভয়ানক। এই সময়ে তাঁহারা অনর্থক বিবাদ

তাঁহার একটী হস্ত এবং কামানের গোলা লাগিয়া একটী পদ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তদ্ব্যতীত সঙ্গের শরীরে অন্যূন অশীতি অস্ত্রচিহ্ন সজ্জিত ছিল।

* সংগ্রামসিংহ যে স্থানকে আপনার রাজ্যের উত্তর সীমারেখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তথায় কমুয়ার উপরিভাগে একটী প্রাসাদ তৎকর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিসম্বাদে মত্ত হইয়া আপনাদিগের জীবনকে বিষময় করিয়া তুলেন। উক্ত রূপ বিবাদ-বিসম্বাদে রাজ্যের যে কত মহদনিষ্ট সাধিত হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! ঐ অনর্থকর সংঘর্ষের উদ্ভাবন করিয়া অনেক রাজপুত নৃপতি অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়াছেন; অনেকে রাজ্যধনে বঞ্চিত হইয়া অসীম যন্ত্রণায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, রাণা রত্নও ইহার কুহকে পতিত হইয়া অকালে অমূল্য জীবন হারাইলেন।

রাণা রত্ন অতি গোপনে অম্বরাধিপ পৃথ্বীরাজের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ বিবাহের বিষয় পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্তও জানিতেন না; সুতরাং রাজকুমারীর বয়োবৃদ্ধি হইলে তিনি তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং বুন্দির হারবংশীয় নৃপতি সূর্য্যমল্লের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। অচিরকাল মধ্যে পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সরলা রাজপুতবালা লজ্জাবশতঃ কাহারও নিকট আপনার পূর্ব্ব বিবাহের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই, সুতরাং কেহই তাহাতে ব্যাঘাত দেয় নাই। কিন্তু এই বিবাহ অল্পকালের মধ্যেই এক মহানর্থের কারণস্বরূপ হইয়া উঠিল। রাণা এই বিবাহের বৃত্তান্ত অবগত হইলে মনে মনে অতিশয় অভিতপ্ত হইলেন। সূর্য্যমল্লের এই আচরণ তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিল। সে আঘাতের প্রত্যাঘাত প্রদান করিবার জন্য তিনি একবারে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং প্রতিহিংসা লইবার উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যমল্ল রাণা রত্নের অতি নিকট-কুটুম্ব; রাণা তাঁহার ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তথাপি এ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি সকল বন্ধন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং উৎসুক চিত্তে উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে রাণাকে আত্মজীবনও উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। আহেরিয়া (বাসন্তী মৃগয়া) মহোৎসব সমাগত হইবামাত্র রাণা প্রতিহিংসা লইবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন। আপন সৈন্যসামন্ত ও পারিষদদিগকে আহ্বান করিয়া রাণা মৃগয়া-ব্যাপারে বহির্গত হইলেন। তদুপলক্ষে বুন্দিরাজ সূর্য্যমল্লও তাঁহার অনুগমন করিলেন। বুন্দির হারগণ মিবারের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ শৈলমালার অভ্যন্তরে বাস করিতেন। তাঁহাদের রাজ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদিও মিবারের অন্তর্ভূত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা রাণাদিগকে পূজা করিতেন, যুদ্ধস্থলে রাজ-চিহ্ন বহন করিতেন এবং মিবারের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যেদিন যবনবীর সাহাবুদ্দীনের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আর্য্যবীর সমরসিংহ পবিত্র দৃষদ্বতীতটে জীবন বিসর্জ্জন করেন; সেইদিন হারবংশীয় সূর্য্যমল্লের পিতৃপুরুষ যুদ্ধ-বিশারদ হামিরও ভারতভূমির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে হামিরের বংশধরগণ গিহ্লোটকুলের বিশেষ অনুগত হইয়া রহিলেন। কিন্তু রাণা রত্নের নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ বুন্দির সহিত মিবারের যে ভীষণ সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল, তাহাতে উভয় রাজ্যের সৌহার্দ্দ্য ভাব কিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

আহেরিয়া মহোৎসব উপস্থিত হইল। রাণা রত্ন ও সূর্য্যমল্ল একত্রে একটী গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদিগের পারিষদগণ দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া রাণা অকস্মাৎ অসতর্ক সূর্য্যমল্লকে ভীষণ অসি প্রহার করিলেন। হতভাগ্য বুন্দিরাজ অমনি অশ্ব হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন; কিন্তু তিনি তখনও সজীব রহিলেন। অল্প কালের মধ্যে সূর্য্যমল্ল চৈতন্য লাভ করিয়া আপন গাত্রাবরণীদ্বারা ক্ষত-স্থান বন্ধন করিলেন; এবং আততায়ী রত্নের অনুসন্ধান করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, রত্ন দূরে পলায়ন করিতেছেন। তখন হার-রাজ নিদারুণ ক্রোধ, জিঘাংসা ও মনোবেদনায় নিপীড়িত হইয়া চীৎকার স্বরে বলিলেন "পলায়ন কর—পলায়ন কর,—কাপুরুষ! তুমি এখন পলায়ন করিতে পার; কিন্তু তোমার এই কাপুরুষতা ও জঘন্য আচরণে মিবারের শুভ্র যশঃ চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইল।" রত্ন ইহা শুনিতে পাইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমল্ল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত হইতে দেখিয়া নির্ব্বোধ রাণা আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সে নির্ব্বুদ্ধিতা'র উপযুক্ত প্রতিফল তিনি অচিরে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে দেখিয়া সূর্য্যমল্ল ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভীষণ বলসহকারে তাঁহাকে একবারে ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন এবং তাঁহার বক্ষের উপর স্বীয় জানুস্থাপন পূর্ব্বক তরবারাঘাতে তাঁহাকে সেই স্থলেই সংহার করিলেন। অচিরকাল মধ্যে সূর্য্যমল্লও স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর পার্শ্বদেশে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

রাণা রত্ন যদিও পঞ্চ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন; তথাপি সেই অল্পকালের মধ্যেই তিনি মিবারকে সুন্দরভাবে শাসন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সুচারু শাসন-প্রভাবে মিবার-রাজ্য যবনদিগের আক্রোশ হইতে সুরক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় ভ্রাতা বিক্রমজিৎ চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

সম্বৎ ১৫৯১ (খৃঃ ১৫৩৫) অব্দে বিক্রমজিৎ * মিবারের রাজাসনে আরোহণ করিলেন। রাজযোগ্য যে সকল সুন্দর গুণে বিভূষিত থাকাতে তদীয় জ্যেষ্ঠ রত্ন রাণা প্রজাবর্গের ভক্তি ও অনুরাগ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, বিক্রম তাহার একটীও প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি অগ্রজের গুণভাগ পরিত্যাগ করিয়া দোষভাগই অনুকরণ করিয়াছিলেন। রত্নের সেই ঔদ্ধত্য, সেই তেজস্বিতা, সেই অবিমৃষ্যকারিতা বিক্রমের চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় সংক্রামিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত তিনি আবার ক্ষমাহীন ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। এই সকল দোষ ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, মিবারের সর্দ্দার ও সামন্তগণ রাণার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিরক্তির আরও কারণ ছিল। রাণা তাঁহাদিগের সম্মুখভাগে অবস্থিতি না করিয়া অনুদিন মল্ল ও লীলাযোদ্ধৃদিগের সহিত কালযাপন করিতেন। বিশেষতঃ রাজপুত অশ্বারোহীগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সম্মান ও সম্ভ্রম ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, বিক্রম তাঁহাদিগের

---

* ইহাঁর মূল নাম বিক্রমাদিত্য, চলিত ভাষায় ইনি বিক্রমজিৎ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

সে সম্মান ও সম্ভ্রম অপহরণ করিয়া হীনপদস্থ ‘পাইক’ (পদাতিক) ও উক্ত মল্লদিগকে অর্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ অবমাননায় সর্দ্দারদিগের হৃদয় ঘোরতর নিপীড়িত হইল। দারুণ মনোবেদনায় কাতর হইয়া তাঁহারা নিতান্ত দীনভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সর্দ্দারদিগের চিরন্তন স্বত্ব অপহরণ পূর্ব্বক নিকৃষ্ট মল্ল ও পদাতিকগণের প্রতি অর্পণ করিয়া রাণা বিক্রমজিৎ এক নূতন প্রথা প্রচলন করিলেন। মুসলমানদিগের নিকট বোধ হয় রাণা এ নূতন প্রথার প্রচলন শিক্ষা করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ পদাতিক সেনাকেই বিশেষ আদর করিয়া থাকে। কিন্তু রাজপুতগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। দুর্গাবরোধের সময় অথবা যখন রাজপুতবীরগণ অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক গালিচা বিস্তার করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে থাকেন, তখনই কেবল তাঁহাদিগের পদাতিক-সৈন্যের আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সময়েই তাঁহারা তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না। মুসলমানগণ পূর্ব্ব হইতেই পদাতি সেনা ব্যবহার করিত বটে; কিন্তু যে সময় হইতে তাহারা যুদ্ধস্থলে কামান প্রয়োগ করিতে লাগিল, সেই সময় হইতে পদাতিক সৈন্যের আদর বাড়িতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতে তাহারা অশ্বারোহী সৈন্যের প্রতি বীতরাগ হইল। কেননা রণক্ষেত্রে কামান ব্যবহার করা পদাতিক সৈন্যগণেরই বিশেষ ক্ষমতা সিদ্ধ। কিন্তু রাজপুতগণ আপনাদিগের চিরন্তনী যুদ্ধপ্রথা পরিবর্জ্জন করিতে পারেন নাই। অতি পুরাতন কালে তাঁহারা যে তুরঙ্গ, অসি ও ভল্লকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন; যাহাকে তাঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধের প্রধান উপকরণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, আজিও সেই তুরঙ্গ, অসি ও ভল্ল তাঁহাদিগের নিকট সেইরূপ আদরের সামগ্রী। আজি উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবলে যুদ্ধোপযোগী যে সমস্ত নূতন নূতন কল কৌশল ও অস্ত্রশস্ত্র সৃষ্ট হইতেছে; বাহুবলপ্রিয় রাজপুত তাহা ব্যবহার করিতে ঘৃণা বোধ করেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, কামান প্রভৃতি ঐ অস্ত্র ব্যবহারে প্রকৃত বীরত্ব ও বাহুবলের পরিচয় পাওয়া যায় না। উক্ত প্রকার অস্ত্রের সাহায্যে জয়লাভ করিলেও তাঁহারা তাহা জয় বলিয়াই গ্রহণ করেন না।

অবমানিত সর্দ্দারদিগের হৃদয়ে যে বিদ্বেষবহ্নি অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা রাণার প্রতি স্নেহ, মমতা ও ভক্তি ত্যাগ করিয়া এক প্রকার নিঃসংশ্রবভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহাতেও রাণার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে অচিরে তাঁহাকে ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইতে হইবে। তাঁহার সেইরূপ আলস্য ও দুর্ব্বৃত্ততা নিবন্ধন রাজ্যমধ্যে মহতী বিশৃঙ্খলার উদয় হইল। পর্ব্বতনিবাসী অসভ্য ব্যক্তিগণ শান্তি-রক্ষকদিগের ভ্রূকুটিপাতকে অগ্রাহ্য করিয়া চিতোরের দুর্গপ্রাচীরের সম্মুখ হইতেই সবলে গোমেষাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। প্রজাবর্গের ধনমান রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। সকলেই নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিল “আবার পপা * বাইয়ের রাজত্ব উপস্থিত হইল!” রাণা আপন সর্দ্দারগণকে আহ্বান

* অতি প্রাচীনকালে পপাবাই নাম্নী কোন রাজপুত রাজ্ঞী ছিলেন; তাঁহার শাসনকালে রাজ্য মধ্যে

করিয়া অসভ্য পার্ব্বত্যদিগের দমন করিতে কহিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই সদম্ভে ও সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আপনার পাইকদিগকে প্রেরণ করুন।"

অতি অল্পকালের মধ্যেই মিবাররাজ্য যেন সম্পূর্ণ অরাজক হইয়া পড়িল। গুর্জ্জরের নৃপতি সুলতান বাহাদুর এই সুযোগে আপনার প্রচণ্ড প্রতিশোধ-পিপাসা নিবারণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইল। শিশোদীয় বীর পৃথ্বীরাজ গুর্জ্জররাজ মজেফারকে পরাস্ত করিয়া স্বনগরে বন্দিভাবে আনয়ন করিয়াছিলেন; ইহাতে যবনরাজ্যের যে ঘোরতর অপমান হইয়াছিল, আজি বাহাদুর সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিল। গুর্জ্জর ও মালব রাজ্যমধ্যে যত রণবিশারদ সৈন্য ছিল, যবনরাজ সকলকেই সজ্জিত করিয়া রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিক্রমজিৎ তখন বুন্দিরাজ্যের অন্তর্গত লৈচা নামক স্থানে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাহাদুর আপনার বিশাল সেনাদল লইয়া সেই স্থলেই তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহার সেই প্রচণ্ড বাহিনীকে প্রলয়-পয়োদসম দিগন্তরেখা আবরণ করিয়া শ্রবণ-ভৈরব গর্জ্জনের সহিত লৈচাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাণা বিক্রমজিৎ মুহূর্ত্তের জন্য ভীত বা নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি বীরবর সংগ্রামসিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সংগ্রামসিংহের শোণিত তাঁহার ধমনীতে প্রচণ্ডবেগে বহমান; তবে কি বিক্রমজিৎ কাপুরুষ হইবেন?—তবে কি তিনি দেশবৈরী যবনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না? না, তাহা কখনই হইতে পারে না; শিক্ষাদোষে তাঁহার চরিত্র দূষিত হইলেও তিনি তত কাপুরুষ হয়েন নাই যে, শত্রুর আক্রমণে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন। তিনি মুহূর্ত্তের জন্য দ্বিধা না করিয়া অচিরে বাহাদুরের সম্মুখীন্ হইলেন। অনতিবিলম্বে উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার বেতনভোগী পদাতিক সৈন্যগণ যবনদিগের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। সুতরাং তিনি ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইলেন। তাঁহার সামন্ত, সর্দ্দার ও আত্মীয়স্বজনগণ কেহই সে সঙ্কটে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন না। রাণাকে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিতে রাখিয়া তাঁহারা সংগ্রামসিংহের শিশুতনয় উদয়সিংহ ও চিতোরপুরী রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তদভিমুখে গমন করিলেন।

চিতোর নামের কি অপূর্ব্ব মহিমা! গত যুদ্ধে বীরবর সংগ্রামসিংহের সহিত যে অসংখ্য বীর স্বদেশের গৌরব-রক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে চিতোরপুরীকে বীরশূন্যা বলা যাইতে পারে। কিন্তু আজি যবনবীর বাহাদুর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইবামাত্র কি জানি কোন্ দৈববলে সেই সমস্ত বীরের চিতাভস্ম হইতে আবার অসংখ্য বীর সমুত্থিত হইলেন। যে যে রাজপুত নৃপতিগণ ইতিপূর্ব্বে মিবারের ঘোর শত্রু ছিলেন, আজি তাঁহারা সে শত্রুভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মোৎসর্গের পবিত্র

মহতী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার উদয় হইয়াছিল। তদবধি অরাজক জনপদ মাত্রকেই রাজপুতগণ "পপা বাইকা রাজ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া চিতোর-রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। এমন কি, যে সূর্য্যমল্ল অনেক যন্ত্রণার পর অবশেষে চিতোরলাভের আশা ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে দেবলনগর স্থাপন করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার বংশধর বাঘ-জি পিতৃপুরুষগণের পবিত্র আবাস-নিলয় চিতোরপুরী রক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে আত্মহৃদয়ের শোণিতপাত করিতে আসিলেন। সেইরূপ বুন্দির রাজপুত্র অতিতেজস্বী পঞ্চশত হার-বীর সমভিব্যাহারে এবং শনিগুরু, দেবর ও অন্যান্য রাজপুতবীরগণ রাজস্থানের চারিদিক হইতে আসিয়া যবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

মধ্য ভারতের যবন নৃপতিগণ যতবার চিতোরপুরী আক্রমণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এইটীই ভীষণতম। এ ভয়াবহ কালসময়ে একজন সুদক্ষ য়ুরোপীয় গোলন্দাজ * পর্য্যন্ত বাহাদুরের সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিল। ভট্টগণ সেই য়ুরোপীয় গোলন্দাজকে "ফ্রেঙ্গানের লাব্রি খাঁ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত লাব্রি খাঁরই † সুচারু কৌশল প্রভাবে বাহাদুর চিতোরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আপনার চির-লালিতা প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত করিতে পারিয়াছিল।

লৈচা-ক্ষেত্রে বিক্রমজিৎকে পরাস্ত করিয়া বিজয়ী বাহাদুর সেই প্রচণ্ড সেনাদল সমভিব্যাহারে চিতোরনগর আক্রমণ করিল। চিতোরের আজ ঘোর সঙ্কটকাল উপস্থিত! এ সঙ্কট হইতে কে চিতোরপুরীকে উদ্ধার করিবে? কে শিশোদীয়কুলের গৌরবসম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিবে? যে কতিপয় রাজপুতবীর স্বদেশ-প্রেমিকতার পবিত্র মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, বাহাদুরের বিশাল অনীকিনীর সহিত তুলনায় তাঁহারাত মুষ্টিমেয়;—অনন্ত সাগরের কয়েকটী জলবুদ্বুদ মাত্র। তথাপি ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং প্রচণ্ড রণতূর্য্য-নিনাদে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া শত্রুকুলের বিক্রমবহ্নি সঙ্কুচিত করিয়া দিলেন।

---

* অতি পুরাকালে বন্দুক ও কামানের ব্যবহার যে আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে (১৭২ পৃষ্ঠা ১ম টীকা দ্রষ্টব্য) প্রতিপাদন করিয়াছি। পুরাণ তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাবলেন বলুন; তাহাতে আমরা দৃক্‌পাতও করিনা; কারণ আমরা বিলক্ষণ জানি যে, প্রাচীন আর্য্যগণ অদ্ভুত বিজ্ঞানবলে নানাপ্রকার আগ্নেয় অস্ত্রশস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতের পুরাণাবলি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলে এরূপ অনেক বিবরণ আবিষ্কৃত হইবে। মহাকবি চাঁদভট্টের গ্রন্থেও বন্দুক ও কামানের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তিনি তৎসমুদায় আগ্নেয় অস্ত্রকে "নলগোলা" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মুসলমানগণ কোন্ সময় হইতে যুদ্ধে বন্দুক ও কামান ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। কথিত আছে যবনবীর আল্লা উদ্দীন দুর্গজয় করিবার সময় "মুঞ্জনিক" নামক এক প্রকার কল ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তাহা বন্দুক বা কামানের মত নহে। ধরিতে গেলে, বাবরই রণস্থলে সর্ব্বপ্রথম কামান ব্যবহার করেন। তাঁহার কামানসমূহ রুমি খাঁ নামক জনৈক গোলন্দাজদ্বারা চালিত হইত। সে রুমি খাঁ কে? মহাত্মা টড্ তাহাকে সিরিয়াদেশীয় ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

† টড্ সাহেব উক্ত ফ্রেঙ্গান-নিবাসীকে (ফিরিঙ্গীকে) পর্ত্তুগিজ বীর ভাস্কদেগামার দলভুক্ত কোন সৈনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যে সময়ে (১৫৩৩ খ্রীঃ অঃ) বাহাদুর কর্ত্তৃক চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছিল ভাস্কদেগামা তাহার বহু পূর্ব্বে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। অতএব বোধ হয় উক্ত লাব্রি খাঁ দেগামার পরবর্ত্তী অন্য কোন পর্ত্তুগিজ নাবিকের দলভুক্ত হইবেন।

তাঁহাদিগের সে ভীমগম্ভীর তূর্য্যধ্বনি ও শ্রবণ-ভৈরব সিংহনাদ প্রতিধ্বনিতে বিলীন হইতে না হইতে বাহাদুরের কালান্তক কামানসমূহ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রসাতলে প্রোথিত করিবার উদ্দেশে বিশ্বসংহারক অসংখ্য বজ্রের নিনাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিল! প্রকৃতি স্তম্ভিত;—যেন মুহূর্ত্তের জন্য সমগ্র জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল! যেন জগৎ-সংসার শতধা বিদীর্ণ হইয়া রসাতলে নিমগ্ন হইয়া পড়িল! রাজপুতবীরগণ দ্বিগুণতর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আবার সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন এবং ধাবমান অনল গোলক সমূহকে লক্ষ্য করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। কচিৎ তাঁহাদের দুই একটী লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। আবার—আবার গম্ভীরতর শব্দে যবনদিগের আগ্নেয় অস্ত্রগুলি গর্জ্জিয়া উঠিল! কামানোদ্গীর্ণ নিবিড় ধূমরাশিতে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল!—দিবাকরের কিরণমালার তীব্রগতি রুদ্ধ হইয়া গেল!—মুহূর্ত্তের জন্য কিছুই নয়নগোচর হইল না!—কেবল অন্ধকার!—নিবিড়তর অন্ধকার! এইরূপ বহুক্ষণ ব্যাপিয়া হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল! সে যুদ্ধে উভয়পক্ষের অসংখ্য সৈনিক নিপতিত হইল। বাহাদুর তখন কিছুতেই চিতোর হস্তগত করিতে পারিল না। অবশেষে সুচতুর লাব্রিখাঁ বিকাগিরির নিম্নতলে একটী বৃহৎ সুড়ঙ্গ খনন পূর্ব্বক তন্মধ্যে বারুদ পূর্ণ করিয়া অনল সংযোগ করিল। শত শত ভীষণ অশনি নিনাদে বারুদ-রাশি জ্বলিয়া উঠিল—সেই সঙ্গে দুর্গপ্রাকারের ৪৫ হস্ত-পরিমিত ভূমি একবারে উড়িয়া গেল! সেই স্থলে হার-রাজকুমার বীর অর্জ্জুনরাও আপনার পঞ্চশত সৈনিক সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতেছিলেন। সুতরাং তৎপ্রদেশ বিভগ্ন ও ভূপতিত হইবামাত্র তিনিও সদলে নিপতিত হইলেন। চিতোরের দুর্গপ্রাকারের এক প্রদেশ ভাঙ্গিয়া গেল! শত্রুকুল সেই রন্ধ্রপথে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উদ্দেশে প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় ধাবিত হইল! কিন্তু চিতোর পুরীত এখনও বীরশূন্য হয় নাই। এখনও ত শমনোপম কতিপয় রাজপুতবীর জীবিত রহিয়াছেন; দেহে প্রাণ থাকিতে—ধমনীতে শোণিত থাকিতে তাঁহারা কি প্রাণাদপি গরীয়সী চিতোরপুরীকে শত্রুহস্তে ত্যাগ করিবেন?—কখনই নয়! দেখিতে দেখিতে বীরবর দুর্গারাও, সত্তা ও দদুনামক চন্দাবৎ বীরদ্বয় এবং কতিপয় সৈনিক ও সামন্ত সমভিব্যাহারে সেই রন্ধ্র সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন,—অচল—অটল—দুর্ভেদ্য হিমাদ্রিসম দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার দেহে জীবন থাকিতে কে তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারিবে? ভীমবিক্রান্ত যবনগণ দলে দলে সেই দিকে ধাবিত হইতে লাগিল! কিন্তু বীরবর দুর্গারাও এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী কতিপয় রাজপুতবীর যতক্ষণ জীবিত রহিলেন; ততক্ষণ যবনদিগের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু কতিপয় মাত্র রাজপুতবীর আর কতক্ষণ অসংখ্য যবন-সৈন্যের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে পারিবেন? বিস্ময়কর বীরত্বের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহারা সেই রন্ধ্রপথেই পতিত হইলেন। রণোন্মত্ত যবনগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং তীব্রবেগে রন্ধ্রপথের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল;—অকস্মাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইল; অকস্মাৎ সকলেই মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল! তাহারা দেখিল যে আলুলায়িতকুন্তলা, ভীমরূপিণী

যোদ্ধৃবেশ-পরিহিতা এক রমণী প্রচণ্ড রণতুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক হস্তে ভীষণ ভল্ল উদ্যত করিয়া সেই রন্ধ্রের পুরোভাগে দাড়াইয়া রহিয়াছেন!—এ রমণী আর কেহই নহেন;—রাঠোরকুলসম্ভূতা শিশোদীয় রাজমহিষী জবহর বাই! বীরনারী জবহর বাই রণচণ্ডীবেশে সেই রন্ধ্রপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন! ক্রমে যবনদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বীররমণী সদম্ভে তাহাদিগের অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। তাঁহার হস্তস্থ ভল্লের দারুণ প্রহারে অনেক যবনবীর নিপতিত হইল। কিন্তু সকলই বৃথা! দেখিতে দেখিতে যবনগণ উদ্বেল সাগরবৎ ভীম বিক্রমের সহিত তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল; তথাপি বীরেন্দ্রানী রাজপুতমহিষী মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইলেন না; চরম সাহসে নির্ভর করিয়া সেই রণোন্মত্ত যবনদিগের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আজি আর্য্যনারী একাকিনী--কতিপয় মাত্র আর্য্যবীর-সমভিব্যাহারে—প্রচণ্ড বিক্রান্ত অসংখ্য যবনের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; দূরে বাহাদুর গজারূঢ় হইয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাহা দেখিতে লাগিল। রমণীর অদ্ভুত রণাভিনয় দেখিয়া বীরত্বাভিমানী বলদর্পিত যবনবীর চমৎকৃত হইল! একি শক্তিস্বরূপিনী মহাদেবী আজি দনুজ-দলনে প্রবৃত্তা! কিন্তু সকলই নিষ্ফল! অবশেষে চিতোর-রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া বীরনারী জবহর বাই তীব্রবেগে স্বীয় তুরঙ্গকে তাড়িত করিয়া যবনদলের মধ্যস্থলে পতিত হইলেন এবং জগতে বীরনারীর অপূর্ব্ব আদর্শ এবং আত্মোৎসর্গের জলন্ত উদাহরণ রাখিয়া শত্রুদল মধ্যেই জীবন ত্যাগ করিলেন!

মহাশক্তির শক্তি ব্যর্থ হইল! আজি চিতোরের শুভগ্রহ নহে। এ সঙ্কটে তবে আর কে চিতোরপুরীকে রক্ষা করিবে? সর্দ্দারগণ সেই সময়ে একবার চিতোরের ভবিষ্য ভাগ্য গগনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন;—দেখিলেন চিতোরের আশা নাই! তথাপি কে যেন চিতোরের উচ্চ দুর্গশীর্ষ হইতে জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল "রাজবলির আয়োজন কর!" সর্দ্দারগণ কিছুতেই হতাশ ও নিরুৎসাহ হইলেন না। তবে কি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দারুণ শোণিত-তৃষা উদ্রিক্ত হইয়াছে? কিন্তু রাজবলি কোথায়? একমাত্র সংগ্রামসিংহের শিশুতনয় উদয়সিংহ।—তিনিত বালক; তিনি কি প্রকারে করে অসি ধারণ করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন? তবে দেবীর আদেশ-পালন হয় কৈ? দুর্গাভ্যন্তরে সর্দ্দারদিগের মধ্যে উক্ত বিষয়ে নানা বাদানুবাদ হইতেছে; এমন সময় দেবল-পতি বাঘজি তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন "বাপ্পা রাওলের পবিত্র শোণিত কি এ হৃদয়ে বহমান নাই!—তবে আপনারা রাজবলির জন্য ভাবিতেছেন কেন? আজি আমিই আত্মোৎসর্গ করিয়া দেবীর আদেশপালন করিব।" সকলেরই চিন্তা দূর হইল। যে সূর্য্যমল্ল চিতোরের জন্য বীরবর পৃথ্বীরাজের সহিত ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই বাঘজি তাঁহারই বংশধর; সুতরাং শিশোদীয় রাজবংশীয়। বাঘজি ক্ষণিক রাজসম্মান সম্ভোগ করিলেন।—ছত্র, চামর ও কিরণ ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মস্তকোপরি সুশোভিত হইল। তাহার পরেই পীতবসন পরিধান। সকলেরই অঙ্গে পীতবসন! চামকালের বীরবেশ পীতবসন পরিধান করিয়া

সর্দার, সামন্ত ও প্রধান প্রধান সেনানিবাস পরস্পরের নিকট চিরজীবনের জন্য বিদায় লইলেন এবং মহাদর্পের সহিত বাঘজির মস্তকোপরি বাপ্পারাওলের বিজয়বৈজয়ন্তি উজ্জ্বল "ছেঙ্গী" * উদ্যত করিয়া শ্রবণবিদারী বীরনাদ করিতে করিতে শত্রুদলের সম্মুখীন হইলেন। এদিকে শিশুরাজকুমার উদয়সিংহ বুন্দির অধিপতি সুবিশস্ত শূরতানের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সেই দিন—চিতোরের সেই শোচনীয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বীরবর বাপ্পা রাওলের হৈম-পতন-মণ্ডিত প্রচণ্ড বিজয়পতাকা দেবল-রাজের মস্তকোপরি যে অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছিল, সেরূপ শোভা আর কখনও কাহার নয়নগোচর হয় নাই। রাজবলির উষ্ণশোণিতে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ভীষণ খর্পর রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে ভয়াবহ "জহর" ব্রতের আয়োজন হইল। আর সময় নাই; দুর্দ্ধর্ষ যবনগণ রক্তপথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে; এখনই তাহারা চিতোরপুরীতে প্রবেশ করিবে; অতএব চিতা প্রস্তুত করিবার সময় কৈ? সর্দারগণ ভীষণ জহরব্রত-সমাপনের একটী আশু উপায় উদ্ভাবন করিলেন। দুর্গের অভ্যন্তরে গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে রাশি রাশি বারুদ ও নানাপ্রকার আগ্নেয় দ্রব্য সজ্জিত করিয়া অনল সংযোগ করিলেন। প্রচণ্ড শব্দে ভয়াবহ বিভাবসু জ্বলিয়া উঠিল! দেখিতে দেখিতে রাজমহিষী কর্ণাবতী ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুত-ললনা সমভিব্যাহারে করুণ শোক-সঙ্গীতে প্রকৃতিকে কাঁদাইয়া অবলীলাক্রমে সেই অনল মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। ত্রয়োদশ সহস্র রমণী মুহূর্ত্তের মধ্যে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।—আর কাহারও সামান্য চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না। রূপ—যৌবন—লাবণ্য—গৌরব সকলই মুহূর্ত্তের মধ্যে ফুরাইয়া গেল!—আর কিছুই রহিল না! সর্দারগণ এই বার নিশ্চিন্ত হইলেন। আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না—আর কাহারও জন্য কাঁদিতে হইবে না;—যাহাদিগের জন্য হৃদয় কাঁদিত; যাহারা যতনের ধন—ব্যথার সামগ্রী ছিল; সেই প্রীতিদায়িনী আনন্দময়ী কন্যা, ভগিনী ও বনিতাগণ অনলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। শিশুরাজকুমার উদয়সিংহও নিরাপদে রক্ষা † পাইয়াছেন।—তবে আর কিসের ভয়—আর কিসের ভাবনা? চিতোরের বীরগণ উন্মত্তের ন্যায় আবার হৃদয়স্তম্ভন রবে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন;—শ্রবণভৈরব রোলে মেদিনী কাঁপাইয়া রাজপুতের রণবাদ্য আবার বাজিয়া উঠিল! উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণোন্মত্ত বাঘজি দুর্গদ্বার উন্মোচন করিয়া চিতোরের অবশিষ্ট বীরগণের সহিত বিশাল যবন বাহিনীর মধ্যে উল্লম্ফন পূর্ব্বক পতিত হইলেন। কত রণদক্ষ যবনসৈনিক তাঁহাদিগের করাল তরবারের মুখে নিপাতিত হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! অনন্তসাগরের কয়েকটী জলবুদ্বুদ সম সেই কতিপয় রাজপুতবীর দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া গেলেন!

---

* "ছেঙ্গি" মহারাজ বাপ্পা রাওলের রাজচিহ্ন। একখানী বড় থালের উপরিভাগ উষ্ট্রপক্ষীর পালকে মুড়িয়া তাহার মধ্যস্থলে সূর্য্যের একখানি সোনার ছবি স্থাপিত থাকে। সেই থালখানির ব্যাস প্রায় দুই হস্ত হইবে। সেই থালখানি আবার একটী দীর্ঘ দারুদণ্ডের শীর্ষদেশে সংলগ্ন।

† যে বিশস্ত রাজপুত উদয়সিংহকে নিরাপদে সেই ভীষণ বিপ্লবে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বুকাসেন খুন্দেরা। এরূপ মহাত্মা ব্যক্তির নাম ইতিহাসে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

বাহাদুরের প্রচণ্ড প্রতিশোধ-পিপাসা আজি শান্ত হইল *! অগণ্য রাজপুত নরনারীর হৃদয়-শোণিতে তাহার কঠোর হৃদয়জ্বালা প্রশমিত হইল! দুরাচার আত্মকৃত জয়দৃশ্য দেখিবার জন্য চিতোর-শ্মশানে প্রবেশ করিল।—সে দৃশ্য বীভৎস—হৃদয়স্তম্ভন! তাহা দেখিবামাত্র নৃশংস সহসা স্তম্ভিত হইল! সহসা তাহার কঠোর হৃদয় তাড়িতবেগে শিহরিয়া উঠিল! নর-শোণিতে চিতোরের রথ্যাসমূহ অভিষিক্ত! সেই শোণিত-ক্লিন্ন চিতোরের সর্ব্বত্র অসংখ্য ছিন্নমুণ্ড, ছিন্ন হস্তপদাদি ও দ্বিধাভিন্ন রক্তাক্ত শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! কোথায় অসংখ্য মুমূর্ষু ব্যক্তি নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া হৃদয়ভেদী স্বরে অনর্গল আর্ত্তনাদ করিতেছে;—নৃশংস যবনদিগকে শত সহস্র অভিশাপ দিতেছে। কেহ বা অসহ্য অবমাননা ও কারাযন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিষপান করিতে উদ্যত! কেহ বা তীক্ষ্ণ ছুরিকাদ্বারা আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিতেছে! আজি চিতোরের প্রলয়কাল উপস্থিত! কেহ নাই—আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে! চিতোরপুরী আজি জীবশূন্যা! রাজস্থানের প্রধান প্রধান সামন্তকুল রক্ষক-শূন্য;—প্রধান প্রধান বীরবংশ নির্ম্মূল! এই ভয়াবহ কালরণে সর্ব্বসমেত দ্বাত্রিংশৎ সহস্র রাজপুত যোদ্ধা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন! ইহাই চিতোরের দ্বিতীয় উৎসাদন!

বিজয়োন্মত্ত বাহাদুর পঞ্চদশ দিবস নানাপ্রকার উৎসব ও আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে সংবাদ আসিল যে, মোগলবীর হুমায়ুন চিতোর উদ্ধার করিবার জন্য সসৈন্যে আগমন করিতেছেন। ভয়ে বাহাদুরের পাষাণ হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; দুরাচার আর অধিক বিলম্ব না করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। কোন্ গূঢ় সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া হুমায়ুন বঙ্গজয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিতোরাভিমুখে আগমন করেন, তাহা নিরাকরণ করা সহজ নহে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাহা অবধারণ করিতে না পারিয়া ভ্রমবশতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি রাণা বিক্রমজিতের বিশেষ অনুনয়বিনয়েই বঙ্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া চিতোরে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ভট্টদিগের অভিমতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তাঁহারা বলেন যে, এক পবিত্র ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের অনুরোধেই মোগলবীর হুমায়ুন দুর্দ্ধর্ষ বাহাদুরের করালগ্রাস হইতে চিতোরপুরীকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন। উদয়সিংহের জননী মহিষী কর্ণবতীই তাঁহাকে সেই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাজপুতগণ সেই পবিত্র ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে "রাখি বন্ধন" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যিনি সেই পূত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েন, রাজপুতদিগের মতে তাঁহার নাম "রাখি-বন্ধ ভাই।" ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, চিতোরের ভয়াবহ বিপ্লব-কালে যখন বীরনারী জবহরবাই আত্মোৎসর্গ করিলেন, তখন রাণী কর্ণবতী আপন শিশু পুত্রের প্রাণরক্ষার অন্য কোন সুনিশ্চিত উপায় না দেখিয়া অবশেষে হুমায়ুনের আশ্রয় প্রার্থনা পূর্ব্বক তৎসমীপে পবিত্র রাখি-সম্বন্ধ পাঠাইয়া দিলেন। বীরপ্রথার উপযুক্ত বিধির অনুসারে হুমায়ুন সে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ পবিত্র হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন এবং ধর্ম্ম-ভগিনীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

* সম্বৎ ১৫৮৯ (খৃঃ ১৫৩৩) অব্দ ১২ই জ্যৈষ্ঠ চিতোরের এই সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল।

হইয়া সসৈন্যে চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি যদি সেই ভীষণ যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে নিষ্ঠুর বাহাদুর চিতোরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিত না এবং তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মভগিনীর উদ্ধারের জন্য যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে পালিত হইত। কিন্তু মহিষী কর্ণবতীর দুর্ভাগ্য, নতুবা তিনি তত বিলম্বে রাখি প্রেরণ করিবেন কেন *!

মধুময় বসন্তকালেই রাখি-উৎসব সমাচরিত হইয়া থাকে। এই সময়ে রাজপুত মহিলাগণ আপনাপন মনোনীত ব্যক্তির নিকট রাখিবলয় প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এ পবিত্র প্রথা ঠিক কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার সমাচরণের উপলক্ষে রাজপুতবীরগণ যে এক পবিত্র সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, উচ্চতম পদগৌরব ও সাম্রাজ্যলাভও তাহার অনুরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ভারতেশ্বর ভুবনবিদিত আকবর, তৎপুত্র জাহাঙ্গির, এবং শাজিহান ও আরঙ্গজীবও † এই পবিত্র সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

কখন কখনও রাজপুতকুমারীগণও রাখি প্রেরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু বিষম সঙ্কট অথবা আত্যন্তিক প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তাঁহারা সেরূপ সম্বন্ধবন্ধন করিতে বাধ্য হয়েন না। মনোনীত ব্যক্তির নিকট রাখি-বলয় প্রেরণ করিবার সময় রাজপুত-ললনা তাঁহাকে 'ধর্ম্মভ্রাতা' উপাধি অর্পণ করিয়া থাকেন। সেই উপাধি ও বলয় প্রাপ্ত হইবামাত্র ধর্ম্মভ্রাতা ভগিনীর মঙ্গলসাধনের জন্য স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন এবং উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু এ বীর ব্যবহারের একটী বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মভ্রাতা ধর্ম্মভগিনীর জন্য আত্মজীবনকে বিপন্ন করিলেও কখনও সেই ললনার লাবণ্যময় মুখের প্রসাদ-হাস্য দেখিতে পান না; কেন না যাঁহার জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তিনি আপন জীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হয়েন, সে রাজপুত-মহিলা কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন না। তথাপি এই পবিত্র ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের এমনই এক মায়াময়ী শক্তি আছে যে, তাহার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বীরগণ সর্ব্বান্তঃকরণে এই রূপ সম্বন্ধের কামনা করেন, এবং সে কামনা সিদ্ধ হইলে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিয়া থাকেন। যে রাখিবলয় এরূপ পবিত্র সামগ্রী, যাহা পাইবার জন্য রাজরাজেশ্বরও লালায়িত হয়েন; তাহা প্রস্তুত করিবার কোন বিশেষ নিয়মই নির্দ্দিষ্ট নাই; সকলেই আপন আপন অবস্থানুসারে

* কথিত আছে, হুমায়ুন বাহাদুরের সম্মুখীন হইয়া তাহার সহিত এক কূটার্থময় সদর্প বাক্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

† যে হিন্দুবিদ্বেষী আরঙ্গজীব রাজপুতদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতেন, তিনিও পরম আনন্দের সহিত উদয়পুরের রাজমাতার নিকট হইতে রাখি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরঙ্গজীব তাঁহাকে যে কয়েকখানি পত্র প্রেরণ করেন, তৎসমুদায়ের লালিত্য ও পবিত্রভাব দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মহাত্মা টড্ সাহেব তন্মধ্যে দুইখানি পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই পত্র সমূহে সম্রাট রাজমাতাকে "ধার্ম্মিকা ভগিনী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

রাখিবলয় প্রস্তুত করিতে পারেন। কেহ রত্ন ও স্বর্ণহার এবং কেহ বা সামান্য পশমের ডোর রাখিবলয় স্বরূপ আপন ধর্ম্মভ্রাতাকে অর্পণ করিয়া থাকেন। এই বলয় প্রাপ্ত হইবামাত্র বীরগণ প্রতিদান স্বরূপ পশম, সাটিন, অথবা মুক্তাজড়িত জরির এক একটী কাঁচলি প্রেরণ করেন *। কখন কখনও উক্ত কাঁচলির সঙ্গে ধর্ম্মভগিনীকে তাঁহারা এক একটী জনপদও উপহার দিয়া থাকেন। মোগলবীর হুমায়ুন কর্ণবতীর রাখিবলয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং আনন্দে বলিয়া উঠিলেন "ভগিনী যাহা করিতে বলিবেন, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাই করিব; এমন কি যদি তিনি রম্বম্বর দুর্গ পর্য্যন্ত লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাও দান করিব।" সম্রাট আত্মপ্রতিজ্ঞা পালন করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন এবং আপন ধর্ম্মভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বঙ্গজয় পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন †। তাঁহার বীরচরিত্রের বিষয় অনুশীলন করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, রাণী কর্ণবতী যোগ্যপাত্রেই রাখিবলয় প্রেরণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন যেরূপ বীর, সেইরূপ উদারহৃদয় ও সত্যপ্রিয়। পিতার সমভিব্যাহারে থাকিয়া বিয়ানা ও অন্যান্য যুদ্ধে তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, ভারতেতিহাসে তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় এবং বাবরও আত্মজীবনীতে তদ্বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-প্রতিজ্ঞা পালন করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি দুরাচার বাহাদুরকে চিতোর হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন এবং মালবপতি বাহাদুরকে আনুকূল্য দান করিয়াছিল বলিয়া, তদীয় রাজধানী মান্দুনগর কাড়িয়া লইয়া রাণা বিক্রমজিৎকে সেই বিজিত শত্রুপুরীতেই পুনরভিষেক করিলেন।

রাণা বিক্রমজিৎ চিতোরসিংহাসনে পুনরারূঢ় হইলেন। দুঃখ, কষ্ট, অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি স্বীয় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে তাঁহার চরিত্রের অণুমাত্রও সংশোধন হইল না। ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইয়া তিনি তিলমাত্রও জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেন না। অল্পকালমধ্যেই আবার তাঁহার সেই পূর্ব্ব কঠোরভাব পুনরুদ্দীপিত হইল; আবার তিনি আপন সর্দ্দারদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার সে দুষ্প্রবৃত্তি এত প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তিনি আত্মপদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া প্রকৃত পশুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন; এমন কি যে করিমচাঁদ তাঁহার পিতাকে বিপদ্‌কালে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, যিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া ইহজগৎ হইতে বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই বৃদ্ধ সম্মানার্হ প্রমার করিমচাঁদকে সভাস্থলে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিলেন! এ অন্যায় ও

* বোধ হয় ধর্ম্মভগিনীদিগকে অবমাননা ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই উক্তরূপ কাঁচলি প্রেরিত হইয়া থাকে।

† মহাত্মা টড সাহেব বলেন, রাখির দানাদান সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প শ্রুত হইয়া থাকে। তিনি যেরূপ সদাশয় এবং যেরূপ উচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন, তাহাতে অনেক রাজপুত মহিলা তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহাকে রাখি প্রেরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মভ্রাতৃত্বে বন্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে উদয়পুর, বুন্দি ও কোটার মহিষীগণ এবং রাণার অনূঢ়া ভগিনী চাঁদ বাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। সেই সকল রাখিবলয় দেখিতে সামান্য হইলেও টড্ মহোদয় অমূল্য, অপার্থিব রত্ন বলিয়া পবিত্রভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন।

অসহ্য অবমাননায় নিতান্ত অভিতপ্ত হইয়া সভাসীন সর্দ্দারগণ তথনই স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং সামন্ত-শিরোমণি চন্দাবৎ বীর কর্ণজি সক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ভ্রাতৃগণ! এতাবৎকাল আমরা কেবল পুষ্পের আঘ্রাণ করিয়া আসিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহার ফল আস্বাদন করিব।" তথন দলিত ও অপমানিত করিমচাঁদ দারুণ রোষভরে বলিয়া উঠিলেন "আগামী কল্যই তাহার আস্বাদন জানিতে পারিবে।" আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা সকলেই রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

রাজা রাজপুতের আরাধ্য দেবতা; সে রাজা বালক হইলেও রাজভক্ত রাজপুত তাঁহাকে দেবভাবে পূজা করিয়া থাকেন।—ইহা তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের অবশ্যপালনীয় অনুশাসন; এ অনুশাসন অবহেলা করিলে তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার সুখের পথে কণ্টক রোপিত হয়। কিন্তু এ অনুশাসনের সীমা আছে; প্রয়োজন হইলে ইহা লঙ্ঘন করা যাইতে পারে। রাজা যদ্যপি দুরাচারী হয়েন, যদ্যপি তাঁহাদ্বারা রাজ্যের অনিষ্টঘটনের আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে তিনি আর সে দেবভাবাপন্ন নৃপতি নহেন; তথন তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে সামান্য মানব বলিয়া গ্রহণ করে এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিতেও পারে। রাজপুতের বিধান-গ্রন্থে এরূপ অনেক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ ঘটনা কচিৎ ঘটিয়া থাকে;—কচিৎ রাজপুত নৃপতিগণ প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন; কেননা প্রজার সহিত তাঁহাদিগের এরূপ এক সুদৃঢ় প্রেমবন্ধন আছে যে, সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহারা প্রজাদিগকে পীড়ন করিতে পারেন না। যে অসংখ্য নরনারীর ভাগ্যসূত্র তাঁহার করধৃত, যাহারা তাঁহাকে পিতা ও দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন, পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া কোন্ প্রাণে তিনি তাহাদিগকে পীড়ন করিতে পারেন?

রোষ-পরিতপ্ত সর্দ্দারগণ রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া বীরবর পৃথ্বীরাজের উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র বনবীরের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া চিতোরের সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষেক করিতে চাহিলেন। বনবীর তাঁহাদিগের সে প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রথম সম্মতিদান করিলেন না; রাজাকে পদচ্যুত করিয়া সে সিংহাসন অধিকার করা,—তাঁহার বিবেচনায় যেন ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম বলিয়া অনুমিত হইল। কিন্তু মিবারের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় যথন তিনি নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যথন দেখিলেন যে, সর্দ্দারদিগের অনুরোধ রক্ষা না করিলে মিবারের সমূহ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা; তথন তিনি চিতোরসিংহাসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। নৃপতির সিংহাসনচ্যুতি ও নিধনের ব্যবধানগত সময় স্বভাবতঃ অতি শীঘ্রই অতীত হইয়া যায়। হতভাগ্য বিক্রমজিৎ সিংহাসনচ্যুত হইলেন; এ ঘোরতর অবমানের অল্পকাল পরেই তাঁহার জীবন-নাট্যের যবনিকা নিপাতিত হইল; এবং যৎকালে অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের করুণ শোকধ্বনি তাঁহার জীবনাবসান ঘোষণা করিয়াদিল, তথন বনবীরের অভিষেকজনিত আনন্দকোলাহলে সে উচ্চ শোকধ্বনি নিমজ্জিত হইয়া গেল!

নবম অধ্যায়।

বনবীরের মিবার-শাসন ;—সঙ্গের শিশুতনয় উদয়সিংহকে হত্যা করিতে বনবীরের উদ্যোগ ;—উদয়সিংহের প্রাণরক্ষা ;—তাঁহার সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাস ;—তাঁহাকে সর্দ্দারগণের রাণা বলিয়া গ্রহণ ;—ছুনা-বিবরণ ;—উদয়সিংহের চিতোর-প্রাপ্তি ;—বনবীরের সিংহাসনচ্যুতি ;—নাগপুরের ভণস্লগণের উৎপত্তি-বিনির্ণয় ;—রাণা উদয়সিংহের রাজত্ববিবরণ ;—তাঁহার অযোগ্যতা ;—হুমায়ুনের সিংহাসনচ্যুতি ;—আকবরের জন্ম ;—হুমায়ুনের পুনর্ব্বার সিংহাসনলাভ ;—তাঁহার পরলোকগমন ;—আকবরের সিংহাসনারোহণ ;—উদয়-সিংহ এবং আকবরের পরস্পরবিষম্বাদী চরিত্রের সমালোচনা ;—আকবর চিতোর আক্রমণ করাতে রাণার তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন ;—রাজপুতবীরগণের চিতোর-রক্ষার্থ অসিধারণ ;—জয়মল্ল ও পুত্ত ;—বীরনারী ;—জহরব্রত ;—হিন্দু মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ ;—আকবরকর্ত্তৃক চিতোর-জয় ;—নাগরিকদিগের হত্যা ;—উদয়সিংহের উদয়পুর-স্থাপন ;—তাঁহার পরলোকগমন ।

রাজ-ক্ষমতার যে কি মোহিনী শক্তি, তাহা রাজা ভিন্ন আর কে জানিতে পারে ? যে বনবীর ইতিপূর্ব্বে সর্দ্দারদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, বিক্রমজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসন অধিকার করা যাঁহার বিবেচনায় ঘোর পাপাচরণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, আজি শুদ্ধ কয়েক ঘণ্টা রাজসিংহাসন অধিকার করাতে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল ; তিনি রাজ-ক্ষমতাকে সকল প্রকার সুখের উৎসস্বরূপ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। প্রথম রাজবেশ ধারণ করিবার সময় তিনি মনে মনে কত ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, বিক্রমজিতের জন্য কত দুঃখ—কত খেদ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার হৃদয়ের সে সুকুমার ভাব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল ! ভগবান একলিঙ্গকে পূজা স্বীকার করিয়া এক্ষণে তিনি বারবার মনে করিতে লাগিলেন "হে ভগবন্! আপনারই করুণাবলে আমি আজি মিবারের সিংহাসন লাভ করিয়াছি, দেখিবেন, দেব, যেন ইহা হইতে বঞ্চিত না হই।" রাজক্ষমতার মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া বনবীর এতদূর ভ্রান্ত হইলেন যে, তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে, কাহার রাজ্য ভোগ করিতে যাইতেছেন ! সর্দ্দারগণ বিক্রমজিৎকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিলেন সত্য ; কিন্তু তিনি কি চিরজীবনের জন্য তাহা ভোগ করিতে পাইবেন ? সংগ্রামসিংহের শিশুতনয় উদয়সিংহ যে, শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা কি তাঁহার জ্ঞান নাই ? বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনিও কি আপনার সত্ত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবেন ? যাহা হউক এতৎসম্বন্ধে সর্দ্দারদিগের যে, উক্তরূপ সম্মতি ছিল, তাহা কখনই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না ; কেন না বনবীর যখন "রাষ্ট্রাপহারক" বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন,

তখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, তাঁহার রাজ-ক্ষমতা উদয়সিংহের প্রাপ্তব্যবহারকাল পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভট্টগ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না।

যে দিন বনবীর চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, সেই দিনই তাঁহার হৃদয়ের উক্তরূপ পরিবর্ত্তন হইল। সেই দিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার সুখের পথে যে কয়েকটী কণ্টক আছে, সমস্তই তিনি উৎপাটিত করিবেন। প্রথম ও প্রধান কণ্টক ষড়বর্ষীয় বালক উদয়সিংহ। সুতরাং সে কণ্টককে বিনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি কেবল নিশাগমের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী উপস্থিত। উদয়সিংহ পানভোজন সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার ধাত্রী শয্যার উপর বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে অন্তঃপুর মধ্যে ঘোর আর্ত্তনাদ ও রোদনধ্বনি উদ্গত হইল! তাহা শ্রবণ করিয়া ধাত্রী চমকিয়া উঠিল; ভয়াকুল ও কম্পিত হৃদয়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে "বারি" রাজপুত্রের উচ্ছিষ্টাবশেষ স্থানান্তরিত করিতে আসিয়া ভয়বিহ্বলভাবে বিজ্ঞাপন করিল "সর্ব্বনাশ হইয়াছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বনবীর রাণা বিক্রমকে হত্যা করিয়াছে!" ধাত্রীর হৃদয় তাড়িতপ্রভাবে কাঁপিয়া উঠিল; সে বুঝিতে পারিল যে, নিষ্ঠুর বনবীর শুদ্ধ বিক্রমজিৎকে সংহার করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, এখনই উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিবে। যেন কোন অদৃশ্য দেবতা ধাত্রীর কর্ণে উক্ত বাক্য ধ্বনিত করিলেন। সে অবিলম্বে রাজপুত্রের জীবন-রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিল। গৃহমধ্যে ফলাধার একটী বৃহৎ করণ্ডক একপার্শ্বে পতিত ছিল। সুবুদ্ধি ধাত্রী তন্মধ্যে নিদ্রিত রাজকুমারকে অতি সন্তর্পণে স্থাপন করিল, এবং কতকগুলি বন্যবৃক্ষপত্রদ্বারা তাঁহাকে সুচারুরূপে আচ্ছাদন পূর্ব্বক সেই বারির * হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিল "এখনই এই ঝুড়ি লইয়া দুর্গ হইতে পলাইয়া যাও।" বিশ্বস্ত নাপিত তখনই তাহার কথা রক্ষা করিল। অতঃপর ধাত্রী রাজকুমারের স্থলে আপনার শিশুতনয়কে শায়িত করিয়া আপনার আসনে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে বনবীর রক্তাক্তহস্তে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারের অনুসন্ধান লইল। ভয়ে ধাত্রীর প্রাণ উড়িয়া গেল, কণ্ঠ শুষ্ক হইল; সে আদৌ বাক্যোচ্চারণ করিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাজপুত্রের শয্যা সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল এবং ভয়বিহ্বলনেত্রে তদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল—নিষ্ঠুর বনবীর তাহার প্রাণপুত্রের হৃদয়ে শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিল! একটী মাত্র আর্ত্তনাদ,—একবারমাত্র অঙ্গোৎক্ষেপন!—আর সে বালকের কিছুই রহিল না! হতভাগিনী ধাত্রীর চক্ষের উপর তাহার হৃদয়ের আলোক দেখিতে দেখিতে নিবিয়া গেল! তথাপি সে একবার মুক্ত হৃদয়ে রোদন করিতে পাইল না! নীরবে অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে প্রাণকুমারের সৎকার করিয়া সে অচিরে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

* বারি জাত্যংশে নাপিত; কিন্তু ইহারা ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করে না। রাজপরিবারের উচ্ছিষ্টান্ন পরিষ্কার করাই ইহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।

অবরোধবাসিনী রমণীগণ ধাত্রীর এ মহৎ ও উদার অনুষ্ঠানের বিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। তাহারা মনে করিল বুঝি দুরাচার বনবীর মহারাজ সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ তনয় উদয়সিংহকেই হত্যা করিল; সুতরাং শোকাকুলচিত্তে করুণ রোলে তাহারা রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা তখন আদৌ বুঝিতে পারিল না যে, সেই হিতকারিণী ধাত্রী আপনার পুত্রের শোণিত-বিনিময়ে রাণা সঙ্গের বংশকে অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিল। এরূপ উচ্চহৃদয়া ধাত্রীর পবিত্র নাম ইতিহাসে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। তাহার নাম পান্না; খীচি রাজপুতকুলে সে রমণী জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু পান্না যদি উদয়সিংহকে রক্ষা না করিত, যদি উদয়সিংহের হৃদয়শোণিতে বনবীরের তীক্ষ্ণ ছুরিকা রঞ্জিত হইত, তাহা হইলে মিবারের পক্ষে সমধিক মঙ্গলের সম্ভাবনা;— তাহা হইলে তাঁহার পাপনামে মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় নৃপতিগণের পবিত্র নামমালা কখনই কলঙ্কিত হইত না।

অজস্র অশ্রুসেকে প্রাণকুমারের চিতানল নির্ব্বাণ করিয়া হতভাগিনী পান্না সেই বিশ্বস্ত নাপিতের উদ্দেশে দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। চিতোরের পশ্চিম প্রান্তবাহিনী বেরীশ নদীর নিভৃত তীরে সেই নাপিত রাজকুমারকে লইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ চিতোরের অভ্যন্তরে উদয়সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। যাহা হউক, তাহারা দেবলনগরে পলায়ন করিয়া বীর বাঘজীর তনয় সিংহরাওয়ের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। কিন্তু পাছে বনবীর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেয়, এই ভয়ে তিনি রাজপুত্রকে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাহারা দেবল পরিত্যাগপূর্ব্বক ডুনগারপুর নামক জনপদে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য শাসনকর্ত্তা রাওল ঐশকর্ণের নিকট রাজপুত্রকে রাখিতে চাহিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনিও নিরাশ্রয় রাজকুমারকে আশ্রয় দান করিতে পারিলেন না। মনোদুঃখে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তিনি কাতরস্বরে বলিলেন "আমার একান্ত ইচ্ছা যে, রাজকুমারকে আশ্রয় দান করি; কিন্তু কি করিব? বনবীর যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ, জানিতে পারিলে আমাকে সবংশে সংহার করিবে। আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, আমি তাহার বিক্রম প্রতিরোধ করিতে পারিব।" অতঃপর বিশ্বস্তহৃদয় হিতাকাঙ্ক্ষী ভিলগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তাহারা আরাবল্লির দুর্গম শৈলপ্রদেশ এবং ইদরের কূটপন্থা অতিক্রম পূর্ব্বক অবশেষে কমলমীর দুর্গে উপনীত হইল। বুদ্ধিমতী ধাত্রী তথায় যে উপায় অবলম্বন করিল, তাহাতে নিশ্চয়ই তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইল। দিপ্রার বণিককুলসম্ভূত আশা শাহ নামক জনৈক জৈন রাজপুত তখন কমলমীরের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। পান্না তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। আশা শাহ পান্নার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না এবং আপনার বিশ্রামগৃহে সমাসীন হইয়া ধাত্রীকে আহ্বান করিলেন। গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ধাত্রী শিশু রাজকুমারকে আশার অঙ্কে স্থাপন করিয়া বিনয়নম্রবচনে কহিল "আপনার রাজার প্রাণরক্ষা করুন।" কিন্তু আশা বিরক্ত ও ভীত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিবার উদ্যোগ করিলেন। আশার জননী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তনয়ের

সেরূপ কাপুরুষোচিত ব্যবহার দর্শনে তিনি তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন এবং উপদেশ-পূর্ণ বাক্যে কহিলেন "প্রভু-পরায়ণ ব্যক্তি প্রভুর হিতসাধনের জন্য কখনও বিপদ বা বিঘ্নের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। রাণা সঙ্গের তনয় তোমার প্রভু; বিপদে পড়িয়া আজি তিনি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। ইহাঁকে আশ্রয় দিলে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তোমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে।" জননীর নীতিপূর্ণ শিক্ষায় আশা শাহের সকল সন্দেহ দূর হইল। তিনি রাজকুমারকে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া সমূহ যত্নসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পান্নার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। কমলমীরে সে সম্পূর্ণ অপরিচিতা; সুতরাং শ্রাবকের*গৃহে তাহাকে দেখিয়া পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, এই জন্য সে আশার ভবন হইতে অতি ত্বরায় বিদায় গ্রহণ করিল।

সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বীরবর সংগ্রামসিংহের তনয় আত্মগোপন পূর্ব্বক বণিকবর আশা শাহের ভবনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। আশা উদয়সিংহকে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে অনেকেরই মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হইল। বণিক আশা শাহের স্বর্গীয় পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় ভবনে একটী মহাভোজ উপস্থিত হয়। অনেক রাজপুত নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাটীতে আগমন করেন। ক্রমে ভোজের আয়োজন হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথাস্থানে ভোজন করিতে বসিলেন। যথাযোগ্য ভোজ্য ও পেয়দ্রব্যাদি যথাক্রমে পরিবেশিত হইতে লাগিল। ক্রমে দধি-পরিবেশনের সময় উপস্থিত হইল। এমন সময় উদয়সিংহ জনৈক পরিবেশকের হস্ত হইতে একটী দধিভাণ্ড কাড়িয়া লইলেন। তাঁহার সেইরূপ অযৌক্তিক ব্যবহার দর্শনে সকলে বিস্মিত হইল! সপ্তমবর্ষীয় বালকের সে কিরূপ তেজ! বণিকের গৃহে কি সেইরূপ তেজস্বিতা সম্ভবিতে পারে? যাহা হউক, অনেকে তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিল;—ভীতি দেখাইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সপ্তমবর্ষীয় রাজপুত বালকের অটল প্রতিজ্ঞা কেহই টলাইতে পারিল না।—উদয় কিছুতেই সেই দধিভাণ্ড ত্যাগ করিলেন না। এইরূপে সাতবৎসর অতীত হইয়া গেল। সাত বৎসর ধরিয়া উদয়সিংহ এক প্রকার অজ্ঞাতভাবে কালযাপন করিলেন; কিন্তু সত্য কতদিন গুপ্ত থাকিতে পারে? রাজপুত্রের সত্য পরিচয় অবশেষে আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ঝালোরের শনিগুরু সর্দ্দার কোন কার্য্যোপলক্ষে আশা শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তদীয় ভবনে সমাগত হইলেন। যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্ত আশা উদয়সিংহকেই নিযুক্ত করিলেন। রাজকুমার এরূপ সুচারুরূপে আপনার কার্য্য সম্পাদন করিলেন যে, শনিগুরু সর্দ্দার তৎপ্রতি বিষম সন্দিহান হইলেন। উদয়-সিংহের ব্যবহার-দর্শনে তাঁহার মনে নিশ্চয় ধারণা হইল যে, "উদয়সিংহ কখনই আশা শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন।" এতদ্‌বৃত্তান্ত ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মিবারের সর্দ্দার ও সামন্তগণ, এমন কি অন্যান্য প্রদেশের অধিপতিগণ আনন্দিত হইয়া বীরবর সঙ্গের তনয়কে অভিবাদন করিবার জন্ত আগমন করিতে লাগিলেন। চণ্ডের প্রতিনিধি

* জৈন-পুরোহিতগণ শ্রাবক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

শালুম্ব্রাপতি সহিদাস, কৈলবাপতি জগ, বাগোরের অধীশ্বর সঙ্গ প্রভৃতি চন্দাবৎ গোত্রের অন্যান্য সামন্তগণ; কোতেরিয়ো ও বৈদলার চৌহানগণ, বিজোল্লির প্রামার, সঙ্কোরপতি পৃথ্বীরাজ, এবং জৈত্যবৎ লুনকর্ণ,—ইহাঁরা সকলেই পরমানন্দে পুলকিত হইয়া কমলমীরে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর পরমহিতকারিণী ধাত্রী এবং বিশ্বস্ত নাপিত রাজকুমারের জীবন-রক্ষা বিষয়ে সর্ব্বসমক্ষে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া সকলের সন্দেহ অপনোদন করিল।

সেই দিন সেই কমলমীরের বিশাল সভা-প্রাঙ্গনভূমে একটী সভার অধিবেশন হইল। পরম বিশ্বস্ত আশা শা সর্ব্বসমক্ষে রাজকুমারের প্রকৃত পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আপনার গুরুদায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া তাঁহাকে মিবারের বৃদ্ধ সামন্ত চৌহান কোতেরিয়োর অঙ্কে স্থাপন করিলেন। কোতেরিয়ো রাজকুমারের সমস্ত গূঢ় বিষয়ই আদ্যোপান্ত বিদিত ছিলেন; সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাঁহার অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। উদয়সিংহ বণিক আশা শার ভবনে ছিলেন বলিয়া পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করেন, এই জন্য তিনি তাঁহার সহিত এক পাত্রে ভোজন করিলেন। তদনন্তর সকলেরই পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। বীরবর সংগ্রামসিংহের বংশধরকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেই উচ্চ আনন্দরব করিয়া উঠিলেন। সে আনন্দধ্বনি অনন্তগগনপথে উঠিয়া শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া দূরে চিতোরাভিমুখে বাহিত হইল। চিতোর-সিংহাসনে বসিয়া রাষ্ট্রাপহারক বনবীর তাহা শুনিতে পাইল। সে শব্দে তাহার হৃদয় শিহরিত হইল; অকস্মাৎ তাহার সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল! অতঃপর শনিগুরু সর্দ্দার অখিলরাও উদয়সিংহের হস্তে আপন দুহিতাকে অর্পণ করিতে চাহিলেন। উদয়সিংহ প্রথমে ইতস্ততঃ করিলেন; কেননা শনিগুরু মালদেব যেদিন হামিরের করে আপনার বিধবা কন্যাকে অর্পণ করেন, সেই দিন হামির নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে আর কোন গিহ্লোট শনিগুরু-গোত্রের সহিত পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পাইবে না। তাঁহার নিয়ম এতদিন পালিত হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু উদয়সিংহ আজি সে নিষেধবাক্য অবহেলা করিয়া শনিগুরু সর্দ্দারের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। শুভ পরিণয়ের দিন নিরূপণ এবং অন্যান্য বিষয়ের কথোপকথন শেষ হইলে রাণা কুম্ভের সেই বিস্তৃত সভাস্থলে উদয়সিংহ মিবারের প্রধান প্রধান সামন্ত ও সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া চিতোরের রাজতিলক গ্রহণ করিলেন।

এই সকল সমাচার অল্পকাল মধ্যেই বনবীরের শ্রবণগোচর হইল; তিনি একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁহার প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি যে স্বহস্তে উদয়সিংহের শোণিতপাত করিলেন, স্বচক্ষে যে সেই বালকের মৃত্যুযন্ত্রণা অবলোকন করিলেন, তবে কোন্ দৈববলে—কোন্ মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের প্রভাবে উদয়সিংহ পুনর্জ্জীবিত হইল? তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি যে অনেক আশা করিয়াছিলেন, সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াই যে ভগবান্ একলিঙ্গের নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার কি হইল?—বিমূঢ় রাষ্ট্রাপহারক কখনই মনে ভাবেন নাই যে, পরিশেষে প্রতারিত হইবেন! তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি

নিষ্কণ্টক হইয়াছেন; সেই জন্যই তিনি রাজপদে আরোহণ করিয়া অবধি নানাপ্রকার অশান্ত ও অভদ্র আচরণে সর্দ্দারদিগের মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাজপদ লাভ করিয়া তিনি এতদূর ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, আপনার হীন জন্মের বিষয় ভুলিয়া গিয়া মিবারের শুদ্ধজাত নৃপতিগণের যোগ্য সম্মান বলপূর্ব্বক ভোগ করিতে লাগিলেন; এমন কি বীরবর চণ্ডের কোন একটী তেজস্বী বংশধর তাঁহার "ছুনা" অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ঘোরতররূপে অবমানিত করিয়াছিলেন।

এই মাত্র উক্ত হইল যে, "ছুনা" রাজার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ। এই ছুনা পাইবার জন্য কত উচ্চপদস্থ সামন্ত ও সর্দ্দার অন্তরের সহিত কামনা করেন; কিন্তু তাঁহাদের সকলের কামনা সিদ্ধ হয় না। রাণার সহিত একত্রে ভোজন করিবার যে সকল সর্দ্দারের অধিকার আছে, তাঁহাদিগের মধ্যেই কেহ কেহ সময়ে সময়ে ছুনা পাইয়া থাকেন। সাময়িক উৎসবোপলক্ষে অথবা অন্য কোন সময়ে রাণা আপন ভোজনাগারে উচ্চপদস্থ সর্দ্দার সমূহে পরিবৃত হইয়া ভোজন করিতে বসেন। তাঁহার সর্দ্দারগণ আপন আপন যোগ্যতানুসারে যথাক্রমে তাঁহার চারিদিকে উপবিষ্ট হয়েন। উক্ত সময়ে রাণা বাহ্য গম্ভীর ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সরল ও স্বাধীনভাবে সকলের সহিত সরস আলাপ ও সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। সেই দিন যাহার অদৃষ্টদেব সুপ্রসন্ন, সেই ব্যক্তিই রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাণা পাচকদ্বারা সেই মনোনীত ব্যক্তিকেই "ছুনা" প্রেরণ করেন। যখন সেই প্রসাদপূর্ণ ভোজনপাত্র রাজনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট বাহিত হয়, তখন সর্দ্দারগণ সতৃষ্ণনয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া দেখেন এবং সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির অদৃষ্টকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকেন। এই ছুনা লাভ করিতে পারিলে কত সম্ভ্রান্ত রাজপুতনৃপতিও আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করেন। একদা মহারাজ মানসিংহ বীরশ্রেষ্ঠ রাণা প্রতাপসিংহের ছুনা লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া মিবারে যে মহানর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতেই মিবারের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

বনবীর শীতলসেনী নাম্নী কোন দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং মিবারের চিরন্তনী প্রথার অনুসারে তিনি "পঞ্চম পুত্র" নামে অভিহিত হইতেন। সঙ্কটে পতিত হইয়াই সর্দ্দারগণ তাঁহাকে চিতোরের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাঁহারা তৎ প্রদত্ত "ছুনা" গ্রহণ করিবেন?—তাহা বলিয়া কি পৃথ্বীরাজের পারশব পুত্র মিবারের উচ্চকুলোদ্ভূত সর্দ্দারদিগের নিকট উপযুক্ত রাজসম্মান প্রাপ্ত হইবেন?—বনবীরের তাহাই ইচ্ছা বটে; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা কে পূরণ করিবে? কে আপনার কুলমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া দাসীপুত্রের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিবে? পূর্ব্বোক্ত চন্দাবৎ সর্দ্দারকে তিনি যখন ছুনা প্রদান করিলেন, তেজস্বী চন্দাবৎ তাহা সদম্ভে অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন "বাপ্পা রাওলের প্রকৃত বংশধরের নিকট প্রাপ্ত হইলে এ প্রসাদ গৌরবের বিষয় হইত বটে; কিন্তু শীতলসেনী দাসীর পুত্র হস্তে ইহা গ্রহণ করা ঘোরতর অবমাননা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?" ফলতঃ সর্দ্দারগণ ক্রমে ক্রমে এতদূর বিরক্ত হইলেন যে, অবশেষে তাঁহারা উদয়সিংহকে অভিষেক করিবার অভিপ্রায়ে কমলমীর দুর্গে গমন

করিলেন। তাঁহারা আরাবল্লির গিরিপথের অভ্যন্তর হইয়া কুম্ভমেরুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, পঞ্চশত ঘোটক এবং দশ সহস্র বৃষ একত্রে নানা বহুমূল্য দ্রব্যজাত বহন করিয়া তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং এক সহস্র ঘরোয়াল রাজপুত তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। নিগূঢ় অনুসন্ধানের পর তাঁহারা অবগত হইলেন যে, বনবীরের দুহিতার যৌতুকস্বরূপ তৎসমুদায় বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য-জাত কচ্ছ-প্রদেশ হইতে বাহিত হইতেছে। শুনিয়া সর্দ্দারগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা অবিলম্বে সেই সহস্র ঘরোয়াল রক্ষকের উপর ক্রুদ্ধসিংহের ন্যায় পতিত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিলেন এবং সেই সমস্ত দ্রব্যজাত হস্তগত করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে উদয়সিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হইল। ঝালোরের শনিগুরু সর্দ্দারের দুহিতার সহিত উদয়সিংহের বিবাহোপলক্ষে তৎ সমস্ত বিশেষ উপকারে আসিল। বীরবর হামিরের নিষেধবাক্য উপেক্ষিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে মিবারের একটী মহোপকার সাধিত হইল। মালদেবের পুত্র শনিগুরু বনবীর গিহ্লোটকুলে যে কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, আজি তাঁহার বংশধর, রাষ্ট্রাপহারক শিশোদীয় বনবীরের গ্রাস হইতে মিবারসিংহাসন উদ্ধার করিয়া সেই কলঙ্ককালিমার অপনয়ন করিলেন। ঝালোর-জনপদের অন্তর্গত বাহ্লিনামক স্থানে শুভ পরিণয়-ব্যাপার সমাপিত হইল। রাজস্থানের দুইটী সর্দ্দার ভিন্ন আর আর সমস্ত রাজপুত্র, সর্দ্দার ও সামন্তই এই মাঙ্গলিক উৎসবে নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য প্রেরণ করিয়া সানন্দে যোগদান করিলেন। যে দুই সর্দ্দার সেই মহোৎসব-ব্যাপারে যোগ দান করিল না, তাহাদিগের একজনের নাম মালোজি; অপর শোলাঙ্কিকুলোৎপন্ন তাহার নাম ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। মিবারের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ এবং রাজস্থানের সমস্ত রাজপুতনৃপতি যে সমারোহে মহোল্লাস সহকারে যোগদান করিলেন, তাহাতে সেই দুই সামান্য সর্দ্দার সহানুভূতি প্রকাশ করিল না কেন?—অবশ্যই তাহাদের কোন দুরভিসন্ধি আছে। তাহাদিগের সেই রাজাবমাননার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য সর্দ্দারগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা বনবীরের নিকট আশ্রয়গ্রহণ করিল। তখন বনবীর তাহাদিগকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে সেই সর্দ্দারকুলের সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু তিনি সেই হতভাগ্যদ্বয়কে রক্ষা করিতে পারিলেন না। মালজি নিহত হইল এবং শোলাঙ্কি অন্য উপায় না দেখিয়া অবশেষে উদয়সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিল। হতভাগ্য বনবীরের সহায়সম্বল ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়িতে লাগিল; তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল;—তাঁহার ভাগ্যগগন ক্রমে ক্রমে ঘোর ঘনজালে আবৃত হইয়া পড়িল। তথাপি তিনি জীবনতোষিণী আশাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। উদয়সিংহের সমস্ত উদ্যোগ ও আয়োজন ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজধানী মধ্যে সদর্পে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল অভিপ্রায়ই নিষ্ফল হইয়া গেল। তাঁহার মন্ত্রী নব-বলসংগ্রহের ব্যপদেশে রাজকুমারের এক সহস্র

বিক্রান্ত সৈনিককে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন। দুর্গে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা দ্বাররক্ষকদিগকে আক্রমণ করিল এবং তাহাদিগকে সংহার করিয়া দুর্গশিরে উদয়সিংহের জয়পতাকা স্থাপিত করিল। অচিরে দূত ও নাগরিকগণ নাগরা ধ্বনিত করিয়া উদয়সিংহের সিংহাসনারোহণ ঘোষণা করিয়া দিল। কিন্তু কেহই বনবীরের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করি না। আপন ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া তিনি নিরাপদে দক্ষিণাপথে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় কালক্রমে তাঁহার যে সমস্ত সন্তানসন্ততি সমুদ্ভূত হইল, তাহারাই নাগপুরের ভনশ্লনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জয়োৎফুল্ল সর্দ্দারগণ সম্বৎ ১৫৯৭ (খৃঃ ১৫৪১-২) অব্দে উদয়সিংহকে চিতোরসিংহাসনে অভিষেক করিলেন। তাঁহার অভিষেকে রাজ্যের আপামর সাধারণ সকলেই পরমানন্দে পুলকিত হইল; নগরের গৃহে গৃহে নৃত্যগীতাদি ও নানাপ্রকার আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। যে কমলমীরের শান্তিময় শৈলশিখরে উদয়সিংহের শৈশবের অজ্ঞাতবাস-কাল অতিবাহিত হইল, আজি তিনি তাহা হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া রাজধানীতে আগমন করিলেন। কুম্ভমেরুবাসিনী কোকিলকণ্ঠী রাজপুতললনাগণ সুমধুর স্বরে গান করিতে করিতে রাজকুমারকে বিদায় দিলেন; এবং স্তুতিবাদক ভট্ট, চারণ ও বন্দিগণ মনোহর আগমনী সঙ্গীত করিয়া তাঁহাকে চিতোরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই উৎসব-বাসরে যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছিল, আজিও তৎসমুদয় শ্রুত হইয়া থাকে; আজিও ভগবতী ঈশানীর সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় রাজপুত মহিলাগণ একত্রে সেই সমুদায় সঙ্গীত গান করিয়া থাকেন। কিন্তু বীরবর সংগ্রামসিংহের শোচনীয় অধঃপতনের সহিত মিবারে যে কালনিশা আগমন করিল, তাহা আর প্রভাত হইল না। তাহা রত্নের প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যে, বিক্রমজিতের হীনজনোচিত ঘোরতর অবিবেকিতায় এবং বনবীরের অযোগ্যতায় ক্রমে ক্রমে গভীরতর হইয়া উঠিল; অবশেষে উদয়সিংহের কাপুরুষতায় তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল! এরূপ ঘটনা মিবার-ইতিহাসের কলঙ্ক; ইহাতে মিবারের একটী চিরন্তন নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। রাজার পর রাজা মিবারের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন; মিবার-সিংহাসন কখনই শূন্য থাকে নাই; কিন্তু একজন জারজের পর একজন কাপুরুষ নৃপতির হস্তে এত দিন শিশোদীয়কুলের শাসনদণ্ড কখনই সমর্পিত হয় নাই; আজি মিবারের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই ঘটিল! উদয়সিংহ কাপুরুষ,—মিবার-সিংহাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাঁহার কাপুরুষতা ও অযোগ্যতার সহিত তুলনা করিতে গেলে রাণা রত্নের ও বিক্রমজিতের দোষনিচয় গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সেই কাপুরুষতা ও অযোগ্যতা-নিবন্ধন মিবার-রাজ্যের মহৎ জাতীয় জীবন চিরতরে বিনষ্ট হইয়া গেল। যে মিবার এতদিন অজেয় বলিয়া লোকসমাজে প্রথিত হইত, আজি তাহার সে গৌরবের অপলোপ সাধিত হইল!

মহাকবি চাঁদভট্ট বলিয়াছেন,—"রমণী অথবা অপ্রাপ্তব্যবহার বালক যে দেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, সে দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই।" কিন্তু হতভাগিনী মিবার-ভূমিতে উক্ত দুইটী দুর্নিমিত্তই এক সঙ্গে সংঘটিত হওয়াতে তাহার অমঙ্গলরাশি

পূর্ণ মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। উদয়সিংহের কিছুমাত্রই রাজগুণ ছিল না। এমন কি যে সাহসিকতা ও বীরবিক্রম গিহ্লোটকুলের প্রধানতম ধর্ম্ম, তাহার কণামাত্রও তাঁহাতে ছিল না; সুতরাং তিনি একজন অতি অপদার্থ—অকর্ম্মণ্য রাজপুত-কুলকলঙ্ক! উদয়সিংহ যেরূপ বিলাসপ্রিয় ও আলস্য-পরতন্ত্র; তাহাতে যদ্যপি তিনি সদাশয় হুমায়ুনের শাসনকালের মধ্যে অথবা পাঠানদিগের রাষ্ট্রবিপ্লব-সময়ে জীবন কাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে মিবার-রাজ্যের তত কিছু বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইত না। কিন্তু সমগ্র রাজস্থানের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। উদয়সিংহের অভিষেক-জনিত আনন্দরোলে যে বৎসর কুম্ভমেরুর মেঘমণ্ডিত প্রসাদসমূহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, সেই বৎসরেই ভারতের মরুভূমিমধ্যস্থ অমরকোটের উচ্চতম সৌধচূড় হইতে ভারতের রাজলক্ষ্মী সহসা করুণ-নিনাদে রোদন করিয়া উঠিয়া রাজপুতদর্পহারী আকবরের জন্ম-ঘটনা ঘোষণা করিয়া দিলেন। সেই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া সমগ্র ভারতভূমি যেন এক ভীষণ ভূকম্পনে কম্পিত হইয়া উঠিল; মিবারের গৃহে গৃহে যেন কি এক প্রকার অশ্রুত-পূর্ব্ব রোদনধ্বনি উত্থিত হইল! সে রোদনধ্বনি আর থামিল না। কেননা আকবর প্রচণ্ড ধূমকেতুর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে যে এক কঠোর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন, তাহা শীঘ্র উন্মুক্ত হইল না। তাহার কঠোরতর আলিঙ্গনে হিন্দুজাতির অস্থিমজ্জা চূর্ণ ও নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল; হিন্দুসন্তানের নিদারুণ—শোচনীয় অধঃপতন হইল! সে অধঃপতন হইতে ভারত আর উঠিতে পারিল না! কালের সর্ব্বক্ষয়কর-করস্পর্শে সে শৃঙ্খল আজি অধিক পরিমাণে ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছে; তথাপি তাহার ঘোর ঘর্ষণে হিন্দুজাতির সর্ব্বাঙ্গে যে অসংখ্য ক্ষতসংঘ উত্থিত হইয়াছে, তাহা কে আরোগ্য করিয়া দিবে? সে সমস্ত ক্ষত শুদ্ধ বহিরঙ্গে নহে, তাহা হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে! সেই সমস্ত বিষম শোণিত-শোষক ক্ষত হইতে হতভাগ্য ভারতসন্তান কখন কি নিষ্কৃতি পাইবে? কখন কি তাহারা নিরাময় হইয়া স্বাধীনভাবে সুখসমীরণ সেবন করিতে পাইবে?—বলিতে পারি না। যে জাতি দীর্ঘকাল বিপুল গৌরব ও স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া একবার শোচনীয়রূপে অধঃপতিত হয়, সে জাতি কি আর উত্থিত হইতে পারে? যে পবিত্র বীর্য্যবহ্নির প্রভাবে রাজপুতগণ চিতোরের দুর্গপ্রাকার এবং গ্রীকগণ থার্ম্মোপোলীর গিরিপথ রক্ষা করিতেন, তাহা কি আর তাঁহাদিগের দাসত্ব-পীড়িত নির্জ্জীব হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে?—বলিতে পারি না।—ইতিহাস ইহার উপযুক্ত উত্তর দান করিবে।

ভারতের বিশাল মরুভূমির মধ্যস্থিত একটী ছায়াকুঞ্জের অভ্যন্তরে অমরকোট স্থাপিত। ইহা আলেকজন্দার-বর্ণিত প্রাচীন শগদিদিগের * পুরাতন আবাস-নিলয়। আকবর উক্ত অমরকোটেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন †। তাঁহার জন্মকালে হুমায়ুনের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। হুমায়ুন তখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আত্মজীবনরক্ষার্থ ইতস্ততঃ পলায়নে নিরত। হস্তস্খলিত রাজ্য আর যে পুনর্লাভ করিতে পারিবেন, তখন তাহার কিছুমাত্রই সম্ভাবনা ছিলনা।

* প্রমারকুলের অন্যতম শাখা শোদাগণ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

† ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ।

রাজাসনে আরোহণাবধি ক্রমাগত দশবৎসর ধরিয়া হুমায়ুন আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃগণের সহিত অবিশ্রান্ত ঘোরতর বিবাদে জড়িত হয়েন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে অভিষিক্ত ছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধিত হয় নাই। দুর্দ্দম দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অগ্রজের হস্ত হইতে দিল্লি সিংহাসন কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অচিরে তাঁহারা সেইরূপ দুর্লিপ্সার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইলেন। পাঠানবীর দুর্দ্ধর্ষ শের শাহ প্রচণ্ডবেগে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকেই অধঃপাতিত করিলেন এবং শাকতীয় বাবরের সিংহাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া তদুপরি পাঠানের প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন।

যে দিন কনোজের যুদ্ধে ভারতের রাজমুকুট হুমায়ুনের মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, সেই দিন তাঁহার এক ঘোরতর বিপদের সূত্রপাত হইল; সেই দিন তাঁহার বিজয়ী প্রচণ্ডশত্রু তাঁহার পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিদারুণ রূপে নিপীড়ন করিতে লাগিল। তিনি কোথায়ও শান্তি পাইলেন না! তিনি যেখানে পলায়ন করিলেন, সেই স্থানেই দুর্দ্ধর্ষ বৈরী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তিনি যমুনার পুলিনশোভী সুরনগরী আগরা হইতে সুদূর লাহোরে পলায়ন করিলেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানেও নিষ্কৃতি পাইলেন না; দুর্জ্জয় শত্রুর প্রচণ্ড রোষানল বজ্রাগ্নিরূপে সেখানেও তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অবশেষে নিরুপায় হইয়া আপনার পরিবারবর্গ ও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে তিনি সিন্ধুরাজ্যে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার কষ্ট ও যন্ত্রণার ইয়ত্তা রহিল না। অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর পথশ্রমে এবং বিষময়ী চিন্তার কঠোরতর বিষদংশনে বীর হুমায়ুন নিরন্তর নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। সে সময়ে সেই অপরিচিত দূরদেশে কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। দুই এক জন হিন্দু নরপতি দুই এক দিনের জন্য তাঁহাকে আশ্রয়দান করিয়া অবশেষে বিদুরিত করিয়া দিল। হুমায়ুনের অদৃষ্ট গগন ক্রমে ক্রমে ঘোরতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইল। তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না। সাহসে ভর করিয়া যথাসাধ্য বলসহকারে তিনি মুলতান ও সাগরতট পর্য্যন্ত সিন্ধুতীরবর্ত্তী সমস্ত দুর্গ গুলিকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টাই বৃথা। দুরন্ত শনির বিশ্বদাহী বিদ্বেষানলে তাঁহার সকল যত্ন—সকল উদ্যম নিষ্ফল হইয়া গেল! এই সঙ্কটকালে অসহ্য ও ঘোরতর কষ্টযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী কতিপয় সৈনিক ও অনুচর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন হুমায়ুন উভয়সঙ্কটে পতিত হইলেন; যে অনুচরগণ অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর পথশ্রমে এতদিন তাঁহার সহিত সমান কষ্ট, সমান যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিল, আজি তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে দেখিয়া হুমায়ুন নিদারুণ মনোবেদনায় নিপীড়িত হইলেন। তাহারা আর তাঁহার অনুগমন করিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা হুমায়ুন তাহাদিগকে সেই স্থলেই পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কঠোর অদৃষ্টের কুটিল তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। তাহারা যথায় ইচ্ছা—গমন করিল; কেহ প্রচণ্ড ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে কাতর হইয়া পথিমধ্যেই

যন্ত্রণাপীড়িত জীবনের পর্য্যবসান করিল; কেহ বা যবনদ্বেষী হিন্দুদিগের শরণাপন্ন হইয়া শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হইল। কিন্তু হুমায়ুনের কি?—যিনি একদা সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর ছিলেন, একদা অসংখ্য নরনারীর ভাগ্যসূত্র যাঁহার করধৃত ছিল, আজি কিনা তিনি আত্মজীবনরক্ষার্থ অনাথের ন্যায় দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতে লাগিলেন? ধন্য বিধাত! তোমার কূটবিধান! তোমার কুটিল বিধানানুসারে আজি রাজ্যেশ্বর পথের ভিখারী! তাঁহার অসীম যশোগৌরব তদীয় প্রচণ্ড শক্রর ক্রীড়া-কন্দুক!

হতাশ্বাস হুমায়ুন অবশেষে যশল্মীর ও যোধপুরের নৃপতিদ্বয়ের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কেহই তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না। আশ্রয় দান করা দূরে থাকুক, যোধপুরের নৃপতি ক্রূরহৃদয় মালদেব সেই বিপন্ন দশাতেই তাঁহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা অবধারণ করিতে পারি না; কেননা ভট্টগ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে কোনরূপ বিবরণই পরিলক্ষিত হয় না; একমাত্র ফেরিস্তাতেই ইহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সুধীর হুমায়ুন স্বকীয় অদ্ভুত পরিণাম-দর্শিতার গুণে হিন্দুরাজের সে ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করিয়া দিয়া আবার ভীষণ মরু-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। সেই অগ্নিময় বিশাল প্রান্তরে তাঁহার যন্ত্রণার আর সীমা পরিসীমা রহিল না। সেই নিদারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার জীবনোপমা সুকুমারী ললনাকুলও কঠোররূপে নিপীড়িত হইতে লাগিলেন! যদি সে সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা একাকী তাঁহাকেই সহ্য করিতে হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর হইতেন না; কেননা তিনি পিতার স্নেহগুণে বিপদকে সহ্য করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ত হইল না!—যাঁহারা তাঁহার জীবন; যাঁহারা পূর্ব্বে কখনও সূর্য্যের মুখ অবলোকন করেন নাই, ক্ষুধাতৃষ্ণা যাঁহাদিগকে পীড়ন করিতে পারে নাই, আজি দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই কোমলকলেবরা রাজমহিষীগণ অগ্নিময়ী মরুভূমিতে পতিত হইয়া ভীষণতম যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতেছেন, ইহা দেখিয়া কাহার হৃদয় কাতর না হইয়া থাকিতে পারে? কে না হুমায়ুনের সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহাদিগের জন্য দুই বিন্দু অশ্রুপাত না করেন? কিন্তু সে ভীষণতম সঙ্কটে হুমায়ুন মুহূর্ত্তের জন্য অধীর হয়েন নাই। অধীর হইলে হয় ত তাঁহাকে সেই মরুভূমিতেই সপরিবারে বিনষ্ট হইতে হইত। কিন্তু তিনি ধীরতা, সহিষ্ণুতা, পরিণাম-দর্শিতা প্রভৃতি প্রকৃত পুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া সেই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া আবার ভারত-সিংহাসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অসীম গুণরাশির বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহার সেই দুর্দ্দশার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেই শোচনীয় দুর্দ্দশার একটী প্রদীপ্ত চিত্র প্রসিদ্ধ ফেরিস্তাগ্রন্থে * সুন্দররূপে চিত্রিত আছে।

---

* "রজনী দ্বিপ্রহরকালে স্বীয় অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক হুমায়ুন অমরকোট-অভিমুখে পলায়ন করিলেন। উক্ত অমরকোট টাটানগরীর একশত ক্রোশ দূরে স্থিত। সুদীর্ঘ ও অবিরাম পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার ঘোটকটী পথিমধ্যেই পঞ্চত্ব পাইল। তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া টার্ডিবেগ নামক জনৈক পারিষদের নিকট তাহার অশ্বটী যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজমর্য্যাদা তখন এতদূর হীনাবস্থাপন্ন

তদ্‌গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মোগলবীর হুমায়ুনের সেই দুর্দ্দশাদর্শনে কাতর হইয়া অমরকোটের সোদারাজ তাঁহাকে পরম যত্নসহকারে নিজ আবাসে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

হইয়াছিল যে, সে ব্যক্তি অম্লানবদনে রাজার যাচ্ঞা উপেক্ষা করিল!—তাহার কঠোর হৃদয়ে অণুমাত্রও অনুকম্পার উদয় হইল না। এ দিকে শত্রুকুলের সৈনিকগণ হুমায়ুনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি অগত্যা একটী উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিতে বাধ্য হইলেন। পরিশেষে নাদিম কোকা নামক জনৈক ব্যক্তি আপন বৃদ্ধা মাতাকে অশ্ব হইতে নামাইয়া সেই অশ্ব হুমায়ুনকে দিল এবং রাজার উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্বীয় জননীকে স্থাপন করিয়া আপনি পদব্রজে সেই বৃদ্ধার পাশে পাশে যাইতে লাগিল।

"যে প্রদেশ দিয়া তাঁহারা পলায়ন করিতেছিলেন, তাহা উত্তপ্ত বালুকাময় ভীষণতর মরুপ্রান্তর। তন্মধ্যে কোন জলাশয় না থাকাতে জলাভাবে সৈনিকদিগের ঘোরতর কষ্ট হইতে লাগিল। কেহ কেহ তৃষ্ণায় একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল;—কেহ বা পঞ্চত্ব পাইল! তখন চারিদিকেই বীভৎস দৃশ্য—চারিদিকেই মুমূর্ষু ও তৃষ্ণার্ত্ত হতভাগ্যদিগের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন-রোল! এই অসীম যন্ত্রণারাশি দ্বিগুণতর প্রবর্দ্ধিত করিয়া সংবাদ আসিল যে, শত্রুকুল অতি নিকটে উপস্থিত হইয়াছে! সেই ঘোরতর বিপদের সময় সুধীর হুমায়ুন অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না; বরং উৎসাহ সহকারে স্বীয় সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "যাহারা যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারা এই স্থলে অবস্থিত হও, অবশিষ্ট সকলে দ্রব্যসামগ্রী ও সমভিব্যাহারিণী রমণীদিগকে লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চল।" কিন্তু শত্রুকুলের আগমনের কোন নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া গেল না; তখন হুমায়ুন আপন পরিবারবর্গের অবস্থা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে পুরোভাগে যাত্রা করিলেন।

"সেই বিপদের সময়ে অন্ধকারময়ী নিশা কালরূপ ধারণ করিয়া জগৎ সংসারে উপস্থিত হইল। সেই রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে হুমায়ুনের সেনাদলের পৃষ্ঠদেশবর্ত্তী সৈনিকগণ পথভ্রান্ত হইয়া ভিন্ন পথে যাইয়া পড়িল এবং প্রাতঃকালে শত্রুপক্ষীয় কতিপয় সৈনিক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। তাহাদিগের মধ্যে সেখ আলি নামে জনৈক সাহসী ব্যক্তি ছিল। উক্ত সেখ আলি বিংশতি জন মাত্র নির্ভীক সৈনিকের সাহায্যে প্রাণপণে শত্রুদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল এবং আত্মোৎসৃষ্টার মহাপুণ্যের কথা উল্লেখ করিয়া প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত শত্রুসেনার সম্মুখীন হইল। সেখ আলি একটী মাত্র শরপাতেই শত্রুদিগের সেনাপতিকে ভূপাতিত করিল। আপনাদিগের অধিনায়ককে পতিত হইতে দেখিয়া শত্রুসৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। বিজয়ী মোগলগণ তাহাদিগের অনুসরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের ঘোটক ও উষ্ট্রদিগকে কাড়িয়া লইল। তদনন্তর তাহারা আপনাদিগের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তাহারা দেখিল যে হুমায়ুন একটী কূপের উপরিভাগে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। হুমায়ুন অনেক অনুসন্ধানের পর সৌভাগ্যবশতঃ সেই কূপটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখ আলি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পরম আনন্দিত হইল এবং আপনাদিগের ভ্রমণ ও কার্য্যবিবরণ সমস্তই তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিল।

"পর দিন সেই কূপ পরিত্যাগ করিয়া হুমায়ুন সদলে অমরকোটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ক্রমাগত দুই দিবস ধরিয়া কোথায়ও জলাশয়াদি না পাওয়াতে তাহাদিগের যন্ত্রণা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর বাড়িয়া উঠিল! পর দিন তাহারা আর একটী কূপ দেখিতে পাইল; কিন্তু সেটী এতদূর গভীর যে, তাহাদিগের নিকট যে একটীমাত্র ডোল ছিল, তদ্দ্বারা জল তুলিতে অনেক সময় লাগিল। তখন ঢোল বাজাইয়া চারিদিকে এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচারিত হইল যে, বারি উত্তোলিত হইলে সকলকে পর্য্যায়ক্রমে একে একে জলপান করিতে হইবে। কিন্তু সে ঘোষণা কে শুনিবে? সকলেই নিদারুণ তৃষ্ণায় ঘোরতর নিপীড়িত! সকলেই সর্ব্বাগ্রে জলপান করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত! সুতরাং জলপাত্রটী কূপের অভ্যন্তর হইতে উত্তোলিত হইতে না হইতে একবারে দশ বার জন ব্যক্তি তাহার উপরে যাইয়া পড়িল। তাহাদিগের ভরে ডোলের রশ্মি ছিন্ন হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে কয়েকটী হতভাগ্য কূপাভ্যন্তরে পতিত হইয়া অনতিবিলম্বেই জীবন ত্যাগ করিল। এই ভীষণ লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইবামাত্র চারিদিকে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল! সকলেই নিদারুণ নৈরাশ্য ও যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া হৃদয়ভেদী স্বরে অনর্গল চীৎকার করিতে লাগিল! কেহ কেহ লোলজিহ্বা নিষ্কাশিত

সেই অমরকোটের ছায়াকুঞ্জাভ্যন্তরে মোগলকুল-তিলক আকবর জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার জন্মের কিছুদিন পরেই তদীয় জনক সোদারাজের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্য রাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, হুমায়ুন জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন! এমন কি ভবিষ্যদ্গণনায় কোন জ্যোতির্ব্বিদই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সে অভিজ্ঞতার কখনও পরিচালনা করেন নাই; যদি করিতেন,—যদি তিনি সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যতের গভীর যবনিকা ভেদ করিয়া জানিতে পারিতেন যে, যে কাল-মেঘাবলি তাঁহার অদৃষ্টগগনকে তখন নিবিড়তর আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অচিরে অন্তরিত হইয়া যাইবে, অচিরে তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইবে, তাহা হইলে তিনি সে সময়ে কখনই পারস্যে পলায়ন করিতেন না।

স্বীয় জনক বাবরের স্নেহগুণে হুমায়ুন যে বিপদের বিদ্যালয়ে সংসারনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপন পুত্র আকবরকে তাহাতেই নিয়োজিত করিলেন। অদৃষ্ট-চক্রের দুর্নিবার পরিবর্ত্তনে পদচ্যুত হুমায়ুন দীর্ঘকাল ধরিয়া কোথাও স্থিরভাবে কালযাপন করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ হইতে পলায়নের পর ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর তিনি দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কখন পারস্য-রাজসভায়, কখন স্বীয় পিতৃপুরুষগণের প্রাচীনরাজ্যে, গান্ধারের শৈলপ্রদেশে এবং কখনও বা কাশ্মীরের দেব-কাননময় গিরিব্রজের উপরিভাগে অদৃষ্টের কঠোর অনুশাসন বহন করিয়া ধীর ও সহিষ্ণুভাবে অবস্থিতি করিলেন। এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ভারতের আধিপত্য লইয়া

করিয়া বীভৎসভাবে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে অবলুণ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল! আবার কেহ বা উন্মত্তের ন্যায় কূপমধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া স্বল্পকালের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল! হায়! পদচ্যুত হতভাগ্য হুমায়ুন আপনার কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সেই হৃদয়বিদারক শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া না জানি কি দুর্বিসহ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়াছিলেন!

"তৎপর দিবস তাঁহারা একটী জলাশয় প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতে তাঁহাদিগের যন্ত্রণারাশি দ্বিগুণতর প্রবর্দ্ধিত হইল! তাঁহাদিগের উষ্ট্রগুলি বহু দিবসাবধি বিন্দুমাত্রও বারিপান করিতে পায় নাই; সুতরাং নিকটে জলাশয় দেখিবামাত্র তাহারা অপ্রতিহত বেগে তন্মধ্যে যাইয়া নিপতিত হইল এবং একবারে এত অধিক জল পান করিয়া ফেলিল যে, তাহারা প্রায় সমস্তই তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল! ইহা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অণুমাত্রও ভীতির উদয় হইল না। তাহারাও অচিরকালমধ্যে যথেচ্ছাক্রমে জলপান করিয়া লইল। অকস্মাৎ তাহাদিগের হৃদয়ে কি এক বিষম ব্যথা সঞ্জাত হইল এবং দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাহাদিগের অনেকগুলি সেই স্থলেই প্রাণত্যাগ করিল!

"এই অশ্রুত-পূর্ব্ব লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয়ের পর হতাবশিষ্ট কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত শোকার্ত্ত হুমায়ুন অমরকোটনগরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য অধিপতি অতি সদয় ও সহৃদয়। তিনি তাহাদিগকে অতি যত্নসহকারে গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে তাহাদিগের সকলের ক্লেশ দূর হয়, তদ্বিষয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান করিলেন।

"সেই অমরকোটনগরে ৯৪৯ হিজিরা, ৫ই রিজিব রবিবার দিবসে হামিদা বানুবেগমের গর্ভবাস পরিত্যাগ করিয়া রাজকুমার শ্রীমান আকবর পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইলেন। পুত্রের মুখকমল দেখিয়া হুমায়ুনের সকল যন্ত্রণা দূর হইল। তিনি পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং অমরকোটাধিপতি রাজা রাণার আশ্রয়ে আপন পরিবারবর্গকে রক্ষা করিয়া তাঁহারই সেনাবলের সাহায্যে বিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলেন।"

Dow's Ferishta.

পাঠানসিংহের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব ও সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল। ক্রমান্বয়ে ছয়জন পাঠান নৃপতি স্বল্পকালের জন্য দিল্লির শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। উক্ত ছয়জন যবনরাজের শাসনকালে উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তন বিধির সম্পূর্ণ ব্যভিচার হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার বিক্রম অধিক, তিনিই রাজসিংহাসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যৎকালে হুমায়ুন কাশ্মীরের সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সেকান্দার দিল্লির সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবে জড়ীভূত। তাঁহাকে সেইরূপ গৃহবিচ্ছেদে উদ্বেজিত দেখিয়া চতুর হুমায়ুন স্বার্থসাধনের উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার শুভ অবসর উপস্থিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন সেই অন্তর্বিগ্রহ ক্রমে ক্রমে সেকান্দারের পক্ষে সর্ব্বনাশকর হইয়া উঠিতেছে। তখন তিনি অবিলম্বে সিন্ধুনদ পার হইয়া সদলে সেকান্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার রণ-তূর্য্যের প্রচণ্ড নির্ঘোষে হতভাগ্য পাঠানরাজের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল! তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, অনর্থকর গৃহবিবাদই উপস্থিত বিপদকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিল! কিন্তু সেকান্দর তাহাতে অণুমাত্রও নিরুৎসাহ না হইয়া হুমায়ুনের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে একটী বিশাল সেনাদল সংগ্রহ পূর্ব্বক আপন ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। শরহিন্দ নামক স্থানে উভয়দলে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। হুমায়ুন স্বীয় তরুণ তনয় আকবরকে এই যুদ্ধে সেনাপতিপদে অভিষেক করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতে অনুমতি দান করিলেন। অচিরে উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। একদিকে সাগরসদৃশ বিশাল পাঠানবাহিনীর প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, অপর দিকে সমরবিশারদ কতিপয় নির্ভীক মোগলবীরের বিস্ময়কর রণাভিনয়! তরুণবীর আকবরের তেজস্বী আচরণে সমরানল দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ডতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল! আকবর বালক!—তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষমাত্র। রণপণ্ডিত প্রাচীন সৈনিকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার তদ্রূপ বীরতা ও তেজস্বিতাকে সর্ব্ব প্রথম উন্মত্ততা বলিয়া মনে করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ যত প্রচণ্ড হইতে লাগিল, ততই সেই তরুণ মোগলবীরের অদম্য বীরত্ব ভীষণতর বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেরই হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল; সকলেই তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় শত্রুর বিশাল অনীকিনীর দিকে প্রচণ্ডতেজে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদিগের—সেই কতিপয়মাত্র ব্যক্তির—প্রচণ্ড বীরত্ব-সম্মুখে অগণ্য পাঠান সৈন্য মথিত, বিমর্দ্দিত ও খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল!

আকবর জয়ী হইলেন। এই মহৎ জয়ার্জ্জন তাঁহার ভবিষ্যৎ যশোগৌরবের সূচনা স্বরূপ। তত অল্পবয়সে সেইরূপ অসীমবীরত্ব প্রকাশ করাতে তিনি স্বীয় পিতামহ বাবরের ন্যায় খ্যাতিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কেননা বীরবর বাবর ঠিক সেই সুকুমার বয়সেই অগণ্য ঘোরতর বিঘ্ন ও বিপত্তির বিরুদ্ধে স্বীয় পৈতৃক রাজ্য ফরগণার সিংহাসনে আপনাকে দৃঢ় ও অটল রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এরূপ জনকের ঔরসে

জন্মগ্রহণ করিয়া এবং উক্তরূপ পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া হুমায়ুনও আপন যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই দিন—সেই শরহিন্দ-সমরক্ষেত্রে স্বীয় পুত্রের বিজয়গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া তিনি সানন্দে দিল্লি-সিংহাসন পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে গৌরব-সম্ভোগ তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটিয়া উঠিল না। দিল্লি-সিংহাসনে পুনরারূঢ় হইবার অল্পকাল পরেই তিনি একদা আপনার পুস্তকালয়ের উচ্চতম সোপানমঞ্চ হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সেই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ অনুধাবন করিয়া দেখিলে পাশ্চাত্য দেশের একটী মহৎ ভ্রম অনায়াসেই বিদূরিত হইতে পারিবে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রাচ্য নৃপতিদিগকে মূর্খ ও বিলাসপ্রিয় মনে করিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন! ফলতঃ ইহা তাঁহাদের একটী মহৎ ভ্রম। তাঁহারা পূর্ব্বদেশীয় নরপতিগণের আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্যক্ আলোচনা না করিয়াই এরূপ ভ্রমান্ধ অবিবেকী সংস্কার হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। হুমায়ুন স্ববংশীয় নৃপতিগণের ন্যায় কেবল বিদ্যানুরাগী ছিলেন না; এমন কি তাঁহার স্বকীয় বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যদি সেই শাকতীয়বংশীয় নরপতিগণের বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের সহিত তাঁহাদিগের সমকালীন পাশ্চাত্য নরপতিগণের উক্ত অপূর্ব্ব গুণের তুলনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নৃপতিকুলের বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইবে। এমন কি যে ভুবনবিদিতা মহারাণী এলিজাবেথ ও যে সুবিখ্যাত ফরাসীরাজ চতুর্থ হেনরির বিদ্যাপ্রিয়তার গৌরবভাতি চারি দিকে বিকীর্ণ, সম্যক্ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারাও পূর্ব্বদেশীয় ভূপতিকুলের সমকক্ষ হইবার যোগ্য নহেন। বিশেষতঃ জাক্ষারতিসতীরে যে সমস্ত নরপতি উদ্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারা নানাপ্রকার বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কি ইতিহাস, কি পুরাতত্ত্ব, কি কাব্য, কি জ্যোতিস্তত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও রণনীতি প্রভৃতি যে কোন প্রকৃষ্ট বিদ্যা বল, সমস্তগুলিতেই ইহাঁদের পারদর্শিতার সুস্পষ্ট পরিচয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাঁদিগের এরূপ অদ্ভুত বিদ্যাবত্তার বিষয় ভাবিতে গেলে হৃদয় স্বতঃই ভক্তি ও প্রীতিরসে পরিপ্লুত হইয়া যায়।

পিতার শোচনীয় মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আকবর পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন; কিন্তু সেই অভিষেকের অল্পকাল পরেই তাঁহার শত্রুকুল দিল্লি ও আগরা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া দিল। তখন আকবর অনন্যোপায় হইয়া পঞ্চনদ প্রদেশের এক প্রান্তে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার সেইরূপ হীনদশা অচিরে দূরীকৃত হইল; অচিরে রণবীর বৈরাম খাঁ তাঁহার হস্তচ্যুত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিলেন। বৈরাম খাঁ ভারতীয় শল্লি * বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার অসীম বিক্রম ও

* মোগলসম্রাট আকবর ও ফরাসিরাজ চতুর্থ হেনরি এবং বৈরাম খাঁ ও ফরাসি মন্ত্রী শল্লি পরস্পরের প্রায় সমসাময়িক অর্থাৎ ইহাঁরা চারিজনেই প্রায় এক সময়েই বিদ্যমান ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত উভয় রাজা ও উভয় মন্ত্রীর চরিত্রও প্রায় এক প্রকার। কিন্তু শল্লি অপেক্ষা বৈরাম খাঁর চরিত্রের কিছু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৈরাম খাঁ অত্যন্ত তেজস্বী ও ন্যায়পর ছিলেন। হৃদয়ের শোণিত দানে তিনি যে মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন, অবশেষে তাহারা অনিষ্ট সাধনেচ্ছায় রাজবিদ্রোহী হয়েন।

দক্ষতাপ্রভাবে আকবর স্বীয় সিংহাসনকে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় রাখিতে সক্ষম হইলেন। কল্পি, চন্দেরি, কলিঞ্জর, সমগ্র বুন্দেলখণ্ড ও মালব অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বিরাটরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণবীর আকবর সেই বিরাটরাজ্যের একাধিপত্যে অধিরূঢ় হইলেন।

বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের একাধিপত্যে আরূঢ় হইবার অল্পকাল পরেই আকবর রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে মারবাররাজ্যের অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। রাঠোররাজ মালদেব হুমায়ুনের বিপন্ন অবস্থাতেই তাঁহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার সেই দুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফলপ্রদান করিবার জন্য আকবর তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মারবাররাজ্যের মৈরতা নামে একটী সমৃদ্ধ নগর আছে। সমৃদ্ধিশালিতায় তাহা উক্ত রাজ্যের দ্বিতীয় নগর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। মোগল সম্রাট সেই নগরকে নিদারুণ বিদলিত করিলেন। তাঁহার সেই অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও তেজস্বিতা দেখিয়া অম্বররাজ ভরমল্ল অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার আশায় আপন পুত্র ভগবান দাসের সহিত আকবরের অধীনস্থ সামন্তসমিতির অন্তর্ভুক্ত হইলেন। কাপুরুষ অম্বররাজ শুদ্ধ আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; সম্রাটের প্রসাদ লাভ করিবার অভিপ্রায়ে আপনার পবিত্র কুল-গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার দুহিতাকে শাকতীয় যবনরাজের করে অর্পণ করিলেন! পবিত্র কুলগৌরব ও প্রাণাদপি গরীয়সী স্বর্গীয় স্বাধীনতার বিনিময়ে যে রাজপ্রসাদ ও শান্তি ক্রীত হয়, সে প্রসাদ ও সে শান্তিতে প্রয়োজন? বরং অনন্তকাল যন্ত্রণাময়ী অশান্তি ও বিপদের অঙ্কুশতাড়ন সহ্য করা শ্রেয়ঃ, তথাপি সেরূপ পাপকলুষিত রাজপ্রসাদে প্রয়োজন নাই। সৌভাগ্যের বিষয়-ভরমল ও রাঠোররাজ পরাধীনতা-শৃঙ্খল অধিক দিন বহন করিতে না পারিয়া স্বাধীনতা-লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই চেষ্টা বিফল করিতে না করিতে আকবরের অধীনস্থ উজবেক সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে ব্যস্ত হইতে হইল। সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে রাজস্থান-জয়ের যে বলবতী আশা উদ্রিক্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুকালের জন্য প্রতিরুদ্ধ রহিল। এই সকল বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিয়া আকবর আপন বিজয়ী সেনাদল লইয়া চিতোরপুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন।

যে নৃপতির রাজ্য প্রকৃষ্ট নিয়মপদ্ধতি দ্বারা সুশৃঙ্খলরূপে শাসিত হয়;—যিনি কোন রূপ দুর্লিপ্সা বা দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী নহেন; সুবিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র সচিবদলে পরিবৃত হইয়া বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুসারে যিনি আত্মপদ-গৌরব ও স্বীয় সম্মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত "প্রজাপাল" নামের অধিকারী; তাঁহার রাজ্যই স্বর্গীয় সুখের

এই গুরুতর অপরাধে অপরাধী হওয়াতে অবশেষে তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই নির্ব্বাসন-দণ্ডে তাঁহার জীবনের পর্য্যবসান হয় নাই; অবশেষে এক গুপ্ত ঘাতুকের বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে তিনি ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন। বৈরামখাঁর জীবনী ইতিহাসের একটী অতি প্রয়োজনীয় ও অবশ্য পাঠ্য বিষয়।

আবাস-নিলয়,—শান্তির কুসুমোদ্যান। কিন্তু যে রাজা স্বেচ্ছাচারী, যিনি প্রজাকুলের সুখদুঃখের জন্য মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা করেন না, স্বার্থপরতা যাঁহার মূলমন্ত্র, প্রজার শোণিত শোষণ করাই যিনি প্রকৃত রাজধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি রাজকুলের অধম,—প্রজাপাল নামের কলঙ্ক,—স্বার্থপর পিশাচের পাপময় অবতার! তাঁহার রাজত্ব ঘটিকা-যন্ত্রের স্পন্দন-পিণ্ডের ন্যায় নিরন্তর অস্থির; এই আছে—এই নাই; তাহা অচিরস্থায়ী ও পতনশীল। ফলতঃ যে রাজার স্বেচ্ছার উপর রাজ্যের শাসনচক্র পরিবর্ত্তিত হয়, তাঁহার রাজ্য কখনও চিরসুখ সম্ভোগ করিতে পারে না। সৌভাগ্যবশতঃ যদি তিনি প্রজা-হিতৈষী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম আসনে আরূঢ় হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যে চিরস্থায়ী, তাহা কে বলিতে পারে? কালচক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে হয়ত সেই প্রজাহিতৈষী নৃপতির একজন স্বার্থপর ও প্রজাপীড়ক উত্তরাধিকারী হইবে; তখন সেই সুখের রাজ্য—সোণার সংসার, নিশ্চয়ই দগ্ধ শ্মশানে ও অন্ধনরককূপে পরিণত হইয়া পড়িবে। ইহা বিশ্ব-জনীন অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। আকবর ও উদয়সিংহের রাজত্বে এই নিয়মের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হইবে।

উদয়সিংহ যে বয়সে মিবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, আকবর তাহা অপেক্ষা অধিকতর বয়সে দিল্লির রাজাসনে সমারূঢ় হয়েন নাই *। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পরে যে দিন ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক আকবর ভারতের একাধিপত্যে বৃত হইলেন, সেই দিন শাকতীয় কুলের ভবিষ্য ভাগ্যগগন এক অত্যুজ্জ্বল আভায় আলোকিত হইয়া উঠিল বটে; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে শান্তি কোথায়? তাঁহার ভবিষ্য জীবনের বিপুল আশাভরসা। যে উচ্চতম পদে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহাতে সে আশাভরসার পর্য্যাপ্ত সাফল্য হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু তাহার প্রতিকূলে অনেকগুলি ঘোর প্রতিরোধ আছে। সে সকল প্রতিরোধ দূরীকরণ করিয়া নিষ্কণ্টক ও নিরাতঙ্কভাবে রাজ্য শাসন করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে কি না, তাহা বালক আকবর তখনও বুঝিতে পারিলেন না। কোটী কোটী ব্যক্তির ভাগ্যসূত্র যাঁহার করধৃত, আজি তিনি স্বীয় ভাগ্যচিন্তায় উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু বিধাতা বিজনে বসিয়া প্রসন্নহৃদয়ে যে, তাঁহার ভাগ্যলিপি লিখিতেছিলেন, আশাপূর্ণা ভগবতী সিদ্ধি আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার শিয়রে নিরন্তর বিরাজ করিতেছিলেন, তাহা তিনি তখনও বুঝিতে পারিলেন না। বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানানুসারে যে নক্ষত্র আকবরের জন্মরাত্রিতে সেই অমরকোটের মরুপ্রান্তরে প্রসন্ন আলোক বিকাশ করিয়াছিল, তাহারই বিমল বিভায় আকৃষ্ট হইয়া মহানুভব বৈরাম এবং পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকবর আবুল ফজলের ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রীগণ তাঁহার সাহায্যার্থ সমাগত হইলেন। আকবর ও উদয়সিংহ ঠিক এক বয়সে স্ব স্ব পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন, কিন্তু উভয়ের চরিত্রে কোনরূপ সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয় না। আকবর আজন্ম বিপদের ক্রোড়ে লালিত; অস্থির অদৃষ্টচক্রের অনিবার পরিবর্ত্তননিবন্ধন তিনি শৈশব হইতে জগতের কত নব নব মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, সংসারসাগরের কত প্রচণ্ড তরঙ্গোচ্ছ্বাস হৃদয় পাতিয়া সহ্য করিয়াছেন; এতন্নিবন্ধন তিনি

* উভয়েই ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্ব স্ব পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন।

মানবপ্রকৃতির গূঢ় তত্ত্বে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেরূপ অভিজ্ঞতা উদয়সিংহের কোথায়? উদয়সিংহ বাল্যকাল হইতেই বিজনে প্রতিপালিত; কমলমীরের কাননাবৃত শৈলমালা ভিন্ন আর কোন দৃশ্যই তাঁহার নয়নগোচর হইত না, সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপ্রদেশের শিরোশোভী প্রাসাদমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি তদ্বহিশ্চর প্রদেশের কোন তত্ত্বই রাখিতেন না; সুতরাং সংসারনীতির কোন সূত্রই তাঁহার বিদিত ছিল না। যিনি আপনার জন্মবিবরণ অপরিজ্ঞাত, শৈশব হইতে যিনি বিজনে পরগৃহে পরমাদরে প্রতিপালিত, যিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বিপদের অঙ্কুশতাড়নে পীড়িত হয়েন নাই, মুহূর্ত্তের জন্য সংসারের কূটনীতির কুটিল ভ্রূকুটি দর্শন করেন নাই; এ জগতের ব্যবহার-বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? এই অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন পরিশেষে তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি সেইরূপ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যেই তাঁহার চির জীবন অতিবাহিত হইবে। এই অনর্থকরী ধারণা হইতে রাজকার্য্যের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অনাস্থা জন্মিল; তিনি রাজার দায়িত্ব ও রাজকার্য্যের গুরুত্ব আদৌ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। রাজ্য কি বিলাস-লালসার পরিতৃপ্তি সাধন করিবার প্রশস্ত উপায়?—যে শাসন-দণ্ডে শত সহস্র ব্যক্তির সুখ দুঃখ নিবিড়তর জড়িত, তাহা কি ক্রীড়নক মাত্র? রাজগুণসমন্বিত কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ নৃপতি ইহা মনে করিতে পারেন?—অন্যে না পারুন,—রাজাধম রাজপুত-কলঙ্ক—শিশোদীয়কুলের পাপপাংসন উদয়সিংহ তাহা মনে করিলেন?—শুদ্ধ মনে করিলেন না!—দুঃখের বিষয় তদনুযায়ী অনুষ্ঠানেরও ত্রুটি করিলেন না। যদিও বিগত যুদ্ধে—পাষণ্ড বাহাদুরের প্রজ্বলিত জিঘাংসা-বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে যাইয়া চিতোরের সুদক্ষ বয়োবিদ্যাবৃদ্ধ সচিবগণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি চিতোরের আজিও রাজনৈতিক জীবনী সমূলে বিনষ্ট হয় নাই; তথাপি রাণা ইচ্ছা করিলে রাজনীতিজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিতে পারিতেন;—তাঁহাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সুশিক্ষার গুণে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার-রাশি বিদূরিত হইতে পারিত,—হয়ত তাহা হইলে উদয়-সিংহ কাপুরুষদিগের আদর্শস্থানীয় হইতেন না; কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য! বিধাতা তাঁহাকে রাজগুণে বিভূষিত করেন নাই; নতুবা তাঁহার সেরূপ দুর্ম্মতি ঘটিবে কেন?—নতুবা তিনি উপযুক্ত মন্ত্রিকুলের মন্ত্রণায় কর্ণপাত করিতেন না কেন? উদয়সিংহ কাপুরুষ; রাজা হইলে কি হয়, তাঁহার হৃদয়ে রাজোচিত গুণগ্রামের কণিকামাত্রও বিরাজিত ছিল না; সে হৃদয় অন্য উপকরণে গঠিত; তাহা অন্যরূপ শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সে শক্তি প্রলয়ঙ্করী; তাহা এক নিকৃষ্ট বারবিলাসিনীদ্বারা পরিচালিত! সে বার-বিলাসিনী হতভাগ্য উদয়সিংহের মন্ত্রণাদাত্রী,—জীবন-সহচরী, তাঁহার বুদ্ধিবিদ্যা, শিক্ষা-ধারণা—সকল প্রকার প্রবৃত্তির উৎসরূপিণী! বলিতে কি তিনি তাহার দাস! তাঁহার ভাগ্যসূত্র সেই পিশাচীর করধৃত! উদয়সিংহ বেশ্যার দাস! গিহ্লোট-কুলকেশরী, বীরবর বাপ্পা-রাওলের বংশধর—মিবারের অধীশ্বর—যবন-দর্পহারী রাণা সংগ্রামসিংহের আত্মজ হতভাগ্য উদয়সিংহ পাপিষ্ঠা গণিকার আজ্ঞাবহ! আজি সেই গণিকা হতভাগ্য উদয়-

সিংহের অদৃষ্টচক্র এবং হতভাগিনী মিবারভূমির শাসনদণ্ড পরিচালন করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তিনী হইল। মূর্খ রাজাধম তাহারই উপর নির্ভর করিয়া পাপবিলাসিতার পঙ্কিল-হ্রদে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন! তাঁহাকে এইরূপ অলস, অকর্ম্মণ্য ও বিলাস-মগ্ন দেখিয়া চতুর আকবর স্বীয় অভীষ্ট সাধনের উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বিদ্বেষবহ্নি-স্পর্শে চিতোরের গৌরবস্তম্ভ ভস্মীভূত হইয়া গেল;—উদয়সিংহের পাপাচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল।

জাক্ষারতিস-তীরবর্ত্তী সুদূর ফরগণারাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগল-কুল-তিলক বাবর সুরনদী ভাগীরথীর প্রসন্ন-সলিল-বিধৌত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আপতিত হইয়া যে ক্ষুদ্র বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, কে ভাবিয়াছিল তাহা একদা বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইবে? কে ভাবিয়াছিল একদা সেই তরুবরের মূলরাজি সুদূরবিস্তৃত হইয়া প্লক্ষপ্ররোহের ন্যায় ভারতের হৃদয়সৌধ বিদারিত করিবে? বাবরের সেই উপ্ত বীজ হুমায়ুনের যত্নে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আকবর যদি তাহাতে জলসেক না করিতেন, তাহা হইলে তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত! অতএব আকবর কর্তৃকই এই পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষে মোগলের সাম্রাজ্য দৃঢ়ীভূত হয়; ধরিতে গেলে তিনিই মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিষ্ঠাতা—মোগল গৌরবের প্রকৃত মহাপ্রাণ। তিনিই রাজপুতের সৌভাগ্য-সূর্য্যের প্রচণ্ড রাহু; রাজপুতের স্বাধীনতা-সৌধের ভীষণ বজ্র! সে সৌধ এত দিন কেহই সমূলে চূর্ণীকৃত করিতে পারে নাই,—আজি আকবর তাহা করিলেন; আজি আকবরের ভীষণ কুলিশপ্রহারে তাহা একবারে চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া গেল! স্বাধীনতার উচ্চতম সৌধ হইতে অবতারিত করিয়া আকবর হতভাগ্য হিন্দুজাতিকে দুঃখের অন্ধতম কারাগারে কঠোর দাসত্ব-নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিলেন। কিন্তু জানিনা, কি গুণের প্রভাবে কি মহামন্ত্রবলে তিনি সে শৃঙ্খলভার লাঘব করিতে পারিয়াছিলেন; জানি না তাঁহার কোন গুণে মোহিত হইয়া রাজপুতগণ তন্নিক্ষিপ্ত কঠোর শৃঙ্খল বারম্বার চুম্বন করিয়াছিল! এ গভীর রহস্যের উদ্ভেদ করা সহজ নহে। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অবশ্য আকবরের কোন বিশেষ গুণ পরিলক্ষিত হইবে।—সে গুণ আকবরের মানব-হৃদয়জ্ঞতা। সেই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতাবলে আকবর মানবহৃদয়ের অন্তস্তম তলপর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সক্ষম হইতেন; এবং আবশ্যক হইলে কৌশলক্রমে সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। এই সকল অপ্রতিম গুণের সাহায্যে আকবর হিন্দুজাতির হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তি উপহার প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই বিজিত হিন্দুগণ একদা মহানন্দভরে তাঁহাকে "জগদ্গুরু" ও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিল; কিন্তু এই গর্ব্বিত ও মহিমাব্যঞ্জক উপাধি প্রাপ্ত হইবার অগ্রে তিনি স্বহস্তে কত ভারতসন্তানের হৃদয়শোণিত অম্লান-বদনে নিঃসারিত করিয়াছিলেন; সনাতন ধর্ম্মের কত পবিত্র মন্দির চূর্ণিত করিয়া তৎসমুদায়ের উপর কোরাণ মম্বা * নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভারতের কত বীরবংশ তাঁহার কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে একবারে

* ইসলামধর্ম্ম প্রচারকদিগের বেদিকা মম্বা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতায় কত আর্য্যসন্তানের পবিত্র কুলগরিমা কলঙ্ককালিমাহ্রদে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও কৌশলের প্রভাবে যত দিন না তিনি বিজিত দাসত্বশৃঙ্খলিত হতভাগ্য ভ্রমান্ধ ভারতসন্তানদিগের হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তির উপহার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; তত দিন তিনি নিষ্ঠুর সাহাবুদ্দীন ও আল্লা-উদ্দীন প্রভৃতি হিন্দুবিদ্বেষী কঠোর-হৃদয় যবন নৃপতিগণের আদর্শস্থানীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীত হইবে যে, এরূপ কলঙ্কিত অভিধা কখনও অন্যায় ও অযথারূপে তাঁহার সম্বন্ধে আরোপিত হয় নাই। কিন্তু এরূপ দুর্ভর কলঙ্কভার তাঁহাকে চিরজীবন বহন করিতে হয় নাই। যৌবনের বিষম মদে মত্ত হইয়া আকবর দুর্দ্দম দুরাকাঙ্ক্ষা-বৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিবার জন্য হিন্দুদিগের হৃদয়ে যে গভীর ক্ষতসমূহ সমুদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে অবশেষে তৎসমুদয়ের আরোগ্যবিধান করিয়া কোটী কোটী ভারতবাসীর নিকট হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রভূত প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

রাজধর্ম্ম-বিহীন অকর্ম্মণ্য উদয়সিংহের হস্তে মিবারের শাসনদণ্ড সমর্পিত হইল; বাপ্পা, সমরসিংহ, হামির প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ ও শাস্ত্রবিৎ ভূপতিগণ যে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, আজি মূর্খ, কাপুরুষ ও অলস উদয়সিংহের হস্তে তাহাই সমর্পিত হইল। তাঁহারা সুদক্ষ ও কার্য্যকুশল হইলেও যে রাজ্যশাসন অতি গুরুতর কার্য্য বলিয়া সদা সতর্ক থাকিতেন, আজি অকর্ম্মণ্য উদয়সিংহ তৎ কার্য্যকে অতি সহজ ও সুকর অনুমান করিলেন; সুতরাং মিবারের দুঃখরাশি পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিশোদীয়কুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, বাপ্পারাওলের বংশধরগণ যতদিন তাঁহার আদেশ পরিপালন করিবেন, ততদিন তিনি কিছুতেই চিতোরপুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। বাপ্পারাওলের বংশধরগণ এতদিন তাঁহার তৃপ্তি-বিধানার্থ অম্লানবদনে আপনাদিগের শোণিত নিঃসারিত করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং মহাদেবীরও প্রতিজ্ঞা যথাযথ পরিপালিত হইয়াছে। স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য গিহ্লোট নৃপতিগণ যে অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখাইয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে কাহার হৃদয় না বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া যায়?—কে না চিতোরের স্বাধীনতারূপিণী সেই ভগবতী চতুর্ভুজা দেবীর সম্মুখে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হয়?—প্রথম উদাহরণ—সেই জ্বলন্ত উদাহরণ—সেই দিনে—যে দিন হিন্দুবিদ্বেষী কঠোরহৃদয় আল্লা-উদ্দীনের প্রচণ্ড বিদ্বেষ-বহ্নিস্পর্শে সোণার চিতোরপুরী ছারখার হইয়া শ্মশানে পরিণত হইল, সেই দিনে—সেই দুর্দ্দিনে দ্বাদশজন রাজকুমার আত্মহৃদয়ের শোণিতদানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উৎকট তৃষা নিবারণ করিলেন—বীরবর বাপ্পারাওলের লোহিত বিজয়বৈজয়ন্তী পাপ মুসলমানের গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন! সেই দিন চিতোরের কি গৌরবময় দুর্দ্দিন!—রাজপুতবীরস্বোচ্ছ্বাসের কি অতুলনীয় মহাযোগ!—তাহার পর দ্বিতীয়বার—যে দিন মিবারের দক্ষিণ সীমাস্থিত শৈলরাজি ভেদ করিয়া দুর্দ্দান্ত বাজবাহাদুরের বিজয়িনী সেনা অনন্ত সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে

মিবারের হাস্যময় ক্ষেত্রে আসিয়া আপতিত হইল, সেই দিন বাপ্পা রাওলের অন্যতম বংশধর বীরবর বাঘজি আত্মোৎসর্গের প্রদীপ্ত উদাহরণ রাখিয়া ভগবতী চতুর্ভুজার কঠোর অনুশাসন পালন করিলেন। কিন্তু এই তৃতীয় বার—চিতোরের এই তৃতীয় ঘোরতম সঙ্কটে—কঠোরতম উদ্যমে,—শিশোদীয়কুলের এই অনিবার্য্য নিদারুণ অধঃপতনকালে বাপ্পারাওলের কোন্ বংশধর আত্মোৎসর্গদ্বারা চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তৃপ্তিবিধান করিবেন? কোন্ বীরের হৃদয়শোণিতপানে তৃপ্ত হইয়া ভগবতী চামুণ্ডা আজি চিতোরপুরীকে রক্ষা করিবেন?—কেহই আসিল না, কেহই সেই ভীষণ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইল না; কি হইবে? উপায় নাই! সুতরাং চিতোরের শোচনীয় নিদারুণ অধঃপতন হইল; চিতোরের স্বাধীনতাসূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইল! সে মোহকরী মহামায়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! যে গূঢ় ভাগ্যসূত্র চিতোর-শাসনের সহিত গিহ্লোট-কুলকে দীর্ঘকাল ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও চিরতরে ছিন্ন হইয়া পড়িল। যে মহাদেবী গভীর নিশীথকালে নিদ্রিত সমরসিংহের নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন "হিন্দুর গৌরব লুপ্ত হইতেছে" যিনি চিন্তাভিভূত লক্ষ্মণসিংহের নয়নসমক্ষে দেখা দিয়া দ্বাদশ রাজবলি চাহিয়াছিলেন, তিনি—চিতোরের মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা-লক্ষ্মী সেই ভগবতী চতুর্ভুজা হতভাগ্য উদয়সিংহের কাপুরুষতা দর্শনে চিতোরের দুর্গপ্রাকার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন! সেই সঙ্গে রাজপুত জাতির একটী মহতী ধারণার বিলোপসাধন হইল। যে ধারণাবলে তাঁহারা চিতোর-পুরীকে পবিত্র সনাতনধর্ম্ম ও স্বাধীনতার দুর্জ্জয় দুর্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, আজ সেই মহতী ধারণা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল—আজি তাহা অলীক আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়া পড়িল।

এরূপ পবিত্র ধারণা ও অপূর্ব্ব দেবভক্তি রাজপুতের জীবনের জীবনস্বরূপিণী; দেশ-রক্ষার অন্যতমা মহাশক্তি। ইহার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কত দেশে কতশত নৃপতি স্বদেশরক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে অম্লানবদনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, জীবনকে তৃণবৎ নখাগ্রে ছেদন করিয়াছেন; তাহার বহুল বিবরণ জগতের ইতিহাসে জ্বলদক্ষরে বর্ণিত আছে। জাতীয় জীবনের যে কয়টী উজ্জ্বলতম চিত্র ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তেরই মূলে এই মহতী ধারণা ও দেবভক্তি বীজভাবে অবস্থিত। আর্য্যবীর রাজপুতের জাতীয়জীবন ও স্বাধীনতা-স্পৃহার সহিত ইহার যে কি নিকট সম্বন্ধ আছে, বৈজ্ঞানিক তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। ইতিহাসে তাহার অসীম গুণের বিষয় অসংখ্যবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা ঔপন্যাসিক গল্পের অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত বটে, কিন্তু সেই অলঙ্কারের অভ্যন্তরে—সেই অনপনেয় সংস্কারের মধ্যভাগে যে, এক প্রচণ্ড জাতীয়জীবন বীজভাবে সংরক্ষিত রহিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সে অলঙ্কাররাজি উন্মোচন করিলে, সে সংস্কার-রূপ বিরাট লৌহপ্রাকার ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সেই মহাশক্তি নিষ্ফল হইয়া যাইবে। সেই অলঙ্কারের নিবিড় আবরণে—সেই মহতী ধারণার মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া যে চিতোর একদা অজেয়

বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ ছিল, আজি তাহা নিরাকৃত হওয়াতে সেই চিতোর—সেই অজেয় চিতোর আজি অরক্ষণীয় হইয়া পড়িল। স্বাধীনতা ও রাজগৌরবের লীলানিকেতন যে চিতোর সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের অন্যান্য নগরীর শীর্ষস্থানে আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল, আজি তাহা বন্য শ্বাপদকুলের আবাসস্থান হইয়া পড়িয়াছে; আজি তাহার পবিত্র মন্দিরমধ্যে ও বেদিকানিচয়ের উপরিভাগে হিংস্র জন্তুগণ অনুদিন মূত্রপুরীষোৎসর্গ করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ নরককূপ করিয়া তুলিয়াছে! এবং যে চিতোরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পাইলে রাজপুতগণ একদা আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিতেন, আজি তাহা দুর্ভাগ্য ও অমঙ্গলের অন্ধকারাগার বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে, আজি শিশোদীয় নৃপতিগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে অতিশয় ঘৃণা বোধ করেন।

আকবর সর্ব্বসমেত দুইবার চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফেরিস্তা গ্রন্থে তাঁহার একবার মাত্র আক্রমণের বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যেবার তাঁহাদের প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে চিতোরের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল, সেইবারের আক্রমণ তন্মধ্যে প্রকটিত আছে। কিন্তু যেবার তিনি দলিত, পরাজিত ও হতোদ্যম হইয়া রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন, সেই বারের বিবরণ তদ্‌গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। বোধ হয় পরাজয়রূপ অবমাননা হইতে আপনাদের রাজচক্রবর্ত্তীকে উদ্ধার করিবার জন্য মুসলমান ইতিহাস-কার তদ্বিবরণ উল্লেখ করেন নাই। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, সেইটীই আকবরের প্রথম আক্রমণ। উদয়সিংহের বীরা উপপত্নীর বিক্রম ও বাহুবলে দিল্লীশ্বরের সেই আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল। সম্রাট আকবর আপনার বিজয়িনী সেনা সমভিব্যাহারে ভীমদর্পে চিতোরে আপতিত হইলেন। কাপুরুষ রাণা প্রথমতঃ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সাহসী হইলেন না; কিন্তু সর্দ্দারগণের উত্তেজনায় ও রাজ্যচ্যুতির ভয়ে অবশেষে সসৈন্যে আকবরের সম্মুখীন হইলেন। হৃদয়ে সাহস নাই—প্রতিজ্ঞা নাই—দৃঢ়তা নাই;—তবে কিসের সাহায্যে তিনি মোগলবীরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবেন? তাঁহার সৈন্যগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া আকবরের ভীম-বিক্রান্ত সৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু যিনি তাহাদিগের রাজা—অধিনায়ক; তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা না পাইলে তাহারা আর কাহার জন্য কিসের বলে যুদ্ধ করিতে পারিবে? সুতরাং সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিল। হতভাগ্য উদয়সিংহ বিজয়ী আকবরের হস্তে পতিত হইলেন। মোগল সম্রাট তাঁহাকে বন্দীভাবে নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন। মিবারের অধিপতি মুসলমানের করে বন্দী হইলেন,—বীরজননী মিবারভূমির মুখে অনপনেয় কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল! মিবারে যাহা কখনও ঘটে নাই, আজি কাপুরুষ উদয়সিংহ হইতে তাহাই ঘটিল! ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। উদয়সিংহ শত্রুকরে বন্দী হইলেন, রাজপরিবারমধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। কি প্রকারে যে তাঁহার উদ্ধার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে কেহই কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না। সর্দ্দারগণ তাঁহার মুক্তির জন্য অণুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন না। ফলতঃ চিতোরপুরী তখন সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ ও নিস্তেজ

বলিয়া প্রতীত হইল! সেই নিঃস্পৃহ ও নিস্তেজভাব অবলোকন করিয়া উদয়সিংহের উপপত্নীর হৃদয় দারুণ অভিমান ও ক্রোধে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চিতোরপুরী কি আজ বীরশূন্যা? বীর-প্রসূ মিবারভূমি কি আজ আপনার সমস্ত তেজ হারাইয়াছেন? এখনও যে অসংখ্য জীব চিতোরের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে, তাহারা কি নির্জ্জীব?—নির্জ্জীব মাংস-পিণ্ড? ক্ষত্রিয়মহিলা কি নির্জ্জীব মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়াছেন? ক্ষত্রিয়ের সাহস, বীরত্ব, তেজস্বিতা ও আত্মাভিমান কি একবারে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে? নতুবা স্বচক্ষে আপনাদিগের নৃপতির অবমাননা ও কারাবরোধ দেখিয়া তাহারা কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত নিঃস্পৃহ, নির্জ্জীব হইয়া রহিয়াছে? বীররমণী নিদারুণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় উন্মাদিত হইয়া কোমলাঙ্গে কঠিন লৌহবর্ম্ম ধারণ করিলেন এবং করে ধনুর্বাণ ও তরবার লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। চিতোরের সেই নির্জ্জীব ও নিঃস্পৃহ ভাব বিদূরিত করিয়া—রাজপুত সৈন্যগণকে নবীন উৎসাহে প্রোৎসাহিত করিয়া কাপুরুষ উদয়সিংহের বীরা উপপত্নী সসৈন্যে মোগল শিবির-শ্রেণীর সম্মুখে ভীমবলে আপতিত হইলেন; তাঁহার হস্তস্থ প্রচণ্ড ভল্লাঘাতে এবং নিক্ষিপ্ত শরপাতে অনেক যবনসৈনিক নিপাতিত হইল। ক্ষণকাল যুদ্ধের পরই যবনগণ পশ্চাদপসৃত হইতে লাগিল। রুদ্রচণ্ডা রাজপুতরমণী অধিকতর উৎসাহ ও বিক্রমের সহিত তাহাদিগকে তাড়িত করিয়া ক্রমে আকবরের প্রধান সেনানিবেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বীরনারীর অদ্ভুত বীরতা দর্শনে মোগলসম্রাট স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন এবং অবশেষে নানা প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রমণীর যুদ্ধে আজি ভারতের সম্রাটশেখর মোগলবীর আকবর পরাভূত হইলেন। রমণীর বিক্রমে আজি বিজয়িনী মোগলসেনার দুর্দ্দম বল পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। ইহা রাজপুত বীররমণীর বীরত্বোচ্ছ্বাসের একটী জ্বলন্ত উদাহরণ!

উদয়সিংহ যবন-কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আপন প্রিয়তমা উপপত্নীর বীরত্ব ও রণাভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং প্রকাশ্য রাজসভাস্থলে সর্ব্বসমক্ষে আনন্দোৎফুল্ল কপোলে বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার বীরা উপপত্নী হইতেই তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছেন। নৃপতির মুখে এক বার-নারীর তত সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া চিতোরের সর্দ্দারগণ ঘৃণা, লজ্জা ও অভিমানে একবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং অবনতবদনে রাজসভাস্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনাদের বিক্রমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী সেই বারবিলাসিনীকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। একাকিনী রমণী কি প্রকারে অগণ্য রাজপুতসর্দ্দারের বিষম বিদ্বেষবহ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন? সুতরাং তিনি অচিরকালমধ্যে তাহাদিগের হস্তে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

আকবরের উপর জয়লাভে কোথায় সর্দ্দার ও সামন্তগণ আনন্দোৎসবে মত্ত হইবে, তা'নয়—দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা সকলে এক বিষম অন্তর্বিপ্লবে মগ্ন হইল। এই অনর্থকর গৃহবিবাদনিবন্ধন রাজ্যমধ্যে মহতী বিশৃঙ্খলার উদয় হইল। চিতোরের এরূপ বিশৃঙ্খল

অবস্থা-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আকবর আপনার ঘোরতর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিষম ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং এক বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিয়া চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ; শরীরে বিপুল বল; হৃদয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ। তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার পদতলে বিনীতভাবে নিপতিত; অনেক দুর্জ্জয় দুর্গ তাঁহার ভীমবিক্রমে বিধ্বস্ত ও চূর্ণ বিচূর্ণিত, অনেক রাজপুতনৃপতি তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান! তবে মিবাররাজ্য কি নিমিত্ত উন্নত থাকিবে? মিবারের দর্প কি নিমিত্ত অব্যাহত থাকিবে? মিবারের নৃপতি কি নিমিত্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিবে? মোগল সম্রাটের প্রচণ্ড অনীকিনী অপ্রতিহত প্রভাবে মিবারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। চিতোরের নিকটস্থ পাণ্ডোলি * নামক গ্রাম হইতে বশ্শী যাইতে হইলে পঞ্চক্রোশব্যাপী যে প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করিতে হয়, তাহারই উপরিভাগে মোগলসম্রাটের বিশাল স্কন্ধাবার স্থাপিত হইল। এই স্থলে মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী শুণ্ডাকৃতি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত স্তম্ভ "আকবরকা দেওয়া" † অর্থাৎ আকবরের প্রদীপ নামে বিখ্যাত। পথিকগণ অদ্যাপি সেই দীপাগার অথবা মিবারের অধঃপতনের প্রদীপ্ত স্মৃতিস্তম্ভকে দূর হইতে দেখিয়াই চিতোরের অতীত দুরবস্থা-বিবরণ স্মরণ পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া যায়।

ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মিবারের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া আকবর ভীমমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র ভীরু উদয়সিংহ স্বনগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া চিতোর রক্ষকশূন্য হইল না। চিতোরের কুলাঙ্গার অধীশ্বর চিতোর পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু চিতোরের পবিত্র নামের এমনই মোহিনী মায়া যে, কোথা হইতে সাহসিক ও বিক্রমশালী অসংখ্য বীর চিতোর রক্ষার্থে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে করিয়া যবন-বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যেন কোন অদৃশ্য দেবতা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র-প্রভাবে চিতোরের পতিত বীরগণের ভস্মরাশি হইতে আবার অসংখ্য বীরের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাজস্থানের ভিন্ন ভিন্ন জনপদ হইতে সর্দ্দার ও সামন্তগণ স্ব স্ব সেনাদল লইয়া চিতোরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান

---

* মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন যে, পাণ্ডোলি নামে দুইটী পল্লী আছে; তন্মধ্যে একটী চিতোরের প্রসিদ্ধ মান সরোবরের তীরভূমিতে সংস্থিত। এই মান-সরোবরের তীরভূমিস্থ একটী পুরাতন স্তম্ভে তিনি যে শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে গিহ্লোটকুলের প্রাদুর্ভাবের প্রকৃত কাল নিরূপণ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজস্থানের ৯৩ পৃষ্ঠা টীকা দেখ।

† টড্ সাহেব বলেন "এই দীপাগার আজিও পূর্ণাবয়বে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার আগাগোড়া শাদা চুনেপাথরে গঠিত। ইহা উচ্চে ৩০ ফিট; ইহার তলদেশ বর্গ কুড়ি এবং শীর্ষদেশ বর্গ চারি ফিট হইবে। নিম্নদেশ হইতে ইহার চূড়াদেশে উঠিবার জন্য একটী সোপান আছে। একটী বৃহৎ পাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া প্রতি রজনীতে ইহার চূড়াদেশে স্থাপিত হইত। তাহা পথিকদিগের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইত।" টড্ সাহেব বলেন যে সে দীপাগার একপ্রকার মূর্ত্তিতে গঠিত হইয়াছিল; কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি য়িহুদি কোন রকমের উপাসনাগৃহের ন্যায় ছিল না। কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে সকল জাতির দেবালয়েরই নিদর্শন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

হইলেন। বীরবর শহিদাস চন্দাবৎ বংশীয় অনেক গুলি তেজস্বী ও সাহসী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া চিতোরের প্রধানতম তোরণদ্বার—"সূর্য্য-দ্বারে" দণ্ডায়মান হইলেন। মাদেরিয়া-পতি রাবৎ দুদা সঙ্গাবৎদিগকে * লইয়া রণরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিলেন। বৈদলা ও কোটারিয়ো নামক দুইটী জনপদ হইতে দিল্লীশ্বর হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ পৃথ্বীরাজের বংশসম্ভূত দুইজন বীর্য্যবান্ সামন্তরাজা এবং বিজোল্লির প্রামার ও সদ্রির ঝালাপতি অত্যুৎকট উৎসাহ সহকারে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদিগের বীরোচিত রণাভিনয় এবং উদ্দীপনা দ্বারা স্ব স্ব সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। ইহাঁরা অনেকেই মিবার-শাসনের অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন অনেক বিদেশীয় রাজপুতবীর মোগলসম্রাটের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিবার জন্য তদ্বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দেবলপতি বাঘজির বংশধর, ঝালোরপতি শনিগুরু রাও, ঈশ্বরদাস রাঠোর, করমচাঁদ কচ্ছবাহ এবং গোয়ালিয়রের তুয়াররাজ—এই সকল বীরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের সকলেরই অদ্ভুত বীরত্ব ও রণাভিনয়ের বিবরণ জ্বলদক্ষরে ইতিহাস-পটে বিরাজ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে হিন্দুমুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ আরব্ধ হইল। ভীম বিক্রান্ত যবন সৈন্যগণ শ্রবণভৈরব রণোন্মাদী রণবাদ্যে সমরাঙ্গণ কাঁপাইয়া উৎকট জয়নাদে চিতোরের সূর্য্যদ্বারাভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে রণোন্মত্ত রাজপুতবাহিনী বিকট সিংহনাদে গগনতল বিদারিত করিয়া সদম্ভে বিশাল শরশরাসন হস্তে তুলিয়া লইল। অবিলম্বে চন্দাবৎবীর শহিদাস ভীমগম্ভীর রবে হুঙ্কার ত্যাগ করিয়া যবনসেনার প্রতি অনর্গল শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সূর্য্যতোরণদ্বার দিয়া চিতোর-দুর্গে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্দ্দান্ত মোগলগণ উদ্বেল সাগরসদৃশ তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। দূরভেদী বন্দুকের অগ্নিময় গুলি নিক্ষেপ করিয়া অসংখ্য চন্দাবৎবীরকে নিপাতিত করিতে করিতে তাহারা ক্রমে ক্রমে সূর্য্যতোরণের সম্মুখবর্ত্তী হইল। বীরবর শহিদাস পদমাত্র অপসৃত হইলেন না; তাঁহার সহকারী সৈনিকগণ একে একে অগ্ন্যস্ত্র-স্পর্শে ভূপতিত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইলেন না। যতক্ষণ তাঁহার দেহে জীবন রহিল, যতক্ষণ ধমনীমধ্যে শোণিত প্রবহমান থাকিল, যতক্ষণ বজ্রমুষ্টি শিথিল না হইল, ততক্ষণ শত্রুদল কিছুতেই সেই তোরণদ্বারমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

চন্দাবৎবীর শহিদাসের জ্বলন্ত উদাহরণে উল্লাসিত হইয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয়বীর অদম্য সাহসের সহিত শত্রুকুলকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দুইটী মহাবীর, দুর্দ্দান্ত যবনসম্রাটের দর্পহারী প্রচণ্ড ধূমকেতুরূপে উদিত হইয়া মিবারের সেই বিষাদ-তমসাচ্ছন্ন ভাগ্যগগনকে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিকট উজ্জ্বল আলোকে বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের লোকবিস্ময়কর অমানুষিক বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের বিবরণ

* এ সঙ্গাবৎগণ রাণা সঙ্গের সন্তানসন্ততি নহে। বীরবর চণ্ডের বংশে সঙ্গ নামে এক ব্যক্তি সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, ইহারা তাঁহারই বংশসম্ভূত।

জলন্ত বর্ণে বিবর্ণিত হইয়া মিবারেতিহাসের এই অন্ধতম অধ্যায়কে উজ্জ্বলিত করিয়া রহিয়াছে, স্বয়ং আকবর যাঁহাদের সেই বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য অক্ষয় রাখিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে তদ্বিবরণ প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদিগের পবিত্র নাম জয়মল্ ও পুত্ত। জয়মল্ বেদনোরের অধিপতি। তিনি রাঠোরকুলের অন্যতম শাখা মৈরতিয়া গোত্রে সমুদ্ভূত এবং মারবারের সাহসিক সামন্তদিগের মধ্যে একমাত্র সাহসিকতম। পুত্ত কৈলবার অধিপতি; তিনি চন্দাবৎকুলের অন্যতম শাখা জগবৎ গোত্রের শীর্ষস্থানীয় বীর। এই দুই মহাবীরের পবিত্র নাম আজিও রাজপুত ও ভট্টদিগের জপ্য হইয়া রহিয়াছে; আজিও প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার সময় প্রাতঃস্মরণ্য মহাপুরুষ দিগের পবিত্র নামমালা জপ করিবার সময় তাঁহারা এই দুই মহাবীরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। আজিও রাজপুতরমণী সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালিবার সময় জয়মল ও পুত্তকে স্মরণ করিয়া আপনাপন পুত্রকন্যার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন এবং গৃহস্থ কুমারীগণ যন্ত্রদ্বারা গোধূম চূর্ণ করিতে করিতে ভট্টকবিরচিত তাঁহাদিগের বীরত্বগীতি সমস্বরে পরিকীর্ত্তন করে। জগতে যতদিন বীরত্বের আদর থাকিবে, যতদিন আর্য্যবীর রাজপুত জাতির হৃদয়ে অতীত বীরত্বের একটী কণিকা মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে, অতীত-ঘটনা চিত্রের একটীমাত্রও রেখা তাঁহাদিগের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে, ততদিন জয়মল্ ও পুত্তের নাম জগৎ হইতে কিছুতেই লুপ্ত হইবে না;—কেহই লোপ করিতে পারিবে না। জয়মল্ ও পুত্ত কাহারও ক্রীত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হয়েন নাই—কাহারও প্রদত্ত উদ্দীপনায় উন্মাদিত হইয়া চিতোরে আত্মোৎসর্গ করিতে আগমন করেন নাই; তাঁহাদের সেই অত্যুন্নত হৃদয়ের—স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমিকতার পবিত্র উৎসস্বরূপ পবিত্রতম হৃদয়ের উন্মত্ত প্ররোচনাই তাঁহাদিগকে সেই কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রণোদিত করিয়াছিল। নতুবা যশোলিপ্সা বা স্বার্থসাধিনী অন্য কোন নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তাঁহারা যবন-বিরুদ্ধে অসিধারণ করেন নাই। এ ভয়াবহ যুদ্ধ কেবল পুরুষের যুদ্ধ নহে; অনেক অন্তঃপুরচারিণী রাজপুতরমণী অবরোধবাস পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব সুকোমল কলেবরে কঠিন লৌহকবচ ও অসিচর্ম্ম আবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার লীলানিকেতন চিতোরপুরীকে রক্ষা করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যখন শালুম্ব্রাপতি চন্দাবৎ বীর শহিদাস সূর্য্যতোরণদ্বারে আত্মোৎসর্গ করিলেন; তখন হতাবশিষ্ট চন্দাবৎ বীরদিগের অধিনেতৃত্বভার কৈলবার পুত্তের করে সমর্পিত হইল। তৎকালে পুত্তের বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ মাত্র। তরুণ বীর পুত্তের জনক গত যুদ্ধে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। পিতার দেহত্যাগ কালে তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প ছিল; সুতরাং তাঁহাকে লালন পালন করিবার জন্যই তদীয় জননী প্রাণপতির অনুগমন করিতে পারেন নাই। পুত্ত তাঁহার একমাত্র সন্তান, কৈলবাপতির একমাত্র বংশধর; তাঁহার অপলোপের সহিত জগবৎ গোত্রের দায়াদ লুপ্ত হইবে; এরূপ অবস্থায় পুত্তের জীবন যে কতদূর মূল্যবান্, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মাতা বীর-রমণী। পুত্রের জীবনাপেক্ষা চিতোরের গৌরব-রক্ষা অধিকতর মূল্যবান ও আবশ্যকীয় জ্ঞান করিয়া

তিনি তাঁহাকে পীতবসন পরিধান পূর্ব্বক চিতোর-রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কহিলেন। তিনি বীর-বনিতা, বীর-জননী;—স্বয়ং বীরা। পুত্রের মৃত্যুর সহিত যে, বিপুল জগবৎকুল অনন্ত কালের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে, সে চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে মুহূর্ত্তের জন্যও ব্যাকুল করিতে পারিল না। পুত্র যে মাতৃভূমির জন্য জীবনোৎসর্গ করিবেন, তাঁহার জীবন যে পবিত্রতম ব্রতপালনেই ব্যয়িত হইবে, ইহাই বীরমাতার একমাত্র সান্ত্বনা। এই সান্ত্বনাতেই আশ্বস্ত হইয়া তিনি স্বীয় হৃদয়-নন্দনকে সমরাঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে অম্লানবদনে আদেশ করিলেন! আদেশ করিলেন; কিন্তু সেই আদেশের কঠোরতম উদ্দেশ-পালনে আপনিও যত্নবতী হইলেন! আপন সুকুমার অঙ্গে কঠিন লৌহবর্ম্ম এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক তিনি প্রচণ্ড সমরানলে জীবনোৎসর্গ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে আর একটী চিন্তার উদয় হইল। গৃহে পুত্রবধূ—সুকুমারী—বালিকামাত্র। তাহাকে বাটীতে রাখিয়া গেলে পাছে কোন প্রকারে কৈলবা-পতির শুভ্র যশঃ কলঙ্কিত হয়, এই জন্য পুত্তের বীরা জননী সেই বালিকাকে স্বহস্তে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন; একে একে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া সেই শিরিষ-কুসুম-সুকুমার কলেবরে কঠিন লৌহ কবচ পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার হস্তে একটী সুতীক্ষ্ণ শূল স্থাপন করিয়া বীরগর্ব্বে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। সেই বীররমণীর জ্বলন্ত বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়মহিলা তুচ্ছ অবরোধবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎসাহিত হৃদয়ে তাঁহার অনুগমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রমণীগণ শ্রবণভৈরব রণবাদ্যের সহিত উন্মাদিনী রণগীতি গাহিতে গাহিতে ভয়ঙ্করী রণচণ্ডীর বেশে যবনসেনাসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। চিতোরের বীরগণ নীরব—নিঃস্পন্দ—বজ্রাহত-প্রায় দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়-বিসারিত নিশ্চল নয়নে এই কতিপয় বীর-নারীর অলৌকিক বীরত্ব দেখিতে লাগিলেন;—যাঁহারা কখনও অন্তঃপুরচ্ছায়া পরিত্যাগ করেন নাই, সুকুমার আচার-ব্যবহার এতদিন যাঁহাদের জীবনের মুখ্য ব্রতস্বরূপ ছিল, আজি তাঁহারা সকল স্নেহ—সকল মমতা—সকল সুকুমার অনুষ্ঠানে জলাঞ্জলি দিয়া প্রকাণ্ড রণতুরঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশের জন্য প্রচণ্ড প্রচণ্ড যবনবীরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন! রাজপুত বীরগণ স্বচক্ষে তাহা দেখিলেন; দেখিলেন যে, বীরবর পুত্তের বীর্য্যমতী জননী আপন পুত্রবধূ ও সহচরীগণের সহিত যবন-সমরে অবতীর্ণ হইয়া অনেক সমর-কুশলী যবন-বীরকে ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন; অবশেষে পাপ যবনহস্ত হইতে আত্ম-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া স্ব স্ব হস্তস্থ তরবারাঘাতে স্ব স্ব হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া সেই ভীষণ সমর-শয্যায় অনন্তকালের জন্য শয়ন করিলেন!

আপনাদিগের কন্যা, ভগিনী ও বনিতাদিগকে উক্তরূপ বিস্ময়কর রণাভিনয়ে জীবনোৎসর্গ করিতে দেখিয়া চিতোরের বীরগণ সাংসারিক সকল বন্ধন—সকল মায়ামমতা ভুলিয়া গিয়া একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। উন্মত্তের ন্যায় সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক তাঁহারা শত্রুসেনার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। বিশাল মোগল অনীকিনী উদ্বেলসাগরের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভীষণ

বিক্রমের সহিত চিতোরদুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রলয়-কালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাহাদিগের বিকট কামান-শ্রেণী জ্বলন্ত গোলকপুঞ্জ উদ্গার করিয়া শ্রবণভৈরব নিনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। সেই সমস্ত গোলকপ্রহারে কতশত রাজপুত খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া শূন্যে উৎপতিত হইতে লাগিল—কতশত ক্ষত্রিয়বীরের বজ্রমুষ্টি হইতে বিশাল শরকার্ম্মুক বিচ্যুত হইয়া পড়িল! এইরূপে রাজপুতবাহিনী ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িত হইতে লাগিল; কিন্তু রাজপুতবীরগণ কিছুতেই নিরুৎসাহ হইলেন না—কিছুতেই শত্রুদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিলেন না। আত্মসমর্পণ!—ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশবৈরী যবনের করে আত্মসমর্পণ! হেয়—জঘন্য—নিকৃষ্টতম উপায়াবলম্বনে পাপজীবন-রক্ষা! সে জীবনে প্রয়োজন?—আত্মসমর্পণে সম্মত হওয়া দূরে থাকুক; সে পাপ-চিন্তা বীর কেশরী রাজপুতদিগের হৃদয়ে আদৌ উদিত হয় নাই। স্বদেশ-রক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বীরমন্ত্রে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় যথাসাধ্য হস্তস্থ শাণিত তরবারাঘাতে আপতিত জ্বলন্ত গোলকসমূহের দুই একটীকে ব্যর্থ করিতে করিতে মুহুর্মুহু বিকট সিংহনাদ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল! লৌহাস্ত্রের সাহায্যে দূরভেদী অমোঘ অগ্ন্যস্ত্রগুলিকে কি প্রকারে ব্যর্থ করিবেন? অবশেষে একটী জ্বলন্ত গুলি ছুটিয়া আসিয়া প্রধান সেনাপতি জয়মল্লের হৃদয়ে প্রহৃত হইল; বীরবর জয়মল্ল সে দারুণ আঘাতে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। ভীষণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় তাঁহার বীরহৃদয় একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল! কাপুরুষ শত্রুকুল ধর্ম্ম-বিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নিপাতিত করিল; ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় যে কি নিদারুণ যন্ত্রণায় মথিত হইল, তাহা ধারণা করা কঠিন।

সেই ভীষণতম দুর্ব্বিপাকে—চিতোরের অনিবার্য্য অধঃপতনকালে মর্ম্মাহত জয়মল্ল চিতোরের ভবিষ্যৎ ভবিতব্যতা-বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিলেন;—দেখিলেন চিতোর অরক্ষণীয়—চিতোর-রক্ষার আর উপায় নাই! নিদারুণ মনোবেদনায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল,—আরক্ত নয়নপ্রান্তে দুইটী অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। বিকট রোষ ও জিঘাংসার উত্তেজনায় দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া তিনি আকবরকে শতসহস্র ধিক্কার প্রদান করিলেন। ক্রমে করালকাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল;—তাঁহার আপনার এবং তাঁহার প্রাণাদপি গরীয়সী চিতোরপুরীর কঠোর ভবিতব্যতার বিকট নিবিড় ছায়া তাঁহার নয়ন-সমক্ষে বিসারিত হইতে লাগিল! তখন তিনি স্বীয় অন্তিম জীবন সদর্পে ও সগৌরবে উৎসর্গ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অবিলম্বে লোমহর্ষণ ভয়াবহ জহরব্রতের আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে আট সহস্র রাজপুত একত্রে "বীরা" * গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তিম পীত বসন পরিধান এবং পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চরম সাহসে নির্ভর করিয়া একত্রে মোগল-বাহিনীমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন দুর্গদ্বারগুলি উদ্‌ঘাটিত হইল; সেই উদ্‌ঘাটিত দ্বারপথে জীবন-মমতাহীন উন্মত্ত রাজপুতগণ প্রচণ্ড গিরিনদের

* বিদায় লইবার সময় রাজপুতগণ এই "বীরা" বা তাম্বুল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া শত্রুসৈন্যদিগকে দলিত করিতে লাগিল। উভয়পক্ষের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত হইল। কিন্তু তাহাতে অনন্ত মোগল-অনীকিনীর কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। এক রক্তবীজের শোণিতপাতে যেন শত শত রক্তবীজ উত্থিত হইতে লাগিল! কাহার এমন শক্তি আছে যে সেই অসংখ্য রক্তবীজের গতি রোধ করিতে পারে!—ফলতঃ কিছুই হইল না! চিতোরের অধঃপতন হইল!—ভৃশ—দারুণ—শোচনীয় অধঃপতন হইল! সে অধঃপতন হইতে চিতোর আর কখনও উঠিতে পারিল না,—পারিবে কি না কে বলিতে পারে?

সেই দিন—সেই শোচনীয় দুর্দ্দিন পীত-বসন-পরিহিত কোন রাজপুতই আত্মরক্ষার জন্য পাপ যবনকরে আত্মসমর্পণ করেন নাই। কাহাদ্বারাও সেই পবিত্র পীতবসন কলঙ্কিত হয় নাই।—কেহই রাজপুত-গৌরব ও মাহাত্ম্যে জলাঞ্জলি দেন নাই। বীরপ্রসূ চিতোরপুরী বীরশূন্যা—কণক-নগরী আজি শোচনীয় শ্মশানে পরিণত! আজি ত্রিংশৎসহস্র রাজপুতবীর হৃদয়-রক্ত দানে—"জগৎ-গুরু" "নরপাল" আকবরের ভীষণ শোণিত-তৃষা নিবারণ করিতে যাইয়া তাঁহার প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন! অসংখ্য নরনারীর শোণিত-সেকে চিতোরের সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমিত—তদুপরি শোণিতাক্ত কর্দ্দমবিদিগ্ধ ছিন্নভিন্নাঙ্গ অগণ্য শবদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! সেই শোণিত-কর্দ্দমে চরণতল কর্দ্দমিত করিয়া, সেই ছিন্নভিন্নাঙ্গ শবদেহগুলিকে অম্লানবদনে পদতলে দলিত করিয়া,—সেই ভীষণ চিতোর-শ্মশানকে ভীষণতর করিয়া তুলিয়া নিষ্ঠুর পাষাণহৃদয় আকবর চিতোরনগরে প্রবেশ করিলেন। কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল প্রকার রাজপুত সামন্ত-সমিতির অধিনায়কগণ এবং রাজার সপ্তদশ শত অতি নিকটস্থ কুটুম্ব সেই দুর্দ্দিনে চিতোর-রক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। একমাত্র গোয়ালিয়রের তুয়ার-নৃপতি ভবিতব্যতার আর একটী কঠোর বিধি পালনের জন্য সেই ভয়াবহ কালসময়ে জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। নয়জন রাজমহিষী, পাঁচজন রাজকুমারী, দুইটী শিশু তনয়, এবং সমস্ত সর্দ্দারকুলের মহিলাগণ সেই দিন—সেই দুর্দ্দিন কঠোর জহরব্রত-সমাপনে অথবা কঠোরতর রণাভিনয়ে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়াছেন। সেই কাল দিবসে চিতোরের যে বিষম সর্ব্বনাশ সাধিত হইল, তাহা আর ভুলিবার নহে। যত দিন জগতে "হিন্দু" নাম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন কেহই বোধ হয় ভুলিতে পারিবে না। সেই দিন রাজপুত-স্বাধীনতার মহাশক্তিরূপিনী ভগবতী মহামায়া চিতোরপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই দিন সেই কাল "আদিত্য-বারে" * পবিত্র গিহ্লোটকুলের পূজ্যতম অধিষ্ঠাতা দেব ভুবন-প্রকাশক ভগবান্ দিবাকর একবার চিরদিনের জন্য চিতোরের উপর গৌরবময় কিরণ বিস্তার করিয়া নিদারুণ মনোবেদনায় নয়ন নিমীলিত করিলেন! সেই দিন হইতে সেই সগৌরব রশ্মিপাত আর কেহই দেখিতে পাইল না! যে চিতোর এতদিন স্বাধীনতা ও সনাতনধর্ম্মের দুর্ভেদ্য অজেয় দুর্গস্বরূপ প্রথিত ছিল, আজি তাহার

---

* রবিবার ১১ই চৈত্র সম্বৎ ১৬২৪ (খৃঃ ১৫৬৮) অব্দে এই রোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

নিদারুণ অধঃপতন হইল, শোভাসৌন্দর্য্যে একদা যাহা সুরনগরী অমরাবতীর তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজি নিষ্ঠুর আকবর তাহাকে সেই সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্যুত করিলেন! শোভনীয় সৌধরাজি ও সুদৃশ্য মন্দিরগুলিকে একবারে চূর্ণবিচূর্ণিত করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন! যে নাকরাসমূহ ভীমগম্ভীর নির্ঘোষে ধ্বনিত হইয়া গিহ্লোটনৃপতিগণের পুরী-প্রবেশ ও বহির্গমন ক্রোশক্রোশান্তে বিঘোষিত করিত; যে মহামূল্য ও শোভমান দীপবৃক্ষ ভগবতী বিশ্বমাতা চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরকে বিমলালোকে আলোকিত করিত, এবং যে দর্শনীয় কবাটসমূহ চিতোরের সিংহদ্বারে শোভিত ছিল, নির্দ্দয় আকবর পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া স্বীয় ভাবী নগরী আকবারাবাদকে সজ্জিত করিবার জন্য তৎসমুদয় হরণ করিয়া লইয়া গেলেন *!

আকবর স্বহস্তে বীরবর জয়মল্লের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। যে বন্দুকের সাহায্যে তৎকর্ত্তৃক সেই কাপুরুষোচিত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তিনি, তাহার নাম "সংগ্রাম" † রাখিয়াছিলেন। এতদ্বিবরণের সত্যতা আবুল ফজেল এবং সম্রাট জাহাঙ্গির কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়া আকবর জয়মলকে সংহার করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি সেই বীর-শেখরের উচ্চতর গুণ-গরিমাসম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। জয়মলকে স্বহস্তে বধ করিয়া তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ ও সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন! এমন কি সেই জয়মল এবং বীর-বালক পুত্তের লোকবিস্ময়কর বীরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দিল্লিতে আপন প্রকাণ্ড প্রাসাদের সিংহদ্বারে অত্যুচ্চ বেদিকোপরি তাহাদিগের উভয়েরই দুইটী পাষাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ‡

---

* "তিজ্ শাক চিতোর রা" অর্থাৎ "চিতোরের তৃতীয় উৎসাদনে" আকবরের কঠোর হিন্দুবিদ্বেষিতা ও নৃশংস অত্যাচারের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কেননা আল্লা-উদ্দীন অথবা বজ্রহৃদয় বাজবাহাদুরের প্রচণ্ড বিদ্বেষবহ্নি হইতে যে সকল শোভনীয় প্রাসাদ, মন্দির ও স্তম্ভাদি নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, তৎসমস্তই আকবরকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ও বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, আকবর অতিশয় শিল্পানুরাগী ও মানবমিত্র ছিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার সে দুইটী পবিত্র উপনামে গভীর কলঙ্ক-কালিমা অঙ্কিত হইয়াছে। আল্লা-উদ্দীনের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত খুব কম অনিষ্টকর; কেননা দুর্গের রক্ষণভার একটী হিন্দু নৃপতির করেই সমর্পিত হইয়াছিল এবং বাজবাহাদুর আপন দুরভীষ্ট সাধন করিবার জন্য অতি অল্প সময়ই পাইয়াছিল, বিশেষতঃ সে সকল কালে রাজপুতগণ আপনাদিগের ভগ্নমন্দিরাদির জীর্ণ সংস্কার করাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু আকবরের পর তাঁহাদের সেইরূপ ভাব অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। আকবরের পরবর্ত্তী কালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। আকবরের পর রাজপুতদিগের আত্মরক্ষার চিন্তাই বিশেষ বলবতী হইয়া উঠে; জীর্ণ-সংস্কারে অথবা পুনর্গঠনে তখন তাঁহাদিগের আদৌ প্রসক্তি ছিল না; সুতরাং আকবরকর্ত্তৃক যে সকল অট্টালিকা ও মন্দিরাদি বিধ্বস্ত হইল, সে সকলের আর জীর্ণসংস্কার ও পুনর্গঠন হইল না। দেশের দৈন্যকালে কখনই শিল্পের উন্নতি হয় নাই এবং শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা জন্মিলেও যত দিন না উপযুক্ত উপায় ও সুযোগ পাওয়া যায়, ততদিন সে পারদর্শিতার কোন ফলোদয়ই হয় না। আকবরের কঠোর অত্যাচারে যে চিতোর পতিত হইল, তাহা আর উঠিতে পারিল না; সুতরাং চিতোরের পূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্যের আর পুনরুদ্ধার হইল না!

† "তিনি (আকবর) যে বন্দুকদ্বারা জয়মল্কে সংহার করিয়াছিলেন, তাহার নাম "সংগ্রাম" রাখিয়া ছিলেন। সংগ্রাম একটী অতি উৎকৃষ্ট বন্দুক; তৎসাহায্যে তিনি প্রায় তিন চারি সহস্র পর্য্যন্ত পক্ষী বধ করিয়াছিলেন।"—জাহাঙ্গির নেমা।

‡ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত বর্ণিয়র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া উক্ত দুইটী

প্রসিদ্ধ কার্থেজ নগরের ভুবনবিদিত মহাবীর হানিবলের প্রচণ্ড প্রতাপে কানি নামক সমরাঙ্গণে যে সমস্ত রোমীয় অশ্বারোহী বীর প্রাণত্যাগ করেন; বিজয়ী হানিবল তাঁহাদিগের অঙ্গুলিয়কসমূহ ওজন করিয়া আপন জয়পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ আকবরও নিপতিত রাজপুতবীরদিগের যজ্ঞোপবীত তুলাদণ্ডে স্থাপন করিয়া আপন জয়পরিমাণ পরিমাপিত করিলেন! ওজনে সর্ব্বশুদ্ধ সার্দ্ধেক চতুঃসপ্ততি মণ * নির্দ্ধারিত হইল! চিতোরের শোচনীয় অধঃপতনের সেই জ্বলন্ত নিদর্শন—সেই ৭৪॥০ মণ 'তিলক' অথবা দিব্যরূপে সেই দুর্দ্দিন হইতে ব্যবহৃত হইল! কি বণিক, কি শ্রেষ্ঠী, কি গৃহস্থ, কি প্রেমিক, সকলেই সেইদিন হইতে সেই শোণিতময় ৭৪॥০ চিহ্ন আপনাপন গুপ্ত পত্রের পৃষ্ঠদেশে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। এই সামান্য তিলকাঙ্কের অভ্যন্তরে যে কঠোর দিবা সংগুপ্ত রহিয়াছে, তাহা কেহই অবহেলা করিতে পারে না; সেই পত্র-নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই সেই তিলকাঙ্কিত পত্র উন্মোচন করিতে সাহসী হয় না। যে হইবে তাহাকে চিতোর-ধ্বংসের পাপ-স্পর্শ করিবে। এরূপ বিবরণ ইতিহাসের পক্ষে স্বল্পপ্রয়োজনীয় হইলেও কেবল ইহার অভ্যন্তরস্থ নৈতিক তত্ত্বের জন্য ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়া থাকে। এ নৈতিক উদ্দেশ্য সামান্য নহে; কেননা এই সামান্য ৭৪॥০ অঙ্কের ভিতর যে গভীরভাব অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে কোন্ ভারতবাসীর হৃদয় এক তেজস্বিনী চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া না উঠে?—কে না বর্ত্তমান ভুলিয়া অতীতের অন্ধতমকূপে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই দুর্দ্দিনের, সেই শোণিতরঞ্জিত চিত্র দেখিয়া আইসে?

প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষসম্বন্ধে স্বদেশস্থ বন্ধুদিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই পুস্তকাকারে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যেখানিতে জয়মল ও পুত্তের প্রতিমূর্ত্তির বিবরণ আছে, সেখানি ১লা জুলাই ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। তিনি বলেন:—"সিংহদ্বারে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারের দুই পার্শ্বস্থ দুইটী প্রকাণ্ড হস্তী ভিন্ন দর্শনযোগ্য আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহাদিগের একটীর উপরিভাগে চিতোরের অধিপতি (!) জ্যামেল (জয়মল) এবং অপরটীর উপর তদীয় ভ্রাতা পত্তার (পুত্ত) প্রতিমূর্ত্তি। এই দুইটী অতি সাহসিক বীর আপনাদিগের বীর-জননীর সহিত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অতি বিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এতদূর বীর ও সাহসিক যে, প্রাণ থাকিতে শত্রুর নিকট মস্তক অবনত করেন নাই; এই গৌরবজন্য শত্রুতেও তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজভবনে প্রবেশ করিয়াই গজপৃষ্ঠাসীন এই দুইটী বীরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার মনে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাব—ভয়, ভক্তি ও আনন্দ-মিশ্রিত যে কি এক উচ্চ ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহা আমি স্বয়ংই বুঝিতে অক্ষম।"

পণ্ডিতবর বর্ণিয়র রাজপুত-ইতিবৃত্ত ভালরূপ জানিতেন না, নতুবা তিনি জয়মল্লকে চিতোরের রাজা এবং পুত্তকে তাঁহার ভ্রাতা বলিয়া বর্ণন করিবেন কেন? কিন্তু কেবল তাঁহাদিগের দুইজনের দুইটী পাষাণ-প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যখন তাঁহার হৃদয়ে সেরূপ গভীর ভাবের উদয় হইয়াছিল, তখন যিনি সমূহ কষ্ট স্বীকার করিয় রাজপুতজাতির ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি জয়মল্ ও পুত্তের লীলাক্ষেত্র স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহাদিগের চিতাবেদিকার উপর আরণ্য প্রসূনদল ভক্তিসহকারে স্থাপন করিয়াছিলেন, এমন কি যিনি রাজপুতদিগের জন্যই স্বীয় জীবন পাতিত করিয়াছেন, সেই মহাত্মা উদারচরিত টড্‌সাহেবের হৃদয়ে যে কি উচ্চতর—কি মহত্তর ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা এই ইতিহাস পাঠ করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারিবে।

* এই মণ পাক্কা চারি সের। টডসাহেব ইহাকে ৪০ সের ওজনের মণ বলিয়া স্থির করিয়া স্থানে স্থানে বিষম গোলযোগে পতিত হইয়াছেন।

কাপুরুষ হতভাগ্য উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া রাজপিপ্পলী নামক গভীর অরণ্যস্থ গোহিলদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দারুণ দুঃখ ও মনোবেদনায় তথায় কয়েক দিবস যাপন করিয়া তিনি আরাবল্লির অভ্যন্তরস্থ গিরবো নামক স্থানে গমন করিলেন। চিতোর জয় করিবার পূর্ব্বে তদীয় পূর্ব্বপুরুষ বীরকেশরী বাপ্পারাওল ইহার সন্নিহিত স্থানে অজ্ঞাতবাসে অবস্থিত ছিলেন। চিতোরের এই মহানর্থ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত গিরবো উপত্যকার পুরোভাগে উদয়সিংহ একটী বিশাল সরোবর খনন করিয়া স্বীয় নামানুসারে তাহাকে "উদয়সাগর" অভিধা দান করিয়াছিলেন। সেই উপত্যকার প্রশস্ত বক্ষ বিধৌত করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিতরঙ্গিণী কলনিনাদে বক্রগতিতে প্রবাহিত। উদয়সিংহ তন্মধ্যস্থ একটী তরঙ্গিণীর স্রোত প্রতিরোধ করিয়া একটী বিশাল বাঁধ স্থাপন করিলেন এবং তদুপরিস্থ গিরিব্রজের সানুদেশে "নচৌকি" নামে একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রাসাদের চতুঃপার্শ্বে অচিরকাল মধ্যে অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা উত্থিত হইল;—ক্রমে তাহা একটী ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়া দেখিতে দেখিতে বৃহৎ হইয়া উঠিল;—উদয়সিংহ তাহাকে স্বনামে আখ্যাত করিলেন।—এইরূপে উদয়পুর সেইদিন হইতে মিবারের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

চিতোর-ধ্বংসের চারি বৎসর পরে মর্ম্মাহত উদয়সিংহ গোগুণ্ডা নামক স্থানে ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার সর্ব্বসমেত পঞ্চবিংশতি তনয় জীবিত রহিলেন। ইঁহারা "রণবৎ" নামে আখ্যাত হইয়া কালক্রমে বিশাল শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজি রণবৎ, পুরবৎ, অথবা কণবৎগণ তাহাদিগেরই বিস্তৃত বংশতরুর শাখা-প্রশাখা মাত্র। চরমকালে শূন্য শাসনদণ্ড লইয়া উদয়সিংহ আপন পুত্রগণের মধ্যে এক বিষম বিবাদের বীজ বপন করিয়া গেলেন। চিরন্তন উত্তরাধিকারিত্ব-বিধির ব্যভিচার করিয়া তিনি আপন প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র যোগমলকেই আপন উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়া গেলেন। ইহাতেই বিবাদের সূত্রপাত হয়। ফলতঃ রাণার অভিপ্রায়ানুসারে যোগমলই মিবারের আধিপত্যে অভিষিক্ত হয়েন। মিবারে এক রাজার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার এবং অন্য রাজার নবাধিরোহণের ব্যবধান মধ্যে অতি অল্প সময়ই অতীত হইতে দেখা যায়। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কুলপুরোহিতের বাটীতে যাইয়া শোক করিতে থাকে, এদিকে নবীন ভূপতির অভিষেকোৎসব সমাপন করিবার জন্য পৌরজন ও মন্ত্রীবর্গ প্রাসাদকে নানালঙ্কারে সজ্জিত করিতে আরম্ভ করে। ফাল্গুন মাসের বাসন্তী পূর্ণিমার দিবসে যোগমলের ভ্রাতৃগণ পিতার অন্ত্যেষ্টি বিধান সমাপন করিবার জন্য শ্মশানভূমে প্রস্থিত হইলে তিনি উদয়পুরের নবীন সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ লিখেন নাই। কেননা স্তুতিবাদক ও দূতগণ যখন তাঁহার সিংহাসনারোহণ ঘোষণা করিয়া দিল, তখন শ্মশানে তাঁহার পিতার শবদেহের চারিদিকে মিবারের সর্দ্দারগণ একটী ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত ছিলেন। সে ষড়যন্ত্রের ফল অচিরে সকলে

জানিতে পারিল। পাঠকগণের অবশ্য মনে থাকিতে পারে যে, উদয়সিংহ শনিগুরু সর্দ্দারের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শনিগুরু রাজকুমারীর গর্ভে উদয়সিংহের ঔরসে বীরপুঙ্গব প্রতাপ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতাপের মাতুল ঝালোর-রাও আপন ভাগিনেয়কে মিবারের আধিপত্যে অভিষেক করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং মিবারের প্রধানতম সামন্ত চন্দাবৎ-শিরোমণি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রতাপ উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইয়াও রাজসিংহাসন পাইল না, আপনি সজীব থাকিয়া এ অবিচারে কেমন করিয়া সম্মতি দান করিলেন?" ইহাতে সামন্তশেখর কৃষ্ণ ধীরনম্র বচনে কহিলেন "রোগী অন্তিমকালে একটু দুগ্ধ পান করিতে চাহিলে, তাহাকে তাহা দান না করা কি ভাল?" কৃষ্ণের স্বর ক্রমে গম্ভীর হইয়া আসিল তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন "শনিগুরুরাও! আপনার ভাগিনেয়কেই আমি মনোনীত করিয়াছি; আমি প্রতাপের পার্শ্বেই দণ্ডায়মান হইব।"

যোগমল ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া রাণার উচ্চ গদিতে উপবিষ্ট আছেন; এদিকে প্রতাপসিংহ মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিবার জন্য আপন তুরঙ্গকে সজ্জিত করিতেছেন, এমন সময়ে গোয়ালিয়রের পদচ্যুত নৃপতির সহিত রাবৎ কৃষ্ণ তদ্গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র উভয়ে যোগমলের বাহুদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গদির সম্মুখস্থ নিম্ন আসনে নামাইয়া দিলেন। নামাইবার সময় সামন্তশিরোমণি রাবৎ কৃষ্ণ ধীর ও মর্ম্মভেদী বাক্যে কহিলেন "মহারাজ! আপনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; এ আসনে উপবেশন করিবার একমাত্র প্রতাপসিংহেরই অধিকার আছে।" শালুম্ব্রাপতি তৎপরে প্রতাপসিংহকে রাজবেশে ও দেবীদত্ত খড়্গে সজ্জিত করিয়া রাজাসনে স্থাপন করিলেন এবং বারত্রয় ভূমিতল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে মিবারের অধীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ক্রমে সকল সর্দ্দার ও সামন্তই রাবৎকৃষ্ণের কার্য্যের অনুকরণ করিলেন। এই মাঙ্গলিক ব্যাপার সমাপিত হইবামাত্র নবীন নৃপতি প্রতাপসিংহ সকলকে একত্রে ডাকিয়া বলিলেন "আহেরিয়া উৎসব সমাগত; অতএব চলুন সকলে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়াব্যাপারে প্রবৃত্ত হই এবং ভগবতী গৌরীর সম্মুখে বরাহ বলি দিয়া আগামী বর্ষের ফালাফল গণনা করি।" পরমানন্দে পুলকিত হইয়া সকলেই সেই মহতী মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলে অসংখ্য বরাহ নিপাতিত করিলেন। সেই দিন সেই লীলাযুদ্ধের কৃতকার্য্যতায় সর্দ্দারগণ দেখিলেন যে, মিবারের ভাগ্যে ভবিষ্য মঙ্গল-সূচনাই লিখিত রহিয়াছে।

দশম অধ্যায়।

প্রতাপের সিংহাসনারোহণ ;—আকবরের সহিত রাজপুত নৃপতিগণের সম্মিলন ;—প্রতাপের দীনাবস্থা ;—তাঁহার যুদ্ধোদ্যোগ ;—আকবরের নিকট মালদেবের বশ্যতা-স্বীকার ;—রাজপুত নৃপতিদিগের সহিত প্রতাপের সম্বন্ধত্যাগ ;—অম্বরের রাজা মানসিংহ ;—রাজকুমার সেলিমকর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ ; হলদিঘাটের যুদ্ধ ;—সেলিমের সম্মুখীন হইয়া প্রতাপের ঘোরতর দ্বন্দ্ব ;—প্রতাপের আঘাত প্রাপ্তি এবং ঝালা সর্দ্দার কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণরক্ষা ;—প্রতাপের সহিত তদীয় ভ্রাতা শক্তসিংহের সাক্ষাৎ এবং প্রতাপকে শক্তসিংহের আনুকূল্যদান ;—আকবরকর্ত্তৃক কমলমীর-জয় ;—মোগলসেনাকর্ত্তৃক উদয়পুরাধিকার ;—প্রতাপের করে মোগল-সেনাপতি ফরিদের সসৈন্যে নিধন-প্রাপ্তি ;—ভিলগণকর্ত্তৃক প্রতাপের পরিবারবর্গের প্রাণরক্ষা ;—খাঁ খানা ;—প্রতাপের সঙ্কটবৃদ্ধি ;—আকবরের সহিত তাঁহার সন্ধি-সূচনা ;—বিকানীরের রাজকুমার পৃথ্বীসিংহ ;—খোস্‌রোজ-বিবরণ ;—মিবার পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপের সিন্ধুনদাভিমুখে গমন ;—তাঁহার মন্ত্রীর প্রভুপরায়ণতা ;—প্রতাপের প্রত্যাগমন ;—অতর্কিতভাবে মোগলদিগকে আক্রমণ ;—প্রতাপের কমলমীর ও উদয়পুর পুনরুদ্ধার ;—তাঁহার বিজয়গৌরব ;—তাঁহার পীড়া ও মৃত্যুবৃত্তান্ত।

সুপ্রসিদ্ধ শিশোদীয়কুলের উচ্চতম সম্মানসম্ভ্রম ও রাজোপাধিসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া প্রতাপ বিশাল মিবার-রাজ্যের একাধিপত্যে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার রাজধানী, সহায়, সম্বল, উপায় ও অবলম্বন কিছুই নাই। অবিরাম কঠোরতর বিপদের অঙ্কুশ তাড়নে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অধীনস্থ সামন্তগণ নিতান্ত নিঃস্পৃহ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু নির্ভীক প্রতাপ তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহার হৃদয় তদীয় পিতৃপুরুষগণের বীরমন্ত্রে দীক্ষিত ; তাঁহাদিগের তেজস্বিতা ও মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিত। সেই সমস্ত অপূর্ব্ব রাজগুণগ্রামে বিভূষিত থাকাতে তিনি কিসে চিতোরের প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন, কিসে পিতৃপুরুষগণের পূর্ব্ব বল পুনরুপচয় করিয়া অবমানকর্ত্তা যবনদিগের দুরাচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন, সেই চিন্তাতেই অনুদিন মগ্ন হইয়া রহিলেন। সেই চিন্তা যতই ক্রমে ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার হৃদয় নবীন সাহস ও উৎসাহে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল, ততই তিনি স্বীয় মহামন্ত্র সাধনে উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। সে সাধনার প্রতিকূলে যে, অসংখ্য বিঘ্ন বিরাজিত, তাহা তিনি নিশ্চয় জানিতেন। তিনি জানিতেন যে, তিনি স্বয়ং নিঃসহায় ও নিঃসম্বল এবং মোগল সম্রাট আকবর বিপুলবলসম্পন্ন। কিন্তু প্রতাপ তাহাতে দ্বিগুণতর প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। আকবরকে বিপুল সহায় বলসম্পন্ন জানিতেন বলিয়া বীরপুঙ্গব প্রতাপ তাঁহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিবার জন্য দ্বিগুণতর উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিতেন।

স্বদেশীয় ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে প্রতাপ স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের অলৌকিক বীরত্ব ও মাহাত্ম্যের বিবরণ পাঠ করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, গিহ্লোট নৃপতিগণ কখনও শত্রু সমক্ষে অবনত হয়েন নাই ; কঠোরতম বিপদে পতিত হইয়াও তাঁহারা কখনও দেশবৈরীর

নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। যদিও সাহাবুদ্দীনপ্রভৃতি নিষ্ঠুর মুসলমানদিগের প্রচণ্ড বিদ্বেষ-বহ্নিতে চিতোরপুরী অনেকবার বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি কেহ কখন তন্নগরীকে হস্তগত করিতে পারে নাই। হস্তগত করা দূরে থাকুক, বরং অনেক মুসলমান নৃপতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া চিতোরে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তবে কি সেই চিতোরপুরীর আর পুনরুদ্ধার হইবে না? তবে কি চিতোর-বিজেতা আকবরের প্রচণ্ড দর্প চূর্ণীকৃত হইবে না? প্রতাপের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, আজি যেন চিতোর শত্রু কর্ত্তৃক কবলিত হইয়াছে, আজি যেন আকবর শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম আসনে আরূঢ় হইয়াছেন; কিন্তু কল্য হয়ত তিনি কঠোর উদ্যম ও অধ্যবসায়ের আনুকূল্যে সেই চিতোরপুরীকে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন; হয়ত অদৃষ্ট-চক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে মোগলসম্রাট আকবর সেই উচ্চতম আসন হইতে নিম্নতম রসাতলকূপে নিপতিত হইবেন; হয়ত তিনিই আকবরের দিল্লি-সিংহাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারিবেন। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের এরূপ সংস্কারকে কথনই ন্যায়বিরুদ্ধ বা ভীরুসুলভ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার বিরুদ্ধে যে অসংখ্য ঘোরতর প্রতিরোধ ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল; চতুর আকবর গোপনে বসিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে যে চক্র চালনা করিতেছিলেন, তাহা প্রতাপ তখন জানিতে পারেন নাই। তিনি যখন উক্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মনোমধ্যে এক মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ পূর্ব্বক তদুভয়ের চরিতার্থতা-সাধনে উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রচণ্ড বৈরী আকবর তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ বিফল করিবার উদ্দেশে প্রতাপের সজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী এমন কি আত্মীয়কুটুম্বদিগকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে চালিত করিতেছিলেন! মারবার, অম্বর, ও বিকনীরের রাজকুমারগণ—এমন কি মিবারের দৃঢ় মিত্র বুন্দিরাজও যবনের পাপ প্রলোভনে বশীভূত হইয়া স্বদেশের ও সজাতির বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় প্রতাপের আপনার ভ্রাতা সাগরজি পর্য্যন্তও * সেই সমস্ত স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষদিগের জঘন্য উদাহরণের অনুসরণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতার সর্ব্বনাশসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন! কাপুরুষ সাগরজি স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতার পুরস্কারস্বরূপ আপন পিতৃপুরুষগণের প্রাচীন রাজধানী ও রাজোপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই সকল দুঃসম্বাদ যখন প্রতাপের কর্ণগোচর হইল; যখন তিনি শুনিলেন যে, স্বদেশীয় ও সজাতীয়গণ এবং আত্মীয় স্বজনগণও যবনের পক্ষ-অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার

---

* কন্ধর নামক দুর্গ সগরজির অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ সাগরাবৎ নামে আখ্যাত। তাঁহারা অম্বরের খ্যাতনামা নরপতি সোবে জয়সিংহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সেই কন্ধর দুর্গ ভোগ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা অম্বরের কচ্ছবাহ কুলের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত না হওয়াতে মহারাজ জয়সিংহ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে উক্ত দুর্গ আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইঁহারা মধ্য ভারতবর্ষে অনেকগুলি জনপদ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকলের মধ্যে ওমরি ভাদোরা, গণেশগঞ্জ, দিগ্‌দোল্লীই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনোবেদনার আর সীমাপরিসীমা রহিল না। দারুণ রোষ, বিষাদ ও জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া তিনি সেই কাপুরুষদিগের রাজপুত নামে শত সহস্র ধিক্কার প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা ও মহামন্ত্র মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিলেন না; মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ের প্রচণ্ড উৎসাহ ও সাহস হীনপ্রভ হইল না। কঠোর বিপদরাশি তাঁহার বিরুদ্ধে যতই ঘন ও ঘোরতর হইতে লাগিল, ততই তাঁহার সাহস ও উৎসাহ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল; ততই শত্রুর দর্প চূর্ণিত করিবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "জননীর পবিত্র স্তন্যদুগ্ধ কখনই কলঙ্কিত করিব না।" এ প্রতিজ্ঞা তিনি সম্যক্‌রূপে পালন করিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রতিজ্ঞার বলেই তিনি একাকী ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ মোগলসম্রাটের বিপুল সেনাবল ও সমবেত চেষ্টা বিফল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই লোকবিস্ময়কর ব্যাপার সংসাধন করিবার সময় তাঁহাকে সেই সুদীর্ঘকাল কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর পথশ্রমে কত দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কখন তিনি ভীমবিক্রমসহকারে জনস্থানসমূহে পতিত হইয়া তৎসমুদায়কে দলিত ও উৎসাদিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কখনও শৈল হইতে শৈলান্তরে, অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন, আবার সুযোগ ক্রমে অতর্কিত-ভাবে অরাতিসেনার উপর পতিত হইয়া সমূলে সমুৎসাদিত করিয়া নিবিড় ও নিভৃত বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই সমস্ত দুঃসহ বিপদকালে তাঁহার পরিবারবর্গ ও শিশু তনয় অমরসিংহের যন্ত্রণার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। রাজোচিত সুখসেব্য পানভোজনে বঞ্চিত হইয়া তিক্তকষায় বন্য ফলমূলে ও গিরিতরঙ্গিণী-নীরে তাঁহাদিগকে ক্ষুৎপিপাসার শান্তিবিধান করিতে হইয়াছে। যাঁহারা কখনও বাটীর বহির্দ্দেশে পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে কণ্টকাকীর্ণ, হিংস্রজন্তুসঙ্কুল গিরিকাননে পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা যন্ত্রণার বিষয় আর কি হইতে পারে? এরূপ কঠোরতা—এরূপ যন্ত্রণা আর কোন্ মানব সহ্য করিতে পারে? কোন্ মানব ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া অনশনে—স্বদেশোদ্ধারের পবিত্র মন্ত্র সাধন করিতে পারেন? প্রতাপ দেবতা;—নর-কুলে দেবতা; এ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে পাপ ম্লেচ্ছগ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার সে পবিত্র উদ্দেশ্য যদিও সাধিত হয় নাই, যদিও ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মাতৃভূমির সমস্ত দুঃখ দূর করিতে পারেন নাই; তথাপি তিনি তদুদ্দেশে যে কঠোরতম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে অদ্ভুত আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসীগণের উচ্চতম আসনে স্থান পাইয়াছেন। সেই ভীষণতম সঙ্কটে পতিত হইয়া তিনি নিজ মন্ত্রসাধনে তৎপর থাকিতে বিরত হয়েন নাই; মুহূর্ত্তের জন্যও আকবরের অনুগ্রহ কামনা করেন নাই। বীরপূজ্য বাপ্পারাওলের বংশধর একজন মর্ত্ত্য-মানবের নিকট মস্তক অবনত করিবে? স্বাধীনতাপহারী হিন্দুবিদ্বেষী পাপ ম্লেচ্ছের অনুগ্রহ কামনা

করিবে? এ চিন্তা,—কাপুরুষোচিত এ পাপময়ী চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতেও প্রতাপের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত! তাঁহার অদম্য বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া আকবর তাঁহার সহিত অনেক বার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বীরহৃদয় প্রতাপসিংহ সদম্ভে সদর্পে ঘৃণাসহকারে সেই সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "কি!—সন্ধি? স্বাধীনতাপহারী মোগলদস্যুর সহিত সন্ধি? এ সন্ধির অর্থ কি? দাসত্ব—পরাধীনতা কি ইহার নামান্তর নহে?" ফলতঃ তিনি কোন প্রকার সন্ধিপ্রস্তাবেই সম্মত হয়েন নাই। তাঁহার স্বদেশীয়গণ রাজপুতকুল-কলঙ্ক কাপুরুষগণ তাতারের করে আপনাদিগের কন্যা-ভগিনীদিগকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে তাতাররাজ আকবর প্রভূত বলসম্পন্ন হইলেও—অসীম ধনের অধিকারী হইলেও বীরপুঙ্গব প্রতাপ তাঁহার সেরূপ কোন প্রস্তাবই গ্রাহ্য করেন নাই; গ্রাহ্য করা দূরে থাকুক, বরং যাহারা দিল্লীশ্বরের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, শিশোদীয় বীর তাঁহাদিগের সহিত সকল সম্বন্ধবন্ধন ছেদন করিয়া চিরজীবনের জন্য তাহাদিগের সকলকেই ত্যাগ করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের লোকবিস্ময়কর বীরত্ব ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপের জ্বলন্ত নিদর্শন আজিও মিবারের প্রত্যেক উপত্যকাতে জীবন্তভাবে বিরাজ করিতেছে; তাঁহার সেই সমস্ত অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান আজিও প্রত্যেক প্রকৃত রাজপুতের হৃদয়ে পবিত্র মন্ত্রের ন্যায় সংগুপ্ত রহিয়াছে; আজিও প্রত্যেক প্রকৃত রাজপুত প্রত্যহ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তৎসমুদায় অনুধ্যান করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে এমন কোন্ মানব আছে, যাহার হৃদয় সেই পবিত্র মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রতাপের অপ্রতিম বীরত্বে ও মহত্ত্বে অনুপ্রাণিত না হয়? এমন কি শত্রুকুলও তৎসমুদায় উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আপনাদিগের ইতিবৃত্তে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সেই সমস্ত অপূর্ব্ব কার্য্যের অভিনয়স্থল পুণ্যক্ষেত্র মিবারভূমে ভ্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার সামন্ত ও সর্দ্দারগণের বর্ত্তমান বংশধরদিগকে সেই সমস্ত অদ্ভুত বীরত্ব ও মহত্ত্বের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে আজিও তাহারা সোৎসাহে তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকে এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে অবিরল অশ্রুজলে অভিসিঞ্চিত হইয়া যায়। হায়! যাহারা সেই পুণ্যতীর্থে বিচরণ না করিয়াছে, যাহারা সেই স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসীবর প্রতাপসিংহের পবিত্র লীলাক্ষেত্র স্বচক্ষে দর্শন না করিয়াছে, তাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; তাহাদিগের পক্ষে তাঁহার বীরত্বকাহিনী সম্পূর্ণ উপন্যাস বলিয়া বোধ হইবে।

উচ্চতমপদ ও বিপুল ধন-লাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া যদিও অনেক রাজপুত যবনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি প্রতাপ নিঃসহায় হয়েন নাই; ধরিতে গেলে তিনি অতি উচ্চ সহায়তা ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিপুল অর্থে অথবা প্রলোভনে যে আনুকূল্য পৃথিবীপাল হইলেও কেহ লাভ করিতে পারেন না, প্রতাপ তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে আনুকূল্য পবিত্র ও স্বর্গীয়; তাহা পবিত্র হৃদয়ের পবিত্র সহানুভূতি। তাঁহার অনুরক্ত সর্দ্দার ও সামন্তগণ সেই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই আনুকূল্য দান করিয়াছিলেন। ক্রূরচরিত্র আকবর সেই সর্দ্দার ও সামন্তদিগকে প্রতাপের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কত প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন; কাহাকে কাহাকেও

বিপুল ধনসম্পত্তি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কাহাকে বা এক একটী রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু সকলই বৃথা; কেহই তাঁহার প্রলোভন গ্রাহ্য করেন নাই। সেই চণ্ড, জয়মল ও পুত্ত প্রভৃতি বীরদিগের বংশধরগণ কঠোরতম বিপদেও প্রতাপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অম্লানবদনে আপনাদিগের হৃদয়-শোণিত নিঃসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জ্বলন্ত বীরত্ব, মহত্ত্ব ও আত্ম-ত্যাগের বিবরণ মিবার-ইতিহাসের জীবন্ত ও প্রদীপ্ত আলোকস্বরূপ।

চিতোরপুরীর যাহা কিছু সৌন্দর্য্য—যাহা কিছু শোভা, সমস্তই মোগলসম্রাট আকবরের প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। চিতোরের উক্তরূপ দীনদশা-নিবন্ধন ভট্টকবিগণ তাহাকে ভূষণ-হীনা "বিধবা রমণী" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জননীর পরলোক প্রাপ্তি হইলে শোকার্ত্ত পুত্রগণ যেমন শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন, স্বদেশ-প্রেমিক প্রতাপও সেইরূপ জননী জন্মভূমির পরাধীনতা-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া শোকনিদর্শন বহন পূর্ব্বক সকল প্রকার ভোগসুখ পরিত্যাগ করিলেন। যে হৈম ও রাজতপাত্র নিচয় ভোজন ও পানপাত্ররূপে ব্যবহৃত হইত, প্রতাপ তৎসমূহকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্রসকল ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং সুখপ্রদ ও সুকোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কঠিন তৃণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী সেই সকল ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত রহিলেন না; এমন কি তাঁহার বংশধরগণও যাহাতে সে প্রথা অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগের প্রতি কঠোর নিয়ম প্রণয়ন করিলেন যে, যতদিন না চিতোরের সেই শোচনীয় অবস্থা নিরাকৃত হয়, যত দিন না চিতোরের স্বাধীনতা পুনর্লব্ধ হয়, ততদিন শিশোদীয় মাত্রকেই সেই শোকচিহ্ন বহন করিতে হইবে; সেই সমস্ত সুখভোগে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। শুদ্ধ তাহা নহে, চিতোরের এই শোকাবহ দুর্ভাগ্যচিত্র যাহাতে মিবারবাসীদিগের হৃদয়ে গাঢ়তর আবদ্ধ হয়, যাহাতে তাহারা চিতোরোদ্ধারের জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠে, তজ্জন্য প্রতাপ আর একটী সুচারু উপায় উদ্ভাবন করিলেন। চিতোরের বর্ত্তমান নিদারুণ অধঃপতনের পূর্ব্বে রাণাকুলের রণ-দামামা সেনাদলের সম্মুখভাগে শব্দিত হইত; কিন্তু প্রতাপ আদেশ করিলেন, "এই সময় হইতে ইহাকে সর্ব্বপশ্চাতে তাড়িত করিতে হইবে।" বিধাতার কঠোর বিধানানুসারে মিবারের পূর্ব্বগৌরবের আর পুনরুদ্ধার হইল না; সুতরাং এই সকল—বিশেষতঃ এই শেষ আদেশ এখনও সম্পূর্ণভাবে পরিপালিত হইতেছে। আজিও শোকবাদ্যের ন্যায় সেই নাকরাবাদ্য মিবারের সেনাদলের পশ্চাদ্‌ভাগে শ্রুত হইয়া থাকে। আজিও আপনাদিগের শ্মশ্রুরাজিতে তাঁহারা একবারও ক্ষুরস্পর্শ করান না। এমন কি যদিও সেই স্বদেশানুরাগী মহাবীরের বর্ত্তমান সন্তানসন্ততিগণ তাঁহার কঠোর অনুশাসনের প্রতি ক্রমে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সুবর্ণ ও রজতময় পাত্র ব্যবহার করিতেছেন এবং সুকোমল শয্যায় শায়িত হইতেছেন, তথাপি তাঁহারা এখনও সেই অনুশাসনকে একবারে অবহেলা করিতে পারেন নাই। তথাপি এখনও তাঁহারা সেই সমস্ত পাত্রসমূহের অধস্তলে এক একটী তরুপত্র এবং শয্যানিচয়ের নিম্নদেশে এক এক গাছি তৃণ পাতিত করিয়া রাখেন।

মাতৃভূমির সেই শোচনীয় দুর্দ্দশাদর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া বীরকেশরী প্রতাপসিংহ অনুদিন বলিতেন যে, যদি উদয়সিংহ না জন্মিতেন, অথবা সংগ্রামসিংহ ও তাঁহার মধ্যে কেহ শিশোদীয়কুলে সমুদ্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে কোন তুর্কিই রাজস্থানকে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারিত না। হিন্দুসমাজের তদানীন্তন অবস্থা অনুশীলন করিলে প্রতাপের সে বীরোচিত বাক্যের যাথার্থ্য সুচারুরূপে প্রতীত হইতে পারিবে। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ববর্ত্তী শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুসমাজের একটী অভিনব চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গঙ্গা ও যমুনার সৈকতভূমি হইতে সুদূর আরাবল্লি পর্য্যন্ত যে প্রদেশ ইতিপূর্ব্বে হিন্দুবিদ্বেষী যবনদিগের কঠোরতম অত্যাচারে শোচনীয় ধ্বংসরাশির মধ্যে লীন হইয়া ছিল, প্রতাপের পূর্ব্ববর্ত্তী উক্ত শতবর্ষের মধ্যে তাহা এক নবীন বলে বলীকৃত হইয়া ধীরে ধীরে আপন বিরাট মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। সেই বিশাল প্রদেশের মধ্যে অম্বর ও মারবার অন্তর্গত। উক্ত দুইটী রাজ্যের নরপতিগণ ক্রমে ক্রমে এত বল অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, একা মারবাররাজই দিল্লীশ্বর শের শাহের প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত চম্বলনদের উভয়তীরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বলোপার্জ্জন করিয়া ক্রমে উন্নত হইতেছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সেই সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বরগণ হিন্দু। হিন্দুর উন্নতি এবং সমগ্র ভারতভূমির যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, তাহাই তাঁহাদিগের প্রধানতম উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের সকলের বল-বিক্রম সকলই প্রচুর পরিমাণে উপচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের একটী মহদভাব ছিল। সেই অভাবটী পূর্ণ হইলেই তাঁহারা নিশ্চয়ই যবনশির হইতে ভারতের রাজমুকুট আচ্ছিন্ন করিতে পারিতেন, সজাতির প্রণষ্টগৌরব সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহাদিগের সাহস,—বল,—সহায়,—সম্বল, সকলই ছিল বটে, কিন্তু সেই সমস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির সমন্বয় সাধন পূর্ব্বক এক মহাশক্তির সৃষ্টি করিয়া প্রকৃষ্ট রাজনীতির অনুসারে শত্রুবিরুদ্ধে তাহার সুচারু পরিচালনা করিতে পারেন, এরূপ একজন উপযুক্ত সুদক্ষ অধিনেতার অভাব ছিল। বীরকেশরী সঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের সে অভাব সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছিল, বলিতে হইবে। সংগ্রামসিংহের উচ্চতম কুলগৌরব, রাজমর্য্যাদা এবং বীরোচিত গুণগ্রামের বিষয় চিন্তা করিলে, তাঁহাকে সেই উক্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যে সমস্ত উচ্চতম গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে মানবের হৃদয়-প্রস্রবণ হইতে ভক্তি ও প্রীতি স্বতঃই উদ্গত হইতে থাকে, বীরপুঙ্গব সংগ্রাম সিংহ তৎসমস্তেই বিভূষিত ছিলেন। হিমালয় হইতে সুদূর রামেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সেই সমস্ত গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল, সকল হিন্দুসন্তানই তাঁহাকে ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা ভাবিয়া হৃদয়ে অসীম আশা পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা; হতভাগিনী ভারতভূমির অদৃষ্টে যবনের দাসত্ব অখণ্ডনীয় বিধিলিপি। সুতরাং সংগ্রামসিংহ অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন, সেই সঞ্চিত বলবিক্রম ও জাতীয় জীবন ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া গেল। আর্য্যগণ পৈতৃক রাজ্যে একবারে বঞ্চিত হইলেন; ভবিষ্যপুরাণের কঠোর লিখন সফল হইল; ভারত-

সন্তানদিগের চরণে কঠোর দাসত্ব নিগড় দৃঢ়তর আবদ্ধ হইল! যদি সঙ্গের পর কাপুরুষ উদয়সিংহ জন্মগ্রহণ না করিতেন, যদি সঙ্গের অব্যবহিত পরেই শিশোদীয়কুলের শাসনদণ্ড প্রতাপের করে সমর্পিত হইত, অথবা যদি আকবরের অপেক্ষা স্বল্পতর ক্ষমতাশালী যবনের করে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারতের সেরূপ নিদারুণ শোচনীয় অধঃপতন কখনই হইত না।

আকবর বিপুল সহায়-বলসম্পন্ন, প্রতাপের স্বল্প সহায়বল; সেই স্বল্প সহায়বলের সাহায্যে কিরূপে আকবরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে; কিরূপ উপায় উদ্ভাবন করিলে সময়োপযোগী হইতে পারিবে, তাহার অবধারণা করিবার জন্য প্রতাপ মন্ত্রণাকুশল, বিচক্ষণ ও বিবেকবান্ সর্দ্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং পরামর্শ স্থির হইলে তদুপযোগী কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সময়োপযোগী কার্য্যের আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়া তিনি সামন্তদিগকে নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন; প্রয়োজন বোধে কমলমীরেই প্রধান রাজপাট স্থাপন করিলেন এবং তন্নগরের সহিত গোগুণ্ডা ও অন্যান্য গিরিদুর্গের সংস্কারসাধন ও দৃঢ়ীকরণ করিয়া লইলেন। সেনাবলের স্বল্পতা নিবন্ধন মিবারের সমতলক্ষেত্রে সেনাদল সংরক্ষণ করা প্রতাপের বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত হইল না। সুতরাং তিনি স্বীয় পিতৃপুরুষগণের প্রকৃষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিয়া বন্ধুর ও দুর্গম গিরিপ্রদেশের নিভৃত নিলয়ে স্বীয় সেনাদল সংগুপ্ত রাখিলেন এবং অচিরে এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, "যে কেহ আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত, সে অচিরে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পর্ব্বতমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করুক; নতুবা সে শত্রুমধ্যে গণ্য হইবে—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবামাত্র প্রজাগণ স্ব স্ব আবাসনিলয় পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে মিবারের নিবিড় শৈলমালার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। অবিরল জনস্রোতে মিবারের পথ ঘাট পূর্ণ হইয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই মিবারের অধিকাংশ স্থল প্রায় লোকশূন্য হইয়া পড়িল। এমন কি বুনাস ও বেরিস নদীর বিমল-সলিল-বিধৌত উর্ব্বর ও শোভনীয় বিশাল ভূভাগ সম্পূর্ণ "বে-চিরাগ" অর্থাৎ নিষ্প্রদীপ হইয়া রহিল!!

যেরূপ নির্দ্দয় কঠোরতার সহিত প্রতাপ আপন প্রজাদিগকে কঠোর বিধির অনুসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিবরণ ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সেই সমস্ত কঠোর বিধি সম্যক পালিত হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রায়ই তিনি কতিপয় অশ্বারোহী সৈনিকের সমভিব্যাহারে নিভৃত গিরিনিবাস পরিত্যাগ করিয়া নিম্নভূমে অবতরণ করিতেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্বস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দুর্গম পর্ব্বতাবাসে প্রতিযাত হইতেন। যে সমস্ত লোকালয় পূর্ব্বে লোকজনের কোলাহলে ও আনন্দরোলে দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইয়া সজীব বলিয়া প্রতীত হইত, আজি তৎসমুদায় নীরব, নির্জ্জীব মরুভূমিতে পরিণত; যাহা অঙ্গনাকুলের বিমল হাস্য-জ্যোতিতে নিরন্তর উদ্ভাসিত হইত, আজি তাহা বিষাদান্ধকারে নিবিড় সমাচ্ছন্ন! যে ক্ষেত্রসমূহে শ্যামল শস্যের নয়নস্নিগ্ধকর হরিৎ সৌন্দর্য্য দিবারাত্র তরঙ্গায়িত হইত, তৎসমুদায়

দীর্ঘ তৃণগুল্মে পরিপূরিত হইয়াছে; এবং যে সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত রাজপথ অনুদিন লোকসমাগমে পরিপূর্ণ থাকিত, আজি কিনা তৎসমুদায় বাবলা প্রভৃতি আরণ্য কণ্টকীবৃক্ষে পর্য্যাবৃত হইয়া পড়িয়াছে! ফলতঃ মিবারের আজি সে সৌন্দর্য্য নাই; যে সৌন্দর্য্য-প্রভাবে মিবারভূমি মনোমোহন নন্দনকাননের সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজি তাহার সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, আজি সে সুখের নন্দনকানন দুঃখের আবাসভূমি দগ্ধ মরু-শ্মশানে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মিবারের প্রজাকুলের যে সমস্ত শোভনীয় অট্টালিকার অভ্যন্তরে সুরসুন্দরীতুল্যা সীমন্তিনীগণ বাস করিত, আজি তথায় হিংস্রজন্তু সকল আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই বিষাদতমসাময় শোচনীয় শ্মশানভূমির প্রতি প্রদেশ প্রতাপ-সিংহ প্রায়ই তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। একদা তিনি স্বীয় অনুচরগণের সমভিব্যাহারে বুনাসনদীর তীরভূমিস্থ অন্তল্লা নামক স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন,—একজন অজপালক সেই সমুর্ব্বর প্রদেশের শ্যামল তৃণক্ষেত্রের উপর নির্ভয়ে ছাগসমূহ চরাইয়া বেড়াইতেছে। হতভাগ্য ছাগপালক মনে করিয়াছিল, যে তাহাকে কেহই দেখিতে পাইবে না; সেই জন্যই সে আপনার রাজার আদেশ উপেক্ষা করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল। প্রতাপ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাহার সেইরূপ রাজাবমাননার কারণসম্বন্ধে দুই চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন এবং বিদ্রোহীদিগের শাস্তিচিহ্ন স্বরূপ তাহার শবদেহ সম্মুখস্থ একটী তরুস্কন্ধে আলম্বিত করিয়া রাখিলেন। প্রতাপের এইরূপ কঠোর আচরণদ্বারা রাজস্থানের "কুসুমোদ্যান সদৃশ শোভনীয় মিবার-ভূমি" সম্পূর্ণ শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইয়া পড়িল! সুতরাং সে শ্মশান-ভূমিতে দুর্বৃত্ত যবনদিগের ঈর্ষ্যাকটাক্ষপাতের কোন আশঙ্কাই রহিল না। অর্থাগমের সমস্ত উপায়ই প্রতাপ একপ্রকার পরিবর্জ্জন করিলেন; কিন্তু এক্ষণে আকবরের বিরুদ্ধে যে ভয়াবহ সমর আরম্ভ করিতে হইবে; তাহাতে বিপুল অর্থব্যয় হইবার সম্ভাবনা; প্রতাপের সে ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ কোথায়? কিন্তু তাঁহার বিশ্বস্ত সর্দ্দারগণ তজ্জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে য়ুরোপের সহিত মোগলদিগের বিস্তৃত বাণিজ্যের পরিচালনা হইতেছিল; তজ্জন্য পণ্যদ্রব্যাদি মিবারের অভ্যন্তর হইয়া সুরাট বা অন্য কোন বন্দরে নীত হইত। সর্দ্দারগণ সুযোগক্রমে সেই সমস্ত পণ্যদ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন।

হিন্দুমুসলমানে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইল। একদিকে মোগল সম্রাট আকবরের সুবিশাল সেনাদল, অপর দিকে একাকী প্রতাপ—সঙ্গে কতিপয় সর্দ্দার ও সৈনিকমাত্র। প্রায় সমগ্র রাজপুত সমিতি ও সমস্ত ভারবর্ষ আকবরের পদানত। সেই পদানত হতভাগ্য রাজপুতদিগের উদ্ধারের বাসনায় বীরকেশরী প্রতাপসিংহ একাকী মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আকবরের প্রচণ্ড অনীকিনীর সহিত তুলনা করিতে গেলে প্রতাপের সামান্য সেনাদল অতি সামান্য বলিয়া অনুমিত হইবে;—তাহা অনন্ত সাগরের পক্ষে সামান্য গোষ্পদ মাত্র। কিন্তু সেই কতিপয় মাত্র রাজপুতসৈনিকের ধমনীতে যে জলন্ত শোণিতস্রোত তাড়িতবেগে প্রবাহিত হইতেছিল; তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে

মহামন্ত্র নিহিত ছিল, তাহা সামান্য নহে। সেই মহামন্ত্রের উত্তেজনাতে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহারা স্বদেশের জন্য আপনাদিগের জীবন অম্লানবদনে উৎসর্গ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এ দিকে অজমীরে আপনার প্রধান সেনাদল সংস্থাপন করিয়া আকবর রাজপুতকুলকেশরী বীরপুঙ্গব প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সেই প্রচণ্ড যুদ্ধোদ্যম দেখিয়া মারবার-রাজ মালদেব আবার সাতিশয় ভীত হইলেন এবং অম্বর-রাজ ভগবানদাসের জঘন্য উদাহরণের অনুসরণ করিয়া আকবরের প্রসাদ-লাভার্থে মোগলের চরণতলে অবনত হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বে যিনি পাঠানসিংহ শের শাহের প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি মৈরতা ও যোধপুরের কঠোর আক্রমণ ব্যাহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যিনি এত দিন একজন প্রকৃত রাজপুত বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেন, আজি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সমস্ত সাহস ও তেজস্বিতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! তখন তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহকে বিবিধ উপঢৌকনের সহিত আকবর-সমীপে প্রেরণ করিলেন *। আকবর তখন আজমীরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে নাগোর নামকস্থানে মারবার-রাজপুত্র উদয়সিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আকবর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতি 'রাজা' উপাধি অর্পণ করিলেন। তদবধি মারবারের রাওগণ রাজানামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। কথিত আছে রাঠোর উদয়সিংহ অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন, তজ্জন্য রাজপুতগণ তাঁহাকে "মোটা রাজা" অভিধা প্রদান করিয়াছিল। যাহা হউক, রাঠোরদিগের রাজনৈতিক উন্নতির সেই প্রথম সূত্রপাত হইল, বলিতে হইবে। কেননা সেই সময় হইতে তাঁহারা মোগল সম্রাটদিগের "দক্ষিণ হস্তে" স্থান পাইতে লাগিলেন। কিন্তু পবিত্র কুলসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া রাঠোররাজ যে মোগলপ্রদত্ত সম্মান ক্রয় করিলেন, তাহা কি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের উচ্চতম সম্মান ও সম্ভ্রমের সমকক্ষ হইতে পারে? তদ্ভিন্ন স্থূলোদর উদয়সিংহ সর্ব্বপ্রথম একটী জঘন্য উদাহরণ স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে রাজপুত হইয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম মোগলের করে আপন দুহিতাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কন্যার নাম যোধ বাই †। যোধবাইয়ের বিনিময়ে রাজপুতকুলাঙ্গার উদয় চারিটী অতিসমৃদ্ধ বিশাল জনপদ ‡ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই চারিটী জনপদের প্রতিবৎসর বিংশতিলক্ষ টাকার রাজস্ব উঠিত। ইহাতে মারবার-রাজ্যের পূর্ব্বতন আয়পরিমাণ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। অম্বর ও মারবারের কাপুরুষ নৃপতিদ্বয় যে জঘন্য উদাহরণ স্থাপন করিলেন, অচিরকালমধ্যে তাহা অধিকাংশ রাজপুত কর্তৃকই অনুসৃত হইল; তাঁহাদের উভয়ের সেই অনর্থকর রোগ অনেক রাজপুতের প্রতি সংক্রমিত হইয়া পড়িল! তাঁহাদের

---

* হিজিরা ৯৭৭ (খৃঃ ১৫৬৯) অব্দ।

† যোধবাইয়ের গর্ভে ধর্ম্মপ্রিয় শাজিহান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যোধবাইয়ের সমাধিমন্দির আগরার নিকটে সেকান্দ্রানামক স্থানে সংগঠিত।

‡ সেই চারিটী জনপদের নাম ও বার্ষিক আয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল;—গদবার, ৯,০০,০০০ টাকা; উজ্জয়িনী, ২,৪৯,৯১৪ টাকা; দেবলপুর, ১,৮২,৫০০০ টাকা এবং বুদনাবর, ২,৫০,০০০ টাকা।

নৈতিক বল না থাকাতে অল্পেই তাঁহারা মোগলের প্রলোভনের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। উপাধি ও সামান্য সম্মানগৌরবের বিনিময়ে তাঁহারা অমূল্য ও অসামান্য স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া স্বহস্তে যবনের দাসত্ব-নিগড় গলদেশে ধারণ করিলেন। এইরূপে রাজস্থানের অধিকাংশ রাজা আকবরের পদানত হইল, তাহাদিগের বিশাল রাজ্যসমূহ বিরাট মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্লীন হইয়া পড়িল! এই সকল হিন্দুনৃপতি অল্পদিনের মধ্যে মোগলসম্রাটের এত মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগকে "মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ও অলঙ্কার স্বরূপ" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মোগলসম্রাট আকবর সেই সমস্ত রাজপুত নৃপতিদিগকে লইয়া বীরপুঙ্গব প্রতাপের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলেন। যাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণ ইতিপূর্ব্বে মিবারের জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহারাই সেই মিবারের সর্ব্বনাশসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া হিন্দুবৈরী মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। রাজপুত হইয়া রাজপুতকুলগৌরব প্রতাপের বিরুদ্ধে তখন যে তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার আর একটী প্রশস্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। যবনের করে আপনাদিগের মহৎ কুলসম্ভ্রম বিক্রয় করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ক্রমশঃ অধঃপতন হইতেছে। তবে তাঁহারা সকলে অধঃপতিত থাকাতে একাকী প্রতাপ যে, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের উচ্চতম গৌরবচূড়ে অবস্থিত থাকিবেন, ইহা তাঁহাদিগের ক্রূর হৃদয়ে সহ্য হইল না। ইহাতে তাঁহাদিগের সকলেরই দারুণ ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজপুতকুলাঙ্গার কাপুরুষ যবনদাসগণ সেই ঈর্ষানলের শান্তিবিধান করিবার জন্য স্বদেশ-প্রেমিক প্রতাপের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলেন। এইরূপে রাজস্থানের প্রায় সমস্ত হিন্দুনৃপতিই মুসলমানের পাপপ্রলোভনের বশীভূত হইয়া আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন; কেবল একমাত্র বুন্দীর হার-রাজ * সে অধঃপতন হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন। অতঃপর প্রতাপসিংহ সেই সমস্ত অধঃপতিত রাজপুত নৃপতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন এবং দিল্লী, পত্তন, মারবার ও ধারানগরীয় প্রাচীন রাজপুতদিগের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কুটুম্বিতাবন্ধন করিতে লাগিলেন। সেইদিন প্রতাপ যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন, তাহা তাঁহার কোন বংশধরই কখন অবহেলা করেন নাই; বলিতে কি কোন শিশোদীয়ই মোগলের করে আপনাদিগের কন্যা ভাগিনীকে অর্পণ করেন নাই; এমন কি মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন কাল পর্য্যন্তও কেহই মারবার ও অম্বরের নৃপতিকুলের সহিত বৈবাহিকসম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন নাই। ইহাতে প্রতাপের গৌরব-গরিমা যে, শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তুচ্ছ রাজ্যধনের লালসায় আপনাদিগের কন্যা ভগিনীদিগকে মোগলের করে অর্পণ করিয়াও অম্বর, মারবার ও অন্যান্য প্রদেশের রাজপুতগণ যে অধঃপতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রাচীন কুলগৌরব যে, সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সজাতীয় ভ্রাতৃগণের নিকট তাঁহারা বিরাগ ও ঘৃণাভাজন হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা আপনারাই বুঝিতে

* যে কারণ বশতঃ বুন্দির রাজগণ মোগলের গ্রাস হইতে আপনাদিগের পবিত্র কুলসম্ভ্রম রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা অতি চমৎকার। সে বিবরণ বুন্দির ইতিবৃত্তে প্রকটিত হইবে।

পারিয়াছিলেন। বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। যখনই সেই চিন্তা তাঁহাদের মনোমধ্যে উদিত হইত, যখনই তাঁহারা আপনাদিগের কুলকলঙ্কের বিষয় চিন্তা করিতেন, তখনই তাঁহাদের মনোবেদনার আর সীমাপরিসীমা থাকিত না। এ বিবরণের সত্যতা মারবার ও অম্বরের দুইজন প্রধানতম নৃপতির পত্র পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। সেই দুই নৃপতির নাম ভক্তসিংহ ও জয়সিংহ। ইহাঁরা দুই জনেই মোগলসম্রাটের প্রসাদে একদা বিপুল ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, একদা রাজস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন সেই চিন্তা তাঁহাদিগের মনোমধ্যে উদিত হইত, তখন তাঁহাদের মনঃপীড়ার আর ইয়ত্তা থাকিত না; তখন তাঁহারা আত্মাপকর্ষ-জনিত দুঃখে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তুচ্ছ রাজসম্মানকে শত সহস্র ধিক্কার প্রদান করিতেন এবং শিশোদীয়কুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধন করিবার জন্য রাণাকে বিবিধবিধানে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেন "মহারাজ! আমরা কলঙ্কিত হইয়াছি, অধঃপতিত হইয়াছি—রাজপুতকুলসম্ভ্রম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন, আমাদিগের সংস্কার সাধন করুন, আমাদিগকে প্রকৃত রাজপুত বলিয়া গ্রহণ করুন।"

শিশোদীয় বীরচূড়ামণি বিক্রমকেশরী প্রতাপ আত্মকুলের গৌরবসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য যে, কত গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই তাহার যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। রাজা মান অম্বরের কুশাবহ নৃপতিগণের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহারই অভিষেককাল হইতে অম্বররাজ্যের সুখসমৃদ্ধি শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বীরবর বাবর নবজিত ভারতসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, অম্বর-রাজ মানসিংহ কর্ত্তৃকই তাহা সর্ব্বপ্রথম কার্য্যকর হইয়া উঠে। রাজপুতকুলের মধ্যে মানসিংহই আপনার ভগিনীকে আকবরের করে সমর্পণ করিয়া বাবরের ভাবী দর্শন সর্ব্বপ্রথম সফল করেন; অর্থাৎ মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতি ও দৃঢ়তা-সাধনে রাজপুতের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিশেষ যত্নবান্ হয়েন। ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুমায়ুন ভগবানদাসের কন্যার সহিত আপন পুত্র আকবরের বিবাহ দিয়াছিলেন, সুতরাং আকবর মানসিংহের ভগিনীপতি। এই সম্বন্ধবন্ধনের পর ভগিনীপতি ও শ্যালকের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব সঞ্জাত হইল; মানসিংহ একজন সাহসী, সুদক্ষ ও সমর-কুশলী রাজপুত ছিলেন; সুতরাং আকবরের আশ্রয়-চ্ছায়াতলে সংস্থাপিত হওয়াতে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মোগলসাম্রাজ্যের মধ্যে প্রসিদ্ধতম সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই বাহুবলের সাহায্যে আকবর অর্দ্ধেক রাজ্যজয় করিয়াছিলেন। অনন্ত-তুষার মণ্ডিত ককেশশ শৈলমালার পাদদেশ হইতে সুদূর 'কণক চারসনীস' পর্য্যন্ত একদা বিশাল ভূভাগ মানসিংহের প্রচণ্ড বাহুবলে বিত্রাসিত হইয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে পতিত হইয়াছিল। স্বকীয় বাহুবলে তিনি মোগলসম্রাটের যে বিপুলরাজ্য বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহার অসীম বাহুবলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কচ্ছাবহ ভট্টকবিগণ তাঁহার সেই অসীম বীরত্ব ও বিক্রমের বৃত্তান্ত অতি তেজস্বিনী ভাষায়

বর্ণনা করিয়াছেন। এক দিকে কাবুল ও আলেকজন্দারের পারোপ্যমীসন শৈলমালা,—অপরদিকে কাননকুন্তলা আরাকানভূমি; গিরিমেখলা ও সাগরাম্বরা এই সুবিশাল রাজ্যের মধ্যে প্রায় সমস্তই রাজা মানসিংহের প্রচণ্ড বিক্রমে বিজিত ও মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মানসিংহ হিন্দু; হিন্দু হইয়া শাস্ত্রকারদিগের বিধান অবহেলা পূর্ব্বক তিনি যে, কেন সিন্ধুনদপারে গমন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে কারণ আর কিছুই নহে,—আকবরের মানব-হৃদয়জ্ঞতা। এই অপূর্ব্ব ক্ষমতার প্রভাবেই মোগলসম্রাট অধিকাংশ হিন্দু সন্তানের কুসংস্কার দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন *।

শোলাপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে জয়মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া রাজা মানসিংহ জয়োৎফুল্লহৃদয়ে ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইলেন এবং প্রতাপের নিকট আতিথ্য-সৎকার গ্রহণ করিবার বাসনায় তৎসমীপে সমাচার প্রেরণ করিলেন। প্রতাপ তখন কমলমীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অম্বরপতির সমাচার প্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিবার উদ্দেশে তিনি উদয়-সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সেই সরোবরের সমুচ্চ তীরভূমিস্থ শিলাময় পরিষ্কৃত অঙ্গনের উপর অম্বরপতি মানসিংহের জন্য নানা প্রকার পানভোজনের আয়োজন হইল। ক্রমে আহার্য্যসামগ্রী প্রস্তুত ও সজ্জিত হইল। রাজকুমার অমরসিংহ অম্বররাজকে আহ্বান করিলেন। মানসিংহ ভোজনক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই রাণা প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে তথায় দেখিতে না পাওয়াতে মনে মনে বিষম সন্দিহান হইলেন। রাণার অনুপস্থিতি-কারণ অনুসন্ধান করাতে অমরসিংহ বিনয়নম্র বচনে উত্তর করিলেন "পিতার শিরঃপীড়া হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি আসিতে পারিলেন না।" মানসিংহের সন্দেহ আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ গর্ব্বিত

---

* বিস্তৃত কাবুলরাজ্য তৎকালে মোগলসাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আকবরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা হাকিম তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ মির্জা হাকিম অধীন রাজ্যভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া স্বয়ং সেই কাবুলরাজ্য হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহিতাচরণ করিলেন। তখন আকবর সেই বিদ্রোহীদলকে পরাজিত করিবার জন্য মানসিংহকে তৎপ্রদেশে সসৈন্যে যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ভারতবর্ষ হইতে কাবুলে যাইতে হইলে সিন্ধুনদ পার হইতে হইবে এবং সিন্ধুনদ পার হইতে হইলে হিন্দুশাস্ত্রমতে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়; সুতরাং অম্বর-রাজ মানসিংহ তাহাতে অসম্মত হইলেন। আকবর তাঁহার অসম্মতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মানসিংহ সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তখন বাক্যবিশারদ সুচতুর আকবর তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত কবিতাটী প্রেরণ করিলেনঃ——

"সব্ হিঁ ভূম গোপাল্‌কা,
যিস্‌মে আটক কাহা,
যিস্‌কা মন্‌মে আটক হায়,
সোই আটক্ হোয়েগা।"

অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই গোপালের (ঈশ্বরের), এবং আপনি যে 'আটকের' উল্লেখ করিয়াছেন, সে আটকও ইহার একস্থলে স্থাপিত। তবে যাঁহার মনোমধ্যে আটক (প্রতিরোধ) আছে, তিনিই আটক (প্রতিরুদ্ধ) হইবেন। এই সরস ভাবপূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়া মানসিংহ আর দ্বিধা ভাবিলেন না, আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; প্রভুর আদেশ শিরোধারণ পূর্ব্বক তৎপালনে যত্নবান হইলেন। আকবর মানসিংহের হৃদয় জানিতেন, সুতরাং যাহাতে তাঁহার হৃদয়-রঞ্জন হইতে পারে, তদুপযোগী উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। নতুবা অন্যরূপ উপায় অথবা ভীতিপ্রদর্শনেও তিনি কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

অথচ সসম্মান স্বরে বলিলেন, "রাণাকে বল, আমি তাঁহার শিরঃপীড়ার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, যে ভ্রমে পতিত হইয়াছি, তাহা আর শোধন করিবার উপায় নাই, তবে যদি তিনি আমার সহিত ভোজন না করেন, তবে আর কে করিবে?" প্রতাপ আরও নানা প্রকার ছল করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু কিছুতেই মানসিংহের সন্দেহ অপনোদিত হইল না; কিছুতেই তিনি ভোজন করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাণা বলিয়া পাঠাইলেন, "যে রাজপুত তুর্কির করে আপনার ভগিনীকে অর্পণ করিয়াছেন, যিনি সম্ভবতঃ তুর্কির সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছেন, সূর্য্যবংশীয় বাপ্পারাওলের বংশধর তাঁহার সহিত একত্রে আহার করিতে পারেন না।" রাজা মানসিংহ আপনাহইতেই এই অবমাননার ভাগী হইলেন। রাণা কিছু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; তিনি রাণার প্রতিজ্ঞা জানিতেন, রাণা যে তাঁহাদিগের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহাও অবগত ছিলেন; তবে তিনি কোন্ সাহসে রাণার নিকট আতিথ্য-সৎকার যাজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন? রাণা যদি স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সেরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ দূষণীয় ও যুক্তিবিরুদ্ধ হইত; কিন্তু যখন সেরূপ নয়, তখন প্রতাপ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী; তখন মানসিংহ স্বয়ংই আত্মাবমাননার মূলীভূত কারণ।

রাজা মান অন্নব্যঞ্জনের কিছুই স্পর্শ করিলেন না; কেবল যে কয়েকটী অন্ন ইষ্টদেবকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই কয়েকটীই আপন উষ্ণীশ মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক সে স্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া প্রতাপ তৎসম্মুখে উপনীত হইলেন। মানসিংহের হৃদয় নিদারুণ অভিমানে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন "আপনারই গৌরবসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যই আমরা নিজের গৌরবসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়াছি এবং আমাদিগের কন্যা ভগিনীদিগকে তুর্কির করে সমর্পণ করিয়াছি। কিন্তু যদি চিরজীবন বিপদে অতিবাহিত করিতেই আপনি অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে অভিপ্রায় আপনার অচিরে সফল হইবে। মিবারভূমি আর আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিবেন না।" তৎপরে নিজ ঘোটকের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক প্রতাপের প্রতি কঠোর ভ্রূকুটিপাত করিয়া বলিলেন "আমি যদি তোমার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ নহে।" তাহাতে প্রতাপ ঘৃণাসহকারে উত্তর করিলেন "ভাল ভাল, আপনার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম, রণক্ষেত্রে আপনাকে দেখিতে পাইলে পরম আপ্যায়িত হইব।" সেই সময়ে প্রতাপের জনৈক পারিষদ শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে বলিয়া উঠিল "দেখিও তোমার "ফুপা" আকবরকে সঙ্গে করিয়া আনিতে যেন ভুলিও না।" যে স্থলে মানসিংহের জন্য ভোজ্য দ্রব্যাদি সজ্জিত হইয়াছিল, তাহা অতি অপবিত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়াতে প্রতাপ তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া গঙ্গাজল দ্বারা বিধৌত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সর্দ্দার ও সামন্ত প্রভৃতি যে সমস্ত রাজপুতগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মানসিংহকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া সাতিশয় ঘৃণা করিতেন। এক্ষণে সেই মানসিংহকে

সম্মুখে দেখিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে পতিত মনে করিলেন এবং তজ্জনিত পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া গাত্রবসনাদি পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন। সেই দিন সেই উদয়-সাগরের তীরে যে যে কার্য্য সংঘটিত হইল, আকবর তৎসমস্তই শুনিতে পাইলেন। মানসিংহের প্রতি অবমাননায় তিনি আপনাকে অবমানিত মনে করিলেন। সম্রাটের রোষানল প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, রাজপুতদিগের প্রাচীন কুসংস্কার সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছিল। যাহা হউক, এক্ষণে তিনি রাণাকৃত অবমাননার উপযুক্ত প্রতিশোধ প্রদান করিবার জন্য অচিরে ভীষণ সমরোদ্যোগ করিলেন। সেই উদ্যোগ হইতে যে ভয়াবহ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাতেই বিক্রম-কেশরী প্রতাপ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসীগণের সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র শোণিত-সিক্ত পবিত্র রঙ্গভূমি হলদিঘাট নামে প্রসিদ্ধ। যতদিন মিবারের শাসনদণ্ড একজন শিশোদীয়ের হস্তে সমর্পিত থাকিবে, অথবা প্রতাপের বীরত্ব কীর্ত্তন করিতে যতদিন একজন মাত্রও ভট্টকবি জীবিত থাকিবেন, ততদিন পুণ্যতীর্থ হলদিঘাটকে কেহই ভুলিতে পারিবে না।

দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ সেলিম প্রথম সমরে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে বিশাল মোগল-অনীকিনী পরিচালিত করিলেন। রাজা মানসিংহ এবং সাগরজির জাতিভ্রষ্ট বিখ্যাত তনয় মহব্বৎ খাঁ যুদ্ধোপযোগী পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। কিন্তু বীরকেশরী প্রতাপের সহায়সম্বল কি? দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত ও কতিপয় ভিলবীর তাঁহার সহায়; তাঁহার আপনার ও তাঁহাদিগের হৃদয়ের প্রচণ্ড উৎসাহই তাঁহার একমাত্র সম্বল। সেই সহায় ও সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সেই সুবিশাল মোগল-অক্ষৌহিণীর বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে সাহসী হইলেন। রাজকীয় সেনাদল সর্ব্বপ্রথম অপ্রতিহত প্রভাবে আরাবল্লির বহির্ভাগস্থ পর্ব্বতপ্রদেশমধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে সেই নিবিড় গিরিব্রজের পশ্চিমভাগস্থ যে প্রদেশ অপেক্ষাকৃত সুগম, তন্মধ্য দিয়া আরাবল্লির প্রধান গিরিপথে যাইয়া উপস্থিত হইল।

সেই আরাবল্লির বিস্তৃত, কূটপন্থাময় ও দুষ্প্রবেশ্য প্রদেশমধ্যে বীরকেশরী প্রতাপসিংহ সদলে অতি সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সে প্রদেশ নবনগর উদয়পুরের পশ্চিমে সংস্থিত। তাহা দীর্ঘে দশ যোজন এবং প্রস্থেও প্রায় চল্লিশ ক্রোশ হইবে। সেই সমচতুষ্কোণ সুবিশাল প্রদেশ কেবল পর্ব্বত ও কাননমালায় পরিবেষ্টিত; মধ্যে মধ্যে অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী বক্রগতিতে ইতস্ততঃ ধাবিত। উদয়পুরকে সেই দুর্গম গিরিপ্রদেশের মধ্যবিন্দু বলিলেও বলা যাইতে পারে। উদয়পুরের যে পার্শ্বদিয়া তৎপ্রদেশমধ্যে প্রবেশ করা যায়, সেই পার্শ্বেই দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। সে সকল পথ এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহাদের ভিতর দিয়া কচিৎ দুইখানি গাড়ি যাতায়াত করিতে পারে।

সেই নিবিড়, দুর্গম ও কুটবর্ম্মময় প্রদেশের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেইদিকেই অভ্রভেদী গিরিপ্রাকার ও ঘন দ্রুমালয় ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই প্রদেশেরই নাম হলদিঘাট। সেই হলদিঘাটের হৃদয়শোভী উত্তুঙ্গ গিরিব্রজের পাদপ্রস্থে ও উচ্চ অধিত্যকাপ্রদেশে রাজপুত বীরগণ চতুঃপার্শ্বস্থ বিস্তৃত ক্ষেত্রের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সশস্ত্রভাবে দণ্ডায়মান হইলেন; ওদিকে সুবিশ্বস্ত ভিলগণ করে শরশরাসন ধারণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত পর্ব্বতরাজির অভ্রভেদী শৃঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহাদিগের পদতলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড রাশীকৃত; শত্রুকে সম্মুখে পাইলেই হয় শাণিত-শরপাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে, অথবা সেই সকল শিলারাশি তাহাদিগের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে একবারে পেষিত ও দলিত করিয়া ফেলিবে।

সেই দুর্গম হলদিঘাটের ভীষণক্ষেত্রে বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহ মিবারের প্রধান প্রধান বীরকুলের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুসেনার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সম্বৎ ১৬৩২ (খৃঃ ১৫৭৬) অব্দ—শ্রাবণমাসের সপ্তম দিবসে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অতিভয়াবহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এরূপ ভয়াবহ প্রচণ্ড সমর, স্বাধীনতা-রক্ষার্থ এরূপ কঠোরতম উদ্যম ভারতবর্ষ ও গ্রীকভূমি ভিন্ন জগতের আর কোন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্দ্ধর্ষ যবনদিগের করালগ্রাস হইতে আজি মিবারের স্বাধীনতা ও গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য প্রতাপের সহকারী রাজপুত বীরগণ অত্যুৎকট উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া দলে দলে ভীমবিক্রমের সহিত মোগলসেনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বীরকেশরী নির্ভীক প্রতাপসিংহ সিংহবিক্রমে সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইয়া শত্রুসেনাব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অদ্ভুত সাহস, বিক্রম ও রণনৈপুণ্যে উন্মাদিত হইয়া তাঁহার সামন্ত ও সর্দ্দারগণ প্রচণ্ড মোগল-অক্ষৌহিণীর উপর ক্রুদ্ধ কেশরী বিক্রমে অনর্গল পতিত হইতে লাগিলেন। প্রতাপের চেষ্টা ফলবতী হইল; তাঁহার অমানুষিক বিক্রমের প্রভাবে শত্রুব্যূহ বিভিন্ন হইয়া পড়িল। সেই ভিন্ন ও বিভক্ত মোগল-বাহিনীকে দলিত, মথিত ও বিত্রাসিত করিয়া তিনি সদলে উন্মত্তের ন্যায় রাজপুতকুলাঙ্গার মানসিংহের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথায়ও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কত শত মোগলবীর তাঁহার করাল তরবারমুখে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পতিত হইল; কত হতভাগ্য তাঁহার তীক্ষ্ণ ভল্লাগ্রে বিদ্ধ হইয়া সমরশায়ী হইল; তথাপি প্রতাপের প্রচণ্ড গতি কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিল না। আপন ভীষণশত্রু মানসিংহের অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি সেলিমের সম্মুখে উপনীত হইলেন। হিন্দুবৈরী মোগলের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া প্রতাপ যেন দ্বিগুণতর সাহস, উৎসাহ ও জিঘাংসায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। শাণিত ভীষণ অসি উদ্যত করিয়া তিনি আপন প্রিয়তম তুরঙ্গ চৈতককে তদভিমুখে চালিত করিলেন। সেই শাণিত তরবারের প্রচণ্ড আঘাতে সেলিমের শরীর-রক্ষকগণ স্বল্পকালের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সেলিমের প্রমত্ত রণমাতঙ্গের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অশ্ব চৈতক প্রভুর অদ্ভুত বীরত্বে যেন

অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। আপন প্রভুর ঘোরতর শত্রু সেলিমের প্রচণ্ড রণমাতঙ্গের উৎকট শুণ্ডাস্ফালন ব্যর্থ করিয়া চৈতক সেই গজরাজের মদস্রাবী বিস্তৃত কুম্ভের উপরিভাগে আপন দক্ষিণপদ স্থাপন করিল। অমনি প্রতাপ সেলিমকে লক্ষ্য করিয়া আপন হস্তস্থ ভীষণ শূল প্রচণ্ড বলসহ প্রক্ষেপ করিলেন। ভাগ্যে সেলিমের হাওদা স্থূল লৌহপাত্রে বিমণ্ডিত ছিল, তাই তাহাতে প্রতাপের শূলাগ্র প্রহৃত হওয়াতে সম্রাটতনয় সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন; নতুবা তাঁহাকে সেই স্থলেই নিপতিত হইতে হইত। প্রতাপের ভীষণ শূল সেলিমকে আঘাত করিতে পারিল না বটে; কিন্তু তাহা অনর্থক ফিরিয়া আসিল না। হাওদার লৌহকবচে প্রতিহত হইবামাত্র তাহা দ্বিগুণিত তেজে গজ-পালের উপর নিপতিত হইল; অমনি দুর্ভাগ্য মাহুত তদ্দণ্ডেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন রণোন্মত্ত গজেন্দ্র নিরঙ্কুশ হওয়াতে সেলিমকে লইয়া তীব্রবেগে রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

প্রতাপের ভীষণ শূলপ্রক্ষেপ হইতে সেলিম সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন বটে; কিন্তু রাজপুতবীর তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। সেই পলায়মান গজরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনিও আপন চৈতককে চালিত করিলেন। সেই সময়ে উভয় দলে অতি ভয়াবহ সংগ্রাম প্রজ্বলিত হইল। একদিকে অগণ্য মোগলসৈনিক আপনাদের সম্রাটতনয়কে রক্ষা করিবার জন্য অবিরাম অসিচালনা করিতে লাগিল, অপর দিকে নির্ভীক কঠোর-প্রতিজ্ঞ কতিপয় রাজপুতবীর প্রতাপের উদ্দেশ্য-সাধনে সহায়তা করিবার জন্য প্রাণপণে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কতশত মোগলসৈনিক তাঁহাদিগের সেই প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দলে দলে মুসলমান সৈন্য নিপতিত হইতে লাগিল, আবার দলে দলে অন্য সৈন্যগণ তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া রাজপুতদিগের সহিত ভীষণবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে অনেক রাজপুতসৈনিক বীরপুঙ্গব প্রতাপের জীবনরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন; ক্রমে প্রতাপের পক্ষ ক্ষয়িত হইয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহের অনুসন্ধানে তিনি উন্মত্তের ন্যায় শত্রুসেনামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন! তাঁহার মস্তকোপরি মিবারের রাজছত্র উদ্যত ছিল, সেই উন্নত ছত্র লক্ষ্য করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগলগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই রাজচিহ্ন হইতে তাঁহার জীবন তিনবার বিপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি স্বকীয় অসীম বিক্রমের সাহায্যে সে তিনবার আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি প্রতাপ সে রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করেন নাই; এবং এবারেও পরিত্যাগ করিতে কোনক্রমে সম্মত হইলেন না। কিন্তু এবার বিষমসঙ্কট উপস্থিত। এবার তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে একবারে শত্রুদলের মধ্যস্থলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। নিকটে সর্দ্দার সামন্ত কেহই নাই; তিনি যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই অসংখ্য শত্রুমুণ্ড!—সেই দিক হইতেই শত্রুকুল বিকট ভ্রূকুটি-সহকারে অসিহস্তে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে! প্রতাপ নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিলেন;—বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন। তথাপি তিনি মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না। কঠোরতম

উদ্যম, অদম্য অধ্যবসায় এবং অপূর্ব্ব অসিচালনের সহিত তিনি শত্রুসেনাকে দলিত, বিভক্ত ও বিত্রাসিত করিতে করিতে মদোন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুর অবিরাম অস্ত্রাঘাতে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সপ্তস্থলে * ক্ষতবিক্ষত, অজস্র রক্তসেকে গাত্রবস্ত্রসকল রঞ্জিত; তথাপি প্রতাপের শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, মুহূর্ত্তের জন্য কাতরতা নাই। কিন্তু একাকী আর কতক্ষণ অসংখ্য যবনের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন? তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেইরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলেই তাঁহাকে সেই স্থলেই নিপতিত হইতে হইবে। সুতরাং অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের সহিত সেই স্থল হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দূরে "জয় প্রতাপের জয়" রব শুনিতে পাইলেন। প্রতাপের হৃদয় দ্বিগুণতর উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল। তিনি সদম্ভে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। অমনি ছত্রধর সদর্পে বিপুল উৎসাহের সহিত উজ্জ্বল রাজচিহ্ন প্রতাপের মস্তকোপরি উদ্যত করিল। সেই শ্রবণভৈরব জয়নিনাদ পবনহিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া সুদূরে অনন্তগগনে বিলীন হইতে না হইতেই বীরবর ঝালাপতি মান্না উল্লম্ফন পূর্ব্বক সদলে প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া প্রভুর জীবন রক্ষা করিলেন। বীরবর মান্না রাণার মস্তক হইতে মিবারের রাজচিহ্ন সরাইয়া লইয়া আপন মস্তকোপরি তাহা ধারণ করিলেন এবং হৈম-তপন মণ্ডিত লোহিত বৈজয়ন্তী সদর্পে উদ্যত করিয়া শত্রুসেনাব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রদীপ্ত রাজনিদর্শন দেখিয়া শত্রুকুল তাঁহাকে রাণা মনে করিল এবং তাঁহাকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ডবেগে তৎপ্রতি ধাবিত হইতে লাগিল। এদিকে দূরে থাকিয়া প্রতাপ দেখিলেন, বীরবর মান্না আপনার তেজস্বী সৈনিকদলে পরিবৃত হইয়া অদ্ভুত রণনৈপুণ্য প্রকাশপূর্ব্বক অবশেষে সদলে নিপতিত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ জন্য বীরবর ঝালাপতি মান্নার বংশধরগণ মিবারের রাজনিদর্শন বহন করিয়া রাণাকুলের দক্ষিণ হস্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন †। বীরকেশরী প্রতাপসিংহের জ্বলন্ত বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া রাজপুতগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল বটে; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। একে মোগলসেনা শতগুণে অধিক, তাহাতে আবার কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অগ্ন্যস্ত্রের সাহায্যে তাহারা যুদ্ধ করিতেছিল, সুতরাং প্রতাপের সেনা আর কতক্ষণ তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে? কতক্ষণই বা তাহারা দূরভেদী আগ্নেয় অস্ত্রসমূহের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে? ফলতঃ তাহাদিগের মধ্যেই অধিকাংশ স্বদেশ-রক্ষার জন্য সমরাঙ্গনে পতিত হইল। সেই দিন

---

* ভল্ল হইতে তিনটী, গুলি হইতে একটী, এবং তরবারি হইতে তিনটী, প্রতাপ সর্ব্বসমেত এই সাতটী অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন, প্রভুভক্ত বীরবর মান্নার বংশধরগণ সন্নিজনপদ এবং প্রতাপ-প্রদত্ত অন্যান্য বৃত্তি অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের 'নাকরা' রাজবাটীর দ্বারপর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সঙ্গে ধ্বনিত হইতে হইতে বাহিত হইয়া থাকে; এরূপ সম্মান আর কেহই প্রাপ্ত হয় না। তদ্ব্যতীত তাঁহারা "রাজা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

সেই ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে সেই দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতসৈন্যের মধ্যে কেবল অষ্টসহস্র প্রত্যাগত হইতে পারিয়াছিল!

সেই হলদিঘাটের প্রথম দিবসের ভয়ানক রণাভিনয় সমাপিত হইলে প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চৈতকারোহণে একাকী প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। দুর্দ্দম রণশ্রমে তিনি নিতান্ত পরিশ্রান্ত। তাঁহার প্রিয়তম অশ্ব চৈতকও তাঁহার ন্যায় অতিশয় ক্লান্ত; তথাপি আপন প্রভুকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া সে নিবিড় পর্ব্বত প্রদেশের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাতেও প্রতাপ নিরাপদ হইতে পারিলেন না। দুইজন মোগলসৈনিক তাঁহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া গুপ্তভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সেই দুই সৈনিকের মধ্যে একজন মূলতানী, অপরজন খোরাসণী। তাহারা দ্রুতবেগে পলায়মান রাণার অনুসরণ করিতে করিতে অবশেষে একটী তীব্র ও গভীর গিরি-তরঙ্গিণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তুরঙ্গরাজ চৈতক এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই ক্ষীণাঙ্গতটিনী উত্তীর্ণ হইল এবং আপন প্রভুকে লইয়া দূরে পলায়ন করিল। এদিকে সৈনিকদ্বয় চৈতকের ন্যায় উল্লম্ফন পূর্ব্বক তটিনী উত্তীর্ণ হইতে না পারাতে তাহাদিগের সবেগগতি ক্ষণকালের জন্য প্রতিরুদ্ধ হইল। কিন্তু চৈতকেরও সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রক্ষত থাকাতে সে পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে পারিল না। সুতরাং মোগলসৈনিকদ্বয় প্রতাপের নিকটবর্ত্তী হইল। সেই সময়ে দূরে বন্দুকধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে কে পশ্চাৎ হইতে প্রতাপের মাতৃভাষায় গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল "হো নীল ঘোড়ারা আসাওয়ার *।" প্রতাপ চমকিত হইলেন; অমনি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়, রোষ ও জিঘাংসা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে, কেবল একজন মাত্র অশ্বারোহী তীব্রবেগে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে—যে অশ্বারোহী তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহ!

শক্তসিংহ প্রতাপের ভ্রাতা। বিষম বিবাদবশতঃ উভয় ভ্রাতায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। শক্তসিংহ জ্যেষ্ঠের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আকবরের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাঁহার মনে মনে বাসনা যে, ভ্রাতার হৃদয়-শোণিতপাতে একদিন বিষম বিদ্বেষ-বহ্নির শান্তিবিধান করিবেন। সেইদিন তিনি সেই হলদিঘাটের শোণিতময় সমরক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের সেনা-ব্যূহের অন্তর্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিলেন, প্রতাপ নীলাশ্বপৃষ্ঠে একাকী যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতেছেন। অগ্রজের জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন দেখিয়া শক্তসিংহ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার কঠোর হৃদয় সহসা গলিয়া গেল; প্রচণ্ড রোষ ও জিঘাংসা একবারে প্রশমিত হইল। ভূতবৃত্তান্ত ভাবিয়া তিনি দারুণ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন এবং ভ্রাতাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তখনই মোগলবাহিনী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে মোগলসৈনিকদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া বীরবর শক্তসিংহ জ্যেষ্ঠের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাণা বিষম সন্দিহান হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ রোষ ও অভিমানের উদয়

* "হে নীল অশ্বের আরোহী!"

হইল। তিনি ভাবিলেন "তবে কি শক্তসিংহ প্রতিহিংসা লইতে আসিতেছে? আমার এই নিঃসহায় অবস্থায় কি নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে আসিতেছে?" প্রতাপ শরবিদ্ধ কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং আপন তরবার উদ্যত করিয়া শক্তসিংহের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু শক্তসিংহের ম্লান, বিষণ্ণ ও লজ্জাবনত বদন দেখিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ দূর হইল। আবার যখন সেই শিশোদীয় বীর অগ্রজের পদতলে পতিত হইয়া গলদশ্রুলোচনে করুণবচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন প্রতাপ এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইলেন। আজি অনেক দিনের পর পরস্পরে পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া দারুণ দুঃখ ও মনোবেদনা ভুলিয়া গেলেন। আজি পরস্পরের অশ্রুসেকে পরস্পরের বক্ষ অভিষিক্ত হইল। এই অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের সময় প্রতাপের প্রিয়তম অশ্ব চৈতক প্রাণত্যাগ করিল। চৈতক উপযুক্ত বীরের উপযুক্ত তুরঙ্গ; তাহারই গুণে প্রতাপ সে দিবস সেই বিশাল মোগল-অনীকিনীর অভ্যন্তর হইতে নিরাপদে বহির্গত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে চৈতকই তাঁহার জীবনরক্ষক। এক্ষণে সেই চৈতককে ভূপতিত হইতে দেখিয়া প্রতাপের হর্ষে বিষাদ হইল। তাঁহার অসীম আনন্দসলিলে কে গরলরাশি ঢালিয়া দিল। অতঃপর শক্তসিংহ অগ্রজকে আপনার অশ্ব অর্পণ করিলেন। সেই অশ্বের নাম আনকারো। প্রতাপ অগত্যা সেই আনকারোর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে বাধ্য হইলেন। যে স্থলে তুরঙ্গরাজ চৈতক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তথায় একটী বেদিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল *।

বহুদিনের পর প্রিয়জনের সহিত প্রিয়জনের মিলন স্বর্গসুখপ্রদ। কিন্তু প্রতাপ ও শক্তসিংহের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। পাছে সেলিমের হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয়, এই আশঙ্কায় শক্তসিংহ মোগলশিবিরে পুনর্ম্মিলিত হইতে গমন করিলেন। অগ্রজের চরণবন্দনান্তর বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "সুবিধা হইলেই আমি শীঘ্র আপনার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইব।" যে দুইজন মোগল সৈনিক প্রতাপের অনুসরণ করিতে করিতে শক্তসিংহের হস্তে নিহত হইয়াছিল; তাহাদের একজনের নিবাস খোরাসন, অপরের মুলতান। শক্তসিংহ সেই খোরাসনী সৈনিকের অশ্বে আরূঢ় হইয়া সেলিমের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই অচিরে সংঘটিত হইল। তাঁহার আগমনের বিলম্ব ও তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সেলিমের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ সন্দেহের উদয় হইল। তিনি তাঁহাকে সেই খোরাসনী ও মুলতানী সৈনিকদ্বয়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে শক্তসিংহ ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তাহারা প্রতাপের করে নিহত হইয়াছে, প্রতাপ শুদ্ধ তাহাদিগকে সংহার করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, অবশেষে আমার অশ্বটীকে পর্য্যন্ত বধ করিয়াছে। অগত্যা আমি

* উক্ত বেদিকা অদ্যাপি "চৈতককা চাবুত্রা" নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ইহা বর্ত্তমান জারোলের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। চৈতক যে, মহাবীর প্রতাপসিংহের জীবন-সহচর এবং প্রিয়তম অশ্ব ছিল, তাহা এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। চৈতকের চিত্র তাহার প্রভুর চিত্রের সহিত মিবারের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতেই অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই খোরাসনী সৈনিকের অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়াছি।" তাঁহাকে সেইরূপ ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সেলিম অভয়দান পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি যদি সত্যকথা প্রকাশ করিয়া বলেন, তাহা হইলে আপনার সকল দোষ ক্ষমা করিব।" সেলিমের বাক্য শেষ হইতে না হইতে শক্তসিংহের বদন প্রাবৃটগগনবৎ ক্রমে ক্রমে গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল; তিনি নিঃশঙ্কে উত্তর করিলেন "একটী বিশাল রাজ্যের ভার আমার অগ্রজের স্কন্ধে অর্পিত, শত সহস্র লোকের সুখদুঃখ একমাত্র তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে তিনি বিপন্ন, সুতরাং তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার না করিয়া কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব?" সেলিমের মস্তকের একটী কেশমাত্রও কম্পিত হইল না; তিনি আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ভুলিলেন না; কিন্তু শক্তসিংহকে সেই মুহূর্ত্তেই বিদায় দান করিলেন। শক্তসিংহের পক্ষে মঙ্গলই হইল। তিনি অচিরে অগ্রজের সহিত উদয়পুরে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। উদয়পুরে আসিবার সময় তিনি ভিনসরর দুর্গ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিয়া লইলেন এবং সেই "নজর" লইয়া অগ্রজের চরণ বন্দনা করিলেন। উদারহৃদয় প্রতাপ সেই নবজিত দুর্গ শক্তসিংহকে ভূমিবৃত্তিস্বরূপ প্রদান করিলেন। তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ অনেক দিন ধরিয়া তাহা ভোগ করিলেন *। সেই ভীষণ বিপৎকালে প্রতাপের জীবন রক্ষা করাতে শক্তসিংহের বিশেষ মহত্ত্ব ও গৌরব হইয়াছিল। তাঁহার সেই অসীম মহত্ত্ব ও গৌরবের বিবরণ আজিও ভট্টমুখে শ্রুত হইয়া থাকে, আজিও ভট্টগণ তাঁহার কোন বংশধরকে দেখিবামাত্র আনন্দোন্মত্ত ভাবে বলিয়া থাকেন "খোরাসনি মুলতানিকা অগ্গল †।"

সম্বৎ ১৬৩২ (জুলাই খৃঃ ১৫৭৬) অব্দের শ্রাবণ মাসের সপ্তম দিবস—আর্য্যকুলের বীরত্বোচ্ছ্বাসের একটী প্রসিদ্ধ দিবস,—আর্য্যগৌরবের একটী জ্বলন্ত মহাযোগ! যতদিন মানব-মণ্ডলি বীরত্ব ও মহত্ত্বের পূজা করিবে, যতদিন রাজপুতজাতি অক্ষুন্ন থাকিবে; ততদিন সেই দিবসের ঘটনা মানবের ইতিহাসে অগ্নিপরীত অক্ষরে উজ্জ্বল ভাবে বিরাজ করিবে; ততদিন সেই দিবস অনন্তকালস্রোতের একটী ভীষণ আবর্ত্ত প্রকাশ করিবে। সেই দিন পুণ্যভূমি হলদিঘাটের শৈলগাত্র ও গিরিপথ সকল মিবারের সাহসিকতম পুত্রগণের পবিত্রশোণিতে অভিসিঞ্চিত হইয়াছিল। যে চতুর্দ্দশ সহস্র বীর আত্মোৎসর্গের মহামন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া সেই ভয়াবহ সমরক্ষেত্রে অনন্ত শস্ত্রশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভবে না; তবে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত হইল। রাণা প্রতাপসিংহের অতি নিকটস্থ

---

* শক্তসিংহের জননী "বাই-জি-রাজ" অর্থাৎ রাজমাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রাণাপ্রতাপ সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া ভিনসরর দুর্গে স্বীয় প্রিয়তম তনয় শক্তেরই নিকটে অবস্থিতি করিতেন। ইহাতে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, তিনি রাজমাতার যোগ্য সমস্ত সম্মান ভোগ করিতে পাইতেন না। পবিত্র অপত্যস্নেহের জন্য তিনি সেই সম্মান ত্যাগ করিলেন বলিয়া শক্তসিংহের বংশধরদিগের জননীগণ "বাই-জি-রাজ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

† খোরাসণী ও মুলতানীর অর্গল; অর্থাৎ তাহাদের সৌভাগ্য-পথের ভীষণ প্রতিরোধ স্বরূপ।

পাঁচ শত আত্মীয় কুটুম্ব; গোয়ালিয়রের পদচ্যুত ও বিবাসিত নৃপতি রামশা * এবং তৎপুত্র খাঁদেরাও বিক্রমশালী সার্দ্ধত্রিশত তুয়ারবীর সহ মিবারের জন্য সমরক্ষেত্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া কৃতজ্ঞতার প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বীরবর ঝালাপতি মান্না অধিকতর ও লোকবিস্ময়কর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সকলের কথা ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র তাঁহারই অদ্ভুত বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের বিষয় আলোচনা করিলেই সেই দিবসের অতুলনীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। বীরবর মান্না সার্দ্ধৈকশত সামন্ত সমভিব্যাহারে যখন সেই সাগরবৎ বিশাল মোগল-অনীকিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদম্য সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; যখন সেই মুষ্টিমেয় রাজপুতবীরের সমভিব্যাহারে সেই অনন্ত মোগল সেনা দলিত ও বিত্রাসিত করিতে করিতে অবশেষে সদলে জীবন উৎসর্গ করিলেন; তখন যে কেহ তাঁহার সেই অতুল বিক্রম ও বিস্ময়কর রণনৈপুণ্য দর্শন করিয়াছিল, সেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। সে দিনের কথা অদ্যাবধি কেহই ভুলিতে পারে নাই। সে দিন মিবারের প্রত্যেক বীরবংশ বীরশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, অনেক বীর-বনিতার সীমন্ত-সিন্দুর অনন্তকালের জন্য বিধৌত হইয়া গিয়াছিল।

জয়োল্লাসে উল্লাসিত হইয়া যুবরাজ সেলিম হলদিঘাটের পর্ব্বত-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। প্রাবৃষের অজস্র বারিধারাপতনে তটিনীকুল পরিপূরিত হওয়াতে গিরিপ্রদেশ অত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠিল; সুতরাং শত্রুদিগের কার্য্যের সমূহ ব্যাঘাত সংঘটিত হইল। সেই সুযোগে প্রতাপ কিছুদিনের জন্য বিরাম লাভ করিলেন। কিন্তু নববসন্তের সমাগমে পথ-ঘাটসমূহ পরিষ্কৃত হইলে দুর্দ্ধর্ষ মোগলগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ পুনর্ব্বার সেই বিশাল মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে যুদ্ধেও তিনি পরাজিত হইলেন এবং উদয়পুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলমীরে যাইয়া সেনাদল স্থাপন করিলেন †। কিন্তু সেখানেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; মোগল-সম্রাটের অন্যতম সেনাপতি কোকা সাহাবাজ খাঁ অচিরে সেই গিরিদুর্গ অবরোধ করিল। দুর্দ্ধর্ষ মোগলদিগের ভীষণ পরাক্রম প্রতিরোধ করিয়া প্রতাপ অনেক দিন সেই কমলমীরে অটলভাবে অবস্থিত রহিলেন; কিন্তু আবুপতি স্বদেশদ্রোহী দুর্বৃত্ত দেবররাজের আততায়িতা-প্রযুক্ত অবশেষে প্রতাপ সে আশ্রয়স্থল হইতেও বঞ্চিত হইলেন। কমলমীরে নাগন নামে একটী বিস্তৃত কূপ ছিল। তাহাই তথাকার একমাত্র জলাশয়স্বরূপ; কিন্তু দুরাচার দেবর-রাজ সেই গূঢ় বিবরণ অবগত থাকাতে মোগলদিগকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিল এবং বিষধর পতঙ্গ দ্বারা সেই কূপজল দূষিত করিতে পরামর্শ দিল। তদনুসারে সেই কূপবারি বিষদুষ্ট

* বাবর রামশার পূর্ব্বপুরুষদিগকে গোয়ালিয়র হইতে তাড়াইয়া দিলে তাঁহারা মিবারে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাণা তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য প্রাত্যহিক ৮০০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। সেই অবধি তাঁহারা মিবারে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছেন।

† সম্বৎ ১৬৩৩ (খৃঃ ১৫৭৭) অব্দের মাঘমাসের সপ্তম দিবসে উক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

হওয়াতে জলাভাবে প্রতাপের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অগত্যা তিনি কমলমীর পরিত্যাগ করিয়া চৌন্দ * নামক গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্দান্ত মোগলগণ সে স্থানও অবরোধ করিল। শনিগুরু সর্দ্দার ভগ-সিংহ তাহাদিগের করাল গ্রাস হইতে চৌন্দ উদ্ধার করিবার জন্য অপূর্ব্ব রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অবশেষে আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন। এই কঠোর যুদ্ধোদ্যমে মিবারের প্রধান ভট্টকবি নিপাতিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়োত্তেজক সমর-সঙ্গীত এবং অদ্ভুত রণাভিনয় দর্শন করিয়া রাজপুত বীরগণ এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে, সকলেই স্নেহ মমতা প্রভৃতি সকল প্রকার সুকুমার প্রবৃত্তি জলাঞ্জলি দিয়া "নির্ম্মম যবনরাজের" কঠোর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চৌন্দের অবরোধকালে ভট্টকবি স্বীয় নৃপতির বীরকীর্ত্তন করিয়া যে কয়েকটী তেজস্বিনী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, আজিও প্রত্যেক মিবারবাসী তাহা সোৎসাহে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির সহিত বীর-কেশরী প্রতাপের অমানুষিক বীরত্ব-সূচক কবিতা-রচনার পর্য্যবসান হইল না। এমন কি হিন্দু ও তুর্কির মধ্যে যিনি স্বল্পমাত্রও ছন্দ বন্ধন করিতে পারিতেন, তিনিও সন্ন্যাসীবর পুণ্যশ্লোক প্রতাপসিংহের বীরত্বসম্বন্ধে কিছু না কিছু রচনা করিয়া গিয়াছেন। আবার যাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বল্পমাত্রও কবিত্ব ছিল, তাঁহারা প্রতাপের গুণকীর্ত্তনে পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সকল কবিতা এরূপ তেজস্বিনী ভাষায় রচিত যে, তৎসমুদায় পাঠ করিলে অতি নির্জ্জীব ও নিঃস্পৃহ ব্যক্তিরও হৃদয় নববলে ও নবোৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া উঠে। ফলতঃ বীরহৃদয় রাজপুতের পক্ষে সে সকল কবিতা যে, কতদূর হৃদয়-গ্রাহিনী, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

কমলমীর গিরিদুর্গ যবন-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে রাজা মানসিংহ ধর্ম্মমতী ও গোগুণ্ডা নামে আর দুইটী গিরিদুর্গ অবরোধ করিলেন। এদিকে মহব্বৎ খাঁ উদয়পুর অধিকার করিল; আমি শাহ নামক জনৈক যবন-রাজপুত্র চৌন্দ ও অগুণাপানোরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া ভিলদিগের সহিত প্রতাপের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিল; অপরদিকে ফরিদা খাঁ নামক অন্যতম মোগল সেনাপতি চপ্পণ আক্রমণ করিয়া দক্ষিণদিক হইতে একেবারে প্রতাপের আশ্রয়স্থল চৌন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। ফলতঃ চৌন্দের কোন দিকই শত্রুর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। এইরূপে চারিদিকেই অবরুদ্ধ হইয়া বীরকেশরী প্রতাপসিংহ একবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। যে গিরিকাননকুন্তলা বিশাল মিবারভূমির উপর একদা তাঁহার একাধিপত্য দৃঢ় সংবদ্ধ ছিল, যথায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অপ্রতিহত প্রভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, আজি তাহার প্রতি নগর, গ্রাম, পল্লী ও গিরিদুর্গ শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত; আজি সেই বিস্তৃত ভূভাগের মধ্যে প্রতাপ কোথাও মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারিলেন না! আজি

* মিবারের দক্ষিণপশ্চিম পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতপ্রদেশের মধ্যভাগে চপ্পণ নামে একটী ভিলজনপদ আছে। উক্ত চৌন্দ তাহারই অন্তর্ভুক্ত একটী সামান্য নগর। চপ্পণের মধ্যে প্রায় তিনশত পঞ্চাশটী নগর ও পল্লী আছে। প্রায় তৎসমুদায়েই ভিলগণ বাস করিয়া থাকে।

দুর্দ্দান্ত মোগলগণ সেই বিশাল মিবাররাজ্যের কন্দরে কন্দরে, বনে বনে, শিখরে শিখরে প্রচণ্ড রাজপুতবীরের অনুসরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেহই তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিল না। যেন কি অপূর্ব্ব ভোজবলে প্রতাপ তাহাদিগের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন! তিনি যে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া বেড়াইতেন, তাহা নহে; গুপ্তভাবে গূঢ়প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া তিনি শত্রুকুলের গতিবিধি অতি সতর্কতাসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং যখনই তাহাদিকে অসতর্ক দেখিতেন, তখনই ভীমবিক্রমে তাহাদিগের উপর নিপতিত হইয়া সমূলে তাহাদিগকে সংহার করিয়া যাইতেন। শত্রুকুল যখন তাঁহাকে কোন এক নিভৃত অরণ্যান্তরে লুক্কাইত মনে করিয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইত, হয়ত তিনি তখন আপন সামন্তদিগকে একত্রিত করিয়া এক অত্যুচ্চ সানুমানের শিখরদেশে অবস্থিত থাকিয়া উপযুক্ত মন্ত্রণার অবধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপ সামান্য সামান্য যুদ্ধে অনেক দিন অতীত হইয়া গেল! শত্রুকুল কিছুতেই প্রতাপকে ধৃত করিতে পারিল না। তাঁহাকে ধৃত করা দূরে থাকুক বরং অনেক হতভাগ্য তাঁহার প্রচণ্ড রোষানলে বিদগ্ধ হইয়া গেল। সুচারু রণনৈপুণ্যের সহিত সেনাপতি ফরিদ খাঁ চৌন্দনগর অবরোধ করিয়া মনে মনে আশা করিতেছিলেন যে, প্রতাপসিংহ তাঁহার হস্তে পতিত হইবেন; কিন্তু অচিরে তাঁহার সে আশা—সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার সুচারু রণকৌশল ও বিপুল সেনাবল সমস্তই প্রতাপের অপ্রতিম রণনৈপুণ্যের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া গেল। বীরসিংহ প্রতাপ মোগল সেনাপতির সমস্ত সেনাকে একদা এক গিরিসঙ্কটে অবরুদ্ধ করিয়া সমূলে উৎসাদিত করিলেন। এইরূপে কত যুদ্ধবিশারদ মোগলবীর ক্ষত্রিয়বীর প্রতাপের হস্তে নিপাতিত হইল; কিন্তু কেহই তাঁহাকে ধৃত করিতে পারিল না। ফলতঃ বেতনভোগী মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত নিস্পৃহ হইয়া পড়িল। অজেয় রাজপুতবীরের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদের আদৌ আগ্রহ ও উৎসাহ রহিল না। এদিকে বর্ষার অবিরল জলধারায় গিরিতরঙ্গিণী সকল পরিপূর্ণ হওয়াতে পথঘাট সমূহ দুর্গম হইয়া উঠিল, এবং সমগ্র পর্ব্বতপ্রদেশের জলাশয় হইতে বিষাক্ত ও পীড়াকর এক প্রকার ধাতব বাষ্প উদ্গত হইয়া সমস্ত দেশকে ব্যাপ্ত করিল। তজ্জন্য শত্রুদল কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইল। এইরূপ প্রায় প্রতি বর্ষাকালেই প্রতাপ এক একবার বিরাম সম্ভোগ করিতে পাইতেন।

এইরূপে বর্ষের বর্ষ পর্য্যায়ক্রমে অনন্ত কালস্রোতে মিশাইতে লাগিল; অনন্ত প্রকৃতি রাজ্যে কত পরিবর্ত্তন, কত বিপ্লব সংঘটিত হইল; তথাপি দুর্দ্ধর্ষ মোগলসম্রাট দুর্জ্জয় রাজপুত-রাজকে কিছুতেই করতলগত করিতে পারিলেন না। কিন্তু কালাত্যয়ের সহিত প্রতাপের আশ্রয়স্থল সকল তাঁহার হস্তস্খলিত হইয়া যবনাধিকৃত হইতে লাগিল, প্রতাপের দুঃখরাশি ক্রমে ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করিল! এ সময়ে তাঁহার পরিবারবর্গই তাঁহার চিন্তা ও ঔৎসুক্যের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইল। শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি স্বয় সময়ই চিন্তা করিতেন, কিন্তু পাছে তাঁহার পুত্রকলত্রাদি শত্রুকুলের হস্তে পতিত

হয়, পাছে পবিত্রতম শিশোদীয়কুল কলঙ্কিত হয়, এই আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়কে অহর্নিশ নিপীড়িত করিত। সে আশঙ্কা কিছুতেই অমূলক হয় নাই; কেননা তাঁহারা অনেকবার শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এক সময়ে শত্রুগণ প্রায় তাঁহাদিগকে হস্তগত করিয়াছিল; কিন্তু গিহ্লোটকুলের চিরমিত্র বিশ্বস্ত ভিলদিগদ্বারা রক্ষিত হইয়া, তাঁহারা সে যাত্রাও রক্ষা পাইয়াছিলেন। সেবার কাবা-নিবাসী ভিলগণ রাণার পরিবারবর্গকে কঞ্চির ঝুড়ির ভিতর রাখিয়া জবুরার টিনখনিতে লইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরম-হিতকারী ভিলগণ আপনারা অনাহারে থাকিয়া তাঁহাদিগের আহার্য্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিত এবং দিবারাত্র তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের সেই মহোপকারের নিদর্শন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। আজিও জবুরা এবং চৌন্দের বিজন মহারণ্যের অভ্যন্তরস্থ বিশাল বৃক্ষসমূহের স্কন্ধদেশে অসংখ্য কীলক ও লৌহবলয় দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল লোহার কড়া ও গজালে বেতের ঝুড়ি ঝুলাইয়া পরম বিশ্বস্ত ভিলগণ রাজপুত্রদিগকে তন্মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আক্রমণ হইতে নিরাপদে রাখিত। প্রতাপের শিশুসন্তানগণ সেই সকল বেতস-দোলায় লালিত হইয়া তিক্তকষায় ফলমূলে জীবনধারণ করিতেন। সুখসেব্য রাজভোগে ও সুদৃশ্য প্রাসাদেও যাঁহাদের হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইত না, তাঁহারা অনাথ নির্ব্বাসিতের ন্যায় কন্দমূলফলে ক্ষুন্নিবারণ করিয়া বৃক্ষস্কন্ধে বেতস-করণ্ডকে কালাতিবাহন করিতেন, ইহা দেখিয়াও প্রতাপ মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইতেন না। এরূপ কঠোর বিপদকালেও তাঁহার অদম্য সাহস ও অধ্যবসায় সম্পূর্ণ অটল থাকিত।

বীরপুঙ্গব প্রতাপের উক্তরূপ অতুলনীয় সহিষ্ণুতা এবং অদম্য সাহস ও অধ্যবসায়ের বিবরণ অল্পকালের মধ্যে আকবরের কর্ণগোচর হইল। তিনি অতীব চমৎকৃত হইয়া রাজপুত-বীরের প্রভূত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তথাপি সে সকল জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা তাহা জানিবার জন্য প্রতাপের গূঢ় বাসস্থলে সম্রাট একজন গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। সেই গুপ্তচর অতি সতর্কভাবে নির্দ্দিষ্ট স্থলে গমনপূর্ব্বক দূর হইতে গুপ্তভাবে দেখিল, প্রতাপ আপনার সামন্ত ও পারিষদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া একটী বিশাল বৃক্ষমূলে তৃণাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভোজনে নিরত রহিয়াছেন এবং যোগ্যব্যক্তিদিগকে সানন্দে "দুনা" (রাজপ্রসাদ) বিতরণ করিতেছেন। সে রাজপ্রসাদ সামান্য বন্যকটুতিক্ত ফলমূলাদি হইলেও অনুগৃহীত সর্দ্দারগণ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। প্রতাপ রাজপ্রাসাদে থাকিয়া সুখসেব্য খাদ্যদ্রব্যের অবশেষ হইতে প্রদান করিলে সেই দুনা সর্দ্দারগণ যেরূপ আনন্দ ও ব্যগ্রতার সহিত গ্রহণ করিতেন, আজি তাঁহারা তদধিক আনন্দ ও ব্যগ্রতার সহিত বন্য ফলনিচয় গ্রহণ করিতেছেন। সেই গুপ্ত প্রণিধি সম্রাটের নিকট প্রতিগত হইয়া সভাসদ্‌বর্গের সমক্ষে আদ্যোপান্ত তৎসমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন করিল। তাহাতে উপস্থিত সকলেরই হৃদয়ে মহতী ভক্তির উদয় হইল, সকলেই প্রতাপের অসীম মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এমন কি যে সমস্ত রাজপুত-কুলাঙ্গার কুলসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া দিল্লীশ্বরের চরণতলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহারাও

বীর-চূড়ামণি প্রতাপসিংহকে সাধুবাদ দান না করিয়া থাকিতে পারিল না। ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দিল্লীশ্বরের প্রধানতম সামন্ত খাঁ খানান * প্রতাপের মাহাত্ম্যে এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়কে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাকে এইরূপে প্রশংসা করেন "এ জগতে সকলই অনিত্য, সকলই অস্থির; রাজ্যধন সকলই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; কিন্তু এক মহাপুরুষের অসীম কীর্ত্তিকলাপ অনন্তকালের জন্য সজীব থাকিবে। পুত্ত † আপনার রাজ্যধন, বিষয় বিভব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু কখনও কাহারও নিকট নিজ মস্তক অবনত করেন নাই। ভারতবর্ষীয় সকল রাজকুমারের মধ্যে একমাত্র তিনিই পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলের গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।"

দুর্ভাগ্যের কঠোরতম অঙ্কুশতাড়নে এবং অনাহারে ও অনিদ্রায় স্বয়ং অতি ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও বীরপুঙ্গব প্রতাপ কখনও মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হয়েন নাই; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, যাঁহাদিগের সম্মান সম্ভ্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য তিনি অসহ্য যন্ত্রণাকেও সহ্য করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অসীম কষ্ট ও দুর্দ্দশা দেখিয়া সময়ে সময়ে তিনি একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। হৃদয়ের প্রীতিদায়িনী বনিতা নিভৃততম গিরিগহনেও নিতান্ত নিরাশ্রয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং তাঁহার হৃদয়ানন্দপ্রদ প্রাণকুমারগণ কোথায় সুখসেব্য রাজভোগে জীবনধারণ করিবে, না বন্য তিক্তকষায় ফলমূলে ক্ষুধানিবারণ করিতে বাধ্য হইত; হায়, দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়ে সময়ে তাহাও পাইত না; সময়ে সময়ে সেই বন্য ফলমূলের সংযোজনাও হইত না, অথবা হইলেও তাহারা ভোজন করিবার সময় পাইত না। কেননা নিষ্ঠুর ও পাষাণহৃদয় মোগলগণ অবিরত এরূপ কঠোর ভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিত যে, এক এক দিন পাঁচবার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াও সময়াভাবে খাইতে পাইতেন না। একদা দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকুলের কঠোর অনুসরণ হইতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্তিলাভ করিয়া প্রতাপ সপরিবারে একটী নিভৃত মহারণ্য মধ্যে বিরামসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মহিষী ও তাঁহার পুত্রবধূ তৃণবীজচূর্ণে কয়েকখানি পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তদর্দ্ধভাগ উপস্থিত বালক-বালিকাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন, অপরার্দ্ধ ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করিলেন। প্রতাপ তৎপার্শ্বেই শ্যামল তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া আপনার দুর্ভাগ্য ও ভারতের ভবিতব্যতার বিষয় নিবিষ্টমনে চিন্তা করিতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার দুহিতার মর্ম্মভেদী চীৎকার শ্রবণ করিয়া তিনি একবারে চমকিত হইলেন;—তাঁহার চিন্তাস্রোত সহসা প্রতিরুদ্ধ হইল। বিস্ময়-বিস্ফারিতনয়নে রোরুদ্যমানা বালিকার দিকে চাহিয়া দেখিলেন;—যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ভীষণবেগে মথিত হইল! তিনি দেখিলেন একটী বন্য বিড়াল সেই গচ্ছিত পিষ্টকার্দ্ধ লইয়া পলায়ন করাতে সুকুমারী

* সুপ্রসিদ্ধ বৈরাম খাঁর পুত্র মিরজা খাঁ "খাঁ-খানান" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ উপাধি অত্যুচ্চ পদগৌরবের পরিচায়ক।

† প্রতাপ চলিতভাষায় পুত্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

বালিকা রোদন করিয়া উঠিয়াছে। প্রতাপের মস্তক ঘুরিয়া গেল,—তিনি চারিদিকেই অন্ধকার দেখিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় সম্পূর্ণ অদম্য ও অক্ষুন্ন ছিল। ভীষণ সমরক্ষেত্রে তাঁহার হৃদয়ের পুত্রগণ এবং পরমবিশ্বস্ত আত্মীয় স্বজনগণ তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বদেশের জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, প্রতাপ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর হয়েন নাই; কেননা তিনি জানিতেন যে, তাঁহারা জীবনের যে কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমাপন করিয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন; ইহাতে আর দুঃখ কি? কিন্তু আজি আহারাভাবে প্রাণনন্দিনীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বীর-হৃদয় প্রতাপ একবারে ঘোরতর অধীর হইয়া পড়িলেন। অধীর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "যদি এরূপ যন্ত্রণা দেখিয়া রাজসম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয়, তবে সে রাজসম্ভ্রমে শতধিক্।" ইহার কিছুক্ষণ পরেই তিনি অচিরে আকবরের নিকট সেই সমস্ত অসীম যন্ত্রণার প্রশমনোপায় যাচ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন।

প্রতাপের উক্ত যাচ্ঞা-পত্র প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীশ্বর আকবর পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার তদ্রূপ বিনয়-নিবন্ধন রাজ্যমধ্যে নৃত্যগীত ও আমোদপ্রমোদ করিতে আদেশ করিলেন। নগরে গৃহে গৃহে নৃত্যগীত হইতে লাগিল! মোগলকুলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আনন্দে মত্ত হইল, দিল্লিনগরীর প্রতি গৃহ হইতে আনন্দোল্লাস তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। মোগল সম্রাট আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে পৃথ্বীরাজ নামা জনৈক রাজপুতকে প্রতাপের সেই যাচ্ঞা-পত্র দেখাইলেন। পৃথ্বীরাজ আকবরের নিকট বন্দী। তিনি বিকানীর-রাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যে বৎসর (সম্বৎ ১৫১৫) রাঠোরবীর যোধরাও মুন্দর হইতে স্বপ্রতিষ্ঠিত যোধপুরে মারবারের সিংহাসন অন্তরিত করেন, সেই বৎসর তদীয় অন্যতম পুত্র বিকা ভারতের মরু-প্রান্তরে স্বনামে উক্ত বিকানীর রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বিকার বংশধরদিগের বিক্রমপ্রভাবে বিকানীর রাজ্য অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু বিস্তৃত ও অবরোধবিহীন মরুভূমির মধ্যস্থলে স্থাপিত বলিয়া বিকানীরের রাজা রায়সিংহ আপনাদের জ্যেষ্ঠ মারবার-রাজ মালদেবের জঘন্য উদাহরণ অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পৃথ্বীরাজ এই রায়সিংহেরই ভ্রাতা। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তিনি মোগলের করে বন্দী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় অসীম বীরত্ব, মহত্ত্ব ও স্বদেশ-প্রেমিকতায় সমলঙ্কৃত ছিল। শুদ্ধ বীর নহেন, তিনি আবার একজন উপযুক্ত কবি ছিলেন। সেই সুন্দর গুণে বিভূষিত থাকাতে তিনি তেজস্বিনী কবিতায় মানবের হৃদয় উন্মাদিত করিতে পারিতেন এবং আবশ্যক হইলে করে তরবার ধারণ পূর্ব্বক সেই উৎসাহ ও উত্তেজনার সহায়তা করিতে বিলক্ষণ সমর্থ হইতেন। বলিতে কি তিনি তদানীন্তন রাজস্থানের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বীর ও কবি ছিলেন। কাব্যরসদায়িনী ভগবতী বীণাপাণির করুণাবলে পৃথ্বীরাজ রাজস্থানের সকল ভট্টকবিদিগের উপর জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে প্রতাপের বীরত্ব, মহত্ত্ব ও উদারতায় অনুপ্রাণিত হইয়া রাজপুতকবি

পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে প্রকৃত দেবভাবে পূজা করিতেন। প্রতাপ যে সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি দারুণ মর্ম্মবেদনায় নিপীড়িত হইলেন। বিষময়ী চিন্তার বিষদংশনে তাঁহার হৃদয় নিরন্তর ব্যথিত হইতে লাগিল। প্রতাপ যে সে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার আদৌ বিশ্বাস হইল না। তিনি আকবরের নিকট স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সরলতা ও নির্ভীকতার সহিত বলিলেন "এ পত্র প্রতাপের নহে, আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনি, আপনার রাজমুকুটও যদ্যপি তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দেন, তাহা হইলেও তেজস্বী প্রতাপ আপনার নিকট অবনত হইবেন না।" পৃথ্বীরাজ সম্রাটের অনুমতি লইয়া তাঁহার দূতদ্বারা প্রতাপের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। সে পত্র পাঠ করিলে সহসা বোধ হয় যেন, তিনি প্রতাপের অবনতি-স্বীকারের কারণ জানিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে আর এক ভাব গুপ্ত ছিল। বস্তুতঃ পৃথ্বীরাজ প্রতাপসিংহকে সেরূপ অবমানসূচক অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে কবিতা এতদূর তেজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী যে, আজিও অনেক রাজপুত তাহা সময়ে সময়ে সানন্দে ও সোৎসাহে পাঠ করিয়া থাকেন।

"হিন্দুদিগের সমস্ত আশাভরসা হিন্দুর উপরেই নির্ভর করিতেছে; তথাপি রাণা সে সকল পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু প্রতাপ না থাকিলে আকবর কর্তৃক সকলেই সমভূমিতে আনীত হইতেন, কেননা আমাদের রাজন্যগণ জাতীয় বীরত্ব হারাইয়াছেন, আমাদের মহিলাগণ পবিত্র সম্মান-গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। রাজপুতকুলরূপ এই বিশাল বিপণীতে আকবরই একমাত্র ক্রেতা। একমাত্র উদয়ের পুত্র ভিন্ন তিনি আর সকলকেই ক্রয় করিয়াছেন; কিন্তু প্রতাপ অমূল্য। প্রকৃত রাজপুত হইয়া কে নৌরোজার জন্ত আপন কুলসম্ভ্রম ত্যাগ করিতে পারেন?—তথাপি কত লোকই তাহা করিয়াছে? ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া চিতোরও কি এই হাটে আসিবে? পত্ত রাজ্য, ধন, বিষয়, বিভব, সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি সে অমূল্য ধন অদ্যাবধি ত্যাগ করেন নাই। অনেকে নিরুপায় ও নিরবলম্ব হইয়া এই হাটে আসিয়া আপনাদের অবমাননা স্বচক্ষে দেখিতেছে। কিন্তু এ কলঙ্ক হইতে একমাত্র হামিরের বংশধরই দূরে থাকিতে সক্ষম হইয়াছেন। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে,—প্রতাপ কোথা হইতে এ গূঢ় আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেছেন? স্বীয় তরবার ও মহাপ্রাণতার আনুকূল্য ব্যতীত এ আনুকূল্য আর কিছুই নহে। সেই তরবার ও মহাপ্রাণতার দ্বারাই তিনি ক্ষত্রিয়ের গৌরব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। মানব-বিপণীর এই ক্রেতা কিছু চিরজীবী নহেন; সুতরাং অতিক্রান্ত হইয়া এক দিন তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তখন আমাদিগের বংশ-গৌরব-রক্ষার ভার প্রতাপের করে ন্যস্ত হইবে; প্রতাপ তখন রাজপুতবীজ আমাদিগের পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে বপন করিবেন। যাহাতে এই কুল-সম্ভ্রম রক্ষা পায়, যাহাতে ইহার পবিত্রতা একদিন উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তাহার জন্য সকলেই সতৃষ্ণ-নয়নে প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।"

রাঠোরবীর পৃথ্বীরাজের এই তেজস্বিনী কবিতা পাঠ করিয়া প্রতাপ এক প্রচণ্ড উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বোধ হইল যেন দশ সহস্র রাজপুতবীর আসিয়া তাঁহাকে আনুকূল্য দান করিল। সে কবিতার অলক্ষ্য প্রভাবে প্রতাপের মুহ্যমান হৃদয় আবার নবোৎসাহে, নবীন বলে বলীকৃত হইয়া উঠিল; তিনি কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আবার উন্মাদিত হইয়া উঠিলেন। যখন প্রত্যেক হিন্দু স্বদেশের গৌরবোদ্ধারের জন্য তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, তখন কি প্রতাপ নিশ্চিন্ত ও অলসভাবে কালযাপন করিতে পারেন?

"প্রকৃত রাজপুত হইয়া কে 'নৌরোজের' জন্য আপন কুলসম্ভ্রম বিক্রয় করিতে পারে?" পৃথ্বীরাজের এই বাক্যের অন্তর্লীন 'নৌরোজা' শব্দের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করা এস্থলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। দিবাকর যে সময়ে মেষরাশিতে প্রবেশ করেন, পূর্ব্বদেশীয় মুসলমানদিগের মধ্যে সেই সময় 'নৌরোজা' (নব-বর্ষ দিবস) নামে একটী মহোৎসব প্রারব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথ্বীরাজ সে অর্থে উক্ত শব্দ স্বীয় পত্রমধ্যে সন্নিবেশিত করেন নাই। পণ্ডিতবর আবুল ফজলের ইতিহাস পাঠ করিলে উক্ত 'নৌরোজার' নিগূঢ় অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে।

এই নৌরোজা নববর্ষ-বাসর নহে। ইহা আর একটী মহোৎসব। আকবর ইহাকে আপনি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে ইহার নাম খোসরোজ (আনন্দবাসর) রাখিয়াছিলেন। প্রতি মাসের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের পরবর্ত্তী নবম দিবসে (নৌ-রোজ), এই আনন্দবাসরীয় উৎসব সমারব্ধ হইত। সেই আনন্দবাসর মুসলমানদিগের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ উৎসবের দিবস। সেই দিবসে মোগলসাম্রাজ্যের মধ্যে সকলেই নৃত্যগীত প্রভৃতি বিবিধ আমোদে মত্ত থাকিত। দুঃখ অথবা বিষাদের কালিমা কাহারও বদনমণ্ডলে সমঙ্কিত হইত না। সেই দিন রাজসভায় সকল অবস্থার লোকই সমুপস্থিত থাকিত। মহিষীও মহাধুমধামের সহিত দরবারে বসিতেন; সম্ভ্রান্ত মুসলমান এবং সামন্ত রাজপুত সমূহের বনিতাগণ তাঁহার দরবারে যোগদান করিতেন। কিন্তু এই খোসরোজ আর একটী বিষয়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এতদুপলক্ষে রাজবাটীর সন্নিহিত কোন একটী অবরুদ্ধ প্রদেশের মধ্যে একটী মেলা হইত। সেই মেলা স্ত্রীলোকের মেলা; পুরুষ তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইত না। রাজপুত ও মুসলমান-বণিকদিগের রমণীগণ নানা দেশজাত শিল্পদ্রব্য লইয়া সেই বিপণি মধ্যে বিক্রয় করিত * এবং রাজপরিবারভুক্ত সীমন্তিনীগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোমত দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়

---

* রাজবংশসম্ভূত যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলাগণ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিতেন, তাঁহারা স্ব স্ব প্রস্তুত শিল্পসামগ্রীগুলিকে বিক্রয়ার্থ এই সকল রাজকীয় প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিতেন এবং তৎসমুদায়ের বিনিময়ে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। অনেকেই জানেন না যে, আশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ নরপতি এক একটী ব্যবসায় করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইজনের নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। মহানুভব আরঙ্গজীব টুপি তৈয়ারি করিয়া উক্ত নৌরোজার সময় বিক্রয় করিতেন। তাহাতে তিনি এত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই স্বোপার্জ্জিত সঞ্চিত ধনে তদীয় অন্ত্যেষ্টি সংকারোপযোগী সমস্ত ব্যয়ই সংসাধিত হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ খিলিজি মহম্মদও আর একটী ব্যবসা করিতেন। কথিত আছে, তিনি

করিতেন। "সম্রাট তথায় স্বয়ং ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সেই সুযোগে তিনি পণ্যদ্রব্যসমূহের যথার্থ মূল্য জানিয়া লইতেন এবং রাজ্যের অবস্থা ও রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে কে কিরূপ মতামত প্রকাশ করিত, তাহা শ্রবণ করিতেন।" এই উৎসব-প্রতিষ্ঠার মূলদেশে যে একটি হেয় নিকৃষ্ট দুষ্প্রবৃত্তি বীজভাবে সংগুপ্ত রহিয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিয়া লইতে পারেন। কৌশলজ্ঞ আবুলফজেল সেই দুরভিসন্ধিকে অন্য মূর্ত্তিতে অবতারিত করিয়া বিশ্বের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন;— সুখের বিষয় তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কালের অসীম মাহাত্ম্যে সত্যের আলোক আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আকবর কি সর্ব্বভাষাবিদ্ ছিলেন? ভাল, তাহা না হউক, নিরক্ষরা যবনী ও রাজপুত-রমণীগণ দুর্জ্ঞের মিশ্রভাষায় যে পরস্পরে কথোপকথন করিতেন, তাহা কি তিনি বুঝিতে সক্ষম হইতেন? কে তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে? কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুচতুর আবুলফজেলের কৌশলে ভুলিয়া অবনতমস্তকে অক্ষুব্ধহৃদয়ে মোগলসম্রাটের সেই ভয়ঙ্করী জঘন্য দুরভিসন্ধির জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে পারে? যাহার সামান্য জ্ঞান আছে, যে হিতাহিত বুঝিয়া লইতে পারে, সে অবশ্যই বলিবে, অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, আকবর আপনার দুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্যই সেই অনর্থকর নৌরোজা উৎসব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পাপময় 'নবম বাসরীয়' উৎসবের উপলক্ষে কত পবিত্র রাজপুতকুলের গৌরবসম্ভ্রম যে কলঙ্কস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, কত দুর্ভাগিনী রাজপুত-রমণীর পবিত্রতম স্বর্গীয় সতীত্বরত্ন যে, পাপ-যবনকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাহা ভট্টদিগের কাব্যগ্রন্থে জলদক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। রাঠোরবীর পৃথ্বীরাজ এই নৌরোজা এবং ইহার জঘন্য দুরভিসন্ধির বিষয়ই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

যে আকবর "জগদ্গুরু" "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" প্রভৃতি পবিত্র উচ্চসম্মানসূচক উপনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি নিরপেক্ষ প্রজাপালক বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছেন, সজাতীয় ঐতিহাসিকগণ যাঁহাকে সত্যসন্ধ, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ-হৃদয় বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন, সেই আকবর, ভুবনবিদিত সেই "ধর্ম্মপ্রিয় আকবর" যে স্বীয় প্রভুতার অপব্যবহার করিয়া, পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া এরূপ সাধু-বিগর্হিত পথে বিচরণ করিতেন, তাহা কদাচ সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। একথা হৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেন আলোড়িত হইয়া উঠে। অদৃষ্টতরঙ্গের প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকে পতিত হইয়া যে রাজপুতগণ

সাহিত্য-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং তাঁহার হস্তাক্ষর অতি মনোহর। সেই মনোহর হস্তাক্ষর দ্বারা গ্রন্থাদি অনুলিখন করিয়া তিনি আপন ওমরাদিগের নিকট বিস্তর ধন উপার্জ্জন করিতেন। একদা সম্রাট আপন উজির, ওমরা প্রভৃতি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া একখানি পারসিক কবিতা পুস্তক নকল করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই সভাসীন একজন মুল্লা একটী শ্লোকের একাংশ সংশোধন পূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে স্বরচিত চরণটী সন্নিবেশিত করিতে অনুরোধ করিল। সম্রাট তখনই তাহা করিলেন; কিন্তু সেই মুল্লা প্রস্থিত হইলে তিনি সেই চরণটী মুছিয়া ফেলিয়া পূর্ব্বেকার চরণ পুনঃস্থাপন করিলেন, একজন ওমরা তাহা দেখিল। সে সম্রাটকে তদ্বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি উত্তর করিলেন, "একজন বৃথা বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিকে অপ্রস্তুত করা অপেক্ষা পাণ্ডুলেখ্যে কালিমা চিহ্ন দেওয়া অনেক ভাল।"

তাঁহার নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, রাজধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, নিকৃষ্ট নিরক্ষর নীচজনের ন্যায় কামবিমূঢ় হইয়া তিনি যে, [illegible] রমণীগণের জীবনের সারসর্ব্বস্ব সতীত্ব অপহরণ করিতেন, তাহা [illegible] তাঁহাকে আর ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতি, মোগলকুলের গৌরব-[illegible] সেই "জগদ্গুরু আকবর" বলিয়া বোধ হয় না; তখন তাঁহাকে কপটতা, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মূর্ত্তিমান পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার সেই [illegible] সেই পাপময় নৌরোজার উৎসবোপলক্ষে যে কত উচ্চতম রাজপুতকুলে [illegible] কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! কেবল বিকানীর-রাজকুমার পৃথ্বীরাজই আপনার সহধর্ম্মিণীর উচ্চতম সাহস ও ধর্ম্মবল প্রভাবেই সেই নিদারুণ শোচনীয় অধঃপতন হইতে আত্মকুলকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তদীয় বনিতা পবিত্র শিশোদীয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বীরবর শক্তসিংহের দুহিতা। রাজকুমারী যেরূপ উচ্চতমকুলে জন্মিয়াছিলেন, সেইরূপ উচ্চতম গুণগ্রামে বিভূষিতা ছিলেন; বলিতে কি তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ললনা তৎকালে রাজবারার মধ্যে কদাচই দেখিতে পাওয়া যাইত। পৃথ্বীরাজের অনেক পুণ্যবল বলিতে হইবে যে, তিনি সেই লোক-ললামভূতা সতী-সীমন্তিনীকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

দুরদৃষ্টবশতঃ পৃথ্বীরাজ মোগলসম্রাট আকবরের বন্দী; সুতরাং তাঁহার সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ সমস্তই আকবরের স্বেচ্ছাধীন; বলিতে কি তাঁহার ভাগ্যসূত্র মোগলসম্রাটের করধৃত। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি আকবরের প্রসাদপ্রয়াসী অথবা পদানত হয়েন নাই। সর্ব্বগুণসম্পন্না পত্নীর পবিত্র প্রেমালাপনে তিনি অধীনতা দুঃখ অনেক পরিমাণে অবহেলা করিতে পারিতেন। তাঁহার বনিতা যে তদানীন্তন রাজস্থানের মধ্যে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না সীমন্তিনী ছিলেন, নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠ করিলে, তাহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। এবিবরণে তাঁহার অলৌকিক সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। দিল্লীশ্বর আকবর একদা "খোসরোজের" আনন্দবাজারে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে পৃথ্বীরাজের বনিতার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়নদর্পণে প্রতিফলিত হইল; সেই নয়নস্নিগ্ধকর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁহার মনপ্রাণ মোহিত হইল। চিত্রার্পিতপ্রায় অনিমিষনয়নে তিনি সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বরের হৃদয়ে পাপপ্রবৃত্তি দারুণ বলবতী হইয়া উঠিল। বিশ্রাম-কক্ষে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তিনি স্বীয় পাপপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই জঘন্য পাশবী প্রবৃত্তির উদ্রেকের দুইটী মুখ্য কারণ ছিল; প্রথমতঃ নিজ কামলালসার পরিতৃপ্তিসাধন; দ্বিতীয়তঃ পবিত্র মিবারকুলে কলঙ্কার্পণ! এই দুইটী রোমাঞ্চকর কুটিল কারণের বশীভূত হইয়া মোগলসম্রাট কৌশলক্রমে সেই সুরসুন্দরী রাজপুত মহিলাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক হইতে বসিলেন, যাঁহার উপর সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জীবনমৃত্যু সমস্তই নির্ভর করিতেছে, তিনিই নির্ম্মম নিষ্ঠুর পশুবৎ আচরণ করিতে প্রস্তুত; যিনি সাক্ষাৎ

ধর্ম্মের অবতার বলিয়া পূজিত, আজি তিনি অধর্ম্মের প্ররোচনা দিতে উদ্যোগ করিতেছেন! এ বিষম সঙ্কটে,—এ দারুণ দুর্ব্বিপাকে—এ কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় আজি কে পতিব্রতার ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন? সরলা সুকুমারী মেলা হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। যে অন্তঃপুরের অভ্যন্তর দিয়া তিনি সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করেন, আজি সেই পথ দিয়াই আসিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলেন, চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ;—বহির্গমনের আর কোন দিকেই পথ নাই, তিনি অতীব বিস্মিতা হইলেন; ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে নানা প্রকার সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। সেই সময়ে হঠাৎ এক দিকের একটী দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে দিল্লীশ্বর আকবর ধীরে ধীরে প্রবেশ পূর্ব্বক কামোন্মত্ত ভাবে আপন বাহুদ্বয় প্রসারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং নানা প্রকার লুব্ধবাক্যে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন! দারুণ রোষ ও জিঘাংসায় সতীর হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি অমনি ক্ষিপ্র হস্তে নিজ কটিদেশ হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া আকবরের হৃদয়ের উপর স্থাপন পূর্ব্বক রোষকষায়িত-নয়নে কঠোর স্বরে বলিলেন "ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বল যে, আর কোন রাজপুতকুলে কলঙ্কার্পণ করিতে চাহিবে না;—বল—শপথ কর,—নতুবা এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা তোমার হৃদয়-রক্তে স্নান করিবে।" রাজপুতসতীর অদ্ভুত সাহস দেখিয়া মোগলসম্রাট স্তম্ভিত—বজ্রাহতপ্রায়! তাঁহার পাপ-প্রবৃত্তি কোথায় পলাইয়া গেল! পাপ-কলুষিত মোহান্ধ হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইল। সতীর আদেশ পালন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, সেই সময়ে মিবারের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী বিশ্বমাতা সেই পাপবিলাস-ভবনের সুড়ঙ্গমধ্যে সিংহারোহণে উপস্থিত হইয়া সতীত্বরক্ষার্থ সেই সতীপ্রধানার হৃদয়ে সাহস এবং হস্তে সেই ছুরিকা সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই রাজপুতসতীর অসীম সাহস ও স্বর্গীয় বিমল চরিত্র লইয়া ভট্টগ্রন্থে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর উপন্যাস বিন্যস্ত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায়সিংহ দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিতে পারেন নাই। পবিত্র পাতিব্রত্যধর্ম্মের অভাব নিবন্ধনই হউক, অথবা ভীরুতাবশতঃই হউক রায়সিংহের পত্নী দিল্লীশ্বরের অনর্থকর প্রলোভন অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সামান্য রত্নভূষণের বিনিময়ে অমূল্য স্বর্গীয় সতীত্ব রত্ন বিক্রয় করিয়া তিনি স্বামীগেহে ফিরিয়া আসিলে তেজস্বী পৃথ্বীরাজ জ্যেষ্ঠ সহোদরকে মর্ম্মভেদী স্বরে বলিয়াছিলেন "সুবর্ণ ও মণিরত্নের অলঙ্কারে পাপকলেবর মণ্ডিত করিয়া শিঞ্জিনীধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ঐত আপনার ধর্ম্মপ্রিয়া গৃহলক্ষ্মী আপনার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন; কিন্তু দাদা, ওকি!—আপনার অধরভূষণ গুম্ফ কে হরণ করিয়া লইল?" *

পুণ্যশ্লোক প্রতাপসিংহের পবিত্রজীবনী আলোচনা করিতে করিতে প্রয়োজনবোধে আমরা বিষয়ান্তরের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে তদ্বিষয়ের পুনঃসমালোচনা আরম্ভ করিলাম। পৃথ্বীরাজের তেজস্বিনী কবিতা পাঠ করিয়া বীরকেশরী প্রতাপসিংহ

* গুম্ফ রাজপুতদিগের পৌরুষের নিদর্শন।

নবজীবনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন, এবং দুর্দ্ধর্ষ যবনদিগের অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নির্জ্জিত মনে করিয়া মোগল সেনাপতিগণ স্ব স্ব শিবিরে নানা প্রকার আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিল। নৃত্যগীত ও আনন্দোৎসবে সকলেই মগ্ন হইল। প্রতাপ তখন আপনার সেনাদল লইয়া মুসলমানদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। অনেকে নিপাতিত হইল; অনেকে আবার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাতে প্রতাপের কিছুই ফলোদয় হইল না। সহস্র মোগল সৈন্য নিহত হইল, আবার তৎস্থলে লক্ষ সৈন্য আসিয়া অধিকার করিল; ক্রমে সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। প্রতাপকে পুনর্ব্বার উত্তেজিত দেখিয়া তাহারা আবার তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কন্দরে কন্দরে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাঁহার একগাছি কেশমাত্রও স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি আপন নিভৃত আবাসে লুকাইত থাকিয়া সুযোগ ও সুবিধাক্রমে সামান্য সামান্য মোগল সেনাদলের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে সমূলে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক দিন অতীত হইয়া গেল, অর্দ্ধাশনে বা অনশনে এবং অনিদ্রায় কঠোরতম ক্লেশ সহ্য করিয়া বীরপুঙ্গব প্রতাপ অনেক দিন ধরিয়া যবনের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার সহায়-সম্বল ক্রমে হীন হইয়া পড়িল। বন্য কন্দমূলফল, বৃক্ষপত্র ও তৃণবীজ প্রভৃতি যে সকল হীন অভক্ষ্য দ্রব্যেও এতদিন অনেক কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিলেন, ক্রমে তৎসমুদায়ও ফুরাইয়া আসিল। আর বৃক্ষে ফল নাই, কন্দমূল নাই, তৃণরাজিতে বীজ নাই! কি করিবেন? অবশেষে অনাহারে পশুর ন্যায় মরিতে হইবে? মরিতে হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাতে দুঃখ নাই; কেননা মৃত্যুই জীবের একমাত্র নিয়তি। কিন্তু তিনি যে স্বদেশের জন্য—"স্বর্গাদপি গরীয়সী" মাতৃভূমির জন্য এতদিন এত কষ্ট সহ্য করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন, জন্মভূমিকে নর-শোণিতে প্লাবিত করিলেন, তাহার কি হইল? যে উদ্দেশ্যে তিনি স্বরাজ্যকে শ্মশানে পরিণত করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর বনবাসক্লেশ সহ্য করিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইল কৈ? তাঁহার হৃদয়ের অর্দ্ধভাগিনী দুঃখে কষ্টে, বিষময়ী চিন্তার বিষদংশনে জর্জ্জরীভূতা; ছিন্নবসনা—রুক্ষকেশা, যেন অনাথা, আশ্রয়হীনা, পথের কাঙ্গালিনী। তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি-প্রস্রবণ পুত্র কন্যাগণ আহারবিহনে দীন, হীন, শীর্ণ, জ্যোতির্হত! এরূপ নিদারুণ শোচনীয় অবস্থায় তিনি আর কি প্রকারে ভীমবিক্রান্ত বিপুল মোগল-অনীকিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারেন? তাঁহার সহায় গেল—সম্বল গেল,—অবশেষে তাঁহার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবার উপক্রম হইল। যে স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য তিনি এতদিন অসহ্য ক্লেশও সহ্য করিয়া আসিলেন, তাহা হইতে বিচ্যুত হইলে তাঁহার সমস্ত উদ্যম—সমস্ত যত্ন—সমস্ত কষ্ট বৃথা হইবে; বাপ্পারাওলের পবিত্র কুলে কলঙ্ক আরোপিত হইবে। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া বীরকেশরী প্রতাপ অবশেষে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিন্ধুনদের সৈকতস্থিত সগদিরাজ্যে আপনার লোহিত বৈজয়ন্তী রোপণ করিতে মনস্থ করিলেন। যাত্রা উপযোগী আয়োজন সমস্তই স্থির হইল। যে বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত সর্দ্দারগণ তাঁহার সহি

সমান কষ্ট, সমান যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার অনুগমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। প্রতাপ সেই কতিপয় প্রিয়তম সর্দার সমভিব্যাহারে আপনার স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া শোকছর্জর হৃদয়ে ধীরে ধীরে আরাবল্লির শিখরদেশে উত্থিত হইলেন; একবার প্রাণ ভরিয়া জন্মের মত প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর চিতোরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে কত চিন্তা—কত ভাবনা উত্থিত হইয়া বিষাদের গভীর কালিমা-রেখা অঙ্কিত করিয়া ধীরে ধীরে অপগত হইতে লাগিল! তিনি ভাবিলেন, হয় ত সে জীবনে আর মিবারভূমি উদ্ধার করিতে পারিবেন না; হয় ত সেই দেবনিলয় মিবার-ক্ষেত্র হইতে দানবসদৃশ ম্লেচ্ছদিগকে দূরীভূত করিতে পারিবেন না। বাল্য লীলাস্থল—জীবন-তোষিণী আশার বিলাসক্ষেত্র পবিত্র মিবারভূমি হইতে বুঝি এই শেষ বিদায়। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা প্রবল বাত্যার ন্যায় প্রতাপের হৃদয়কে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতে লাগিল; সে আঘাতে তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানানুসারে অচিরে তাঁহার সে সমস্ত চিন্তা নিষ্ফল হইয়া গেল, অচিরে তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাস্যোৎফুল্ল বদনে ভারতের অদ্বিতীয় রাজপুত মহাবীরকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

বীরকেশরী প্রতাপকে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল না। আরাবল্লি হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তিনি মরুভূমির সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পরম বিশ্বস্ত মন্ত্রী ভামশা অসীম ধনরাশি লইয়া তাঁহার চরণে তৎসমস্ত উৎসর্গ করিলেন। সে বিপুল ধন-সম্পত্তি একাকী ভামশা কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত হয় নাই। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ অনেক দিন হইতে মিবারের মন্ত্রিত্বে আসন পাইয়া আসিতেছেন; এ ধন তাঁহাদেরই উপার্জ্জিত। সচিববর ভামশা সেই গচ্ছিত ধন এবং স্বোপার্জ্জিত ধন একত্রিত করিয়া প্রভুপদে উৎসর্গ করিলেন। সেই ধনরাশির সাহায্যে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য ভরণপোষণ করা যাইতে পারে। এই অসীম উপকার জন্য মহাত্মা ভামশা মিবারের "উদ্ধার-কর্ত্তা" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই বিপুল আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া প্রতাপ আপনার সৈন্যসামন্তদিগকে একত্রিত করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই মোগল সেনাপতি শাবাজ খাঁর উপর ক্রুদ্ধ কেশরীবিক্রমে নিপতিত হইলেন। তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য নিরস্ত দেখিয়া মোগলগণ মনে করিয়াছিল যে, তিনি মরুভূমির দিকে পলায়ন করিতেছিলেন। কিন্তু অচিরে তাহাদিগের সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। শাবাজ খাঁ তখন দেবীর নামক ক্ষেত্রে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতেছিলেন; এখন প্রতাপের শ্রবণ-ভৈরব সিংহনাদ তাঁহার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিল। সুপ্তসিংহ শরতাড়িত হইলে যেমন প্রচণ্ড বিক্রমের সহিত আক্রমকের উপর নিপতিত হইয়া থাকে, বীরেন্দ্রসিংহ প্রতাপ সেইরূপ অমিত বিক্রমসহ মোগলসেনার উপর আপতিত হইলেন। সেই ভীষণ দেবীর-ক্ষেত্রে উভয়দলে বহুক্ষণ ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কিন্তু বলগর্ব্বিত শাবাজ খাঁ প্রতাপের সেই অমিত বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সদলে তাঁহার করে নিপতিত হইল। অনেকে রণে ভঙ্গ দিয়া

আমৈত নামক স্থানে পলায়ন করিল। তথায় আর একটী মোগলবাহিনী সংরক্ষিত ছিল। প্রতাপ সেই পলায়মান মোগলসৈনিকদিগের অনুসরণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সকলকেই সমূলে উৎসাদিত করিয়া ফেলিলেন। এই সকল সমাচার মোগলদিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অমনি তাহারা ঘোরতর ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রতাপকে সমূলে উন্মূলিত করিবার আশায় তাহারা আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগের আয়োজন শেষ হইতে না হইতে প্রতাপ কমলমিরস্থ মোগলদিগের উপর আপতিত হইলেন এবং তত্রত্য সেনাদলের অধিনায়ক আবদুল্লাকে সদলে সংহার করিলেন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বসমেত বত্রিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ প্রতাপের হস্তগত হইল। সেই বত্রিশটী দুর্গের মধ্যে যত মুসলমান ছিল, প্রতাপ তৎসমস্তকেই সংহার করিলেন। এইরূপে স্বল্পসময়ের মধ্যেই প্রতাপ সম্বৎ ১৫৮৬ (খৃঃ ১৫৩০) অব্দে চিতোর, অজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন আর সমগ্র মিবারভূমি পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মানসিংহ প্রতাপের ভীষণ শক্র; যাহার বিদ্বেষানলে পতিত হইয়া তাঁহাকে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল, স্বহস্তে যাহার প্রাণসংহার করিবার জন্য তিনি একবারে আত্মজীবনের মায়ামমতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই রাজপুত-কলঙ্ক স্বদেশদ্রোহী মানসিংহ যে বিজয়-গৌরবে মত্ত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, তাহা প্রতাপের হৃদয়ে সহ্য হইল না। তিনি তাহার স্বদেশ-দ্রোহিতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য অম্বর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তত্রত্য প্রধান বাণিজ্যনগর মালপুর উৎসাদিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

অল্পদিনের মধ্যে প্রতাপসিংহ উদয়পুরকেও পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন। সে উদ্যমে তাঁহাকে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। শক্রকুল বিনা বিবাদেই সেই নগর পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিল। কথিত আছে, উদয়পুরের চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত প্রদেশ প্রতাপের হস্তগত হইলে তন্নগর-রক্ষার উপায় না দেখিয়া সম্রাট তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজপুতবীরের অসীম সাহস, অলৌকিক বীরত্ব এবং অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়া মোগল সম্রাটের কঠোরহৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল; তিনি অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া প্রতাপসিংহকে আর কষ্ট প্রদান করিতে পারেন নাই।

মোগলসম্রাট অনুগ্রহ করিয়া প্রতাপকে ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে শান্তি দান করিলেন। ইহাতে কি প্রতাপ মনে মনে সুখী হইতে পারেন?—প্রতাপের সুখ কোথায়? যে আকবর তাঁহার কণকময়ী মিবারভূমিকে শ্মশান করিয়া, তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের হৃদয়রক্তে তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন, সেই আকবর নিরাপদে বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন, ইহাতে প্রতাপের সুখ কোথায়?—শান্তি কোথায়? তাঁহার নিদারুণ প্রতিশোধপিপাসা প্রশমিত হইল না; তিনি দেশবৈরী প্রচণ্ড শক্রর অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে পারিলেন না। যে উদ্দেশ্যে তিনি রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়া তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা

সহ্য করিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল কৈ ? যদি সিদ্ধ হইল না, তবে তাঁহার সুখ কোথায় ?—শান্তি কোথায় ? তিনি কঠোর যুদ্ধবিগ্রহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। যদি স্বদেশোদ্ধারের জন্য, দেশবৈরী যবনের শাস্তিবিধানের জন্য প্রতাপকে চিরজীবন ভয়াবহ সমর-সাগরে সন্তরণ করিতে হইত, তাহাতেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর হইতেন না। কিন্তু যে ভীষণ শত্রু তাঁহাকে এতদিন নিপীড়ন করিল, ত্রিংশতিসহস্র রাজপুতের শোণিতপাতে মিবারভূমিকে অভিষিক্ত করিল; অবশেষে সেই যে, যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া চলিয়া যাইবে, তাহা প্রতাপ কখনও ভাবেন নাই। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না, সুতরাং তাঁহার যন্ত্রণার আর সীমাপরিসীমা রহিল না। তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল; চিতোরপুরীর উদ্ধার তাঁহা হইতে হইল না। তিনি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে পারিলেন না। যে চিতোর তাঁহার পিতৃপুরুষগণের আবাসভূমি, প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া যথায় তাঁহারা অপ্রতিহত প্রভাবে গিহ্লোটকুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, আজি প্রতাপ সেই চিতোর হইতে বিচ্ছিন্ন!—আজি তাহার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত! এ চিন্তা শতসহস্র বিষধরীর ন্যায় প্রতাপের হৃদয়ে নিরন্তর দংশন করিত; যে নিদারুণ দংশনজ্বালায় তিনি একবারে ঘোরতর অস্থির হইয়া পড়িতেন। সংসার বিষময় এবং যন্ত্রণার অন্ধকূপ বলিয়া বোধ হইত। মোগলসম্রাট আকবর প্রতাপের বীরত্ব ও মহত্ত্বে বিমোহিত হইয়া অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাঁহাকে আর নিপীড়িত করিলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই সানুগ্রহ ব্যবহারে প্রতাপ সুখী হইবেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, প্রতাপের ন্যায় বীরপুরুষ শত্রুর প্রদর্শিত অনুগ্রহে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, বরং শতসহস্রগুণে অভিতপ্ত হইয়া থাকেন। সে অনুগ্রহ যত কোমল হয়, ততই তীক্ষ্ণতর হইয়া বীরের হৃদয়ে প্রবিদ্ধ হইতে থাকে। আকবর যদ্যপি চিরজীবনের জন্য প্রতাপসিংহকে ভীষণতর যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতেন, যদি তাঁহাকে তীব্রজ্বালাময় অন্ধতমনরককূপে নিক্ষিপ্ত করিতেন, তাহাতেও প্রতাপ মুহূর্ত্তের জন্য ব্যথিত বা মর্ম্মাহত হইতেন না; কিন্তু এই শত্রুপ্রদত্ত অনুগ্রহে—এই অসহ্য কঠোরতম কুলিশ-প্রহারে তিনি একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, আকবরকে এবং অনর্থকর রাজসম্মানকে শতসহস্র ধিক্কার প্রদান করিলেন।

প্রতাপ প্রবীণ বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন; তাঁহার যৌবনের আশা ভরসা ক্রমশঃ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই প্রবীণ বয়সেই ভবিষ্য বার্দ্ধক্যের সূচনা করিয়াছে। জীবনের এই মধ্যসীমা অন্যের পক্ষে কিরূপ সুখদুঃখকর বলিতে পারিনা; কিন্তু বীরচূড়ামণি প্রতাপ ইহাতে কোন সুখই পান নাই। চিন্তা, ক্লেশ, সংসারের অসীম যন্ত্রণা-রাশির কঠোরতম প্রহারে সেই প্রবীণ বয়সের প্রারম্ভকালেই তিনি অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রক্ষত-চিহ্নে সজ্জিত, হৃদয়ের প্রতি স্তর বিষম চিন্তানলে দগ্ধীভূত;—শরীর বিশুষ্ক ও জ্যোতির্হীন! যে

তেজস্বিনী আশার মোহনমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া একদা সংসারারণ্যে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ বিচরণ করিয়াছিলেন; তাহা ক্রমে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সে আশা ফলবতী হইল না, তথাপি প্রতাপ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। চিতোরোদ্ধার তাঁহা হইতে হইল না। কিন্তু তিনি চিতোরোদ্ধারের আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সে চিতোর তাঁহার জীবনের জীবন। উদয়পুরের পুরোভাগস্থিত সেই উচ্চ শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া তিনি প্রায়ই চিতোরের গগনভেদী স্তম্ভসমূহের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেন। তাঁহার জয়শীল পূর্ব্বপুরুষগণ সেই স্তম্ভরাজিকে আপনাদিগের জয়নিদর্শন-স্বরূপ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তৎসমুদায়কে শত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহত রাখিবার জন্য কত গিহ্লোটবীর স্বহস্তে হৃদয়শোণিত নিঃসারিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রতাপ কি করিতে পারিলেন? কঠোরতম উদ্যম ও অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তিনি শত্রুর গ্রাস হইতে সেই চিতোরপুরীকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না; এই ভীষণতম মনস্তাপে প্রবীণ প্রতাপ অনুদিন বিদগ্ধ হইতেন। তিনি একাগ্রচিত্তে চিতোরের সেই উন্নত দুর্গপ্রাকার এবং জয়স্তম্ভরাজির প্রতি চাহিয়া থাকিতেন; কত চিন্তা উথিত হইয়া প্রবল ঝটিকার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রচণ্ডবেগে প্রহত হইত। সেই সমস্ত চিন্তার ভীম প্রহারে তিনি কখন উন্মাদিত, কখন উত্তেজিত, আবার কখনও বা স্বল্পকালের জন্য অবসাদে মগ্ন হইয়া যাইতেন। মরীচিকাময়ী কুহকিনী আশার এইরূপ কুটিল ছলনার ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া প্রতাপের প্রবীণ জীবন অনন্তকালস্রোতে বিলীন হইবার জন্য দ্রুতগতিসহকারে পরলোকাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, একদা নৈদাঘ দিনান্তে প্রতাপসিংহ সেই উন্নত সানুশিরে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে চিতোরের অভ্রভেদী স্তম্ভসমূহের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। দিবাকর সুদীর্ঘ দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া ক্লান্তদেহে ধীরে ধীরে পশ্চিমাচলে অবরোহণ করিতেছেন। তাঁহার আরক্তিম কিরণ-স্রোত সূক্ষ্ম জলদজালাবৃত অনন্ত গগনে তরঙ্গায়িত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা বিকাশ করিতেছে; অনন্তগগনের সেই মনোজ্ঞ চিত্র চিতোরের উচ্চ দুর্গপ্রাকারে, স্তম্ভশিরে এবং নিম্নে ভূতলে প্রতিবিম্বিত হইয়া আরও মনোজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রতাপ চিতোরের সেই রক্তরশ্মিমণ্ডিত দুর্গপ্রাচীর ও স্তম্ভরাজির দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু তিনি প্রকৃতির সেই অনুপম সৌন্দর্য্যরাগ দেখিতেছেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় উন্মীলিত বটে, কিন্তু তাহারা স্বকার্য্যসাধনে নিরত নহে;—তাহারা শূন্যদৃষ্টিময়। তাহারা বাহ্য জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগতের একটী বিশাল চিত্র দেখিতেছিল। সে চিত্র অতি বিস্তৃত; বিবিধ বৈচিত্র্যে জড়িত। বাহ্য জগতের সীমা আছে, বহিশ্চক্ষু ভৌতিক বাধা, ব্যবধান বা প্রতিরোধ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্তু অন্তশ্চক্ষুকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে? প্রতাপের বহিশ্চক্ষু চিতোরের প্রতি সংযত; কিন্তু অন্তশ্চক্ষু দ্বারা তিনি অসীম অন্তর্জগতের নানা চিত্র ও নানা কাণ্ড দেখিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন, যেন যুবক বাপ্পা মৌর্য্য মান রাজার শিরোদেশ হইতে রত্নমণ্ডিত রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়া নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন;—হৈমতপন-মণ্ডিত আরক্ত

"ছেজি" তাঁহার মস্তকোপরি উদ্যত হইল। তাহার পর বীরকেশরী সমরসিংহ যবনকবল হইতে ভারতের স্বাধীনতালক্ষ্মীকে উদ্ধার করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন এবং স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া বীরবর পৃথ্বীরাজের সহিত পবিত্র দৃষদ্বতীতটে অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করিলেন। কোথা হইতে নিবিড় কৃষ্ণ জলদজাল আসিয়া চিতোরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই নিবিড় মেঘমালা ছিন্নভিন্ন করিয়া চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দীপ্তিময়ী মূর্ত্তি চিতোরের উন্নত দুর্গপ্রাকারোপরি বিরাজিত হইল;—অকস্মাৎ শ্রবণভৈরব হুঙ্কারনিনাদে সমস্ত মিবার-ভূমি কম্পিত হইল; সেই বিকট হুঙ্কারধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিয়া রাণা লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র হৃদয়-শোণিতদানে চামুণ্ডা দেবীর বিকট খর্পর রঞ্জিত করিলেন। সেই ভীষণ দৃশ্য ক্রমশঃ ভীষণতর হইয়া উঠিল! অমনি দেবল সর্দ্দার বাঘজি, বীরবর জয়মল্ল ও পুত্ত এবং তাঁহার বীরা জননী ও বীরা পত্নী প্রচণ্ড রণতুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক ভীষণ রণসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন! হঠাৎ চিতোরের জীবন্ত ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল! হঠাৎ নিবিড় মেঘজালে চিতোরের সর্ব্বাঙ্গ ঘোরতর সমাবৃত হইল! সেই মেঘমালাকে শতসহস্র তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করিয়া চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা দেবী করুণ নিনাদসহকারে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! অন্ধকার-রাশি নিবিড়তর হইল; দেখিতে দেখিতে কাপুরুষ উদয়সিংহ স্বাধীনতার আবাসভূমি চিতোরের গিরিদুর্গ পরিত্যাগ করিয়া শৃগালের ন্যায় দূরে পলায়ন করিল; তখনই সমগ্র প্রকৃতিরাজ্যকে কাঁদাইয়া বিকট হাহাকার রব চতুর্দ্দিকে উঠিতে লাগিল; যেন জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত! দারুণ বিস্ময়, বিষাদ ও মনোবেদনায় নিপীড়িত হইয়া প্রতাপসিংহ সহসা প্রচণ্ড বেগে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই বিকট চিন্তাস্রোত সহসা প্রতিরুদ্ধ হইল! সহসা তাঁহার বাহ্যজ্ঞান পুনরুদিত হইল! বিস্ময়ে—বিষাদে বিচলিত হইয়া তিনি বহির্জ্জগতের দিকে মনোনিবেশ করিলেন;—দেখিলেন দিবাকর অস্তগত; সমস্ত জগৎ কাল জলদজালে আবৃত; ভীম প্রভঞ্জন ভীষণ বেগে প্রবহমান! সেই ভীষণ পবনদেবের প্রচণ্ড প্রহারে মেঘাবলি বিলোড়িত হইয়া বিকট গর্জ্জনের সহিত মুহুর্মুহু জ্বলন্ত বিদ্যুদগ্নি উদ্গার করিতে করিতে জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিয়া যাইতেছে! জাগ্রত স্বপ্নের এই ভয়াবহ অভিনয়ের পর প্রতাপের আত্মবিষয়িনী চিন্তা সমুদিত হইল। তিনি একবার আপনার বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেন;—আবার সেই সমস্ত চিন্তা নবীভূত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আবার সেই রোষ,—সেই জিঘাংসা,—সেই বিষম আত্ম-দ্রোহিতা যুগপৎ উদিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে ঘোরতর আলোড়িত করিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ এবং দুই হস্তে আপন কেশরাশি সবলে আকর্ষণ করিয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় বিকট রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইল; এ অনুগ্রহ কি প্রতাপের বীরহৃদয়ে সহ্য হয়? সে অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া প্রতাপের হৃদয়ে যে পৈশাচিক যন্ত্রণার উদয় হইত, তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে শত্রুর বিদ্রূপ এবং বিষম ঘৃণাও অতি সামান্য বলিয়া প্রতীত হইবে,—কঠোরতম অত্যাচার কুসুমাঘাতের কোমলতায় হীনতেজ হইয়া যাইবে। বীরকেশরী

প্রতাপসিংহ অনন্ত যন্ত্রণাময়ী শরশয্যায় অনন্তকালের জন্য শয়ন করিতে পারেন, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য শত্রুর অনুগ্রহ সহ্য করিতে পারেন না।

সেই দিন বীরশেখর প্রতাপসিংহের হৃদয় যে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইল, সে আঘাতের মহতী ব্যথা আর কেহই আরোগ্য করিতে পারিল না। তাহাতে প্রতাপের হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর দলিত, মর্দ্দিত ও নিষ্পিষ্ট হইল! বলিতে কি তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইয়া পড়িল। যে হৃদয় এককালে অতি পৈশাচিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও অব্যাহত ছিল, আজি তাহা একবারে শোচনীয়রূপে ভাঙ্গিয়া গেল! সে ভগ্নহৃদয় লইয়া প্রতাপকে আর অধিক দিন এজগতে থাকিতে হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্বীয় জীবনের গৌরবময় মধ্যাহ্নকালে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অন্তিমকালের বিবরণ পাঠ করিলে কোন ক্রমেই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারা যায় না। তিনি যেরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও মহত্ত্বের সহিত জীবিত ছিলেন, সেইরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও মহত্ত্বের সহিত এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়গৌরব ও মাহাত্ম্যের আদর্শস্বরূপ। রাজকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কোন ব্যক্তিই প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন নাই;—কেহই তাঁহার ন্যায় ভীষণতম অসংখ্য বিঘ্ন ও বিপদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই, কেহই স্বদেশানুরাগ ও সজাতিপ্রেমের পবিত্র মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া এরূপ অমানুষিক আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন নাই। সেই জন্য বলিয়াছি, প্রতাপ দেবতা,—নরকুলে দেবতা। এ হতভাগিনী ভারতভূমিকে ম্লেচ্ছগ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, জগন্মান্য আর্য্যজাতির অধঃপতিত অবস্থায় আত্মোৎসর্গের জলন্ত আদর্শ জগৎকে দেখাইবার জন্য, হতভাগ্য ভারতসন্তানগণের ভবিষ্যৎ উদ্ধারের রেখাপাত করিবার জন্য তিনি এ পাপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নতুবা উচ্চতম রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষয়বিভব ও সৌভাগ্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কে স্বেচ্ছা বশতঃ সে সকল উপায় পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে? কে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও স্বদেশোদ্ধারের মহামন্ত্র সাধনের জন্য নিঃসম্বল পথের ভিখারীর ন্যায় বনে বনে, কন্দরে কন্দরে, দুর্গম গিরিগহনে ও অগ্নিময় মরুপ্রান্তরে ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারিয়াছে?

সুধা-ধবলিত সুখসেব্য অট্টালিকাদি পরিত্যাগ করিয়া বীরপুঙ্গব প্রতাপ পেশলা সরোবরের তটোপরি কয়েকটী কুটীর* নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত কুটীরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি ও তাঁহার সর্দ্দারগণ দারুণ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। অদ্য জীবনের অন্তিমকালেও প্রতাপ তন্মধ্যস্থ একটী সামান্য কুটীরাভ্যন্তরে সামান্য শয্যায় শায়িত হইয়া কালের কঠোর আদেশের প্রতীক্ষা

* এ সমস্ত কুটীরের পরিবর্ত্তে অধুনা উক্ত হ্রদের তটোপরি মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত অনেকগুলি অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত অট্টালিকা নিশ্চয়ই মিবারের অধঃপতিত অবস্থায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেইরূপ দীন ও শোচনীয় অবস্থায় মিবারের নৃপতিগণ কি প্রকারে যে, এইরূপ বহুব্যয়সিদ্ধ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে উক্ত রাজ্যের সমৃদ্ধতা স্বতঃই প্রতীত হইয়া থাকে।

করিতেছেন। তাঁহার সুখদুঃখের চিরসহায় পরম বিশ্বস্ত সর্দ্দারগণ তদীয় শয্যার চারিদিকে সোৎকণ্ঠ ভাবে সমুপবিষ্ট; সকলেরই সাগ্রহ ও সোৎসুক দৃষ্টি তাঁহার নিষ্প্রভ ও শীর্ণ বদনমণ্ডলের প্রতি দৃঢ় সংযত। কখন কি হয়, এই ভাবিয়া সকলেই অতি সতর্কতাসহকারে তাঁহার সমস্ত অঙ্গভঙ্গি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শীর্ণ কঙ্কাল তাড়িতবেগে কম্পিত করিয়া একটী প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল! তদ্দর্শনে উপস্থিত সকলেই বিষম যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই নয়ন বাষ্পজলে পরিপ্লুত হইল। তখন শালুম্ব্রাপতি কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, কেন মহারাজ! কি এমন দারুণ দুঃখ আপনার পবিত্র আত্মাকে ব্যথিত করিল, এ অন্তিম শয়নে কিসে আপনার শান্তির ব্যাঘাত ঘটিল?" ক্ষণকাল পরে প্রতাপসিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন "সর্দ্দার-শিরোমণি! প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না; কেবল একটী মাত্র আশ্বাসবাক্য পাইলেই ইহা এখনই সুখে বাহির হইয়া যাইবে। সে আশ্বাসবাক্য আপনাদেরই নিকট। আপনারা আমার সম্মুখে শপথ করিয়া বলুন যে, জীবিত থাকিতে তুর্কির করে মাতৃভূমিকে কখনও অর্পণ করিবেন না। বলুন,—তাহা হইলেই আমি সুখী হইয়া সুখে নয়ন মুদ্রিত করিতে পারি। আমার পুত্র অমরসিংহ আমার পিতৃপুরুষগণের গৌরবগরিমা রক্ষা করিতে পারিবে না; আমার মাতৃভূমিকে যবন-গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। সে সুখাভ্যস্ত,—কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবে না।" বলিতে বলিতে প্রতাপের বিশাল পাণ্ডুবদন এক গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; তিনি সেই সময়ে অমরসিংহের শৈশব-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলেন। একদা কুমার অমরসিংহ সেই নিম্ন কুটীরে প্রবেশ করিবার সময় মস্তকের উষ্ণীষ উন্মোচন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার উষ্ণীষ সেই দ্বারচূড়ে লাগিয়া স্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল। অমর তাহা গ্রাহ্য করিলেন না; তিনি সদর্পে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এই গল্প বলিতে বলিতে প্রতাপের বদন গম্ভীরতর হইয়া উঠিল; তিনি আর একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন "এই সকল কুটীরের পরিবর্ত্তে সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে, আর অমর মিবারভূমির দুরবস্থা ভুলিয়া গিয়া নানা প্রকার বিলাসিতার বশীভূত হইয়া পড়িবে; এই কঠোর ব্রত আর পালন করিবে না। হায়! তাহা হইলে মাতৃভূমির যে গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমি ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া কঠোর বনবাসব্রত ধারণ করিলাম, যাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকল প্রকার সৌভাগ্য ও সম্পত্তি পরিত্যাগ করিলাম, অমর তাহাকে রক্ষা কবিতে পারিবে না। সে আত্মসুখের জন্য সেই স্বাধীনতাগৌরব ত্যাগ করিবে, আর তোমরা—তোমরা সকলে তাহার অনর্থকর উদাহরণের অনুসরণ করিয়া মিবারের পবিত্র শুভ্র যশঃ কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবে।" প্রতাপের বাক্য শেষ হইবামাত্র উপস্থিত সর্দ্দারগণ একস্বরে বলিয়া উঠিল "মহারাজ! আমরা বাপ্পারাওলের "পবিত্র সিংহাসনের দিব্য" লইয়া শপথ করিতেছি যে, যতদিন একজনমাত্র জীবিত থাকিব, ততদিন কোন তুর্কিই মিবারভূমি অধিকার করিতে পারিবে না; ততদিন রাজকুমারকে মহারাজের আদেশ অবহেলা করিতে দিব না এবং যতদিন না মিবারভূমির পূর্ব্ব স্বাধীনতা পূর্ণভাবে

পুনরুদ্ধার করিতে পারি, ততদিন এইসকল কুটীরেই আমরা বাস করিব।" এই আশ্বাস বচনে প্রতাপ শান্ত হইলেন; সকল চিন্তা, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া প্রশান্ত-ভাবে, পরমানন্দ সহকারে অমরলোকে যাত্রা করিলেন।

সেই দিন—সেই শোচনীয় দুর্দ্দিনে ভারতের ভাগ্যগগনের একটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অনন্ত কালের জন্য কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িলেন;—সমগ্র ভারতভূমি এক প্রচণ্ড ভূকম্পনে কম্পিত হইল; কোথা হইতে হৃদয়বিদারক হাহাকার ধ্বনি অনর্গল শ্রুত হইতে লাগিল; কে কাঁদিল, কে না কাঁদিল, কেহই দেখিল না; কিন্তু সকলেই কাঁদিতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী, নির্ধন, যুবক, যুবতী ও আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসীপ্রবর প্রতাপসিংহের শোকে অবিরত রোদন করিতে লাগিল। সেই দুর্দ্দিন হইতে কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, জগতের কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভারতের পবিত্র বক্ষে কত বিদেশীয় বিজাতীয় শত্রু নিষ্ঠুরভাবে পদাঘাত করিয়াছে, হতভাগ্য ভারতসন্তানগণ কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু সেই যে মহাত্মা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকেত কেহই ভুলিতে পারিল না। লোকে পুত্রশোক ভুলিল, কিন্তু কৈ, প্রতাপের শোকত কেহই ভুলিতে পারিল না?—ভুলিতে পারিবেকি?—বলিতে পারি না, এচিন্তা এ ভগ্নহৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়।

রাজপুত-কুল-তিলক বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের পবিত্র জীবনী অনুশীলন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহাদের জাতীয়ভাব সংবদ্ধ আছে, যাঁহারা স্বদেশের ও সজাতির দুরবস্থা ভাবিয়া অন্ততঃ দুই বিন্দু অশ্রুবারিও ত্যাগ করিয়া থাকেন, যাঁহারা জন্মভূমির মাহাত্ম্য অবগত আছেন, তাঁহাদের সকলেরই বীরকেশরী প্রতাপসিংহের জীবনী অনুশীলন করা অতীব কর্ত্তব্য। প্রতাপের ন্যায় মহাবীর এজগতে আর কোন দেশে আর কোন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কি না সন্দেহ। তাঁহার বীরত্ব, মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে আজি দলিত, নির্জ্জীব হতভাগ্য বঙ্গসন্তানের হৃদয়ও এক অপূর্ব্ব বলে বলীকৃত হইয়া উঠে। যে মোগলসম্রাট এককালে আপন অসীম পরাক্রমসাহায্যে তদানীন্তন নরপতিগণের উচ্চতম আসনে স্থান পাইয়াছিলেন, যাঁহার প্রচণ্ড অনীকিনীর বিশালতা ও রণদক্ষতার সহিত তুলনা করিতে গেলে জারাক্সেসের বিশাল বাহিনীও অতি সামান্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে; রাজপুতবীর প্রতাপ কতিপয়মাত্র রাজপুত সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে লইয়া একক্রমে পঞ্চবিংশতি বৎসর সেই ভীমবিক্রান্ত বিপুল সহায়বলসম্পন্ন দিল্লীশ্বর আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যদি মিবারক্ষেত্রে একজন থুসিদাইদিস *

---

* থুসিদাইদিস একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ইতিহাস-বেত্তা। ইনি খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৪৭১ অব্দে গ্রীসদেশের অন্তর্বর্ত্তী এথেন্সনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। থুসিদাইদিস এক সময়ে একটী গ্রীসীয় সেনাদলের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু সেই সেনাদলটী শত্রুসমরে পরাজিত হওয়াতে তিনি রাজদণ্ডের আশঙ্কা করিয়া আপনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিংশতি বৎসর অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪০৩ অব্দে থুসিদাইদিস স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি প্রসিদ্ধ পিলোপনিসাস সমরের প্রথম কাণ্ড রচনা করিয়াছিলেন।

অথবা জিনোফণ * জন্মগ্রহণ করিতেন, যদি কেহ মিবারের প্রকৃত ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া প্রকটিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পিলোপনীসাসের মহাসমর-বিবরণ অথবা "দশসহস্রের" শোচনীয় প্রত্যাগমন-বৃত্তান্ত ঘটনাবৈচিত্র্যের পরিমাণানুসারে কখনই ইহার সমতুল্য হইতে পারে না। সাগরাম্বরা ও শৈলমেখলা এই সুবিশাল ভারতভূমির হৃদয়স্থ মিবাররাজ্যের মধ্যে যে, ঐরূপ কত সমরাভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বীরকেশরী প্রতাপসিংহ অদম্য বীরত্ব, অবিচলিত বিক্রম ও অধ্যবসায় এবং জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি প্রকৃষ্ট রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া প্রবলপরাক্রান্ত আকবরের অত্যুৎকট দুরাকাঙ্ক্ষা, অসীম সুযোগ ও সুবিধা এবং বিকট ধর্ম্মান্ধতার বিরুদ্ধে সেই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন;—তাই মোগলসম্রাট তত চেষ্টা করিয়াও প্রতাপের হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই! সেই পবিত্র দেবহৃদয়ের অপ্রতিম গুণরাশির বিস্ফুরণস্থল পবিত্র হলদিঘাটক্ষেত্র। সেই পুণ্যতীর্থ হলদিঘাটের বিরাট গিরিপ্রদেশের মধ্যে এমন কোন স্থলই নাই, যাহা প্রতাপসিংহের বীরত্ব-গৌরবে উদ্ভাসিত না হইয়াছে। এ জগতে যতদিন বীরত্বের আদর থাকিবে, যতদিন অতীতসাক্ষী ইতিহাস জগতের একপার্শ্বস্থিত এই পতিত আর্য্যজাতির ভূতকাহিনী কীর্ত্তন করিবে, ততদিন প্রতাপের সেই বীরত্ব, মহত্ত্ব, ও গৌরব লোকলোচন সমক্ষে অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিবে; ততদিন সেই হলদিঘাট মিবারের থর্ম্মপল্লী † এবং তাহার অন্তর্বর্ত্তী দেবীর ক্ষেত্র তাহার মারাথন ‡ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

---

* জিনোফণও একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ইতিহাসবেত্তা এবং সেনানায়ক। ইনি খ্যাতনামা সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন। সুবিখ্যাত পারসিক নৃপতি সাইরস আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলে, যে দশসহস্র গ্রীকসৈনিক তাঁহার (সাইরসের) সহায়তা করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, জিনোফণ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কুনাক্ষ ক্ষেত্রে (খৃঃ পূঃ ৪০১) সাইরস পরাজিত হইয়া ভ্রাতৃকরে নিহত হইলে বিজয়ীনৃপতি গ্রীকসেনানীদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্কটকালে জিনোফণ বিশেষ রণদক্ষতা ও সুকৌশল প্রদর্শন করিয়া অবশিষ্ট "দশসহস্র" সৈন্য লইয়া অনেক কষ্টের পর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আইসেন। ইনি এথেন্সনগরে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু এথেন্সের সহিত স্পার্টার ভীষণ সংঘর্ষকালে ইনি আপন জন্মভূমির বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়াছিলেন। জিনোফণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে "সাইরসের যুদ্ধযাত্রা", "সাইরসের জীবনচরিত" এবং "সক্রেটিসের জীবনবৃত্তই" বিশেষ প্রসিদ্ধ। সাইরসের যুদ্ধযাত্রাতেই প্রসিদ্ধ "দশসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" বিস্তৃতরূপে অতি মনোহারিণী ভাষায় লিখিত আছে।

† থর্মপল্লী গ্রীসদেশের অন্তর্গত একটী সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম। এই স্থলে গ্রীসীয় অন্যতম মহাবীর লিয়োনিদাস খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে কতিপয় সৈনিককে লইয়া পারস্য-রাজ জারাক্ষেশের প্রচণ্ড অনীকিনীর গতি রোধ করিয়াছিলেন।

‡ মারাথন গ্রীসরাজ্যের অন্তর্গত আটিকা জনপদের একটী ক্ষুদ্র পল্লী। প্রসিদ্ধ গ্রীকবীর মিলতিয়াদেশ এথেন্সের সেনাদল লইয়া উক্ত মারাথন-ক্ষেত্রে পারসিক-রাজের একটী সেনাদলকে খৃঃ পূঃ ৪৯০ অব্দে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অমরসিংহের সিংহাসনারোহণ ;—রাজা মানসিংহকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিতে যাইয়া আকবরের আপনার মৃত্যু ;—অমর পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞাপালনে তাঁহার উপেক্ষা-প্রকাশ ;—শালুম্ব্রা সর্দ্দারের আচরণ ;—অমর কর্ত্তৃক রাজকীয় সেনাদলের পরাজয় ;—চিতোরে সাগরজির রাণারূপে অভিষেক ;—সাগরজি কর্ত্তৃক অমরকে চিতোর-সমর্পণ ;—নূতন নূতন জয়ার্জ্জন ;—চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদিগের মধ্যে পরস্পরের ভীষণ সংঘর্ষ ;—শক্তাবৎদিগের উৎপত্তি বিবরণ ;—রাণার বিরুদ্ধে সম্রাটতনয় পারবেজের যুদ্ধোদ্যম ;—রাণা কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয় ;—মহাবৎ খাঁর পরাজয় ;—সুলতান খসরু কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ ;—অমরসিংহের নৈরাশ্য ;—ইংলণ্ড হইতে দৌত্য ;—স্বপুত্রের প্রতি অমরসিংহের রাজ্যার্পণ ;—অমরের বনবাস-ব্রতাবলম্বন ;—তাঁহার পরলোকগমন।

রাজপুতকুল-গৌরব বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহের সর্ব্বসমেত সপ্তদশ পুত্র সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সপ্তদশ তনয়ের মধ্যে অমরই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। সুতরাং তিনিই পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন! অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে আপন জনকের লোকান্তর গমনকাল পর্য্যন্ত অমরসিংহ দিবারাত্রি পিতৃসন্নিধানে কালযাপন করিয়াছিলেন; পিতার দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, সঙ্কট অথবা কঠোর পরিশ্রমের সময় তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তদীয় মহনীয় চরিত্রের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হইয়াছিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত এবং তাঁহার পবিত্রতম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রাজকুমার অমরসিংহ যৌবনের মধ্যাহ্নকালে * মিবার-রাজ্যের শাসনদণ্ড নিজকরে ধারণ করিলেন;—সঙ্কটময় সংসার-সাগরের প্রচণ্ড স্রোতে ঝম্প প্রদান করিলেন। সে সময়ে তাঁহার কতিপয় পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিলেন; তাঁহারা স্বল্প বয়স্ক হইলেও বিলক্ষণ বলশালী ও তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি রাজ্যশাসন বিষয়েও তাঁহাদিগের বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।

বীরশেখর প্রতাপসিংহের পরলোকগমনের আট বৎসর পরে তদীয় ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী—আকবর শাহ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে আশালতাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া মোগল সম্রাট সেই বিপুল অর্থব্যয়, বিস্তর যত্ন স্বীকার এবং অজস্র নর-শোণিত নিঃসারিত করিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী হইল না। তাঁহার সেই অসীম যত্ন ও উদ্যোগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গেল;—বীরসিংহ প্রতাপ কিছুতেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন না; সুতরাং আর অধিক আয়োজন নিরর্থক জানিয়া আকবর কঠোর কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মিবারের দগ্ধ মরুশ্মশান আবার শান্তিবারির সুশীতল কণস্পর্শে সম্পূর্ণ

* সম্বৎ ১৬৫৩ (খৃঃ ১৫৯৭) অব্দে অমর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন।

শান্তভাব ধারণ করিল। অমরসিংহ, আকবরের জীবনের শেষকালে বিশুদ্ধ শান্তি সম্ভোগ করিতে পাইলেন। শিশোদীয়রাজ স্বেচ্ছাক্রমে সে শান্তির বিঘ্নোৎপাদন করিয়া আপনার কুসুমাবৃত পথে কণ্টক রোপণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার পরিপক্ক বিবেকদ্বারা তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। সুতরাং প্রচণ্ড মোগল-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া সে শান্তির বিঘ্নোৎপাদন করিতে তিনি ইচ্ছা করিলেন না।

অর্দ্ধশতাব্দীকাল ব্যাপিয়া প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালন পূর্ব্বক মোগল-কুল-শেখর দিল্লীশ্বর আকবর ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে সুন্দর রাজনীতির ব্যবস্থানুসারে তিনি স্বীয় বিরাট রাজ্যকে যেরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরিভাগে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অনেক দিন অটলভাবে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার বহুজ্ঞতা ও শাসননৈপুণ্যের প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। এই সকল সুন্দর রাজগুণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে তাঁহার সমসাময়িক য়ুরোপীয় নৃপতিগণ সম্পূর্ণ রূপেই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন। সেই সকল সমসাময়িক নৃপতিগণের মধ্যে ফরাসিরাজ চতুর্থ হেনরি, স্পেনের অধিপতি পঞ্চম চার্লস্ এবং ইংলণ্ডেশ্বরী ভুবনবিদিতা এলিজাবেথ। ইহাঁদিগের মধ্যে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সহিতই আকবরের আলাপসম্ভাষণ চলিয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বরী দিল্লীশ্বরের নিকট একজন দূতকে * প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অদৃষ্টদেবের সুপ্রসন্নতা-বশতঃ আকবর, হেনরি অথবা এলিজাবেথের ন্যায় রাজ্য-সচিব নির্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। ফরাসি রাজমন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ শল্লি যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিপুল রণপাণ্ডিত্য এবং প্রচুর নীতিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন, মোগল সচিব বৈরামখাঁও সেই রণপাণ্ডিত্য, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং সেই নীতিজ্ঞান লাভ করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ দিকে শল্লি যদিচ বহুজ্ঞতায় আবুলফজেলের সমকক্ষ হইতে পারেন, তথাপি ধর্ম্মপরায়ণতা অথবা উদারতাবিষয়ে মুসলমান রাজনীতিজ্ঞের সহিত একাসনে স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। আবুলফজেল ও বৈরামের সেই অসীম বহুদর্শিতার সহিত মোগলসম্রাটের প্রচণ্ড বল একত্রিত হইয়া যে, কি মহাশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় আকবর মিবারের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য সেই মহাশক্তিকে তদ্বিরুদ্ধে পরিচালিত করিয়াছিলেন। আকবর মিবারের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার যে অপ্রতিম রাজগুণ ছিল, অপক্ষপাতী উদারচরিত ভট্টকবিগণ তৎপ্রতি অন্ধ ছিলেন না। সেই রাজগুণে মোহিত হইয়া তাঁহারা আপনাদের নৃপতির সহিত মোগলসম্রাটকে একাসনে স্থান দান করিয়াছেন এবং সজাতীয় নৃপতির ন্যায় বিজাতীয় নৃপতির বহুল গুণানুকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আকবর যে, রাজনীতিজ্ঞ, সমরবিশারদ, মহানুভব ও দূরদর্শী ছিলেন, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু তাঁহার

* সুবিখ্যাত স্যার টমাস রো দূতরূপে আগমন করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথ যদিচ ইহাঁকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাণীর পরলোকগমনের পর প্রথম জেম্‌সের রাজত্বকালে ইনি আপনার দৌত্যে বহির্গত হয়েন।

হৃদয় কতদূর সরল, উদার ও উন্নত ছিল, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বুন্দির ভট্টকবিগণ তাঁহার যে একটী শেষ অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্তম্ভিত, বজ্রাহত ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া যাইতে হয়; এমন কি ধারণা আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়; এ সংসারকে কপটতা, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধতম নরককুপ বলিয়া জ্ঞান হয়। যে আকবর আপনার বিপুল বল ও ক্ষমতার প্রভাবে তদানীন্তন নৃপতিকুলের শীর্ষস্থানে আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার সাম্যবাদিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও ন্যায়পরতার প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি "জগদ্গুরু" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, হায়, লিখিতে লেখনী স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, সেই আকবর "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা"—সেই মোগলসম্রাট আকবর বিষপ্রয়োগে রাজা মানসিংহকে হত্যা করিতে গিয়া অবশেষে আপনারই জীবনকে বিষময় করিয়াছিলেন। বুন্দির ভট্টকবিগণ এবিষয় অতি স্পষ্টরূপে আপনাদিগের কাব্যগ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। মহাত্মা টড সাহেব বলেন, তাঁহাদের সকল বর্ণনাই বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহারা প্রাত্যহিক ঘটনার বিবরণ আপনাপন গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের একদেশ-দর্শিতা ও পক্ষপাতিতার কলুষিত মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা প্রয়োজনবোধে সজাতীয় পতিত নৃপতিগণের কলঙ্ককাহিনীও পরিকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে, অম্বর-রাজ মানসিংহের প্রতাপ দিন দিন এত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যে, অবশেষে দিল্লীশ্বর আকবরের হৃদয়ে বিষম ঈর্ষার উদয় হইল। ঈর্ষার বিষদংশনে জর্জ্জরীভূত হওয়াতে তাঁহার প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হইতে লাগিল, যেন মানসিংহ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, যেন মানসিংহের তীব্র উৎক্রোশ-দৃষ্টিপাতে তাঁহার বিরাটসিংহাসন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! ক্রমে ঈর্ষা চিন্তায়, ক্রমে চিন্তা আশঙ্কায়, অবশেষে আশঙ্কা জিঘাংসায় পরিণত হইল! মোগলসম্রাট, অম্বররাজকে গোপনে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রূর-হৃদয় দুরাচারদিগের দুরভীষ্ট-সাধনের এ জগতে উপায়ের অভাব কি? আকবর বিপুল বলশালী, মানসিংহ তাঁহার পক্ষে তুচ্ছাদপিতুচ্ছ সামান্য তৃণতুল্য বলিলেও হয়, কিন্তু মোগলসম্রাট সেই মানসিংহকে অতি ভীরু, কাপুরুষ, নীচাশয়ের ন্যায় গুপ্তভাবে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদা আকবর এক প্রকার "মাজন" প্রস্তুত করিয়া মানসিংহের জন্য তাহার অর্দ্ধভাগে বিষমিশ্রিত করিয়া রাখিলেন! কিন্তু দৈবের বিচিত্র গতি! মোগলসম্রাট বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে সেই বিষাক্ত মাজনই আপনি ভোজন করিয়া ফেলিলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অচিরেই বিহিত হইল। নিরপরাধী, বিশ্রব্ধ ও উপকারী ব্যক্তির অনিষ্টসাধন করিতে গিয়া আপনার ঈর্ষাবহ্নিতে অবশেষে আপনিই বিদগ্ধ হইলেন! আকবর যে প্রবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া সেই পিশাচোচিত কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রবৃত্তি যে কোন্ সূত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, আমরা তাহার বিষয় এইমাত্রই উল্লেখ করিলাম। ভাল মানিলাম, সে সূত্র প্রকৃত, মানিলাম রাজা মানসিংহ প্রকৃত উত্তরাধিকারী সেলিমের পরিবর্ত্তে আপন ভাগিনেয় খোসরুকে মোগলসিংহাসনে স্থাপন

করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া আকবরের ন্যায় নরপতির কাপুরুষোচিত তদ্রূপ জঘন্য পাশব কার্য্যে হস্তার্পণ করা কি উচিত? কেন, তিনিত প্রকাশ্যরূপে মানসিংহের কার্য্যের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিতেন, সম্মুখ সংগ্রামে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে প্রতিরোধ স্থাপন করিতে সক্ষম হইতেন; তবে তিনি আত্ম সম্মানগৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া—আপনার বিমল যশোভাতি স্বহস্তে কলঙ্কিত করিয়া সেই হীনজনোচিত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন কেন?—কে বলিতে পারে তাঁহার হৃদয়ে আর কি ভাব সংগুপ্ত ছিল *?

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা মিবারের ইতিবৃত্তে পুনর্ব্বার মনসংযোগ করিলাম। পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইবামাত্র অমরসিংহ স্বরাজ্যের মঙ্গলবিধায়িনী পূর্ব্বতন নিয়মাবলির পুনঃ সংস্কার সাধন করিলেন, ক্ষেত্রসমূহ পুনর্মাপিত করিয়া উপযুক্ত নিয়মানুসারে নূতন কর স্থাপন করিলেন এবং আপন সামন্তদিগকে নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি দান করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি নূতন নিয়ম ও প্রথা অমরসিংহ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে উষ্ণীশবন্ধনের † প্রথাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৎপ্রতিষ্ঠিত সেই সমস্ত অভিনব নিয়ম ও প্রথার বিবরণ আজিও মিবাররাজ্যের অনেক স্তম্ভগাত্রে শিলালিপিতে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়।

দূরদর্শী অমরাত্মা প্রতাপসিংহ যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা অচিরে ফলবতী হইল। বিরামদায়িনী শান্তি অমরসিংহের পক্ষে যথার্থই অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইল। পিতার পবিত্রতম আদেশের প্রতি অনাস্থা স্থাপন করিয়া অমরসিংহ নিতান্ত আলস্যপরতন্ত্র হইয়া পড়িলেন এবং সেই পেশোলার তীরবর্ত্তী পর্ণকুটীরগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থলে "অমরমহল" নামে একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে

* রক্তমাংসগঠিত অপূর্ণ মানবের হৃদয় কখন না কখনই পাপপ্রবৃত্তিদ্বারা বিলোড়িত হইয়া থাকে সত্য; সত্য, কপট ব্যক্তিগণ মৌখিক সারল্যের সহিত লোকের মনোরঞ্জন করিয়া আপনাদের দুরভীষ্ট সাধন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা বলিয়া যে, সকলেই সেই পাপপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আপন মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যাইবে, তাহা কখনই হইতে পারে না;—হইলে মানব ও পশুতে কিছুই প্রভেদ থাকিত না। আকবরও অপূর্ণ মানব, স্বীকার করিলাম, তাঁহার হৃদয় পাপপ্রবৃত্তি দ্বারা সময়ে সময়ে বিলোড়িত হইত; কিন্তু তিনি যে আপনার উচ্চতম পদগৌরব ভুলিয়া, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া এরূপ পিশাচোচিত লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করিবেন, একথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হৃদয় সহজে প্রস্তুত নহে। আকবরের অন্তিম বয়সে মোগলসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া তাঁহার সহিত মানসিংহের মনোভঙ্গ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া যে মানসিংহের বাহুবলেই তিনি অর্দ্ধেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার রাজ্যের স্তম্ভ ও অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন; যাঁহাকে তিনি আপনার দক্ষিণহস্ত বলিয়া শ্লাঘা করিতেন; কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া সেই মানসিংহকে যে তিনি বিষপ্রয়োগে হত্যা করিতে যাইবেন, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় মথিত হয়, ধারণা আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ কুট সমস্যার মীমাংসা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া এরূপ দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র;—তাহাতে পবিত্র ইতিহাসের বিমল কলেবর কলঙ্কিত হইয়া যায়। কিন্তু মহাত্মা টড সাহেব বুন্দির ভট্টগ্রন্থ সমূহকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং তৎসমুদায়ের উপরেই বা কি প্রকারে অনাস্থা স্থাপন করিতে পারি?—তবে কি আকবর যথার্থই সেই জঘন্য পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? হায়! মানবচরিত্র কি অদ্ভুত!—কি বিচিত্র!

† তাহা "অমরসাহী পাগড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। রাণা এবং মিবারের অনেক সর্দ্দার অদ্যাপি তাহা ধারণ করিয়া থাকেন।

নিকৃষ্ট চাটুকার ও পারিষদদলে পরিবৃত হইয়া তিনি নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুখভোগ তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটিয়া উঠিল না। অল্প দিনের মধ্যেই মোগলসম্রাট জাহাঙ্গিরের প্রচণ্ড রণভেরী মিবারের প্রান্তদেশে নিনাদিত হইয়া তাঁহাকে সেই বিলাস-তন্দ্রা হইতে জাগরিত করিয়া দিল। দিল্লিসিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার চারি বৎসরের মধ্যেই জাহাঙ্গির অনর্থকর অন্তর্বিপ্লব সমূহকে নিরাকৃত করিয়া মিবারপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সেই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন সমস্ত নরপতিই দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, তখন কি একমাত্র মিবারপতিই তাঁহার সম্মুখে উন্নত মস্তকে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিবে? যখন সকলেই তাঁহাকে ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তখন একমাত্র রাণাই কি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে? রাণার সহায়সম্বল ও সেনাবল কি সম্রাটের সহিত সমকক্ষ হইতে পারে?—তবে তাঁহার এত দর্প—এত গর্ব্ব—এত অহঙ্কার কেন? সে দর্প—সে গর্ব্ব—সে অহঙ্কার অবশ্যই চূর্ণ করিতে হইবে। সম্রাটের পারিষদবর্গ উক্তরূপ তর্কদ্বারা তাঁহাকে রাণার বিরুদ্ধে ঘোরতররূপে উত্তেজিত করিলেন। রোষোন্মত্ত সম্রাট জাহাঙ্গির আপনার বিশাল বাহিনী সজ্জিত করিয়া মিবারের প্রতিকূলে প্রচণ্ড বলসহকারে চালিত করিলেন।

রাণা অমরসিংহের উভয়সঙ্কট উপস্থিত। একদিকে নিকৃষ্ট বিলাস-বাসনা তাঁহাকে কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে যাইতে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, অপর দিকে শুভ্র যশোলিপ্সা তাঁহার হৃদয়ের এক প্রান্তে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বল্প পরিমাণে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেরূপ উত্তেজিত ভাব আর অধিকক্ষণ রহিল না। কোথা হইতে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া আবার তাঁহাকে অবসাদিত করিয়া ফেলিল! ফলতঃ অমরসিংহ উভয়সঙ্কটে পতিত হইলেন। তিনি যে কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সেইসময়ে কতকগুলি হীন চাটুকার নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বলিতে লাগিল "মহারাজ! যুদ্ধ করিয়া কি হইবে? কেন অনর্থক বিপদকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন? যখন এই ভারতবর্ষের কি হিন্দু কি মুসলমান সকল নৃপতিই মোগলের প্রচণ্ড বাহুবলে পরাহত হইয়া পড়িয়াছে, তখন আপনি কি মনে করিতেছেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন? আপনার সেনা ও অর্থবল কোথায়? যদি তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেই সকল দিক্ রক্ষা হয়, তবে তাহাতে ক্ষতি কি? তাহা হইলে আপনার রাজ্যধন, গৌরবসম্ভ্রম সমস্তই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এমন কি হয়ত সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া আপনার রাজ্যবৃদ্ধি ও করিয়া দিতে পারেন।" এই সকল ভীরুসুলভ হীনজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণা অমরসিংহ মনে মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয় তখন এত আলস্যপরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার ইচ্ছা হইলেও তিনি সেই সমস্ত পাপবাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ফলতঃ তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যাবধারণে নিতান্ত বিমূঢ় হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সেই

বিমূঢ় ও নিরুৎসাহ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে দেখিয়া মিবারের সর্দ্দারগণ দারুণ অভিতপ্ত হইলেন। তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া "অমরমহলে" উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আপতিত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভার্থে প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। সামন্ত-শিরোমণি চন্দাবৎ বীর রাণার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভীমগম্ভীরস্বরে কহিলেন "মহারাজ! আপনি কি এইরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন;—পিতৃসত্য পালন করিবেন? বীরপূজ্য প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র হইয়া আপনি কি এইরূপে আপনার পবিত্র কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন? ভাবিয়া দেখুন আপনি কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—কাহার শোণিত আপনার ধমনী-মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। দেশবৈরী প্রচণ্ড মোগলশত্রু সর্ব্বসংহারকবেশে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান, আপনি কি না নিকৃষ্ট চাটুকার দলে পরিবৃত হইয়া ভীরু, কাপুরুষ ও নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় কালহরণ করিতেছেন! আপনার সম্মুখে চক্ষের উপর দুরাচার মুসলমানগণ আপনার রাজ্য ছারখার করিয়া দিবে, আপনার প্রজাদিগকে নিপীড়ন করিবে, রাজপুতের জীবনের জীবনস্বরূপিণী রাজপুত মহিলাদিগকে কলঙ্কস্পর্শে কলঙ্কিত করিয়া দিবে; আপনি তাহা কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে সহ্য করিবেন! ধিক্ আপনার রাজ্যে—ধিক্ আপনার ঐশ্বর্য্যে—ধিক্ আপনার উচ্চতম কুলগৌরবে! যদি পিতৃপুরুষগণের পবিত্র শুভ্র যশোভাতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিবেন, তবে এই পবিত্রতম শিশোদীয় কুলে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?"

বীরবর শালুম্ব্রা-সর্দ্দারের এই তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত সকলেরই হৃদয় ঘোরতর প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে রাণা অমরসিংহের জড়ভাব অণুমাত্রও বিদূরিত হইল না! দারুণ রোষ ও অভিমানভরে চন্দাবৎ বীরের সর্ব্বাঙ্গ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সভাগৃহের সম্মুখভাগেই একখানি য়ুরোপীয় সুদৃশ্য প্রকাণ্ড দর্পণ স্থাপিত ছিল। রোষতপ্ত শালুম্ব্রা-সর্দ্দার নিকটে আর কিছু না দেখিয়া গালিচার কোণস্থিত একটা বৃহৎ শিলাখণ্ড লইয়া প্রচণ্ড তেজে সেই দর্পণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই শোভনীয় মুকুর অচিরে চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া গেল। তদনন্তর চন্দাবৎ বীর অমরসিংহের দক্ষিণ বাহু ধারণ পূর্ব্বক অকস্মাৎ তাঁহাকে রাজাসন হইতে নিম্নে অবতারিত করিলেন এবং তীব্র অথচ গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন "সর্দ্দারগণ! শীঘ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রতাপসিংহের পুত্রকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা কর।" শালুম্ব্রাপতির এইরূপ আচরণে রাণা মনে মনে দারুণ অভিতপ্ত হইলেন; এবং তাঁহাকে "রাজদ্রোহী" ও "রাজাবমানকারী" বলিয়া বারবার তিরস্কার করিলেন; কিন্তু বিবেকবান্ চন্দাবৎ সর্দ্দার তাহাতে তিলমাত্রও মর্ম্মপীড়িত হইলেন না। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, নিজ কর্ত্তব্যসাধনের জন্য তাঁহাকে সেইরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছে; সুতরাং তাহাতে তাঁহার দোষ কি? বাস্তবিক শালুম্ব্রাপতি নিজ কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছিলেন। তিনি যদি সেরূপ উপায় অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে অমরসিংহের যে, শোচনীয় দুর্গতি সংঘটিত হইত, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে

পারে। তাঁহার সমভিব্যাহারী সর্দ্দারগণও তদীয় কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে চন্দাবৎ বীরের সহিত একমত হইয়া রাণাকে অশ্বারোহণ করিতে কহিলেন। রাণার হৃদয়ে তখনও রোষানল দারুণ তেজে প্রজ্জলিত। সে রোষানল সম্বরণ ও তাহার প্রতিবিধান করিতে না পারাতে, তাঁহার অপাঙ্গ দিয়া অনর্গল অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি সে অশ্রুজল কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়াই তিনি অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। মিবারের তেজস্বী সর্দ্দার ও সামন্তগণ তাঁহার সেরূপ মনোবিকারের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া সদলে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। অধুনা মিবারের যেস্থলে জগন্নাথদেবের একটী মন্দির স্থাপিত রহিয়াছে, রাণা অমরসিংহ সেই স্থলেই আসিয়া আপনার ঘোর মনোবিকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেবিষয়ে তিনি আপনিই সম্পূর্ণ অপরাধী। এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হওয়াতে রাণা স্বীয় ব্যবহার স্মরণ করিয়া মনে মনে আপনাকে শত সহস্র ধিক্কার দান করিলেন। অনতিবিলম্বেই মিবারের বর্ত্তমান অবস্থার নিবিড় প্রতিচ্ছায়া রাণার মানসদর্পণে প্রতিফলিত হইল; প্রচণ্ড শত্রু করাল বেশে শিয়রে দণ্ডায়মান। শিয়োদীয়কুলের যে গৌরবসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য রাণা প্রতাপসিংহ দীর্ঘকাল ধরিয়া তত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, সে গৌরব-সম্ভ্রম আজি ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহাতে কি রাণার নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য? রাণা বুঝিতে পারিলেন যে, কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া তিনি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা নিরাকৃত করিবার আর উপায় নাই। এক্ষণে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ভিন্ন উপস্থিত সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভের উপায়ান্তর নাই। যে স্বল্পসংখ্য সৈন্য তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে যাইতেছে, তাহাদের হৃদয় অসীম উৎসাহে প্রোৎসাহিত; কিন্তু সেই প্রোৎসাহিত হৃদয় যদি রাণার উদ্দীপনা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যে, তাহা শতগুণে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, রাণা অমরসিংহ তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন না। আত্মকৃত অপরাধের জন্য সকলেরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তিনি আপন গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে শালুম্ব্রাপতিকে বলিলেন, "শালুম্ব্রা-সর্দ্দার! আপনি শিশোদীয়কুলের যথার্থ হিতকারী; আমাকে মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়া আপনি প্রকৃত বীরেরই কার্য্য করিয়াছেন; এজন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। প্রতাপসিংহ লীলাসম্বরণ করিয়াছেন; কিন্তু প্রতাপসিংহের পুত্র এখনও জীবিত আছে, চলুন সমরাঙ্গণে শত্রুসম্মুখে চলুন, দেখিবেন অমরসিংহ প্রতাপসিংহের উপযুক্ত আত্মজ কি না।" রাণার উৎসাহদর্শনে সামন্ত, সর্দ্দার সৈনিকদিগের হৃদয় আরও দ্বিগুণ তেজে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল। সকলে হৃদয়োত্তেজক সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া রণবাদ্যের গগনবিদারী নাদে মিবারের গিরিপ্রদেশ কাঁপাইতে কাঁপাইতে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইলেন। শত্রুকুল

তখন দেবীর নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। রণোন্মত্ত রাজপুতগণ অপ্রতিহত প্রভাবে একবারে সেই দেবীরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। খাঁখানানের ভ্রাতা মোগলসেনাদলের অধিনেতৃত্বে নিযুক্ত ছিল। রাজপুতদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে অচিরে তাঁহাদিগের অভিমুখে আপন সেনাদল পরিচালিত করিল। সেই দেবীর-পর্ব্বতপ্রদেশের প্রশস্ত গিরিবর্ত্মের উপরিভাগে হিন্দুমুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রাজপুতগণ রাণা অমরসিংহের উদ্দীপনায় উন্মাদিত হইয়া স্বদেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বিস্ময়কর বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষ অতিভয়াবহ সংগ্রাম করিল; উভয়দলে অনেক সৈনিক নিপাতিত হইল। কিন্তু শীঘ্র কোন পক্ষেরই জয়পরাজয়ের কিছুই মীমাংসা হইল না। মধ্যাহ্নকাল অতীত। দিবাকর মধ্যগগন পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদিকে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার প্রখরতার কিছুমাত্র হ্রাস নাই। তাঁহার প্রচণ্ড তেজ তখনও প্রদীপ্ত অনলকণা বর্ষণ করিতেছিল। মোগলের কামানসমূহ বিকট গর্জ্জন করিয়া নিবিড় ধূমপটল দ্বারা সেই জলন্ত ও দীপ্যমান্ মার্ত্তণ্ডের প্রখর ময়ূখমালা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যেন প্রলয়পয়োদজালে সমগ্র ভুবন সমাচ্ছন্ন। মুহূর্ত্তের জন্য কিছুই নয়নগোচর হইল না। রণবীর রাজপুতগণ সেই গভীর ধূমরাশি ভেদ করিয়া হৃদয়স্তম্ভন সিংহনাদের সহিত মোগলদিগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সে প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া মোগলসৈনিকগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ সৈনিকই বিজয়ী রাজপুতদিগের হস্তে নিপাতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে সমস্ত দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর রাণা অমরসিংহ বিশাল যবন-বাহিণীর উপর জয়লাভ করিয়া সগৌরবে স্বনগরে প্রত্যাগত হইলেন।

সম্বৎ ১৬৬৪ (খৃঃ ১৬০৮) অব্দে প্রসিদ্ধ দেবীর-ক্ষেত্রে উক্ত মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। যে রণবিশারদ রাজপুতবীরগণের অদ্ভুত বিক্রমপ্রভাবে মুসলমান সেনা পরাভূত হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে রাণার পিতৃব্য বীরবর কর্ণই বিশেষ পরাক্রান্ত। তাঁহারই অপূর্ব্ব বাহুবল ও সুন্দর রণকৌশলের গুণে অমরসিংহ জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত বীরবর কর্ণ হইতেই বিশাল কর্ণাবৎ গোত্র সমুদ্ভূত হইয়াছে। রাজপুতের বাহুবলে অসীম মোগল-অনীকিনী পরাভূত হইল বটে; কিন্তু তাহাতে মোগলসম্রাট কিছুমাত্রই নিরুৎসাহ হইলেন না; বরং সে পরাজয়ে তাঁহার প্রচণ্ড বিদ্বেষবহ্নি ও যুদ্ধপিপাসা যেন শতগুণে প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। এক বৎসর পরেই সম্বৎ ১৬৬৬ অব্দের বসন্তকালে তিনি আবার একটী ভীষণতর যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আবহুল্লা নামক সেনাপতির অধিনেতৃত্বে মোগলবাহিনী চালিত করিতে আদেশ করিলেন। মোগল সেনাপতি আবহুল্লা আপনার বিশাল সেনাবল দর্শনে মনে মনে অসীম আশা পোষণ করিতে করিতে রাণা অমরসিংহকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাণাও তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে সদলে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। রণপুর নামক প্রশস্ত গিরিবর্ত্মে উভয়দলে পরস্পরের

সম্মুখীন হুইয়া দণ্ডায়মান হইল। ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রণবিশারদ তেজস্বী রাজপুত বীরগণ স্বদেশ-প্রেমিকতার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অদ্ভুত বিক্রমসহকারে মোগল-সেনাব্যূহ ভেদ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইল। মোগলদিগের বিরাটব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া মোগল সৈন্যকে দলিত, বিত্রাসিত ও উৎসাদিত করিতে করিতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় সমগ্র মোগলসেনাই নিপাতিত হইল। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যই প্রাণ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে পারিল। ফাল্গুনমাসের সপ্তম দিবসে * এই ভীষণতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সেই দিবস শিশোদীয়কুলের নির্ব্বাণোন্মুখ তেজোবহ্নি একবার প্রচণ্ড তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; মিবারের গৌরবগরিমা একবার জলন্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সেইদিন গিহ্লোটকুলের বীরত্ব-বিস্ফুরণের একটী প্রসিদ্ধ দিন। সেইদিন গিহ্লোটকুল-কেশরী বীরবর বাপ্পারাওলের লোহিত বিজয়-বৈজয়ন্তী অনেক দিনের পর আর একবার বিশাল গদবার-রাজ্যের চতুঃসীমায় সমুদ্যত হইয়াছিল। যে কতিপয় রাজপুত বীর স্বদেশ-প্রেমিকতার পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই দিন—সেই পুণ্যতীর্থ রণপুরক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামাবলি স্বদেশ-প্রেমিক বীরগণের পবিত্র তালিকায় স্থান পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য †।

দেবীর ও রণপুর মিবারের অন্যান্য পুণ্যতীর্থের ন্যায় অতি পবিত্রস্থল বলিয়া পরিগণিত। সেই দুইটী যুদ্ধক্ষেত্রতেই উপর্য্যুপরি পরাজিত হওয়াতে সম্রাট অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। কতিপয়মাত্র রাজপুত কি প্রকারে যে, তাঁহার বিশাল অনীকিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করিল, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাতে তিনি অণুমাত্রও নিরুৎসাহ হইলেন না। সেই পরাজয়ের বৃত্তান্ত যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার রোষ ও জিঘাংসা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এবার তিনি একটী প্রচণ্ড সেনাদল সজ্জিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই প্রচণ্ড সেনাদলকে মিবারের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবার পূর্ব্বে সম্রাট জাহাঙ্গির একটী নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া রাণার বলক্ষয় করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সম্রাট যে, হিন্দুদিগের বদ্ধমূল সংস্কার বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন, তাঁহার সেই কৌশলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণ প্রতীত হইতে পারিবে। কিন্তু তাঁহার সে কৌশল আদৌ সুফলপ্রদ হয় নাই। রাণার সহায়বল ক্ষয় করিবার অভিপ্রায়ে সম্রাট জাহাঙ্গির চিতোরে আর

---

* ফেরিস্তাগ্রন্থে অন্য সময়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, খুরমের যুদ্ধ যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বেই উক্ত সমরব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ফেরিস্তার উক্ত বিবরণ যে, কতদূর সত্য, তদ্বিষয়ে মহাত্মা টড সাহেব সন্দেহ করিয়াছেন।

† সেই সমস্ত রাজপুতবীরের নাম নিম্নে প্রকটিত হইল। দেবগড়ের দুদো সঙ্গাবৎ; নারায়ণদাস; সূর্য্যমল্ল; ঐশকর্ণ;—ইঁহারা সকলেই শিশোদীয় এবং প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দার। শক্তাবৎ সর্দ্দার ভগসিংহের পুত্র পূর্ণমল্ল; রাঠোর হরিদাস; সত্রিপতি ঝালা ভূপত; কহিরদাস কচ্ছাবহ; বৈদলার চৌহান কেশবদাস; মুকুন্দদাস রাঠোর এবং জয়মলোট।

একজন রাজপুতকে "রাণা" নামে অভিষেক করিলেন। সেই রাজপুতের নাম সাগরজি। সাগরজীর বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। এই পাষণ্ড রাজপুতকুলাঙ্গারই শিশোদীয়কুলে কলঙ্কার্পণ করিয়া আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। জাহাঙ্গির স্বহস্তে সাগরজীকে অভিষেক করিয়া রাজবেশ এবং খড়্গে সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। তদনন্তর নবীন রাণা একটী মোগলসেনাদল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া চিতোরের ধ্বংসরাশির মধ্যে রাজত্ব করিতে অগ্রসর হইলেন। দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানদিগের কঠোরতম প্রপীড়নে চিতোরের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যগৌরব যদিও অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহা যে স্বল্পপরিমাণে অবশিষ্ট ছিল, তাহাও সামান্য নহে। সান্ধ্যগগনের শেষ রশ্মিরেখার ন্যায় সেই প্রণষ্টগৌরবের ক্ষীণ অবশেষ বর্ণন করিয়া স্যার টমাস রো-নামা প্রসিদ্ধ ইংরাজদূত রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয় *।

রাজপুতকুলাঙ্গার সাগরজী আপনার পিতৃপুরুষদিগের প্রণষ্ট গৌরবের ধ্বংসরাশির উপর ক্ষণভঙ্গুর সিংহাসন স্থাপন করিলেন। দগ্ধমরুশ্মশান তুল্য চিতোরপুরী একপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইল। কিন্তু সম্রাট যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাগরজীকে চিতোরে অভিষেক করিলেন, তাহা আদৌ সফল হইল না। কেননা কোন মিবারবাসীই রাণা অমরসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করিল না; কেহই একবার কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াও সাগরজীকে দেখিতে আসিল না। অতি কষ্টে, বিষম মনোবেদনায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হতভাগ্য সাত বৎসর কাল চিতোরে অবস্থিতি করিল। আপনার দুরবস্থাদর্শনে সে আপনিই মনে মনে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইল। যে চিতোরপুরীকে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ আপনাদিগের বাহুবলপ্রভাবে হস্তগত করিয়াছিলেন, আজি একজন যবনের অনুগ্রহে সে তাহাতে অভিষিক্ত হইল। অভিষিক্ত হইয়াই বা কি ফলোদয় হইল?

---

* "চিতোর একটী প্রাচীন মহানগরী। ইহা একটী কঠিন পর্ব্বতের শিরোদেশে স্থাপিত,—চারিদিক দশ মাইল ব্যাপী প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। আজিও ইহাতে শতাধিক ভগ্ন দেবালয় এবং অনেকগুলি মনোরম প্রাসাদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত দেবালয় ও প্রাসাদবাটিকা আজি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বটে; কিন্তু সেই ধ্বংসরাশির মধ্য হইতেও ইহাদের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রস্তরোৎকীর্ণ অসংখ্য সুন্দর সুন্দর স্তম্ভ সুশৃঙ্খল ভাবে সংস্থাপিত। পর্য্যবেক্ষণদ্বারা ইংরাজগণ যতদূর অনুমান করিতে পারেন, তাহাতে নিশ্চয় বোধগম্য হইতেছে যে, চিতোরের মধ্যে অন্যূন লক্ষ প্রস্তর বাটিকা আছে। নগরের উপরিভাগে আরোহণ করিবার কেবল একটী মাত্র সোপান আছে; সেই সোপান কঠিন গিরিগাত্রে খোদিত; সেই সোপানে আরোহণ করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে চারিটী দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। চিতোরের বর্ত্তমান অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে 'জুম' ও 'ওহিম' এবং বন্য পশু ও পক্ষিগণই প্রধান। শ্রীবৃদ্ধির সময় চিতোরের যে সৌন্দর্য্য গৌরব ছিল, আজি ইহার বিপুল ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে সেই সৌন্দর্য্যগৌরবের স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতি 'রাণার' নিকট হইতে ইহা বিজিত হইয়াছিল। সেই বিজিত হিন্দু নরপতি এবং তাঁহার বংশধরগণ সেইসময় হইতে নগরী পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ গিরিপ্রদেশের অভ্যন্তরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আকবর পাদশা (যে সম্রাটের শাসনকালে আমি এতৎ প্রদেশে উপস্থিত ছিলাম, তাঁহারই পিতা) ইহা তাঁহার নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধের পর নগরবাসিগণ অনাহারে মৃতপ্রায় হইলে আকবর এই নগরীকে হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন; সেরূপ ঘটনা না হইলে, তিনি কখনই চিতোর জয় করিতে পারিতেন না।"

পদে পদে সজাতীয়গণের ঘৃণা ও বিদ্বেষ-বিষ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইতেছে। তাহার আপনার সামর্থ্য নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই, স্বাধীনতা নাই। মোগলসম্রাটের প্রসাদ-ভোগী হইয়া সেই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার সেই রূপেই তাহা রক্ষা করিতে হইবে। তবে তাহার এ সিংহাসনে লাভ কি?—ইহাত কেবল বিড়ম্বনামাত্র। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তায় নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া হতভাগ্য সাগরজি মুহূর্তের জন্য সুখ অনুভব করিতে পাইত না। সে কোথায়ও একদণ্ড ধরিয়া স্থির থাকিতে পারিত না। চিতোরের যে বস্তু সে দেখিতে পাইত, তাহাতেই তাহার হৃদয়ে নানা যন্ত্রণাময়ী চিন্তার উদয় হইত। সেই সকল চিন্তার বিষদংশনে সে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িত; আপনার কাপুরুষতা ও রাজসম্মানকে শতসহস্র ধিক্কার দান করিত। গৃহের অভ্যন্তরে শান্তিসম্ভোগ করিতে পারিত না বলিয়া, সে সময়ে সময়ে সৌধশিরে আরোহণ করিত; কিন্তু হতভাগ্যের কোথাও শান্তি নাই। ছাদের উপরে যাইলেও তাহার যন্ত্রণা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিত। সেই উচ্চ সৌধ-শিখর হইতে যখন চিতোরের গৌরবস্তম্ভগুলিকে দেখিতে পাইত, তখন তাহার আর সংজ্ঞা থাকিত না; চারিদিক শূন্যময় এবং সমগ্র সংসার অন্ধতম নরক-কূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দুবিদ্বেষী নৃপতির উপর জয় লাভ করিয়া সেই সকল গৌরবস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, তৎ সমুদায়কে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কতবার আপনাদিগের হৃদয়শোণিত অম্লানবদনে নিঃসারিত করিয়াছেন; কিন্তু আজি কিনা সে সেই সকল গৌরবস্তম্ভকে কলঙ্কিত করিয়া আপন পিতৃপুরুষদিগের পবিত্র যশোভাতি মলিন করিবার উদ্যোগ করিতেছে! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! এই পরিতাপে হতভাগ্য সাগরজির হৃদয় অনুদিন বিদগ্ধ হইতে লাগিল। সে যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিত, সেইদিক হইতেই যেন পিতৃপুরুষদিগের ভ্রূকুটি দেখিতে পাইত; যেস্থলে গমন করিত, যেন তাঁহাদিগের অসংখ্য মুণ্ড পদদলিত করিয়া যাইত। এইরূপ অগণ্য বিভীষিকায় নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া সাগরজী একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যে সময়ে তাহার হৃদয় উক্তরূপে আলোড়িত হইয়াছিল, সেই সময়ে একদা গভীর নিশীথকালে ভীমাকার ভৈরব তাহার নয়নসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কর্কশস্বরে বলিয়াছিলেন "দুরাচার! রাজপুতাধম! এ পাপরাজ্য এখনই পরিত্যাগ কর, নতুবা তোর কিছুতেই মঙ্গল হইবে না।" যাহা হউক, যে কারণ বশতঃই হউক, অনুতপ্ত সাগরজী চিতোরপুরীতে আর থাকিতে পারিল না। সে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহকে আহ্বান করিয়া চিতোরের রাজ্যভার সমস্তই তৎকরে সমর্পণ করিল এবং বিষময় দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিজন কন্দর * গিরিশৃঙ্গে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও সে শান্তিলাভ করিতে পারিল না। কিছুকাল পরে সম্রাটের অনুমতিক্রমে সে রাজসভায় উপস্থিত হইলে, জাহাঙ্গির তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করেন। সেই কঠোর তিরস্কার বিষদিগ্ধ তীব্র শরজালের ন্যায় তাহার অনুতাপদগ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

* কন্দর একটী বিচ্ছিন্ন শৈল। ইহা পার্ব্বতী ও চম্বলের সঙ্গমস্থল এবং প্রসিদ্ধ রন্থম্বর দুর্গের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগে অবস্থিত।

ভীষণ যন্ত্রণায় সে একবারে অধীর হইয়া পড়িল এবং সেই সভাস্থলেই সর্ব্বসমক্ষে আপন ছুরিকাদ্বারা হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া সম্রাটের চক্ষের উপর প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল *। মাতা বসুমতী একটী গুরুতর পাপভার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

অমরসিংহ স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের পবিত্র লীলানিকেতন চিতোরপুরী পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সহায় নাই—সম্বল নাই। তবে কিসের সাহায্যে সেই চিতোরপুরীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? যাহা হউক, চিতোর পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন; সেই সঙ্গে প্রাণাদপি গরীয়সী স্বর্গীয় স্বাধীনতাও চিরকালের জন্য হারাইলেন। রাণা যদ্যপি সেই চিতোরের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর না করিতেন; যদি গিহ্লোট বীরগণের চিরপ্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্কটকালে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতপ্রদেশের দুর্গম নিলয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিতেন, এবং তাহার মধ্যভাগ হইতে শত্রুদিগকে নিপীড়ন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি সেই স্বাধীনতা-রত্ন হইতে বঞ্চিত হইতেন না; বোধ হয় তাহা হইলে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও আপনার বীরপূজ্য পিতার ন্যায় গৌরবের সহিত জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইল না। দূরদর্শী অমরাত্মা প্রতাপসিংহের ভাবীদর্শন অচিরে কার্য্যে পরিণত হইল; অচিরে গিহ্লোটকুলের পবিত্রতম অমূল্য স্বাধীনতা-রত্ন চিরকালের জন্য অপহৃত হইল! চিতোরনগর পুনঃপ্রাপ্ত হইলে রাণা অমরসিংহ মিবারের অন্যূন অশীতি দুর্গ ও নগর হস্তগত করিতে সক্ষম হইলেন। সেই সকলের মধ্যে অন্তলা দুর্গ যেরূপে তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ এস্থলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে; সুতরাং আমরা তাহা প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উক্ত গিরিদুর্গ-জয়-কালে মিবারের দুইটী শ্রেষ্ঠ সামন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংঘটিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই।

জাহাঙ্গিরের ভীষণ তৃতীয় সমরোদ্যোগবৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাণা অমরসিংহ যথাসাধ্য সেনাবল উপচয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু মোগলদিগের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া তিনি আরও কয়েকটী নগর ও পল্লী মোগলগ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন। যুদ্ধযাত্রার সমস্ত আয়োজন স্থির হইয়াছে, এমন সময়ে সেনাদলের সম্মুখ-রক্ষণভার লইয়া চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদিগের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল। চন্দাবৎগণ জ্যেষ্ঠ, এতদিন তাঁহারাই সেই সম্মান সম্ভোগ করিয়া আসিতে ছিলেন; কিন্তু শক্তাবৎগণ প্রচুর পরাক্রমশালী হওয়াতে আপনাদের বিক্রমোৎকর্ষের হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া "হিরোল" † পরিচালনের ক্ষমতা অধিকার করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। রাণার উভয় সঙ্কট উপস্থিত। কোন্ সম্প্রদায়ের হস্তে যে সেই সম্মান সমর্পণ করিবেন, তাহা তিনি কিছুই স্থির করিয়া

* এই সাগরেরই কুলাঙ্গার তনয় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যবন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল; তাহার নাম মহব্বৎ খাঁ। জাহাঙ্গিরের শাসনকালে মহব্বৎ খাঁই সাহসিকতম সেনাপতি।

† সেনাদলের সম্মুখভাগকে হিরোল কহে।

উঠিতে পারিলেন না। একদলকে সম্মানিত করিলে অপর দল ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। অথচ উভয় সম্প্রদায়েরই আনুকূল্য ব্যতীত ভবিষ্যদ্-বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, মন্ত্রীদিগের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন; কিন্তু কিছুই স্থিরীকৃত হইল না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া বিবদমান সামন্তদ্বয় অবশেষে অসির সাহায্যে সেই কূট সমস্যার মীমাংসা করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এমন সময়ে রাণা অমরসিংহ আপনার সদুপায় স্থির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যে দল অগ্রে অন্তলা দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহারাই 'হিরোল' রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইবে।" রাণার এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণ সকল প্রকার তর্কবিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া অন্তলাদুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিল।

রাজধানীর নয় ক্রোশ পূর্ব্বে উক্ত অন্তলা দুর্গ অবস্থিত। অন্তলা একটী উচ্চভূমির শীর্ষদেশে সংস্থিত; ইহার চারিদিক উচ্চ প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিত; প্রাকার পাষাণময়। তাহার উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে এক একটী গোলাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রক্ষকশালা। প্রাচীরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া একটী তরঙ্গিনী প্রবাহিতা। অন্তলার মধ্যস্থলে দুর্গরক্ষকের অট্টালিকা অবস্থিত;—সে অট্টালিকাও পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত *। অন্তলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার শুদ্ধ একটী মাত্র দ্বার।

উষার রক্তিমরাগে পূর্ব্বগগন রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে বিবদমান সামন্তদ্বয় আপন আপন সেনাদল লইয়া অন্তলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এতদিন তাঁহারা যে বিক্রমে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন, আজি যশোলিপ্সা কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া সেই বিক্রমের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিবার জন্য কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অন্তলাদুর্গ যবন কর্তৃক অধিকৃত; যে বীর সেই যবনকে সংহার করিয়া অন্তলা উদ্ধার করিতে পারিবেন, আজি তিনিই গৌরবের হেমমুকুট মস্তকে ধারণ করিবেন, আজি তাঁহারই হস্তে মিবারের সেনাদলের সম্মুখ-রক্ষণ-ভার অর্পিত হইবে। প্রচণ্ড উৎসাহ ও জীগিষা বৃত্তিদ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া আজি মিবারের দুইটী প্রধানতম সামন্তদল মিবারপতির একটী কঠোর পণ্য পরিপূরণ করিতে ধৃতব্রত হইলেন। ভট্টকবি উদাত্তস্বরে বীণা বাঁধিয়া তাঁহাদের মঙ্গলগীত গাহিলেন; রাজপুত মহিলাগণ সেই স্বরে আপনাদের কোকিলকণ্ঠস্বর মিলাইয়া তাঁহাদিগকে দ্বিগুণতর উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন।

সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন, তাঁহার উদ্ভিন্ন রশ্মিরাজি বৃক্ষশিরে ও সানুশিখরে ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময়ে শক্তাবৎগণ অন্তলার দ্বার-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শত্রুদিগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যবনগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্রভাবে প্রাচীরশীর্ষে দণ্ডায়মান হইল। তখন উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে চন্দাবৎগণ পথ ভুলিয়া একটী প্রকাণ্ড

* মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, সে দুর্গ এক্ষণে বিধ্বস্ত; কেবল প্রাচীর ও কয়েকটী সৌধ অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে।

জলাভূমির মধ্যে যাইয়া পড়িয়াছিল। সেই দুর্নির্গম প্রদেশ হইতে বহির্গত হইবার পথ না পাইয়া তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল, এমন সময় একজন মেষপালকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মেষপালক তাহাদিগের পথ প্রদর্শক হইয়া অল্পকালের মধ্যেই অন্তলাদুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইল। চন্দাবৎগণ প্রজ্ঞাবশতঃ আপনাদিগের সহিত দারুনির্ম্মিত কয়েকখানি সোপান আনয়ন করিয়াছিল। সেই সমস্ত সোপান দুর্গপ্রাচীরে সংলগ্ন করিয়া চন্দাবৎ সর্দ্দার প্রাকারোপরি উঠিতে লাগিলেন। কিন্তু যবননিক্ষিপ্ত গোলকের প্রহারে তিনি সোপানস্খলিত হইয়া প্রাচীরতলে পড়িয়া গেলেন। বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে হিরোলচালন-ভার লেখেন নাই! ক্রমে উভয় দলেরই প্রচণ্ডগতি প্রতিরুদ্ধ হইল। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণ মুহূর্ত্তমাত্র নিরস্ত হইয়া আবার ভীম বলসহকারে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শক্তাবৎ সর্দ্দার একটী প্রকাণ্ড রণমাতঙ্গপৃষ্ঠে সমারূঢ় ছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি রুদ্ধ দুর্গদ্বার প্রতি সেই গজরাজকে তাড়িত করিলেন। ঘোরতর বৃংহননাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রচণ্ড রণমাতঙ্গ সেই দ্বার প্রতি ভীষণ বলসহকারে প্রধাবিত হইল। কিন্তু তাহার কবাটগাত্রে অগণ্য তীক্ষ্ণ লৌহশঙ্কু সমুদ্যত থাকাতে মাতঙ্গের সকল চেষ্টা বৃথা হইয়া গেল। সে কিছুতেই সেই দ্বার ভগ্ন করিতে পারিল না। অনেক শক্তাবৎ বীর সেই দ্বার ভগ্ন করিতে গিয়া শত্রুহস্তে নিপাতিত হইল; কিন্তু শক্তাবৎসর্দ্দার কিছুতেই নিরুৎসাহ হইলেন না। অকস্মাৎ গগনমণ্ডল বিদারিত করিয়া চন্দাবৎ-পক্ষ হইতে ঘোরতর জয়নিনাদ সমুত্থিত হইল। শক্তাবৎ সর্দ্দারের হৃদয় কম্পিত হইল! অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি আপন মাতঙ্গপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই কবাটগাত্রস্থিত তীক্ষ্ণ লৌহ কীলকসমূহের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া মাহুতকে উন্মত্তভাবে চীৎকার করিয়া বলিলেন "হস্তীকে আমার বিরুদ্ধে তাড়াইয়া আন্, নতুবা এখনই তোর মস্তকচ্ছেদন করিব।" গজপাল প্রভুর আদেশ পালন না করিয়া থাকিতে পারিল না। ভীষণ অঙ্কুশতাড়নে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া হৃদয়স্তম্ভন রবে চীৎকার করিতে করিতে সেই প্রচণ্ড গজরাজ কঠোর বলসহকারে সেই রুদ্ধ দুর্গদ্বারের উপর পতিত হইল। তাহার ভীষণ বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কবাটযুগল খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; অমনি সেই সঙ্গে শক্তাবৎ সর্দ্দার ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন! কিন্তু তাহাতে তাঁহার সৈনিকগণের ভ্রূক্ষেপ নাই! দলপতি পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইলেন, তাঁহার শবদেহ ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত; তাহারা সেদিকে একবারও দৃক্‌পাত করিল না; সেই ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ পদতলে দলিত করিয়াই তাহারা প্রচণ্ডবেগে উন্মুক্ত দ্বারপথে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল! কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াও শক্তাবৎ সর্দ্দার আপন সম্প্রদায়ের জন্য সেই দিবসের সম্মান লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার সৈনিকগণ অন্তলাদুর্গে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দাবৎ সর্দ্দারের শবদেহ দুর্গের উপরিভাগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আত্মোৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে তিনি চন্দাবৎদিগের যে জয়নিনাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়েই উত্থিত হইয়াছিল। শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলকের প্রহারে

চন্দাবৎ সর্দ্দার দুর্গতলে পতিত হইলে তাঁহার অব্যবহিত নিম্নপদস্থ অপর সর্দ্দার চন্দাবৎদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম "বান্দা ঠাকুর" অর্থাৎ ক্ষিপ্ত সর্দ্দার। যেসমস্ত বীরগণ অতি কঠোরতম বিপদকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, আবশ্যক হইলে যাঁহারা প্রচণ্ড ব্যাঘ্রের সহিতও মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, যাঁহাদের হৃদয়ে মায়ামমতা কিছুই নাই, বান্দাঠাকুর তাঁহাদেরই অন্যতম। তিনি যেরূপ বীর, সেইরূপ তেজস্বী ও নির্ভীক। যখন চন্দাবৎসর্দ্দারের শবদেহ দুর্গের পাদতলে বিলুণ্ঠিত হইল, তখন বান্দাঠাকুর একখানি উত্তরীয়দ্বারা জড়াইয়া সেই মৃতদেহ আপনপৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক দুর্গপ্রাচীরে আরোহণ করিলেন এবং হস্তস্থ ভীষণ শেল দ্বারা যবনদিগকে সংহার করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সর্দ্দারের শবদেহ অন্তলার দুর্গশিরে নিক্ষেপ করিলেন। "হিরোল! হিরোল! চন্দাবৎগণ হিরোল পাইলেন।" মুহূর্ত্তের মধ্যেই উন্মত্ত চন্দাবৎ সর্দ্দার চীৎকারস্বরে এই বাক্য বলিয়া উঠিলেন। অন্তলাদুর্গের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হইয়া ইহা অনন্তগগন পথে উত্থিত হইল। তাহাতে সমগ্র প্রকৃতি কাঁপিয়া উঠিল। বান্দাঠাকুরের প্রচণ্ডবাহুবল সমক্ষে মোগলগণ নিপতিত হইল। যে দুইচারি জন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছিল, তাহারাই রক্ষা পাইয়াছিল। মিবারের জয়পতাকা অচিরে অন্তলার দুর্গশিরে উড্ডীন হইল *। শক্তাবৎ সর্দ্দার অধোবদনে স্বদল লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। "হিরোল"-বহনের ভার চন্দাবৎ দলেরই রহিল। এই প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লবে—এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অনেকগুলি সৈনিক, সেনানী ও সর্দ্দার অন্তলার দুর্গসম্মুখে পতিত হইয়াছিলেন। প্রয়োজন বোধে এস্থলে আমরা শক্তাবৎদিগের উৎপত্তি-বিবরণ প্রকটিত করিলাম।

রাণা উদয়সিংহ সর্ব্বসমেত চতুর্বিংশতি তনয় লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শক্তসিংহ দ্বিতীয়। শক্তসিংহ আশৈশব অতি তেজস্বী ও নির্ভীক। সেই শৈশবের সুকুমার অবস্থাতেই তাঁহার যৌবনের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার উজ্জ্বল রেখাপাত হইয়াছিল। বর্ণিত আছে, শক্তসিংহের কোষ্ঠিপত্রিকা প্রস্তুত করিবার সময় দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "শক্ত মিবারের কলঙ্কস্বরূপ হইবেন।" দৈবজ্ঞ-কথিত এই ভাবীনির্দ্দেশ যথার্থ ফলবান্ হইয়াছিল। যাহা হউক, রাণা উদয়সিংহ তদবধি শক্তসিংহের প্রতি অত্যন্ত বীতরাগ

---

* সঙ্গাবৎদিগের ভট্টকবি অমরচাঁদ মহাত্মা টড সাহেবের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। সাহেব তাঁহার নিকটে যে, একটী গল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইল। কথিত আছে, যখন রাজপুতগণ কর্ত্তৃক অন্তলাদুর্গ বিজিত হয়, তখন দুইটী প্রসিদ্ধ মোগল সেনাপতি অবহিত মনে মোহিনী 'দাবা' খেলায় গভীর নিমগ্ন ছিল। সৈনিকগণ তাহাদিগকে আপতিত বিপদের বিষয় বিজ্ঞাপন করিল। কিন্তু তাহারা এত ঘোরতর রূপে মত্ত হইয়াছিল যে, সৈনিকদিগের কথায় কর্ণপাত করিল না। ক্রমে বিজয়ী রাজপুতদিগের গগনবিদারী জয়নিনাদ ঘন ঘন উত্থিত হইতে লাগিল; তথনও সংজ্ঞা নাই! তাহারা উভয়েই পরস্পরের রাজা মারিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। অবশেষে রাজপুতগণ ভীষণ বেশে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইল; তখন তাহারা নম্রবচনে নিবেদন করিল, "অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের খেলার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।" রাজপুতগণ তাহাতেই সম্মত হইল; কিন্তু তাহাদিগের খেলা ভাঙ্গিল না দেখিয়া তাহারা হতভাগ্যদ্বয়কে সংহার করিল।

হইয়াছিলেন; কিন্তু অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া তিনি তখন স্বীয় তনয়ের প্রতি কোনরূপ অসদাচরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি। নির্ভীক শক্তসিংহ কালক্রমে পিতার চক্ষুশূল হইয়াছিলেন। একদা তাঁহার জনক অপত্যস্নেহ বিসর্জ্জন করিয়া আপন পুত্রের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

শক্তসিংহের বাল্যকালের নির্ভীকতাসম্বন্ধে একটী বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুকুমার বয়সে একদা পিতৃসন্নিধানে বসিয়া বালকসুলভ ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় একজন অস্ত্রকার একখানি নূতন ছুরিকা লইয়া রাণার নিকটে আগমন করিল। তুলার সূক্ষ্মপাত প্রস্তুত করিয়া ছুরিকাদি অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতে হয়। তদনুসারে সেই নূতন ছুরিকার ধার পরীক্ষার আয়োজন হইতেছিল, এমন সময়ে বালক শক্ত অস্ত্রকারের হাত হইতে ছুরিখানি কাড়িয়া লইয়া বলিলেন "পিতঃ! অস্থিমাংস কাটিবার জন্য কি ইহা প্রস্তুত হয় নাই?" বলিতে বলিতে তিনি আপনার সুকোমল হস্তের উপর সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা সতেজে বসাইয়া দিলেন। তীব্রবেগে শোণিত উদ্‌গত হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহাদের আসন অভিসিঞ্চিত হইয়া একবারে আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু শক্তসিংহের সুকুমার মুখমণ্ডলে কোনরূপ কষ্টচিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন। রাণা শক্তের সেই অদ্ভুত নির্ভীকতাদর্শনে তাহারা নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। কিন্তু রাণা উদয়সিংহের হৃদয়ে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা তিনিই জানেন। কাপুরুষতাজনিত আত্মাপকর্ষ ভাবিয়াই হউক, অথবা দৈবজ্ঞের গণনা স্মরণ করিয়াই হউক, তিনি তৎক্ষণাৎ শক্তের শিরশ্ছেদন করিতে অনুমতি দান করিলেন। অচিরে তাঁহার সেই কঠোর আদেশ পালিত হইবার আয়োজন হইল। বালক শক্ত ভীষণ বধ্যভূমিতে নীত হইলেন; এমন সময়ে শালুম্ব্রা সর্দ্দার রাণার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন "মহারাজ! কৃপা করিয়া এ দীনের একটী নিবেদন শ্রবণ করুন। আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আপনি অনেকবার আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। উপযুক্ত সময় পাই নাই বলিয়া এতদিন মহারাজের নিকট অনুগ্রহবর প্রার্থনা করিতে পারি নাই; এক্ষণে আমার সেই উপযুক্ত সময় উপস্থিত; অতএব করুণা করিয়া এ দীনের একটী কামনা পূর্ণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।" রাণা অকপট ভাবে উত্তর করিলেন "শালুম্ব্রা-নাথ! আপনার কি অভিলাষ, প্রকাশ করিয়া বলুন; আমি এখনই তাহা পূরণ করিতেছি।" সামন্তশিরোমণির হৃদয়ে আশার উদ্রেক হইল। তিনি সাহসে ভর করিয়া বিনয়নম্রভাবে পুনর্ব্বার বলিলেন "মহারাজ! আমি অর্থ চাহিনা,—গৌরব চাহিনা,—উচ্চতর পদেরও আকাঙ্ক্ষা করিনা; একমাত্র প্রার্থনা—করুণা করিয়া রাজকুমারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করুন। আমার পুত্র নাই—কন্যা নাই,—এ বিপুল বিষয়বিভবের—এ উচ্চ কুলসম্ভ্রমের কেহই উত্তরাধিকারী নাই; এক্ষণে রাজকুমারকে ধর্ম্মপুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া চন্দাবৎ গোত্রকে অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে কামনা করিয়াছি। মহারাজ যদ্যাপি কৃপা করিয়া এ দীনের প্রার্থনা

পূরণ করেন, তাহা হইলেই আমার সকল দিক রক্ষা হয়।” উদয়সিংহ আত্মসত্য পালন করিবার জন্য শক্তসিংহের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন। শালুম্ব্রা-পতি তাঁহাকে ধর্ম্মপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরম যত্ন ও আদরের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বৃদ্ধবয়সে তিনি পুত্রকন্যা লাভ করিয়াছিলেন। তখন বৃদ্ধ শালুম্ব্রা সর্দ্দার উভয় সঙ্কটে পতিত হইলেন। দত্তকপুত্র শক্তসিংহকে কোন্ বৃত্তি প্রদান করিবেন, তখন তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে রাণা প্রতাপের নিকট হইতে একজন দূত শালুম্ব্রাদুর্গে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল “রাণা প্রতাপসিংহ তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহকে স্মরণ করিয়াছেন।”

উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইলেন। শক্তসিংহ পালক পিতা চন্দাবৎ সর্দ্দারের অনুমতি লইয়া অগ্রজ-সন্নিধানে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সেইরূপ সৌহার্দ্দ্য অধিক দিন রহিল না। একদা মৃগয়াব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে উভয়ভ্রাতার মধ্যে লক্ষ্যসম্বন্ধে একটী ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। উভয়ে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু মীমাংসা হইল না। তখন প্রতাপ কনিষ্ঠ সহোদরের দিকে তীব্র ভ্রূকুটি বিক্ষেপ পূর্ব্বক হস্তস্থ শেলদণ্ড উদ্যত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন “আইস দেখা যাউক, কাহার লক্ষ্য অব্যর্থ।” শক্তের মস্তকের একটী কেশমাত্রও কম্পিত হইল না; তিনি অকম্পিত কণ্ঠে অবিকৃত স্বরে উত্তর করিলেন “ভাল দেখাই যাউক, আসুন!” অমনি উভয় ভ্রাতার ভীষণ শেল দেখিতে দেখিতে উদ্যত হইয়া উঠিল। বীরপ্রথার অনুসারে শক্তসিংহ অগ্রজের চরণ বন্দনা করিয়া পদধূলি লইলেন; প্রতাপ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর উভয়ে আপনাপন শেল উদ্যত করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। সম্মুখে শিশোদীয়কুলের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম দেখিয়া উপস্থিত সকলে একবারে বজ্রাহতপ্রায় দণ্ডায়মান রহিল; নিবারণ করিতে অথবা বাধা দিতে কাহারও সাহস হইল না। গিহ্লোটকুলের পরমমিত্র পুরোহিত দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইলেন; অমনি “মহারাজ! করেন কি!—করেন কি!—নিরস্ত হউন—নিরস্ত হউন।” বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া বিবদমান ভ্রাতৃযুগলের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল! তখন পুরোহিত উপায়ান্তর না দেখিয়া আপন ছুরিকা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় হৃৎপিণ্ড ছেদন করিলেন এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হইয়া গেল! পুরোহিতের পবিত্র শোণিতে রাজকুমারদ্বয়ের বিমলচরিত্রে গভীর কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল। ব্রহ্মহত্যার মহাপাতক তাঁহাদের মস্তকে অর্পিত হইল। তখন সেই মোহান্ধ ভ্রাতৃদ্বয়ের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল; তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, একমাত্র তাঁহাদেরই নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। বুঝিয়া উভয়েই নিরস্ত হইলেন। প্রতাপ শক্তসিংহকে মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তেজস্বী শক্ত তাহাতেই সম্মত হইয়া অগ্রজের চরণবন্দনানন্তর

সেই মুহূর্তেই মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রতিহিংসা লইবার ভীতিপ্রদর্শন করিয়া প্রতাপের ভীষণ শত্রু আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রতাপ যথাবিধি সেই পরম হিতকারী দ্বিজবরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিলেন এবং তাঁহার পুত্রকে একবারে চিরকালের জন্য একটী ভূমিবৃত্তি দান করিলেন। সে ভূমিবৃত্তি আজিও সেই পুরোহিতের সন্তানসন্ততিগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই মহাহিতকর বিপ্রবর আপনার নৃপতির মহোপকার সাধন করিবার জন্য যে স্থলে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তথায় একটী স্মারকস্তম্ভ স্থাপিত হইল। সেই স্তম্ভ আজিও সেই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠের পবিত্র-শোণিতসিক্ত স্থলের উপর উদ্যত থাকিয়া তাঁহার অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত পরিচয় প্রদান করিতেছে। সেই দিন উভয় ভ্রাতায় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। তাহার পর অনেক দিন উভয়ে পরস্পরের ভীষণ শত্রুরূপে কালযাপন করিলেন। যে দিন শক্তসিংহ অগ্রজের জীবনরক্ষা করিয়া "খোরাসনী মুলতানীকা অগ্‌গল" এই পবিত্র অভিধা প্রাপ্ত হইলেন, সেই দিন উভয়ে যে সুভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইলেন; সে জীবনে সে বন্ধন আর ত্যাগ করেন নাই।

শক্তসিংহ সপ্তদশ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সেই সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে একতা ও সুভ্রাতৃত্ব বিরাজিত ছিল না। যে দিন তিনি ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন; সেই দিন তাঁহার পুত্রগণের ধূমায়মান বিদ্বেষবহ্নি প্রচণ্ড তেজে সন্ধুক্ষিত হইয়া অন্তর্বিচ্ছেদ সংঘটন করিল। পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপন করিবার জন্য একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভণজী ভিন্ন আর প্রায় সকল পুত্রই নদীপুলীনে গমন করিলেন। উপযুক্ত বিধানানুসারে তদ্বিষয়ক সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহারা ভিনসরোরদুর্গে প্রত্যাগত হইলেন; কিন্তু তাঁহারা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইলেন না। তাঁহাদের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠ ভণজী দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বারবার আহ্বান করিলেন কিন্তু ভণজী দ্বার খুলিয়া দিলেন না। তাঁহার সেই অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ভণজী দুর্গের ভিতর হইতে বলিলেন, "তোমরা অন্যত্রে আশ্রয় অন্বেষণ কর, এখানে তোমাদের থাকিবার আর স্থান নাই। আমাকে অনেক গুলি উদর পোষণ করিতে হইবে।" শক্তের দ্বিতীয় তনয় অচল অগ্রজের তদ্রূপ আচরণ দেখিয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্তু তিনি কোন প্রকারে তাঁহার প্রতিবাদ না করিয়া ধীর নম্রবচনে বলিলেন "যদি আপনার এইরূপই মতি হইয়া থাকে, তবে আমরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাহি না। এক্ষণে একবার দুর্গদ্বার উন্মোচন করুন, আমরা আমাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি এবং অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রসমূহ লইয়া ভিনসরোর হইতে বিদায়গ্রহণ করি।" দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। অচল আপনার পঞ্চদশ অনুজ সমভিব্যাহারে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘোটক ও অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া সপরিবারে ইদররাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইদর তখন মারবারের রাঠোরদিগের হস্তগত ছিল। অচলের স্ত্রী অন্তর্বত্নী; সুতরাং তাঁহাকে লইয়া অতি সাবধানে গমন করিতে হইল। তাঁহারা পালোড় নামক স্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন; এমন সময়ে অখিলের বনিতা প্রসববেদনায় নিপীড়িতা হইলেন। সুতরাং তাঁহারা আর অগ্রসর

হইতে না পারিয়া পালোড়ের শনিগুরু সর্দ্দারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেইরূপ সঙ্কটকালে সেই দুরাচার শনিগুরু সর্দ্দার তাঁহাদিগকে আশ্রয়দানে সম্মত হইলেন না। নিকটে জাহ্নবীদেবীর একটী ভগ্ন দেবালয় * ছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা সেই জীর্ণ মন্দিরাভ্যন্তরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাহার এক কোণে যাইয়া আসন্ন-প্রসবা রমণী শায়িতা হইলেন। সেই সময়ে অতি প্রচণ্ডবেগে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝটিকাও বহিতে লাগিল। সেই ঝটিকা ও বৃষ্টির ভীষণ প্রহারে সমস্ত অট্টালিকা ঘন ঘন কাঁপিতে আরম্ভ করিল। তাহার ভিত্তিস্থিত একখানি বিশাল শিলাখণ্ড স্খলিত হইয়া প্রসববেদনা-পীড়িতা মহিলার উপর পড়িবার উপক্রম করিল। এমন সময় অখিলের কনিষ্ঠ সোদর বল্ল ছুটিয়া যাইয়া তাহা আপন মস্তকোপরি ধারণ করিয়া রহিলেন। এদিকে তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ নিকটস্থ বন হইতে একটী বাবুলবৃক্ষ কাটিয়া আনিয়া যতক্ষণ না সেই পতনোন্মুখ প্রস্তরতলে স্তম্ভস্বরূপ স্থাপন করিলেন, ততক্ষণ বল্ল তাহা মস্তকে ধারণ করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

বিশ্বমাতা ভগবতী জাহ্নবীর সেই ভগ্ন মন্দির মধ্যে সেই ভীষণ দুর্যোগকালে শক্তাবৎ বীর অখিলের পত্নী একটী নবকুমার প্রসব করিলেন। সেই সদ্যপ্রসূত কুমারের আকৃতিগত লক্ষণাদি দেখিয়া তাঁহারা নানা আশা পোষণ করিতে লাগিলেন এবং সকলে একমত হইয়া তাহার নাম "আশা" রাখিলেন। মহামায়া জহ্নুতনয়া তাঁহাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অচিরে আশাপূর্ণা বরদায়িনী রূপে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রসাদে নবপ্রসূতি শরীরে উপযুক্ত বল প্রাপ্ত হইয়া স্বামী ও দেবরদিগের সহিত ইদরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সকলে যথাকালে ইদরে উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা পরম সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ভূমিবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ইদরের শাসনকর্ত্তা রাঠোররাজের সরল ও সাদর ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া অখিল স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহবাসে তথায় পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে একদা রাণার প্রধান সচিব প্রসিদ্ধ জৈনপীঠ শত্রুঞ্জয়গিরি † হইতে প্রত্যাগত হইয়া এক নিশা বিশ্রাম করিবার জন্য ইদরে আপন পটগৃহ স্থাপন করিলেন। তিনি সপরিবারে তন্মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে রজনী দ্বিপ্রহরকালে ঘোরতর ঝটিকা উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগের তাম্বু উড়াইয়া দিবার উপক্রম করিল। ভয়ে মন্ত্রিবরের প্রাণ উড়িয়া গেল। সেই ভীষণ দুর্যোগে তিনি আত্মরক্ষার কোন উপায়ই দেখিলেন না। সেই রজনীর ঘোরতর বিপ্লবকালে পরমহিতৈষী বল্ল ও যোধ কয়েকটী ভ্রাতৃসহ উপস্থিত হইয়া রাজমন্ত্রীকে সেই বিপদ হইতে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিলেন। তাঁহাদের সেই অপূর্ব্ব হিতানুষ্ঠান দেখিয়া সচিব-বর

---

* এই মন্দিরের অভ্যন্তরেই মহাত্মা টড সাহেব আনহলবারাপত্তনের প্রসিদ্ধ নরপতি কুমারপালের রাজত্বসংক্রান্ত একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পালোড় নীমহৈরা জনপদের অন্তর্গত। ইহা এক্ষণে মিবার হইতে বিচ্ছিন্ন।

† জৈনদিগের যে পাঁচটী পবিত্র গিরি আছে, শত্রুঞ্জয় তাহাদিগের অন্যতম।

পরম আপ্যায়িত হইলেন। কৃতজ্ঞহৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং প্রত্যুত্তরে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বিনয়নম্রভাবে বলিলেন, "আপনাদের এখানে থাকা শোভা পায় না; চলুন, উদয়পুরে চলুন; আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, মহারাজকে বলিয়া আপনাদিগকে উপযুক্ত পদে স্থাপন করিব।" কিন্তু তাঁহারা তাঁহার অনুরোধে অসম্মত হইয়া বলিলেন, "রাজার নিমন্ত্রণ ব্যতিরেকে যাওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না; অতএব যতক্ষণ না তিনি আমাদিগকে তথায় নিমন্ত্রণ করিতেছেন, ততক্ষণ আমরা এই স্থলেই থাকিব।" ফলতঃ আর অধিক দিন তাঁহাদিগকে সে স্থলে থাকিতে হইল না। দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিবার জন্য রাণা অমরসিংহ তখন পার্ব্বত্য সেনাবল সংগ্রহ করিতেছিলেন। আপনার জ্ঞাতিবর্গের বিক্রম ও হিতানুষ্ঠানের বৃত্তান্ত সচিবমুখে অবগত হইয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সেই দূতসমভিব্যাহারে তাঁহারা উদয়পুরে উপস্থিত হইয়া রাণা কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন।

উদয়পুরে উপস্থিত হইয়া রাজভক্ত শক্তাবৎগণ যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অতি সামান্য হইলেও তাহাতে তাঁহাদের সদাশয়তা ও অটল রাজভক্তির প্রদীপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। যবনযুদ্ধে একদা নিশাকালে রাণাকে কোন গিরিপ্রদেশে কটক স্থাপন করিতে হইয়াছিল। একে শীতকালের রজনী, তাহাতে আবার তুষারমণ্ডিত গিরিপ্রদেশ। পাছে নৃপতির কোন কষ্ট হয়, এই জন্য বল্ল ও যোধ বন হইতে রাশি রাশি কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক অগ্নি জ্বালিয়া নিশাকালের নিদারুণ হিমসেক হইতে নৃপতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভট্টকবিকুলের গ্রন্থে এই সকল শক্তাবৎবীরের—বিশেষতঃ বল্ল ও যোধের শৌর্য্য, বীরবিক্রম ও সহৃদয়তার বহুল বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে দিন ভীষণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে সংলিপ্ত হইয়া শক্তাবৎ ও চন্দাবৎগণ অন্তলার দুর্গসম্মুখে উপস্থিত হয়েন, সেইদিন বীরবর বল্লই শক্তাবৎ সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও জ্যেষ্ঠ ভণজী সেই সমরাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন, যদিও তিনি আত্মগৌরব লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন যে বীরের অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মহিমাগুণে শক্তাবৎকুলের যশোভাতি দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারই নাম বল্ল। যখন বল্ল সেই অন্তলার দুর্গদ্বারে আত্মোৎসর্গ করিলেন, যখন সেই বিরাট দুর্গ যবনদিগের হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল, তখন বাকরোলের সামন্ত রাজা সেই শুভসমাচার রাণার নিকট লইয়া গেলেন। সামন্ত-রাজের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রাণা তাঁহাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করিলেন এবং সত্বর অন্তলাসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি অন্তলার দ্বারসম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন বীরবর বল্লের অন্তিমকাল সমাগত। নৃপতিকে সম্মুখে দেখিয়া বল্ল মহোৎসাহসহকারে বলিয়া উঠিলেন:—

"দুনা দাতার
চৌগুণা জুজার
খোরাসনী মুলতানিকা আগ্গল।" *

* "দ্বিগুণ দান, চতুর্গুণ আত্মোৎসর্গ" অর্থাৎ রাজা তাঁহাদিগকে যত অনুগ্রহ করিবেন, তাঁহাদিগের আত্মোৎসর্গ তত বর্দ্ধিত হইবে।

মুমূর্ষু শক্তাবৎ বীরের এই উৎসাহপূর্ণ তেজোব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণা পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। বীরবর বল্লের উক্ত শেষ বাক্য আজিও ভট্টমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যদিও শক্তাবৎদিগের সেই বীর্য্যবত্তা ও তেজস্বিতা আজি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িয়াছে, যদিও আলস্য ও অহিফেণদ্বারা তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণ আজি অতি হীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি তাঁহারা সেই সম্মানসূচক অভিবাদন হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই; আজিও কোন শক্তাবৎ সর্দ্দার যখন রাণার রাজসভায় উপস্থিত হয়েন, অথবা আপন সামন্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে আসন গ্রহণ করেন, ভট্টকবি অমনি উচ্চ গম্ভীরকণ্ঠে বীরবর বল্লের সেই শেষ বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থাকেন। এই বীরত্ব ও তেজোব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হীনদশাপন্ন বর্ত্তমান শক্তাবৎদিগেরও নির্জ্জীব হৃদয় নূতন বল ও উৎসাহে বলীকৃত হইয়া উঠে; তাঁহারা বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া সেই অতীতের গৌরবময় ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন। সেই অন্তলাক্ষেত্র—সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সেই প্রচণ্ডবিস্ফুরণ-স্থল অমনি তাঁহাদিগের নয়নসমক্ষে প্রতিফলিত হইতে থাকে। সেই প্রকাণ্ড অন্তলাদুর্গ,—বীরবর বল্ল সেই প্রচণ্ড রণমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া দুর্গদ্বার সম্মুখে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহার অন্য ভ্রাতৃচতুষ্টয়—অখিলেশ, যোধ, দল্ল ও চতুর্ভাণ সেই সঙ্গে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই হৃদয়োত্তেজক জ্বলন্ত চিত্র তাঁহাদিগের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইতে থাকে, তাঁহারা অমনি সদর্পে আপনাপন গুম্ফমর্দ্দন করিয়া তেজোপূর্ণ নয়নে পরস্পরের দিকে চাহিতে থাকেন।

শক্তসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগজী ইতিপূর্ব্বে কোন কার্য্যবশতঃ রাণার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি অহর্নিশা দারুণ মনোদুঃখে যাপন করিতেন। কিন্তু সেরূপ দীন অবস্থায় তাঁহাকে আর অধিকদিন থাকিতে হইল না। অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদে অচিরে তিনি রাণার স্নেহচক্ষে পতিত হইলেন। ভাণ্ডিরের রাঠোরগণ রাণাকে অপমান করাতে শক্তাবৎ সর্দ্দার ভগজী আপনার সেনাদল লইয়া তাহাদিগের দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং অচিরে তাহাদিগকে তাহা হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহা হস্তগত করিয়া লইলেন। ভগজী কর্ত্তৃক অবমানকারীদিগের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইলে রাণা তৎপ্রতি পরম প্রীত হইলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ সেই ভাণ্ডিরদুর্গ ভিনসররের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। বীরবর শক্তসিংহ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত দশজন সর্দ্দার

এইরূপ চন্দাবৎদিগের একটী গৌরবব্যঞ্জক বাক্য আছে; যথা, "দশ সহস মিবার কা বড়া কেওয়াড়" অর্থাৎ মিবারের দশ সহস্র নগরের সিংহদ্বারের কবাট। কথিত আছে, চন্দাবৎদিগের এই গৌরবসূচক বাক্যশ্রবণে শক্তসিংহ ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রধান ভট্টকবির নিকট গমন পূর্ব্বক সবিষাদে বলিয়াছিলেন "তবে আর আমার কি রহিল?" তাহাতে ভট্টকবি উত্তর করিয়াছিলেন "কেওয়াড় কা আগগল" অর্থাৎ আপনি সেই দ্বারের অর্গল।

যথাক্রমে শক্তাবৎকুলের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন *। তাঁহাদিগের বংশ অল্প সময়ের মধ্যেই এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, শক্তসিংহের অধস্তন দুই চারি পুরুষ পরেই মিবারের রাণা আবশ্যকমত দশ সহস্র শক্তাবৎ বীরকে রণক্ষেত্রে একত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘোরতর গৃহবিবাদ ও কঠোর শমনশাসনে শক্তাবৎ গোত্রের অধিকাংশ লোকই ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়াছে। যে শক্তাবৎ সমিতি এককালে মিবারের একটী শ্রেষ্ঠ ও বিশাল সমিতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, আজি তাহা নিতান্ত নির্জীব ও হীনতেজ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা রণস্থলকে লীলাক্ষেত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রাদিকে ক্রীড়াকন্দুক বলিয়া জ্ঞান করিতেন, আজি তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণ সেই অস্ত্র শস্ত্র স্পর্শ করিতে এবং সেই রণস্থলের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে ভয়ে কাঁপিয়া থাকেন!

প্রয়োজন বোধে আমরা প্রস্তাবান্তরের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে মুখ্য বিষয়ের সমালোচনায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইলাম। শিশোদীয় বীর অমরসিংহ কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি তিন চারি বার পরাজিত হইয়া সম্রাট জাহাঙ্গির সাতিশয় ভীত হইলেন। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না; বরং দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতবীরের কিসে দর্পচূর্ণ করিতে পারেন, তাহার উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে মনোনিবেশ করিলেন। অচিরে এক প্রচণ্ড মোগলবাহিনী সজ্জিত হইয়া আজমিরের অভ্যন্তর দিয়া রাণাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। সেই বিশাল সেনাদলের পর্য্যবেক্ষণভার আপনি গ্রহণ করিয়া সম্রাট স্বীয়তনয় পারবেজকে সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন। আজমীরে সেনাদল একত্রিত হইল। তখন সম্রাট জাহাঙ্গির প্রিয়পুত্র পারবেজকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "বৎস! এই বার তোমার বলাবলের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে; দেখিব, আজি সেই গর্ব্বিত রাজপুত-রাজের বীরগর্ব্ব চূর্ণ করিতে পার কি না। কিন্তু আমার একটী কথা ভুলিও না।
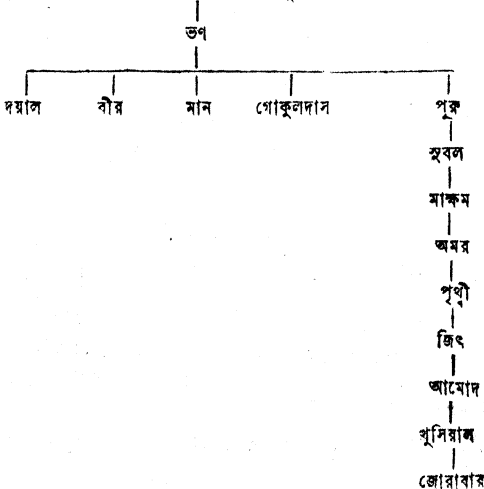
রাণা অমর অথবা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণ যদ্যপি যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তাহা হইলে তুমি উপযুক্ত সম্মান সম্বর্দ্ধনার সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিবে। দেখিও রাজসম্মানযোগ্য শিষ্টাচারের যেন কোনরূপ ব্যত্যয় না হয়; যেন তোমার উন্মত্ত সৈন্যগণ মিবাররাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি না করে।" *

সম্রাটের আশা অলীক আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল,—তাহা আদৌ ফলবতী হইল না। আপনার সেনাবলের দৃঢ়তা ও আধিক্য দেখিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, মিবারপতি অমরসিংহ যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন।—এরূপ অমূলক চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিয়া সম্রাট নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং সেই অনর্থকরী চিন্তা অমরসিংহের হৃদয়ে কখনও উদিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। দেশবৈরী যবনকে বিশাল সেনাদল লইয়া মিবারের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে শুনিয়া রাণা অমরসিংহ প্রচণ্ড উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং আপনার সামন্ত ও সৈনিকদিগকে একত্রিত করিয়া মোগল-বাহিনীর সম্মুখীন হইতে চলিলেন। আরাবল্লির দ্বারস্বরূপ একটী প্রসিদ্ধ গিরিবর্ত্মে উভয় দলে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। সেই গিরিবর্ত্মের নাম ক্ষেমনর;—এস্থলে অনেক রাজপুত হিন্দুবিদ্বেষী যবনের আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে হৃদয়শোণিতপাত করিয়াছেন। সুতরাং এস্থান পবিত্র। সেই পবিত্র ক্ষেমনরক্ষেত্রে † বিক্রমকেশরী রাজপুতরাজ আপনার রণবিশারদ সামন্ত ও সৈনিকদিগকে লইয়া প্রচণ্ড মোগল অক্ষৌহিণীর বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলেন। উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ সমারব্ধ হইল; কিন্তু বিশাল মোগল অনীকিনী কয়েকটী রণবীর রাজপুতের প্রচণ্ড বল প্রতিরোধ করিতে পারিল না। সেই কতিপয় রাজপুতবীরের কঠোর বিক্রমপ্রভাবে যবনের প্রকাণ্ড ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; যবন-সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে রাজপুত-হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। যাহারা নিস্তার পাইল, তাহারা প্রাণ লইয়া আজমিরাভিমুখে পলায়ন করিল। সেই দিন মিবারের একটী শুভ দিন বলিতে হইবে; এমন কি মোগল ইতিহাসবেত্তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, সেইদিন মিবারের পক্ষে একটী জলন্ত গৌরবের দিবস,—শিশোদীয়কুলের বীরত্বোচ্ছ্বাসের একটী প্রসিদ্ধ মহাযোগ। সেই দিন মোহান্ধ মোগল-সম্রাটের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল, তাঁহার বিপুল সেনাদল দলিত, বিত্রাসিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার প্রিয়পুত্র পারবেজের জীবন বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। পণ্ডিতবর আবুলফজেল বলেন "রাজকুমার পারবেজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কালে কূট গিরিবর্ত্মে পতিত হইয়া ঘোরতর বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার সৈনিকগণ বিষম নিপীড়িত হইয়া নানাপ্রকার গণ্ডগোল উত্থাপিত করিয়াছিল, তাঁহার নব-বলোপচয়ের উপায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তিনি অনেক কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন।"

---

* ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধসজ্জা হইয়াছিল।

† ডৌ সাহেব ভ্রমবশতঃ ক্ষেমনরকে ব্রহ্মপুর নামে অভিহিত করিয়া দক্ষিণাপথে স্থাপন করিয়াছেন। ফেরিস্তাগ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদে ডৌ সাহেবের এরূপ অনেক ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে মোগলসেনার অধিকাংশ রাজপুতকরে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। কিন্তু মোগলসম্রাট জাহাঙ্গির আপনার দৈনিকলিপিতে একবারে এই সত্যের অপলাপ করিয়া বলিয়াছেন "লাহোরে আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি পারবেজকে যুদ্ধত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিতে কহিয়াছিলাম, এবং রাণার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য তাহার পুত্রকে কয়েকজন সেনানীসমভিব্যাহারে তথায় থাকিতে আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম।" ধন্য সত্যসন্ধতা! আত্মাবমাননা পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে সম্রাট জাহাঙ্গির সত্যের অপলাপ করিয়া বিশ্বচক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সত্যের আলোক একদা বিশ্বসংসারে আপনিই বিসারিত হইবে!

পরাজিত পারবেজ অবনতবদনে পিতৃসন্নিধানে পলায়ন করিলে সম্রাট তদীয় পুত্রকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিয়া রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বারবার পরাজয়ে তাঁহার ক্রোধ ও জিঘাংসা ঘোরতর প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে মনে সঙ্কল্প যে, রাজপুতরাজের হৃদয়শোণিতে সেই ক্রোধ ও জিঘাংসার শান্তিবিধান করিবেন। সেই জন্য সম্রাট যবনবীর মহাব্বৎ খাঁকে স্বীয় পৌত্রের সহিত প্রেরণ করিলেন। মহাব্বৎ খাঁ একজন প্রচণ্ড যোদ্ধা, তাঁহার বাহুবলের সাহায্যে মোগলসম্রাট অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া সম্রাট মনে মনে অনেক আশা পোষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন আশাই ফলবতী হইল না। সমর-বিশারদ রাজপুতরাজের প্রচণ্ড বাহুবলের সম্মুখে বলদর্পিত মোগলসেনাপতি পরাজিত হইলেন; পারবেজের পুত্রও সদলে সমূলে উৎসাদিত হইয়া রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। কিন্তু তেজস্বী মোগলসম্রাট কিছুতেই নিরুৎসাহ হইলেন না; কিছুতেই তাঁহার প্রচণ্ড অক্ষৌহিণী ক্ষয়িত হইল না। একদল পতিত হইল, আবার তৎপরিবর্ত্তে দুই তিনটী বাহিনী একত্রিত হইয়া রাণাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। রাণা সে সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যে সকল রণদক্ষ রাজপুতবীরের সাহায্যে তিনি সম্রাটের অসংখ্য সৈন্যকে বারবার নিপাতিত করিলেন, তাঁহারা একে একে সমরাঙ্গনে শয়ন করিতে লাগিলেন। রাণার সহায়বল ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া পড়িল। আর বীর নাই!—আর যোদ্ধা নাই!—সহায়বল ক্রমে ফুরাইয়া আসিয়াছে। যে কতিপয় সৈনিক অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহারা সমরবিদ্যায় তত পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি রাণা তাহাদিগকেই ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত করিয়া লইয়া জাহাঙ্গিরের বিশাল অনীকিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। প্রচণ্ড উৎসাহে প্রোৎসাহিত এবং রাণার বীরোদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই কতিপয় রাজপুতবীর যবনের অনন্ত সেনাসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহাদের বিশ্বদাহী তেজোবহ্নির জ্বলন্ত প্রভাবে সে সেনাসাগর শুষ্ক হইয়া গেল—কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুইচারিজনই সেই সমস্ত যুদ্ধ হইতে অক্ষতদেহে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহের পরলোকগমনের পর হইতে রাণা অমরসিংহ যবনবিরুদ্ধে সর্ব্বসমেত সপ্তদশবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই সপ্তদশবারই

বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। কিন্তু এবার চিতোরের ভীষণতম সঙ্কট। এবার রোষান্ধ সম্রাট আপনার দক্ষতম পুত্র ক্ষুরমকে রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইনিই ভাবী শাজিহান; অতি অল্পবয়স হইতেই ইনি সমরবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যেদিন সম্রাট ইহাঁকে সেনাপতিপদে অভিষেক করিলেন, সেই দিন শিশোদীয়কুলের ভাগ্যগগন এক নিবিড়তম ঘনজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সমগ্র মিবারভূমি সহসা এক ভূকম্পনে ঘোরতর কাঁপিয়া উঠিল। এ ভীষণতম সঙ্কটে চিতোরপুরীকে কে রক্ষা করিবে? কে প্রচণ্ড মোগল অনীকিনীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সুলতান ক্ষুরমের দুর্দ্ধর্ষ বল প্রতিরোধ করিতে পারিবে? অমরসিংহ স্থিরচিত্তে একবার মিবারের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলেন; দেখিলেন মিবারের অবস্থা অতি শোচনীয়! কোষাগারে ধন নাই,—দুর্গে সৈন্য নাই—অস্ত্রাশালায় অস্ত্র নাই! এমন সময়ও নাই যে, এই সকল অভাব পূরণ করিয়া লইবেন; সুতরাং মিবারের অধঃপতন অনিবার্য্য। অনিবার্য্য বলিয়া কি মিবারভূমি বিনাবিবাদে যবনদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে? তাহা বলিয়া কি যবনসম্রাট অনায়াসে সমস্ত মিবারবাসীকে মেষের ন্যায় শৃঙ্খলিত করিতে পারিবেন? মিবারের বীরমণ্ডলী উপর্য্যুপরি সপ্তদশ প্রচণ্ড সমরে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হইয়াছেন; কিন্তু এখনও যে অসংখ্য মানব মিবারের বক্ষে বাস করিতেছে, তাহারা কি নির্জ্জীব?—নির্জ্জীব মাংসপিণ্ড? বীরপ্রসূ মিবারভূমি কি নির্জ্জীব মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়াছেন? যাহার বালক ও রমণী পর্য্যন্তও জগতে বীর্য্যমত্তার অনুপম জ্বলন্ত চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মিবারভূমি কি আজি বিনাবিবাদে যবনের শৃঙ্খল ধারণ করিবে? কখনই নহে। মিবারের সমরবিশারদ বীরগণ রণস্থলে শয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও যে অসংখ্য নরনারী মিবারে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য ভুলিতে পারে নাই, তাহারা এখনও প্রতাপসিংহের দীপ্তিময়ী স্মৃতি বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। শত্রু ভীষণ বেশে শিয়রে দণ্ডায়মান! এখনই মিবারভূমিকে ছারখার করিয়া দিবে,—রাজপুতের জীবনের জীবনস্বরূপিনী রাজপুত মহিলাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে। সে লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় তাঁহারা জীবিত থাকিয়া কেমন করিয়া দেখিবেন? মিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর সাধারণ সকলেরই হৃদয়ে উক্ত গভীর চিন্তার উদয় হইল; সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবন থাকিতে কখনই মিবারভূমিকে বিপক্ষের করে অর্পণ করিবেন না; বরং সমর-ক্ষেত্রে শত্রুকরে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি জীবিত থাকিয়া জননী জন্মভূমির দুরবস্থা দেখিতে পারিবেন না। এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া সকলেই দলে দলে যাইয়া অমরসিংহের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। যাহার যেরূপ ক্ষমতা অর্থসংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতে লাগিল। রমণীগণ আপনাদিগের অলঙ্কার বিক্রয় করিল, কৃষক হলগোধন বন্ধক রাখিল, বণিক আপনার উদ্বৃত্ত ধনরাশির অধিকাংশ অম্লানবদনে ত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে রাজকোষ অর্থে পরিপূর্ণ হইল। সেই অর্থের সাহায্যে রাণা

অত্যল্পসময়ের মধ্যে আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া লইলেন এবং আপন পুত্রবর্গ ও সেই সমস্ত সমাগত সৈন্যমণ্ডলীকে লইয়া মোগল-অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। অচিরে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। রণজ্ঞানহীন অপক্ক রাজপুত্রসৈনিকগণ প্রাণপণে মোগলসম্রাটের রণদক্ষ অসংখ্য সৈনিকের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও অস্ত্রধারণ করে নাই, কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই, আজি তাহারা রণাভ্যস্ত সমরকুশলী বৃদ্ধ যোদ্ধার ন্যায় অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উদ্বেল সাগরসদৃশ সুবিশাল মোগলসেনাদলের দুর্দ্ধর্ষবল মুষ্টিমেয় রাজপুতসেনা কি প্রকারে প্রতিরোধ করিতে পারিবে? সুতরাং যাহা ঘটিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লেখনী স্তম্ভিত হইয়া যায়;—হৃদয় দুর্দ্দম শোকবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। বীরপূজ্য বাপ্পারাওলের যে প্রচণ্ড বিজয়বৈজয়ন্তী অষ্টশত বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া বিজয়ী গিহ্লোটনৃপতিগণের গর্ব্বোন্নত মস্তকের উপর উদ্যত হইয়াছিল, আজি তাহা জাহাঙ্গিরের পুত্রের সম্মুখে অবনত হইয়া পড়িল।—সেই দুর্দ্দৈববিবরণ—শিশোদীয়কুলের সেই শোচনীয় অধঃপতন-কাহিনী সম্রাট জাহাঙ্গিরের আত্মবৃত্তান্ত হইতে যথাযথ অনুবাদিত হইল।

"আমার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে হিজিরা ১০২২ অব্দে * আমি কৃতসঙ্কল্প হইলাম যে, "আজমিরে গমন করিয়াই আমার সৌভাগ্যবান্ পুত্র খুরমকে আমার অগ্রে প্রেরণ "করিব। তৎপরে যাত্রার উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারিত হইলে তাহাকে বিবিধ মূল্যবান্ "খেলাত, একটী হস্তী, একটী তুরঙ্গ, একখানি তরবার, একখানি ঢাল ও একখানি "ছুরিকা উপহার দিয়া বিদায় দিলাম। যে সেনাদল তাহার অধীনে স্থাপিত ছিল, "তাহার উপর আবার দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহীসৈনিক পাঠাইয়া দিলাম এবং আজিম "খাঁকে তাহার সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারীকেই সন্তোষকর "উপহার প্রদান করিলাম।

"নবম বর্ষের প্রারম্ভকালেই একদা শুভক্ষণে সভার আসনে উপবিষ্ট আছি, এমন "সময়ে রাণার প্রিয়তম হস্তী আলাম গোমান এবং আর ও সতেরটী হস্তী খুরম কর্ত্তৃক "জিত হইয়া আমার সম্মুখে আনীত হইল। পর দিন সেই আলাম গোমানে আরোহণ "পূর্ব্বক আমি মহোল্লাসের সহিত নগরভ্রমণে বহির্গত হইলাম এবং সকলকে পর্য্যাপ্ত "পরিমাণে সুবর্ণরত্ন দান করিলাম।

"অল্পকালের মধ্যেই শুভ সমাচার আসিল যে, রাণা অমরসিংহ আমার নিকট আগমন "করিয়া আমার বশ্যতা স্বীকার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমার সৌভাগ্যবান্ পুত্র "খুরম রাণার রাজ্যের অন্তর্গত অনেক দুর্গের অভ্যন্তরে আমার আধিপত্য দৃঢ়ীকরণ করিয়া "আমার সেনাদল স্থাপন করিয়াছেন। দেশের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর এবং সমগ্র "দেশ বন্ধুর ও অত্যন্ত দুর্গম হওয়াতে ইতিপূর্ব্বে সমস্ত দেশকে শাসনাধীনে

* খৃষ্টাব্দ ১৬১৩

আনয়ন করা অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার সৈন্যগণ "গ্রীষ্মবর্ষায় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমস্ত দেশকে দলিত করিয়াছিল এবং তত্রত্য "অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়াছিল; তাহাতে রাণা "অবশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়েন; এবং উক্তরূপ অত্যাচার আর কিছুদিন সমভাবে "চলিলেই স্বদেশ পরিত্যাগ অথবা বন্দিত্ব স্বীকার করিতে হইবে জানিয়া তিনি পরিশেষে "বিনীত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শূপকর্ণ ও হরিদাস ঝালানামক আপন দুইটী সর্দ্দারকে "খুরমের নিকট প্রেরণ করিয়া রাণা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "যদ্যপি তিনি আমাকে মার্জ্জনা "করিয়া স্বহস্তে আমাকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করি "এবং অন্যান্য হিন্দুনরপতিগণ যেমন তাঁহার সেবা করিতেছেন, সেইরূপ সেবা করিতে "আমার পুত্র কর্ণকেও প্রেরণ করিতে পারি; কিন্তু আমার বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তাঁহার "নিকট আমি স্বয়ং অবস্থিতি করিতে পারিবনা, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা "করিতে হইবে।" এই সমস্ত বিবরণই আমার পুত্র, শুকর-উল্লা আফজল খানিদ্বারা "আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল।

"আমার শাসনসময়ে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে, আমি সাতিশয় আনন্দিত "হইলাম এবং অনুমতি করিলাম যে, উক্ত দেশের ঐ সমস্ত প্রাচীন অধিকারিগণ তাহা "হইতে বঞ্চিত হইবেন না। আমার বিলক্ষণ ধারণা যে, রাণা অমরসিংহ এবং তাঁহার "পূর্ব্বপুরুষগণ আপনাদিগের দেশের এবং তদন্তর্গত দুর্গগুলির দুর্গমত্ব ও বলাধিক্যের উপর "নির্ভর করিয়া মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিলেন; তাঁহারা ভারতবর্ষের কোন "রাজাকেই রাজা বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না; অথবা কাহারও নিকট "কখন মস্তক অবনত করেন নাই। আমার সৌভাগ্যবশতঃ শুভ অবসর "উপস্থিত হইল; সেই শুভ অবসরকে উপেক্ষা করিতে আমার আদৌ "ইচ্ছা হইল না; সুতরাং তন্মুহূর্ত্তেই আমার পুত্রকে প্রতিনিধিস্বরূপ "প্রেরণ করিয়া রাণাকে মার্জ্জনা করিয়া পাঠাইলাম এবং আমার "একখানি প্রমাণপত্র তৎসমীপে প্রেরণ করিয়া আমার আশ্রয়তলে "তাঁহাকে নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতে কহিলাম। আমার সরল ব্যবহারের "উপযুক্ত নিদর্শনস্বরূপ সেই প্রমাণপত্রে আমার পঞ্চাঙ্গুলি * অঙ্কিত

* হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাদন করিবার জন্য সরল আচরণের প্রমাণস্বরূপ হস্তে হস্তস্থাপন অথবা স্বাক্ষরিত পত্রে আত্মকরাঙ্কস্থাপন অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্যজগতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আমাদিগের আর্য্যসমাজে করে করস্থাপনই বিশেষ প্রচলিত। শক ও তাতারগণ আপনাদের পঞ্চাঙ্গুলিসমেত করাঙ্ক কোন প্রকার সন্ধিপত্রে, স্বীকৃতিপত্রে অথবা চুক্তিপত্রে সমঙ্কিত করিয়া থাকেন। মহাত্মা টড সাহেব বলেন, যে, সম্রাট জাহাঙ্গির রাণা অমরসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া যে প্রমাণপত্রে "পাঞ্জা" স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি রাণার দপ্তরখানায় দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, রক্তচন্দনে পঞ্চাঙ্গুলি

"করিয়া দিলাম। আমার পুত্রকে আমি আরও লিখিয়া পাঠাইলাম "যে, "যে কোন প্রকারেই হউক সেই মাননীয় ব্যক্তির বাসনার "অনুসারে তৎপ্রতি ব্যবহার করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিও না"।

"আমার পুত্র সেই লিপি ও প্রমাণপত্র শুকর-উল্লা ও সুন্দরদাসের সমভিব্যাহারী "শূপকর্ণ এবং হরিদাস ঝালাদ্বারা প্রেরণ করিলেন; এবং রাণাকে এইরূপ আশ্বাস "দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, যেন তিনি আমার সরলতা ও ভক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন "করিয়া আমার পাঞ্জাঙ্কিত প্রমাণপত্র গ্রহণ করেন। তৎপরে নির্দ্ধারিত হইল যে, ২৬শে "তারিখে রাণা আমার পুত্রের নিকট আগমন করিবেন।

"মৃগয়া-উপলক্ষে আজমির হইতে বহির্গত হইলে ক্ষুরমের অধীনস্থ মহম্মদ বেগনামা "জনৈক ব্যক্তি আমার নিকটে উপস্থিত হইল এবং ক্ষুরমের হস্তাক্ষরিত একখানি পত্র "আমাকে প্রদান করিয়া কহিল যে, রাণা আমার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

"এতৎসমাচার অবগত হইবামাত্র আমি মহম্মদ বেগকে একটী হস্তী, একটী অশ্ব এবং "একখানি ছুরিকা পুরস্কার দিয়া তাহাকে জুলফিকর খাঁ অভিধা দান করিলাম।"

"সুলতান ক্ষুরমের সহিত রাণা অমরসিংহের এবং রাজপুত্র কর্ণের সহিত সুলতান ক্ষুরমের সাক্ষাৎ এবং মহিষী নুরজিহান কর্ত্তৃক কর্ণকে পদমর্য্যাদা-দানের বিবরণ।"

"রাণা অমরসিংহ ২৬শে রবিবাসরে, সাম্রাজ্যের অন্যান্য সামন্তরাজের ন্যায় যথোচিত "সম্মানসম্ভ্রম ও শিষ্টাচারের সহিত আমার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎকালে "রাণা, ক্ষুরমকে একখানি বহুমূল্য পদ্মরাগমণি, স্বর্ণমণ্ডিত অনেকগুলি অস্ত্রশস্ত্র, মহামূল্যবান্ "সাতটী হস্তী এবং নয়টী অশ্ব করস্বরূপ প্রদান করিলেন। আমার পুত্র তাঁহাকে রাজোচিত "বদান্যতা ও শিষ্টাচার সহকারে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর রাণা আমার প্রাণনন্দনের "জানুদেশ স্পর্শ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে ক্ষুরম তাঁহাকে বিবিধবিধানে আশ্বস্ত করিয়া "একটী হস্তী, কয়েকটী ঘোটক ও একখানি তরবার এবং অন্যান্য রাজযোগ্য খেলাত "প্রদান করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী রাজপুতগণের মধ্যে যদিও একশত জনেরও "অধিক ব্যক্তি পুরস্কার পাইবার যোগ্য ছিল না; তথাপি একশত কুড়িটী খেলাত, পঞ্চাশটী "ঘোটক এবং রত্নফলশোভিত বারটী শিরপেঁচ কলকা তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হইল। "এই সকল নৃপতির মধ্যে একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা আমাদিগের সহিত "পিতা পুত্রে কখনও একত্রে সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন না*। রাণাও সে প্রথা পালন

নিমজ্জিত করিয়া সেই প্রমাণপত্রের উপরিভাগে সংস্থাপিত হইয়াছিল। আজিও সেই রক্তবর্ণ পাঞ্জাচিহ্ন সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

* মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, যবনদিগের বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় হিন্দুনৃপতিগণ পিতাপুত্রে শত্রুসমীপে উপস্থিত হইতেন না।

"করিলেন; আপন পুত্রকে তিনি সমভিব্যাহারে আনিলেন না। সেই দিবসেই সুলতান
"ক্ষুরম অমরসিংহকে বিদায় দিলেন। বিদায় দিবার সময় তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ
"করিয়া লইলেন যে, যেন তিনি যুবরাজ কর্ণকে শীঘ্র পাঠাইয়া দেন। যথাকালে কর্ণ
"আসিলেন। হস্তী,তরবার, ছুরিকা ও নানাপ্রকার খেলাত তাঁহাকে প্রদত্ত হইল; এবং
"সেই দিবসেই তিনি তাঁহার সহিত আমার নিকট আগমন করিলেন।

"সুলতান ক্ষুরম আমার সহিত আজমিরে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "যদ্যপি আপনার
"অভিলাষ হয়, তাহা হইলে রাজকুমার কর্ণকে আমি আপনার সমীপে আনয়ন করি।"
"আমি তাঁহাকে আনিতে বলিলাম। তিনি উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত সম্মান
"সম্ভ্রম দান করিলেন। তদনন্তর আমার পুত্রের অনুরোধানুসারে আমার দক্ষিণপার্শ্বেই
"তাঁহার আসন নিরূপিত হইল; এবং তাঁহাকে উপযুক্ত খেলাত প্রদান করিলাম। কর্ণ
"অতিশয় লাজুক; জন্মভূমির গিরিনিলয়ে কঠোর জীবন যাপন করাতে তিনি সুখসেব্য
"দ্রব্যাদিতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিলেন। রাজসভার জাঁকজমক তিনি কখনও দেখেন
"নাই। তিনি অল্পই কথা কহিতেন এবং আমাদের সহিত অতি অল্পই মিশিতে
"চাহিতেন। যাহা হউক, রাজকুমার কর্ণের হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাদন করিবার
"জন্য আমি প্রত্যহ তাঁহাকে আমাদিগের যত্ন ও অনুরাগের এক একটী নিদর্শন
"দেখাইতাম। তিনি নিযুক্ত হইবার এক দিবস পরে আমি তাঁহাকে একখানি
"রত্নমণ্ডিত ছুরিকা, এবং তৃতীয় দিবসে সুশোভিত একটী উৎকৃষ্ট ইরাকি ঘোটক প্রদান
"করিলাম। সেই দিবসেই আমি তাঁহাকে মহিষী নুরজিহানের কাছে লইয়া যাইলাম।
"নুরজিহান তাঁহাকে সমলঙ্কৃত হস্তী, ঘোটক এবং তরবার ও অন্যান্য বহুমূল্যবান
"পুরস্কার দান করিলেন। সেই দিনেই আমি তাঁহাকে একগাছি বহুমূল্য মুক্তাহার
"এবং তৎপর দিবসে একটী হস্তী উপহার দিলাম। তাঁহাকে সকল প্রকার দুষ্প্রাপ্য ও সুদৃশ্য
"দ্রব্য দান করিতে আমার একান্ত অভিলাষ। তদনুসারে যেখানে দুষ্প্রাপ্য ও সুন্দর
"সামগ্রী পাইতাম, অমনি তাঁহাকে দিতাম। একদা আমি তাঁহাকে তিনটী বাজ
"ও তিনটী তুরা পক্ষী উপহার দিলাম। সেই পাখী ছয়টী এত পোষা যে, হাত
"বাড়াইলেই হাতের উপর আসিয়া বসিত। আরও একটী সাজোয়া ও দুইটী মূল্যবান্
"অঙ্গুলিয়ক তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। সেই মাসের শেষ দিবসে আমি তাঁহাকে আরও অনেক
"দ্রব্য প্রদান করিলাম; যথা,—গালিচা, কেদারা, সুগন্ধীদ্রব্য, সুবর্ণ পাত্র এবং দুইটী
"গুজরাটী বলদ।

"দশম বর্ষ। এই সময়ে কর্ণকে তাঁহার জাইগিরে * ফিরিয়া যাইতে ছুটী দিলাম।
"বিদায়কালে তাঁহাকে একটী হস্তী, একটী ঘোটক, এবং ৫০,০০০ টাকা দামের

* হায়! স্বাধীনতার আবাস-নিলয় পবিত্র চিতোরপুরীর অধীশ্বর বীরকেশরী বাপ্পারাওলের বংশধর আজি এই নীচ, ঘৃণ্য, কলঙ্কিত নামে অভিহিত হইলেন! হা প্রতাপ! হা আর্য্যকুলের গৌরবরবি! কোথায় তুমি? ভগবন্! তুমি এ পাপপৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আজি নিশ্চিন্ত-ভাবে পরমানন্দে অনন্তসুখের ধামে বিশ্রাম করিতেছ; কিন্তু তোমার "স্বর্গাদপি গরীয়সী" পবিত্র মিবার-ভূমি মুসলমান কর্ত্তৃক আজি পাপ "জাইগির" নামে অভিহিত হইল!

"একছড়া মুক্তার হার দান করিলাম। সেই বার কর্ণ আমার নিকট যতদিন ছিলেন, "ততদিনের মধ্যে তিনি আমার নিকট হইতে যত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের "মূল্য দশ লক্ষ টাকার অধিক হইবে। এতদ্ব্যতীত আমার পুত্র খুরম তাঁহাকে যে "সমস্ত দ্রব্যাদি উপহার দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য এতৎসহ সম্বলিত হইল না। কর্ণের "সহিত আমি মোবারিক খাঁকে প্রেরণ করিলাম এবং মোবারিকের দ্বারা রাণাকে "একটী হস্তী, ঘোটক ইত্যাদি এবং গোপনীয় নানাপ্রকার সমাচার পাঠাইয়া দিলাম।

"হিজিরা ১০২৪ অব্দ ৮ই সফর দিবসে রাজকুমার কর্ণ পাঁচ হাজারী মনসফদারী "পদে উন্নীত হইলেন *। সেই সময়ে আমি তাঁহাকে পান্নাবসান একছড়া মুক্তার মালা "অর্পণ করিলাম।

"সেই দশম বর্ষ—২৪ শে মহরম দিবসে কর্ণের দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র জগৎসিংহ "রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত বন্দনাদির পর তাঁহার পিতা ও পিতামহের "আর্জ্জি সমর্পণ করিলেন। তিনি যে মহৎকুলে সমুদ্ভূত, তাহার সুস্পষ্ট "পরিচয় তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছিল †। তাঁহার প্রতি "সদয় ব্যবহার এবং নানাপ্রকার উপহার দ্বারা তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন "করিতে লাগিলাম।

"সাবনের দশম দিবসে জগৎসিংহ আমার অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন "করিলেন। বিদায়কালে আমি তাঁহাকে ২০,০০০ টাকা, একটী ঘোটক, হস্তী ও "নানাপ্রকার খেলাত দান করিলাম এবং রাজকুমার কর্ণের শিক্ষক হরিদাস ঝালাকে "৫,০০০ টাকা, একটী ঘোটক ও খেলাত এবং তদ্দ্বারা রাণাকে ছয়টী সোণার প্রতিমা ‡ "দান করিলাম।

"একাদশ বর্ষ—২৮ শে রুবি-উল-আকবর। আমার অনুমতিক্রমে রাণা ও "কর্ণের দুইটী প্রতিমূর্ত্তি শুভ্র মর্ম্মর প্রস্তরে খোদিত হইল। যে দিন

---

* ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এতৎসহ রাণা নিম্নলিখিত কয়েকটী জনপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যথা,—খৈরার, ফুলিয়া, বেদনোর, মণ্ডলগড়, জিরণ ও ভিনসরোর। আরও কথিত আছে যে, রাণা দেবল ও দুনগারপুরের সামন্ত নৃপতিদ্বয়ের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† খ্যাতনামা স্যার্ টমাস রো ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের নিকট হইতে দূতস্বরূপ জাহাঙ্গিরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া মোগল ও হিন্দুনৃপতিদিগের সম্বন্ধে তিনি স্বদেশে যে সকল পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ে অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যাইতে পারে। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারি দিবসে কাণ্টারবারির প্রধান যাজককে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রয়োজনবোধে তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদিত হইল। "মহারাজ পুরুর ধর্ম্মসম্মত বংশধর এখানে মোগলের সাম্রাজ্য-মধ্যে রাজারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। গতবর্ষের পূর্ব্বে কেহ কখনই ইহাঁদিগকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, জয় না করিয়া ইহাঁকে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। ইনি যে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অসিবলের প্রভাবে নহে, পরন্তু উপহারাদির মোহিনী শক্তির প্রভাবে।"

‡ মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন যে, "উক্তরূপ প্রতিমূর্ত্তির বিবরণ প্রায়ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু সে সমুদায় যে, কোন্‌গুলি তাহা আমি বিদিত নহি।"

"সেই দুইটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট আনীত হইল, সেই "দিনের তারিখ তাহাতে লিখিয়া আগরার উদ্যানে প্রতিষ্ঠা করিতে "আদেশ করিলাম।

"আমার রাজত্বের একাদশ বর্ষে এটিমদ খাঁ আরজি দ্বারা আমাকে বিজ্ঞাপন করিল "যে, সুলতান খুরম রাণার দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং রাণা ও রাজপুত্র, সাতটী "হস্তী, সাতাশটী ঘোটক, রত্নাদি এবং সুবর্ণের অলঙ্কার প্রভৃতি করস্বরূপ প্রদান "করিয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে আমার প্রাণকুমার কেবল তিনটী ঘোটক "লইয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট সমস্তই ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন ধার্য্য হইল "যে, রাজকুমার কর্ণকে পঞ্চদশ শত রাজপুত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে যুদ্ধকালে খুরমের "নিকট উপস্থিত থাকিতে হইবে।

"ত্রয়োদশ বৎসর। এই বৎসরে রাজকুমার কর্ণ আমার দক্ষিণজয়জন্য সহানুভূতি "প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে আমার সভাতে উপস্থিত হইলেন। তখন আমার সভা সিন্দলা "নামক স্থানে স্থাপিত। কর্ণ সেই স্থানে আসিয়া আমাকে ১০০ মহর, ১,০০০ টাকা "এবং ২১,০০০ টাকা মূল্যের স্বর্ণরত্ন; কয়েকটী বলিষ্ঠ হস্তী ও ঘোটক নজর দিলেন। "কেবল ঘোটক কয়েটীকে ফিরাইয়া দিয়া অবশিষ্ট সমস্তই রাখিলাম এবং তৎপর "দিবসে তাঁহাকে একটী সম্মানসূচক সজ্জা দান করিলাম। তৎপরে তাঁহাকে হস্তী, "অশ্ব, তরবার ও ছুরিকা এবং তাঁহার পিতার জন্য একটী ঘোটক প্রদান করিয়া "ফতেপুর হইতে তাঁহাকে বিদায় দিলাম।

"চতুর্দ্দশ বৎসর। হিজিরা ১০২৯, রবি-উল-আওল ১৭ শ দিবসে রাণা অমরসিংহের "মৃত্যু-সমাচার পাইলাম। রাণার পুত্র ভীমসিংহ এবং পৌত্র জগৎসিংহ উক্ত সমাচার "লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমি নানাপ্রকার খেলাত দিলাম এবং রাজা "কিশোরী দাসের দ্বারা একখানি সান্ত্বনাপত্র, কতিপয় উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং আভিষেচণিক "দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া কর্ণকে "রাণা" উপাধি দান করিলাম। তৎপরে ৭ই সাবল "বিহারী দাস বর্ম্মণ দ্বারা রাণা কর্ণের নিকট আমার পাঞ্জাঙ্কিত প্রমাণপত্র প্রেরণ "করিয়া বলিয়া পাঠাইলাম যে, যেন তাঁহার পুত্র সহকারী সেনাদল লইয়া আমার নিকট "উপস্থিত হয়েন।"

সম্রাট জাহাঙ্গিরের হস্তাক্ষরিত বিবরণ যথাযথ অনুবাদিত হইল। এক্ষণে প্রয়োজন বোধে উক্ত বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা কিছু ক্ষণের জন্য প্রবৃত্ত হইলাম। জাহাঙ্গিরের হৃদয় যে অতি উচ্চ ও মহৎ ছিল, তাঁহার স্বপ্রণীত বিবরণ পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। সেই বিবরণের প্রতি পঁক্তি প্রত্যেক শব্দ হইতে তাঁহার মহত্ত্ব ও উচ্চ-হৃদয়তার সুস্পষ্ট পরিচয় পরিলক্ষিত হইতেছে। ক্ষত্রিয়গৌরব বীরকেশরী প্রতাপসিংহের বীরপুত্রের উপর জয়লাভ করিয়া তিনি যে অসীম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও স্ফুটীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। সেই আনন্দের গভীরতায় তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই;—তিনি আপনার স্বভাবজ মহত্ত্ব ত্যাগ করেন নাই। যদিও

আদ্যোপান্ত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, নিরপেক্ষভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি তিনি দুই এক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কোন্ মহাশক্তির প্রভাবে গিহ্লোট নৃপতিগণ অত্যাচারী যবনদিগের কঠোর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা জাহাঙ্গির জানিতে পারেন নাই;—সেই জন্যই ভ্রমবশতঃ তিনি তাঁহাদের আত্ম-সমর্থনের অন্যরূপ কারণ ও উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাহাতে তিনি শিশোদীয় বীর অমরসিংহের বীরগর্ব্বের অবমাননা বা খর্ব্বতা সাধন করেন নাই। তিনি অমরসিংহের বীরগর্ব্ব প্রণিধান করিতে পারিয়াছিলেন;—সেই বীরগর্ব্বে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "স্বদেশ পরিত্যাগ অথবা বন্দিত্ব স্বীকার করিতে হইবে জানিয়া" রাণা অবশেষে হতাশহৃদয়ে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মর্ম্মাহত নিরুপায় নিরবলম্ব রাজপুত কেশরীর কঠোর হৃদয়-বেদনা সম্রাট জাহাঙ্গিরের হৃদয়ে প্রহত ও প্রবিদ্ধ হইয়াছিল; সেই জন্যই তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং রাণার অনুরোধমত তাহার প্রশমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন অমরের সকল আশা ভরসা বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন তিনি সম্রাটের নিকট অবনত হইতে সম্মত হইলেন; তখন তিনি অন্যান্য হিন্দুনৃপতির ন্যায় রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া সম্রাটের সেবা করিতে সম্মত হইলেন; সম্মত হইলেন বটে; কিন্তু স্বয়ং সেই কঠোরতম অবমাননা সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়া আপনার পুত্র কর্ণকে প্রেরণ পূর্ব্বক ক্রটী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট তাহা বুঝিতে পারিলেন; বুঝিতে পারিলেন যে, অনেক কষ্টে রাজপুত-বীর অমরসিংহ সেই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিয়াছেন; সেই কয়েকটী কথা তাঁহার হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। যে গিহ্লোটবীরগণ প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বিশুদ্ধ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন; পরাধীনতা কাহাকে বলে, যাঁহারা কখন জানেন নাই; তাঁহাদের বংশধর হইয়া আজি হতভাগ্য অমরসিংহ বিধিবিড়ম্বনায় সেই স্বর্গীয় স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইলেন; ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! সম্রাট জাহাঙ্গির স্বহস্তে তাঁহার গলে পরাধীনতা-শৃঙ্খল পরাইয়া দিলেন, স্বহস্তে তাঁহাকে সেই গৌরবময় উচ্চতম আসন হইতে নিম্নতম রসাতলকূপে নিপাতিত করিলেন। নিরুপায়, নিরবলম্ব, নিঃসহায় রাজপুত নৃপতি মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহার সে অপমান সহ্য করিলেন; সহ্য করিলেন;—রাজপুতের হৃদয় কঠোর সহিষ্ণুতায় সংবদ্ধ বলিয়া যাহা অসহ্য, তাহা সহ্য করিলেন। নতুবা তাহার স্তরে স্তরে যে ভীষণ অনল জ্বলিতেছিল, তাহার শিরায় শিরায় যে তীক্ষ্ণতম শেল প্রবিদ্ধ হইতেছিল, অন্য হইলে তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই তাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, নিশ্চয়ই সেই কয়েকটী কথা উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বে জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত হইত, দলিত ও নিষ্পিষ্ট জীবনবায়ু আপনা হইতে বহির্গত হইয়া যাইত! অমরসিংহের হৃদয়ে সেইরূপ যন্ত্রণার উদয় হইয়াছিল; কিন্তু একমাত্র অদ্ভুত সহিষ্ণুতার বলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন; কেননা তিনি জানিতেন যে, মানব হইয়া যে সহ্য করিতে না শিখিল, সে মানবনামের যোগ্য নহে, তাহার মানবদেহ

ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। এ অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞান শুদ্ধ অমরসিংহের নহে; ইহা তাঁহার পবিত্র গিহ্লোটকুলের সহজাত প্রকৃষ্ট গুণ। আজি অমরসিংহ সেই অপূর্ব্ব গুণের কার্য্যকারিতা দেখাইলেন,—আজি সেই প্রচণ্ড সহিষ্ণুতার চরমোৎকর্ষের প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। স্বাধীনতার অপলোপে তাঁহার হৃদয় যে, কঠোরতম যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়াছিল, তাহা মোগলসম্রাট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার আপনার হৃদয়ও ব্যথিত হইয়াছিল। সেই জন্যই তিনি রাণার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই; সেই জন্যই তিনি বলিয়াছিলেন, "সেই মাননীয় ব্যক্তির বাসনার অনুসারে তৎপ্রতি ব্যবহার করিতে কথনই ক্ষান্ত থাকিও না *।"

রাজপুতকুলকেশরী বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের বীরপুত্রের উপর জয়লাভ করিয়া সম্রাট আনন্দিত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সে আনন্দের উচ্ছ্বাস নাই, তাহাতে হীনজনোচিত প্রগল্‌ভতা নাই; তাহা গভীর—প্রশান্ত অথচ সারল্যময়। দেশের গৃহে গৃহে সাধারণ আনন্দোৎসবের আয়োজন না করিয়া তিনি যে কেবল রাণার প্রিয়তম হস্তী আলমগোমানে আরোহণ করিয়া দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার সেই গভীর—প্রশান্ত আনন্দের বিস্ফুরণ স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। রাণার উপর জয়লাভ করিয়া তিনি আপনাকে অতীব গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন; কেননা তিনি জানিতেন যে, শিশোদীয় নৃপতিগণই রাজপুতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই বীরপূজ্য শ্রেষ্ঠ রাজবংশের উপর জয়লাভ করিবার জন্য তাঁহার পিতৃপুরুষগণ কত চেষ্টা, কত যত্ন, কত অর্থব্যয় ও সেনাবলাপচয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আজি তাঁহা হইতে সেই সুমহৎ কার্য্য সাধিত হইল। সুতরাং সম্রাট তাহাতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন। যাহা অসিবলে হয় নাই;—নৃশংসতা, স্বার্থপরতা ও সর্ব্বোৎসাদনের পাপমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পাশব অসিবলপ্রয়োগে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা সাধন করিতে পারেন নাই; সপ্তদশবার উপর্য্যুপরি কঠোর সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অসংখ্য হিন্দুমুসলমানের হৃদয়শোণিতপাতেও যাহা তিনি স্বয়ং এতদিন সম্পাদন করিতে পারেন নাই, আজি তাঁহার পরমধার্ম্মিক পুত্র ভাগ্যবান্ খুরম সদাচরণ ও সুহৃদ্ব্যবহারের সাহায্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে সংসাধন করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি জানিতেন যে, ভারতবর্ষ পশুবলে অথবা অসির সাহায্যে শাসিত হইবার নহে। এই নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত ছিলেন বলিয়া সদাশয় খুরম অল্পায়াসেই রাজপুতনৃপতিকে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারত যে পশুবলের অথবা অসির সাহায্যে শাসিত হইবার নহে, তাহা মোগল ব্যতীত ভারতের আর কোন্ বিদেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ জানিতে পারিয়াছে? আর কোন্ জাতি হিন্দুদিগের উপর জয়লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছে? অতীতসাক্ষী ইতিহাস আজি মোগলদিগের সেই উচ্চহৃদয়তা জগৎসমীপে অনন্তরসনায় কীর্ত্তন করিতেছে। সূক্ষ্মদর্শী নিরপেক্ষ জাহাঙ্গিরের পবিত্র লেখনী আজি সভ্যজগতে এক নূতন সত্যের জয়ঘোষণা প্রকটিত

* সম্রাটের উক্ত আদেশ যে সর্ব্বতোভাবে পালিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

করিতেছে, সেই ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া জগৎ জানুক,—“ভারত অসির সাহায্যে অথবা পাশববলে শাসিত হইবে না।”

সম্রাট জাহাঙ্গির মিবারপতিকে পরাজিত করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণকে ভারতবর্ষীয় সমস্ত নৃপতির শীর্ষ আসনে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দিয়াছিলেন। এইরূপে রাজপুত নৃপতির প্রতি সম্রাটের যে কোন আচরণের বিবরণ পাঠ করা যায়, তাহাতেই সম্রাটের উচ্চহৃদয়তা এবং বীরোচিত গৌরব ও শিষ্টাচারের প্রদীপ্ত পরিচয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শিশোদীয়কুলের গৌরব সম্ভ্রম এবং শিশোদীয় নৃপতিকে সুখে রাখিবার জন্য যেন তিনি সদাব্যস্ত। কিন্তু সম্রাটের আর একস্থানে ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গশিশু কর্ণের প্রকৃত হৃদয়ভাব অনুধাবন করিতে না পারিয়া ভ্রান্তচিত্তে বলিয়াছেন “কর্ণ লাজুক”! কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কর্ণের সেই “লাজুকতা” অন্য এক উচ্চতর গৌরবময় অভিধার স্থান পাইবার যোগ্য। কর্ণ রাজকুমার,—সুপ্রসিদ্ধ পবিত্রতম গিহ্লোটকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার পিতা মহাবল পরাক্রান্ত শত নৃপতির বংশধর, তাঁহার জন্মভূমি আর্য্যগৌরবগরিমা ও স্বাধীনতার লীলানিকেতন। সেই বীরপ্রসূ পবিত্র মিবারক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই যোগ্য পিতার পুত্র হইয়া, সেই জগন্মান্য বীরকুলে আবির্ভূত হইয়া ম্লেচ্ছের দাস হইলেন! তাঁহার পিতৃপুরুষগণ প্রাণ থাকিতে যে ম্লেচ্ছদিগকে মিবারভূমির ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে দিতেন না; যাহাদের সহিত সম্বন্ধবন্ধনে কলঙ্কিত বলিয়া তাঁহার সজাতীয়গণ আজি তাঁহার পিতৃপিতামহগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত; যাহাদিগকে তাঁহারা “দৈত্যদানব” প্রভৃতি ঘৃণাসূচক অভিধা প্রদান করিয়াছিলেন, আজি বিধাতা তাঁহাদিগকে সেই ম্লেচ্ছের—সেই নিকৃষ্ট হেয় অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছের বশীভূত করিল; সহায়,—সম্বল,—উপায়—অবলম্বন কাড়িয়া লইয়া সেই চিরশত্রু ম্লেচ্ছের নিক্ষিপ্ত শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিল; কর্ণের ন্যায় তেজস্বী রাজকুমারের হৃদয়ে কেমন করিয়া তাহা সহ্য হইতে পারে? কর্ণও রাজপুত্র—সুপ্রসিদ্ধ শিশোদীয়কুলের উপযুক্ত রাজপুত্র;—তাঁহার হৃদয়ত তাহাতে ব্যথিত হইতেই পারে। কিন্তু যাহাদিগের রাজ্যশাসনের সহিত কোন সংস্রবই নাই;—যাহাদিগের তিলমাত্রও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই; জন্মভূমির দুরবস্থা-দর্শনে, জাতীয় স্বাধীনতার অপলোপদর্শনে তাহাদিগেরও হৃদয় ক্ষুব্ধ, মথিত ও আহত হইয়া থাকে। যাহার হয় না, তাহার মনুষ্যত্ব কোথায়?—সে মানব নামের যোগ্য নহে। কর্ণ রাজপুত্র হইয়া সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইলেন; তাঁহার পিতৃপুরুষগণের বীরত্বগৌরব ও স্বাধীনতার আবাসনিলয় মিবারভূমি ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক হীন “জাইগির” নামে অভিহিত হইল; বীরাগ্রগণ্য স্বাধীনজীবন শত নৃপতির বংশধর হইয়া তিনি আপনি “জাইগিরদার” পাপ অভিধায় নির্দ্দিষ্ট হইলেন; যে শত্রু তাঁহাদিগকে এই হীনতম শোচনীয় দশায় নিপাতিত করিল, কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে তিনি আবার তাহার সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিতে পারেন? সেই শত্রু তাঁহাকে সন্তুষ্ট

রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার শৃঙ্খলভার লাঘব করিয়াদিল, তাঁহাকে হিন্দুনৃপতিগণের উচ্চতম আসনে স্থাপিত করিল, তাঁহার চিরাপহৃত গদবাররাজ্য পুনর্দান করিল, তাঁহাকে "পঞ্চসহস্রের অধিনেতৃত্বে" বরণ করিল; এ সকলই সত্য—এসকল কৌশলই সুন্দর বটে; কিন্তু সেই সকলের বিনিময়ে তাহারা যে এক অমূল্য ধন অপহরণ করিল; তাহার সহিত তুলনায় ইন্দ্রের অমরাবতী ও ধনাধিপের কোষাগারও অতি হীন ও অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। কর্ণ সেই অমূল্য রত্ন—"স্বর্গাদপি গরীয়সী" সেই অমূল্য স্বাধীনতা-রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলেন; সে রত্ন উদ্ধার করিবার আর উপায় নাই; তাহাও স্বচক্ষে দেখিলেন। দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই জন্যই তিনি নীরবে থাকিতেন। ইহাতেই তিনি সম্রাট কর্তৃক "লাজুক" ও "অল্পভাষী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন!

রাজপুতনৃপতি রাণা অমরসিংহ উদারহৃদয় সম্রাট জাহাঙ্গিরের নিকট যেরূপ সম্মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, জেতার নিকট বিজিত আর কোন নৃপতি সেরূপ সম্মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না, সন্দেহ। কিন্তু তেজস্বী অমরসিংহের গর্ব্বোন্নত হৃদয়ে সেই সম্মান ও মর্য্যাদা বিষদিগ্ধ সুতীক্ষ্ণ শরজালের ন্যায় প্রবিদ্ধ হইত; সম্রাটপ্রদত্ত সেই সম্মান ও মর্য্যাদার বিষয় তিনি যত চিন্তা করিতেন, ততই তাঁহার হৃদয় নিদারুণ যন্ত্রণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সেই নিদারুণ যন্ত্রণার প্রচণ্ড প্রপীড়নে সময়ে সময়ে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তিনি খুরমের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য এবং জাহাঙ্গিরের সেই সসম্মান ব্যবহারকে শত অভিশাপ প্রদান করিতেন। খুরম রাজপুতরমণীর গর্ভে সঞ্জাত *। তিনি রাজপুত বীরত্বের অত্যন্ত আদর করিতেন এবং রাজপুত বীরদিগকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। তাঁহার সেই অকপট ভক্তি, আদর ও রাজপুতানুরাগে বিমোহিত হইয়াই তেজস্বী অমরসিংহ জাহাঙ্গিরের বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতাস্থাপনে সম্মতিদান করিয়াছিলেন। নতুবা চিরজীবন সমরসাগরে সন্তরণ করিলেও এবং কঠোরতম অত্যাচারে নিপীড়িত হইলেও তিনি সে প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইতেন না। খুরমের স্বভাব অতিশয় সরল ও উদার। তাঁহার বাক্যও সেইরূপ অমিয়ময়। তাঁহার বাক্যাবলি অমরসিংহের কর্ণে যেন সুধাধারা সিঞ্চন করিত। খুরম রাণার সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিতে বাসনা করিয়া সেই সন্ধির মূল্যস্বরূপ তাঁহার সরল মৈত্রী যাচ্ঞা করিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "যদি আপনি নগরের বহির্দ্দেশে আসিয়া একবার সম্রাটের পাঞ্জাঙ্কিত প্রমাণপত্র গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত মুসলমানকে মিবার হইতে স্থানান্তরিত করিব।—তাহা হইলে মুসলমানের নাম গন্ধও আপনি আর মিবারের মধ্যে দেখিতে পাইবেন না।" এই বাক্যে তেজস্বী রাণার উন্নত হৃদয় একবারে প্রচণ্ডতেজে উচ্ছ্বসিত

* খুরম অম্বরের কচ্ছাবহবংশীয়া রাজকুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই জন্য রসিক ভট্টকবিগণ তাঁহাকে কচ্ছপকুলোদ্ভূত কূর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, খুরম ও কচ্ছাবহের পরিবর্ত্তে কূর্ম্ম ও কচ্ছপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষুরমের সে বাক্যে সম্মতি দান করিতে পারিলেন না। বীরকেশরী প্রতাপসিংহের পুত্র হইয়া তিনি কি একজন মর্ত্ত্য মানবের—বিশেষতঃ স্বাধীনতাপহারী মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবেন? দেহে প্রাণ থাকিতে তিনি ত কখনই সেই অবমানসূচক বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। তিনি সুলতান ক্ষুরমের সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তাঁহার সেই প্রস্তাবকে তিনি সদর্পে উপেক্ষা করিলেন।

যে দিন সুলতান ক্ষুরম রাণার নিকট উক্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন, সেইদিন তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া শান্তিময়ী মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন; সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইতে স্বল্পমাত্রই বিলম্ব হইল। ক্ষুরমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া তিনি আপনার সর্দ্দারদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং তাহাদিগের সম্মুখে আপন প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক পুত্রের ললাটে রাজটীকা অর্পণ করিয়া রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন *। বিদায়কালে প্রণত পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া তিনি ধীরগম্ভীর-ভাবে বলিলেন "দেখিও, বৎস, মিবারের সম্মানগৌরব এখন তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে।" রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া রাজা ন-চৌকির † গিরি-গহনে মুনিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে দুঃখে একপ্রকারে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সেই দিন সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি সেই তাপসাশ্রম পরিত্যাগ করেন নাই, আর রাজধানীতেও আগমন করেন নাই। যে দিন তাঁহার পবিত্রাত্মা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেল, যে দিন পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশাইল, সেইদিন তাঁহার দেবদেহের পূতভস্মাবশেষ তাঁহার পিতৃলোক-দিগের ভস্মরাশির সহিত একত্র রক্ষিত হইবার জন্য প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রেরিত হইল।

অমরসিংহের দেবচরিত্রের আর অধিক সমালোচন বাহুল্যমাত্র। তিনি বীরকেশরী প্রতাপসিংহের যোগ্যপুত্র এবং পবিত্র গিহ্লোটকুলের যোগ্য নরপতি ছিলেন। যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক গুণগ্রাম বীরের অঙ্গভূষণ, অমরসিংহ তৎসমস্তেই বিভূষিত ছিলেন। মিবারের সকল নৃপতির মধ্যে তিনি অধিকতম উন্নত ও বলিষ্ঠ। কিন্তু তাঁহাদিগের ন্যায় তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদ ও গাম্ভীর্য্যের কালিমা প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত; কিন্তু তাহা বলিয়া সেরূপ ভাব তাঁহার প্রকৃতিগত নহে। বোধ হয় আজন্ম বিপদের অঙ্কুশতাড়নে নিপীড়িত বলিয়া তাঁহার বদনে বিষাদের সেই নিবিড় ছায়া আপতিত হইয়াছিল। ঔদার্য্য ও বীর্য্যমত্তা, দয়া ও ন্যায়পরতাই রাজপুত নৃপতির কয়েকটী প্রধান গুণ; অমরসিংহ এই কয়েকটী প্রধান গুণে বিভূষিত

* সম্বৎ ১৬৭২ (খৃঃ ১৬১৬) অব্দে রাণা অমরসিংহ পুত্রহস্তে স্বীয় রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ফেরিস্তাগ্রন্থের অনুবাদক মহানুভব ডো সাহেব বলেন যে, সম্বৎ ১৬৬৯ (খৃঃ ১৬১৩) অব্দে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

† মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, উক্ত স্থলেই সুলতান ক্ষুরম রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নগরের উত্তরস্থিত একটী গিরিমালার উপরিভাগে উক্ত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অট্টালিকা রাণা উদয়সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ছিলেন বলিয়া কি সৈন্য, কি সামন্ত, কি আত্মীয়বর্গ, কি প্রজা সকলেই তাঁহাকে দেবভাবে পূজা করিত। তাঁহার সেই সমস্ত অপূর্ব্ব গুণগরিমার প্রচুর বিবরণ ভট্টগ্রন্থে এবং রাজস্থানের অনেক স্তম্ভ ও গিরিগাত্রে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কর্ণকর্ত্তৃক উদয়পুরের দৃঢ়ীকরণ ও শোভাসংবর্দ্ধন;—সম্রাট-সভায় উপস্থিত থাকার দায় হইতে মিবারের রাণাগণের নিষ্কৃতিলাভ;—সম্রাটের সাহায্যার্থে রাণার দেয় সেনাদলের উপর ভীমের অধিনায়কত্ব;—পারবেজের প্রতিকূলে সুলতান ক্ষুরমের সহিত ভীমের ষড়যন্ত্র;—রাজদ্রোহীদিগের প্রতি জাহাঙ্গিরের আক্রমণ;—ভীমের নিধন;—উদয়পুরে ক্ষুরমের পলায়ন;—তাঁহাকে রাণার সাদরে গ্রহণ;—রাণা কর্ণের পরলোকগমন;—রাণা জগৎসিংহের সিংহাসনারোহণ;—জাহাঙ্গিরের মৃত্যু এবং শাজিহান নাম ধারণ পূর্ব্বক ক্ষুরমের সিংহাসনারোহণ;—মিবারে গভীর শান্তি;—পেশোলার বক্ষবিহারী দ্বীপসমূহে রাণাকর্ত্তৃক প্রাসাদনির্ম্মাণ;—চিতোরের পুনঃসংস্কারসাধন;—জগৎসিংহের লীলাসম্বরণ;—রাণা রাজসিংহের রাজ্যাভিষেক;—শাজিহানকে পদচ্যুত করিয়া আরঙ্গজীবের সিংহাসনারোহণ;—জাহাঙ্গির ও শাজিহানের হিন্দু-প্রেমিকতার প্রকৃত কারণনিরূপণ;—আরঙ্গজীবের চরিত্র-বিবরণ;—রাজপুতদিগের উপর তাঁহার "খজিয়া" বা মুণ্ডকরস্থাপন;—রূপনগরের রাজকুমারীর সহিত আরঙ্গজীবের বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে তাঁহাকে হরণ করিয়া রাণার স্বনগরে আগমন;—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ;—আরঙ্গজীবের যুদ্ধযাত্রা;—গিরবো উপত্যকা;—রাজকুমার আকবরের পরাজয়;—তাঁহার গিরিসঙ্কটে পতন;—রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ত্তৃক আকবরের সঙ্কটোদ্ধার;—দেলহীর খাঁর পরাজয়;—রাণা এবং তাঁহার সহকারী রাঠোরগণ কর্ত্তৃক আরঙ্গজীবের পরাভব;—আরঙ্গজীবের যুদ্ধক্ষেত্রপরিত্যাগ;—রাজকুমার ভীমের গুর্জ্জরাক্রমণ;—রাণার মন্ত্রীকর্ত্তৃক মালবলুণ্ঠন;—একতাবদ্ধ রাজপুতদিগের আজিমকে পরাভূত করিয়া চিতোর হইতে দূরীকরণ;—মোগলগ্রাস হইতে মিবারের উদ্ধার;—মারবারে ভীষণ যুদ্ধ;—একীভূত শিশোদীয় ও রাঠোরবলে সুলতান আকবরের পরাজয়;—রাজপুতদিগের ষড়যন্ত্র;—আরঙ্গজীবকে পদচ্যুত করিয়া আকবরকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার কল্পনা;—কল্পনার নিষ্ফলতা;—রাণার সহিত মোগলসম্রাটের সন্ধিপ্রস্তাব;—সন্ধিবন্ধন;—বিষম ক্ষত প্রাপ্ত হইয়া রাণার মৃত্যু;—তাঁহার ও আরঙ্গজীবের তুলনায় চরিত্রসমালোচনা;—রাজসমুদ্র সরোবর;—ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী।

মিবারের শেষ স্বাধীন নৃপতি মহারাজ অমরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণ পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে সম্বৎ ১৬৭৭ (খৃঃ ১৬২১) অব্দে আরোহণ করিলেন। আজি রাজস্থানের নন্দনকাননসদৃশ, স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন বীরপ্রসূ মিবারভূমির সে গৌরব নাই। যে গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া মিবারভূমি একদা সভ্য জগতের শীর্ষস্থানে আসন অধিকার করিয়াছিল, একদা সূর্য্যবংশীয় বাপ্পারাওলের বংশধরগণ এক একটী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের

ন্যায় প্রখর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন; আজি সে গৌরব মিবারভূমি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; রশ্মিবিভাত প্রোজ্জ্বল মিবাররাজ্য বিষাদতমসাময় শ্মশানভূমে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে; মিবারের সেই মার্ত্তণ্ডসদৃশ রাজপুত্রগণ সেই প্রখর জ্যোতি হারাইয়া এক একটী সামান্য সামান্য গ্রহের ন্যায় ক্ষীণতেজ হইয়া পড়িয়াছেন! আজি ভারতীয় হিন্দুরাজন্যসমাজ এই শোচনীয় হীন দশায় উপাগত! তাঁহাদিগের আপনাদিগের তেজ নাই, জ্যোতি নাই, প্রখরতা নাই। তাঁহারা আপনাদের শক্তি হারাইয়া পরকীয় শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আত্মবিস্মৃতের ন্যায় প্রচণ্ড মোগলসূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছেন! যে মহতী শক্তি একদা হিন্দুসূর্য্যের প্রতি লোমকূপ হইতে বিস্ফুরিত হইয়া ভারতের সমস্ত নরপতির গতি নিয়ন্ত্রিত করিত, আজি তাহা এই মোগলসূর্য্যে সংক্রামিত হইয়াছে। এই মোগলসূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ প্রতিরোধ করা আজি কোন হিন্দুনৃপতিরই সাধ্যায়ত্ত নহে। কালবশে ইহা সেই তেজ সেই শক্তি পাইয়াছে, আবার কালবশে তাহা হইতে বিচ্যুত হইবে। ইহা বিশ্বজনীন অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। এ জগতে কেহই এ নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। এই অনতিক্রমনীয় নিয়মের অধীন হইয়া "হিন্দুসূর্য্য" বাপ্পারাওলের বংশধরগণ আজি আপনাদের তেজ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, এবং মোগলসূর্য্যের প্রচণ্ড শক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সামান্য গ্রহ ও উপগ্রহের ন্যায় তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। মোগলসূর্য্যের সে প্রচণ্ড শক্তি তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের গতি নিয়মন করিতে পারিতেছে না। অনভ্যস্ত পদে বিচরণ করিয়া অনভ্যস্ত আকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহারা সময়ে সময়ে কক্ষভ্রষ্ট হইয়া আপনাদিগের স্বাভাবিক তেজ ও প্রখরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাজপুতগৌরব বীরপুঙ্গব বাপ্পারাওলের বংশধরগণ আপনাদিগের পূর্ব্ব তেজ ও শক্তি হারাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে পূর্ব্ব স্মৃতিকে হারাইতে পারেন নাই। সেই স্মৃতিই তাঁহাদিগের একমাত্র জীবনী। তাহা হারাইলে আপনাদের অস্তিত্ব হারাইতে হইত; রাজপুত নাম জগৎ হইতে চিরতরে উঠিয়া যাইত। যে দিন বীরকেশরী মহারাজ কণক সেন সৌরাষ্ট্রের শীর্ষদেশে আপন বিজয়বৈজয়ন্তী রোপণ করিলেন, সেই দিন হইতে বর্ত্তমান সমালোচ্য কাল পর্য্যন্ত সার্দ্ধেক সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অদৃষ্ট-চক্রের প্রচুরতর পরিবর্ত্তনে তাঁহার বীর-বংশের যেরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা বর্ণন করিয়াছি। সেই অবস্থার জ্বলন্ত চিত্র আজিও আমাদিগের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। সেই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যকালে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ কণক সেন সুদূর লোহকোট পরিত্যাগ করিয়া সৌরাষ্ট্রোপকূলে স্বীয় বিজয়পতাকা স্থাপন করিলেন; তথায় তাঁহার বংশধরদিগের চতুঃশতাব্দীব্যাপী অক্ষুণ্ণ রাজ্য-শাসন; ক্রমে শিলাদিত্যের আবির্ভাব; অসভ্য পারদদিগের আক্রমণ। সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া মহারাজ শিলাদিত্য স্বজন সমভিব্যাহারে সমর-ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহার সুখের নন্দনকানন শোভাময়

সৌরাষ্ট্ররাজ্য বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক সমুৎসাদিত হইল! সেই ভয়াবহ কাল সময়ে একমাত্র পুষ্পবতী পতনোন্মুখ সূর্য্যবংশতরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জীবিতা রহিলেন; ক্রমে গ্রহাদিত্যের আবির্ভাব,—"গ্রহিলোট" (গিহ্লোট) নামের উৎপত্তি; ইদরে রাজ্যপ্রাপ্তি; ভিলদিগের অত্যাচারে ইদরত্যাগ; বীরকেশরী বাপ্পারাওলের প্রাদুর্ভাব; চিতোরাধিকার;—উদয়পুর-প্রতিষ্ঠা; শিশোদীয়কুলের গৌরবোচ্ছ্বাস। পরিশেষে হীন, দীন, শোচনীয়রূপে সেই গৌরবের অবসান হইল; বাপ্পারাওলের বিজয়বৈজয়ন্তী মুসলমানের সম্মুখে অবনত হইয়া পড়িল! ঘটনাবৈচিত্র্যের এই সকল চিত্র ক্রমান্বয়ে আমাদের নয়নসমক্ষে জ্বলন্তবর্ণে প্রতিফলিত হইতেছে। আমরা সেই চিত্রের জীবন্তভাব যথাসাধ্য অঙ্কিত করিতে ত্রুটী করি নাই। কিন্তু আজি মিবারে নূতন যুগের অবতারণা হইতে চলিল; শ্বেতদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশাল সপ্তসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া কতিপয় ব্রিটন আজি এই অধঃপতিত হীনদশাপন্ন শিশোদীয় নৃপতিগণের উদ্ধারের জন্য ভারতভূমে পদার্পণ করিলেন। তাঁহাদের আগমনে সমস্ত ভারত কিরূপ এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল; ভারতীয়গণের জীবনীস্রোত কিরূপে নূতন দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল; আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনায় ক্রমে ক্রমে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কর্ণের চরিত্র সম্পূর্ণ বীরযোগ্য; সহিষ্ণুতা, বীর্য্যমত্তা প্রভৃতি যে সকল সুন্দর গুণ রাজপুতচরিত্রের ভূষণস্বরূপ; কর্ণ তৎসমস্তগুলিতেই সমলঙ্কৃত ছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান অতিশয় প্রখর। বিগত যুদ্ধসমূহে মিবারের রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িলে, কর্ণ যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে পুনর্ব্বার পরিপূরিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শেষোক্ত দুইটী গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধে মিবারের কোষাগার একবারে শূন্য হইয়া পড়িলে, রাজ্যমধ্যে অর্থসংগ্রহের যখন আর কোন উপায় রহিল না, তখন রাজকুমার কর্ণের হৃদয়ে এক নূতন কল্পনা সমুদিত হইল। সেই কল্পনার সাহায্যে তিনি অর্থাগমের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া কতিপয় অশ্বারোহী সৈনিকের সমভিব্যাহারে শত্রুসেনানিবেশ অতিক্রম পূর্ব্বক সুরাটে আপতিত হইলেন এবং প্রচণ্ডবিক্রমের সহিত নাগরিকবর্গকে বিত্রাসিত করিয়া তাহাদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন। তৎসংগৃহীত সেই বিপুল অর্থের সাহায্যে রাণা স্বদেশের দুরবস্থা মোচন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাণা কর্ণ একজন সাহসী ও বীর্য্যবান্ নৃপতি ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত অবসরের অভাবনিবন্ধন তিনি সেই দুইটী উচ্চতম রাজগুণের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। অনেকে এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন যে, জ্বলন্ত গৌরব ও স্বাধীনতার আবাসনিলয় পবিত্র মিবারভূমি যখন যবনকর্ত্তৃক ঘৃণ্য অপবিত্র "জাইগির" নামে অভিহিত হইল, তখন কর্ণ কেমন করিয়া নীরবে তাহা সহ্য করিলেন? তরবারের সাহায্যে তিনি সে দুরপনেয় কলঙ্কারোপের প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হইলেন না কেন? এপ্রশ্নের উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, মোগলসম্রাট মিবারভূমিকে

"জাইগির" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কর্ণকে কখনও "জাইগিরদারের" ন্যায় দেখেন নাই, পরন্তু আপনার একজন প্রধান মিত্রের ন্যায় তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেন। সেরূপ সরল মিত্র ব্যবহারের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া রাজ্যে অশান্তির বীজ বপণ করা কর্ণ কর্তৃক যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; সুতরাং তিনি শান্তিকাননের ছায়াপাদপের মূলোৎপাটন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ইচ্ছা করিলে যে, তিনি সফল মনোরথ হইতে পারিতেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে? হয় ত তাহা হইলে শিশোদীয় কুলের অস্তিত্ব একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। দেশকালপাত্রের বিচার করিয়া ব্যবহার করা সকলেরই কর্ত্তব্য; যে কেহ এ কর্ত্তব্যের অবহেলা করে, সে ইহজগতে কিছুতেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। এই নীতিপূর্ণ বাক্যের মহিমা রাণার অবিদিত ছিল না, সুতরাং তিনি তদনুসারে কার্য্য করিয়া সেই কর্ত্তব্যসাধন করিতে সর্ব্বতোভাবে মনোনিবেশ করিলেন। প্রয়োজনবোধে রাণা কর্ণ উদয়পুরের চতুঃপার্শ্ব প্রাচীর ও পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দিলেন এবং পেশোলা সরোবরের জলাবরোধার্থে যে একটী বিস্তৃত বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেটীকে আরও বিস্তৃত করিয়া লইলেন। অদ্যাপি শিশোদীয়কুলের মহিষীগণ যে একটী স্বতন্ত্র অন্তঃপুরবাটীকায় অবস্থিতি করেন, সেটীকেও কর্ণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গিহ্লোটনৃপতিগণ সার্দ্ধেক সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষীয় সমগ্র রাজন্যসমাজের শীর্ষ স্থানে আসন অধিকার পূর্ব্বক উচ্চতম গৌরব অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। আজি রাণা কর্ণ সেই উচ্চতম গৌরব হইতে বিচ্যুত হইলেও সেই উচ্চতম আসন হইতে বিচ্যুত হইলেন না। সম্রাট তাঁহাদিগকে আপনার সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিয়া সেই সম্মান রক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত সামন্তরাজার ন্যায় ব্যবহার করিতেন না। পাছে মিবারের অধিপতিগণ কোনরূপে অবমান জ্ঞান করেন, এই জন্য তিনি অমরসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনকালে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, শিশোদীয়কুলের রাজকুমারগণ যতদিন না মিবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন, ততদিন তাঁহাদিগকে সম্রাটের সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে; কিন্তু যে দিন তাঁহারা রাণা বলিয়া গণ্য হইবেন, সেই দিন সেই দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। সুখের বিষয় এ বিধি যথানিয়মে পালিত হইতে লাগিল। কেননা কর্ণ যতদিন না পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ততদিন সম্রাটের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন; কিন্তু যেদিন যে মুহূর্ত্তে রাণা বলিয়া পরিচিত হইলেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাকে আর রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইল না। তখন যিনি তাঁহার নিয়াসনস্থ, তিনিই কর্ণের স্থলে অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে শিশোদীয় নৃপতিগণ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের উচ্চতম গৌরব হইতে বিচ্যুত হইলেও উচ্চতম আসন হইতে বিচ্যুত হইলেন না। সম্রাটসভায় ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজন্যবর্গের উপরিভাগে শিশোদীয় নৃপতিগণের সেইরূপ সম্মানের সহিত শিশোদীয় সর্দ্দারদিগেরও সম্মান বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাঁহারাও সমকক্ষ রাজপুত সর্দ্দারদিগের উপর সম্মানমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই শিশোদীয় সর্দ্দারগণ মোগলাধীন সামন্তদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। সেই সকল শিশোদীয় সর্দ্দারের মধ্যে কর্ণের কনিষ্ঠ সোদর ভীম বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সম্রাটের সাহায্যার্থ রাণাকে যে সেনাদলের সংযোজনা করিতে হইত, ভীম তাহারই অধিনায়কত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতি সাহসী ও তেজস্বী। সুলতান খুরম তাঁহাকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। ভীমের অকপট বন্ধুত্বে খুরম দিন দিন পরম প্রীত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার পদবৃদ্ধি করিবার জন্য পিতৃসমীপে নিবেদন করিলেন। প্রিয়তম পুত্রের অভিলাষ পূর্ণ না করিয়া সম্রাট থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভীমকে "রাজা" উপাধি দান করিয়া বুনাসের তীরভূমিস্থ একটী ক্ষুদ্র জনপদ অর্পণ করিলেন। তোডা সেই জনপদের রাজধানী। সেই জনপদ ভূমিবৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও ভীমের দুরাকাঙ্ক্ষাবৃত্তি প্রশমিত হইল না। তিনি আপনার অমরত্ব লাভ করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং সেই বুনাস নদীর তীরে একটী নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই নগরী রাজমহল নামে অভিহিত হইল, সেই রাজমহল অনেক দিন হইতে ভীমের বংশধরদিগের হস্তগত ছিল। রাজমহল অধুনা বিধ্বস্ত; কিন্তু তাহার ধ্বংসরাশির অভ্যন্তর হইতে উক্ত নগরীর প্রাচীন গৌরবের যে ক্ষীণ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, উক্ত নগরী এককালে বিশেষ সমৃদ্ধ ও শোভাসম্পন্ন ছিল। কিন্তু দুর্জ্জয় কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে সে রাজমহল আজি চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া রহিয়াছে। যেন প্রকৃতিসতী সেই স্তূপীকৃত ধ্বংসরাশির অভ্যন্তর হইতে মৃদুগম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছেন "মানব কয় দিনের? শোভাসৌন্দর্য্য, গৌরব-গরিমা, দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার কয় দিনের?" দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অক্ষুণ্ণ গতিতে প্রবাহিত হইয়া অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে, অদৃষ্টচক্র সুখদুঃখের নিয়মন করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে বিঘূর্ণিত হইতেছে। একদিন যে রাজপুতকে বন্ধুত্বে বরণ করিয়া সম্রাট জাহাঙ্গিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন; যাঁহার অমিয়ময় মিত্রসম্ভাষণে তিনি একদা অনুপম সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার বর্ত্তমান হতভাগ্য বংশধর দুর্ভাগ্যের নিম্নতম কূপে পতিত হইয়া দৈনিক এক মুদ্রাবেতনে শাপুররাজের পরিচর্য্যা করিতেছেন!

কর্ণ স্বভাবতঃ তেজস্বী ও নির্ভীক; অকিঞ্চিৎকর রাজ্য অথবা সামান্য রাজোপাধির বিনিময়ে তিনি আপনার গৌরব ও পুরুষত্ব বিক্রয় করিতেন না। সম্রাট জাহাঙ্গির তাঁহাকে বশানুগত রাখিবার জন্য উক্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে কৌশল সিদ্ধ হইল না। সহস্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াও তিনি তেজস্বী ভীমসিংহকে বশানুগত করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তৎপ্রতি সুলতান খুরমের অত্যন্ত অনুরাগ দেখিয়া সম্রাট নানাপ্রকার সন্দেহ করিতে লাগিলেন। পাছে রাজ্য মধ্যে কোনরূপ অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত হয়, এই জন্য তিনি ভীমকে খুরমের নিকট হইতে অন্তরিত করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহাকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু

ভীম সেই অভিনব পদে উপেক্ষা করিয়া সুলতানের সহিত থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সম্রাট যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা যাথার্থ্যে পরিণত হইল। কেননা ক্ষুরম জ্যেষ্ঠ পারবেজের স্বত্বাধিকারের বিরুদ্ধে পিতৃসিংহাসন করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই চেষ্টা ফলবতী হইবার পূর্ব্বে রাজ্যমধ্যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত হইল। সেই অন্তর্বিপ্লববহ্নির সম্মুখে হতভাগ্য পারবেজ পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন।

তেজস্বী ভীম যে, সম্রাটের আদেশ অসঙ্কুচিত হৃদয়ে অগ্রাহ্য করিলেন, তাহার নিগূঢ় কারণ ছিল। তিনি পারবেজকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। পারবেজ শিশোদীয়কুলের পরম শত্রু; রাজপুতদিগের সর্ব্বনাশসাধন করিতে তিনি সদা তৎপর। বিশেষতঃ তিনি বিগত যুদ্ধে মিবার আক্রমণ করিয়া তৎপ্রদেশের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। ক্ষুরম জীবিত থাকিতে সেই পারবেজ যে, সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, তাহা ভীম কখনই দেখিতে পারিবেন না। সুতরাং যাহাতে তাঁহার হস্তে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড সমর্পিত না হয়, ভীম তাহাই করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অতঃপর তিনি সুলতান ক্ষুরমের সহিত তদ্বিষয়োপযোগিনী মন্ত্রণা স্থির করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণায় স্থিরীকৃত হইল যে, যদ্যপি ক্ষুরমের সম্রাট হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে অবিলম্বে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পারবেজকে সংহার করা আবশ্যক। ক্ষুরম আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। কতিপয় অনুচরের সমভিব্যাহারে তিনি পারবেজকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণে হতভাগ্য পারবেজ নিহত হইলেন। তখন ক্ষুরম উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতৃবিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায়তা করিবার জন্য অনেকগুলি রাজপুত তাঁহার পৃষ্ঠপূরকরূপে প্রচ্ছন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে মারবারাধিপ গজসিংহই বিশেষ প্রসিদ্ধ। রাঠোররাজ গজসিংহ ক্ষুরমের মাতামহ; বলিতে গেলে তিনিই সেই কার্য্যের প্রধান প্ররোচক। কিন্তু পাছে সম্রাট তাঁহার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করেন, এই জন্য তিনি অতি চতুরের ন্যায় দূরে অবস্থিতি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সেই নবোত্থিত বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য সম্রাট স্বয়ং বিদ্রোহীদলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। রাঠোররাজ গজসিংহ যে, বিদ্রোহীদলে গুপ্তভাবে সংলিপ্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিলেন। সে সন্দেহ যথার্থ কি অমূলক, যদিও তিনি তৎসম্বন্ধে কোন সন্তোষকর প্রমাণ প্রাপ্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি স্বেচ্ছাবশতঃই রাঠোর রাজের প্রতি কোন ভার অর্পণ না করিয়া জয়পুরাধিপতিকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। ইহাতে গজসিংহ আপনার ধ্বজা গুটাইয়া নিঃসংস্রবভাবে অবস্থিতি করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন; কিন্তু ন্যায়পরায়ণ তেজস্বী ভীম তাহা দেখিতে পারিলেন না। গজসিংহ ক্ষুরমের মাতামহ—সেই বিদ্রোহানলের প্রথম ও প্রধান উত্তেজক। এক্ষণে তিনি যে চতুরের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত থাকিবেন, তাহা ভীমের হৃদয়ে সহ্য হইল না। ভীম প্রথমতঃ তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ক্রমে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান

হইল। গজসিংহ তখনও আসিলেন না। তখন ভীমসিংহ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন "আপনার ওরূপ নিঃসংশ্রবভাবে অবস্থিতি করা, যুক্তিযুক্ত হইতেছে না; এক্ষণে হয় আমাদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে মিলিত হউন, নতুবা আমাদিগের শত্রুতাচরণ করুন।" তেজস্বী ভীমের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া গজসিংহ দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন এবং আপনার সেনাদল লইয়া প্রকাশ্যভাবে ভীমের শত্রুতাচরণ করিতে অসিধারণ করিলেন। শিশোদীয় বীর ভীম তাহাতে অনুমাত্র ভীত হইলেন না, এবং দ্বিগুণতর উৎসাহ সহকারে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল; তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলেন *। তখন ক্ষুরম উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁর সহিত উদয়পুরে পলায়ন করিলেন।

সেই উদয়পুরের শান্তিময় ছায়াতলে সম্রাট কিছুদিন বিশ্রাম করিলেন। রাণা তাঁহার জন্য আপন বিশাল প্রাসাদের এক অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই স্বতন্ত্র ভবনাংশে সুলতান ক্ষুরম আপন পারিষদবর্গের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ রাজপুতসংস্কারের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করাতে সুলতান স্বয়ং অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সেই রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ক্ষুরমের সেইরূপ অত্যুদার ভাব দেখিয়া রাণা পরম আপ্যায়িত হইলেন এবং তত্রত্য হ্রদগর্ভস্থ দ্বীপের উপরিভাগে তাঁহার জন্য একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই অট্টালিকা নানা প্রকার শোভনীয় দ্রব্যে সমলঙ্কৃত হইল। তাহার শীর্ষদেশে ইস্লামের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীন হইয়া তাহাকে শতগুণে রমণীয় করিয়া তুলিল। সেই মনোহর অট্টালিকার প্রশস্ত অঙ্গনভূমে মাদারশাহ

---

* শক্তাবৎ সর্দ্দার মানসিংহ ও তদীয় ভ্রাতা গোকুলদাস, ভীমের পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহারা মহব্বৎ খাঁর সহিত একত্রিত হইয়া জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। খৈরার জনপদের অন্তর্গত সনওয়ার নগর মানসিংহের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মান একজন মহাবীর; অমরসিংহের সমরকালে তিনি রাণার জন্য যে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাহাতে সেই সময় হইতে তিনি "শিশোদীয়কুলের মহাযোধ" বলিয়া আখ্যাত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রায় অশীতি ক্ষতচিহ্ন পরিলক্ষিত হইত। মুসলমানের সহিত যুদ্ধে এক এক সময়ে তাঁহার এক একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতেন না। মান ভীমের পরম মিত্র। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ অকৃত্রিম প্রেম সঞ্জাত হইয়াছিল, যে, একজনের দুঃখ অপরে কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। ভীমের মৃত্যু হইলে সকলে মানসিংহের নিকট তাহা অপ্রকাশিত করিয়াছিলেন। মানসিংহও তদ্বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন নাই; কেননা তিনি সে সময়ে আহত হইয়া শয্যালীন ছিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত ও পটবন্ধনি। অনর্গল শোণিতমোক্ষণে শরীর অতিশয় শীর্ণ ও জীর্ণ। কথিত আছে, তিনি ভীমের সহিত একত্রে ভোজন করিতেন। তদনন্তর ভীম নিহত হইলে পাচক ব্রাহ্মণ ভোজ্যদ্রব্য তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিল; কিন্তু ভীমকে না দেখিয়া মানসিংহের মনে বিষম সন্দেহের উদয় হইল। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ সত্য কথা গোপন করিল। কিন্তু তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া মানের সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড বলসহকারে ক্ষতাবরক পটবন্ধনগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই প্রাণত্যাগ করিলেন!

মানসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোকুলদাসও একজন প্রসিদ্ধ বীর। ভট্টকবিগণ রাণা কর্ণের শান্তিময় রাজত্বের বর্ণনকালে বলিয়াছেন "কর্ণের যশোমালিকা ক্রমে ক্রমে শুকাইতেছিল; কিন্তু গোকুল আপনার শোণিতসেকে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিলেন।"

ফকিরের স্মরণার্থ একটী ক্ষুদ্র চৈত্য নির্ম্মিত হইল। সেই পেশোলার বিমল-সলিল বিধৌত সেই শোভনীয় অট্টালিকার অভ্যন্তরে স্বীয় অনুচর ও পারিষদ দলে পরিবৃত হইয়া সুলতান ক্ষুরম অনেক দিন বাস করিলেন; কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ের শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। নানা প্রকার চিন্তা ও আশঙ্কায় নিপীড়িত হইয়া অবশেষে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারস্যদেশে গমন করিলেন *।

বিধাতার কঠোর বিধানানুসারে মোগলচরণে মিবারের স্বাধীনতা বিক্রীত হইল সত্য; কিন্তু জেতা বিজিত জাতির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, জাহাঙ্গির বা তৎপুত্র ক্ষুরম কদাপি মিবারপতির প্রতি সেরূপ ব্যবহার করেন নাই। সুলতান ক্ষুরম কর্ণকে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় দেখিতেন। কর্ণও তাঁহার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদিগের সে বন্ধুত্ব তাঁহাদিগের জীবনের সহিত পর্য্যবসিত হয় নাই। ক্ষুরম মিবারভূমি পরিত্যাগ করাতে কর্ণ অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, সেই দ্বীপভবনেই ক্ষুরমকে সম্রাট বলিয়া সর্ব্বাগ্রে সম্বোধন করিবেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে সম্রাটের আসনে অভিষেক করিবেন; কিন্তু তাঁহার সে আশা আপাততঃ পূর্ণ হইল কৈ? আশা ফলবতী হইল না দেখিয়া কর্ণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি যে, সুলতান ক্ষুরমকে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন, তাহার প্রমাণ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুরম তাঁহাদের যে অসীম উপকার করিয়াছিলেন, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রতিদান করিতে রাণা সম্পূর্ণরূপেই সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রতিদান সামান্য পার্থিব সামগ্রী নহে; তাহাকে স্বর্গীয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহা স্বর্গীয় হৃদয়ের পবিত্র কৃতজ্ঞতা-রত্ন। সে কৃতজ্ঞতা ও পবিত্র মিত্রতার পবিত্র নিদর্শন সম্রাটের উষ্ণীষ †। রাণা কর্ণ সম্রাট শাজিহানের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যে আপ্যায়িত হইয়া কৃতজ্ঞতাপূত হৃদয়ে সেই উষ্ণীষকে যখন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহা যে ভাব ছিল, আজিও সেই ভাবে রহিয়াছে। যে প্রাসাদের সুস্নিগ্ধ প্রাঙ্গনতলে বসিয়া তিনি সেই প্রীতি-উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে প্রাসাদের অনেক স্থল ভগ্ন ও বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি সেই মাদার সাহেবের সমাধিমন্দির আজিও পরিষ্কৃত রহিয়াছে;—সে মন্দিরশোভন প্রদীপ অদ্যাবধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তৈলাভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ হয় নাই। আজি মিবারের বর্ত্তমান শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থাতেও শিশোদীয় নৃপতি সেই প্রদীপের তৈলসংযোজনা করিতে একদিনও অবহেলা করেন না ‡।

---

* অন্যান্য ইতিহাসবেত্তৃগণ বলেন, তিনি গোলকুণ্ডে গমন করিয়াছিলেন।

† উষ্ণীষবিনিময় রাজপুতদিগের মধ্যে ধর্ম্মভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের প্রধানতম নিদর্শন।

‡ যে উষ্ণীষ ও সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং সেই মদার সাহেবের সমাধিমন্দির আজিও আলোক দ্বারা সজ্জিত হইয়া থাকে। মহাত্মা টড সাহেব স্বচক্ষে সেই মাদার এবং বন্ধুত্বনিদর্শনগুলি দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন "যে হিতকারী পরম মিত্রের সরল মৈত্রী ব্যবহারের পবিত্র কৃতজ্ঞতা চিহ্নস্বরূপ রাজপুতগণ আপনাদিগের প্রাসাদের অভ্যন্তরে সেই মুসলমান সন্ন্যাসীর সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ শিশোদীয়দিগকে অতি কঠোররূপে উৎপীড়ন করিলেও ইঁহারা সে পবিত্র কৃতজ্ঞতা নিদর্শন ভুলিতে পারেন নাই। পবিত্র কৃতজ্ঞতার এরূপ অনন্ত পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এরূপ

রাণা কর্ণ সম্বৎ ১৬৮৪ (খৃঃ ১৬২৮) অব্দে প্রিয়তম পুত্র জগৎসিংহের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সৌরলোকে স্বীয় পিতৃপুরুষদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তিনি যে আট বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই আটবৎসর গভীর শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার লীলাসম্বরণের কিছুকাল পরেই সম্রাট জাহাঙ্গির পরলোকে গমন করিলেন। সেই সময়ে সুলতান ক্ষুরম সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিলেন। রাণা জগৎসিংহের পিতা ও পিতৃব্য আপনাদের প্রাণসুহৃদ ক্ষুরমকে যে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, সে সিংহাসন আজি শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তৎসঙ্গে ক্ষুরমের ভাগ্যগগনও নির্ম্মল ও পরিষ্কার হইয়াছে। এ মঙ্গলময় শুভসমাচার পিতৃবন্ধুকে বিজ্ঞাপন না করিয়া জগৎসিংহ কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কতিপয় রাজপুত সেনানীর সমভিব্যাহারে আপন ভ্রাতাকে সৌরাষ্ট্রে প্রেরণ করিলেন। ক্ষুরম তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত বিষয় বিদিত হইয়া রাণার সহিত একবারে উদয়পুরে সম্মিলিত হইলেন *। সেই দিন সেই উদয়পুরের প্রাসাদ এরূপ নানাপ্রকার অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়াছিল যে, শুদ্ধ তাহারই শোভা দেখিবার জন্য রাজবারার নানাদিগ্ দেশ হইতে অসংখ্য লোক আগমন করিয়াছিল। সেই সুশোভিত উদয়পুরের "বাদল মহল" নামক প্রাসাদের অভ্যন্তরে দিল্লির সামন্ত ও করদ নৃপতিগণ সুলতান ক্ষুরমকে সর্ব্বপ্রথম "শাজিহান" নামে অভ্যর্থনা করিলেন। সেই দিন তাঁহার ও শিশোদীয় নৃপতির আজন্ম সাধ পরিপূর্ণ হইল। সেই মঙ্গলবাসরে উদয়পুরের গৃহে গৃহে নৃত্যগীত ও নানাপ্রকার উৎসব হইতে লাগিল। আর কোন মুসলমান রাজার অভিষেককালে হিন্দুগণ এত বিমল আনন্দ উপভোগ করে নাই। পরমধর্ম্মাত্মা শাজিহান ইহার অল্পকাল পরেই উদয়পুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বনগরাভিমুখে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তিনি জগৎসিংহকে পাঁচটী প্রাচীন জনপদ উদ্ধার করিয়াদিলেন, এবং একখানি বহুমূল্যবান পদ্মরাগ মণি উপহার দিয়া তাঁহাকে চিতোরের দুর্গপ্রাসাদগুলির পুনঃসংস্কার সাধন করিতে অনুমতি দান করিলেন।

রাণা জগৎসিংহ ষড়্বিংশবৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ষড়বিংশবৎসর বিমল শান্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রাজ্য

জাতির মধ্যে কি সুহৃদভাব সঞ্জাত হয়?—হইবে না কেন? আমাদিগের হৃদয় এরূপ অজ্ঞতা ও অহংজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন যে, আমরা ইহাঁদের দারিদ্র্য ও চিরনিপীড়ন-ব্যথিত হৃদয়ের পবিত্রভাব সংগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম!" ভারতবন্ধু পণ্ডিতবর টড মহোদয়ের হৃদয়ে যে এরূপ পবিত্র ভাবের উদয় হইবে তাহা বিচিত্র নহে। তিনি ভারতের মাহাত্ম্য ও গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য এই অধঃপতিত ভারতসন্তানগণের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছিল। একদা তিনি যে জাতিকে জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার আধুনিক জ্ঞানগর্ব্বিত আত্মাভিমানী ভ্রাতৃগণ সেই জাতিকে অসভ্য ও নিকৃষ্ট বলিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেছেন!

* ফেরিস্তার ভৌগলিক বিবরণ প্রায়শঃই অবিস্পষ্ট। উক্ত গ্রন্থে এতদ্বিবরণের আদৌ উল্লেখ নাই। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ভট্টগ্রন্থসমূহের মত সম্পূর্ণ প্রমাণ্য ও সমীচিন। ভট্টগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, মহাব্বৎ, আবদুল্লা, খাঁ জিহান এবং তদীয় কার্য্যাধ্যক্ষ শাদুল্লাকর্ত্তৃক রাজছত্রাদি উদয়পুরে বাহিত হইয়াছিল।

মুহূর্ত্তের জন্যও অশান্তি অথবা কোনরূপ কুগ্রহ দ্বারা নিপীড়িত হয় নাই। কিন্তু ভট্টদিগের কোন কাব্যগ্রন্থেই জগৎসিংহের রাজত্ববিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পরিলক্ষিত হয় না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে;—মিবারের ভট্টগণ বীররসপ্রিয়; হৃদয়স্তম্ভন বীররসই বর্ণন করিতে তাঁহারা অত্যন্ত ভাল বাসেন; যাহাতে হৃদয় উৎসাহিত, উন্মাদিত অথবা স্তম্ভিত হয়, তাহাই তাঁহাদিগের কাব্যের প্রধান উপাদান। তাঁহারা যেরূপ বীররসামোদী, সেইরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য ও লিপিচাতুর্য্যের সহিত সেই বীররস বর্ণন করিতে পারেন। জগৎসিংহের শান্তিপূর্ণ শাসনসময়ে শান্তিময় উচ্চ শিল্পশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা হইয়াছিল। অন্যান্য উচ্চ অঙ্গের শিল্পাপেক্ষা তদীয় রাজত্বকালে স্থাপত্যেরই বিশেষ উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়পুরে তাঁহার নামে যে সকল শোভনীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেই সমস্ত অট্টালিকা আজিও সম্পূর্ণভাবে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। তৎসমুদায়ের শোভাসৌন্দর্য্য এবং মনোহর নির্ম্মাণকৌশল দর্শন করিলে হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। তখনই মনে মনে এই জিজ্ঞাসার উদয় হয় যে, পূর্ব্ববর্ণিত সেই সকল কঠোরতম বিপদ ও অনিষ্টাপাতের পরেও মিবারের নৃপতিগণ কি প্রকারে তত বহুব্যয়সাপেক্ষ গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ প্রশ্নের মীমাংসা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলেই করিয়াছি; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই; কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রজাহিতৈষিণী রাজনীতির ন্যায়মত অনুশীলন দ্বারা শাসনদণ্ড পরিচালন করিলে অসংখ্য বিপদের মধ্যেও রাজ্য প্রকৃত উন্নতি ও সুখের উচ্চ সোপানে উত্থিত হইতে পারে।

রাণা জগৎসিংহ যে কয়েকটী প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জগনিবাস ও জগমন্দিরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিমলসলিল পেশোলার বক্ষশোভিত দ্বীপ-হৃদয়ে জগমন্দির এবং তাহার উচ্চ তটোপরি জগনিবাস প্রতিষ্ঠিত। উক্ত দুইটী প্রাসাদই সমান সুন্দর ও নয়নতৃপ্তিকর অলঙ্কাররাজিতে সুশোভিত। উহাদের উভয়েরই আদ্যোপান্ত বিমল মর্ম্মরশিলায় সংগঠিত। স্তম্ভ, স্নানাগার, জলাধার, কৃত্রিম প্রস্রবণ প্রভৃতি সকল সুদৃশ্য বস্তুই উক্ত নয়নমোহন প্রস্তরে নির্ম্মিত। সেই উভয় প্রাসাদের দ্বার ও বাতায়ন সমূহের কবাটাবলি নানাবর্ণের কাচ দ্বারা সুশোভিত। যখন দিবাকরের প্রোজ্জ্বল কিরণমালা সেই সকল কবাটের উপর পতিত হইয়া প্রকোষ্ঠভিত্তিতে অসংখ্য ইন্দ্রধনুর সমাবেশ করিয়া দেয়, তখন সেই অট্টালিকা-যুগল যে, কি মনোহর রূপ ধারণ করে, তাহা বর্ণনা করা কঠিন। সেই নিরুপম সৌন্দর্য্য সূক্ষ্মরূপে অঙ্কিত করিতে কবির তুলিকাও কম্পিত হইয়া যায়। প্রাসাদের কক্ষ সমূহ ঐতিহাসিক নানা বর্ণের চিত্রদ্বারা সমলঙ্কৃত। যদিও কালাত্যয়ের সহিত নানা প্রকার দূষিত বাষ্পস্পর্শে তৎসমুদায়ের কোন কোন স্থল অতি গাঢ় ও অতি তরল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি আজিও তৎসমুদায় চিত্রগুলিকে অবলোকন করিলে সহসা জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। মহারাজ কণকসেনের আবির্ভাবকাল হইতে মিবারের ভূতপূর্ব্ব নৃপতির বিবাহসমারোহকাল পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা সংঘটিত

হইয়াছে; তৎসমস্তেরই চিত্র উক্ত প্রাসাদযুগলের এবং উদয়পুরের প্রধান প্রাসাদের ভিত্তিগাত্রে সমঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত দুইটী প্রাসাদেরই চতুর্দ্দিক বিবিধ কুসুম ও ফলপাদপে সমলঙ্কৃত। সেই সমস্ত বৃক্ষরাজি একত্রিত হইয়া একটী বিশাল প্রমোদকাননের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রমোদকাননের মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি কুঞ্জবন। কোথায় দশ বারটী নারিকেল ও তাল বৃক্ষ গগনস্পর্শ করিবার মানসে ঈর্ষাভরে পরস্পরে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। কোথায় রসাল, তিন্তিড়ি ও জম্বু প্রভৃতি বিশাল পাদপসমূহ নিবিড় ছায়া বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরের শাখা-প্রশাখা একত্রে সংশ্লিষ্ট করিয়া গম্ভীর ভাবে অবস্থিত; আবার কোথায়ও বা স্থানে স্থানে অসংখ্য কদলি ও গুবাক একত্রে সঞ্জাত হইয়া এক একটী মনোরম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সকল ক্ষুদ্র কুঞ্জ-কাননের অভ্যন্তরে দর্শকদিগের বসিবার কাষ্ঠাসন স্থাপিত। পেশোলার তীরভূমে সর্দ্দার ও সামন্তদিগের জন্য অনেকগুলি শোভনীয় ঘাট বিনির্ম্মিত। সেই সমস্ত ঘাটই মর্ম্মর-প্রস্তরে সংগঠিত। ঘাটের উপরিভাগে চাঁদনি—সম্মুখে সুপরিচ্ছন্ন সোপানপংক্তি। সেই সমস্ত সোপানপংক্তির দুই পার্শ্বে অলিন্দ;—অলিন্দের পার্শ্বে মনোহর উদ্যান;—উদ্যান নানা প্রকার কুসুম ও ছায়াতরু দ্বারা সমলঙ্কৃত। ফলতঃ সেই ঘাটগুলিকে এক একটী কুঞ্জবাটিকা বলিলেও বলা যাইতে পারে। নিদাঘকালের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর উত্তাপ হইতে শান্তিলাভ করিবার জন্য সর্দ্দারগণ সেই সমস্ত সুশীতল কুঞ্জবাটিকার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং অহিফেণ বা কুসুমাসব পান করিয়া সুশীতল শিলাশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক ভট্টদিগের মুখে রাজপুতবীরত্বের গুণগান শ্রবণ করিতে থাকিতেন। মধ্যাহ্নের তীব্র সমীরণ সরোবরের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত সুশীতল সলিলকণার সংস্পর্শে শৈত্যানুভব করিয়া মন্দগতি হইয়া পড়িত এবং সেই উৎপতিত বারিকণা ও সেই সরোবরের বক্ষবিহারী বিকচ কমলদলের সুরভি রজ বহন করিয়া সর্দ্দারদিগকে মন্দ মন্দ ভাবে ব্যজন করিতে থাকিত। সেই সুমন্দ সমীরণের সুশীতল সংস্পর্শে এবং শ্রুতিরঞ্জন ভট্টগান শ্রবণ করিতে করিতে সর্দ্দারগণ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তি সম্ভোগ করিতে থাকিতেন। পরে যতক্ষণ না সেই নৈদাঘ দিনমণি অস্তাচলের সানুশিখরে আরোহণ করিতেন, ততক্ষণ সর্দ্দারগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইত না। দিবাপগমের সহিত কুসুমাসব ও অহিফেণসেবনজনিত মত্ততা ক্রমশঃ অপগত হইলে তাঁহারা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেন। নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র তাঁহারা সম্মুখে যে মনোহর চিত্র দেখিতে পাইতেন, তাহাতে তাঁহারা প্রকৃত স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন। নিদ্রার সুকোমল ক্রোড় হইতে উত্থিত হইয়াই সেই হৃদয়মোহন-চিত্র দেখিবামাত্র তাঁহাদিগের সমস্তই স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত। তাঁহারা যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতেন সেই দিকেই প্রকৃতির সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেন। অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের শেষ রশ্মিমালা প্রসন্ন-সলিলা পেশোলার তটশোভী দীর্ঘতরুরাজিশিরে, সম্মুখস্থ আরাবল্লির সানুশিখরে এবং তাহার পাদপ্রস্থস্থিত ব্রহ্মপুরীর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত চূড়াদেশে পতিত হইয়া নানা রঙ্গে ক্রীড়া করিত। সেই সমস্ত চিত্র আবার পেশোলার স্বচ্ছসলিলদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া নীলজলে হীরকখচিত সহস্র

হৈম-বসনের শোভা বিস্তার করিত। সুপ্তোত্থিত সর্দ্দারগণ সেই অনুপম শোভা অনিমিষ নয়নে দেখিতে থাকিতেন। সেই শোভা যতক্ষণ নয়নগোচর হইত, ততক্ষণ তাঁহারা সেই পেশোলার সুস্নিগ্ধ তীর পরিত্যাগ করিতেন না। তাহাতে তাঁহাদিগের হৃদয় বিস্তৃত হইত, চিন্তাসহচরী গিহ্লোট বীরগণের বীরত্বসূচক নানা রঙ্গের চিত্র আনিয়া তাঁহাদিগের সেই বিস্তৃত হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া দিত। ক্রমে দিবাকর অস্তগত হইলে প্রকৃতির সেই সুন্দর বেশ দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া যাইত! তখন তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক আপন আপন গৃহে প্রতিগত হইতেন। অস্ত্রের ঝণাৎকার এবং প্রমত্ত রণবীরদিগের হৃদয়োত্তেজক সিংহনাদের পরিবর্ত্তে শান্তির সেই সুমোহন বিলাস-সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে শিশোদীয় নৃপতি ও সর্দ্দারগণ দুই পুরুষ ধরিয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বিমল বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

রাণা জগৎসিংহ একজন অতি সম্মানিত নরপতি ছিলেন। মোগলদিগের নির্দ্দয় আচরণে মিবারের হৃদয়ে যে বিষম ক্ষত সঞ্জাত হইয়াছিল, এবং মোগল নামের কঠোরতায় মিবারবাসিগণের অন্তঃকরণে যে এক যন্ত্রণাময়ী স্মৃতির সমুদয় হইত, রাণা জগৎসিংহ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর শাসনগুণের সাহায্যে সেই সমস্ত ক্ষত আরোগ্য এবং সেই স্মৃতির অপনয়ন করিতে অনেক পরিমাণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌম্যভাব ও মাহাত্ম্য, অত্যুদার ব্যবহার এবং সরল ও সুমিষ্ট আলাপনে তাঁহার শত্রুরও কঠোর হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত। ফলতঃ যে কেহ একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিত, সে তাঁহাকে জীবনে ভুলিতে পারিত না। তাঁহার সেই সারল্য, ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ কর্ত্তৃকও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি সম্রাট স্বয়ং আত্মজীবনবৃত্তে এবং দূতবর স্যার টমাস রো মহোদয়ও তদীয় গুণ-গৌরবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। গিহ্লোটকুলের গৌরব-গরিমা এবং স্বাধীনতার লীলানিকেতন যে চিতোরপুরী এতদিন শোচনীয় শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, রাণা জগৎসিংহ স্বকীয় সুন্দর শাসনগুণে তাহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন। তদ্ব্যতীত মালবুরুজ *, সিংহদ্বার ও ছত্রকোট প্রভৃতি অন্যান্য বিধ্বস্ত স্থানগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রাণা জগৎসিংহ যে মারবার রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে তদীয় দুইটী তনয় সমুদ্ভূত হয়; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজসিংহই মিবারের রাজসিংহাসনে সমারোহণ করেন। অনতিক্রমণীয় ঘটনাবৈচিত্র্যের আকস্মিক পরিবর্ত্তন জন্য মিবারের পূর্ব্ব অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল। মিবাররাজ্যের অভ্যন্তরে এতদিন যে গভীর শান্তি বিরাজিত ছিল, আজি রাণা রাজসিংহের রাজ্যাভিষেকে তাহা একবারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে আবার সেই ঘোরা অশান্তি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মিবারের চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল, আবার সেই চিরন্তনী জাতিবৈরতা,—হিন্দু-মুসলমানে সেই প্রচণ্ড বিবাদবিষম্বাদ পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া মিবারভূমিকে—শুদ্ধ মিবারভূমি

* চিতোরের তৃতীয় উৎসাদনকালে আকবর বারুদ দিয়া এই মালবুরুজ উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

কেন, সমগ্র রাজস্থানকে—ঘোরতর অশান্তির আলয় করিয়া তুলিল। যদিও এ ঘটনা পরস্পরবিষম্বাদী অসংখ্য কারণের সমষ্টি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল; তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মিবারপতি রাণা রাজসিংহকে সেই সমস্ত কারণসমষ্টির মূল বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেননা দেখা যায়, সেই ঘোর অশান্তির সমুদ্ভাবনে তিনি অনেকটা সহায়তা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ শাজিহান এক্ষণে অন্তিম বয়সের শেষ সীমায় উপস্থিত। এক্ষণে মোগলসাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া তাঁহার দুর্বৃত্ত পুত্রগণের মধ্যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব সংঘটিত হইল। জনক জীবিত থাকিতেই সকলেই নানা দুরিত সাহায্যে সেই মোগলসিংহাসন আত্মসাৎ করিতে প্রযত্নপর হইয়া উঠিল। এই ভীষণ অন্তর্বিপ্লবনিবন্ধন রাজ্য মধ্যে যে বিষম বিগ্রহবহ্নি সমুদ্ভূত হইল, তাহাতে সমগ্র ভারতভূমি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; এবং অনেক হতভাগ্য পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়া গেল। আপনাপন দুরভীষ্ট সাধন করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাটের সকল দুরাচার পুত্রই রাজস্থানের সকল নরপতিরই সাহায্য যাজ্ঞা করিতে লাগিল। সেই সার্ব্বজনীন বিপ্লব কালে শাজিহানের চারি পুত্রই এককালে রাণা রাজসিংহের আনুকূল্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি একমাত্র দারা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন না। দারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,—সুতরাং উত্তরাধিকারিত্বের চিরপ্রচলিত প্রথা-অনুসারে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সেই যোগ্যতা প্রতিপাদন ও সমর্থন করিবার জন্য রাজসিংহের সহিত একমত হইয়া রাজস্থানের সমগ্র রাজন্যসমাজই দারার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহারা অতি কুক্ষণে দুর্দ্ধর্ষ আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল না। ফতিহাবাদের রণক্ষেত্রে একমাত্র আরঙ্গজীবের বাহুবলে তাঁহাদিগের সকলের উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল—দারা, সুজা ও মুরাদ সকলেরই মস্তকে নিদারুণ বজ্র পতিত হইল।

সেই ফতিহাবাদের সমর-ক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মী আরঙ্গজীবের অঙ্কশায়িনী হইলে, তাঁহার অদৃষ্টের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়া গেল; যাহারা সেই পথে কণ্টকরূপে বিদ্যমান ছিল, আরঙ্গজীব অসিহস্তে তাহাদিগকে অন্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; তাঁহার সেই কঠোরতম সঙ্কল্প অচিরে সাধিত হইল! কেননা তিনি স্বীয় পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজন—এমন কি আপনার ঔরসজাত পুত্রের পর্য্যন্তও হৃদয়শোণিত স্বহস্তে নিঃসারিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বলিতে কি ভয়ঙ্করী দুরাকাঙ্ক্ষা ও রাজ্যলিপ্সার বশীভূত হইয়া তিনি যে সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিতে গেলেও হৃদয় শিহরিত হয়, জগৎসংসারকে নৃশংসতা, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধতম নরককূপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেই ভয়ঙ্করী দুষ্প্রবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়াও তিনি যদি মুহূর্ত্তের জন্য আপনার ক্ষণভঙ্গুরত্ব মনে করিতেন, অথবা তৈমুরের বীরবংশের ভবিষ্যৎ অবস্থাবিষয় একবার ভাবিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি স্বহস্তেই আপনার ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের মঙ্গলপাদপের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন।

তৈমুরের বীরবংশধর দূরদর্শী বাবর কর্ত্তৃক রাজ্যরক্ষিণী যে অপূর্ব্ব নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, বলদর্পিত আরঙ্গজীব যদি তাহার অনুসরণ করিতেন এবং আপনার বংশধরদিগকে তাহার অনুসরণে বাধ্য করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে মোগলসাম্রাজ্যের তত শীঘ্র অধঃপতন হইত না ;—তাহা হইলে সত্যসন্ধ প্রজাবৎসল শাজিহানের শোভাময় "ময়ূরাসন" বোধ হয় আজিও দিল্লির স্ফাটিক প্রাসাদে বিরাজিত থাকিত। কিন্তু, দুরাচার আরঙ্গজীব পাপমোহে পতিত হইয়া আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিল। তাঁহার একাকীর দুরাচরণে সমগ্র মোগলকুলের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল, তাঁহার আপনার জীবন পরিশেষে বিষময় হইয়া পড়িল। মোগলকুলতিলক আকবর পিতামহের সেই নীতি সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই অগণ্য বিঘ্নপরম্পরার প্রতিকূলে স্বীয় রাজাসন অটল রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, একদা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মণ্ডলের রাজন্যবর্গের উচ্চতম আসনে স্থান পাইয়াছিলেন। স্বীয় পুত্র জাহাঙ্গীরকে তিনি সেই নীতির ফলোপধায়িকতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুচতুর জাহাঙ্গির তদনুসারে কার্য্য করিতে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই পরিণামদর্শিতার ফলেই তিনি শাজিহানের ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। শাজিহান যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। পিতার নিকট তিনি যে নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ভুলেন নাই। সেই কার্য্যের দ্বারাই তিনি হিন্দুনরপতিগণের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং যাহা কেহই পারেন নাই, তাহা সম্পাদন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। উক্ত উৎকৃষ্ট নীতির মূলদেশে যে, এক মহান্ নৈতিকবল সংগুপ্ত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের ইতিহাসবেত্তৃগণ সেই নৈতিক বলের বিষয় আদৌ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই; সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহারা তাহার বিন্দুবিসর্গও উল্লেখ করেন নাই। পরাজিত হিন্দুনরপতিদিগের সহিত আপনাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া জেতা মোগলসম্রাটগণ সেই মহান্ নৈতিকবল লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহারই সাহায্যে অসংখ্য বিপদের প্রতিকূলেও মোগলকুলের বিজয়পতাকা সমুদ্যত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুচতুর জাহাঙ্গির এবং ন্যায়পর শাজিহানের রাজত্বকালে সমস্ত ভারতবর্ষে যে সুবিমল শান্তি বিরাজিত ছিল, হিন্দুনৃপতিগণ প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে স্ব স্ব রাজ্যকে উন্নীত ও পরিপুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন, অন্য বিদেশীয় অধিপতির শাসনকালে হিন্দুসমাজ আর কখনই সেইরূপ উন্নীত ও পরিপুষ্ট হয় নাই। জাহাঙ্গির ও শাজিহান যে, হিন্দুদিগকে হৃদয়ের সহিত স্নেহ করিতেন, এবং হিন্দুজাতির মঙ্গলের জন্য সদা তৎপর থাকিতেন, তাহার কারণ বাবর-প্রচলিত সেই অপূর্ব্ব নীতির ফল। জাহাঙ্গির ও শাজিহান উভয়েই অম্বর ও মারবারের দুইটী রাজপুত রমণীর গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহারা হিন্দুদিগের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সদা সযত্ন থাকিতেন। তাঁহারা সযত্ন থাকিতেন বলিয়াই রাজপুতগণ তাঁহাদের জন্য অবলীলাক্রমে আপনাদিগের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন সেই নীতির বিপর্য্যয় হইল; যেদিন সেই

জাতিবৈরতা পুনরুদ্রিক্ত হইয়া উঠিল, সেই দিন,—যে গূঢ় সম্বন্ধবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল,—তাহা একবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে আরম্ভ করিল। ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ—হিন্দুবিদ্বেষী কঠোরহৃদয় আরঙ্গজীব। আরঙ্গজীব তাতার-রমণীর গর্ভজাত, তাতারশোণিতে পরিপুষ্ট; রাজপুতদিগের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল না; রাজপুতগণও তাঁহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে জানিতেন না। তিনি যে, ভ্রাতৃগণের হৃদয়-শোণিত পাত করিয়া, ধর্ম্মাত্মা বৃদ্ধ পিতাকে পদচ্যুত করিয়া, ঔরসজাত তনয়ের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া রাজসিংহাসন লাভ করিতে উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন রাজপুতই তাঁহাকে আনুকূল্য দান করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। আনুকূল্য দান করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহার অসদুদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে রাজবারার সমগ্র রাজন্যসমাজই তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ কি?—ইহার কারণ আর কিছুই নহে—সেই প্রকৃষ্ট নীতির অভাব। আরঙ্গজীব আপনিই সেই মহান্ অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এবং সেই অভাব জন্যই যে, তদীয় রাজ্য অনর্থের আগারস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা স্বয়ং অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি অবশেষে তাহার অনুসরণ করেন। তাঁহার সেই অনুসরণের ফল—শা আলম, আজিম ও কমবক্স। কিন্তু তদীয় কঠোর অত্যাচার-প্রিয়তা ও হিন্দুবিদ্বেষিতাই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। সেই পাপপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি মোহবশতঃ সেই নীতির নিষ্ফলতা সাধন করিয়াছিলেন।

পিতৃরাজ্য অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃচতুষ্টয় সমস্ত ভারতভুমে যে মহানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ মিবারেতিহাসের সমালোচ্য নহে। সুতরাং টড মহোদয়ের প্রকৃষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া আমরাও তাহা বর্ণন করিলাম না। সে বিবরণ ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই বিদিত। দুরাকাঙ্ক্ষ কঠোরহৃদয় আরঙ্গজীবের প্রচণ্ড বিদ্বেষনয়নের সমক্ষে হতভাগ্য দারার মহত্ত্ব, মুরাদের তেজস্বিতা এবং সুজার কর্ম্মদক্ষতা যে, ভস্মে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ভারতেতিহাসবিদ্ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন, সুতরাং তাহার আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যকীয় বোধে আমরা তাহাতে নিরস্ত থাকিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

সম্রাট আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে হিন্দুস্থানে অনেকগুলি খ্যাতনামা নরপতি একত্রে একসময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাকে ভারতেতিহাসের একটী নূতন চিত্র বলা যাইতে পারে। সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসের অন্য কোন অধ্যায় অনুশীলন করিলে এরূপ চিত্র আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্টধাবিভক্ত বিশাল রাজস্থানের অন্তর্গত প্রত্যেক রাজ্যেরই শীর্ষস্থানে এক একটী সাহসিক ও বীরচরিত রাজপুত সমাসীন। সকলেই তেজস্বী, বীর্য্যবান্ ও মন্ত্রণাকুশল। অম্বরের জয়সিংহ, মারবারের যশোবন্তসিংহ ও তদধীন বুন্দি ও কোটার হাররাজগণ; বিকানীরের রাঠোর, এবং অর্চ্চা ও ধাতিয়ার

বুন্দেলাগণ। ইহাঁরা এক একজন তদানীন্তন রাজস্থানের তেজোবলসম্পন্ন এক একটী প্রচণ্ড বীর ছিলেন, বলিতে হইবে। বলদর্পিত মোহান্ধ আরঙ্গজীব যদ্যপি তাঁহাদের চিরন্তন সংস্কারনিচয়কে পদদলিত না করিতেন, হিতাহিত ও অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া যদি তাঁহাদিগের পরামর্শ মত কার্য্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মোগল-ক্ষমতা এতদিন নিশ্চয়ই অটল থাকিত।—তাহা হইলে মোগলকুলের ততশীঘ্র অধঃপতন হইত না। কিন্তু তাঁহার একমাত্র দর্পই তাঁহাকে নষ্ট করিল। আত্যন্তিক দর্প ও বিষম মোহে পতিত হইয়া তিনি আপনার পদে আপনিই কুটারাঘাত করিলেন, আপনার সৌভাগ্যের পথে স্বহস্তে কণ্টক রোপণ করিলেন। যে রাজপুতদিগের অনুরাগ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইবার আশায় তদীয় পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণ সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, যাঁহাদিগের হৃদয়ের সন্তোষোৎপাদন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক একটী মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত ছিল, আজি মোহান্ধ আরঙ্গজীব সেই রাজপুতদিগের সুন্দর গুণগরিমার বিষয় ভুলিয়া গিয়া অতি পাষণ্ডের ন্যায় তাঁহাদিগকে ঘৃণা ও উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। এই পাষণ্ডোচিত জঘন্য ব্যবহারই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ। এই জন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ ইহাঁকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিল এবং হিন্দুমাত্রই ইহাঁর অনিষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সেই হিন্দুবিদ্বেষী কঠোরহৃদয় আরঙ্গজীবের ভীষণ প্রপীড়ন হইতে হতভাগ্য ভারতসন্তানদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বীরবর শিবজি মোগলসূর্য্যের প্রচণ্ড রাহুরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং অপূর্ব্ব কৌশলের সাহায্যে অত্যল্পকালের মধ্যেই দুর্বৃত্ত মোগলসম্রাটের কঠোর আচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে সক্ষম হইলেন।

যে সমস্ত মুসলমান নৃপতি এককালে ভারতের অদৃষ্টচক্র নিয়মন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কপটতা, স্বার্থপরতা, বীর্য্যমত্তা বা বিদ্যাবত্তাতে * আরঙ্গজীবকে

---

* অনেক সভ্যতাভিমানী জ্ঞানগর্ব্বিত পাশ্চাত্য মহোদয় আশিয়ামণ্ডলের নৃপতিদিগকে অসভ্য, মূর্খ ও বর্ণজ্ঞানহীন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাত্মা টড সাহেব তাঁহাদিগের ভ্রমান্ধনয়ন জ্ঞানশলাকা দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, প্রাচ্যমণ্ডলের ভূপতিগণ য়ুরোপীয় নৃপতিগণ অপেক্ষা কত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী। সম্রাট আরঙ্গজীব যদিও কঠোরহৃদয়, তথাপি তিনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহার সত্যতা তল্লিখিত সুদীর্ঘ পত্র পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। তিনি ভারত-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তদীয় বাল্যশিক্ষক মুল্লা সেল তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবার আশায় কতকগুলা অযৌক্তিক তোষামোদ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই অসার পত্র পাঠপূর্ব্বক আরঙ্গজীব স্বীয় বাল্যশিক্ষকের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া যে সুদীর্ঘ ও ভাবপূর্ণ প্রত্যুত্তর প্রেরণ করেন, প্রয়োজনবোধে তাহার আদ্যোপান্ত অনুবাদিত হইল। খ্যাতনামা বর্ণিয়ার ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া উক্ত পত্র এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য মূল্যবান্ পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত ঘটনা উক্ত পত্রমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, তৎসমুদায় সংঘটিত হইবার তিন বৎসর পরে (১৬৮৪ খৃঃ অঃ) তাহা ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়।

"মুল্লাজি! আমার নিকটে আপনি কি প্রত্যাশা করেন? আপনি কি ন্যায়ানুসারে ইচ্ছা করিতে পারেন যে, আমি আপনাকে আমার সভায় একজন শ্রেষ্ঠ ওমরার পদে বরণ করিব? কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে বলিতে হইল যে, যদ্যপি আপনি আমাকে উচিত শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহা হইলে আপনার উপযুক্ত কর্ত্তব্যই সাধিত হইত। কেননা আমার মনে এইরূপ বিশ্বাস আছে, যে, শিশু জন্মদাতা

অতিক্রম করিতে পারেন না। এই সকল গুণ ও দোষ তাঁহার কুটিল হৃদয়ে একত্রে বিজড়িত ছিল। যে বিদ্যা ও বিক্রম, পরোপকার ও বিপন্নের উদ্ধারার্থে নিয়োজিত হইয়া থাকে, আরঙ্গজীব পাশব স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া তাহা আপনার কঠোর দুরভীষ্টসাধনের জন্য ব্যবহার করিতেন। তিনি জগতের কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না; অতি প্রিয় মিত্রেরও নিকট গূঢ় কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেন না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষাই বিষম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তাহাই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। তাহার পাপকুহকে বিমোহিত হইয়া তিনি যে অসংখ্য ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিতে গেলেও হৃদয় শিহরিত হইয়া উঠে। কিন্তু যদ্যপি তিনি বিবেকের সাহায্যে আপনার অসীম ক্ষমতার পরিচালন করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তদানীন্তন নরপতিকুলের শীর্ষস্থানে আসন প্রাপ্ত

পিতার নিকট যতদূর ঋণী, গুরুকর্ত্তৃক উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইলে, সেই গুরুর নিকটও ততদূর ঋণী হইয়া থাকে। কিন্তু সেরূপ শিক্ষা আপনি আমাকে কৈ দিয়াছেন? ভূগোল-শিক্ষা দিবার সময় আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যাহাকে ফ্রাঙ্গিস্থান বলা যায়, তাহা অতি সামান্য। কিন্তু তাহা যে কিরূপ সামান্য, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যে মহাদ্বীপের একাংশ পর্ত্তুগেলের রাজা শ্রেষ্ঠ, এবং যাঁহার পর ওলন্দাজ ও তৎপরে ইংলণ্ডের নরপতি নিম্ন আসনে স্থিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; তৎপরে ফ্রান্স ও আন্দলুশিয়া প্রভৃতিদেশের নৃপতিদিগকে আপনি আমার পক্ষে সামান্য রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আপনারই নিকট এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, ইন্দুস্থানের নরপতিগণ উক্ত রাজাদিগের সকলেরই শ্রেষ্ঠ; এবং তাঁহারাই প্রকৃত ও একমাত্র হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির ও শাজিহান; এবং তাঁহারাই যথার্থ সৌভাগ্যবান্, মহানুভাব, বিশ্বজেতা ও পৃথিবীপাল; এবং পারস্য ও উজবেক, কাস্গার, তাতার ও কাতে, পেগু, চীন ও মহাচীন, ইন্দুস্থানের নরপতিদিগের নামস্মরণে কম্পিত হইয়া থাকেন। চমৎকার ভূগোল! ইহা অপেক্ষা আপনি যদি আমাকে এরূপ শিক্ষা দান করিতেন, যদ্দ্বারা আমি জগতের সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতাম, যদ্দ্বারা সেই সমস্ত দেশের অধিবাসিগণের যুদ্ধনীতি, তাহাদের আচারব্যবহার, ধর্ম্মনীতি, শাসনব্যবস্থা ও অর্থনীতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম এবং সারগর্ভ ইতিহাস পাঠ করিয়া সেই সমস্ত দেশের উত্থান, উন্নতি ও পতন এবং কিরূপ ঘটনাবৈচিত্র্য ও ভ্রমপ্রমাদ-প্রযুক্ত ঐ সকল রাজ্যের রাজনৈতিক জগতে উক্তরূপ পরিবর্ত্তন ও বিপ্লবপরম্পরা সমুদ্ভাবিত হইয়াছে; যদি আপনি আমাকে এই সকল শিক্ষাদান করিতেন, তাহা হইলে আমি উপযুক্ত শিক্ষাই লাভ করিতাম। ভাল ওসকল দূরে থাকুক, আমার যে পূজনীয় পিতৃপিতামহগণ এই রাজ্যের অধীশ্বর, যাঁহারা এই দেশে আমাদের রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এত বিপুল জয়লাভ করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, আপনি তাঁহাদিগের বিষয় আমাকে শিক্ষা দেন নাই—এমন কি তাঁহাদিগের নামপর্য্যন্তও আমাকে একদিনের জন্যও বলেন নাই। আরও আপনার ইচ্ছা ছিল যে, আমাকে আরবি ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবেন। যে ভাষার উপর পারদর্শিতা লাভ করিতে দশ বার বৎসরের প্রয়োজন, সেই ভাষাশিক্ষায় এত অধিক সময় অপব্যয় করাইয়া যে উপকার করিয়াছেন, বাস্তবিক, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট বাধিত রহিয়াছি। যাহারা রাজার প্রতিবেশী, যাহাদের সহিত তাঁহাকে দিবারাত্রি একত্রে বাস করিতে হয়, যাহারা নইলে তাঁহার এক মুহূর্ত্ত চলে না, তাহাদের ভাষাশিক্ষা অপেক্ষা—যাহাদিগের সহিত কোন সংস্রব নাই, তাহাদিগের ভাষাশিক্ষা কি অধিক প্রয়োজনীয়? আপনার এরূপ ধারণা যে, ব্যাকরণ ও ব্যবহারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলেই রাজপুত্রের আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করা উচিত।

যাহার সময় এত মূল্যবান্, যাহার উপর এত গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পিত, তাহার কি উক্তরূপ জ্ঞানার্জ্জনে অধিক প্রয়োজন?—আপনি বলিতে পারেন; কিন্তু আপনার শিক্ষার বিষয় ভাবিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি!"

হইতে পারিতেন; কিন্তু, হায়, যে প্রচণ্ড দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে গভীর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিল, তাহাই অবশেষে তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। অবশেষে তদীয় অসীম ক্ষমতা তাঁহার সর্ব্বনাশের যন্ত্ররূপে পরিণত হইল!

আপন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনগণের হৃৎপিণ্ড স্বহস্তে ছেদন করিয়া দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজীব মনে করিয়াছিলেন যে, চিরজীবন নিশ্চিন্তভাবে রাজ্যভোগ করিতে পাইবেন;

"মহোদয়! আপনি কি জানেন না যে, বাল্যকালে সকলেরই মেধাশক্তি স্বভাবতঃ তীব্র। সেইজন্য সেই সুকুমার বয়সে উত্তম শিক্ষা প্রদান করিলে, অথবা সেই মেধাশক্তি উপযুক্তরূপে পরিচালিত হইলে, পরে তাহাদিগের হৃদয় উচ্চভাব ধারণ করিতে পারে এবং মহদনুষ্ঠানে সতত প্রস্তুত থাকে। আপনি আরবীভাষাতে যে ব্যবহারনীতি, উপাসনাপদ্ধতি ও বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা কি আমাদেরই মাতৃভাষায় সেইরূপ শিক্ষা করা যাইতে পারে না? আমার পিতাঠাকুর সম্রাট শাজিহানকে আপনি বলিয়াছিলেন যে, আপনি আমাকে বিজ্ঞানশাস্ত্র শিখাইবেন। সত্য বটে, আর আমারও বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে, অনেক বৎসর ধরিয়া আপনি আমাকে কতকগুলি শূন্যগর্ভ বিষয়ের প্রশ্ন দিয়াছিলেন। সে সকল প্রশ্নের মাথামুণ্ড কিছুই নাই; তৎসমুদায়কে অনুশীলন করিলে মনোমধ্যে তিলমাত্রও পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় না। সেগুলি কেবল কতকগুলি শূন্য ধারণা ও অলীক কল্পনামাত্র; ভাবিয়া দেখিলে মানবসমাজে তাহারা কোন উপকারেই আইসে না। বস্তুতঃ সে সকল প্রশ্নে কিছুই নাই; তবে থাকিবার মধ্যে এই আছে যে, তাহাদিগকে অল্পে বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু অল্পেই ভুলিতে পারা যায়। যে সকল প্রশ্ন সমালোচনা করিতে করিতে অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং তন্নিবন্ধন মনোমধ্যে এরূপ দুর্ব্বহ সংস্কারের উদয় হয়, যে, তাহা অতি কষ্টপ্রদ। আমার আরও স্মরণ হইতেছে যে, আপনার উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমালোচনায় আমাকে উক্তরূপে আমোদিত করিলে (কতদিন ধরিয়া তাহা আমি বলিতে পারি না); আমি যাহা কিছু বিশেষ মনে করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলাম, তাহা—কতকগুলা অসার, দুর্বোধ ও জটিল বাক্যমাত্র। সে সকল বাক্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গও বিভ্রান্ত, বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁহাদিগের মনে মনে ধারণা যে, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্, আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, সে সকল প্রশ্ন কেবল তাঁহাদিগেরই মূর্খতা ও বৃথাগর্ব্ব ঢাকিয়া রাখিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে মন নিজে তর্ক করিতে শিখে, যাহাতে তাহা কেবল সারগর্ভ যুক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই পরিতোষ লাভ করিতে পারে না; অথবা যে জ্ঞানের প্রভাবে মানব-হৃদয় অদৃষ্টের আক্রমণ হইতে দূরে অবস্থিতি করিতে শিক্ষা করে, অর্থাৎ যাহার বলে মানুষ বিপদে বিমূঢ় এবং সম্পদে আনন্দিত হয় না এবং চিরকাল স্থির ও অচঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত থাকে, আপনি যদি আমাকে সেই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন; "আমি কে?—কোথা হইতে আসিয়াছি,—কোথায় যাইব; এ ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডের মূলতত্ত্ব কি; ইহা কত বৃহৎ, কত অংশে বিভক্ত, সে সকল অংশ কিরূপ শক্তিদ্বারা পরিচালিত; যদ্যপি আপনি আমাকে এইরূপ বিজ্ঞান, এই সকল গুঢ়তত্ত্ব শিখাইতে যত্নপর হইতেন, তাহা হইলে আলেকজন্দার এরিষ্টটলের নিকট যতগুণে ঋণী ছিলেন, আমি তদপেক্ষা অসংখ্যগুণে আপনার নিকট ঋণী থাকিতাম, এবং তদপেক্ষা অন্যরূপ উপযুক্ত পুরস্কার দান করিতে আমি বাধ্য হইতাম। এই নীচ ও জঘন্য চাটুকার্য্য অপেক্ষা আমাকে কি প্রকৃত রাজনীতি ও রাজধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া আপনার উচিত ছিল না? প্রজার প্রতি রাজার কি কর্ত্তব্য এবং রাজার প্রতি প্রজার কি কর্ত্তব্য, তাহা শিক্ষা দেওয়া কি আপনারও কর্ত্তব্য নহে? আমার জীবন ও রাজমুকুটের জন্য একদা যে করে অসি ধারণ পূর্ব্বক আমার ভ্রাতৃগণের সহিত সম্মুখ সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আপনার উচিত ছিল না? হিন্দুস্থানের রাজপুত্রগণের কি তাহাই একমাত্র অদৃষ্টলিখন নহে?—ভাল, কিরূপে শত্রুদুর্গ অবরোধ করিতে হয়, সমরক্ষেত্রে সেনাব্যূহ রচনা করিতে হয়, তাহা কি আমাকে শিক্ষা দিতে যত্ন করিয়াছিলেন?—কখনই নহে; আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কখনই নহে। এই সকল বিষয়ের জন্য আমি অপরের নিকট ঋণী আছি,—তথাপি আদৌ আপনার নিকট নহে। যা'ন, আপনি যে পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তথায় প্রস্থান করুন; দেখিবেন যেন কেহই জানিতে পারে না যে, আপনি কে অথবা আপনার কি হইয়াছে।"

কিন্তু তাঁহার সমস্ত আশাই নিষ্ফল হইল। তিনি মনে করিতেন, "নিশ্চিন্ত থাকিব" কিন্তু সে মনই তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে। তিনি যদি চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে সে ভীষণ দুষ্প্রবৃত্তিস্রোতে কেন ঝম্প প্রদান করিবেন? তাহা হইলে কেনই বা মানব হইয়া পশুর ন্যায় কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন? পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, পুত্রহত্যার দুর্ব্বহ পাপভার মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি যে নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করিতেন; তাহাই তাঁহার বিড়ম্বনামাত্র। যাহা হউক, সহস্রবার ইচ্ছা করিলে—সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করিলেও তিনি কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। পদে পদে নানা যন্ত্রণাময়ী চিন্তা উদিত হইয়া তাঁহাকে ভীষণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের শান্তিও চিরতরে কোথায় অন্তর্হিত হইল। একেত তিনি জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, তাহাতে আবার চিত্তের উক্তরূপ বিকৃতি সংঘটিত হওয়াতে তাঁহার পূর্ব্বভাব শতগুণে প্রবৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের অশান্তি তাঁহাকে বিষম যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে নানা প্রকার শঙ্কা ও সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। যেন জগতের সকলেই তাঁহার শত্রু, যেন তাঁহার পাত্রমিত্র, সভাসদ্, পরমহিতৈষী সচিব পর্য্যন্ত সকলে একত্রে সংবদ্ধ হইয়া তদ্বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র-রচনায় দৃঢ়তর নিবিষ্ট। এই সকল কুচিন্তা যতই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তিনি ঘোরতর অধীর হইতে লাগিলেন। সেরূপ অবস্থায় জীবন যাপন করা যে, বিড়ম্বনা মাত্র, চতুর আরঙ্গজীব তাহা বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং হৃদয়ের শান্তি সংস্থাপন করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর অবশেষে স্থির হইল যে, সজাতীয়দিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্তভাবে রাজ্যভোগ করিতে পারিবেন—তাঁহার সকল বিঘ্ন সকল আশঙ্কা দূর হইয়া যাইবে।

নৃশংস মোগলসম্রাট আরঙ্গজীবের কঠোর হৃদয়ে যে মুহূর্ত্তে উক্ত পাপচিন্তার উদয় হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ভবিষ্য ভাগ্যগগন সহসা কালমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল;—হীরকমণ্ডিত রাজমুকুট সহসা স্খলিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল! কিন্তু তিনি তখনও বুঝিতে পারিলেন না, যে, আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ফলতঃ সে সময় এতদূর মোহাবিষ্ট হইয়াছিলেন, যে, তাঁহার হিতাহিত বিচার একবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার সে কল্পনার কথা উল্লেখ করিতেও হৃদয় শিহরিত হয়, লেখনী আপনা হইতেই স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। বিবেকবিহীন দুরাচার আরঙ্গজীব মনে মনে স্থির করিলেন যে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের শোণিতপাতে যে হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, নিরীহ সহায়বিহীন হিন্দু প্রজাদিগের হৃদয়শোণিতপাত করিয়া সেই কলঙ্কিত হস্ত বিধৌত করিবেন। দুর্ব্বৃত্তের পাপহৃদয়ে এরূপ ধারণা হইল যে, সেইরূপ করিলেই তিনি দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন, সজাতীয় সমধর্ম্মী প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইবেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয়ে উক্ত ধারণার উদয় হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি আপন পাত্রমিত্রদিগকে আহ্বান করিয়া এই কঠোরতম আদেশ প্রচার করিলেন "আমার রাজ্যের সকল হিন্দুকেই ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে; যে অল্পে এ প্রস্তাবে সম্মত

না হইবে, তাহাকে বলপূর্ব্বক এমন কি আবশ্যক হইলে অসিবল প্রয়োগ করিয়া ইসলামের ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য করিতে হইবে।” এই কঠোরতম আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র রাজ্যমধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। নিঃসহায় নিরবলম্ব হতভাগ্য হিন্দুগণ সনাতন ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া ভয়াকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; অনেকেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। অনেকে দুর্দ্ধর্ষ যবনানুচরদিগের কঠোর আক্রমণে পলায়ন করিতে না পারাতে উন্মত্ত হইয়া স্বহস্তে হৃৎপিণ্ড ছেদন করিতে লাগিল;—যে স্ত্রী-পুত্র ও পরিবারবর্গ হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু,—অগ্রে তাহাদিগকে সংহার করিয়া সেই কঠোরতম শোকানলে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। রাজ্যে ঘোর অরাজকতা;—চারিদিকেই হাহাকার,—উৎপীড়িত হিন্দুপ্রজাবর্গের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ,—নিরুপায় নিঃসহায় হতভাগ্যদিগের হৃদয়স্তম্ভন শোকরোল! যায় হিন্দুর সম্মানমর্য্যাদা—কুলধর্ম্ম জাতিগৌরব সব রসাতলে যায়! আজি ভারতবর্ষের প্রলয়কাল উপস্থিত! কে এই প্রলয়কালের সর্ব্বসংহারক গ্রাস হইতে হতভাগ্য হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবে? কে এই দুর্ব্বৃত্ত দানবদিগের হস্ত হইতে নিঃসহায় ভারতসন্তানদিগকে উদ্ধার করিবে!—কেহই নাই! যে রক্ষক, সেই যদি ভক্ষক হয়, যাহার উপর প্রজার মানমর্য্যাদা, জাতিধর্ম্ম নির্ভর করে, সেই যদি আত্মপর ভাবিয়া,—সজাতি বিজাতিকে ভিন্ন নয়নে দেখিয়া—পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া আপনার প্রজাবর্গকে, আপনার আশ্রিতদিগকে উৎপীড়ন করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই নিঃসহায় প্রজাবৃন্দ কাহার নিকট দাঁড়াইবে—কাহার কাছে আশ্রয় চাহিবে? আত্মপর—সজাতি বিজাতি না ভাবিয়া সকল প্রজাকে সমান চক্ষে দেখা রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য; যে সেই কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ, সে রাজানামের যোগ্য নহে, রাজসিংহাসন তাহার স্পর্শে কলঙ্কিত হইয়া যায়। রাজপদে আরূঢ় থাকিয়া যে হিতাহিত, ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে অক্ষম, অনর্থকর ক্রোধ, মোহ, দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার জাত্যভিমান অথবা অহংজ্ঞান যাহাকে সমাবিষ্ট করিয়া রাখে, যে আপনার বিবেকশক্তি হারাইয়া কতকগুলা ক্রূরধর্ম্মী পারিষদগণের ক্রূরবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, সে ত রাজা নহে, সে রাজা নামের কলঙ্ক,—প্রজার সুখসূর্য্যের দুরন্ত রাহু—দেশের ভাগ্যগগনের প্রচণ্ড ধূমকেতু! তাহার সেই অসীম পাপ-প্রযুক্ত তাহার রাজ্য শীঘ্রই রসাতলে প্রোথিত হইয়া পড়ে; বিধাতার সূক্ষ্মদর্শনবলে অত্যাচারীর পাপমস্তকে দারুণ যমদণ্ড অচিরে প্রহৃত হয়।

মোগল-কুলপাংসন পাষণ্ড আরঙ্গজীবের কঠোরতম অত্যাচার প্রযুক্ত রাজ্যে সম্পূর্ণ অরাজকতা আবির্ভূত হইল! উৎপীড়িত হিন্দুগণের পলায়ন অথবা আত্মহত্যানিবন্ধন নগর, গ্রাম, পল্লী হাট-বাজার সমস্তই এক প্রকার শূন্য হইয়া পড়িল—সমস্তই শ্মশানে পরিণত হইল! বণিকের অভাবে বাণিজ্যাগার তস্করের আবাসনিলয় হইল, বিক্রেতার অভাবে বিপণি শূন্য হইয়া পড়িল, কৃষকের অভাবে শস্যক্ষেত্র অরণ্যে পরিণত হইল! এই সার্ব্বজনীন সংঘর্ষকালে দুর্ব্বৃত্ত মোগলসম্রাট দেখিলেন, তাঁহার রাজস্ব অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িল;—রাজকোষ শূন্যকল্প।—রাজকর্ম্মচারীগণ আর কর আদায় করিতে

পারে না। কাহার নিকটেই বা করিবে? যাহার কাছে তাহারা যায়, তাহারই হয়ত মুমূর্ষু অবস্থা, তস্করদিগের অত্যাচারে তাহারই গৃহ হয়ত শূন্য! তদনন্তর আরঙ্গজীব অর্থসংগ্রহের উপায়ান্তর না পাইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দুপ্রজাদিগের উপর একটী মুণ্ডকর (জিজিয়া) ধার্য্য করিলেন! অত্যাচারের উপর অত্যাচারের এই ভীষণতর বিবর্দ্ধনে সমস্ত ভারতবর্ষ স্তম্ভিত ও বজ্রাহতপ্রায় হইল! কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া যে, সেই ভীষণতম সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। সকলেই হতাশ, নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিল। সে হৃদয়বিদারক হাহাকার-রবে নৃশংস আরঙ্গজীবের পাষাণ হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইল না, হতভাগ্য হিন্দুদিগের শোচনীয় দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহার সেই কঠোর হৃদয়ে অণুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না। কিন্তু খ্যাতনামা অর্ম্মের প্রকটিত বিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, যে তীব্র চিন্তা ও আশঙ্কার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তিনি সেই সমস্ত পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সফল হয় নাই! সে চিন্তা ও আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার দংশনে আরও ঘোরতর নিপীড়িত হইয়াছিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল, সেই বিষময়ী চিন্তার তীব্রতা ততই বাড়িতে আরম্ভ করিল; ততই তিনি অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে তাহা এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত, কোন অবস্থাতেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ঘোরা নিশীথিনীর দ্বিতীয় যামাপগমে সমস্ত জগৎ শান্তিদায়িনী সুষুপ্তির ক্রোড়ে নীল হইয়া পড়িলেও তিনি শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিতেন না। সেই নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যেন তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের—যেন তাঁহার পিতা, ভ্রাতা, ও পুত্রের মর্ম্মভেদী কঠোর তিরস্কার বচন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত; যেন তাঁহারা সমতীব্রস্বরে বলিতেন "পাষণ্ড! আমাদিগকে বধ করিয়া তুই কি নিশ্চিন্তভাবে রাজ্যভোগ করিতে পারিবি। দেখ্ তোর মস্তকোপরি ভীষণ যমদণ্ড উদ্যত রহিয়াছে।" আরঙ্গজীব চমকিত হইতেন, শয্যা ত্যাগ করিয়া শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেন, পারিতেন না; স্খলিত পদে আবার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিতেন। ক্রমে কালের অবশ্যম্ভাবী বিধানানুসারে যে সময়ে তাঁহার পরামায়ু ক্ষয় হইয়া আসিল, যে সময়ে ভীষণ যমদণ্ড অল্পে অল্পে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সেই সময়ে সেই সকল চিন্তা যে যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিল, সে যন্ত্রণা হইতে তিনি আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া শোকে, দুঃখে, নৈরাশ্যে অধীর হইয়া সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন "একি! একি! যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই যে কেবল দেবতাকে দেখিতে পাই!"— সেই দেবতা ক্রোধ ও জিঘাংসাময়—তাহা বিভীষিকার আধার *!

* আরঙ্গজীব যে, বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার যাথার্থ্য নিম্নলিখিত দুইখানি পত্র হইতেও সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে তিনি এই পত্রদুইখানি স্বীয় প্রিয়তম পুত্রদিগকে লিখিয়াছিলেন। ইহাতে স্বীয় অন্তিমজীবনের বিভীষিকাময় শোকোদ্দীপক

অভিষেককালে রাণাগণ যে সকল বিধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে "টিকাডোর" বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনেক দিবসাবধি এই আভিষেচনিক বিধি সমাচরিত হয় নাই; সুতরাং ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, এতন্নিবন্ধন রাণাকুলের বীরপ্রথার একটী প্রধান অঙ্গ এতদিন রহিত হইয়া ছিল। আজি মহারাজ রাজসিংহ মিবারের সিংহাসনে সমারূঢ় হইবামাত্র সেই লুপ্তপ্রায় বিধির পুনর্জ্জীবন দান করিলেন। আজমীরের অতি

চিত্র যেরূপ অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত তিনি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অনুতাপের নরকযন্ত্রণায় বিদগ্ধ হইয়া স্বীয় ব্যথিত হৃদয়ের পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি এই অনিত্য জগৎসংসারের যে সকল মূলতত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। হায়! যদি অনর্থকারিণী দুরাকাঙ্ক্ষার পাপমোহে তিনি বিমূঢ় না হইতেন, তাহা হইলে তিনি জগতে যে, কি মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা অনুমান করা কঠিন।

"শা আজিম শা সমীপে;—

"বৎস!—আশীর্ব্বাদ করি, স্বাস্থ্য তোমাকে আশ্রয় করুক। আমার মন অনুদিন তোমারই নিকট পড়িয়া রহিয়াছে। বার্দ্ধক্য উপাগত; জ্বরা আমাকে দিন দিন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে; শক্তিও সামর্থ্য আমার শরীরযন্ত্রকে অল্পে অল্পে ছাড়িয়া যাইতেছে। আমি একাকী অপরিচিতের ন্যায় এই জগতিতলে আসিয়াছিলাম, আবার একাকী অপরিচিতের ন্যায় ইহা হইতে বিদায় গ্রহণ করি। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এবং কোথায় যাইব, তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না। ক্ষমতার ধুমধামে যে সময় অতীত হইয়াছে, তাহা কেবল দুঃখ ও যন্ত্রণা পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড আমার হস্তে অর্পিত ছিল না, আমি ইহাকে রক্ষা করি নাই। হায়! আমার অমূল্য সময় অনর্থক ব্যয়িত হইয়াছে! আমার হৃদয়াগারে বিবেক নামে রক্ষক ছিল; কিন্তু আমি হতভাগ্য!—আমার এই অন্ধ চক্ষুদ্বারা তাহার অলস্ত গৌরব-বিভা দেখিতে পাই নাই। জীবন কখন স্থায়ী নহে; অতীত প্রাণবায়ুর কোন নিদর্শনই অবশিষ্ট থাকে না এবং ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসাই চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে আমার জ্বর ছাড়িয়াছে বটে; কিন্তু মাংসাস্থিময় দীন দেহযষ্টি ভিন্ন আর এখন আমার কিছুই নাই। আমার পুত্র কমবক্স বিজাপুরের দিকে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এখনও অনেক নিকটে আছেন; বৎস, তুমিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিকটে আছ। সম্মানার্হ শা আলম অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আমার পৌত্র আজিম হোষেণ, বিধাতার বিধানানুসারে ভারতবর্ষের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সেনাকটক ও অনুচরবর্গ সকলেই আমার ন্যায় নিঃসহায় ও শঙ্কান্বিত, সকলেই আমার ন্যায় যন্ত্রণায় নিপীড়িত এবং পারার ন্যায় অস্থির। তাহারা আপনাদের প্রভুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদের আর কেহ প্রভু আছেন কি না, তাহা তাহারা বিদিত নহে।

আমি বিশ্বধামে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনি নাই এবং মানবের দৌর্ব্বল্য ভিন্ন আর কিছুই লইয়া যাইব না। আমার মুক্তির বিষয় ভাবিয়া এবং কিরূপ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইব, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া আমি শঙ্কিত হইতেছি; জগদীশ্বরের দয়া দাক্ষিণ্য ও করুণার উপর আমার অনেক ভরসা আছে বটে; কিন্তু কি করিব,—আমার আপনার কার্য্য ভাবিয়া আমি সে আশঙ্কাকে কিছুতেই হৃদয় হইতে দূর করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তাহাতেই বা কি?—আমি চলিয়া গেলে, আমার স্মৃতি কিছুতেই বিদ্যমান থাকিবে না। তবে যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা হউক, আমার এ দেহতরি অনন্তকালসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছি। যদিও বিধাতা শিবির রক্ষা করিবেন, তথাপি উপস্থিত অবস্থার বিষয় ভাবিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, এসময়ে আমার পুত্রদিগের উদ্যোগ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমার শেষ আশীর্ব্বাদ আমার পৌত্র বিদার বক্তকে জানাইবে। তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু দর্শনলালসায় নিরতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছি। তাহার কন্যা বেগমকে দুঃখার্ত্তা বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বলিতে পারি না; ঈশ্বরই মানবহৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারেন। রমণীর নির্ব্বুদ্ধিতাজনিত চিন্তা কেবল নৈরাশ্যের উদ্ভাবন করিয়া থাকে। বিদায়! বিদায়!"

"রাজকুমার কমবক্স সমীপে:—

"হৃদয়ের নিকটতম স্থানবর্ত্তী প্রিয়তম পুত্র!—ক্ষমতার উচ্চতম স্থানে আরূঢ় হইয়া জগৎপাতা জগদীশ্বরের আদেশক্রমে আমি তোমাকে অনেক মন্ত্রণা দিয়াছিলাম এবং তোমার সহিত কঠোরতম ক্লেশও

নিকটে মালপুর নামে একটী নগর আছে। রাণা সেই বীরপ্রথার অনুপালন করিবার উদ্দেশে সেই মালপুর আক্রমণ করিলেন এবং স্বীয় বিক্রমের সম্যক্ পরিচয় দান করিয়া তন্নগর লুণ্ঠনান্তর স্বনগরে প্রত্যাগত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই এই বিষয়ের সমাচার বৃদ্ধ শাজিহানের গোচরিত হইল। তাঁহার বয়স্যগণ এতদ্বৃত্তান্ত নানা রঙ্গে চিত্রিত

সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু সে সমস্ত মন্ত্রণা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে ভাবিয়া তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর নাই। এক্ষণে আমি বিদেশী ও অপরিচিতের ন্যায় এসংসার হইতে বিদায় লইতেছি এবং নিজের অকিঞ্চিৎকরত্ব ভাবিয়া নিজেই শোকাচ্ছন্ন হইতেছি; বলিতে পার ইহাতে আমার লাভ কি? মানবমাত্রই অপূর্ণ; আজি সেই অপূর্ণতা ও নিজকৃত পাপের ফল লইয়া আমি এ ভবধাম হইতে বহির্গত হইতেছি। হায়! ঈশ্বরের লীলাখেলা কি বিচিত্র! এ সংসারে আমি একাকীই আসিয়াছিলাম, আবার একাকীই আমাকে বিদায় হইতে হইল! এ মহাযাত্রার পথপ্রদর্শক আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বার দিন ধরিয়া যে জ্বরে আমি উৎপীড়িত হইয়াছিলাম, তাহাও এক্ষণে ছাড়িয়াছে। এক্ষণে আমি যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেবতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। আমি সেনাকটক ও অনুচরদিগের অবস্থা ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছি; কিন্তু হায়! আমি নিজের বিষয় জানি না! দারুণ দৌর্ব্বল্যবশতঃ আমার মেরুদণ্ড বিনমিত হইয়াছে; আমার পদযুগল গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে! যে শ্বাস বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাও এখন গিয়াছে; হায়, সামান্য আশামাত্রও রাখিয়া যায় নাই। আমি অসংখ্য পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি; জানি না তজ্জন্য কিরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। নরপালক জগদীশ্বর শিবির রক্ষা করিবেন বটে; কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ও আমার পুত্রদিগের প্রতি যত্ন প্রকাশ করা আবশ্যক। আমি যতদিন জীবিত ছিলাম, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যত্ন করি নাই; এক্ষণে আমি চলিলাম, অতএব তাহার কিরূপ ফল হইবে, তাহা এখনই বুঝা যাইতেছে। একটী বিশাল মানবসমাজের রক্ষণভার ঈশ্বরকর্ত্তৃক আমার পুত্রদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। আজিম শা এক্ষণে নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। দেখিও সাবধান, কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিই যেন নিহত না হয়েন। তাহা হইলে সে সমস্ত পাপ একমাত্র আমার মস্তকে আরোপিত হইবে। আমি এক্ষণে মহাপ্রস্থানের পথে বাহির হইয়াছি, সুতরাং তোমাকে, তোমার মাতা ও পুত্রকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলাম। কঠোর যমযন্ত্রণা আমাকে শনৈঃ শনৈঃ আক্রমণ করিতেছে। বাহাদুর শা যেখানে ছিলেন, এখনও সেইখানে রহিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র হিন্দুস্থানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিদার বক্ত গুজরাটে অবস্থিত। হায়াত-অল-নিশা ইতিপূর্ব্বে কষ্ট কেমন, চক্ষে দেখে নাই, কিন্তু আজি তাহাকে তাহা ভোগ করিতে হইল। বেগমকে মনে করিও, যেন তাহার সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। তোমার গর্ভধারিণী উদয়পুরী (ক) আমার পীড়ার অংশভাগিনী ছিলেন এবং এক্ষণে শমনভবনেও আমার অনুগমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; কিন্তু সকল বিষয়েরই উপযুক্ত কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

ভৃত্য ও পারিষদবর্গ, যতই কেন প্রবঞ্চক হউক না, তাহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করা অনুচিত। আপনার উদ্দেশ্য ভদ্রতা ও কৌশলদ্বারা সাধন করিয়া লইবে। সীমার বহির্ভূত স্থানে পদবিস্তার করিতে যাইও না। * * * * * * আমি এক্ষণে চলিলাম। পাপ অথবা পুণ্য যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা কেবল তোমারই জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেখিও ইহার অন্যথা ভাবিও না। তোমার প্রতি আমি যে কিছু অন্যায়াচরণ করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাইও; দেখিও, বৎস, ইতঃপর তাহার জন্য আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হয় না। কেহই নিজ আত্মার দেহত্যাগ স্বচক্ষে দেখে নাই; কিন্তু আমি দেখিতেছি,—আমার আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে।"

(ক) অর্ম্ম ইঁহাকে কাশ্মীরীয়া রমণী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি কখনই উদয়পুরের রাণার কুলসম্ভূত হইতে পারেন না। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে, তিনি শাপুর অথবা বুনীরার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, তিনি যখন অনুমরণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই তিনি রাজপুতকুল-সম্ভূতা।

করিয়া সম্রাটের ক্রোধ উত্তেজিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু উদারহৃদয় সম্রাট শাজিহান হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র * বালক, সেই জন্যই না বুঝিয়া একার্য্য করিয়াছে।"

রাজপুতকুলের গৌরবরবি বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহের সহিতই মিবারের বীর্য্যমত্তা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে মহারাজ রাজসিংহের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সেই বীর্য্যমত্তা আবার পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল। শিশোদীয় সর্দ্দারগণ আবার শান্তির সুকোমল ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া অসিহস্তে উল্লম্ফন করিয়া উঠিলেন। আবার অসির হৃদয়োত্তেজক সংঘর্ষণরবে ও উন্মত্ত বীরগণের প্রচণ্ড সিংহনাদে মিবারভূমি ঘন ঘন কম্পিত হইয়া উঠিল। রাণা রাজসিংহ বাপ্পারাওলের উপযুক্ত বংশধর; শিশোদীয়কুলের উপযুক্ত বীর। তিনি যেরূপ বীর, সেইরূপ তেজস্বী। ভট্টগ্রন্থে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অলৌকিক বীরত্বের অযুত বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি শৈশব হইতেই স্বদেশের এবং শিশোদীয়কুলের গৌরবগরিমার পুনরুদ্ধার সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এক্ষণে যৌবনের জ্বলন্ত উৎসাহে উন্মাদিত হইয়া তিনি সেই সঙ্কল্প সাধন করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রতিজ্ঞা ও সাহসের দৃঢ় নিগড়ে হৃদয় আবদ্ধ হইলে সঙ্কল্পসিদ্ধির অধিক বিলম্ব হয় না। রাজসিংহেরও হৃদয় সেইরূপ সাহস ও প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তর নিবদ্ধ; সুতরাং তিনিও অচিরে স্বীয় সঙ্কল্পসাধনের উপায় প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আশৈশব আরঙ্গজীবকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং তাঁহার নামে শত অভিশাপ প্রদান করিতেন। এক্ষণে সেই আরঙ্গজীবকে ভারতবর্ষের সম্রাট-পদে সমাসীন দেখিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। যেদিন তিনি কঠোর প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে স্থান দান করিলেন, সেই দিন হইতে মোগল সম্রাটের সহিত অনেকগুলি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সকল যুদ্ধেই তাঁহার অসীম বিক্রম ও বীর্য্যমত্তার সহিত শিশোদীয়কুলের পূর্ব্ব প্রতাপ পূর্ণভাবে পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিপুলসহায়বলসম্পন্ন প্রচণ্ড যোদ্ধা মোগলসম্রাট পর্য্যন্তও সেই সকল যুদ্ধে অনেকবার পরাজিত হইয়াছিলেন, এমন কি অনেকবার তাঁহার স্বকীয় জীবন ও স্বাধীনতা পর্য্যন্তও ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার অনেক পুণ্যবল বলিতে হইবে যে, তিনি কঠোর কারারোধের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। যে সূত্র অবলম্বন করিয়া তেজস্বী রাণা দুর্দ্ধর্ষ আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম স্বীয় প্রচণ্ড অসি সমুদ্যত করিয়াছিলেন; তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

মারবারের রাঠোরকুল অনেকগুলি নূতন ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটী ভাগের কতিপয় রাজকুমার আপনাদের প্রচীন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রূপনগর নামক স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই রূপনগর মোগলসাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং তাঁহারা তথায় মোগলের অধীনে সামান্য সামন্তস্বরূপ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যে সময়ে আরঙ্গজীবের মস্তকে ভারতের রাজমুকুট অর্পিত হয়, সেই সময়ে রূপনগরের সামন্তরাজের

* মহাত্মা টড সাহেব বলেন, সম্রাট শাজিহান কর্ণের ধর্ম্ম ভ্রাতা ছিলেন।

ভবনে প্রভাবতী নাম্নী একটী রূপলাবণ্যবতী বালিকা দিন দিন অনুপম শোভাসৌন্দর্য্যে পরিপুষ্ট হইতেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সেই পরমসুন্দরী প্রভাবতীর নিরুপম রূপ লাবণ্যবৃত্তান্ত ক্রুরহৃদয় আরঙ্গজীবের কর্ণে প্রবেশ করিল। তৎসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বিষম রূপতৃষার উদয় হওয়াতে তিনি সেই রমণীরত্নকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আপনার অসীম পদগৌরবে বিমূঢ় হইয়া সম্রাট মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেই প্রভাবতী সম্মত হইবে এবং অবিলম্বে তাঁহারই করে আত্মসমর্পণ করিবে। কিন্তু অচিরে তাঁহার সে অভিলাষ শূন্যে পরিণত হইয়া গেল, তিনি আপন পাপতৃষার উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রভাবতীর পিতার নিকট উক্ত বিবাহ-প্রস্তাবের সহিত দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সৈনিক রূপনগরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল আড়ম্বরই বৃথা হইল।

যথাকালে সম্রাট-প্রেরিত সেই দুই সহস্র অশ্বারোহী রূপনগরে উপস্থিত হইয়া প্রভাবতীর পিতাকে আরঙ্গজীবের মনোভাব বিজ্ঞাপন করিল। ভয়ে সামন্তরাজের প্রাণ উড়িয়া গেল; তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে এতৎ সমাচার প্রভাবতীর কর্ণগোচর হইল; তিনি স্বীয় জনকের নিকট গমন পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের সদুপায় স্থির করিতে কহিলেন; কিন্তু রাঠোর সামন্ত এতদূর বিমূঢ় হইয়াছিলেন যে, তখন তিনি কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। পিতাকে নীরব দেখিয়া তিনি অবশেষে আপনিই উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রভাবতী প্রথমতঃ আপন উপস্থিত অবস্থা নিবিষ্টমনে আলোচনা করিয়া দেখিলেন, দেখিলেন, তাঁহার সহায়সম্বল কিছুই নাই, কেননা তাঁহার জনক অতি সামান্য সামন্ত। তবে কি মারবার-রাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন?—তাহাই বা কি প্রকারে হইতে পারে? কেননা মারবার-রাজকে সম্রাটের অধীনে বেতনভোগী বলিলেও বলা যাইতে পারে। অতএব এরূপ অবস্থায় কে তাহাকে রক্ষা করিবে? কে করে অসিধারণ পূর্ব্বক সম্রাটের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইবে? তবে কি উপায় নাই? তবে কি সুকোমল পদ্মিনী নিকৃষ্ট পাপ ম্লেচ্ছরূপ মণ্ডূকের উপভোগ্যা হইবে? উপায় নাই? ম্লেচ্ছগ্রাস হইতে রাজপুত সতীর ধর্ম্মরক্ষার উপায় নাই?—আছে—বিষ,—ছুরিকা,—পাবক—উদ্বন্ধন! ইহাতে ত আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না? প্রভাবতী অবশেষে আত্মধর্ম্মরক্ষার্থে ইহাদের মধ্যে একটী উপায় অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে সে কঠোরতম উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না। যখন তিনি ঐরূপ আন্দোলন করিতেছিলেন; তখন তাঁহার হৃদয়ে একটী নূতন চিন্তার উদয় হইল; যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট দেবতা তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া দিল, "হতাশ হইও না, হতাশ হইও না; তোমার উদ্ধারকর্ত্তা মিবারের রাণা রাজসিংহ।" প্রভাবতীর ব্যাকুল হৃদয় সেই মুহূর্ত্তেই আশ্বস্ত হইল; তিনি রাণাকেই আপনার উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিলেন।

প্রভাবতী তৎপূর্ব্বে রাণা রাজসিংহের অনেক গুণবর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার হৃদয়ে গভীর ধারণা হইয়াছিল যে, রাণা যেমন বীর, সেইরূপ একজন রসজ্ঞ ভূপতি, বিশেষতঃ নারীজাতীর প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক অনুরাগ। রাজসিংহের উক্ত গুণগরিমার বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে প্রভাবতীর হৃদয় তৎপ্রতি ক্রমে দৃঢ়তর সমাসক্ত হইতে লাগিল; অবশেষে আর অধিক বিলম্ব করিতে না পারিয়া তিনি রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে সেই উপস্থিত সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। প্রভাবতী অন্য কোন বিশ্বস্ত পাত্র না পাইয়া আপনাদের পুরোহিতকে সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক রাণার নিকট দূতস্বরূপ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। বালিকার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া পরমহিতৈষী পুরোহিত পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া মিবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে রাণা সদনে সমুপস্থিত হইয়া তিনি প্রভাবতীর হস্তাক্ষরিত পত্র তৎকরে সমর্পণ করিলেন। সেই পত্রের আদ্যোপান্ত সুন্দর হৃদয়ভাবে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ তন্মধ্যে যেটুকু অতি সুন্দর ও মনোজ্ঞ সেই টুকুর মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রকটিত হইল। আপনার সমস্ত মনোভাব এবং উক্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া তিনি সেই পত্রের সর্ব্বশেষে লিখিয়াছিলেন, "মহারাজ! রাজহংসীকে কি বকের সহচরী হইতে হইবে? অথবা পবিত্র রাজপুতকুলের কামিনী বানরমুখ ম্লেচ্ছের অঙ্কশায়িণী হইবে? মহারাজ, আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, আপনি যদি আমাকে এই সঙ্কটে উদ্ধার না করেন, যদি দুর্ব্বৃত্ত ম্লেচ্ছের পাপগ্রাস হইতে আমার সম্মানমর্য্যাদা রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব।" এই সুন্দর পত্রের গভীর উত্তেজক ভাব অবগত হইবামাত্র রাণা রাজসিংহ শরতাড়িত মৃগেন্দ্রের ন্যায় একবারে উল্লম্ফিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রতিধমণী মধ্যে যেন কে প্রতপ্ত লৌহশলাকা প্রবিদ্ধ করিয়া দিল; দারুণ রোষ ও জিঘাংসায় তাঁহার সর্ব্বশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল। একটী নিঃসহায়া রাজপুত-কুলকামিনীর প্রতি যবনের উক্তপ্রকার অত্যাচারের বিষয় অবগত হইলে কোন্ রাজপুত না ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে?—কে না তাঁহার উদ্ধারের জন্য আত্মজীবন পর্য্যন্তও অম্লানবদনে উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হয়েন? বিশেষতঃ সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা রমণী যখন আত্মরক্ষার জন্য আর্ত্তস্বরে তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল, তখন তিনি তাহার সেই প্রার্থনা পূরণ না করিয়া থাকিতে পারেন?

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজীবের কঠোরাচরণের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার জন্য রাণা রাজসিংহ এতদিন উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন; আজি সেই সুযোগকে আপনি সমাগত হইতে দেখিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন; সেই সঙ্গে তাঁহার সাহস, উৎসাহ ও জিঘাংসা শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। আর বিলম্ব না করিয়া রাণা দুরাচার মোগলের বিরুদ্ধে আপনার ভীষণ তরবার সমুদ্যত করিলেন। তাঁহার অমরসদৃশ পিতৃপুরুষগণের অসীম গৌরবগরিমা পাপ যবনকর্ত্তৃক

বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের "প্রাণাদপি গরীয়সী" পবিত্র স্বাধীনতার লীলানিকেতন পবিত্র মিবাররাজ্য হেয় ও অপবিত্র "জাইগির" নামে কলঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের পবিত্র মস্তকে দুর্ব্বহ কলঙ্কভার অর্পিত হইয়াছে। আজি বীরসিংহ তেজস্বী রাণা রাজসিংহ নিজকরে অসিধারণ করিয়া গিহ্লোটকুলের সেই বিলুপ্ত গৌরবগরিমা পুনরুদ্ধার করিতে কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সর্দ্দার ও সেনানীগণ তদীয় প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দারুণ উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন এবং বীরকেশরী বাপ্পা রাওলের বিশাল বিজয়পতাকা মস্তকোপরি সদর্পে উদ্যত করিয়া রণক্ষেত্রে রাণার অনুগমন করিতে অগ্রসর হইলেন। অস্ত্রের ঝণাৎকার-রবে এবং প্রচণ্ড রণবীরকুলের বিকট বৃংহনে মিবারভূমি আবার উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। প্রভাবতীর উদ্ধার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া রাণা কর্ত্তৃক অবধারিত হইল। তিনি তখন সেই সমস্ত সর্দ্দার ও সেনানী লইয়া একবারে রূপনগরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। উক্ত নগর আরাবল্লি শৈলমালার বিশাল পাদদেশে স্থাপিত। রাণা রাজসিংহ সেই বিস্তৃত পাদপ্রস্থ অতিক্রম করিয়া একবারে ভীষণ বিক্রমসহকারে মোগল সেনার উপর নিপতিত হইলেন। উভয়দলে অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ হইল; কিন্তু মোগল যোদ্ধৃগণ রাণার প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ঘোররূপে দলিত, বিত্রাসিত ও নিপাতিত হইল। তন্মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যই অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল। এইরূপে মোগলের দ্বিসহস্র অশ্বারোহী রাজপুতরাজের কতিপয় বীরের হস্তে দলিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন রাণা রাজসিংহ প্রভাবতীকে পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দের সহিত স্বনগরে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার এই বিপুল বীরত্বাভিনয়ে সমস্ত রাজপুতসমিতি তৎপ্রতি বিশেষ প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতাপসিংহের উপযুক্ত বংশধর বলিয়া শতমুখে অযুত সাধুবাদ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুর্দ্ধর্ষ মোগলসম্রাট আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ রাণা রাজসিংহের প্রথম বীরানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইল। মিবারের অধিবাসিগণ সেই মহদনুষ্ঠানের সাফল্যদর্শনে মনে মনে অনেক আশার পোষণ করিতে লাগিল এবং নবীনা রাজ্ঞীকে যথাবিহিত মঙ্গলাচরণের সহিত সাহ্লাদে রাজভবনে অভ্যর্থনা করিল।

যৎকালে রাণা রাজসিংহ প্রভাবতীকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, তাহার কিছুকাল পরে রাজস্থানে যে কয়েকটী গুরুতর কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ রাজবারার কোন ভট্টগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তৎসমস্ত কাণ্ডের সংঘটন সম্বন্ধে প্রথমতঃ সন্দেহ উদ্রিক্ত হইতে পারে বটে; কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৎসমস্ত ব্যাপার অনুশীলন করিতে পারিলে সে সকল সন্দেহ অপনীত হইয়া যায়; তখন তন্মধ্য হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য আপনা হইতেই উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। সম্রাট আরঙ্গজীবের পাষাণ হৃদয়ে যে প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষিতা ঘোরতর বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরিতৃপ্তি-সাধনের জন্য তিনি যে, নানা প্রকার পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণন করা হইয়াছে। কিন্তু মোগল সম্রাটের সে ভীষণ সঙ্কল্প যে, এতদিন সাধিত হয় নাই; তাহার কারণ সেই সঙ্কল্পসিদ্ধির

প্রতিকূলে দুইটী প্রচণ্ড প্রতিরোধ স্থাপিত ছিল। উক্ত দুইটী প্রতিরোধের প্রথমটী—জয়পুরাধিপতি রাজা জয়সিংহ; দ্বিতীয় মারবারাধিপতি রাজা যশোবন্তসিংহ। জয়সিংহ ও যশোবন্তসিংহ মোগল সম্রাটের বেতনভোগী হইলেও ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা উভয়েই প্রচণ্ড তেজস্বী নৃপতি। সুতরাং বীরহৃদয় আরঙ্গজীব শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগের বিবেকশক্তি অপহরণ করিতে পারেন নাই। নিজ পদ-গৌরবে বিমূঢ় হইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, উক্ত নৃপতিদ্বয়ের সমস্ত ক্ষমতা হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ স্থাপন করিবেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসাই শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছিল। সম্রাট যদি কোনরূপ অযৌক্তিক ও অন্যায় প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অমনি ক্রুদ্ধসিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন এবং তীব্রবেগে তাঁহার সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে থাকিতেন। সম্রাট মনে মনে সহস্রবার তাঁহাদের মৃত্যুকামনা করিলেও প্রকাশ্যভাবে কিছুই বলিতে পারিতেন না। ইহাঁরা দুইজনেই হিন্দু; সজাতি ও স্বদেশের প্রতি ইহাঁদের প্রগাঢ় প্রেম; এক্ষণে ইহাঁদের সম্মুখে হিন্দুদিগকে কিরূপে উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইতে পারেন? ইহাঁরা দুই জনেই মোগলরাজ্যের অধীন বটে, কিন্তু ইহাঁদের বিশাল ক্ষমতা, বিপুল সহায়বল,—বিশেষতঃ অধিকাংশ মোগল সেনা ইহাঁদের হস্তগত। এরূপ অবস্থায় ইহাঁদের চক্ষুর উপর যদ্যপি ইহাঁদিগের সজাতীয় ভ্রাতৃবর্গকে উৎপীড়িত করা যায়, হয়ত ইহাঁরা মোগল সম্রাটের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবেন, হয়ত তাহা হইলে ইহাঁদের অনুগত মোগলগণ ইহাঁদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোগলসম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে; তাহার উপর আবার যদি উত্ত্যক্ত সমগ্র রাজপুত সমাজ তাহাতে যোগদান করে, তাহা হইলে রাজ্যমধ্যে ভীষণ বিপ্লব সমুদ্ভাবিত হইবে। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় আন্দোলিত হইয়া দুর্ম্মতি আরঙ্গজীব স্বীয় দুরভীষ্ট-সাধনে তৎপর হইতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক চিন্তার পর তিনি যে সঙ্কল্প আত্মহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা স্মরণ করিলে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় শিহরিত হইয়া উঠে। দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজীব রাজপুত নৃপতিদ্বয়ের ক্ষমতা ব্যাহত করিবার কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে তাঁহাদিগের উভয়কেই হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন! মারবারের নৃপতি মহারাজ যশোবন্তসিংহ তখন সুদূর কাবুল রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং অম্বররাজ জয়সিংহ দক্ষিণাপথে অবস্থিত ছিলেন। রাক্ষস আরঙ্গজীব তত্তৎপ্রদেশেই কালকূটপ্রয়োগে তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য কতিপয় গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। হায়! বলিতে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, পিশাচ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া তাহারা অচিরে সেই পরমবিশ্বস্ত ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিদ্বয়কে অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত করিয়া দিল! ধর্ম্মের মস্তকে অধর্ম্মের পাপ পদাঘাত প্রহৃত হইল, কৃতজ্ঞতা ও প্রভুপরায়ণতা অতি জঘন্য ও হীনতম প্রতিদান প্রাপ্ত হইল! এই হৃদয়স্তম্ভন পিশাচোচিত কার্য্যের অভিনয় করিয়া পাপাত্মা মোগল সম্রাট ভাবিয়াছিলেন, বুঝি তাঁহার জঘন্য সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইবে; কিন্তু সুখের বিষয়, তাহা হয় নাই। স্বদেশপ্রেমিক বীরকেশরী রাণা রাজসিংহের প্রচণ্ড বিক্রমের সম্মুখে তাঁহার সেই

পাশব সঙ্কল্প অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, অচিরে তাঁহার অসীম পাপানুষ্ঠানের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইল।

পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা পাষণ্ডদিগের কঠোরহৃদয়তার শান্তিবিধান হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাতে তাহার কঠোর ভাব দ্বিগুণতর প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় অতি জঘন্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতের দুইটী প্রধান হিন্দুনরপতির হৃদয়শোণিতে স্বহস্ত কলঙ্কিত করিয়া নরপিশাচ আরঙ্গজীবের পাষাণহৃদয় অণুমাত্র শান্ত হইল না। রাক্ষস সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করিয়াই নিরপরাধ যশোবন্তসিংহের নিঃসহায় শিশুপুত্রদিগকে অবরুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং যাহাতে সেই সঙ্কল্প শীঘ্র সিদ্ধ হয়, তদুপযোগী আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সে পৈশাচিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না; কেননা রাঠোরনৃপতির সৈন্যসামন্তগণ তদ্বিষয় জানিতে পারিল এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক শিশুকুমারদিগকে সকল প্রকার বিঘ্ন ও বিপদ হইতে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সতর্ক হইয়া উঠিল। তাহাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, অতি কঠোর উদ্যম ও আত্মোৎসর্গ না করিলে রাঠোররাজের বিধবা মহিষী ও অনাথ পুত্রদিগকে দুর্দ্ধর্ষ মোগলের ভীষণ কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহারা তদুপযোগী বিশেষ আয়োজনও করিয়াছিল।

মারবার-রাজ যশোবন্তসিংহের অনেকগুলি পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম অজিত। যে সময়ে মহারাজ যশোবন্তসিংহ পাষণ্ড আরঙ্গজীবের প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়া গেলেন, তখন অজিত নিতান্ত অল্পবয়স্ক; তথাপি তাঁহার মাতা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকেই মারবারের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্বয়ং রাজকীয় সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। সেই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই রাজমহিষী হৃদয়নাথের অনুগমন করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিধাতার কঠোর বিধানানুসারে তাঁহার মনের আশা মনোমধ্যেই লয়প্রাপ্ত হইল। প্রাণপতির কঠোর শোকানল অবহেলা করিতে না করিতে আবার কঠোরতর পুত্রশোকে বুঝি নিপীড়িত হইতে হয়! যে পুত্রের জন্য তিনি স্বামীর বিষম শোকশেল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন, সে পুত্রধনে কি যথার্থই বঞ্চিত হইতে হইবে? নির্দ্দয় বিধাতা কি আরও নির্দ্দয় হইবেন? অজিত-জননী নানাপ্রকার চিন্তায় আকুল হইলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি রাণা রাজসিংহের শরণার্থিনী হইলেন। তিনি শিশোদীয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেম। এক্ষণে সেই শিশোদীয়কুলের একমাত্র রক্ষক বীরবর রাণা রাজসিংহের আশ্রয়চ্ছায়াতলে বিরাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট অতি ত্বরায় দূত প্রেরণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ সাহ্লাদে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং শিশু রাজকুমারদিগকে মিবারে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের বাসোপযোগী উপযুক্ত বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রাণার আমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত হইয়া অজিতসিংহ সার্দ্ধেক দ্বিশত পরাক্রান্ত রাজপুতসৈনিক সমভিব্যাহারে মিবারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আরাবল্লী-শৈলমালার দুর্গম গিরিবর্ম্মের মধ্য দিয়া তাঁহারা সকলে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে সেই

কূটগিরিপথের একপার্শ্ব হইতে পঞ্চ সহস্র মোগলসৈন্য তাড়িতবেগে বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকে পরিবেষ্টন করিল এবং অজিতসিংহকে কাড়িয়া লইতে উদ্যোগ করিল। দুরাচার মোগলসৈন্যগণের এতাদৃশ দুরাচরণ দেখিয়া রাঠোর-রাজের সৈনিকগণ ক্রোধ ও জিঘাংসায় একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল এবং আপনাপন অসি উদ্যত করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। সেই সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের অভ্যন্তরে রাঠোর ও মোগলদলে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। এদিকে রাজকুমার অজিতসিংহ আপন শরীররক্ষকদিগের সহিত অবলীলাক্রমে মিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিক্রমশালী রাঠোর বীরগণকর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে যবনগণ আর অজিতের অনুসরণ করিতে পারে নাই।

রাজকুমার অজিতসিংহ মিবারে উপস্থিত হইলেন; রাণা রাজসিংহ তখন তাঁহাকে সাদরে ও সমধিক সম্মানসহকারে গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাসার্থে কৈলবা-জনপদ নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদাস নামক জনৈক সাহসিক রাজপুতবীর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। সেই বিক্রান্ত রাজপুতবীরের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি সেই কৈলবা-প্রদেশে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে তদীয় জননী স্বীয় মারবার-রাজ্যে প্রতিগত হইয়া বিশ্বাসঘাতক যবন-রাজের আততায়িতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য সুযোগ ও সুবিধার অনুসন্ধানে নিবিষ্টমনে নিরত হইলেন। যে দারুণ প্রতিশোধ-পিপাসা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল, তাহার শান্তি বিধান করিবার জন্য তিনি একটী গুরুতর ব্যাপারে হস্তার্পণ করিলেন;—সে গুরুতর ব্যাপার আর কিছুই নহে,—রাজবারার প্রধান প্রধান রাজপুতনৃপতির মধ্যে পরস্পরের একতাবন্ধন। মহিষী এই গুরুতর কার্য্য সংসাধন করিতে অনেক পরিমাণে সক্ষম হইলেন। অচিরে মিবার, মারবার ও অম্বর একত্রে এক অভিন্ন সহানুভূতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দুর্দ্ধর্ষ যবনরাজের বিরুদ্ধে কঠোর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এরূপ মহদুদ্দেশ্য-সাধনের জন্য রাজপুতক্ষমতার এরূপ সুন্দর সমীকরণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ একতাবন্ধন দীর্ঘকাল রহিল না। আবার সেই শিশোদীয়, রাঠোর ও কুশাবহে পূর্ব্ববৎ বিদ্বেষভাব অল্পকালের মধ্যে পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল। সেরূপ একতাবন্ধন যদি অন্যূন এক শতাব্দী ব্যাপিয়া অব্যাপন্ন থাকিত, যদি সেই একীভূত অবস্থায় থাকিয়া তাঁহারা আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিতেন; তাহা হইলে ভারতের দুঃখনিশা প্রভাত হইত, ভারতের রাজমুকুট যবনশির হইতে অন্তরিত হইয়া আবার হিন্দুশিরে স্থাপিত হইত।

রাজধর্ম্ম-বিগর্হিত পথে বিচরণ পূর্ব্বক অত্যাচার ও প্রজাপীড়নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া নিষ্ঠুর মোগলসম্রাট যে অসদুদ্দেশ্যে পরমবিশ্বস্ত দুইটী রাজপুত নৃপতির সংহার সাধন করিলেন, সে পৈশাচিক উদ্দেশ্য অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সাধন করিতে সক্ষম হইলেন। কেননা তাঁহারাই তাঁহার কণ্টকস্বরূপ ছিলেন। এক্ষণে সেই উভয় কণ্টকই অপসৃত হইল; সুতরাং তিনি নিঃশঙ্কভাবে আপন দুরভীষ্ট সাধন করিতে

যত্নবান হইলেন। কিন্তু তিনি নির্ব্বিরোধে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন নাই। ইহাতে একজন তেজস্বী বীরনৃপতি তাঁহার পথে আবার ঘোরতর প্রতিরোধ স্থাপন করিয়াছিলেন।—সে তেজস্বী বীরনৃপতি—মহারাণা রাজসিংহ। আরঙ্গজীব আপনাকে নিষ্কণ্টক জানিয়া যখন সেই জঘন্য "মুণ্ডকর" স্থাপন করিলেন, যখন কঠোর করভারে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ হাহাকার রবে অবিরাম আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল; তখন বীরবর রাজসিংহের হৃদয়ে এই গভীর প্রশ্নের উদয় হইল;—তিনি ভাবিলেন "ভীষ্ম-কর্ণ-ভীমার্জ্জুনের মাতৃভূমি কি আজি নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছেন, অথবা বিধাতা এই পাষণ্ড মোগলকে অমর করিয়া ভবধামে প্রেরণ করিয়াছেন?—না, তাহা ত কখনই হইতে পারে না। যবনের দাসত্বনিগড়ে হতভাগ্য আর্য্যসন্তানগণ ত অনেক দিবসাবধি আবদ্ধ রহিয়াছেন, অনেক অত্যাচারী মুসলমান ত শমনবিক্রমে ভারতের অদৃষ্ট-চক্র নিয়মন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কৈ কেহই ত এরূপ কঠোরতম অত্যাচার করে নাই! ভারতসন্তানগণ কি কঠোরতম অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিবে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তিনি সেই জঘন্য মুণ্ডকর-স্থাপনের প্রতিবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বিকট, তেজস্বিনী অথচ ভাবময়ী ভাষায় একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া সেই সঙ্কল্প সাধন করিলেন। সে পত্রখানিকে বিশ্ব-প্রেমিকতা, মানবহিতৈষণা ও উদারনীতির জ্বলন্ত উদাহরণ, বলা যাইতে পারে। এ সুবিশাল মানবসংসারে সেরূপ আর একখানি পত্রিকা আর কাহারও লেখনী হইতে আর কখনও বিনির্গত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বস্তুতঃ তাহার যেস্থল পাঠ করা যায়, সেই স্থলেই রাণা রাজসিংহের অনুপম লিপিচাতুর্য্যে বিমোহিত হইতে হয় *।

---

* সুপ্রসিদ্ধ অর্ম্মকর্ত্তৃক এই পত্র সর্ব্বপ্রথম যুরোপে প্রকাশিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ভ্রমবশতঃ ইহাকে মারবার-রাজ যশোবন্তসিংহের লিখিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাত্মা টড সাহেব বলেন "এ পত্র যশোবন্তসিংহের কখনই হইতে পারে না; কেননা ইহাতে যে "মুণ্ডকর"-স্থাপনের বৃত্তান্ত প্রকটিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রচলিত হয় নাই। বিশেষতঃ এই পত্রমধ্যে একস্থলে যে রামসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যশোবন্তের সমসাময়িক মহারাজ জয়সিংহের উত্তরাধিকারী এবং মারবার-রাজের মৃত্যুর এক বৎসর পরে পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন।" অতএব সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, মহারাণা রাজসিংহ কর্ত্তৃক উক্ত তেজস্বিনী পত্রিকা লিখিত এবং প্রেরিত হইয়াছিল। টড্ মহোদয় আরও বলেন যে, "আমার মুন্সী উদয়পুরে এই পত্রের একখানি মৌলিক অনুলিপি পাইয়াছিল, তাহাতে ইহা যথার্থই রাজসিংহেরই লিখিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।" কেননা উক্ত অনুলিপির শীর্ষস্থলেই লিখিত আছে "মহারাণা শ্রীল শ্রীরাজসিংহ সকাশাৎ আরঙ্গজীব সমীপে পত্র।" এক্ষণে ইহার যথাযথ অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল।

"সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎপাতার অনন্ত মহিমা এবং চন্দ্রসূর্য্যবৎ প্রত্যক্ষ আপনার দাক্ষিণ্য সর্ব্বতোভাবে ধন্য ও প্রশংসনীয়। ভবদীয় মঙ্গলাভিলাষী এ অধীন আপনার মহিমাময় সকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া রাজভক্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির অবশ্যপালনীয় কার্য্যসাধনে মুহূর্ত্তের জন্যও অনুৎসুক নহে। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশের, সকল জনপদের নৃপতি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মির্জ্জা, রাজা ও রায়; ইরাণ, তুরাণ, রুম ও শাবনের অধিপতিগণ; সপ্তদ্বীপবাসী এবং জল ও স্থলপথগামী সকল ব্যক্তিরই সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হউক। সাধ্যমত সে ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করিতে আমি ত্রুটি করি নাই। আমার এরূপ প্রসক্তি কাহারও অবিদিত নাই; এবং মহিমার্ণবের প্রশস্ত হৃদয়ও তৎসম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ পোষণ করিতে পারে না। এক্ষণে আমার পূর্ব্বসেবা এবং ভবদীয় পূর্ব্বাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া আমি

এই তেজস্বিনী পত্রিকা আরঙ্গজীবের জলন্ত ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। রূপনগরের রাজদুহিতা প্রভাবতীকে হরণ করিয়া রাণা রাজসিংহ দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীবের অন্তর্নিগূহিত রোষানল উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই উদ্দীপিত রোষবহ্নি আবার রাজকুমার অজিতসিংহের আশ্রয়দাননিবন্ধন দ্বিগুণতর প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু আজি এই তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্রপাঠ করিয়া সম্রাট সে ক্রোধানল আর সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না; কেনন্না তাঁহার সেই প্রচণ্ড রোষানল নিদারুণ জিঘাংসার সহযোগে একবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে সেই প্রচণ্ড রোষানল ও দারুণ জিঘাংসার তৃপ্তিবিধান করিবার জন্য মিবারভূমিকে আক্রমণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং অচিরে এক ভয়াবহ সংগ্রামের আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অল্প

রাজচিত্তকে এরূপ কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি, যে সকল বিষয়ে আপামর সাধারণের সুমঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

"অবগত হইলাম যে, আপনার এ হিতাকাঙ্ক্ষী অধীনজনের প্রতিকূলে মহিমান্বিতের কতকগুলি সঙ্কল্পসাধনার্থ বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে; আরও শুনিলাম যে, শূন্য রাজকোষের পরিপূরণার্থ আপনি একটী কর আদায় করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

"মহারাজের অবধান করিতে অনুমতি হউক যে, আপনার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গসিংহাসনস্থ জিলাল-উল্‌দীন আকবর সকল জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোককে পুত্রবৎ পালন করিয়া দ্বিপঞ্চাশৎ বৎসর ন্যায় ও অপক্ষপাতিতার সহিত নিষ্কণ্টকে সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। ঈশার অথবা মূসার; দায়ুদের অথবা মহম্মদের—ফলত যাঁহারই ধর্ম্মানুগামী হউক না, তাঁহার অভিন্ন নয়নসমক্ষে সকলেই সমান আদর ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে ধারীয়ান সম্প্রদায় জড় প্রকৃতির নিত্যত্বে অবিশ্বাস করে; অথবা যাহারা বলিয়া থাকে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দৈববশাৎ আপনি উদ্ভূত হইয়াছে; তাহারাই হউক অথবা ব্রাহ্মণই হউন, সকলেই সমভাবে তাঁহার অনুগ্রহ ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই নিরপেক্ষ আচরণ ও অভেদ ভাবের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহার কৃতজ্ঞ প্রজাবর্গ তাঁহাকে "জগদ্গুরু" আখ্যা দান করিয়াছিলেন।

"যে মহিমান্বিত মহম্মদ নুর-উল্‌-দীন জাহাঙ্গির এক্ষণে স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছেন, তিনি দ্বাবিংশতিবর্ষ ব্যাপিয়া স্বীয় প্রজাকুলের শিরোদেশে আশ্রয়চ্ছত্রের সুস্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে বিপুল বিক্রমসহকারে অসি চালনা এবং মৈত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসস্থাপন করাতেই তিনি সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন।

"মহামহিমান্বিত সুপ্রসিদ্ধ শাজিহানও দ্বাত্রিংশদ্বর্ষব্যাপি শান্তি ও মঙ্গলময় রাজ্য ভোগ পূর্ব্বক পরম ধর্ম্মপরায়ণতা ও দয়াদাক্ষিণ্যের সুমহৎ পুরস্কারস্বরূপ অনন্ত যশোগৌরব অর্জ্জন করিয়া আজি অনন্তসুখের ধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

"আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের হৃদয়ভাব এইরূপই হিতৈষণা ও হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। এই মহতী ও মঙ্গলময়ী প্রবৃত্তিদ্বারা অনুদিন পরিচালিত হইতেন বলিয়া, তাঁহারা যেদেশে পদার্পণ করিতেন, সেই দেশেই তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে জয় ও শ্রী গমন করিত এবং সেই জন্যই তাঁহারা অনেক দেশ ও দুর্গ আপনাদের শাসনাধীনে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু, মহারাজ, আপনার রাজ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখুন; দেখুন আপনার শাসনকালের মধ্যে কত প্রদেশ ও দুর্গ সাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে; কত দিন দিন পড়িতেছে। আবার যখন রাজ্যের সর্ব্বত্রই লুণ্ঠন ও সর্ব্বোৎসাদন ভীমবিক্রমের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিতেছে, তখন নিশ্চয়ই আরও রাজ্যক্ষয় হইবে, মোগলসাম্রাজ্য আরও অধিক পরিমাণে ক্ষয়িত হইয়া পড়িবে। আপনার চক্ষুসমক্ষে আপনার প্রজাবৃন্দ পদতলে কঠোররূপে বিদলিত হইতেছে, সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশ সমস্ত জনপদই দারিদ্র্যের নিম্নতম কূপে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেছে;—চারিদিকে হত্যা, নরহত্যা—প্রজাক্ষয় করালবদন ক্রমে ক্রমে ব্যাদিত করিতেছে;—বিঘ্ন ও বিপদরাশি ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে! মহারাজ! ভাবিয়া দেখুন, যেখন দৈন্য ও দারিদ্র্য রাজ্যেশ্বর এবং রাজপুত্রগণের আবাসভবনকেও আক্রমণ করিয়াছে,

দিবসের মধ্যেই তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল *। কিন্তু সেই ভীষণ সমরকাণ্ডের অভিনয় করিবার জন্য যে বিপুল আয়োজন হইল, তাহার বিষয় অবগত হইলে সহসা প্রতীতি জন্মে যে, সম্রাট যেন কোন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত নরপতির রাজ্য জয় করিবার উদ্দেশ্যে সেই বিপুল সমরদ্যোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে রাজসিংহ আজি এক প্রকার নিঃসম্বল; ভাগ্যদোষে পিতৃপুরুষদিগের অসীম গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া

তখন তাঁহার অধীন সামন্ত ও সর্দ্দারগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে! সৈনিক ও সেনানীগণের হৃদয়ে সুখ নাই—সন্তোষ নাই, সকলেই নিরন্তর নানা বিষয়ের অভিযোগে নিরত; রাজ্যের বণিকবৃন্দ ও মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট; হিন্দুগণ দীনহীন, নিঃসম্বল—নিরবলম্ব; এবং অসংখ্য মানব এরূপ হীনদশায় আপতিত, যে কষ্টেশ্রেষ্টে শুদ্ধ একবেলা মাত্র আহার সংযোজনা করিতে পারিতেছে; কিন্তু, কি দুর্ভাগ্য, নিশাভাগে পানভোজনাভাবে ক্ষুৎপিপাসায় নিদারুণ নিপীড়িত হইয়া কঠোর ক্রোধ ও নৈরাশ্যের ভয়ে নিরন্তর শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতেছে!

"যে জাতি এরূপ শোচনীয় হীনদশাপন্ন, তাহাদের শোণিত শোষণ করিয়া, অস্থিমজ্জা নিষ্পিষ্ট করিয়া যে নৃপতি তাহাদিগকে দুর্ব্বহ করভারে নিপীড়িত করেন, সে নৃপতির সম্মানমর্য্যাদা কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে? ভারতের এই শোচনীয় অবস্থায় ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে যে, "হিন্দুস্থানের অধিপতি সম্রাট আরঙ্গজীব দরিদ্র নিঃসম্বল হিন্দু যোগীর প্রতি হিংসা করিয়া ব্রাহ্মণ, সানোর, যোগী, বৈরাগী, সন্ন্যাসীদিগেরও নিকট হইতে কর আদায় করিবেন, এমন কি তৈমুরীয় উচ্চবংশের মহৎ সম্মানগৌরবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া বনবাসী নিরীহ তপস্বীরও উপর আপন ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন।" যে সকল পুস্তক পবিত্র ও ঐশীভাবাপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ, যদ্যপি তৎসমূহের প্রতি মহিমান্বিতের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই আপনি এই শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর সমগ্র মানবসমাজেরই ঈশ্বর, শুদ্ধ একমাত্র মুসলমানদিগের ঈশ্বর নহেন। পৌত্তলিক ও ইসলামধর্ম্মাবলম্বী সকলই তাঁহার চক্ষে সমান। বর্ণ বিভেদ তাঁহারই বিধানানুসারে সমুদ্ভূত। তিনিই জীবের জীবনদাতা। আপনাদিগের যে উপাসনামন্দিরে তাঁহার নামে স্তবস্তোত্র উদ্গীত হইয়া থাকে, এবং পৌত্তলিকদিগের যে পূজাগৃহে শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বত্রই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরই পূজার বস্তু। ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিবর্গের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের নিন্দা করিলে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎপাতারই ইচ্ছাকে তাচ্ছিল্য করা হয়। আমরা যদি একখানি চিত্রকে বিকৃত করিয়া ফেলি, তাহা হইলে সচরাচর সেই চিত্রকরেই বিরাগভাজন হই। এতৎ সম্বন্ধে কবি যথার্থই বলিয়াছেন "দৈবীক্ষমতার বিবিধ কার্য্যকলাপের অবমাননা বা দোষানুসন্ধান করিতে কখনও অগ্রসর হইও না।"

"পরিশেষে সারকথা, হিন্দুদিগের নিকট হইতে আপনি যে কর দাওয়া করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায় বিগর্হিত। হিতৈষিণী নীতির অনুসারে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে নিশ্চয়ই প্রতীত হইবে যে, ইহা যেরূপ ন্যায়বিগর্হিত, সেইরূপ অভূতপূর্ব্ব। ইহাতে দেশ নিশ্চয়ই দীনহীন হইয়া পড়িবে। অপিচ ইহা একটী নূতন সৃষ্টি। ইহাতে ভারতবর্ষীয় চিরন্তনী শাসননীতির ব্যভিচার হইবে। ভাল, যদি আপনার স্বধর্ম্মানুরাগিতার অনুরোধেই আপনি এই নববিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হইলে ন্যায়মত সর্ব্বপ্রথম রাজা রামসিংহের উপর তাহা স্থাপন করা কর্ত্তব্য; কেননা তিনিই অধুনা সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রধানপুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। তাহার পর আপনার এই হিতৈষীকে স্মরণ করিবেন, দেখিবেন ইহার সম্মুখীন হইতে আপনার স্বল্পতর কষ্ট হইবে। কিন্তু নিরীহ পিপীলিকা ও মক্ষিকাদিগকে যন্ত্রণা দেওয়া একজন বীর অথবা সদাশয় পুরুষের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, আপনার মন্ত্রীবর্গ আপনাকে সত্য ও সম্মানের সূত্র শিক্ষা দিতে অবহেলা করিয়াছে।"

* প্রভাবতীর হরণ-বিবরণ আরঙ্গজীবের জীবনী মধ্যে প্রকটিত নাই; কেননা এই সময়ের বৃত্তান্ত প্রকটিত করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন।

যিনি আজি বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে একজন সামান্য জমিদার * মাত্র; সেই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সহিত তুলনায় যাঁহার রাজ্য একটী কণিকা বলিয়া গণনীয়; আজি রোষোন্মত্ত আরঙ্গজীব তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সেই বিপুল আয়োজন করিলেন। প্রধানতম সেনাপতিকে নিকটে আহ্বান করিয়া তিনি সদর্পে বলিলেন "আমার সাম্রাজ্যের যেখানে যত সৈন্য আছে, সকলকে একত্রিত করিয়া এরূপ একটী প্রচণ্ড দলের সৃষ্টি কর, যেন তাহা সম্পূর্ণ অজেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।" সম্রাটের আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের যেখানে যত সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতি ছিল, সকলেই সম্রাটের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত বিরাট বিজয়-বৈজয়ন্তীমূলে একত্রে সমবেত হইল। এই প্রচণ্ড অনীকিনীর পৃষ্ঠ-পূরণ ও বলবৃদ্ধি করিবার জন্য রাজকুমার* আকবর স্বীয় বঙ্গরাজ্য এবং আজিম সুদূর কাবুলরাজ্য হইতে আহূত হইলেন; এমন কি মোগলসম্রাটের উত্তরাধিকারী সুলতান মৌজাম মহারাষ্ট্রসিংহ শিবজির সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া এ সুবিশাল সেনাদলে যোগদান করিতে আগমন করিলেন। দারুণ রোষাবিষ্ট ও জিঘাংসু আরঙ্গজীব এই প্রচণ্ড অক্ষৌহিণী † লইয়া সদর্পে মিবাররাজ্যে প্রবেশ করিলেন। উচ্ছ্বসিত সাগরবৎ সেই অসীম মোগলসেনার বিকট বৃংহন ও কোলাহলধ্বনি দূর হইতে রাণা রাজসিংহের কর্ণগোচর হইল। অমনি তাঁহার বীরহৃদয় ঘোরতর উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল। বিকট তেজস্বিনী ভাষায় আপন অধিগত সামন্ত ও সর্দ্দারদিগকে উন্মাদিত করিয়া তিনি বলদর্পিত মোগলের রণকণ্ডূয়ন দূর করিবার জন্য সকলকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন এবং আপন সেনাবলের স্বল্পতা-নিবন্ধন গিহ্লোটবীরগণের চিরন্তনী প্রথার অনুকরণ পূর্ব্বক সদলে গিরিপ্রাকারের মধ্যদেশে উপযুক্ত স্থলসমূহে শিশোদীয় বীরদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই সঙ্গে মিবারের প্রজাবৃন্দ নিম্নপ্রদেশস্থ জনস্থান ভূভাগ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া দুর্ভেদ্য আরাবল্লির শৈলনিলয়ের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে মিবারের নিম্নভূমি সকল এক প্রকার বিজন হইয়া পড়িল। দুরন্ত মোগল সম্রাট সেই পরিত্যক্ত জনহীন প্রদেশে পতিত হইয়া অচিরে তাহা হস্তগত করিয়া লইলেন। এইরূপে চিতোর, মণ্ডলগড়, মুন্দিসর, জীরণ ও অন্যান্য দুর্গ অল্প সময়ের মধ্যেই মোগলের করতলে পতিত হইল। অমনি মোগল সম্রাট উক্ত জিত দুর্গ সমূহে মোগলসেনা স্থাপিত করিতে লাগিলেন এবং রাজপুতবীর রাণা রাজসিংহকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে আরাবল্লির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

---

* আরঙ্গজীব ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ রাজপুত নৃপতিদিগকে "জমিদার" বলিয়াই অভ্যর্থনা করিতেন!

† মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, মোগল সম্রাটগণ যেরূপ কামান ব্যবহার করিতেন, য়ুরোপে সেরূপ কামান আদৌ ছিল না। কথিত আছে, কাশ্মির-যাত্রাকালে সত্তরটী বৃহত্তম, ঘোটকবাহ্য ষাটটী বৃহৎ এবং উষ্ট্রবাহ্য তিনশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান সম্রাটের সমভিব্যাহারে বাহিত হইয়াছিল। পণ্ডিতবর বর্ণিয়র স্বচক্ষে এই বৃহতী যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

এই ভয়াবহ মহাসংগ্রামে দুর্দ্দান্ত যবনদিগের প্রচণ্ড পদভরে সমস্ত মিবারভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের ঘোর অত্যাচারে হিন্দুগণ নিদারুণ উৎপীড়িত হইয়া ভয়াকুল হৃদয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাণা রাজসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, এ প্রচণ্ড সংঘর্ষে শুদ্ধ শিশোদীয়কুলের রাজ্য ও গৌরবসম্ভ্রম বিপন্ন নহে, পরন্তু ইহাতে সমগ্র রাজপুতজাতির সনাতন ধর্ম্ম ও চিরন্তন সংস্কার পর্য্যন্ত ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে পবিত্র ধর্ম্মকে দুর্দ্ধর্ষ ম্লেচ্ছদিগের অপবিত্র গ্রাস হইতে অব্যাহত রাখিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অম্লানবদনে আপনাদিগের হৃদয়-শোণিত দান করিয়াছেন; আজি শুদ্ধ সেই পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম নহে, এমন কি রাজপুতের জীবনের জীবন-স্বরূপিনী রাজপুতমহিলাগণের স্বর্গীয় সতীত্বরত্ন পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে চলিল, ইহাতে কি রাজপুতগণ নির্ব্বীর্য্য ও নিঃস্পৃহের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে গৃহে অবস্থিতি করিতে পারেন? যাঁহাদিগের শিষ্টাচারের স্বল্পমাত্র ব্যত্যয় হইলে তাঁহাদিগের হৃদয়ে সহস্র বজ্রানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ম্লেচ্ছদিগের পাপস্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাঁহাদিগকে তাঁহারা স্বহস্তে বধ অথবা জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে দগ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না, আজি সেই ক্ষত্রিয় রমণীগণ চক্ষের উপর পাপাচারী যবনকর্ত্তৃক কলঙ্কিত হইবে, দেহে প্রাণ থাকিতে কোন্ রাজপুত তাহা সহ্য করিতে পারিবেন?—কেহই নহে—কেহই পারিবে না। সেই জন্য দুর্দ্দান্ত আরঙ্গজীবের এই ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সকল রাজপুতবীরই বীরকেশরী রাজসিংহের পতাকামূলে দলে দলে একত্রিত হইতে লাগিল। এমন কি মিবারের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত অরণ্যচারী আদিম "পলিন্দ ও পলিপৎগণ * পর্য্যন্তও সহস্র শরশরাসন ধারণ করিয়া হিন্দুপতির সম্মানগৌরব রক্ষা করিবার জন্য" উন্মত্তহৃদয়ে মিবারের লোহিত বিজয়-বৈজয়ন্তীর চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল। আজি অনেক দিনের পর বীরসিংহ বাপ্পারাওলের প্রচণ্ড "ছেঙ্গি" ভীমদর্পের সহিত গিহ্লোট নৃপতির মস্তকোপরি সমুদ্যত হইল। তাহার রক্তাভ জ্বলন্ত জ্যোতির্দর্শনে ঘোরতর প্রোৎসাহিত হইয়া সমবেত রাজপুত সৈনিকগণ ভীমগম্ভীর রবে জয়নাদ করিয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড জয়নিনাদ আরাবল্লির শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিহত এবং কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া দূরে প্রবাহিত হইল; মোগলসেনা "আল্লা হো আকবর" রবে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এইরূপে হিন্দু ও মোগল সৈনিকগণ ঘোরতর উৎসাহিত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইবার জন্য পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল!

তদনন্তর রাণা রাজসিংহ আপনার সেই সমবেত সৈনিকমণ্ডলীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া উপযুক্ত অধিনায়কের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার জয়সিংহ সদলে আরাবল্লির শিখরদেশে অবস্থিত থাকিয়া সানুমানের উপরিভাগে এরূপ

---

* তৎপ্রদেশের চলিত ভাষায় উক্ত গিরিবর্ত্ম সমূহ পলন্যমে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সেই সমস্ত পর্ব্বতপ্রদেশের অধীশ্বরগণের নাম পগেন্দ্র বা পলিপতি।

কৌশলের সহিত সেনাদল সজ্জিত করিয়া রাখিলেন যে, তদ্দ্বারা শত্রুকুলের আক্রমণ উভয়দিক হইতেই প্রতিরুদ্ধ হইতে পারিবে। গুর্জ্জর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশস্থিত ভিলদিগের সহিত সম্পর্ক অব্যাহত রাখিবার জন্য রাজকুমার ভীমসিংহ শৈলরাজির পশ্চিমদিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণা স্বয়ং প্রধান সেনাদল লইয়া নাইন নামক গিরিবর্ত্ম মধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন। সে স্থল শত্রুর পক্ষে অনাক্রমণীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত সঙ্কটময় প্রদেশের মধ্যে তিনি এরূপ সুচারু নৈপুণ্য ও কৌশলের সহিত স্বীয় প্রচণ্ড বাহিনীকে স্থাপন করিলেন যে, সেই পর্ব্বতপ্রদেশ মধ্যে শত্রুকুল প্রবেশ করিলেই তিনি চারিদিক হইতেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপ ভাগত্রয়ে*আপন সেনাদল বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তৎসমুদায়কে সজ্জিত করিয়া রাণা রাজসিংহ উৎকট উৎসাহের সহিত শত্রুসেনার পর্ব্বতপ্রবেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই নাইন গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিলে দুর্দ্ধর্ষ মোগল সম্রাট নিশ্চয়ই সদলে সেই স্থলে নিপতিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার সমূহ সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তিনি সে পথে প্রবেশ না করিয়া তদ্বহিঃস্থিত দোবারি নামক ভিলজনপদে অবস্থিত হইলেন এবং সুচতুর টাইবার খাঁর পরামর্শানুসারে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে স্বীয় পুত্র আকবরকে রাজধানী উদয়পুরের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট যে প্রদেশে সদলে নিবিষ্ট হইলেন, তাহা রাজধানীর চারিদিকে অণ্ডাকারে অবস্থিত। উদয়পুরকে ইহার মধ্যবিন্দুস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার শীর্ষদেশ হইতে এতৎপ্রদেশের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলে ইহার অণ্ডাকার ভাব সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। ইহা দক্ষিণোত্তরে প্রশস্ত এবং পূর্ব্বপশ্চিমে সঙ্কীর্ণ। দীর্ঘভাগ প্রায় চতুর্দ্দশ এবং সঙ্কীর্ণ ভাগ প্রায় একাদশ মাইল হইবে। অভ্রভেদী সুবিশাল আরাবল্লির বিরাট গাত্র হইতে অসংখ্য শাখা-শৈল বহির্গত হইয়া এই অণ্ডাকৃতি গিরিপ্রদেশের প্রশস্ত দেহ পরিপুষ্ট করিয়াছে। ভূমিতল হইতে ঐ সকল শাখা-শৈলের কোন কোন অংশ ছয়শত এবং কোন কোন প্রদেশ আটশত হস্ত উচ্চ। এই সমুচ্চ গিরিপ্রদেশের মধ্যভাগ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন ও ক্ষীণা গিরিতরঙ্গিনীদ্বারা অলঙ্কৃত। ইহার এক প্রান্তে প্রসন্নসলিলা পেশোলা সংস্থিত হইয়া এতৎ প্রদেশের সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। সরিৎ-সঙ্কুলা ও কানন-কুন্তলা এই নিবিড় পর্ব্বতভূমি হইতে বহির্গত হইয়া ইহার পূর্ব্বভাগস্থিত বিস্তৃত জনস্থান-ভূভাগে প্রবেশ করিতে হইলে কেবল তিনটীমাত্র গিরিবর্ত্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমটী অধিকতর উত্তরে স্থিত; ইহা দৈলবারার পার্শ্ব দিয়া প্রলম্বিত। দ্বিতীয়টী প্রথম ও তৃতীয়ের মধ্যবর্ত্তী; ইহা পূর্ব্বোক্ত দোবারির পার্শ্বদেশে স্থাপিত; এবং তৃতীয়টী দুর্গম চপ্পনের দিকে বিস্তৃত; এইটীর নাম নাইন। রাজসিংহ এই নাইন গিরিবর্ত্মেই আপন সেনাদল সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই তিনটী পর্ব্বতপথের

* কথিত আছে, শত্তাবৎ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক গরিব দাস এই সুচারু কৌশল বাহির করিয়াছিলেন। আরঙ্গজীবকে সদলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি আপনার সৈন্যমণ্ডলের সমক্ষে যে তেজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ভট্টগ্রন্থে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুগম, সম্রাট সেইটীকেই আশ্রয় করিলেন এবং উদয়সাগর সরোবরের অতি সন্নিকটে উক্ত গিরিবর্ত্মের প্রবেশদ্বারের পথভাগে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া অবস্থিত রহিলেন।

জনককর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজকুমার আকবর পঞ্চাশৎসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। "জনমানবমাত্রও তাঁহার গতিরোধ করিল না। প্রাসাদ, উদ্যান, সরোবর ও দ্বীপনিচয় তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল; কিন্তু তন্মধ্যে কুত্রাপি একটীমাত্র সজীব পদার্থও বিদ্যমান নাই; সকলই নিস্তব্ধ।" আকবর সেনাদল স্থাপিত করিলেন। অত্যাচারী শত্রুসৈনিকগণের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মিবারের প্রজাবৃন্দ যে, গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া গিরিপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা আকবর জানিতেন; সুতরাং তিনি ইহাতে বিস্মিত হইলেন না। আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিয়া তিনি নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিত রহিলেন। কিন্তু সেরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে তাঁহাকে আর অধিকদিন থাকিতে হইল না; অচিরে রাজকুমার জয়সিংহ প্রচণ্ড সিংহবিক্রমে তদুপরি নিপতিত হইয়া তাঁহাকে ঘোরতররূপে দলিত ও বিত্রাসিত করিলেন। ভট্টকবি বলেন "কেহ কেহ নেমাজ পড়িতেছিল, কেহ কেহ আনন্দভোজে মগ্ন হইয়াছিল এবং কাহারাও বা সতরঞ্চ খেলায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছিল। ফলতঃ চুরি করিতে আসিয়া তাহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল।" যাহা হউক, বীরনন্দন জয়সিংহ অসতর্ক আকবরের উপর পতিত হইয়া তাঁহার সেনাদলকে ভীষণ নিষ্ঠুরতার সহিত দলিত ও বিতাড়িত করিয়া দিলেন। অনেক যবনসৈনিক তাঁহার উন্মত্ত সৈন্যগণের শাণিত তরবার-মুখে নিপতিত হইল। অবশিষ্ট সকলে ছত্রভঙ্গে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু নির্গমনের পথ না পাওয়াতে রোষ-পরিতপ্ত রাজপুতদিগের হস্তে পুনঃপতিত হইতে লাগিল। ওদিকে আকবর সম্রাটের নিকট আনুকূল্য পাইবার আশায় দোবারি অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রাণা রাজসিংহ আপন সেনাদলের কিয়দংশকে সেই মধ্যবর্ত্তী গিরিবর্ত্মের অভ্যন্তরে চালিত করিয়া সম্রাটতনয়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তখন বিপন্ন আকবর আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া গোগুণ্ডার অভ্যন্তর দিয়া মারবার-রাজ্যের বিস্তৃতক্ষেত্রে বহির্গত হইবার উদ্যম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বিপদে বিমূঢ় হইয়া চন্দনতরুভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষপাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কুসুম চয়ন করিতে না পারিয়া তীব্র কণ্টকজালে বিজড়িত হইলেন। নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে তিনি যে পথ অবলম্বন করিলেন, তাহা অধিকতর সঙ্কটে পরিপূর্ণ। পার্ব্বত্য ভূমিয়া সামন্তগণ সহকারী ভিলসৈন্যগণের সাহায্যে আকবরের নির্গমনের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। কেহ কেহ সঙ্কীর্ণ উপত্যকাভূমির উপরিভাগে দারুপ্রাচীর সংস্থাপন পূর্ব্বক উচ্চ অধিত্যকা-প্রদেশে আরোহণ করিয়া শত্রুকুলের উপর শাণিত শরজাল ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বিনিক্ষেপ করিতে লাগিল। এদিকে রাজকুমার জয়সিংহ আকবরের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতিগমনের পথও রুদ্ধ করিয়া

রহিলেন। এইরূপে চারিদিক হইতেই কঠোর রূপে অবরুদ্ধ হইয়া সম্রাটতনয় ভীষণতম সঙ্কটে নিপতিত হইলেন! তিনি যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই দিক হইতেই যেন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর নবনব বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। এইরূপ ভীষণতম সঙ্কটে আকবর কতিপয় দিবস অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে যতই দিন অতীত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার বিপদরাশি ঘনীভূত ও বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে কঠোর দুর্ভিক্ষের বিকট ভ্রূকুটি তাঁহার উপর বিক্ষিপ্ত হইল। তখন আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া জয়সিংহের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিবার জন্য উপস্থিত যুদ্ধবিগ্রহের মূলীভূত কারণ পর্য্যন্তও নষ্ট করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। উদারহৃদয় জয়সিংহ তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অধিকন্তু তদীয় দুর্দ্দশাদর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া সেই সঙ্কট হইতে মুক্তি দান করিলেন; এমন কি তাঁহাকে ও তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে পথ দেখাইবার জন্য জিলবারার গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত কতিপয় রক্ষক প্রেরণ করিলেন। সেই রক্ষকগণের সাহায্যে নির্গমনের পথ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটতনয় নির্ব্বিঘ্নে চিতোরের প্রাকারতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন *।

---

* সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা অর্ম্ম আরঙ্গজীবের শাসনসংক্রান্ত অনেক বিবরণ স্বপ্রণীত গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আরঙ্গজীব স্বয়ংই সদলে উক্তরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন এবং উদারহৃদয় রাজপুতরাজের বীরোচিত গুণগ্রামের সাহায্যে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রয়োজনবোধে তৎপ্রকটিত বিবরণের কিয়দংশ অনুবাদিত হইল।

"মোগলসেনা গিরিবর্ত্মসমূহের ভিতর দিয়া অসীম আয়াস ও পরিশ্রমের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। কিন্তু আরঙ্গজীবের সহিত যে দল যাত্রা করিতেছিল, তাহাদের অভিজ্ঞতা এত অল্প যে, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহাদিগের গতি অকস্মাৎ সম্মুখভাগস্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এদিকে রাজপুতগণ এক রাত্রির মধ্যেই তাহাদের পশ্চাদভাগস্থ তরুরাজির প্রলম্বিত শাখাসমূহ ছেদন করিয়া মোগলসেনার পৃষ্ঠভাগের পথও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আরঙ্গজীব বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। সেই সঙ্কীর্ণ পথে অবরুদ্ধ হইয়া তাঁহার সৈন্যগণ নিষ্কৃতিলাভার্থে উদ্যম করিতে লাগিল বটে, কিন্তু রাজপুতবীরগণ গিরি-রাজির শিখরদেশে আরূঢ় হইয়া অস্ত্রক্ষেপদ্বারা তাহাদিগের সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। সেই অবরোধের বহির্দ্দেশে যে শত্রুসৈন্য ছিল, তাহারাও চেষ্টা করিয়া সেই কঠিন দারুপ্রাচীর ভেদ করিতে পারিল না। আরঙ্গজীবের প্রিয়তমা সার্কেশিয়া মহিষী উদয়পুরী সেই কঠোর সমরক্ষেত্রে তাঁহার অনুগমন করেন। তিনিও সদলে ও স্বীয় রক্ষকগণের সমভিব্যাহারে সেই পর্ব্বত-প্রদেশের আর একস্থলে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর-রক্ষকগণ তদীয় কোনরূপ বিপদাশঙ্কাবশতঃ রাজপুতকরে আত্মসমর্পণ করিল। মোগল-মহিষী রাণাসমীপে নীত হইলে উদারচরিত রাজপুতরাজ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও সম্ভ্রমসহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা ও বিপদের কটু আস্বাদন অনুভব করাইবার জন্য রাণা সম্রাটকে দুই দিবস সেই সঙ্কটে নিপাতিত রাখিলেন। সেইরূপ বিপন্ন অবস্থায় আর অধিক দিন থাকিতে হইলে তাঁহাকে হয় ত পঞ্চত্ব পাইতে হইত; কিন্তু সদাশয় রাণা তৃতীয় দিবসেই আপন রাজপুত সৈনিকদিগকে নিবর্ত্তিত করিলেন এবং মোগল-সম্রাটের পলায়নের পথ পরিষ্কার করিতে আদেশ করিলেন। সেই সঙ্কট হইতে আরঙ্গজীব নিষ্কৃতি লাভ করিলে, রাণা তাঁহার মহিষীকে একটী নির্ব্বাচিত সেনাদল সমভিব্যাহারে তৎসমীপে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার নিকট এইমাত্র যাচ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, "প্রতিদানে আমি আর কিছুই চাহি না, তবে আপনাদিগের গমনকালে ক্ষেত্র মধ্যে যদি কোন গবাদি দেখিতে পান, তাহাদিগকে বধ না করিলে অনুগৃহীত

প্রসিদ্ধ যবনবীর দেলহির খাঁ আর একটী মোগলবাহিনী লইয়া মারবার হইতে দৈশূরী গিরিবর্ত্মের অভ্যন্তর দিয়া সেই দুর্গম গিরিপ্রদেশমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, রাজকুমার আকবরকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়েই তিনি সেই পথ অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ কেহই যবনসেনাপতির গতি রোধ করেন নাই; কিন্তু যখন তিনি সেই সুদীর্ঘ গিরি-সঙ্কটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বিক্রম শোলাঙ্কি * ও গোপীনাথ রাঠোর † প্রচণ্ডবেগে তদুপরি নিপতিত হইয়া তাঁহাকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলেন। সেইস্থলে হিন্দুমুসলমানে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভয়াবহ যুদ্ধ হইল; কিন্তু হতভাগ্য দেলহির খাঁ রাজপুত বীরদ্বয়ের প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সদলে সেই স্থলে নিপতিত হইলেন। এই দুইটী যুদ্ধেই পরাজিত মোগলসেনার অনেক দ্রব্যসামগ্রী বিজয়ী রাজপুতদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিল।

এই গিরি-সমর এরূপ সুচারু কৌশলের সহিত প্রকল্পিত হইয়াছিল যে, আকবর ও দেলহির খাঁকে পরাস্ত করিবামাত্র রাণা রাজসিংহ অমনি মোগল সম্রাট আরঙ্গজীবের উপর নিপতিত হইতে পারিয়াছিলেন। আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বলদর্পিত মোগলসম্রাট, আকবর ও দেলহির খাঁর যুদ্ধের ফলাফল জানিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় তনয় আজিমের সহিত সেই দোবারিগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আশার কতই লহরী তরঙ্গায়িত হইতেছিল। সেই জীবন-তোষিণী আশার লহরী-লীলা অবলোকন করিতে করিতে তিনি কতই সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত স্বপ্নই অচিরে ভাঙ্গিয়া গেল; অচিরে রাজপুতকেশরী রাজসিংহের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে তাঁহাকে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইল। সেই দোবারির প্রশস্ত গিরিবর্ত্মের অভ্যন্তরে হিন্দুমুসলমানে ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। রাজপুত সৈন্যগণ রাজপুতপতি বীরপুঙ্গব রাজসিংহের জ্বলন্ত বীরত্বে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হইয়া মোগলসম্রাটের প্রকাণ্ড ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য ভীমবিক্রমের সহিত তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাঠোরবীর সাহসী দুর্গাদাস কঠোর প্রতিশোধ-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া ভীম-বিক্রান্ত রাঠোরবীরদিগকে দুর্দ্ধর্ষ আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন। যে দুরাচার রাঠোরকুলের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, পিশাচেরও ঘৃণিতমার্গে পদক্ষেপ পূর্ব্বক পরমবিশ্বস্ত ধার্ম্মিকপ্রবর রাঠোর নৃপতিকে গরলপ্রয়োগে হত্যা করিয়া রাঠোরদিগের হৃদয়ে দারুণ শোকানল জ্বালিয়া দিয়াছে, আজি তাহার হৃদয়-শোণিতে সেই জ্বলন্ত শোকবহ্নি—সেই প্রচণ্ড প্রতিশোধ পিপাসা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে উন্মত্ত রাঠোর বীরগণ রণবীর দুর্গাদাসের সহিত মোগলের বিরাট ব্যূহভাগে অগ্রসর হইতে লাগিল। আজি আরঙ্গজীবের বিষম সঙ্কট।

হইব।" কিন্তু দুরাচার স্বার্থান্ধ আরঙ্গজীব উদারহৃদয় রাজপুতনৃপতির সেই মহৎ ঔদার্য্য ও ক্ষমাগুণ আদৌ স্বীকার করিলেন না; পরন্তু তিনি বলিতে লাগিলেন যে, রাণা ভবিষ্যৎ প্রতিহিংসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!"

* রূপনগরের অধিপতি।

† গদবারের অন্তর্গত গানোরনগরের অধিপতি। গদবার এক্ষণে মিবার হইতে বিচ্ছিন্ন।

পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া, নৃশংস—নিষ্ঠুর—পাষণ্ডের ন্যায় তিনি যে হিন্দুদিগকে কঠোর লৌহদণ্ডপ্রহারে তাড়িত করিয়াছেন;—যাহাদিগের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া আজি সেই প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছেন, তাহারা কি আজি তাহার দুরাচরণের উপযুক্ত পুরস্কার না দিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিবাদে পরিহার করিবে?—কখনই নহে। তাঁহার সেনাদল তাহাদিগের অপেক্ষা শতগুণে বৃহৎ হইলেও দেহে প্রাণ থাকিতে সাধ্যপক্ষে কোন রাজপুতই আজি তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না। দেখিতে দেখিতে হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। মোগলের কামানসমূহ রণবিশারদ ফিরিঙ্গী গোলন্দাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া শ্রবণ-ভৈরব নিনাদে অনর্গল জ্বলন্ত গোলকপুঞ্জ উদ্গার করিতে লাগিল। সেই হৃদয়স্তম্ভন ভীষণ নিনাদে রণোন্মত্ত রাজপুতবীরগণ আপনাদের প্রচণ্ড সিংহনাদ মিলাইয়া ঘোরতর উৎসাহের সহিত মোগল-অনীকিনীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ধূমে ধূমে সমরাঙ্গণ মুহুর্মুহুঃ নিবিড় সমাচ্ছন্ন। দিগ্দাহি গোলকপুঞ্জের সর্ব্বসংহারক স্পর্শে অনেক রাজপুতবীরের প্রচণ্ড বাহুবল বিতথ হইয়া পড়িল, অনেকে পলকমধ্যে কোথায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু কিছুতেই রাজপুতের জ্বলন্ত উৎসাহ মন্দীভূত হইল না; বরং প্রতি মুহূর্ত্তে দ্বিগুণিত হইতে লাগিল। কামানোদ্গীর্ণ সেই নিবিড় ধূমপটল ভেদ করিয়া তাঁহারা অবশেষে প্রচণ্ড কেশরীবিক্রমে মোগলসেনার উপরি নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের হস্তস্থ শাণিত অসির ভীষণ প্রহারে ফিরিঙ্গী গোলন্দাজগণ ভূপতিত হইল, কামানের লৌহশৃঙ্খলরাজি খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া তাঁহাদিগের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড মোগলব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। রণবীর রাজপুতগণ তখন সেই ভিন্ন ও বিভক্ত ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যবনসেনাকে দলিত, মথিত ও বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের প্রচণ্ড তরবারাঘাতে অধিকাংশ মোগল সৈন্য নিপাতিত হইল। তখন আরঙ্গজীব আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশিষ্ট সেনাদলের সহিত সমরাঙ্গন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিলেন। তাঁহার কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি, রাজকীয় ধ্বজা, অনেকগুলি গজবাজি এবং শিবিরস্থিত নানা দ্রব্যরাজি বিজয়ী রাজপুতরাজের হস্তগত হইল। এই ভয়াবহ সংগ্রাম—রাজপুত-ধর্ম্ম ও গৌরবরক্ষার এই ভীষণ সংঘর্ষ সম্বৎ ১৭৩৭ অব্দের * বাসন্তিক ফাল্গুন মাসে সংঘটিত হয়। বীরপুঙ্গব রাণা রাজসিংহ এই ভীষণ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেই মহান্ জয় মিবার ও অন্যান্য রাজ্যের অনেকগুলি রাজপুতবীরের শোণিত-বিনিময়ে অর্জ্জিত হইয়াছিল।

পরাজিত ও অবমানিত সম্রাট আরঙ্গজীব মনোদুঃখে নিতান্ত নিপীড়িত হইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইলেন না। সেই ঘোরতর পরাজয় ও অপমানের প্রতিশোধ লইবার আশায় তিনি আপনার সৈন্যদিগকে চিতোরের প্রাকারতলে একত্রিত করিয়া সুলতান মৌজামকে দক্ষিণাপথ হইতে আহ্বান করিলেন। মৌজাম তথায় মহারাষ্ট্র-কেশরী মহাবীর শিবজির সহিত সমরব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু সম্রাট

* ১৬৮০—১ খৃষ্টাব্দ, মার্চ্চমাস।

শিবজির স্বাধিনতা-লাভের প্রতিকূলে অসিধারণ করা অপেক্ষা উত্তর প্রদেশের প্রণষ্টগৌরব পুনরর্জ্জন করা অধিকতর প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া স্বীয় পুত্রকে শীঘ্র আসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। বীরবর জয়মল্লের বংশধর সুবলদাস কতিপয় রাজপুত সৈনিক সমভিব্যাহারে চিতোর ও আজমীরের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া উক্ত নগরদ্বয়ের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং মোগলসেনাকে কঠোর আক্রমণ করিয়া দারুণ দলিত ও বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার রণাভিনয়ে মোগলসম্রাট অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন; অবশেষে আপন স্বাধীনতা ও জীবন পর্য্যন্তও বিপন্ন দেখিয়া তিনি সেই সঙ্কটময় সমরব্যাপার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত হইল না। যে উদ্দেশ্যে তিনি মিবারভূমি আক্রমণ করিতে আসিলেন, তাহাও সফল হইল না। উদ্দেশ্য সফল হওয়া দূরে থাকুক, অবশেষে আপনাকেই পরাজিত ও অবমানিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে হইল। সম্রাটের মনোবেদনার আর সীমাপরিসীমা রহিল না। কিন্তু কি করিবেন? আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বীয় পুত্র আজিম ও আকবরের হস্তে সেই যুদ্ধভার অর্পণ করিলেন এবং যতক্ষণ অন্য মোগলসেনা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত না হয়, ততক্ষণ কি ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তদুপযোগী পরামর্শ দান করিয়া আপন শরীররক্ষকদলের সহিত আজমীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আজমীরনগরে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আপন পুত্রদ্বয়ের জন্য সেনাবল ও অস্ত্রশস্ত্রের সংযোজনা করিয়া দিয়া রাঠোর বীর সুবলদাসের বিরুদ্ধে খাঁ রোহিলা নামক সেনাপতিকে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে চিতোরনগরে প্রেরণ করিলেন। রণবিশারদ সুচতুর সুবলদাস খাঁ রোহিলাকে সদলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মারবারের সৈনিকগণের সহিত পুরমণ্ডল নামক স্থলে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাদিগকে ঘোরতররূপে পরাজিত করিয়া আজমিরের দিকে পুনর্ব্বার বিতাড়িত করিয়াদিলেন। সেই যুদ্ধে মোগলসেনার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

রাজপুত কেশরী রাণা রাজসিংহ, তদীয় উত্তরাধিকারী এবং সহকারী বীরগণ আরাবল্লির পূর্ব্বোক্ত সমরাঙ্গণসমূহে জয়গৌরব অর্জ্জন করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। ও দিকে রাজকুমার ভীম আপন সেনাদল সমভিব্যাহারে সেই পর্ব্বত-রাজির পশ্চিম পার্শ্বে অনুরূপ বীরত্বাভিনয়ে ব্যাপৃত হইলেন। দারুণ জয়-পিপাসা নিবারণ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সদলে গুর্জ্জর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অচিরাৎ তাঁহার হস্তে ইদর পতিত হইল। তখন ভীম তদধিপতি যবনরাজ হুষেণ ও তাহার সেনাদলকে তাহা হইতে বিতাড়িত করিয়া বীরনগরের মধ্য দিয়া সহসা একবারে পত্তননগরে সমুপস্থিত হইলেন। পত্তন তখন তৎপ্রদেশের রাজধানী। শিশোদীয় রাজকুমার তন্নগর লুণ্ঠন করিলেন। এইরূপে সিদপুর, মোরাসো ও অন্যান্য নগর তৎকর্তৃক ক্রমান্বয়ে সেইরূপ শোচনীয় দশায় নিপাতিত হইতে লাগিল। তাঁহার কঠোর আক্রমণ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া তন্নগরের অধিবাসিগণ প্রাণভয়ে চারিদিকে

পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে নিদারুণ কাতর হইয়া রাণার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আগমন করিল। তাহাদের দীনভাবদর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া উদারহৃদয় রাজসিংহ স্বীয়পুত্র ভীমকে ফিরাইয়া আনিলেন। ভীম তখন জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া সদর্পে সৌরাষ্ট্র-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। পিতার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র তিনি সে যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিয়া মিবারে উপস্থিত হইলেন।

পরাজিত শত্রুর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন বীর-হৃদয় রাজপুতজাতির একটী প্রধান মন্ত্র। এই বীর-মন্ত্রের অনুসারেই তাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন; কিন্তু আজি দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীবের কঠোর অত্যাচারনিবন্ধন তাঁহারা সেই মন্ত্রের অন্যথাচরণ করিতে বাধ্য হইলেন। দুরাচার মোগলসম্রাট যেরূপ নিষ্ঠুর, সেইরূপ কৃতঘ্ন। যে উদারহৃদয় রাজপুতরাজ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকেও তদীয় পুত্রকে সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি দান করিলেন, দুষ্টমতি আরঙ্গজীব সে মহোপকার ভুলিয়া গিয়া আবার তাঁহাকেই উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুরাচারের দুরভীষ্ট অদৌ সফল হইল না; তথাপি সে আপনার দুরভিপ্রায় ত্যাগ করিতে পারিল না। তাহার পূর্ব্বকৃত অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিষয় চিন্তা করিয়া রাজপুতগণ প্রতিহিংসা না লইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। রাণার দয়ালশা নামে একজন অতি সাহসিক ও কার্য্যক্ষম দেওয়ান ছিলেন। মোগলের প্রতিশোধ-পিপাসা তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক থাকাতে তিনি একটী তীব্রগামী অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া নর্ম্মদা ও বেতোয়া নদীপর্য্যন্ত বিস্তৃত মালবরাজ্য লুণ্ঠন করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বাহুবলসমক্ষে কেহই দণ্ডায়মান হইতে পারিল না। সারঙ্গপুর, দেবাস, সারঞ্জ, মান্দু, উজীন ও চান্দেরী ক্রমান্বয়ে সেই বাহুবলদ্বারা বিজিত হইল। বিজয়ী দয়ালশা উক্ত নগরগুলিকে লুণ্ঠন করিয়া, সেই নগরসমূহে যে সকল যবনসৈন্য ছিল, তাহাদের অধিকাংশকে সংহার করিলেন। এইরূপে অনেক নগর ও গ্রাম তাঁহার হস্তে পতিত ও উৎসাদিত হইল। তাঁহার ভয়ে নাগরিকগণ এতদূর বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি কাহারও আস্থা ছিল না; এমন কি "হৃদয়ের পত্নী ও পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সকলে আত্মরক্ষার্থে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বহন করিয়া লইয়া যাইবার কোন উপায়ই বিদ্যমান ছিল না, তৎসমুদায়কে তাহারা যাইবার সময়ে অনলে বিদগ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।" যে অত্যাচারী মোগলসম্রাট পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া নিরাশ্রয় রাজপুতদিগের প্রতি পশুর ন্যায় অত্যাচার করিয়াছিল, আজি তাঁহারা সুযোগ পাইয়া দুর্বৃত্তের সেই পৈশাচিক অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। এমন কি সেই হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী সম্রাটের ধর্ম্মের উপরও তাঁহারা প্রতিশোধ লইলেন। "কাজিদিগের হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাদের শ্মশ্রুরাজি মুণ্ডন করিয়াদিলেন এবং কোরাণসমূহ কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।" দয়ালশার হৃদয় এতদূর কঠোর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকেই সাধ্যপক্ষে ক্ষমা করেন নাই; এবং মুসলমানাধিকৃত মালবরাজ্যকে একবারে মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন। উক্তরূপ

লুণ্ঠন ও উৎসাদন দ্বারা তিনি যে বিপুল ধন সংগ্রহ করেন, তাহা আপন প্রভুর কোষাগারে অর্পণ করিয়া স্বদেশের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

বিজয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া তেজস্বী দয়ালশা রাজকুমার জয়সিংহের সহিত একত্রিত হইয়া চিতোরের অতি সন্নিকটে সম্রাট-তনয় আজিমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রচণ্ড রণাভিনয়ে মিবারের বীরগণ সহকারী * রাঠোর ও খীচি বীরদিগের আনুকূল্যে মহোৎসাহ সহকারে সম্মিলিত হইলেন এবং আজিমের সেনাদলকে ঘোরতর দলিত করিয়া অবশেষে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলিলেন। পরাজিত মোগল-রাজপুত্র আত্মরক্ষার্থে রিস্থম্বর-নগরে পলায়ন করিলেন। কিন্তু সেই নগরে আশ্রয় পাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। কেননা বিজয়ী রাজপুতগণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া অনেক মোগলসৈন্যকে সংহার করিয়াছিলেন। যে আজিম পূর্ব্ববৎসরে চিতোরনগরে আপতিত হইয়া হঠাৎ তাহা হস্তগত করিয়াছিলেন, আজি তাহার উপযুক্ত প্রতিফল বিহিত হইল। কিন্তু রাজপুত-কেশরী রাণা রাজসিংহের প্রচণ্ড প্রতিশোধ-পিপাসা ইহাতেও প্রশমিত হইল না। যে দুর্বৃত্ত মুসলমান তাঁহার অসংখ্য হিন্দুভ্রাতাকে কঠোর উৎপীড়নে প্রপীড়িত করিয়াছে, তাঁহার সোণার মিবারভূমিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, তাঁহার সনাতন ধর্ম্মকে পদতলে দলিত করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ কি অল্পে সাধিত হইতে পারে? যতক্ষণ পবিত্র মিবারভূমি পাপ ম্লেচ্ছের অপবিত্র পদভরে পীড়িত হইবে, যতক্ষণ একটীমাত্র মোগলসৈনিক মিবারের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ রাণার প্রতিশোধ-পিপাসা শান্ত হইবে না, তাঁহার হৃদয় শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। তিনি মোগলসেনার উন্মূলনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সঙ্কল্প সাধন করিয়া কিছুকালের জন্য শান্তি সম্ভোগ করিলেন। কিন্তু সে শান্তি ক্ষণকালের জন্য অচিরে তাঁহাকে অপ্রাপ্তব্যবহার অজিতসিংহের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য অসিধারণ করিয়া যবন-বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল।

যে দিন রাঠোরকুলমণি ধার্ম্মিকপ্রবর যশোবন্তসিংহ পাপিষ্ঠ আরঙ্গজীবের প্রচণ্ড বিদ্বেষবহ্নিসমক্ষে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন, যে দিন পিতৃশোকাকুল বালক অজিতসিংহকে বন্দী করিবার জন্য দুরাচার চেষ্টা করিল, সেই দিন রাঠোর-রাজমহিষী মারবার-রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি পুত্রের স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার জন্য অদ্ভুত দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কত সময়ে কত ঘোর বিপদ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, কতবার তাঁহাকে কত সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তিনি সেই সমস্ত বিপদ ও সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিয়াছেন। শুদ্ধ তাহা নহে,

* উক্ত সহকারী বীরগণের নাম নিম্নে প্রকটিত হইল। মাঙ্কম ও গঙ্গা শক্তাবৎ; শালুম্ব্রাধিপতি রতন চন্দাবৎ; সাদ্রিপতি ঝালা চন্দ্রসেন; বৈদলার চৌহান সুবলসিংহ; বিজোল্লির পুয়ার বেরিশাল। মোগল-সমরে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহঁাদের মধ্যে চারিজন বীর তেজস্বিনীভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে সমস্ত বক্তৃতা ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

এমন কি দুর্দ্ধর্ষ শত্রু-গ্রাস হইতে অনেক বিষয়বিভব উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি বীরপত্নী, বীরকেশরী বাপ্পারাওলের পবিত্র বংশে সমুদ্ভূতা, সুতরাং বীর-রমণীযোগ্য সকল প্রকার প্রকৃষ্ট গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন। এতদিন সেই সমস্ত প্রকৃষ্ট গুণরাশির সাহায্যে পুত্রের স্বার্থ সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন; কিন্তু এবার ক্রূর-হৃদয় আরঙ্গজীব তাঁহার প্রতিকূলে এরূপ কঠোর আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাহার প্রতিরোধ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইল। তখন রাণা রাজসিংহ মারবার ও মিবারের সেনাদলকে একত্রিত করিয়া গদবার জনপদের প্রধান নগর গানোরে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজকুমার ভীম সেই একীভূত রাঠোর ও শিশোদীয় সেনাদলকে চালিত করিয়া আকবর ও টাইবর খাঁর সম্মুখীন হইলেন। অচিরে উভয় দলে ঘোরতর সমর সমারব্ধ হইল। মোগলগণ রণ-বিশারদ রাজপুতদিগের ভীম-বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থলে ঘোরতররূপে পরাজিত হইল। কথিত আছে, একজন সুচতুর রাজপুতের এক অপূর্ব্ব কৌশলের দ্বারা উক্ত জয় অর্জ্জিত হইয়াছিল। রাজপুত সেনাপতি, মোগলসেনা হইতে পাঁচ শত উষ্ট্র কাড়িয়া আনিয়া, তাহাদিগের পৃষ্ঠোপরি এক একটী জ্বলন্ত মশাল স্থাপন পূর্ব্বক সম্রাটের সেনাকটক মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রজনীর নিবিড় অন্ধকার মধ্যে সেই সমস্ত জ্বলন্ত উল্কাদর্শনে মোগল সৈন্যগণ মনে মনে সাতিশয় আশঙ্কিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে; সেই সুযোগে রাজপুতগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়াছিলেন।

আরঙ্গজীবের কোন দুরভীষ্টই সাধিত হইল না। অসীম সুযোগ ও বিপুল সহায়বল থাকিলেও তিনি কিছুতেই রাজপুত-কেশরীর প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে উপর্য্যুপরি কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বীরপুঙ্গব রাজসিংহ ও তাঁহার সহকারী মৈত্রীভাবাপন্ন রাজপুত রাজা ও সামন্তগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সেই পদে তৎপুত্র আকবরকে স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন এবং অচিরকালমধ্যে আকবরকে গোপনে সেই প্রস্তাব বিজ্ঞাপন করিলেন। পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ জনক শাজিহানকে পদচ্যুত করিয়া পিতৃদ্রোহী দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীব জগৎসমীপে যে জঘন্য উদাহরণ স্থাপন করিয়াছেন, রাজকুমার আকবর সেই উদাহরণ অনুকরণ করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি সানন্দহৃদয়ে রাজপুতদিগের প্রস্তাবকে গ্রহণ করিলেন এবং শুভকার্য্য-সাধনে স্বীয় রাজপুত সুহৃদদিগকে তৎপর হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। অচিরে রাজপুতগণ সদলে তাঁহার সহিত একত্রিত হইলেন। দৈবজ্ঞ আসিয়া তাঁহার অভিষেকের দিন ধার্য্য করিয়া দিলেন; সঙ্গোপনে সমস্ত আয়োজন শনৈঃ শনৈঃ শেষ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আপনার অসতর্কতা ও অবিচক্ষণতা নিবন্ধন সমস্ত আয়োজনই নিষ্ফল হইল; তাঁহার ও রাজপুতদিগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। যে চতুরতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা আরঙ্গজীবের সমস্ত কার্য্য সাধিত হইত, আকবর যদি তাহার স্বল্পমাত্রও পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইত; তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, যে দৈবজ্ঞ তাঁহার অভিষেকের দিবস নির্দ্ধার্য্য করিয়া দিয়া

গেল, সে ক্রূর, কপটী ও বিশ্বাসঘাতক! সেই কপটাচারী গণক যখন দেখিল যে, রাজকুমারের অভিষেকোপযোগী সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া সিংহাসনারোহণের উদ্যোগ হইতেছে, তখন সে সম্রাটের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল। আরঙ্গজীব মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি সেই সঙ্কটকালে একবার আপনার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন; দেখিলেন তিনি একাকী, তাঁহার শরীর-রক্ষকগণ ভিন্ন আর কেহই তাঁহার নিকটে উপস্থিত নাই, মৌজাম ও আজিম বহুদূরে স্থিত; এদিকে আকবর নিকটে উপস্থিত প্রায়, আজমীর হইতে শুদ্ধ এক দিনের পথে অবস্থিত। এখন আর উপায় কি? কে তাঁহাকে পুত্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? আকবরের সহিত প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে, এমন কোন মোগলবীরও তখন তাঁহার নিকটে উপস্থিত নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থার উপায় কি? এক দিনের অধিক আর সময়ও নাই। এরূপ সঙ্কটকালে সে এক দিন এক মুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই এক দিনের এক মুহূর্ত্তও বৃথা কার্য্যে অপব্যয় না করিয়া সুচতুর আরঙ্গজীব আত্মোদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উপায় উদ্ভাবিত হইল। তাহা অতি সুচারু; তাহাতে নরহত্যা বা শোণিতপাত হইল না; অথচ সম্রাট আত্মরক্ষার্থে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হইলেন। তিনি আকবরের নামে একখানি পত্র লিখিলেন এবং জনৈক গুপ্তচরের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়া রাজপুতনায়ক দুর্গাদাসের তাম্বুতে সতর্কতা-সহকারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। আকবরের প্রতি রাজপুত বীরের সন্দেহোৎপাদন করাই সেই পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুচতুর সম্রাট আজি ছল ও কৌশল দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধন করিলেন। সেই পত্রমধ্যে আকবরের একটী কৌশলের প্রশংসা করিয়া সম্রাট লিখিয়াছিলেন "বৎস! তোমার এ সুকৌশলের বিবরণ অবগত হইয়া আমি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু সাবধান, দেখিও রাজপুতগণ যেন আমাদের এ গুপ্ত ষড়যন্ত্র ঘুণাগ্রেও জানিতে না পারে। যখন তাহারা আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত থাকিবে, সেই সময়ে তুমি তাহাদিগের উপর সদলে পতিত হইয়া সকলকে সংহার করিবে। এইরূপ হইলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" এইরূপ কূটনীতি অবলম্বন করিয়া কূট-বুদ্ধি শের শা রাজপুত মালদেবের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সমালোচ্য সময়ে মহারাষ্ট্রবীর শিবজির বিরুদ্ধেও এই নীতির সাফল্য সাধিত হইয়াছে।

আরঙ্গজীবের ছলনাময়ী লিপি দুর্গাদাসের * হাতে পড়িল। আকবরের নামে শিরোনাম এবং সম্রাটের মোহর দেখিয়া তিনি সাতিশয় সন্দিহান হইলেন এবং পত্র উন্মোচন পূর্ব্বক

* মহাত্মা টড সাহেব এই রাঠোরবীরের একখানি প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্গাদাস লুনীনদীর তীরভূমিস্থ ড্রুনার নামক স্থানের অধীশ্বর ছিলেন। তিনিই শিশুরাজকুমার অজিতসিংহকে অত্যাচারী আরঙ্গজীবের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অপ্রাপ্ত-ব্যবহারকালে তাঁহাকে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা পুনর্লাভ করিবার জন্য সম্রাটের বিরুদ্ধে অগণ্যবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যখন আকবরকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন আজিম তাঁহার নিকট চল্লিশ হাজার সোনার মোহর উৎকোচস্বরূপ প্রেরণ করেন। উৎকোচদানের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইলেও তিনি আদৌ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। বলা অনাবশ্যকীয় যে, তেজস্বী দুর্গাদাস ঘৃণাসহকারে সে উৎকোচে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিলেন। সমস্তই তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। আরঙ্গজীবের চতুরতা ভেদ করিতে না পারিয়া তিনি সেই পত্রকে যথার্থ বলিয়া মনে করিলেন। সকলই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। যে আকবরকে সম্রাটের পদে বরণ করিবার জন্য তিনি আপনার সেনাবল অপচয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সেই আকবরই বিশ্বাসঘাতক? এ কথা কি সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?—কিন্তু রাঠোরবীর দুর্গাদাস তাহা বিশ্বাস করিলেন। কেননা তিনি জানিতেন যে, চতুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা যবনজাতির কুলব্রত; আকবর যবন; সুতরাং তিনি যে, সেরূপ চতুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা দুর্গাদাসের হৃদয়ে সহজেই স্থান পাইল। তিনি অতীব দুঃখিত হইলেন এবং যবননামে শত সহস্র অভিশাপ প্রদান করিয়া সদলে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। রাজপুতদিগের এরূপ আকস্মিক চিত্তপরিবর্ত্তনের কোন কারণই আকবর বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আপনার ভাগ্য ভাবিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইলেন। তাঁহার পরমবিশ্বস্ত টাইবার খাঁও দারুণ দুঃখে নিপীড়িত হইলেন। তাঁহার একান্ত সাধ যে আকবর সম্রাটপদে অভিষিক্ত হয়েন; আজি সে সাধ পূর্ণ হইয়াও হইল না; সুতরাং তাঁহার মনোবেদনার সীমা পরিসীমা রহিল না। দুঃখের পর নৈরাশ্য আসিয়া টাইবারের হৃদয়কে আক্রমণ করিল; সে নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়া উঠিল। প্রভু আকবরের সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত তিনি সম্রাটকে গুপ্তহত্যা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গেল; অবশেষে তাঁহার জীবন পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইল। এদিকে আরঙ্গজীবের সেই কূটনীতি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মোজাম ও আজিম তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারিলেন। আকবর নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া রাজপুতদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজপুতগণ সম্রাটের চতুরতা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং আকবরকে সাদরে গ্রহণ করিতে তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধা ভাবিলেন না। কিন্তু আকবর কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি যেখানে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন, তাঁহার পিতার রোষবহ্নি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আক্রমণ করিতেছে। তিনি স্বীয় জনকের কঠোর চরিত্রের বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন। সেই কঠোর চরিত্রের অনুশীলন করিতে করিতে তিনি দ্বিগুণতর ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে নিকটে থাকিলে আত্মরক্ষার উপায় নাই ভাবিয়া তিনি অন্যত্র পলায়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাঠোরবীর দুর্গাদাস তাঁহার আত্যন্তিক ঔৎসুক্য দেখিয়া পাঁচশত রাজপুত সৈনিক সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পালরগড় নামক স্থানে মহারাষ্ট্র-নায়ক শম্ভুজির নিকট লইয়া যাইলেন। মিবার ও ডুঙ্গারপুরের গিরিবর্ত্ম অতিক্রম পূর্ব্বক নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উক্ত নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে কোন বাধা বা বিঘ্নই তাঁহার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। পালরগড়ে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াই আকবর একখানি ইংলণ্ডীয় অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্ব্বক পারস্যদেশে প্রস্থান করেন।

পণ্ডিতবর অর্ম্ম বলেন "ভ্রাতা সুজার ছায়াময়ী প্রেতমূর্ত্তিকে পাঠানদিগের মধ্যে অবলোকন করিয়া আরঙ্গজীব যেরূপ কঠোর চিন্তাজ্বরে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, আজি শম্ভুজির নিকট আকবরের পলায়ন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাতে সেইরূপই নিপীড়িত হইলেন। অপিচ রাজপুতদিগের সহিত আকবরের মৈত্রী-স্থাপনই তাঁহার পক্ষে প্রবল চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল। ইহা অপেক্ষা যদি তাঁহাকে রাজপুতদিগের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিতে হইত, তাহাতেও তিনি তত চিন্তিত হইতেন না। রাজপুতগণ তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে চাহেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজি সেই রাজপুতদিগকে আকবরের সহিত সম্মিলিত হইতে দেখিয়া সম্রাট সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন; কিন্তু, আপন পদমর্য্যাদার বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি স্বয়ং সেই সন্ধির প্রস্তাব করিতে পারিলেন না। মোগল সেনাপতি দেলহীর খাঁর অধীনে একজন বিচক্ষণ রাজপুত সৈনিক অতি সুপ্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই উপস্থিত সঙ্কট হইতে সম্রাটকে উদ্ধার করিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার ভাণ করিয়া তিনি আপনার সেনাদল ত্যাগ করিলেন এবং পথিমধ্যে যাইতে যাইতে যেন শিষ্টাচার-নিবন্ধনই রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ের কথোপকথন হইতে লাগিল। ক্রমে যুদ্ধবিগ্রহের বৃত্তান্ত আসিয়া পড়িল। রাজপুত তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন; বোধ হয় সে দুঃখ-প্রকাশ কাল্পনিক নহে। তৎপরে তিনি রাণাকে বলিলেন "যদিও আরঙ্গজীব স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাব উথাপন করিতে পারিবেন না, তথাপি তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন।" তাহাতে রাণা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন "তবে আপনি আমার হইয়া সম্রাটের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উথাপন করিবেন।" মিবারের ভট্টকবিগণ কর্ত্তৃক উক্ত বিবরণ সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সেই মধ্যস্থ রাজপুতকে বিকানীরের রাজা শ্যামসিংহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্যামসিংহের নিকট রাণার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া চতুর আরঙ্গজীব স্বভাব-সিদ্ধ চাতুর্য্যাবলম্বনে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। রাণা যে সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে একটী উপযুক্ত সুযোগ। সেই সুযোগে তিনি আজিকালি করিয়া রাণাকে যুদ্ধব্যাপারে নিরস্ত রাখিয়া ভিতরে ভিতরে আপনি সেনাসংগ্রহ ও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল। সুতরাং রাণাকে যুদ্ধব্যাপার আবশ্যকমতই স্থগিত রাখিতে হইল। বর্ষা অতীত হইলে দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীব সেনাদল লইয়া রাণার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু সন্ধি সম্বদ্ধ হইল। "দুঃখের বিষয় সেই সন্ধিপত্র মধ্যে মুণ্ডকর রহিত করিবার কোন কথাই উক্ত রহিল না, এমন কি তাহার উল্লেখ মাত্রও সন্নিবেশিত হইল না। কেবল তাহাতে এইমাত্র লিখিত হইল যে, রাণা চিতোরের অন্তর্গত সমস্ত জনপদ পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। যোধপুরের বিষয়ও তন্মধ্যে উল্লেখিত ছিল।" অনুসন্ধিৎসু অর্ম্ম কেমন অভ্রান্তরূপে উক্ত ঘটনা সকল উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, সন্ধিপত্রের অনুবাদ দেখিলেই তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধ

হইবে *। কিন্তু এ সকল বৃত্তান্ত রাণা রাজসিংহের উত্তরাধিকারী জয়সিংহের শাসনকালের অন্তর্গত; সুতরাং এ স্থলে তৎসমুদায়ের আলোচনা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কারণ সন্ধি-বন্ধনের আয়োজন শেষ হইতে না হইতে রাজপুত-কেশরী বীরপুঙ্গব রাণা রাজসিংহ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া অবধি তিনি যে মোগল সম্রাটের সহিত অনবরত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেকস্থলে বিষম ক্ষত প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সকল ক্ষত ক্রমে বিষমতর হইয়া অবশেষে তাঁহার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত সংঘটন করিল। একে তাঁহার হৃদয় বিষময়ী চিন্তার কঠোর দংশনে নিরন্তর জর্জ্জরীভূত, তাহাতে আবার উক্ত ক্ষতনিচয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা। বীরশেখর রাজসিংহ সে কঠোর দংশন ও যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া স্বর্গ-সিংহাসনে স্বীয় প্রাতঃস্মরণ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইলেন †।

---

* সম্রাটের সহিত শূরসিংহ (রাণা রাজসিংহের পিতৃব্য) ও নরহর ভট্টের সন্ধিবিবরণ। মহিমার্ণবের অভিলাষ ও আহ্বানানুসারে ভবদীয় সেবকদ্বয় নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব নিবেদন করিবার জন্য রাণাকর্ত্তৃক ভবৎসমীপে প্রেরিত হইয়াছে। ভরসা করি পদ্মসিংহ ইতঃপর যে কয়েকটী নিবেদন করিবে, তৎসমূহে আপনি সম্মতি দান করিবেন।

স্বহস্ত-লিখিত "মঞ্জুরি" শব্দের সহিত সম্রাটের পাঞ্জা বা পঞ্চাঙ্গুলির অঙ্ক।

"মঞ্জুরি" (স্বীকৃত)

১ম। চিতোরের অন্তর্গত ও সন্নিহিত জনপদ সকল পুনর্দান করিতে অনুমতি হউক।

২য়। হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক পবিত্র ভবন ও দেব-মন্দির মসজিদে পরিণত হইয়াছে। অতীত বিষয় আর ফিরিয়া আসিবার নহে; কিন্তু এরূপ জঘন্য আচরণ রহিত করিতে অনুমতি হউক।

৩য়। এতাবৎকাল রাণা সাম্রাজ্যে যে আনুকূল্য দান করিয়া আসিতেছেন, তাহা সমভাবেই চলিবে; কিন্তু তাহার উপর যেন আর অধিক দাওয়া না করা হয়।

৪র্থ। আমরা ভরসা করি যে, স্বর্গীয় রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্র ও অনুজীবিগণ স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সক্ষম হইলেই আপনাদিগের রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। (ক)

আত্মমর্য্যাদার বিষয় ভাবিয়া কোনরূপ নীচ বিষয় যাচ্ঞা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। ভুবন-বিকাশক ভগবান্ দিবাকরের মরীচিবৎ আপনার সৌভাগ্যজ্যোতিঃ চিরকালের জন্য বর্দ্ধিত হউক এবং যেন কখনই অস্তমিত হয় না।

আপনার সেবকদ্বয় শূরসিংহ ও নরহর ভট্টের বিনীত প্রার্থনা।

† সম্বৎ ১৭৩৭ (খৃঃ ১৬৮১) অব্দ।

(ক) রাজপুতকেশরী রাণা রাজসিংহ মারবার-রাজপুত্র অজিতসিংহের স্বার্থসংরক্ষণ এবং জঘন্য মুণ্ডকরের প্রতিরোধ করিবার জন্য অসিধারণ করিয়াছিলেন। অজিত তখনও রাণার আশ্রয়-চ্ছায়াতলে অবস্থিত ছিলেন।

যেদিন হিন্দুকুলসূর্য্য বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহ স্বদেশপ্রেমিকতা ও সন্ন্যাসধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন মিবারভূমি যে নিবিড় বিষাদ-তমসার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সে তমসা অমর, কর্ণ বা জগৎসিংহ কেহই দূর করিতে পারেন নাই। কিন্তু বীরকেশরী রাজসিংহ আপনার অদ্ভুত বিক্রম ও জলন্ত স্বদেশপ্রেমিকতার বলে সে তমসা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া মিবারের প্রণষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যেরূপ অবিশ্রান্ত বিক্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি দুর্দ্ধর্ষ আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া তাঁহার দর্প, গর্ব্ব ও অহঙ্কার চূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজসিংহ বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহের উপযুক্ত বংশধর; সেই জন্যই ভারতের সেই ভীষণ প্রলয়কালে দলিত ও উৎপীড়িত হতভাগ্য ভারতসন্তানগণের উদ্ধারার্থে তিনি প্রচণ্ডবিক্রান্ত মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভারতের সেই নিদারুণ অধঃপতনকালে যদি তিনি সমুদ্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় হিন্দুজাতি ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহার দেবচরিত্রের সহিত পাপাচারী মোগলসম্রাটের কোন বিষয়েই তুলনা হইতে পারে না। সেই উভয়চরিত্রের তুলনায় সমালোচনা সম্পূর্ণ ন্যায়বিরুদ্ধ। কেননা তদুভয় পরস্পরের সম্পূর্ণই বিপরীত। সুবিশাল আশিয়ামণ্ডলে যত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই আরঙ্গজীবের ন্যায় দুস্তর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়েন নাই, কেহই তাঁহার ন্যায় পাশবী প্রবৃত্তিদ্বারা সমস্ত জীবন পরিচালিত হয়েন নাই। পরের জীবনপ্রতি অনাস্থা-প্রদর্শন তাঁহার সজাতীয় ভ্রাতৃগণের একটী মুখ্য ধর্ম্ম; আরঙ্গজীব সে ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় এরূপ কঠোর ছিল যে, জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়াও তিনি কখন কাহার প্রতি তিলমাত্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। যে সকল গুণ থাকিলে লোকে প্রকৃত মানব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, আরঙ্গজীবের হৃদয়ে তাহার একটীও কখনও স্থান পায় নাই। এমন কি, শত্রু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার পদানত হইত, পিশাচেরও ঘৃণিতমার্গে পদক্ষেপ করিয়া তিনি সেই মুহূর্ত্তেই সেই পদানত শত্রুর উপর প্রতিশোধ লইতেন! তাঁহার এই পাশব আচরণের জলন্ত উদাহরণ—গোলকুণ্ড-রাজের প্রতি তাঁহার নিদারুণ উৎপীড়ন! কিন্তু বিশ্ব-প্রেমিক রাজপুতরাজের চরিত্র ইহার কতদূর বিপরীত! যে নৃশংস অত্যাচারী পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া তাঁহার অসীম অনিষ্ট করিতে তিলমাত্রও ত্রুটি করে নাই; পরম-কারুণিক রাজসিংহ তাহাকে অসংখ্যবার ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণগ্রামে বিভূষিত ছিল। সেই জন্যই অত্যাচারী শত্রু তাঁহার নিকট ক্ষমা পাইয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে সেই দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীবকে সদলে সংহার করিতে পারিতেন, কিন্তু সেই অত্যাচারীও তাহার সজাতীয় প্রজাবর্গের ভবিষ্যৎ দুঃখের বিষয় ভাবিয়া বিজয়-গৌরবের উচ্ছ্বাসকালেও স্বীয় পুত্র জয়সিংহকে রণস্থল হইতে নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন! স্বদেশের রক্ষণার্থে তিনি যে একজন সমরবিশারদ সেনাপতি ও তেজস্বী বীরের ন্যায়

অদ্ভুত রণকৌশল ও প্রচণ্ড বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য স্বয়ং অনন্তদেব সহস্রাননে অনন্তকাল ধরিয়াও তাঁহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ বিপন্না প্রভাবতীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তিনি যে অসীম বীরত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সে বীরত্ব ও মহত্ত্বের উপমা এ জগতে নাই। তিনি যে একজন পরম বিদ্বান্ ও হিতৈষী নৃপতি, তাহার প্রমাণ তৎপ্রকটিত পূর্ব্বোক্ত সুদীর্ঘ তেজস্বিনী পত্রিকা। সেই পত্রিকার রচনায় তিনি যে অনুপম লিপিচাতুর্য্য ও উদার-হৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে নীতিজ্ঞ ও পরম বিদ্বান্ মহাত্মাগণের উচ্চ আসনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। অপিচ তিনি যে একজন শিল্পপ্রিয় নৃপতি ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—তৎপ্রতিষ্ঠিত বিশাল রাজসমুন্দ সরোবর। সেই রাজসমুন্দ সরোবর-প্রতিষ্ঠার কারণ ও তৎসম্বলিত সমস্ত বিবরণ যথাযথ বর্ণন করিয়া আমরা মিবারেতিহাসের এই জ্যোতির্ম্ময় পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত করিব।

রাজসমুন্দ সরোবর।—জাতীয় মহতী প্রতিষ্ঠার ও রাজপুত-কীর্ত্তির সুবিশাল প্রমাণক্ষেত্র এই রাজসমুন্দ সরোবর রাজধানীর সার্দ্ধ-দ্বাদশ ক্রোশ উত্তরে এবং আরাবল্লির পাদপ্রস্থের এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গোমতী নামে একটী বক্রগতি গিরিতরঙ্গিণীর স্রোত একটী বিশাল বাঁধদ্বারা প্রতিরুদ্ধ করিয়া উক্ত হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল। রাণা আপনার নামানুসারে তাহার নাম "রাজসমুদ্র" (রাজসমুন্দ) রাখিয়াছিলেন। হ্রদের ঈশান ও বায়ুকোণ ভিন্ন আর সকল দিকেই উক্ত বাঁধ বিস্তৃত। সরোবরটী অত্যন্ত গভীর; ইহার পরিধি প্রায় ছয় ক্রোশ হইবে। বাঁধের আদ্যোপান্ত শ্বেত মর্ম্মরে সংগঠিত; তাহার শীর্ষদেশ হইতে সরোবরের গর্ভ পর্য্যন্ত একটী বিশাল সোপান-পংক্তি সমুৎকীর্ণ; সোপান সরোবরকে বেষ্টন করিয়া সংস্থিত।—তাহাও মর্ম্মরময়। বাঁধ উচ্চ মৃৎপ্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। যদি রাজসিংহ আর কিছু দিবস জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে সেই প্রাকার-শিরে শ্যামল বিটপি-রাজি দ্বারা পরিশোভিত হইত। সরোবরের দক্ষিণপার্শ্বে রাণা একটী নগর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরটী তদীয় নামানুসারে "রাজনগর" নামে আখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বাঁধের উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণের একটী শোভনীয় মন্দির সংগঠিত। মন্দিরটীও শ্বেত মর্ম্মরময়। ইহার এবং বাঁধের সর্ব্বাঙ্গে তৎকালোপযোগী নানা প্রকার মনোহর চিত্র উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে এক স্থলে বৃহৎ ও সুস্পষ্ট অক্ষরে তৎপ্রতিষ্ঠাতার ধারাবাহিক বংশ-বিবরণ লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃহতী প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিতে রাণা ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার সমৃদ্ধ সর্দ্দার ও প্রজাগণ অনেক সাহায্য করেন। তবে ইহার উপকরণাদি নিকটস্থ শৈল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। যে রাশীকৃত মর্ম্মর-শিলা প্রযুক্ত হইয়াছিল, রাণাকে যদি তাহাও ক্রয় করিতে হইত, তাহা হইলে যে, আরও কত অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু মিবারভূমি রত্নগর্ভা। এরূপ মর্ম্মর-শিলা তাহার মেখলারূপিনী অনেক শৈলমালা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। রাজসমুন্দ সরোবর শোভনীয়, বহুব্যয়সাপেক্ষ ও প্রয়োজনীয় বটে এ সকলই ইহার সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক;

কিন্তু যে কারণবশতঃ ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কারণ অনুশীলন করিলে ইহার অভ্যন্তরে যে আর একটী গভীর সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় আর আর সমস্ত সৌন্দর্য্যই অধঃকৃত হইয়া পড়ে। সে কারণ অতি হিতগর্ভ। রাণা রাজসিংহের শাসনসময়ে মিবারভূমি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হইলে দীন হীন অসংখ্য প্রজাবৃন্দ কঠোর ক্ষুৎপিপাসা ও যমযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া শমনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। স্বীয় প্রকৃতিবর্গের সেই হৃদয়বিদারী শোচনীয় দুর্দ্দশা-দর্শনে রাণা অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং যাহাতে প্রজাবর্গ দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের একটী মহোপকার সাধিত হয়, অথচ দেশে একটী অনন্ত কীর্ত্তি স্থাপিত হয়; তাহাই সাধন করিতে রাণার বাসনা জন্মিল। তিনি সেই বিশাল রাজসমুন্দ সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই তিনটী উদ্দেশ্যের সাফল্য এবং আপনার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন। ইহাই রাজসমুন্দ সরোবরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

রাজস্থানের নন্দনকাননসদৃশ মিবারভূমির প্রতি প্রকৃতি দেবীর অচল অনুগ্রহ। সেইজন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশ অপেক্ষা মিবারভূমি দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা অল্পসময়ই উৎপীড়িত হইয়া থাকে। সিংহাসনারোহণের সাত বৎসর পরে সম্বৎ ১৭১৭ (খৃঃ ১৬৬১) অব্দে মিবারের প্রতি উক্ত দ্বিবিধ দুর্গ্রহের যেরূপ কঠোর আক্রোশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তেমন আর কখনও হয় নাই। "দারুণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাবৃন্দের অসীম যন্ত্রণার বিষয় চিন্তা করিয়া "মিবারের অধিপতি এরূপ একটী কীর্ত্তি স্থাপন করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন, যদ্দ্বারা "সেই হতভাগ্য প্রজাগণ প্রতিপালিত এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইতে পারে।" এইরূপ চিন্তার পর রাণা উক্ত বিশাল সরোবর প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে দৈবজ্ঞের পরামর্শক্রমে পৌষমাসের অষ্টম দিবসে মঙ্গল বাসরে হস্তানক্ষত্রে প্রথম প্রস্তর স্থাপিত হইল। "ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সাত বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া "গিয়াছিল। ইহার প্রারম্ভ ও উপসংহার-কালে দেবতাদিগের ষোড়শোপচারে পূজা "ও নানাপ্রকার বলি উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

"আষাঢ় মাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পতিত হইল না; রাণা "কৃপা প্রার্থনা করিবার জন্য ভগবতী চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্তু "কিছুতেই কিছু হইল না। এই রূপে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসও চলিয়া গেল, কিন্তু "তথাপি পর্জ্জন্যদেবের প্রসাদ পরিলক্ষিত হইল না। জলাভাবে সমগ্র জগৎ একবারে "হতাশ হইয়া পড়িল এবং ক্ষুৎপীড়িত প্রজাবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যে সকল "দ্রব্য সামগ্রীকে খাদ্য বলিয়া কেহ কখনও জানিত না, লোকে তাহাই খাইতে লাগিল। "স্বামী প্রেমময়ী বনিতাকে এবং বনিতা স্বামীকে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ "পলায়ন করিল। জনকজননী সন্তানদিগকে বিক্রয় করিতে লাগিল। ক্রমে কাল "অনর্থরাশির বৃদ্ধি সাধন করিল। দারুণ দুর্গ্রহের এই বিভীষিকাময়ী বিকট ছায়া "দূরদূরান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; এমন কি কীট পতঙ্গগণ আহারাভাবে পালে পালে

"মরিতে লাগিল। সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্ষুৎপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে "আরম্ভ করিল। যাহারা শুদ্ধ অদ্যকার আহার সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহারা "তাহা দুইদিন করিয়া খাইল। পশ্চিম দিক হইতে তীব্র বেগে বাতাস বহিতে "লাগিল;—সে বাতাস মারাত্মক বাষ্পে পরিপূর্ণ! প্রায় প্রত্যহ নিশাকালেই রাশিচক্র "ও নানা নক্ষত্র পরিদৃশ্যমান হইত। দিবাভাগে গগনমণ্ডলে মেঘের নাম গন্ধও "দেখিতে পাওয়া যাইত না, এবং বিদ্যুদ্বিকাশ ও বজ্রধ্বনি লোকে একবারে ভুলিয়াই "গিয়াছিল। এই সকল দুর্লক্ষণ দর্শনে মানবমণ্ডলি ভয়াকুল হইয়া উঠিল। নদনদী, "সরোবর, নির্ঝর ও প্রস্রবণ সকলই বিশুষ্ক! ধনবান্ ব্যক্তিগণ মাপিয়া আপনাদের "খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করিতে লাগিল। ধর্ম্মযাজকগণ আপনাপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেন। "আর জাতিভেদ রহিল না; ব্রাহ্মণ শূদ্র বাছিয়া লওয়া কঠিন হইয়া উঠিল! বলবিক্রম, "জ্ঞানগৌরব, জাতি, বর্ণ, সকলই পরিত্যক্ত হইল। একমাত্র আহার্য্যই লোকের "মোক্ষবস্তু হইয়া দাঁড়াইল। চতুর্বর্ণ আপনাপন ভেদপরিচায়ক সমস্ত চিহ্নই দূরে বিনিক্ষেপ "করিল; একমাত্র ক্ষুধার আক্রমণে সকলই বিনষ্ট হইয়া গেল। ফলফুল, কন্দমূল, "বৃক্ষপত্র, বৃক্ষের ত্বক্ পর্য্যন্তও ভক্ষিত হইতে লাগিল; **এমন কি মানুষে মানুষ "খাইল!** নগর, গ্রাম, পল্লী, সমস্তই শূন্য হইয়া পড়িল! বীজাভাবে বংশ সকল "অনন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইল। জলাশয়ে মৎস্য নাই!—সকলের আশা ভরসা বিলুপ্ত "হইয়া গেল *।"

সম্বৎ ১৭১৭ † অব্দের ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সংক্ষিপ্ত ও লোমহর্ষণ বিবরণ প্রকটিত হইল। যৎকালে উক্ত দ্বিবিধ দুর্গ্রহ দ্বারা মিবারভূমি আক্রান্ত হয়, সেই সময়ে দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীব পূর্ব্বোক্ত সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোরতম অত্যাচারে দুর্ভিক্ষপীড়িত শমন-নিগৃহীত মিবারের দুর্দ্দশা যে শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই পৈশাচিক অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার নাম মোগলকুলের কলঙ্ক বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহার বংশধরগণ পিতৃকুলের সাম্রাজ্য ও গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। জগতে কাহারও গৌরব চিরস্থায়ী নহে।

---

* "রাজবিলাস" হইতে সঙ্কলিত।

† ১৬৬১ খৃষ্টাব্দ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাণা জয়সিংহ—তাঁহার ও তাঁহার যমজ ভ্রাতার সম্বন্ধে একটী গল্প ;—রাণা ও রাজকুমার আজিমের সাক্ষাৎ সমালাপ—সন্ধিবন্ধন—সন্ধিবিচ্ছেদ ;—রাণা কর্ত্তৃক জয়সমুদ্র সরোবর-প্রতিষ্ঠা ;—সাংসারিক বিবাদ-বিষম্বাদ ;—যুবরাজ অমরসিংহের বিদ্রোহাচরণ ;—রাণার মানবলীলা-সম্বরণ ;—অমরের সিংহাসনা-রোহণ ;—আরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারীর সহিত তাঁহার সন্ধি-বন্ধন ;—সাময়িক ঘটনা সমূহের সমালোচনা ;—মুণ্ডকর-স্থাপন ;—মোগল সাম্রাজ্য হইতে রাজপুতদিগের স্বাতন্ত্র্য-লাভ ;—এতন্মূলক কারণ ;—আরঙ্গজীবের মৃত্যু ;—সাম্রাজ্য লইয়া বিবাদ ;—বাহাদুর শাহের মোগল সাম্রাজ্যে অভিষেক ;—শিখদিগের স্বাধীনতা-ঘোষণা ;—মিবার, মারবার ও অম্বররাজ্যের মধ্যে একতাবন্ধন ;—তাঁহাদিগের বৈরাচরণারম্ভ ;—বাহাদুর শাহের দেহত্যাগ ;—ফিরোক শিয়রের অভিষেক ;—মারবার রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ-ঘটন ;—ভারতে ব্রিটিষ প্রাধান্যের সূত্রপাত ;—সম্রাটের সহিত রাণার সন্ধি-বন্ধন ;—জাটদিগের স্বাধীনতা-ঘোষণ ;—রাণা অমরের পরলোকগমন ;—তাঁহার চরিত্র সমালোচনা।

রাজপুত কুল-কেশরী বীরপুঙ্গব রাজসিংহ সমগ্র রাজস্থানভূমিকে বিষাদতমসায় সমাচ্ছন্ন করিয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমগ্র রাজপুতসমিতি শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। রাজসিংহের লীলা-সম্বরণের পর সম্বৎ ১৭৩৭ (খৃঃ ১৬৮১) অব্দে তদীয় দ্বিতীয় তনয় জয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে সমারোহণ করেন। জয়সিংহের জন্মকালে এরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, যাহার বিবরণ পাঠ করিলে রাজপুতজাতির একটী প্রসিদ্ধ আচারব্যবহারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে বিবরণ এস্থলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হওয়াতে আমরা তাহা বর্ণন করিতে বাধ্য হইলাম। জয়সিংহ সূর্য্য-করতলে সমাক্ষিপ্ত হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার অন্যতমা বিমাতা ভীম নামে একটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। নবকুমার প্রসূত হইবামাত্র রাজপুতগণ অমরধব নামক একপ্রকার স্বাস্থ্যকর তৃণবলয় তাঁহার বাহুতে পরাইয়া দিয়া থাকেন। উক্ত প্রথার অনুসরণ করিবার জন্য রাণা সেই বলয়স্থাপনের আয়োজন করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রের জননীর প্রতি অধিকতর অনুরাগ বশতঃ তিনি তাঁহারই বাহুতে "অমরধব" পরাইয়া দিলেন। রাণা উক্ত কার্য্য এরূপ ভাবে সাধন করিলেন, যাহাতে অপরে মনে করিল, যেন তিনি ভুলিয়াই তাহা করিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যাহা হউক, শৈশবের সুকুমার বয়স অতিক্রম করিয়া ভ্রাতৃযুগল ক্রমশঃ তারুণ্যের বৈচিত্র্যময়ী সীমায় পদার্পণ করিলেন। কনিষ্ঠের প্রতি পিতার সেইরূপ অনুরাগদর্শনে জ্যেষ্ঠ ঈর্ষাক্রান্ত হইয়া পাছে কোনরূপ গৃহবিচ্ছেদ সংঘটন করে, এতদাশঙ্কায় রাণা একদা ভীমসিংহকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আপনার অসি কোষমুক্ত করিয়া তাঁহার করে অর্পণপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে কহিলেন "এই উন্মুক্ত তরবার লইয়া এখনই তোমার ভ্রাতার প্রাণসংহার কর, নতুবা ভবিষ্যতে রাজ্য ঘোরতর বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা।"

উদারহৃদয় তেজস্বী ভীম জনকের এই অকপট উক্তি শ্রবণ করিয়া অণুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। পিতা যে উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া অসীম মানসিক যন্ত্রণার উচ্ছ্বাসভরে তৎপ্রতি সেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তিনি তখনই বুঝিতে পারিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে সেই উভয়সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি স্থির ও অচঞ্চলভাবে উত্তর করিলেন "পিতঃ! আপনি কিছুই আশঙ্কা করিবেন না; এই আমি আপনার সিংহাসন স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, অদ্য হইতে আমি সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া জয়সিংহের হস্তে সমর্পণ করিলাম, অদ্য হইতে আমি এ রাজ্যও ত্যাগ করিলাম। আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, অদ্য হইতে যদি আমি এই দোবারি গিরিবর্ত্মের মধ্যে বিন্দুমাত্রও জল পান করি, তাহা হইলে আমি মহারাণা রাজসিংহের পুত্র নহি।" পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভীম আপনার সৈন্যসামন্তদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ প্রাপ্ত হইবার আশায় তাহাদিগের সহিত উদয়পুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নৈদাঘদিবা-দ্বিপ্রহর অতীত; সূর্য্যদেব মধ্যগগনে সমাসীন হইয়া অনলময় কিরণ বর্ষণ করিয়া মেদিনীমণ্ডলকে বিদগ্ধ করিতেছেন। সমগ্র প্রকৃতি স্থির—গম্ভীর—নিশ্চল। কোথাও বৃক্ষের একটী পত্র মাত্রও কম্পিত হইতেছে না। উদয়পুরের সম্মুখস্থ দোবারি গিরিবর্ত্ম সেই নৈদাঘ মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের অগ্নিময় কিরণপাতে উত্তপ্ত হইয়া যেন একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। এমন সময়ে ভীমসিংহ আপনার অশ্বারোহী সেনানীগণের সমভিব্যাহারে সেই পর্ব্বতপথ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে তাঁহার ও তদীয় বাহন তুরঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত। আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য তিনি নিকটস্থ একটী বিশাল বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়াতলে ঘোটক হইতে অবতরণ করিলেন এবং একবার প্রাণ ভরিয়া জন্মের শোধ নিজ-মাতৃভূমির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া দুইটী দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল,—বিশাল নয়নপ্রান্ত হইতে দুইটী অশ্রুবিন্দু অলক্ষ্যে পতিত হইয়া ভূমিতল সিক্ত করিল। উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তন নিয়মানুসারে যে প্রদেশের শাসনদণ্ড তিনি স্বকরে চালিত করিতে পারিতেন, আজি বিধি-বিড়ম্বনায় তাঁহাকে অপরিচিত ও নিঃসম্পর্কীয়ের ন্যায় সে প্রদেশ ত্যাগ করিয়া ভাগ্যতরঙ্গের প্রচণ্ড ঘূর্ণীপাকে ঝম্প প্রদান করিতে হইল। কিন্তু তেজস্বী ভীম তাহা ভাবিয়া কিছুমাত্র কাতর হইলেন না। তাঁহার স্বকীয় বাহুবল ও হৃদয়ের দৃঢ়তার উপর বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন যে, কঠোরতম সঙ্কটে পতিত হইলেও সেই বাহুবল ও হৃদয়-দৃঢ়তার সাহায্যে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন। এই রূপে আশ্বস্ত হইয়া তিনি নিরুৎসাহ বা হতাশ হইলেন না। ভীম অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পাত্রবাহককে অনুমতি করাতে সে ব্যক্তি নিকটস্থ শীতল প্রস্রবণ হইতে রজতপাত্র পূর্ণ করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। ভীম পানার্থে স্নিগ্ধবারিপূর্ণ সেই পানপাত্র উত্তোলন করিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই পাত্রস্থ সমস্ত সলিল ভূমিতলে ঢালিয়া দিয়া পানপাত্রটীকে

নির্ঝরিণীমূলে নিক্ষেপ করিলেন এবং বনদেবীকে সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন "বনদেবি! অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি ভ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাই আত্মপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে যাইতেছিলাম। এ দোবারি গিরিপথের অভ্যন্তরে আমার বিন্দুমাত্রও জলপান করিবার ক্ষমতা নাই।" ভীম নিজ অশ্বোপরি পুনঃসমারূঢ় হইলেন এবং অশ্বে কষাঘাত করিয়া সদলে গিরিবর্ত্ম হইতে বহির্গত হইয়া চলিলেন। অমনি দোবারির প্রচণ্ড লৌহকবাট তাঁহার পশ্চাতে ভীমনাদে রুদ্ধ হইল। স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমসিংহ সম্রাটতনয় বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাহাদুর তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতি সার্দ্ধত্রিসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্ব অর্পণ করিলেন এবং তাহাদিগের ভরণপোষণার্থে বাহান্নটী জনপদ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কিন্তু মোগল-সেনাপতির সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়াতে ভীম অল্পদিনের মধ্যেই সদলে সিন্ধুনদের পরপারে প্রেরিত হইলেন। দুঃখের বিষয় সেই সুদূর কাবুল হইতে তাঁহাকে আর ভারতে ফিরিয়া আসিতে হইল না। আপন নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ কঠোর ব্যায়াম আচরণ করিতে গিয়া তিনি জীবনের মধ্যাহ্নে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন *।

এক্ষণে আমরা রাণা জয়সিংহের চরিত্র-সমালোচনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম। রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুকাল পরেই তিনি আরঙ্গজীবের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। সম্রাটতনয় আজিম এবং মোগলসেনাপতি দেলহীর খাঁ সেই সন্ধিপত্র লইয়া রাণার নিকট উপস্থিত হয়েন। রাণা তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য দশ হাজার অশ্বারোহী এবং চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্যের পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া মিবারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এতদুপলক্ষে সমূহ জনতা হইয়াছিল। প্রাণের অধিক প্রিয়তরা মিবারভূমিকে দীর্ঘকালের পর দেখিবার জন্য পরমানন্দে পুলকিত হইয়া মিবারের অধিবাসিবৃন্দ গিরি-নিলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। সকলেরই মুখে আশা, উৎসাহ ও আনন্দের হাস্যময়ী বিভা বিভাসিত। জয় ও আনন্দরবে মেদিনীমণ্ডল ঘন ঘন কম্পিত করিয়া সকলে সেই বিস্তৃত জনস্থানভূভাগে দণ্ডায়মান হইল। দেখিতে দেখিতে আজিম ও দেলহীর খাঁ আপনাদিগের কতিপয় শরীর-রক্ষকের সমভিব্যাহারে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া রাজপুতগণ "জয়, জয়সিংহের জয়" বলিয়া ভীম গম্ভীররবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির উচ্চ কণ্ঠস্বর গম্ভীরভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্ত আকাশপথে উত্থিত হইল। আজিম ও দেলহীর খাঁ উপস্থিত হইলে রাণা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত আদর ও সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ দেলহীর খাঁকে গিরিসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া মোগল-

---

* ভীমসিংহের বংশধর বুনিয়ারাজের নিকট মহাত্মা টড সাহেব এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভীম তৎকালে একজন শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী ছিলেন। অশ্বকে দ্রুতবেগে চালিত করিয়াও তিনি তাহার পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক দুলিতে পারিতেন। দুঃখের বিষয়, উক্তরূপ বীরানুষ্ঠানেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সেনাপতি, রাণা জয়সিংহের নিকট বার বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তদীয় স্বর্গীয় পিতাকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজপুতরাজের বিপুল সহায়বল দেখিয়া আজিম মনে মনে ঈষৎ ভীত হইলেন; কিন্তু সুবিজ্ঞ দেলহীর খাঁ রাজপুতের উচ্চহৃদয়তা ও ঔদার্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কৃতজ্ঞতার সুস্নিগ্ধ রস আস্বাদন পূর্ব্বক মনে মনে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে; বীরহৃদয় রাজপুত কখনই বিশ্বাসঘাতক নহেন। গৃহাগত শত্রুরও প্রতি তাঁহারা কখনও অন্যায়াচরণ করেন না। বিশেষতঃ যে জয়সিংহ প্রতিহিংসা লইতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইলেও অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিলেন, সেই জয়সিংহ কি আজি তাঁহাদিগকে আপনার গৃহাভ্যন্তরে প্রাপ্ত হইয়া অতি ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন? হীনবুদ্ধি আজিম রাজপুত-চরিত্রে অবিশ্বাস করিলেও সুদক্ষ দেলহীর খাঁ তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ করিলেন না। তিনি রাণাকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। সন্ধি-বন্ধন শেষ হইয়া গেল। আকবরের বিদ্রোহিতাচরণে রাণা যে আনুকূল্য দান করিয়াছিলেন, তাহার দণ্ডস্বরূপ তিনি তিনটী জনপদের স্বত্বাধিকার সম্রাটের হস্তে ত্যাগ করিলেন। সম্রাটের অভিপ্রায়ানুসারে আজিম আরও বিজ্ঞাপন করিলেন যে, রাণা আপন রক্তবর্ণ শিবির ও ছত্র আর ব্যবহার করিতে পাইবেন না। কিন্তু এসকল দণ্ড নাম মাত্র। কেবল সম্রাটের সম্মানরক্ষার জন্য সেরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। পরন্তু রাণা ইহাতে লাভবান্ হইয়াছিলেন। কেননা আজিমের হৃদয়ে বিশ্বাসোৎপাদন করিবার জন্য দেলহীর খাঁর পুত্রগণ শরীরবন্ধকস্বরূপ তাঁহার নিকট রক্ষিত হইয়াছিলেন। দেলহীর খাঁ বিদায়কালে রাণাকে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদের উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ হইতে পারিবে। জয়সিংহের নিকট বিদায়-গ্রহণকালে মোগলসেনাপতি ধীর নম্রভাবে বলিলেন "আপনার সর্দ্দারগণ স্বভাবতঃ কঠোর, এবং আমার পুত্রগণ আপনার মঙ্গলার্থে শরীরবন্ধকস্বরূপ অবস্থিত হইল; কিন্তু তাহাদিগের জীবনের বিনিময়েও যদি আমি আপনার দেশের পূর্ণস্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে পারি, তাহাতেও ক্ষান্ত থাকিব না। আপনার চিত্ত স্থির রাখুন। আপনার স্বর্গীয় জনকের সহিত আমি মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম।"

রাজপুত-মিত্র দেলহীর খাঁর উদ্দেশ্য সফল হইল না। তাঁহার সে উদ্দেশ্য মহৎ বটে, কিন্তু অনিবার্য্য ঘটনাস্রোতের গতি রোধ করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। দেলহীর খাঁ মানব, সুতরাং তৎপ্রতিকূল ঘটনাপরম্পরার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে তিনি সক্ষম হয়েন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হইলেও রাণা আপনার অসিবলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইবার কিঞ্চিদূন পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে দুৰ্দ্ধর্ষ কামোরীর উপর্য্যুপরি কঠোর আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার্থে পুনর্ব্বার গিরিনিলয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সকল পর্ব্বত-নিকেতনের অভ্যন্তর হইতে সময়ে সময়ে বহির্গত হইয়া রাণা জয়সিংহ শত্রুকুলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজ্যের উক্তরূপ বিপন্ন অবস্থায় এবং অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের কালে রাণার

বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল; কিন্তু সেই সমস্ত বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও রাণা যে বহুব্যয়সাপেক্ষ অনন্তকীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে মিবারভূমিকে প্রকৃত রত্নগর্ভা বলিয়াই জ্ঞান হয়। একটী প্রসন্ন-সলিলা গিরিতরঙ্গিনীর মধ্যভাগে একটী বিশাল বাঁধ স্থাপন করিয়া রাণা "জয়সমুন্দ" নামে একটী সুবিশাল সরোবর স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে যত সরোবর আছে, তন্মধ্যে জয়সমুন্দ বৃহত্তম। প্রকৃতির সুপ্রসাদবলে জয়সমুন্দ-সরোবর সৃষ্টি করিবার সমূহ সুবিধাও সংঘটিত হইয়াছিল। কেননা যে স্থলে উক্ত হ্রদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তথায় প্রায় সমস্ত কালই প্রভূত পরিমাণে সলিল থাকিত। রাণা জয়সিংহ আপন বুদ্ধিমত্তাবলে সেই অসীম জলরাশি একত্রিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ বাঁধ স্থাপন করেন। ইহার পরিধি পঞ্চদশ ক্রোশের ন্যূন নহে। জয়সমুন্দ হইতে হরিৎ শস্যের—বিশেষতঃ ধান্যের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। উক্ত সরোবরের উচ্চ ও বিরাট বাঁধের উপর রাণা আপন প্রিয়তমা মহিষী কমলা-দেবীর* জন্য একটী শোভনীয় প্রাসাদবাটিকা নির্ম্মাণ করেন।

পারিবারিক অন্তর্বিবাদ-নিবন্ধন রাণার শেষ জীবন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাঁহার আন্তরিক সুখশান্তি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িল; এমন কি রাজকার্য্যালোচনাতেও তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িলেন। উক্ত বিবাদের মূলীভূত কারণ তাঁহার আত্যন্তিক স্ত্রীপরায়ণতা। এই অনর্থকরী প্রবৃত্তিদ্বারা তাঁহার সম্মান গৌরব সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গেল; অবশেষে তাঁহাকে আপনার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। জয়সিংহের যতগুলি মহিষী ছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার উত্তরাধিকারী অমরসিংহের জননীই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। তিনি বুন্দির হারকুলে সমুদ্ভূতা। উক্ত হারকুল হইতে গিহ্লোটকুলের অনেক সময়ে অনেক উপকার এবং সময়ে সময়ে সমূহ অনিষ্টও সংঘটিত হইয়াছে। হাররাজকুমারী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা,—বিশেষতঃ মিবারের ভাবী নৃপতি অমরসিংহের জননী; ধর্ম্মমতে তাঁহার প্রতিই অধিকতর অনুরাগ প্রদর্শন করাই রাণার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি কাম-বিমূঢ়; সেই জন্যই ধর্ম্মপত্নীর প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিয়া নবীনা কমলাদেবীর প্রতি সমাসক্ত হইয়াছিলেন। কমলাদেবী কনিষ্ঠা হইলেও স্বামীর অনুরাগ প্রাপ্ত হওয়াতে জ্যেষ্ঠা সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই বিদ্বেষাচরণই রাণার পারিবারিক বিপ্লবের সমুদ্ভাবন করিয়াছিল। একে যুদ্ধবিগ্রহে ও শত্রুর উৎপীড়নে মিবাররাজ্য নিতান্ত হীনদশায় নিপাতিত হইয়াছিল; তাহাতে আবার এই অনর্থকর অন্তর্বিপ্লবে তাহার যে অনিষ্ট সংঘটিত হইল, শত্রুসমরে ঘোরতররূপে পরাজিত হইলেও সেরূপ অনিষ্ট ঘটিতে পারিত কি না, সন্দেহ। বহুবিবাহ হইতে ভারতীয় রাজন্যসমাজে যে কত অনিষ্ট সমুদ্ভাবিত হয়, তাহার সত্যতা উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি-লাভের জন্য ভারতের অন্যান্য নরপতিগণ ত্বরিত-অবলম্বনে রাজ্যমধ্যে মহানর্থের সংঘটন করিয়া থাকেন বটে,

* কমলাদেবী প্রাচীন প্রমারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বদেশে তিনি "রুত্তা রাণী" নামে অভিহিত।

কিন্তু মিবারের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে, মহারাজ বাপ্পারাওলের বংশধরগণ কদাপিই সেইরূপ দুরাচরণ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—গিহ্লোটনৃপতিগণের প্রকৃষ্ট শাসন-পদ্ধতি। তাঁহারা আপনাদিগের পুত্রদিগের উপর স্বল্পই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। এরূপ অনুষ্ঠানে রাজপুত্রগণের চরিত্র উন্নত ও উচ্চভাব ধারণ করে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

অমরসিংহের জননী ও কমলাদেবীর সাপত্ন্য-বিদ্বেষ দিনদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; অবশেষে তাহা এতদূর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে, উভয়ের একত্র-সংস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইল। যে জয়সিংহ ইতিপূর্ব্বে আরঙ্গজীবের সহিত যুদ্ধে তত প্রচণ্ডবীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজি উপস্থিত পারিবারিক সংঘর্ষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আপনার জ্যেষ্ঠা পত্নীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনতোষিণী কমলাদেবীর সহিত জয়সমুদ্রের নির্জ্জন প্রাসাদমধ্যে জীবনযাপন করিতে মনস্থ করিলেন। রাজধানীতে পাঞ্চোলি মন্ত্রীর হস্তে অমরকে সমর্পণ করিয়া তিনি চিত্তবিনোদিনীর স্বর্গীয় প্রেমালাপনে সেই নিভৃত নিবাসে নিতান্ত অলসের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। অচিরে তাঁহার পুত্রের অসদাচরণ নিবন্ধন সেই বিজনবাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে স্বনগরে প্রত্যাগমন করিতে হইল। অমরসিংহ নিজ বয়োধর্ম্মসুলভ চাপল্য বশতঃ একটী মত্তমাতঙ্গকে নগরমধ্যে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেন। মদমত্ত হস্তী হইতে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক, পাঞ্চোলি মন্ত্রী রাজকুমারকে তিরস্কার করেন। তাহাতে অমর তাঁহাকে ঘোরতররূপে অপমান করিয়াছিলেন। সচিব-বরের প্রতি অমরের উক্তরূপ অন্যায় আচরণের বিবরণ রাণার কর্ণগোচর হইল। তিনি পুত্রের প্রগল্ভতার বিষয় ভাবিয়া মনে মনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অমরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার উদ্দেশে সেই নিভৃত নিকেতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথিমধ্যে চিতোরপুরী পরিদর্শন করিয়া উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অবাধ্য অমর জনকের আসিবার অপেক্ষা করিলেন না; পরন্তু তাঁহার আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা প্রসূত অনর্থরাশির বিষয় চিন্তা পূর্ব্বক তৎপ্রতি বিষম বিরক্ত হইয়া জননীর উত্তেজনানুসারে প্রকাশ্য বিদ্রোহিতাচরণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং বুন্দীরাজ্যে স্বীয় মাতুল হারনৃপতির নিকট পলায়ন পূর্ব্বক একবারে দশসহস্র অস্ত্রধারী সৈনিকের সমভিব্যাহারে পিতৃরাজ্যে পুনর্যাত্রা করিলেন। এতদুপলক্ষে অমরের সর্দ্দারগণও তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ক্রমে অন্তর্বিপ্লব দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিল; ক্রমে অনেক সর্দ্দার ও সৈনিক আলস্যপরতন্ত্র নৃপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল। রাণা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। সেই দুর্নিবার্য্য অন্তর্বিপ্লব নিবারণ করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি অবশেষে আরাবল্লি উত্তীর্ণ হইয়া গদবার-রাজ্যে পলায়ন করিলেন এবং পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিবার উদ্দেশ্যে তৎপ্রদেশস্থ প্রধান সামন্তরাজাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অমর রাজ্যের অধিকাংশ সর্দ্দারগণের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি পিতার কোন বাক্যেই

কর্ণপাত করিলেন না এবং রাজকোষাগার হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে সদলে কমলমীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দেপ্রা সর্দ্দারের হস্তে উক্ত নগরের শাসনভার সমর্পিত ছিল। তিনি একজন সুদক্ষ যোদ্ধা। বিদ্রোহী অমর তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সহায়-সম্পন্ন হইলেও তিনি তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিলেন। বিফল-মনোরথ হইয়াও অমর পিতৃবাক্যে কর্ণপাত করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনি যখন শুনিলেন যে, যে রাঠোরগণ তাঁহার বিদ্রোহানলকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহারা ভিতরে ভিতরে গদবার-রাজ্য হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং রাণার অনুগত কতিপয় সর্দ্দার * জিলবারা গিরিবর্ত্ম রক্ষা করিতে প্রাণ পর্য্যন্তও পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। তখন তিনি জনকের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ভগবান্ একলিঙ্গের পবিত্র মন্দিরে পিতাপুত্রে একত্রিত হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। সেই সন্ধি-অনুসারে স্থিরীকৃত হইল যে, রাণা জয়সমুদ্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিবেন এবং অমরসিংহ সেই নূতন প্রাসাদে নির্ব্বাসিত হইয়া পিতার জীবনকাল অতিবাহিত করিবেন।

রাণা জয়সিংহ সর্ব্বসমেত বিংশতিবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুকুমার বয়সে তিনি যে সমস্ত উচ্চতর গুণগরিমার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, যদি রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া সেইরূপ পারিতেন, তাহা হইলে তিনি মোগলগ্রাস হইতে স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ-ভাবে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীপরায়ণতাই সর্ব্বনাশ সাধন করিল। সেই স্ত্রীপরায়ণতার পাপপ্ররোচনায় বিমূঢ় হইয়া তিনি নিতান্ত অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন এবং বাল্যার্জ্জিত সমস্ত যশোগৌরব হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইলেন। জয়সিংহ যদি সেই সুবিশাল সরোবর প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম মিবারের ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসে সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া থাকিত।

রাণা জয়সিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ (দ্বিতীয়) সম্বৎ ১৭৫৬ (খৃঃ ১৭০০) অব্দে তৎসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। অমর নামের যে মাহাত্ম্য, তাহা অনেক পরিমাণে ইহাঁতে সংক্রামিত হইয়াছিল। আপন পূর্ব্বপুরুষ বীরবর অমর-সিংহের বীরত্ব ও মহত্ত্ব ইনি অনেকাংশে অনুকরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি যে, পিতার সহিত ঘোরতর সংঘর্ষে সংলিপ্ত হয়েন, তাহাতে ইহাঁর ও মিবারভূমির আভ্যন্তরিক বল বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যদি সেরূপ না হইত; যদি অমরসিংহ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া স্বরাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধন না করিতেন; তাহা হইলে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে মিবারভূমি বোধ হয় আপনার প্রণষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু মিবারের সম্পূর্ণ দুরদৃষ্ট; নতুবা বীরপুঙ্গব স্বদেশ-প্রেমিক রাজসিংহের আত্মজ হইয়া হতভাগ্য জয়সিংহ অনর্থকরী স্ত্রীপরায়ণতার পরিসেবা করিবেন কেন? রাণা রাজসিংহ ও জয়সিংহের শাসনবিবরণ অনুশীলন করিলে স্পষ্ট

* যে কতিপয় সর্দ্দার রাণার অনুগত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিজোলির বিহারী শাল, শালুম্ব্রার কুণ্ডলসিংহ, গানোরের গোপীনাথ ও দৈশূরীর শোলাঙ্কি।

প্রতীত হইয়া থাকে যে, সামন্তরাজ্যের অধীশ্বরের চরিত্রের উপর তাঁহার রাজ্যের সুখদুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। রাজপুতকুলগৌরব স্বদেশানুরাগী বীরকেশরী রাজসিংহ আপনার স্বভাবসিদ্ধ বীরত্ব, মহত্ত্ব ও তেজস্বিতার বলে আপনার অনুগত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ ও আত্মোৎসর্গ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন এবং সেই অসীম স্বদেশপ্রেমিকতা ও আত্মোৎসর্গের প্রভাবে মোগলসম্রাটের বিপুল সেনাবলের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া বলদর্পিত সম্রাটকে, তাঁহার পুত্রদিগকে, তাঁহার রণদক্ষ সেনানীদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী, মিবারবাসীগণের সেই উচ্চ আনুকূল্য ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াও, মিবারভূমিকে এরূপ হীন দীন দারিদ্র্যের নিম্নতমকূপে নিমজ্জিত করিয়া গেলেন যে, আর কেহই সহস্র চেষ্টা করিয়াও সেই দুরবস্থা হইতে তাহাকে আর উদ্ধার করিতে পারিল না।

রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইবার অল্পকাল পরেই রাণা অমরসিংহ সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী শা আলমের সহিত একটী সন্ধি সংস্থাপন করিয়া লইলেন। এরূপ সন্ধি-স্থাপনে তাঁহার ভাবী-দর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। যে সময়ে তিনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, সে সময়ে মোগলসাম্রাজ্যে বিষম অন্তর্বিপ্লব প্রজ্বলিত; আরঙ্গজীবের পুত্রগণ পরস্পরের হৃদয়-শোণিত পাত করিয়া সেই প্রজ্বলিত বিপ্লব-বহ্নিতে আহুতি দান করিতেছিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের উক্তরূপ দুরবস্থা অবলোকন করিয়াই ভাবী-দর্শী রাণা অমর ভাবী মোগলসম্রাট শা-আলমের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত সন্ধি অতি সঙ্গোপনে সংবদ্ধ হইয়াছিল। যৎকালে শা-আলাম সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে গমন করেন, মিবারের সহকারী সেনাদল তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য জনৈক শক্তাবৎ সর্দ্দারের অধিনেতৃত্বে তথায় বিপুল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। কথিত আছে, সেই সুযোগে সেই দূরদেশে শা-আলমের সহিত উক্ত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল *।

* "রাণা ও শা-আলম বাহাদুর শাহের মধ্যে গুপ্ত সন্ধি।—সন্ধিপত্র শা-আলমের স্বাক্ষরিত।

"প্রজাবর্গের মঙ্গল-বিধায়ী যে ছয়টী প্রস্তাব ভবৎ কর্ত্তৃক উত্থাপিত এবং মৎকর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে; "ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহা সম্পূর্ণ হইবে;—

"১ম। শা জিহানের সময়ের ন্যায় চিতোরের পুনর্গঠন।

"২য়। গোবধ-নিবারণ। (ক)

"৩য়। শা জিহানের সময়ে যে সমস্ত জনপদ মিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলি আপনাকে পুনঃ "প্রদত্ত হইবে।

"৪র্থ। যিনি (আকবর) স্বর্গধামে বাস করিতেছেন, তাঁহার শাসন-কালের ন্যায় হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে "ইষ্টদেবের পূজা ও ধর্ম্মাচরণ করিতে পাইবেন।

"৫ম। আপনি যাহাকে পদচ্যুত করিবেন, সে রাজসমীপে কোন অনুগ্রহই প্রাপ্ত হইবে না।

(ক) গো-হত্যাবিষয়ে হিন্দুজাতির যে কতদূর ঘৃণা এবং গো-হন্তাকে হিন্দুগণ কিরূপ পাপাচারী জ্ঞান করিয়া থাকেন তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

মহাত্মা টড সাহেব বলেন "গোজাতির প্রতি হিন্দুদিগের আত্যন্তিক ভক্তির বিষয় অনুশীলন করিলে আমরা একটী মহতী রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করিতে পারি।" ১৮১৭—১৮ খৃষ্টাব্দে রাজপুতদিগের সহিত ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টের যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল, তাহাতে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে গো-হত্যা-নিবারণই মুখ্য।

যে ঘটনাস্রোতের ঘোরতর আবর্ত্তে পতিত হইয়া মোগলকুলের অধঃপতন হইল, যাহাই অবশেষে এই সুদূর দেশে শ্বেতদ্বীপবাসী ব্রিটিষসিংহের প্রভুতার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল; তাহা আলোচনা করা এস্থলে নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। তাহা আলোচনা করিলে একটী অমূল্য রাজনৈতিক তত্ত্ব স্বতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। সেই তত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ভারতবন্ধু মহাত্মা টড সাহেব মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন "এই তত্ত্ব যেন একটী সঙ্কেতের ন্যায় আমাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, নৈতিকবলের সাহায্য না লইয়া শুদ্ধ অসিবলে ভারতবর্ষ শাসন করিলে বিপদে পতিত হইতে হইবে।" হিন্দুবৈরী আরঙ্গজীবের শাসনপ্রণালী অনুশীলন করিলে টড্ মহোদয়ের উক্তির সম্পূর্ণ সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। বলদর্পিত দুরাচার আরঙ্গজীব আপনার বিপুল সহায়বলের বিষয় চিন্তা করিয়া শুদ্ধজাত রাজপুতদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ইহাতে তিনি আপন পদে ও আপনার বিরাট রাজ্যের মূলদেশে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। আত্মবলে অন্ধ হইয়া যদিও তিনি আপনার প্রকৃত অবস্থা আদৌ বুঝিতে পারেন নাই; তথাপি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজনীতিজ্ঞ আকবর যে বিরাট সাম্রাজ্যের মূলপত্তন করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তাঁহারই দুরাচরণে ক্ষয়িতমূল-বৃক্ষের ন্যায় আমূল কম্পিত হইতেছিল। দুর্ব্বৃত্ত আরঙ্গজীব যদি মুহূর্ত্তের জন্যও আত্ম-রাজ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে মোগলসাম্রাজ্যের তত শীঘ্র অধঃপতন হইত না। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, রাজ্যশাসনে অথবা রণাভিনয়ে যিনি যতই পারদর্শী হউন না, অথবা যতই অসীম সহায়, বল ও বিক্রম অধিকার করুন না, প্রজাবর্গের হৃদয়ের অনুরাগ প্রাপ্ত না হইলে, প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিলে কখনই আপনার রাজ্য ও রাজপ্রভুতা অক্ষুণ্ণ ও দৃঢ় রাখিতে পারিবেন না। মহাত্মা টডের সময়ে ব্রিটিষসিংহের সাম্রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল, আরঙ্গজীবের সময়ে মোগলসাম্রাজ্য তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ছিল; অপিচ মোগলের আত্মরক্ষণোপযোগী উপকরণাদি অতুলনীয় রূপে সুদৃঢ় ছিল। বিশেষতঃ রাজপুতজাতির সহিত তাঁহার শোণিত-সম্পর্ক ছিল বলিতে হইবে।

"৬ষ্ঠ। দক্ষিণাবর্ত্তের যুদ্ধজন্য আর আপনাকে সেনাসাহায্য দান করিতে হইবে না।" (ক)

(ক) মিবারের সহকারী সেনাদল আজিমের সহায়তার জন্য যে, তদধীনে দক্ষিণাবর্ত্তে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহার সত্যতা রাণার প্রতি আজিমলিখিত পত্র পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইবে।

"রাণা অমরসিংহের নিকট ইহা বিজ্ঞাপিত হউক যে, আর্জ্জি যথাকালে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।
"আপনার জননীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত; কিন্তু কি করিবেন, ঈশ্বরবিধানের
"কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। আমার মঙ্গলের জন্য সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা করিবেন। রাজারায়সিংহ
"আপনার জন্য একবিষয়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন; আপনাকে আমি আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করি।
"রাজভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার মহিমান্বিত পিতৃপুরুষদিগের ভূমিসম্পত্তি
"সমস্তই আপনার হইবে;—কিন্তু এক্ষণে আপনার কর্ত্তব্য-সাধনের সময়। আর আর সকল বিষয়
"আপনার দাসের নিকট অবগত হইবেন।—আমাকে ভুলিবেন না।
"আপনার রাজপুতগণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।"

রাজপুতগণ তৎকর্তৃক উৎপীড়িত হইলেও তাঁহার সাম্রাজ্যের মঙ্গলজন্য আপনাদিগের প্রাণপর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, এমন কি সিন্ধুনদ পার হইয়া সুদূর কাবুলে গমনপূর্ব্বক তাঁহারই জন্য দেশ জয় করিতেন। ভারতবাসী চিরকাল রাজভক্ত। সেইজন্য তাঁহারা কঠোরতম অত্যাচার সহ্য করিয়াও সম্রাটের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হইতেন। ভারতবাসী যে রাজভক্ত, তাহা আকবর বুঝিয়াছিলেন; জাহাঙ্গির ও শাজিহান তাহার যাথার্থ্য অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন বলিয়া ভারতসন্তানের সে অতুল রাজভক্তির প্রতিদান করিতে তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন না। কিন্তু দুরাচার আরঙ্গজীব সে রাজভক্তির মহিমা বুঝিতেন না, অথবা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেন না। কেননা তিনি ভারতসন্তানদিগের রাজভক্তি ও উদারতাকে অন্যতম জঘন্য নামে অভিহিত করিতেন। তিনি বলিতেন যে, ভারতবাসীগণ তাঁহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপভয়ে পদলেহন করিত। ইহাই ভারতবাসিদিগের পবিত্র রাজভক্তির শোচনীয় পুরস্কার! আরঙ্গজীব ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আপন পিতৃপুরুষদিগের প্রশস্ত পদবী অনুসরণ করিয়া ভারত-সন্তানদিগের উচ্চরাজভক্তি ও উদারতার উপযুক্ত প্রতিদান করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া সেই পরমবিশ্বস্ত ও রাজভক্ত রাজপুতদিগের উপর পশুবৎ আচরণ করিতেন এবং হেয়, নিকৃষ্ট ও জঘন্য মুণ্ডকর স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের সেই অতুল রাজভক্তির যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেন! উক্ত জঘন্য "জিজিয়া" কর হইতেই মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়। যদি আরঙ্গজীবের বংশধর তৎপ্রদর্শিত জঘন্য পদবীর অনুসরণ করিয়া সেই হেয় মুণ্ডকর স্থাপনপূর্ব্বক ভারতবাসিদিগকে কঠোরতম আচরণ না করিতেন, তাহা হইলে মোগলসাম্রাজ্যের তত শীঘ্র অধঃপতন হইত না। দুরাচার আরঙ্গজীব যে, সমগ্র হিন্দুজাতিকে বলপূর্ব্বক ইসলামের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, রাজপুতকেশরী রাজসিংহের প্রচণ্ড প্রতাপের ভয়ে যে দুরভিসন্ধি সাধন করিতে পারেন নাই; আজি তাঁহাদিগের উপর সেই কঠোরতম মুণ্ডকর স্থাপন করিয়া তিনি দুরভিসন্ধির সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। সেই দুর্বহ করভার হইতে কোন হিন্দুই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে নাই।

আরঙ্গজীব যে ভয়ানক হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহার জীবনের প্রতি পংক্তি তাহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। যদি কোন হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারিত, ঘোরতর পাপাচারী হইলেও সম্রাট তাহাকে সাদরে আপন আশ্রয়চ্ছায়া-তলে স্থানদান করিতেন। অনেক হিন্দুকলঙ্ক স্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আপন স্বজাতীয়দিগের রোষবহ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। সেইরূপ স্বধর্ম্মবিদ্বেষী পাষণ্ডদিগের মধ্যে শুদ্ধ একজনের বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইল। তাহার জীবনী আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, তাহাকে আশ্রয় দান করিয়াই আরঙ্গজীব আপনার পদে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অবিমৃষ্যকারিতাদোষে যে বিষময় ফল সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার সন্তানসন্ততিদিগকে চিরকাল ধরিয়া ভোগ করিতে হইয়াছিল, মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল।

শিশোদীয়কুলের নিম্নতম শাখাকুলে রাও গোপাল নামে একজন রাজপুত সমুদ্ভূত হয়েন। তিনি চম্বলনদের তীরভূমিস্থ রামপুর * জনপদ সামন্ত-বৃত্তিস্বরূপ ভোগ করিতেন। দক্ষিণাপথের যুদ্ধকালে তাঁহার অধীনস্থ অনেকগুলি রাজপুতসেনানী তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। রাও গোপাল দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করিবার সময় আপন পুত্রের হস্তে রামপুরের শাসনভার অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার কুলাঙ্গার পুত্র পিতার অনুপস্থিতিকালে রামপুরের সমস্ত রাজস্ব পিতার নিকট প্রেরণ না করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল। তাহাতে রাও গোপাল তাহার নামে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করেন। তাঁহার মূর্খ পুত্র পিতার বিদ্বেষনয়ন এবং সম্রাটের রোষবহ্নি হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল; অনেক ক্ষণের পর সে যে উপায় উদ্ভাবন করিল, তাহাতে সে সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল এবং আপনার মনোভিলাষও পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হইল। দুরাচার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইসলামের ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। আরঙ্গজীব তখন তাহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে শুদ্ধ ক্ষমা করিলেন না, এমন কি রাও গোপালের ভূমিবৃত্তি রামপুর জনপদ তাহারই হস্তে অর্পণ করিলেন। কুলাঙ্গার পুত্রের উক্তরূপ দুরাচরণে রাও গোপালের অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হইল। তিনি নিরতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং পাষণ্ডকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবার ইচ্ছায় সদলে রামপুর অবরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যম সফল হইল না। বরং তাঁহার আপনার স্বাধীনতা ও জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবার উপক্রম হইল। তখন গোপালসিংহ আত্ম-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণা অমরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রূর-প্রকৃতি আরঙ্গজীবের হৃদয়ে তাহা সহ্য হইল না। গোপালকে আশ্রয় দান করাতে রাণা তাঁহার নিকট বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। তখন সম্রাট, রাণার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য স্বীয় পুত্র আজিমকে মালবরাজ্যে অবস্থিত থাকিতে আদেশ করিলেন। সম্রাটের পরমানুগত জনৈক রাজপুত † আপনার জীবনবৃত্তে আরঙ্গজীবের উক্তবিধ দুরাচরণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থের একস্থলে লিখিত আছে "সম্রাট আপনার পরমবিশ্বস্ত ও মহোপকারী রাজপুত প্রজাদিগের প্রতি স্বল্প অনুগ্রহই প্রদর্শন করিতেন। ইহাতেই তাঁহার পরিচর্য্যায় তাহাদের আগ্রহ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল।"

---

* রামপুর টঙ্ক নামে আর একটী নগর আছে। সেই রামপুরটঙ্ক হইতে প্রভেদ করিবার জন্য ইহা রামপুর ভনপুর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাও গোপাল প্রসিদ্ধ চন্দ্রাবৎ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ("রাজস্থান" ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রাবৎগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত এই উৎকৃষ্ট ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। পরে রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ আপনার ভাগিনেয় অম্বররাজকুমার মধুসিংহকে ইহা দান করেন। কিন্তু মধুসিংহ অম্বরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলে ন্যায় ও কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া উক্ত রামপুর জনপদ হলকারকে দান করিয়াছিলেন। এইরূপে মিবারের প্রধানতম অঙ্গ ছিন্ন হইয়া পড়িল। চন্দ্রাবৎ সামন্ত পিতৃপুরুষদিগের প্রাচীন ভূমিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়েন নাই। ইহার অভ্যন্তরস্থ আমুদ দুর্গের সহিত ইহার কিয়দংশ তাঁহারা ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। সে অংশটুকু তাঁহারা রাজবারার সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিয়াছেন।

† ইহাঁর আত্মজীবনীর কিয়দংশ মহাত্মা টড সাহেবের হস্তে পতিত হইয়াছিল।

সম্রাটের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রাণা অমরসিংহ তদ্বিরুদ্ধে অসিধারণ করিলেন। তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য মালবরাজ সেই রণরঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। আজিম তখন নর্ম্মদার পরপারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথাকার মহারাষ্ট্রীয়গণ নীম সিন্ধিয়া নামক জনৈক রণদক্ষ মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির অধিনেতৃত্বে তৎপ্রদেশে ঘোরতর বিপ্লব সমুত্থাপন করিয়াছিল*। সেই বিপ্লব-বহ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য সম্রাট আরঙ্গজীব রাজা জয়সিংহকে আজিম সমীপে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু কোন দিকেই কোন ফলোদয় হইল না। তাঁহার কঠোরতম অত্যাচারে তখন ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত; সকলেই তাঁহার অন্তিম বয়সের অপারগতা এবং তাঁহার পারিবারিক সংঘর্ষ হইতে সুবিধা পাইয়া মোগলের দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচন করিতে সচেষ্ট। সুতরাং সম্রাট কোন্ দিক্ রক্ষা করিবেন?—কাহাকেই বা দমন করিবেন? একদিকে ভীমবিক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ বীরকেশরী শিবজির মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীনতা-লাভের জন্য উদীয়মান দিবাকরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল, অপর দিকে উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত রাজপুত সামন্তগণ মোগলসাম্রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতেছিল। এই সকল বহির্বিপ্লবে উদ্বেজিত হইয়াও সম্রাট অন্তর্বিপ্লব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তিম বয়সদর্শনে তদীয় পুত্র ও পৌত্রগণ সাম্রাজ্যলাভার্থ পরস্পরের হৃদয়শোণিত পাত করিতে সমুদ্যত হইল। সেই সকল প্রচণ্ড সংঘর্ষে প্রপীড়িত হইয়া অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী বিভীষিকাময় রাজ্যসম্ভোগের পর মোগল সম্রাট আরঙ্গজীব স্বনামপ্রথিত আরঙ্গাবাদ নগরে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জিকদ দিবসে মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন।

সেইদিন আরঙ্গজীবের পুত্র ও পৌত্রগণের মধ্যে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুতে শোক করা দূরে থাকুক, সকলেই সম্রাট-সিংহাসন লাভ করিবার আশয়ে দিল্লি-অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিল। প্রথমতঃ সম্রাটের দ্বিতীয় তনয় আজিম সম্রাটপদ অধিকার করিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ মৌজামকে সদলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ধাত্র ও কোটার রাজপুতদিগের † সহিত আগ্রানগরীতে উপস্থিত হইলেন। মিবার, মারবার এবং রাজবারার সকল পশ্চিম রাজ্যের অধীশ্বরগণ জ্যেষ্ঠ মৌজামের পতাকামূলে দণ্ডায়মান ছিলেন। মৌজাম উক্ত রাজপুতদিগের সহিত জাজো নামক স্থানে উপনীত হইলে আজিম সদলে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু তিনি অগ্রজের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কোটা ও ধাতনগরীর নৃপতিদ্বয় এবং আপন পুত্র বিদার বক্তের সহিত সেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। অতঃপর মৌজাম অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইয়া শা আলম বাহাদুর শা নাম ধারণ পূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে সমারোহণ করিলেন। মৌজাম অনেকগুলি সুন্দরগুণে বিভূষিত ছিলেন।

---

* ১৭০৬-৭ খৃষ্টাব্দে এই মহারাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হয়।

† রাও দলপৎ (বুন্দেলা) এবং রাও রামসিংহ (হার)।

সেই সকল সুন্দরগুণে বিমোহিত হইয়া প্রায় সমগ্র রাজপুত-সমিতিই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত। বিশেষতঃ তিনি রাজপুতরমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহাদের নিকট প্রায় সকল বিষয়েই সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেন। যদি তিনি হিন্দুহিতৈষী ধার্ম্মিকপ্রবর শাজিহানের অব্যবহিত পরেই দিল্লিসিংহাসনে সমারূঢ় হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় বীরবর তৈমুরের বিশাল বংশতরু তত শীঘ্র ভারতক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত হইতনা; হয়ত আজিও তাঁহার বংশধরগণ মণিময় ময়ূর-সিংহাসনে আরূঢ় থাকিয়া আশিয়ার মধ্যে একটী প্রবলতর রাজবংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু এজগতে কাহারও গৌরব চিরস্থায়ী নহে; নতুবা দুরাচার আরঙ্গজীব সম্রাটপদে সমাসীন হইয়া আপন প্রজাদিগকে লৌহদণ্ডপ্রহারে পীড়ন করিবে কেন?—নতুবা তাঁহার রাজ্য অত্যাচারের অন্ধতম নরককূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে কেন? আরঙ্গজীব বীরকেশরী তৈমুরের অযোগ্য বংশধর; তাঁহার পিতৃপুরুষগণ এই সুদূর ভারতবর্ষে আপনাদিগের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, মদমত্ত আরঙ্গজীব বলদর্পিত হইয়া তৎসমুদায় নীতির মস্তকে পদাঘাত করিলেন। তিনি ভারতের সম্রাট; সাগরাম্বরা ও শৈলমেখলা বিশাল ভারতভূমি তাঁহার পদ-প্রান্তে পতিত। তিনি ইচ্ছা করিলে আপন পিতৃপুরুষদিগের উৎকৃষ্ট নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত রাজপুতদিগকে এক একটী জনপদ বা প্রদেশ দান করিয়া উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার কঠোর হিন্দুবিদ্বেষিতা কোনরূপ সদ্ব্যবহার করিতে দেয় নাই *। বীরবর বাবর যে হিন্দুদিগকে সদাসর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, যাঁহাদিগের মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার সদাশয় বংশধরগণ প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন, আজি আরঙ্গজীব কঠোরতম অত্যাচারদ্বারা তাঁহাদিগের

---

* এ অধঃপতিত হতভাগ্য ভারতসন্তানদিগের জন্য কয় জন ব্রিটন চিন্তা করিয়াছেন?—যে কয় মহাত্মা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দেবচরিত টড মহোদয় শ্রেষ্ঠ। আমরা পদগৌরবের তুলনায় এ শ্রেষ্ঠত্ব বিনিয়োগ করিতেছি না; এ শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার মহোচ্চ হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাবরাশির উৎকর্ষে। তিনি ভারতের জন্য এ ভবধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ভারতের হিতসাধন করিয়াই ইহা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার মহাব্রত সর্ব্বতোভাবে পালিত হয় নাই; তথাপি তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ঠ; তাহার জন্যই ভারতসন্তানগণ তাঁহাকে অনন্তকাল দেবভাবে পূজা করিবে। তাঁহার ন্যায় আর কোন্ বিদেশীয় এই হতভাগ্য আর্য্যসন্তানগণের অতীত গৌরবের বিষয় চিন্তা করিয়া শোকোন্মত্ত হইয়াছেন? তিনি যে ভারতের জন্য কত চিন্তা করিয়াছেন, তাহার প্রশস্ত প্রমাণক্ষেত্র এই পবিত্র "রাজস্থান"। যে আরঙ্গজীব ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী ও অত্যাচারী ছিলেন, তিনি হিন্দুদিগের আনুরক্তি পাইবার জন্য ইহাঁদিগকে কিরূপ পুরস্কার দান করিতেন, এবং বৃটিযসিংহ কিরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, মহাত্মা টড এতদুভয়ের তুলনা করিয়া এই স্থলে বলিয়াছেন "ব্রিটেন আজি ভারতীয়দিগের রাজভক্তি প্রাপ্ত হইবার জন্য কি পুরস্কার দান করিতেছেন? দুর্ভর শুল্কের জন্য তাহারা পরিশ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রীকে দেশীয় হাটবাজারে লইয়া যাইতে পারে না। * * * যে সকল বিশ্বস্ত সৈনিকের বক্ষস্থল প্রশংসা-পাদক-মালায় মণ্ডিত, তাঁহার পুরস্কারস্বরূপ বার্ষিক ১২০ পৌণ্ডের ও (১২০০ টাকা) অধিক বেতন আশা করিতে পারেন না। এমন কি যে সকল সংস্কারের অবমাননা করাতে আরঙ্গজীবের বংশধরগণ স্থানীয় সকল প্রকার সুবিধা সত্ত্বেও ভারতের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, আজি সে সকল সংস্কারের প্রতি অতি অল্পই মনোনিবেশ করা হয়।"

হৃদয়ে এরূপ দারুণ ক্ষতনিচয় সমুদ্ভাবন করিয়া দিলেন যে, আর কেহই তাহা আরোগ্য করিতে পারিল না। সেই সমস্ত ক্ষতের বিকট জ্বালায় নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া রাজপুতগণ বিষবোধে মোগলসাম্রাজ্যের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। রাজপুত-প্রিয় গুণবান্ বাহাদুর স্বীয় স্বল্পকালব্যাপী রাজত্বের মধ্যে তাহা আরোগ্য করিতে পারেন নাই। তিনি গুণবান্ ছিলেন বটে, কিন্তু রাজপুতগণ তাঁহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। দীর্ঘকালব্যাপিনী দূরদর্শিতা হইতে তাঁহাদের হৃদয়ে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, মোগলমাত্রই অবিশ্বাসী ও নিষ্ঠুর; তাহারা ভীষণ জলৌকার ন্যায় রাজস্থানের সমস্ত শোণিত শোষণ করিয়াছে। বাহাদুর সেই মোগলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনিও যে রাজবারার সমস্ত শোণিত শোষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? উক্তরূপ সংস্কারনিবন্ধন রাজপুতগণ পরস্পরের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য পরস্পরের সহিত সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন। বাহাদুর শা তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য সমূহ চেষ্টা করিলেন, তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষদিগের দৃঢ় রাজভক্তির উদাহরণ উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে মোগলের সহিত পুনঃসম্বদ্ধ করিতে অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ও যত্নই বিফল হইয়া গেল *। তাঁহাদিগের মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা আর কিছুতেই অপনীত হইল না। তাঁহারা স্থির জানিয়াছিলেন যে, অসংখ্য কর্ত্তব্য সাধন করিলে, এমন কি প্রাণপর্য্যন্তও উৎসর্গ করিলেও কিছুতেই মোগলের কৃতঘ্নতা ও নিষ্ঠুরতা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবেন না। সেইজন্য তাঁহারা বাহাদুর-শাহের কোন অনুরোধই গ্রাহ্য করিলেন না। মোগলসম্রাটের অনুরোধ লইয়া দূত তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহারা কেবল এইমাত্র বলিতেন "দেবতা বিমুখ হইলে লোকের মতিচ্ছন্ন ঘটিয়া থাকে।"

রাজপুতদিগের উক্তপ্রকার আচরণ দেখিয়া সম্রাট বাহাদুর শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, যে ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের নিকট তিনি স্বল্পই আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল ঘটনার সমসময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমবক্সের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। কমবক্স দক্ষিণাবর্ত্তে আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাহাদুর তাঁহার উক্ত কার্য্যের সমূহ শাস্তি দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে না হইতে অচিরে শিখদিগের বিপ্লব নিবারণ করিবার জন্য উত্তরদেশে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। গুরু নানক এই বিক্রান্ত জাতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারা তাঁহারই শিষ্য। কথিত আছে, অক্ষুঃনদের তীরবর্ত্তী শাকদ্বীপীয় প্রাচীন জিতকুলে ইহারা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন; পরে অভিযানোদ্দেশে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের পঞ্চনদপ্রদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। গুরু নানকের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবার এক শতাব্দী পরে আত্মরক্ষণোপযোগী বলবিক্রম অর্জ্জন করিয়া শিখগণ ক্রমশঃ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আজি বাহাদুর শাহের শাসনকালে সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যের মধ্যে সেই শিখগণই কেবল একমাত্র স্বাধীন জাতি। এক্ষণে তাহাদিগকে স্বাধীন হইতে

* ১৭০৯-১০ খৃষ্টাব্দ।

দেখিয়া সম্রাট বাহাদুর সদলে সেই পঞ্চনদ প্রদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে অম্বর ও মারবারের নৃপতিদ্বয় সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়াই শিবির হইতে চলিয়া আইসেন। তাঁহাদিগের উক্তরূপ চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কোন কারণই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন ঐতিহাসিকের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা শিখদিগের জীবন্ত ভাবের অনুসরণ করিয়া মোগল-শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

ভারতের সেই সার্ব্বজনীন বিষবাদ-কালে পরাক্রান্ত শিখদিগের জ্বলন্ত আদর্শের অনুসরণপূর্ব্বক রাজপুতগণ মোগল-নিগড় ছিন্ন করিতে মনস্থ করিলে, সম্রাট বাহাদুর তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ ও শান্ত করিবার জন্য স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। সম্রাটের অভ্যর্থনা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইলেন না। তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সম্রাট কত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। অতঃপর সম্রাটের অনুমতি না লইয়াই রাজপুতগণ তদীয় শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক উদয়পুরে রাণা অমরের নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা সকলে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে রাজস্থানের তিনটী মহাবল একীভূত হইল, পরিত্যক্ত রাঠোর ও কুশাবহ দীর্ঘকালের পর রাজপুতকুলচূড়া পরম পবিত্র শিশোদীয়ের সহিত একত্র ভোজন করিতে পাইলেন এবং বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই সম্মান পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্যই তাঁহারা একীভূত হইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার সময় মারবার ও অম্বরের নৃপতিদ্বয় আপনাপন ইষ্টদেবতার নামে শপথ করিলেন যে, আর কেহই কখন মোগল সম্রাটের সহিত পারিবারিক বা রাজনৈতিক কোন সম্বন্ধ-সূত্রেই সম্বদ্ধ হইবেন না। সেই সঙ্গে আরও স্থিরীকৃত হইল যে, শিশোদীয় কুলের সহিত বৈবাহিক বন্ধনের পর শিশোদীয় রাজকুমারীদিগের গর্ভে যে সমস্ত সন্তানসন্ততি উৎপন্ন হইবে, তাহারা উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইবে। যদি পুত্র হয়, তবে রাজসিংহাসনে সমারূঢ় হইবে; কন্যা হইলে সম্ভ্রান্ত রাজকুলে সমর্পিত হইবে; প্রাণ থাকিতে তাঁহারা তাহাদিগকে মোগলকরে অর্পণ করিয়া আত্মকুলকে কলুষিত করিবেন না।

শিশোদীয়কুলের নিকট পূর্ব্বতন সম্মান পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া মোগলের শৃঙ্খল হইতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশে রাঠোর ও কুশাবহ নৃপতিদ্বয় উক্তবিধ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন বটে; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের আর একটি মহতী অস্বস্তি সমুদিত হইল। ইহাতে তাঁহাদিগের চিরন্তন জ্যেষ্ঠসত্ত্বাধিকার-বিধানের ব্যভিচার হইল। যে প্রথা আবহমানকাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার আকস্মিক বিপর্য্যয়ে যে বিষময় ফল সমুৎপন্ন হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মারবার ও অম্বরের নৃপতিগণ সেই চিরন্তনী প্রথার ব্যভিচারকালে রাজ্যমধ্যে যে বিষম অন্তর্ব্বিচ্ছেদ সম্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবারিত হয় নাই। তাহার নিবারণার্থে যে মধ্যস্থ

সমুপস্থিত হইল, তাহার কঠোরতর স্পর্শে রাজস্থানের অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িল ;— সে স্পর্শ মোগলের শৃঙ্খলাপেক্ষা কঠোরতর!—তাহা দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের! সেই ত্রিবলাত্মিকা সন্ধিদ্বারা রাজপুতগণ বাবরের বিরাট সিংহাসনকে ভূপাতিত করিলেন সত্য ; কিন্তু সেই সূত্রে যে দুর্দ্দান্ত শত্রু তাঁহাদিগের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাদিগের হইতেই তাঁহারা অবশেষে অধঃপতিত হইলেন।

যে দিন হিন্দুবৈরী আরঙ্গজীব কুলকলঙ্ক রতনসিংহকে * তদীয় পিতার রোষবহ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনার আশ্রয়চ্ছায়াতলে স্থান দান করিলেন, যে দিন হতোদ্যম রাও গোপালসিংহ উদয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, রাণা অমরসিংহ সেই দিন তাঁহার হস্তচ্যুত ভূমিবৃত্তি রামপুর উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু বৈষয়িক নানা কার্য্যনিবন্ধন এতদিন সে কার্য্য সাধান করিতে পারেন নাই। এক্ষণে রাঠোর ও কুশাবহ নৃপতিদ্বয়ের সহিত একীভূত হইয়া তিনি সেই পূর্ব্বসঙ্কল্প সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। রাজা মুসলিম খাঁ † তাঁহাদিগের সমবেত উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দিল। সম্রাট তাহার জয়সম্বাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিলেন। দূত মুসলিমের জয়সম্বাদ সম্রাট-সদনে বহন করিবার সময় তাঁহাকে আর একটী সমাচার বিজ্ঞাপিত করিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, "রাণা স্বরাজ্যকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া গিরি-নিলয়ে প্রস্থান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।" এতদুভয় সমাচার প্রাপ্ত হইবার কিয়ৎকাল পরেই সম্রাট আবার শুনিতে পাইলেন যে, রাণার সুবলদাস নামা জনৈক কর্ম্মচারী পুরমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা ফিরোজখাঁকে আক্রমণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ফিরোজ খাঁ বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আজমীরে পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু বীরবর জয়মলের উপযুক্ত বংশধর সেই যুদ্ধে গতজীবন হইয়াছিলেন ‡। ফিরোজ খাঁর নিগ্রহবিবরণ অবগত হইয়া সম্রাট নিতান্ত ভীত ও দুঃখিত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত দুইটী ঘটনাকে তাঁহার সত্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে সাহসী ও পরাক্রান্ত দুর্গাদাস পিতৃ-দ্রোহী আকবরকে শত সহস্র বাধা বিপত্তির মধ্যদিয়া নিরাপদস্থলে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, আজি মোগল-সাম্রাজ্যের এই সার্ব্বজনীন সংঘর্ষকালে পুনর্ব্বার রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার রাজা তাঁহাকে পোষণ করিতে না পারাতে এক্ষণে তিনি উদয়পুরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাণা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার দৈনিক বৃত্তিস্বরূপ পাঁচশত টাকা ধার্য্য করিয়া

---

* রামপুর-পতি রাও গোপালের পুত্র।

† মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রতনসিংহ মুসলিম খাঁ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

‡ যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুবলদাস উক্ত ব্যাপার সাধন করিয়াছিলেন, টড মহোদয় তাহা একটী দপ্তরখানায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুবলদাসের পুত্রের প্রতি সেই আদেশ প্রেরিত হয়।

"রাঠোর রায়সিংহ সৌবলদাসতের প্রতি মহারাণা অমরসিংহ।"

"আপনার চতুঃপার্শ্বস্থ পল্লী ও জনপদ সকলকে উৎসাদিত করিবেন,—আপনার পরিবারবর্গ বাসার্থে অন্য "স্থান প্রাপ্ত হইবেন,—বিশেষ সমাচার জানিবার জন্য চন্দাবৎ দৌলতসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। "আমার এই আদেশ পালন করিতে ত্রুটী করিবেন না।"—(খৃঃ অঃ ১৭০৮–৯, ডিসেম্বর)।

দিলেন। কিন্তু এই সকল রাজপুত বীরের সমবায়ে যে একটী মহাবল সৃষ্ট হইল, শা-আলম বাহাদুরের শাসন-কালে তাহার কার্য্য-কারিতা প্রারব্ধ হয় নাই; কেননা সেই মহাবল সৃষ্টির প্রাক্কালেই শা-আলম বাহাদুর আততায়ী পাষণ্ডের প্রযুক্ত বিষপানে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন *। তিনি এক জন সাধু ও সচ্চরিত্র নৃপতি ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার দুরাচার পিতার অসীম পাপরাশির প্রতিফল শত সহস্র কঠোর বজ্ররূপে পরিণত হইয়া অবশেষে তাঁহারই মস্তকে নিপতিত হইল। পিতৃকৃত পাপের প্রতিফল পুণ্যবান্ পুত্রকে ভোগ করিতে হইল! শা-আলমের আশা ভরসা সমস্তই বিফল হইয়া গেল। হিন্দুকুশ হইতে সাগর পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত সমস্ত প্রদেশ তাঁহার শাসনকালে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলাদ্বারা ঘোরতর উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহাদুর মনে করিয়াছিলেন যে, সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া মোগলসাম্রাজ্য সুখে ও শান্তিতে পরি-রক্ষণ করিবেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে আশা সফল হইল না। যদি পাষণ্ডের পৈশাচিক অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তিনি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে মোগলসাম্রাজ্যের তত শীঘ্র অধঃপতন হইত না। শা-আলম একজন কার্য্যদক্ষ, দূরদর্শী ও সুশীল নৃপতি ছিলেন। যদি তাঁহার জীবনপাদপের মূলে অকালে কুঠার প্রহৃত না হইত, তাহা হইলে এই সকল রাজোচিত সদ্গুণগ্রামের সাহায্যে তিনি পতনোন্মুখ মোগলসাম্রাজ্যকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার কঠোর বিধানানুসারে মোগলকুলের অধঃপতন অনিবার্য্য; নতুবা অকালে বাহাদুরেরই বা অপঘাত-মৃত্যু হইবে কেন?—নতুবা তাঁহার বংশধরগণ সম্রাটনামের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইবেন কেন? তাঁহারা আপনাদিগের অযোগ্যতাবশতঃ মোগল-গৌরবকে যে অতল ধ্বংসকূপে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করা কোন মানবেরই সাধ্যায়ত্ত নহে।

যেদিন সাধুচরিত শা-আলম বাহাদুর শা বিষ-প্রয়োগে অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত হইলেন, সেই দিন হইতে বীরবর বাবরের সিংহাসন ক্ষয়িতমূল বৃক্ষের ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; সেইদিন হইতে মোগলসম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিগণ শোণিতহ্রদে সন্তরণ করিয়া সেই কম্পান্বিত সিংহাসনে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কেহই তাহাকে স্থির রাখিতে পারিল না। পরিশেষে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থিত বেরা নামক নগর হইতে দুইটী সৈদভ্রাতা † আসিয়া মোগলসিংহাসনকে পণ্য করিয়া তুলিল। বাবর, আকবর, জাহাঙ্গির ও শাজিহানের পবিত্র রত্নসিংহাসন উক্ত ক্রূরচরিত সৈদ ভ্রাতৃদ্বয়ের ইচ্ছানুসারে তাহাদিগের মনোনীত পাত্রে সমর্পিত হইতে লাগিল; উত্তরাধিকারিত্বের চিরন্তনী বিধির সম্পূর্ণ ব্যভিচার হইল; ধর্ম্ম ও ন্যায়ের পবিত্র মস্তকে পাপ পদাঘাত প্রহৃত হইল। অর্থ ও তোষামোদদ্বারা যে তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিল, সেই ভারতের সম্রাটসিংহাসনে কিছুকালের

* আততায়ী পাষণ্ড ১৭১২ খৃষ্টাব্দে শা-আলমকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে।

† হোষেণ আলি ও আবদুল্লা খাঁ।

জন্য বসিয়া লইল; কিন্তু তাহার পরেই তাহার কপাল ভাঙ্গিল; "রাজস্রষ্টা" মহাত্মদ্বয় আবার তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আবার একজনকে অর্পণ করিল। এইরূপে মোগলের সিংহাসন ও বংশধরগণ সৈদ হোষেণ আলি ও আবদুল্লা খাঁর হস্তে ক্রীড়াকন্দুক ও ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া মোগলকুলের শোচনীয় অধঃপতনকাহিনী জগতে ঘোষণা করিতে করিতে অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল।

যে সময়ে রাজস্থানের ত্রিবল মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই সময়ে "রাজস্রষ্টা" সৈদদ্বয় ফিরকশিয়রকে সম্রাটপদে স্থাপিত করিয়াছিল। হিন্দুবৈরীদিগের দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর অত্যাচার সহ্য করিয়াও একমাত্র যে সহিষ্ণুতার বলে তেজস্বী রাজপুতগণ প্রচণ্ড প্রতিশোধ-পিপাসা সম্বরণ করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের যথেচ্ছাচার এবং ভারতমাতার শোচনীয় নিগ্রহদর্শনে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের সেই সহিষ্ণুতা স্খলিত হইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে অন্তর্নিগূহিত চিরলালিত প্রতিজিঘাংসানল প্রচণ্ডতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আততায়ী যবনগণ হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া তদুপরি যে সকল মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আজি রাজপুতগণ সেই সকল মস্‌জিদ চূর্ণবিচূর্ণিত ও ধূলিসাৎ করিতে লাগিলেন এবং মোগলদিগের ধর্ম্মযাজক ও দাওয়ানদিগকে নিগৃহীত করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বাধীনতার স্বর্গীয় মস্তকে পদাঘাত করিয়া যবনগণ রাজপুতদিগের প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই অপহরণ পূর্ব্বক মুল্লা ও কাজিদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। এক্ষণে রাজপুতগণ—বিশেষতঃ রাঠোরগণ সেই সমস্ত ক্ষমতা পুনর্গ্রহণ করিয়া সেই স্বর্গীয় স্বাধীনতারত্নকে মোগলের নিকট হইতে আচ্ছিন্ন করিলেন। যশোবন্তসিংহের মৃত্যুকালাবধি বিক্রান্ত রাঠোরগণ মোগলগ্রাস হইতে আপনাদিগের সমস্ত স্বত্ব দৃঢ়রূপে সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে অজিতসিংহ মারবার হইতে মোগলদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াদিলেন। এতদুপলক্ষে রাজস্থানের ত্রিবল প্রসিদ্ধ শম্বর সরোবরের তটোপরি সমবেত হয়েন। সেই সরোবর মিবার, মারবার ও অম্বরের সাধারণ সীমারূপে স্থিরীকৃত হইল, এবং তাহা হইতে যে কোন উপসত্ব উদ্ভূত হইল, তাঁহারা তিনজনে তাহা সমভাবে ভাগ করিয়া লইতে লাগিলেন।

রাজপুতদিগের বিক্রম ও বাহুবল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সম্রাট অবশেষে তাঁহাদিগের কঠোর আচরণ প্রতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমির-উল-ওমরা * অজিতসিংহের দর্প চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে সদলে তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে অজিত সম্রাটের হস্তাক্ষরিত একখানি গুপ্ত পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে সম্রাট অজিতকে দর্পী সৈদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সম্রাট আত্মসেনাপতির গতিরোধ করিবার জন্য কেন যে শত্রুর নিকট গুপ্ত লিপি প্রেরণ করেন; তাহার বিশেষ কারণ আছে। সৈদদ্বয় কর্ত্তৃক সম্রাটপদে অভিষিক্ত ও পরিচালিত হইয়া ফিরকশিয়র আপনার অকিঞ্চিৎকরত্ব ও দুর্ভাগ্যের বিষয় সম্পূর্ণ বুঝিতে

* হোষেণ আলি আমির-উল-ওমরা এবং তদীয় ভ্রাতা আবদুল্লা কুতব-উল-মুল্ক নামে প্রসিদ্ধ।

পারিয়াছিলেন; বুঝিয়াছিলেন যে, সেই সাম্রাজ্য-ভোগ বিড়ম্বনামাত্র। সৈদ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহাতে সম্রাটের মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হয়। তিনি তাহাদিগের প্রতিপত্তি লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত কৌশলে তাহাদিগের প্রতিপত্তির হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বরং অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিই পরিলক্ষিত হইল। ইহাতে সম্রাটের মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। সৈদের দর্প চূর্ণ করিবার এবং সেই সকল ভীতি ও সন্দেহের বিষদংশন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্রাট অবশেষে অজিতকে সেই গুপ্ত পত্র প্রেরণ করিলেন *। কিন্তু তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। রাঠোর-রাজ অজিতসিংহ সৈদদ্বয়ের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন এবং সম্রাটকে নিয়মিত কর ও আপনার একটী কন্যা দান করিতে সম্মত হইলেন। এরূপ কার্য্যের প্রতিদানস্বরূপ অজিত মোগলসভায় বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যে দিন সম্রাট ফিরকশিয়রের সহিত মারবার-রাজনন্দিনীর পরিণয়-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল, সেই দিন এই সুদূর সপ্তসিন্ধুপ্রদেশে শ্বেতদ্বীপীয় ব্রিটিষসিংহের প্রভুতার পথ পরিষ্কৃত হইল। বিবাহবন্ধন সম্বদ্ধ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে হঠাৎ সম্রাটের পৃষ্ঠদেশে একটী স্ফোটক সমুদ্ভূত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। শ্রেষ্ঠ মুসলমান চিকিৎসকগণ সেই স্ফোটক আরাম করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারও চেষ্টা ফলবতী হইল না। ক্রমে সম্রাটের অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল।—বিবাহের দিবস নিকটস্থ, তথাপি কেহই তাহা আরোগ্য করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন অতীত হইয়া গেল। সম্রাট ক্রমশঃ নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সকলের মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল। শুভ পরিণয়ের জন্য যে সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল, তৎসমুদায় বুঝি অন্ত্যেষ্টিবিধানে প্রযুক্ত হয়। ফলতঃ সকলেই অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়া চারিদিকে উপশমোপযোগী উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সময়ে সুরাটস্থ ব্রিটিষ বণিকদিগের জনৈক দূত সম্রাটের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন চিকিৎসক,—বিশেষতঃ শল্যচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সম্রাট অবশেষে তাঁহাদ্বারা চিকিৎসা করাইতে বাধ্য হইলেন। সেই চিকিৎসকের নাম হেমিল্টন। মহাত্মা হেমিল্টন অন্তঃপুর মধ্যে নীত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই সম্রাটের সাংঘাতিক পৃষ্ঠব্রণ আরাম করিয়া দিলেন। তাঁহার সুচারু চিকিৎসার গুণে সম্রাট সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া স্বীয় মনোমোহিনীকে বিবাহ করিলেন। মহাধুমধামের সহিত বিবাহব্যাপার সমাপিত হইয়া গেলে † সম্রাট একদা মহাত্মা হেমিল্টনকে নিকটে আহ্বান করিয়া

* সম্রাট ফিরকশিয়র যে, ভিতরে ভিতরে তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা সৈদ ভ্রাতৃদ্বয় তখন আদৌ জানিতে পারে নাই; সেইজন্য তাহারা সম্রাটের হইয়া অজিতসিংহের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

† উক্ত পরিণয়ব্যাপার মহা গৌরব ও ধুমধামের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। মহাত্মা স্যার ওয়াল্টার স্কট এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন "আমির-উল্-ওমরা কন্যাপক্ষের „সমস্ত„ উৎসব সম্পাদন "করিয়াছিলেন এবং বিবাহকাণ্ড এরূপ মহা ধুমধামের সহিত সমাপিত হইয়াছিল যে, তৎপূর্ব্বে হিন্দুগণ

স্নেহপূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আমার নিকট কি পুরস্কার প্রার্থনা করেন?" মহানুভব হেমিল্টণ উত্তর করিলেন "সম্রাট! আমি ধন চাহি না—মান চাহি না—উচ্চতম পদগৌরবেরও আকাঙ্ক্ষা করি না। আমরা সুদূর দেশ হইতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছি; আপনার এই সাম্রাজ্যে আমাদের পদমাত্র রাখিবার স্থান নাই। এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা—অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ স্থান দান করুন এবং যাহাতে বাণিজ্যবিষয়ে আমাদিগের সুবিধা হয়, তদুপযোগী কোন স্বত্বপত্র আদেশ করুন।" সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পুরণ করিলেন। সেই দিন এই বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রে ব্রিটিষ-প্রভুতার যে বীজ উপ্ত হইল, তাহা কালে অঙ্কুরিত এবং প্রকাণ্ড পাদপে পরিণত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। আজি সেই বিশাল আশ্রয়পাদপের স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে অসংখ্য ভারতসন্তান বিশ্রাম করিতেছে। দেখিও, বিধাতঃ! সে মহামহীরুহে যেন কাল ভুজঙ্গ স্থান না পায়।

মোগলসম্রাট ফিরকশিয়র মহাত্মা হেমিল্টণের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ এবং আত্মত্যাগ দর্শনে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়াছিলেন। হেমিল্টণ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই অসীম ধনের অধিকারী হইতে পারিতেন; নিশ্চয়ই তিনি একজন ভারতবর্ষীয় সামন্তরাজের ন্যায় অতুলবিষয়বিভব ভোগ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি অকিঞ্চিৎকর আত্মস্বার্থের বিষয় ত্যাগ করিয়া স্বদেশের যে মহোপকার সাধন করিয়া গেলেন; সে মহোপকারের প্রকৃত প্রতিদান কোথায়? যে হেমিল্টণের অসীম মাহাত্ম্য ও আত্মত্যাগের গুণে আজি এই ভারতরাজ্যে ব্রিটিষ-সিংহের অখণ্ড প্রভুত্ব; তিনি স্বদেশীয়ের নিকট কি প্রতিদান পাইয়াছেন?—কিছুই না। দুঃখের বিষয়, যেদিন তাঁহার স্বর্গীয় জীবনবিহঙ্গ পবিত্র দেহ-পিঞ্জর হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, যেদিন তাঁহার পূতকলেবর কলিকাতার এক সামান্য সমাধিমন্দিরে আড়ম্বরশূন্য অন্ত্যেষ্টিবিধানের সহিত ভূগর্ভে নীরবে নিহিত হইল, সেইদিন কোন্ ব্রিটন্ কৃতজ্ঞতার পবিত্র রসে অভিষিক্তিত হইয়া তাঁহার সেই পবিত্র সমাধির উপর একটী স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিয়াছিল?—কেহই নহে। সেই নির্জ্জন শ্মশানক্ষেত্রে সেই ব্রিটিষ-গৌরবের পবিত্র দেহের অবশেষরাশি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া রহিয়াছে; দুর্জ্জয় কাল তাহার এক একটী পরমাণুকে অনন্তসাগরে নিক্ষেপ করিতেছেন; কিন্তু তাহা কেহই দেখিতেছে না।—কেহই জানিতেছে না যে, ইংলণ্ডের মহাপ্রাণ তথায় শায়িত রহিয়াছে! হায়! এজগতে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা নাই।

মারবার-রাজকুমারীর সহিত সম্রাটের পরিণয় হওয়াতে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, সম্রাট রাজপুতদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের

"সেরূপ ধূমধাম কখনও দেখেন নাই। আলোকমালার প্রখর জ্যোতি ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্রমণ্ডলীকে ধিক্কার
"দিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে প্রখর জ্যোতির সম্মুখে গ্রহগণও অধঃকৃত হইয়া পড়িয়াছিল।
"আমির-উল্-ওমরার প্রাসাদভবনে পরিণয়ব্যাপার সমাপ্ত হয়; তাহার পর সম্রাট নানাপ্রকার গীতবাদ্য
"এবং অগণ্য জয় নিনাদের মধ্য দিয়া স্বীয় নবোঢ়া মহিষীকে উচ্চতম ধূমধামের সহিত স্বনগরে আনয়ন
"করিয়াছিলেন।

সে আশার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলিল। বিবাহ-ব্যাপার সমাপিত হইবার স্বল্পকাল পরেই সম্রাট সেই জঘন্য "জিজিয়া" কর পুনঃস্থাপন করিলেন। হিন্দুশত্রু আরঙ্গজীব যেরূপ কঠোরতার সহিত ইহাকে প্রচারিত করিয়াছিলেন, যদিও এক্ষণে তাহার সেরূপ কঠোরতা নাই, * তথাপি ইহার নাম শ্রবণমাত্র হিন্দুগণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। সম্রাটের প্রতি তাঁহাদিগের বিষম ঘৃণার উদয় হইল। ইতিপূর্ব্বে মোগলের প্রতি যে স্বল্প অনুরাগ উদ্রিক্ত হইয়াছিল, তাহা এই জিজিয়ার পুনঃস্থাপনে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া গেল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্বৃত্ত মোগলের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না;—মোগল কখনই হিন্দুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে না, এবং যেরূপ উদ্দেশ্যে উক্ত জঘন্য মুণ্ডকর-প্রথা স্থাপিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্যের কিছুতেই পরিবর্ত্তন হইবে না। সৈদ ভ্রাতৃদ্বয়ের অসীম ক্ষমতা অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষীণহৃদয় সম্রাট ফিরকশিয়র আরঙ্গজীবের প্রাচীন মন্ত্রী ইনায়েৎ-উল্লা খাঁকে দেওয়ানপদে পুনরভিষেক করিলেন। কথিত আছে, সে দেশকাল-পাত্র বিচার না করিয়া হিন্দুপ্রজাবর্গের প্রতি কঠোর আচরণ করিতে লাগিল এবং তাহারই সহিত সেই কঠোর জিজিয়া পুনরাগত হইল। যদিও এ জিজিয়া আরঙ্গজীবের সেই জঘন্য জিজিয়া হইতে অনেক বিভিন্ন; যদিও ইহা বাৎসরিক আয়ের প্রতি অতি অল্প হারে প্রযুক্ত হইয়াছিল, যদিও অন্ধ, খঞ্জ, এবং দীনদরিদ্রগণ ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, তথাপি ইহা যে "কাফেরদিগের উপর কর" বলিয়া প্রথিত, তাহাতেই ইহা হিন্দুদিগের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষভাব সমুদ্ভাবন করিয়াছিল। এ জগতে কে সাধ্যপক্ষে করভারে নিপীড়িত হইতে ইচ্ছা করে?—মানব হইয়া কে অকারণে অপরকে আত্মহৃদয়ের শোণিতদান করিতে পারেন? যে ধর্ম্মভীরু আর্য্যসন্তান নৃপতিকে দেবভাবে পূজা করিয়া থাকেন, যাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতেও তাঁহারা পাপ বোধ করেন, সেই আর্য্যসন্তানও করভারে নিপীড়িত হইলে সেই দেবোপম নৃপতির কল্পিত দেবভাব ভুলিয়া যান। এইরূপ করস্থাপনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমরা মানবের স্বার্থপরতা ভাবিয়া স্বতঃই স্তম্ভিত হইয়া পড়ি † !

রাজস্থানের অপর প্রান্তে মরুময় মারবাররাজ্যে যখন উক্তরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল, অমরসিংহ তখন তাহাতে অণুমাত্রও অনবহিত ছিলেন না। যদিও অনর্থকরী গৌরব-তৃষ্ণা ত্রিবলের সন্ধিপত্র ছিন্ন করিয়া অজিতসিংহকে রাণার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল, তথাপি অমরসিংহ তাহাতে অণুমাত্রও নিরুৎসাহ হইলেন না। তুচ্ছ পরকীয় আনুকূল্যে উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বকীয় বিক্রম ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করিলেন এবং আপনার ও সমগ্র রাজপুত সমিতির স্বাধীনতা পুনর্লাভ করিবার জন্য কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে

* ২০০০ দুই হাজার টাকার প্রতি ১৩ তের টাকা হারে ফিরকশিয়র জিজিয়া স্থাপন করিতেন।

† জিজিয়ার অনেক পূর্ব্বে তেম্‌ঘা (ষ্ট্যাম্পকর) প্রচারিত হইয়াছিল। সঙ্গের উপর জয়লাভ করিবার কালে বাবর তাহা হিন্দুদিগের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তেম্‌ঘা জিজিয়ার ন্যায় দুর্ভর না হইলেও হিন্দুদিগের হৃদয়ে বিষম বিদ্বেষভাব উদ্ভাবন করিয়াছিল।

অবতীর্ণ হইতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। কিরূপ দক্ষতা ও উৎসাহের সহিত রাণা সেই সঙ্কল্পসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাহার একটী বিশেষ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সে প্রমাণ—একটী সন্ধিপত্র *। সম্রাট ফিরকশিয়র রাণার সহিত উক্ত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বিতীয় সূত্রেই জিজিয়া রহিত করিবার প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজপুত ও মোগলের অবস্থা কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, এই সন্ধিপত্রের আদ্যোপান্ত সমস্ত অনুশীলন করিলে বিশেষ বোধগম্য হইতে পারিবে। সন্ধিপত্রের নাম শুনিবামাত্র রাজপুতপতি অমরসিংহের সম্বন্ধে অবমানসূচক চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হয় বটে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে চিন্তা তখনই অপগত

---

* উক্ত সন্ধিপত্র "যাচ্ঞাপত্র" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"১ম। সপ্তসহস্রের মনসব (ক)।

"২য়। পাঞ্জাঙ্কিত প্রমাণপত্র দ্বারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হইতেছে যে, জিজিয়া রহিত হইবে; "যে ইহা হিন্দুদিগের উপর আর কখনও স্থাপিত হইবে না। যে কোন প্রকারে হউক, কোন চেষ্টেটাই "নৃপতিই মিবারে ইহা প্রচারিত করিতে পাইবে না। ইহা একবারে রহিত হউক।

"৩য়। দক্ষিণাবর্ত্তের জন্য সহকারী এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা রহিত হইবে।

"৪র্থ। হিন্দুদিগের ধর্ম্মমন্দির সকল পুনর্গঠিত হইবে এবং হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে আপনাপন ধর্ম্মালোচনা "করিতে পাইবে।

"৫ম। আমার মাতুল, পিতৃব্য, ভ্রাতা অথবা সর্দ্দারগণ যদি আপনার (সম্রাটের) নিকট গমন করে, "তাহা হইলে তাহারা কোনরূপ আশ্রয় বা উৎসাহ পাইবে না।

"৬ষ্ঠ। দেবল, বাঁশবারা, ডুঙ্গারপুর ও শিরোহির এবং অন্যান্য স্থলের যেসকল ভূম্যধিকারিগণের "উপর আমি আধিপত্য প্রাপ্ত হইব, তাঁহারা আপনার নিকট উপস্থিত হইতে অনুমতি পাইবে না।

"৭ম। আমার সর্দ্দারগণই আমার সেনাবল; যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনার সেনাবলের প্রয়োজন "হইবে, আমি নিয়মানুসারে সংযোজনা করিব; কিন্তু আপনাকে তাহাদিগের সাহায্য দান করিতে "হইবে, এবং কার্য্য শেষ হইলেই তাহাদের হিসাব নিকাশ করিতে হইবে।

"৮ম। যে সমস্ত হুকদার, জমাদার ও মনসবদার আন্তরিক উৎসাহের সহিত আপনার সেবা করে, "তাহাদিগের নামের একটী তালিকা আমাকে প্রদান করিতে হইবে। কেননা যাহারা আপনার অবাধ্য, "আমি তাহাদিগকে শাস্তি দান করিব। কিন্তু এরূপ করিতে গেলে যদি পয়মাল (খ) হয়, তজ্জন্য আমার প্রতি কোনরূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না।

"পাঁচ হাজারীর হস্তে যে সমস্ত জিলা অর্পিত ছিল, সেই সমস্ত পুনঃপ্রদত্ত হইবে। যথা;—ফুলিয়া, "মণ্ডলগড়, বেদনর, পুর, বাসার, ঘিয়াশপুর, পুরধর, বাঁশবারা ও ডুঙ্গারপুর। সিংহাসনে আরূঢ় হইবার "সময় পূর্ব্বতন পাঁচহাজারীর উপর এবং সিক্সিনী-যুদ্ধে জয়লাভ করিলে পাঁচ পাঁচ অশ্বের (গ) সহিত আর "এক হাজার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন।"

"তিন ক্রোর দেম (ঘ) পুরস্কারের মধ্যে,—যথা; প্রমাণপত্রের জন্য দুই ক্রোর, দাক্ষিণাত্য সেনাদলের "বেতনস্বরূপ এক ক্রোর, এবং শিরোহীর পরিবর্ত্তে অপর দুই ক্রোর—আপনি এইমাত্র প্রদান করিয়াছেন।

"যে সমস্ত জনপদ এক্ষণে বাঞ্ছনীয়, তৎসমুদায়ের নাম,—ইদর, কেক্রী, মণ্ডল, জিহাজপুর, মালপুর ও (অপরটী অস্পষ্ট)।"

(ক) সপ্তসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের উপর অধিনায়কত্ব লাভ, হিন্দুদিগের পক্ষে উচ্চতম পদ।

(খ) সেনাদল স্থানান্তরে যাত্রাকালে সমস্ত শস্যাদি দ্রব্যসমূহ নষ্ট করিয়া থাকে, ইহাকেই পয়মাল কহে।

(গ) অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার সময় সম্রাট প্রিয় সৈনিকের প্রতি পঞ্চ তুরঙ্গ অর্পণ করিতেন।

(ঘ) চল্লিশ দেমে এক টাকা।

হইয়া যায়। রাণার যে ইহাতে কিছুমাত্রই অপকর্ষ সাধিত হয় নাই, অষ্টম সূত্র পাঠ করিলে তাহা সম্যক্‌রূপে জানিতে পারা যায়। কেননা রাণা তাহাতে সম্রাটের রক্ষকরূপে সূচিত হইয়াছেন। "সাত হাজারী মনসবদারির" বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই তেজস্বী প্রথম অমর সিংহকে মনে পড়ে। তিনি রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়া বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজপুত-জাতির আভ্যন্তরীন অবস্থা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সেই সঙ্গে তাহাদিগের মতাবলিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ক্ষণস্থায়ী লৌকিক সম্মানসম্বন্ধে রাজস্থানের অন্যান্য প্রদেশ মিবারের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তুচ্ছ পদলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই মোগলকে সম্মানের উৎসস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিল। তাহাদিগের সেরূপ জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল, তাহা তাহারা তখন বুঝিতে পারে নাই। স্বাধীনতা ও জাতীয়গৌরবের বিনিময়ে যে সম্মান অর্জ্জিত হয়, সে সম্মানে প্রয়োজন? জেতার নিকট আবার দাসজাতির সম্মান কি? সহস্র সম্মানে ভূষিত হইয়াও যাহাকে জেতার চরণতল অবলেহন করিতে হইবে, তাহার আবার সম্মান কি?—সে সম্মান ত কেবল বিড়ম্বনা মাত্র; তাহা অসারতা, কাপুরুষতা পরাধীনতার উজ্জ্বলতম পরিচায়ক। রাজস্থানের অপর সমস্ত রাজপুতসমিতি সেরূপ সম্মানে আপনাদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করিত বটে; কিন্তু মহারাজ বাপ্পা রাওলের বংশধরগণ কখনও ভুলিয়া বামপদাঘাতদ্বারাও সে সম্মানকে স্পর্শ করেন না। সেই জন্য তাঁহাদিগের অধঃপতিত অবস্থাতেও তত সম্মান। মোগলসম্রাট ফিরকশিয়রের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া রাণা অমরসিংহ যে কিরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহার সত্য পরিচয় উক্ত সন্ধিপত্রের অন্যান্য সূত্র পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। সেই সকল অবশিষ্ট সূত্রের মধ্যে ধর্ম্মাচরণে স্বাধীনতা-লাভ, শিশোদীয়কুলের প্রাচীন সামন্তদিগের উপর রাণার আধিপত্য-প্রাপ্তি, এবং করচ্যুত বিষয়সমূহের পুনর্লাভ; এই তিনটী স্বত্বই সর্ব্বপ্রধান। এই তিনটী স্বত্ব অনুশীলন করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, মোগলের সৌভাগ্যলক্ষ্মী মোগলকুলকে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক তাহাই। ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করিলে আমাদিগের এতদুক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারিবে। বিশাল দক্ষিণাবর্ত্তভূমে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণ রাজা শাহুর অধিনেতৃত্বে আপনাদিগের কঠোর লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছিল। তাহাদিগের প্রচণ্ড ভুজবলে অনেক রাজ্য পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু সেই সমস্ত বিজিত রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন না করিয়া তাহারা নিষ্ঠুরভাবে সকলেরই নিকট "চৌথ" ও "দশমুকী" আদায় করিতেছিল।

মোগলসাম্রাজ্যের সেই শোচনীয় অধঃপতনকালে দিল্লির নিকটস্থিত আর একটী বীরজাতি স্বাধীনতা লাভ করিল। তাহারা জাট নামে অভিহিত। এই জাট যে প্রাচীন জিতের অন্যতম শাখাকুল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বর্ণন করিয়াছি। ইহারা চম্বলনদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল। মোগলের কঠোর অত্যাচার সহ্য করিয়াও বিক্রান্ত জাটগণ ধীরে ধীরে সময়োচিত সহায়বল অর্জ্জন করিতেছিল। এক্ষণে মোগল সাম্রাজ্যের

হীনাবস্থা দর্শনে সুবিধা বুঝিয়া সেই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য তাহারা আপনাদিগের বিরাট মস্তক উত্তোলন করিল এবং ভারতে আপনাদিগকে স্বাধীন জাতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। বলিতে কি প্রাচীন জিতের বীরবংশধরের স্বাধীনতা-ধ্বজা একবারে দিল্লির সিংহদ্বারে উড্ডীন হইল। সিন্সিনির অবরোধ হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত ধ্বজা উদ্যত রহিল। পরিশেষে যেদিন ব্রিটিষসিংহের চতুরতায় ভরতপুর-দুর্গ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, সেই দিন জাট-বীরের মস্তক হইতে বিজয়-মুকুট খসিয়া পড়িল, তাঁহার স্বাধীনতা-ধ্বজা উৎপাটিত হইয়া ব্রিটিষসিংহের চরণতলে লুণ্ঠিত হইল।

সেই সন্ধিবন্ধনই রাণা অমরসিংহের জীবনের শেষ সাধন। যেদিন সেই সন্ধি সম্বদ্ধ হইল, তাহার স্বল্পদিন পরেই তিনি অমরধামে যাত্রা করিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ ও উন্নতমনা নৃপতি ছিলেন। ভারতের সার্ব্বজনীন বিপ্লব এবং মোগলরাজ্যের ভীষণ অরাজকতার মধ্যেও তিনি স্বীয় রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি সাধন করিয়া আত্মপদের সম্মানগৌরব সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কৃষি ও শিল্পবিষয়ে তিনি যে বিশেষ উৎসাহ ও আনুকূল্য দান করিতেন, মিবারের স্মারকস্তম্ভসমূহে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালের সর্ব্বক্ষয়কর করস্পর্শে যতদিন না সেই সমস্ত স্তম্ভ রসাতলকূপে প্রোথিত হইয়া পড়িবে, ততদিন কেহই রাণা দ্বিতীয় অমরসিংহের কীর্ত্তিকলাপ অপলোপ করিতে পারিবে না। আজিও মিবারের অধিবাসিগণ প্রাতঃস্মরণ্য নরপতিগণের পবিত্র নামমালার সহিত তাঁহার নাম জপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে দ্বিতীয় অমরসিংহই পবিত্র শিশোদীয়কুলের শেষ গৌরবশালী নৃপতি;—তাঁহার পরলোকগমনের সহিত মিবারের শোচনীয় অধঃপতন হইল, গৌরবান্বিত শিশোদীয়কুলের উন্নতমস্তক অবনত হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাণা সংগ্রামসিংহ ;—মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন ;—নিজাম-উল-মুলুক কর্ত্তৃক হাইদারাবাদ-রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ;—সম্রাট ফিরকশিয়রের হত্যা ;—জিজিয়াকর রহিত-করণ ;—মহম্মদ শাহের দিল্লি-সিংহাসনে অভিষেক ;—সৈদৎ খাঁ কর্ত্তৃক অযোধ্যা-প্রাপ্তি ;—মিবারের শাসন-নীতি ;—রাণা সংগ্রামের পরলোকগমন ;—তদীয় চরিত্র-সংক্রান্ত কয়েকটী গল্প ;—রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহের সিংহাসনারোহণ ;—মারবার ও অম্বররাজের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন ;—মার্হাট্টাগণকর্ত্তৃক মালব ও গুর্জ্জরাক্রমণ এবং তত্তৎপ্রদেশে অধিকার-প্রাপ্তি;—নাদির শাহের ভারতাক্রমণ ;—দিল্লির উৎসাদন ;—রাজপুতানার তদানীন্তন অবস্থা ;—মিবারের সীমাবন্ধন ;—রাজপুতদিগের একতাবিবরণ ;—বাজিরাও কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ এবং রাণার প্রতি বার্ষিক করভার-স্থাপন ;—অম্বরসিংহাসনে মধুসিংহকে অভিষেক করিবার জন্য বিষম গণ্ডগোল ;—রাজমহলের সমর ;—রাণার পরাজয় ;—মুলহর রাও হলকারের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন ;—অম্বরের ঈশ্বরীসিংহের বিষপানে প্রাণত্যাগ ;—রাণার মানবলীলাসম্বরণ ;—তাঁহার চরিত্রবর্ণন ।

যেদিন বীরচরিত রাণা দ্বিতীয় অমরসিংহ অমরধামে যাত্রা করিলেন, সেই দিন সংগ্রামসিংহ মিবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এই পবিত্র নাম শ্রবণ করিলেই বাবর-বৈরী সেই প্রচণ্ডবীর মহারাণা সংগ্রামসিংহকে মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মিবারের অতীত ও বর্ত্তমান চিত্র মানসদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া চিত্তকে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ রসে অভিষিঞ্চিত করিয়া দেয়। উন্মত্ত হৃদয় এই পবিত্র নামামৃতপানে আরও উন্মত্ত হইয়া অমনি জিজ্ঞাসা করে—এই কি সেই সংগ্রামসিংহ? যিনি তৈমুরের বীরবংশধর বীরকেশরী বাবরের অসীম বিক্রম প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইনি কি সেই সংগ্রামসিংহ? আততায়ী বিশ্বাসঘাতক অধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া যাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিল, ইনি কি সেই সংগ্রামসিংহ?—সান্ধ্যপ্রদীপ হস্তে বিভাবরীকে অভ্যর্থনা করিবার সময় রাজপুতরমণীগণ যাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকে, গোধূম পেষণ করিবার সময় যন্ত্রপার্শ্বে বসিয়া কুমারীগণ একতানে যাঁহার বীরত্ব-গাথা গান করিয়া থাকে; প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিবার কালে রাজপুতগণ যাঁহার পবিত্র নাম জপ করিয়া থাকেন; চিতোরের বিজয়-স্তম্ভে, আরাবল্লির অভ্রভেদী শৈলশিখরে যাঁহার নাম খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি কি সেই সংগ্রামসিংহ? অলক্ষ্যে বসিয়া যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট দেবতা বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে অমনি বলিয়া উঠিল,—"অপূর্ণ মানবের তেজোবীর্য্য-গৌরবগরিমা অনিত্য! আজি সেই অনিত্যতা জগতে ঘোষণা করিবার জন্য রাণা দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ প্রথম সংগ্রামসিংহের সিংহাসনে সমুপবিষ্ট!"

যে মহম্মদ শাহের সহিত তৈমুরের বীরবংশের জ্বলন্ত গৌরব পর্য্যবসিত হইয়া যায়, যিনি "মোগল সম্রাট" নামের শেষ যোগ্য ব্যক্তি, সংগ্রামসিংহ তাঁহারই সহিত সমকালে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে (খৃঃ অঃ ১৭১৬—৩৪) মোগল-

সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়; বাবরের বিরাট সিংহাসন ভগ্ন ও বিভক্ত হইয়া অল্পে অল্পে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করে। সেই বিচ্ছিন্ন অংশসমূহে নগণ্য জলবুদ্বুদের ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্ররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। মোগল পাঠান, শিয়া বা সুন্নী; মার্হাট্টা ও রাজপুত সেই সকল স্বতন্ত্র রাজ্যে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া কিছুকালের জন্য রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিল। পরিশেষে যখন ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবী নিয়ম পূর্ণ হইবার দিবস উপস্থিত হইল, যেদিন হিমাদ্রি হইতে সুদূর সিংহল পর্য্যন্ত জল, স্থল, পর্ব্বত, কানন —সমগ্র প্রদেশ সহসা তাড়িতপ্রভাবে কম্পিত হইয়া এক প্রচণ্ড বিপ্লব সমুত্থাপন করিল; সেই দিন সপ্তসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কতিপয় বৃটন বজ্রপ্রহারে সেই সমস্ত মুসলমান, মার্হাট্টা ও রাজপুতের সিংহাসন চূর্ণবিচূর্ণিত করিয়া দিয়া একটী বিরাট সিংহাসন সৃষ্টি করিল! মুসলমান, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, রাজপুত আজি সেই বিরাটসিংহাসনের সম্মুখে সভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত!

গুণগৌরব ও প্রভুভক্তির উপর নির্ভর করিয়া হতভাগ্য মোগলসম্রাট যে কোন সেনাপতি বা প্রতিনিধির উপর যে কোন প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই সেনাপতি বা প্রতিনিধি কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত এবং বিদ্রোহিতারূপ কলঙ্কিত উপায় অবলম্বন করিয়া সেই সেই প্রদেশ আত্মসাৎ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। সেইরূপ জঘন্যোপায় অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্য হস্তগত করিয়াও যদি তাহারা সুশৃঙ্খলরূপে তাহা শাসন করিতে পারিত, যদি রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ প্রজাকুলের প্রতি পুত্রবৎ আচরণ করিয়া তাহাদিগের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতে পারিত, তাহা হইলে পাপের কঠোর দণ্ড তাহাদিগের মস্তকোপরি তত শীঘ্র প্রহৃত হইত না; তাহা হইলে তাহারা বঙ্গ, অযোধ্যা, হাইদ্রাবাদ ও অন্যান্য রাজ্যের অধর্ম্মার্জ্জিত সিংহাসনে বোধ হয় আজিও আরূঢ় থাকিতে পারিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ রাষ্ট্রতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের আকস্মিক অভ্যুত্থানের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন্ দৈবীশক্তির প্রভাবে হিন্দুচূড়ামণি শিবজী নিরীহ শান্তজীবন ধর্ম্মযাজক ও কৃষকমণ্ডলীকে সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ও রণবিশারদ সৈনিক করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করা কঠিন। সত্য, হিন্দুবিদ্বেষী মোগলসম্রাটের কঠোরতম প্রপীড়নে নিষ্পিষ্ট ও নিপীড়িত হইয়া বীরবর শিবজী স্বদেশীয়দিগকে বীরমন্ত্রে দীক্ষিত ও রণাভিনয়ে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু যে স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত মহৎকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে কোন্ হিন্দুর হৃদয় না মহোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠে?—কে না মহাত্মা শিবজীকে ভারতের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া পূজা করিতে অগ্রসর হয়? কিন্তু ভারতের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই বীরবর শিবজীর মহামন্ত্র তাঁহার বংশধরদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অত্যাচরিত হইয়াছিল। যদি তাহারা দুর্দ্দম দুরাকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হইয়া সেই মহামন্ত্রের ব্যভিচার না করিত, তাহা হইলে তিনি দুর্দ্ধর্ষ আরঙ্গজীবের গ্রাস হইতে যে সকল রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, আজিও তাহারা তৎসমুদায়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিতে পারিত। কিন্তু ভারতের কঠোর ভবিতব্যতালিখন কে খণ্ডন করিবে?—

নতুবা তাহারা জয়শীল হইয়াও অন্যরূপ নীতি অবলম্বন করিবে কেন? নতুবা তাহাদিগের বীরাচরণ দুরাচারে পরিণত হইয়া পড়িবে কেন? তাহারা আপনাদিগের অসীম বিক্রমপ্রভাবে যে সকল রাজ্য জয় করিত, তাহাতে মহারাষ্ট্রীয়ের প্রভুতা স্থাপন করিত না; পরন্তু তৎসমুদায় প্রদেশ লুণ্ঠন ও উৎসাদন করিয়াই স্বদেশে প্রতিগত হইত। সাহস, উৎসাহ, ধীরতা, শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি যে সকল সুন্দর গুণের পরিচয় তাহারা ইতিপূর্ব্বে প্রদান করিয়াছিল, আজি দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎসমুদায়কে পরিত্যাগ করিল এবং তৎসমুদায়ের পরিবর্ত্তে অচিরে দুরাকাঙ্ক্ষা, চতুরতা ও লুণ্ঠন-প্রিয়তা প্রভৃতি জঘন্য দোষের আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিল। যে দক্ষিণাবর্ত্তে তাহাদের অক্ষুণ্ণ প্রভুতা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল, যথাকার অধিবাসিবৃন্দের ভাষা ও আচারব্যবহারের সহিত তাহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল; রাজনীতির প্রকৃষ্ট অনুশাসন অনুসরণ পূর্ব্বক আপনাদিগের পূর্ব্বতন সদ্বৃত্তিনিচয় পুনরবলম্বন করিয়া যদি তাহারা সেই সুবিস্তৃত দক্ষিণাবর্ত্তের অক্ষুণ্ণ একাধিপত্যেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই বিশাল প্রদেশ হইতে বীরবর শিবজীর রোপিত বংশতরু তত শীঘ্র উৎপাটিত হইত না। কিন্তু তাহাদিগের প্রচণ্ড দুরাকাঙ্ক্ষাই তাহাদিগের পক্ষে কালস্বরূপিনী হইল। সেই দুরাকাঙ্ক্ষার পাপমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া তাহারা যেমন উত্তর প্রদেশসমূহে উৎপতিত হইতে আরম্ভ করিল, ততই স্বজাতিবর্গের বিদ্বেষভাজন হইয়া আপনাদিগের অধঃপতনের পথ আপনারাই পরিষ্কার করিতে লাগিল। রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় উভয়েই হিন্দু, ধর্ম্ম ও জাতি সম্বন্ধে উভয়েরই মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত এতদূর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, রাজপুত ও মুসলমানে সেরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমানের শাসন অত্যাচারগর্ভ বটে; কিন্তু তাহা মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায় তত ঘোরতর অপকারক নহে। সেই জন্যই মুসলমানের দীর্ঘকালব্যাপী শাসনে রাজস্থানের যত না অপকার হইয়াছিল, দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়ের স্বল্পকালের আধিপত্যে তাহার দ্বিগুণতর অপকার হয়। মোগল-সাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতনকালে দীর্ঘকালব্যাপী উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ভারতের অধিবাসিবৃন্দ যদি শান্তিসুখ সম্ভোগ করিয়া ধীরে ধীরে জাতীয় বল সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইত। কিন্তু মুসলমানের কঠোর অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে না করিতেই ভারত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কঠোরতর প্রপীড়নে হীনবল হইয়া পড়িল। সেই প্রপীড়ন-প্রভাবে ভারতের অন্তঃসার যে শূন্য হইয়া গেল, তাহা হইতে ভারতসন্তানগণ আর পুনরুত্থিত হইতে পারিল না। ভীম, ভীষ্ম, কর্ণার্জ্জুন ও প্রতাপসিংহের মাতৃভূমি নির্ব্বিবাদে কতিপয় বৃটনের পদতলে একবারে অবনত হইয়া পড়িল! হায়! দুর্জ্জয় কালের মাহাত্ম্য কি বিচিত্র!

সম্রাট ফিরকশিয়রের স্বল্পকালব্যাপী আধিপত্য ধীরে ধীরে পর্য্যবসিত হইতে চলিল। কি কুক্ষণেই তিনি দুর্দ্ধর্ষ সৈদভ্রাতৃদ্বয়ের অপ্রতিহত প্রভাব অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কি কুক্ষণেই তিনি দুর্বৃত্ত ইনায়েৎ-উল্লাকে নিজ মন্ত্রাগারে স্থান দিয়াছিলেন!

সেই দুরাচারই তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। তিনি যে আশা হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আরঙ্গজীবের বৃদ্ধ মন্ত্রীকে মন্ত্রীপদে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সফল হয় নাই। দুর্বৃত্ত ইনায়েৎ-উল্লা আপনার পূর্ব্বপ্রভুর দুর্নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দুদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে সমগ্র হিন্দুসমাজের বিদ্বেষবহ্নি তদ্বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে উদ্রিক্ত হইল। অবশেষে দুর্দ্ধর্ষ সৈদদ্বয়ের ভীষণ কোপানল ভীমবজ্ররূপে তাঁহার মস্তকোপরি পতিত হইয়া তাঁহাকে একবারে নিপাতিত করিল।

যে খ্যাতনামা নিজাম-উল-মুলুক হাইদ্রাবাদ রাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; উক্ত সৈদদ্বয়ের অযথা প্রভুতা এবং অন্যায় ক্ষমতা হরণ করিবার নিমিত্ত সম্রাট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি আজি রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি মুরাদাবাদ জনপদের শাসনকর্ত্তৃত্বে অবস্থিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার উচ্চতর জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া মালব-রাজ্য প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সম্রাট তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। এই সমস্ত বিষয় সৈদদ্বয়ের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহারা দশসহস্র মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক সমভিব্যাহারে রাজসভায় উপস্থিত হইল এবং দারুণ রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে অচিরে রাজসিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিল। ফিরকশিয়রের আশা ভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে সঙ্কটকালে অম্বর * ও বুন্দির নৃপতিদ্বয় ভিন্ন আর কেহই তাঁহার নিকট রহিল না। তথাপি তিনি যদি তাঁহাদিগের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে হইত না। কিন্তু তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য। নতুবা তিনি সেই পরম হিতৈষী বান্ধবদ্বয়ের পরামর্শে অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন কেন? তাঁহারা তাঁহাকে প্রকৃত বীরের ন্যায় প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ

---

* মহাত্মা টড সাহেব রাণার দপ্তরখানায় জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহের হস্তাক্ষরিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিলে হতভাগ্য ফিরকশিয়রের শোচনীয় দুরবস্থার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। জয়সিংহ এই পত্রখানি রাণার মন্ত্রী বিহারী দাসকে লিখিয়াছিলেন।

"আমির-উল-ওমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বালাজী পণ্ডিতের দ্বারা কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়াছে। "তিনি বলিয়াছেন আমাকে তিনি সদা সর্ব্বদা বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু আমাকে যাত্রা করিতে "অনুরোধ করিয়াছেন; কিষণ সিং ও জওয়া লালও ঠিক এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহাতে আমি রাজার "নিকট একখানি আর্জ্জি পাঠাইলাম। আর্জ্জিতে সেই সমস্ত মন্ত্রণার কথা লিখিয়া দিলাম এবং তাঁহার "অনুমতি জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। রাজা আমাকে অবসর দিলেন; সকলেরও এইরূপ ইচ্ছা "হওয়াতে ফাল্গুন মাসের নবম দিবসে বৃহস্পতি বাসরে আমি কিয়দ্দূর যাত্রা করিয়া শ্রীবল সরাইয়ে শিবির "স্থাপন করিলাম। বুন্দির রাও রাজাকে আমার সহিত আসিতে কহিলাম, কিন্তু একথা তাঁহার মনে "লাগিল না। তিনি কুতব-উল-মুল্কের সহিত যোগ দিলেন। কুতব তাঁহাকে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য "দিয়া অজিতসিংহের সহিত একত্রে তাম্বু স্থাপন করিতে কহিলেন। রাও রাজা তাহাই করিয়াছেন। "কোটার ভীমসিংহের সেনা উপস্থিত হইয়াছে; তাঁহার সহিত একটা যুদ্ধ হইল; হায় জেৎসিং নিহত "হইলেন এবং রাও রাজা ভয়ে আলিবর্দ্দি খাঁর সরাইয়ে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যার্থে আমি "সেনা প্রেরণ করিয়াছিলাম। রাজা স্নানাগার ও তোষাখানা সৈদদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহারা "স্বেচ্ছামত সকল বস্তুই আত্মসাৎ করিতেছে। আপনি সৈদদিগকে বিলক্ষণ জানেন। এক্ষণে আমি স্বদেশে "ফিরিয়া যাইতেছি। হজুরকে (রাণাকে) বাচনিক অনেক কথা বলিবার আছে। আমার সহিত সাক্ষাৎ "করিতে আসিও। ইতি ১৯শে ফাল্গুন সম্বৎ ১৭৭৫।"

হইতে মন্ত্রণা দান করিলেন; কিন্তু সম্রাট নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় তাঁহাদিগের কোন পরামর্শই গ্রাহ্য করিলেন না। অগত্যা তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। ফিরকশিয়র নিতান্ত কাপুরুষ। রাজপুত নৃপতিদ্বয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অন্তঃপুর মধ্যেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে শক্রকুলের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। রোষান্ধ সৈদ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন "আপনি আপনার বিশ্বস্ত রাজপুতদিগকে ত্যাগ করুন এবং আমাদের জনৈক সেনাপতিকে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিউন, তাহা হইলে আমরা আপনার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিব না।"

হতভাগ্য ফিরকশিয়রের আশাভরসা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল। সকল প্রকার আশ্রয় ও অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হইয়া তিনি মনে করিলেন যে, শক্রকুল অন্তঃপুর বিবির ব্যভিচার করিতে সাহস করিবে না। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সেই অন্তঃপুর মধ্যে রমণীর অঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সে আশ্বাসও বিফল হইয়া গেল। "অসিত-বসনা বিভাবরী করাল বেশ "ধারণ করিয়া জগতে আগমন করিল এবং দিবাসতী সম্রাটের পতিত ভাগ্যতারকার "ন্যায় গভীর তমসায় নিমগ্ন হইয়া পড়িল। দুর্গের দ্বার অবরুদ্ধ হইল, তাঁহার জনমাত্র "মিত্রও প্রবেশ করিতে পাইলেন না; কেবল উজির ও অজিৎসিংহ তন্মধ্যে অবস্থিত "রহিলেন। বিকটদশনা নিশা নাগরিকদিগকে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখাইতে "লাগিল। সকলেই বিষম চিন্তাকুল। প্রাসাদ মধ্যে কি হইতেছিল, কেহই জানিতে "পারিল না। ওদিকে আমির-উল-ওমরা দশসহস্র মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক সজ্জিত করিয়া "অপেক্ষা করিতেছিলেন। রজনী প্রভাত হইল। উষার রক্তিম রাগে পূর্ব্বগগন রঞ্জিত "হইবামাত্র রাজভবনের "নহবৎ" দিবসের আগমন এবং হতভাগ্য ফিরকশিয়রের "অধঃপতনকাহিনী গম্ভীর নাদে ঘোষণা করিল। সকলের আশাভরসা বিলুপ্ত হইয়া গেল। "ফিরকশিয়রের পদচ্যুতির পর রুফে-উল দিরাজাৎ দিল্লিসিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন।" প্রাচ্য নৃপতিগণের পদচ্যুতি ও নিধনের মধ্যে স্বল্পকালই ব্যবহিত থাকে। হতভাগ্য পদচ্যুত ফিরকশিয়রেরও পক্ষে সেইরূপই হইল। এমনকি বন্দীগণ যখন নবীন ভূপতিকে "দীর্ঘজীবী হউন" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, দুর্ভাগ্যবান্ ফিরকশিয়রের কণ্ঠদেশে তখনও ধনুর্গুণ সংলগ্ন রহিয়াছিল * !

সম্রাট-সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াই নবীন ভূপতি, অজিতসিংহ এবং অন্যান্য রাজপুত নৃপতিকে সন্তুষ্ট রাখিতে মনস্থ করিলেন এবং তাহার প্রধান সাধনস্বরূপ জিজিয়া কর একবারে উঠাইয়া দিলেন। রাজপুতদিগের মনস্তুষ্টিসাধন করিবার জন্য চতুর সৈদদ্বয় সম্রাটের দেওয়ান ইনায়েৎ-উল্লাকে পদচ্যুত করিয়া সেই পদে তাঁহাদিগের একজন স্বজাতীয়কে অভিষেক করিল। সেই নবাভিষিক্ত দেওয়ানের নাম রাজা রতন চাঁদ। রুফে-উল-দিরাজাৎ তিনমাস মাত্র রাজত্ব করিয়া কাশরোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর

* দোষীকে হত্যা করিবার জন্য মুসলমানগণ তাহার গলদেশে ধনুকের ছিলা ফাঁসস্বরূপ লাগাইয়া দিত।

পর আরও দুইজন নৃপতি সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়াই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ভব-রঙ্গস্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোষণ আখতার মহম্মদ শাহ নাম ধারণ পূর্ব্বক ১৭২০ খৃঃ অব্দে দিল্লির সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। মহম্মদ শাহ সর্ব্বসমেত ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁরই শাসনকালে মোগলসাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধঃপতন হয়। রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিবাদবিষম্বাদ উত্থিত হইয়া তাহাকে একবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুবিধা পাইয়া মহারাষ্ট্রীয় ও পার্ব্বত্য আফগানগণ ভারতক্ষেত্রে পতিত হইয়া নগর গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

একে সাম্রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা, তাহার উপর আবার তেজস্বী সৈদদ্বয়ের কঠোর আচরণে তন্মধ্যে ঘোরতর গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। যাঁহারা তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই—বিশেষতঃ নিজাম * তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। নিজাম যে, একজন সুদক্ষ সেনাপতি, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে। মালবের উদ্ধার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তিনি যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের উভয়েরই মনে বিষম ভয়ের উদয় হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে বিরক্ত দেখিয়া তাহাদের সেই ভয় দৃঢ়ীভূত হইল। কিন্তু তাহারা আপনাদের পদে আপনারাই কুঠারাঘাত করিল। তাহাদেরই দুরাচরণে ভারতে "মোগলসম্রাট" নাম লুপ্ত হইয়া গেল। তুচ্ছ গর্ব্বমদে মত্ত হইয়া তাহারা আপনাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিকে সম্রাটপদে অভিষেক করিতে লাগিল, তাহারা তৎপদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুতরাং তাহাদের দ্বারা প্রজার কোন মঙ্গলই সাধিত হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। নির্জ্জীব ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় তাহারা কেবল সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিত। কেহ তাহাদিগকে সম্রাট বলিয়া গ্রাহ্যও করিত না। পাষণ্ড সৈদযুগলই সর্ব্বেসর্ব্বা। ক্রূর ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয়ে ত রাজভক্তির লেশমাত্রও স্থান পায় নাই; তাহার উপর প্রজাবৃন্দের হৃদয়ে যে দৃঢ় রাজভক্তি ছিল, তাহাও তাহাদিগের দুরাচরণে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। দুর্ব্বৃত্ত আমির-উল-ওমরা কর্ত্তৃক "সম্রাট" শব্দ শূন্য নামে পরিণত হইতে দেখিয়া সকলেই স্বাধীন জীবন সম্ভোগ করিতে লাগিল। সুদক্ষ নিজামও এতদবসরে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং আশীরগড় ও বুরহানপুর দুর্গদ্বয় হস্তগত করিয়া আত্মবল দৃঢ়ীকরণে সমর্থ হইলেন। দুর্ব্বৃত্ত সৈদদ্বয়ের হৃদয়ে

* রাজা জয়সিংহ এতৎসম্বন্ধে রাণার মন্ত্রী বিহারীদাসকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদিত হইল :—

"আপনি লিখিতেছেন যে, আপনার প্রভু সৈন্যদিগের জন্য টাকা পাঠাইতেছেন;—সে সম্বন্ধে আমার "কোন হিসাবই নাই। উটের পিঠে সেই সমস্ত টাকা চাপাইয়া শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন। নবাব নিজাম- "উল-মুক্ উজীন হইতে দ্রুতবেগে যাত্রা করিতেছেন এবং জুবীলরাম এই দিকে আসিতেছেন। আগরা "হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তিনি কাল্পীতে নদী পার হইয়াছেন। দেওয়ানকে সদলে শীঘ্র যোগদান করিতে "কহিবেন। বিলম্বের প্রয়োজন নাই। অর্থসাহায্যের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। ইতি ৪ঠা ভাদ্র সম্বৎ ১৭৭৬।"

নানাপ্রকার আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। স্বার্থরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা রাজপুত সামন্তদিগের * নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিল। অমনি কোটা ও নরবরের রাজকুমারদ্বয় নিজামের সেনাবল অধঃকৃত করিবার জন্য আপনাদিগের সর্দার ও সামন্তদিগকে লইয়া নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা রণদক্ষ নিজামের প্রচণ্ডবল প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। সেই নর্ম্মদার তটভূমে কোটার হারনৃপতি নিজামের রোষবহ্নি সমক্ষে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন।

হাইদ্রাবাদরাজ্য মোগলসম্রাটের হস্ত হইতে স্খলিত হইবামাত্র অযোধ্যাও স্বাধীন হইল। সুদক্ষ সৈদৎ খাঁ † কর্তৃক উক্ত স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছিল। যৎকালে নিজাম স্বাধীনতা-ধ্বজা উড্ডীন করিলেন, সৈদৎ খাঁ তখন বিয়ানা দুর্গের সৈনাপত্যে অবস্থিত ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ, দুর্বৃত্ত সৈদ ভ্রাতৃদ্বয়ের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সম্রাটের আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র সৈদৎ আমির-উল-ওমরাকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাইদার খাঁ ‡ নামক জনৈক দুঃসাহসিক ব্যক্তি অতর্কিতভাবে আমিরের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহাকে শমনভবনে প্রেরণ করিল। সম্রাট তখন শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমিরের নিধনসম্বাদ

---

* এই সময়ে নাগোরের রাজা ভক্তসিংহ রাণার প্রধান মন্ত্রী বিহারীদানকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এতৎসম্বন্ধে অনেক সম্বাদ জানিতে পারা যাইবে—

"আপনার পত্র পাইয়াছি; এবং তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। শ্রীদেওয়ানের রোকা যথাকালে "আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। আমি তাঁহার মনোভাব বুঝিয়াছি। আপনি বলিতেছেন যে, উভয় নবাবেই "(সৈদ) যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, উভয় মহারাজাই তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন এবং আপনার "সেনাদল যাত্রা করিয়া বসিয়া আছে। কেননা পুরাতন বন্ধুত্ব কেমন করিয়া ছিন্ন হইতে পারে? এ সমস্তই "বুঝিয়াছি। কিন্তু নবাবদিগের কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না এবং কোন মহারাজাই দাক্ষিণাত্যে "যাত্রা করিবেন না। তাঁহারা সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবেন। কিন্তু যদি "কার্য্যবশতঃ নবাবদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদিগেরই পক্ষ অবলম্বন করিবেন। "তদ্ভিন্ন যদি অন্য দল আশ্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার সমূহ বিপদ। ভাল, সম্বাদ পূর্ব্বেই আমি "আপনাকে জানাইব। এক্ষণে সাবধানে থাকুন।—যদ্যপি আপনি নিজের সূতা গুটাইয়া লইতে পারেন, "তবে কেন অপর ব্যক্তিকে তাহা ছিঁড়িতে দিবেন?—আপনি বিজ্ঞ, এবং সঙ্কেতে সকলেরই মনোভাব "বুঝিতে পারেন। যেথানে আপনার ন্যায় কর্ম্মচারী রহিয়াছেন, সে বাটীর কিছুতেই বিপদ-সম্ভাবনা নাই।"

† সৈদৎ খাঁ একজন খোরাসনী বণিক। আপনার ভুজবিক্রমের সাহায্যে তিনি সেনাপতিপদে—অবশেষে অযোধ্যার অধিপতিপদে উত্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সৈদৎ খাঁ স্বহস্তে হুষেণ আলিকে সংহার করেন নাই।

‡ হাইদার খাঁ অথবা মির হাইদার একজন অসভ্য কালমক। হুষেণ আলিকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে সে একখানি আর্জ্জি লইয়া এক পথ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে। হুষেণ আলি শিবিকারোহণে সদলে সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে হাইদার সেই আবেদন পত্রখানি উন্নত হস্তে তাঁহাকে দেখাইল। আমির-উল-মুল্ক হাইদারকে নিকটে আসিতে কহিলেন। তদনুসারে সে নিকটে আসিয়া তৎকরে তাহা অর্পণ করিল। আমির একমনে তাহা পড়িতে লাগিলেন, এমন সময়ে দুর্দ্ধর্ষ হাইদার তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল। স্বল্পকালের মধ্যেই হুষেণের মৃতদেহ পাল্কির ভিতর হইতে গড়াইয়া নিচে পড়িয়া গেল। তাঁহার অনুচরগণ রোষোন্মত্ত হইয়া সেইস্থলেই হাইদারকে খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল।

Elphinstone's History of India. P. 694.

পাইবামাত্র তিনি তাহার ভ্রাতা আবহুল্লাকে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যে অচিরাৎ তদ্বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ক্রূরস্বভাব উজির সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া দিল্লি-সিংহাসনে ইব্রাহিম নামক অপর একজন মোগলকে অভিষেক করিল এবং মহম্মদ শাহের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে তাঁহার প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিল। এই সময়ে রাজপুতগণ সম্পূর্ণ নিঃসংস্রবভাবে অবস্থিত রহিলেন। তাঁহারা কোন পক্ষেই যোগদান করিলেন না। অতঃপর উভয়দলেই পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল; কিন্তু শীঘ্র যুদ্ধ বাধিল না। কিছুকাল অতীত হইল। উভয়পক্ষেরই সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পরে দেওয়ান রাজা রতন চাঁদের শিরশ্ছেদন অচিরে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উত্তেজিত করিয়া দিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর উজির মহম্মদ শাহের হস্তে নিপতিত হইল এবং রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ইহলোক হইতে অন্তরিত হইল *। সৈদৎ খাঁ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সম্রাট তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আত্মপ্রসাদের প্রমাণস্বরূপ তাঁহাকে বাহাদুর জঙ্গ অভিধা প্রদান করিয়া অযোধ্যা-রাজ্য সমর্পণ করিলেন। রাজপুত নৃপতিগণ বিজয়ী সম্রাটকে অভিনন্দন করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা যে, নিঃসম্পর্কীয়ভাবে অবস্থিত ছিলেন, সম্রাট তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পুরস্কারস্বরূপ অম্বর ও যোধপুরের নৃপতিদ্বয়কে কতিপয় জনপদ প্রদান করিলেন †। দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিরোধ করিবার জন্য গিরিধর দাস ‡ মালব প্রাপ্ত হইলেন এবং উজিরপদ গ্রহণ করিবার জন্য নিজাম হাইদ্রাবাদ হইতে আহূত হইলেন।

ভারতের ঘোর রাজনৈতিক বিপ্লবকালে মিবারের নীতি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতি বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যৎকালে তাঁহাদিগের সজাতীয় প্রতিবেশী নৃপতিগণ সময়োপযোগী সুযোগক্রমে মোগলসাম্রাজ্যের উপস্থিত বিপ্লব-স্রোতে পতিত হইয়া সুদক্ষতার সহিত আপনাপন রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়া লইতেছিলেন, রাণাগণ তৎকালে অবাস্তব গৌরবলাভার্থে আপনাদিগের চিরন্তনী প্রথার অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও অলসভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। পরের দেখিয়াও তাঁহাদিগের কিছুমাত্রও জীগিষার উদ্রেক হয় নাই। অম্বরের প্রচণ্ড প্রতাপ দূর যমুনা-সৈকত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এদিকে মারবার-রাজ অজিতসিংহ আজমীরের দুর্গপ্রাকারের শীর্ষস্থানে আপনার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিলেন, গুর্জ্জররাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং আপনার বিজয়ী সেনাদলকে মরুভূমিতে— এমন কি দ্বারকা পর্য্যন্ত পরিচালিত করিলেন। এমন সময়ে মিবারের কিছুমাত্র ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হইল না। মিবারের রাণা আপনার§প্রাচীন সামন্তনৃপতিদিগকে লইয়াই নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এরূপ নীতি-অবলম্বনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিবার

---

* পণ্ডিতবর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলেন যে, আবদুল্লা পবিত্রবংশসম্ভূত বলিয়া সম্রাট তাঁহার প্রাণহত্যা করেন নাই।

† জয়সিংহ আগরা এবং অজিতসিংহ গুর্জ্জর ও আজমির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

‡ গিরিধর দাস একজন নাগর ব্রাহ্মণ। তিনি রতনচাঁদের প্রধান কর্ম্মচারী জুবীলরামের পুত্র।

§ দুঙ্গারপুর ও বাঁশবারাও ইহাদের সংশ্লিষ্ট।

জন্য আমাদিগকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইবে না। একবার মিবারের চিরন্তনী নীতি অনুশীলন করিলে ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। যে নীতি ও সংস্কার অব্যাহত রাখিবার জন্য গিহ্লোট বীরগণ অম্লানবদনে হৃদয়-শোণিত দান করিয়া গিয়াছেন, পাছে সেই নীতি ও সংস্কারের ব্যত্যয় হয়, পাছে মুসলমানদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে হয়, এই ভয়ে তাঁহারা রাজ্যবৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইতেন না এবং রাজনৈতিক বিষয়ে অপকর্ষ সাধিত হইলেও সেই নীতি ও সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের রাজ্যসীমাও বর্দ্ধিত হইত না। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মিবারের দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ত সম্প্রদায়ও বিশেষ প্রতিকূলতাচরণ করিত। এমন কি একদল রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলেও অপর দলের বিদ্বেষবশতঃ বিজয়লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ পরিত্যাগ করিয়াও রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইত। উদাহরণস্বরূপ শুদ্ধ একজনের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। শক্তাবৎ সর্দ্দার সাহসী জেতসিংহ রাঠোরদিগের হস্ত হইতে ইদরপ্রদেশ আচ্ছিন্ন করিয়া কলিবারার পর্ব্বতপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি অধিকার করিলেন। ক্রমে তিনি অন্যান্য প্রদেশজয়ে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রাণা তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া উদয়পুরে প্রত্যাগত হইতে আদেশ করিলেন। সুতরাং তাঁহার জয় অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দাবৎ সর্দ্দার বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া তদ্বিরুদ্ধে রাণা সমীপে কোন অভিযোগ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই রাণা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে কহিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্বেষভাব হইতে মিবারের আভ্যন্তরীণ বিক্রম অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মিবারের কোন সামন্তই আপন অধিকার মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পাইতেন না। কেননা তাঁহারা তখন তিন বৎসরের অধিক পাট্টা পাইতেন না। ভরণপোষণের জন্য তাঁহারা ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন, স্বদেশীয় শৈলরাজি তাঁহাদের দুর্গস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল এবং সীমান্তবর্ত্তী দুর্গ সকল শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিত। মোগলপ্রভুতার হ্রাসের সহিত তাঁহাদিগের আত্মরক্ষিণী প্রথা একপ্রকার পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু তাহার স্বল্পদিবস পরেই দুর্দ্দান্ত মাহারাট্টা ও পাঠানগণ যখন প্রচণ্ডবেগে মিবারভূমে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তখন মিবারের সর্দ্দারবৃন্দ দুর্গমালায় স্বদেশকে মণ্ডিত করিতে বাধ্য হইলেন।

রাণা সংগ্রাম সর্ব্বসমেত অষ্টাদশবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে মিবারের সম্মান অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ন ছিল এবং শত্রু-অপহৃত অনেক রাজ্য পুনর্লব্ধ হইয়াছিল। রাণা যে, বিহারীদাস পাঞ্চোলীকে মন্ত্রীপদে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পারদর্শিতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিহারীদাসের ন্যায় সুদক্ষ ও সুবিশ্বস্ত মন্ত্রী মিবারের সচিবাসনে আর কখনও উপবিষ্ট হয়েন নাই। ইহার সত্যতা তাঁহার সমসাময়িক নৃপতিগণের হস্তাক্ষরিত পত্র পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। বিহারী যে উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, ক্রমাগত তিনটী রাণার শাসনকাল ধরিয়া তাহা অতি গৌরবের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাণা সংগ্রামসিংহের পরলোকগমনের সহিত মিবারে যে প্রচণ্ড মাহারাট্টাবিপ্লব প্রবাহিত হইল;

তাহার প্রখর স্রোত পাঞ্চোলী মন্ত্রীবর শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে পারেন নাই।

রাণা সংগ্রামসিংহের চরিত্রসম্বন্ধে অনেকগুলি উপকথা শুনিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত উপকথা অনুশীলন করিলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, কি রাজ্যশাসন, কি গৃহপালন, সকল বিষয়েই রাণা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞ, ন্যায়পর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নৃপতি। তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন, তাহা শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না; কি রাজকীয়, কি পারিবারিক সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, এমন কি যে সকল বিষয়ে অনর্থক বহুব্যয় হইত, সে সকল বিষয় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া আবশ্যকমত ব্যয়ভার লাঘব করিয়া দিতেন। সেই সকল উপকথার মধ্যে যে গুলি বিশেষ মনোহর, সেইগুলিই এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। মিবারের প্রথম শ্রেণীর সামন্তগণের মধ্যে কোতারিয়োর চৌহান অন্যতম। রাজসভায় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। একদা তিনি রাণার রাজসজ্জার কিছু গুরুত্ব যোজনা করিতে প্রার্থনা করেন। প্রচলিত শিষ্টাচারের অনুরোধে রাণা তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কোতারিওর আনন্দের আর সীমাপরিসীমা রহিল না। রাণা তাঁহার প্রার্থনায় সম্মতি দান করিয়াছেন ভাবিয়া চৌহান সর্দ্দার আনন্দে আপনাকে ধন্যবাদ দান করিতে করিতে স্বগৃহে প্রতিগত হইলেন। কিন্তু রাণা আপন মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন "অচিরে কোতারিয়োর ভূমিবৃত্তি হইতে দুইখানি গ্রাম স্বতন্ত্র করিয়া লও।" এই আদেশ অল্প সময়ের মধ্যেই কোতারিয়োর কর্ণগোচর হইল। তিনি তখনই রাণাসদনে প্রত্যাগত হইয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ! আমি কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমার প্রতি আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন?" রাণা ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "কিছুই নয়, রাওজি! তবে আপনি যে আমার পোষাক বাড়াইতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি সূক্ষ্মরূপে গণনা করিয়া দেখিলাম যে, ঐ দুইখানি গ্রামের আয়েতেই তাহার ব্যয়সঙ্কুলান করিতে পারিব। আর আমার আয়ের সমস্তই যখন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ব্যয়িত হইয়া থাকে, তখন আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সজ্জার আড়ম্বর বাড়াইয়া আপনার বাসনা পূরণ করিতে হইলে আপনার উক্ত দুইখানি গ্রামের আয় ব্যতিরেকে আর কিছুতেই পারি না।" শুনিয়া চৌহান সর্দ্দারের জ্ঞান-চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল; তিনি আপনার প্রার্থনা প্রতিসংহার করিলেন।

দ্বিতীয়।—স্মরণশক্তির হীনতা অথবা ভ্রান্তিবশতঃই হউক রাণা একদা আত্মপ্রতিষ্ঠিত বিধি লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। কি রন্ধনশালা, কি সজ্জাশালা, কি গুপ্ত কোষাগার, কি অন্তঃপুর, সকল প্রকার ব্যয়ের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই সমস্ত ভূমি "থুয়া" নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক থুয়া এক একজন কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পিত ছিল। সেই সকল কর্ম্মচারী "থুয়াদার" নামে প্রসিদ্ধ। থুয়াদারগণ আপনাপন হিসাব প্রধান মন্ত্রীর নিকট দাখিল করিত। রাণা ইহাদের মধ্যে একজনের একখানি থুয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। একদা রাণা আপন সর্দ্দারগণের

সহিত "রসোরা" ভবনে (ভোজনাগারে) ভোজন-ব্যাপারে নিবিষ্ট আছেন। পরিবেশক যথানিয়মে সমস্ত দ্রব্যাদি পরিবেশন করিতেছে। ক্রমে দধি পরিবেশিত হইল; কিন্তু কেহই শর্করা আনিল না। রাণা কার্য্যাধ্যক্ষকে তজ্জন্য ভৎসনা করিলেন। তাহাতে সে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবচনে উত্তর করিল "অন্নদাতঃ! মন্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, শর্করার জন্য যে গ্রাম নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা মহারাজ স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন।" "যথার্থ বটে" রাণা উত্তর করিলেন এবং আর কিছু না বলিয়া শর্কর-ব্যতিরেকেই দধিভোজন শেষ করিলেন।

তৃতীয়।—কষ্টকর অপ্রাপ্ত ব্যবহার-কাল উত্তীর্ণ হইলে রাণা সংগ্রামসিংহ রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জনকের মৃত্যু হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জননীই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে তিনি দেরিয়াবুদ সর্দ্দারের ভূমিসম্পত্তি কোন কারণবশতঃ ক্রোক করিয়া লইয়াছিলেন। রাণা যে, দোষী ভিন্ন আর কাহাকেও শাস্তি দান করিতেন না, তাহা সকলেই জানিত। একবার দণ্ডপ্রয়োগ করিলে তিনি আর কাহাকেও শীঘ্র ক্ষমা করিতেন না। সুতরাং কেহই সাহস করিয়া রণাবৎ দেরিয়াবুদ সর্দ্দারের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বৃত্তিচ্যুত সর্দ্দার অনেক কষ্টে দুই বৎসর যাপন করিয়া তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভেই করুণা প্রার্থনা পূর্ব্বক বন্দারীন্‌দিগের * দ্বারা রাজমাতার নিকট একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করিল। সে সেই প্রার্থনাপত্রের মধ্যে দুইলক্ষ টাকার একখানি তমস্থক প্রেরণ করিয়াছিল এবং পুরস্কারস্বরূপ সেই পরিচারিকাদিগকেও বিপুল ধন দিয়াছিল। মধ্যাহ্নভোজনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে রাণা প্রত্যহ স্বীয় জননীর শ্রীচরণ দর্শন করিতে গমন করিতেন। একদা তিনি মাতৃসদনে সমুপস্থিত হইলে রাজমাতা বৃত্তিচ্যুত রণাবতের প্রার্থনাপত্র তৎকরে অর্পণ করিয়া তাহার ভূমিসম্পত্তি প্রতিদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কাহাকে কোন ভূমিসম্পত্তি দান করিতে হইলে রাণা অগ্রে প্রধান মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিতেন। যে দিন তিনি আদেশ করিতেন, সেই দিবস হইতে অর্থীর করে দানপত্র প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বে যথানিয়মে অষ্ট দিবস ব্যবহিত হইত। কেননা সেই আটদিনের মধ্যে সেই দানপত্রে আটটী মোহর † মুদ্রিত হইত। ইহা মিবারের রাজকুলের চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু রাণা সংগ্রামসিংহ সেই দিন উক্ত নিয়মের ব্যভিচার করিয়া রণাবৎকে সেই মুহূর্ত্তেই দানপত্র অর্পণ করিতে মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন। অচিরে তাহা রাণাসমীপে আনীত হইল। তখন তিনি জননীর হস্তে সেই দানপত্র স্থাপন করিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন "এই দানপত্র তাঁহাকে দিয়া তমস্থকখানি ফিরাইয়া দিবেন।" তৎপরে তিনি মাতৃচরণে

* রাজপুত-মহিলাদিগের সহচরীগণ বন্দারীন্ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

† মিবারে আটজন মন্ত্রী আছেন। তাঁহারা যথানিয়মে দানপত্রে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। এইরূপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে "অষ্ট-প্রধান" বিদ্যমান ছিল।

প্রণত হইয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তর ভোজনার্থে প্রস্থান করিলেন। পর দিবস রাণা একঘণ্টা পূর্ব্বে অন্ন সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু সে দিবস জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। সকলেই বিস্মিত হইল; কিন্তু সকলের বিস্ময় রাজমাতার বিস্ময়ের সমতুল্য হয় নাই। সে দিবস অতীত হইল—ক্রমে পর দিবস—তথাপি তিনি পুত্রের দর্শন পাইলেন না;—তাঁহার বিস্ময় শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। মহিষী রাণার নিকট লোক পাঠাইলেন; প্রত্যুত্তরে তিনি শিষ্টব্যবহারের সহিত বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার সময় নাই বলিয়া যাইতে পারিতেছি না।" পুত্রের সবিরাগ ভাবদর্শনে রাজমাতা অত্যন্ত ভীতা হইলেন। তিনি রাণার সেরূপ চিত্তবিকারের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; পরিশেষে সেই 'দানপত্র' ভিন্ন অন্য কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি মন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে কহিলেন। কিন্তু মন্ত্রী তাহাতে সাহস না করাতে রাজমাতা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার কোন উপায়ই সিদ্ধ হইল না,—কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। তাঁহার বিষাদের আর সীমাপরিসীমা রহিল না। তিনি নিতান্ত ক্রোধনা হইয়া উঠিলেন; অকারণ সহচরীদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে লাগিলেন,—অবশেষে আহার ত্যাগ করিলেন। তথাপি সংগ্রামের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা পূর্ব্ববৎ অচল ও অটল রহিল। বিষণ্ণা রাজমাতা অবশেষে গঙ্গাস্নানে গমন করিতে চাহিলেন। তীর্থযাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ হইল, তাঁহার শরীররক্ষকগণ সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। তিনি বিদায়কালে পুত্রের মুখকমল দেখিবার জন্য তাঁহার অপেক্ষায় রহিলেন; কিন্তু সংগ্রাম আসিলেন না। অগত্যা দুঃখার্ত্তা রাজমাতা যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। প্রথমে ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জয়পুরের পার্শ্ব দিয়া তাঁহার শিবিকা বাহিত হইল। জয়পুর তাঁহার জামাতৃ-ভবন। সুতরাং যাইবার সময় কন্যা ও জামাতাকে দেখিবার জন্য মহিষী তন্নগরে প্রবেশ করিতে কহিলেন। মহারাজ জয়সিংহ যথোচিত সম্মানসহকারে শ্বশ্রূর প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে অভিনব জয়পুর নগরে লইয়া গেলেন এবং তৎপ্রতি বিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবার জন্য তদীয় শিবিকা-যানে ক্ষণকালের জন্য স্কন্ধ স্থাপন করিলেন *। শ্বশ্রূমুখে শ্যালকের মনোবিকার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জয়সিংহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "আমি আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনি তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলে আপনার সহিত উদয়পুরে যাইয়া রাণাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিব।" অভীষ্ট তীর্থপ্রবাস সমাপন করিয়া রাজমাতা অম্বরে প্রত্যাগত হইলেন এবং জামাতাকে সঙ্গে লইয়া উদয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজপুতদিগের মধ্যে অতিথি-সৎকারের নিয়ম অতি কঠোর। আতিথেয়তার সামান্যমাত্র ব্যত্যয়কে রাজপুতগণ ঘোরতর অপমান মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। অম্বররাজ জয়সিংহ কি অভিপ্রায়ে যে, তাঁহার নগরে অভ্যাগত, তাহা রাণা বুঝিতে পারিলেন। তিনি জানিতেন যে ভগিনী-পতির অনুরোধ কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি পূর্ব্ব হইতেই তদ্বিষয়ে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

* ইহা রাজপুতদিগের একটী চির প্রচলিত নিয়ম।

কিন্তু জয়সিংহকে অনুরোধ করিবার অবসর না দিয়াই তিনি জননীর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। জননীর আচরণে তাঁহার হৃদয় যে স্বল্প ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা তিনি কাহাকেও জানিতে দেন নাই এবং আজিও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে যাইবার সময় কাহাকে জানিতে দিলেন না। প্রথমতঃ যেন জয়সিংহেরেই প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য কতকগুলি অনুচর সমভিব্যাহারে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলেন; কিন্তু তথায় না যাইয়া একবারে জননীর পটগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে মাতৃসদনে উপস্থিত হইয়া সংগ্রামসিংহ তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তর তাঁহাকে বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিয়া ভগিনীপতির সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলেন "পারিবারিক কলহবিবরণ পরিবার মধ্যেই গুপ্ত থাকিবে।"

চতুর্থ।—একদা সংগ্রাম মধ্যাহ্নভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, যে, মালবস্থ পাঠানগণ মুন্দিসর জনপদের অন্তর্গত অনেকগুলি পল্লী লুণ্ঠন ও উৎসাদন এবং তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দকে বন্দী করিয়া মিবারভূমি আক্রমণ করিয়াছে। এতৎ সমাচার কর্ণগোচর হইবামাত্র সংগ্রামসিংহ আপনার ভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিয়া তখনই গাত্রোত্থান করিলেন এবং আচমনাদি সমাপন পূর্ব্বক বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করিয়া নাকরা ধ্বনিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখনই গম্ভীর রবে নাকরা ধ্বনিত হইয়া সর্দ্দারদিগকে জাগরিত করিয়া তুলিল। কেহই এই আকস্মিক রণঘোষণার কারণ জানিতে পারিল না। কিন্তু অবিলম্বে সকলেই অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক প্রাসাদের প্রশস্ত চত্বরে দণ্ডায়মান হইল। রাণা স্বয়ং তাহাদিগের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই সমস্বরে বলিলেন "মহারাজ! আমরা জীবিত থাকিতে একটা সামান্য শত্রুকে দমন করিবার জন্য আপনাকে সমর-ক্ষেত্রে কখনই যাইতে দিব না। ইহাতে আপনাকে হীনগৌরব হইতে হইবে।" রাণা সর্দ্দারবৃন্দের বাক্য অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সকলেই যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলেন। কতিপয় ঘণ্টা পরে কানোড়ের সর্দ্দার সশস্ত্র বেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন; বদন পাণ্ডুবর্ণ—নয়ন জ্যোতিঃ-হীন। নৃপতির অনুমতি পালন করিবার জন্যই তিনি সেরূপ অবস্থায় রণসজ্জায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া রাণা তাঁহাকে রণক্ষেত্রে যাইতে বারবার নিষেধ করিলেন; কিন্তু সেই সাহসী সর্দ্দার গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! আমাকে নিষেধ করিবেন না; হস্তে অসিধারণ করিবার বল থাকিতে যুদ্ধকালে কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিব না।" রাণা অগত্যা সম্মতি দান করিলেন। রাজপুতগণ মুসলমানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে তেজস্বী কানোড় সর্দ্দার তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন। রাজপুতের প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া যবনসৈন্য পরাজিত হইল এবং ছত্রভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। কিন্তু কানোড় সর্দ্দার সেই সমরক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। তাঁহার পুত্রও সেই যুদ্ধে ঘোরতর আহত হইয়াছিলেন। বিজয়ী রাজপুতগণ জয়োৎফুল্ল কপোলে নগরে প্রত্যাবৃত্ত

হইলে রাণা সেই পতিত কানোড়বীরের আহত পুত্রকে স্বহস্তে "বীরা" * দান করিলেন। এরূপ উচ্চসম্মান প্রাপ্ত হইয়া কানোড় সর্দ্দারের আহত পুত্র আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন এবং কৃতজ্ঞতারসে অভিসিঞ্চিত হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে কহিলেন, "মহারাজ! আজি আমি পিতার জীবন-বিনিময়ে এক অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইলাম।"

পঞ্চম।—একদা এক চাটুবাদী রাণার সম্মুখে বসিয়া শালুম্ব্রাসর্দ্দারের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহ উদ্ভাবিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বিজ্ঞ রাণা তাহাতে সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন "ওরূপ সন্দেহ অমূলক; ইহাদ্বারা রাবৎজীর উচ্চহৃদয়ের অবমাননা করা হয়।" রাবতের প্রতি তাঁহার যে কতদূর দৃঢ়বিশ্বাস, তাহা সেই পাষণ্ড চাটুকারকে দেখাইবার জন্য রাণা শালুম্ব্রাসর্দ্দারকে ডাকিতে পাঠাইলেন। মালবরাজ্যে যবনসৈন্যের উপর জয়লাভ করিয়া রাবৎ শালুম্ব্রা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন এবং রাণার নিকট বিদায় লইয়া সদলে স্বগৃহে যাত্রা করিয়াছেন। রজনীর প্রথম যাম অতীত। রাবৎ আপনার দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া সৈনিকদিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বীয় তুরঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে প্রহরী আসিয়া বিনয়নম্রবচনে বলিল "রাবৎজি! রাণা আপনাকে অভিবাদন করিয়া এই পত্রখানি দিয়াছেন।" দীপালোকে পত্রপাঠ করিয়া শালুম্ব্রাসর্দ্দার অশ্বপালকে অশ্ব সজ্জিত করিতে অনুমতি করিলেন। দ্বারের সম্মুখে প্রেমময়ী বনিতা ও স্নেহের প্রস্রবণ শিশু-সন্তানগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য সাগ্রহে দণ্ডায়মান। তিনি মনে করিয়াছিলেন সেই সুকুমার শিশুদিগকে ক্রোড়ে করিয়া রণশ্রান্তি দূর করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। সতৃষ্ণনয়নে একবার প্রণয়প্রতিমা বনিতার ম্রিয়মান মুখপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই রাজভক্ত রাবৎ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক শুদ্ধ ছয়টীমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যতক্ষণ না নগরে প্রবেশ করিতে পারিলেন, ততক্ষণ অশ্বরশ্মি শ্লথ করিলেন না। নিশা দ্বিপ্রহরা; সমস্ত জগৎ সুপ্ত; প্রকৃতি স্থির—গম্ভীর—নীরব। কেবল মধ্যে মধ্যে ঝিল্লিরব ও বায়ুর শন শন শব্দ তাঁহাদিগের অশ্বের ক্ষুরধ্বনির সহিত অনন্ত গগনে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। রাবতের বাসভবন শূন্য;—দাস দাসী বা খাদ্যদ্রব্যাদির কিছুই আয়োজন ছিল না; কিন্তু রাণা পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেননা সেই নিশীথকালে তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত উদ্বোধিত হইবামাত্র তাঁহার ও তাঁহার অনুচরগণের ভোজ্য ও পেয় এবং তাঁহাদিগের সাতটী বাহনের তৃণজল রাজবাটী হইতে রাবতের বাস-ভবনে আনীত হইল। পর দিন প্রাতে শালুম্ব্রাসর্দ্দার যথাকালে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাণা তৎপ্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন। নিয়মিত সম্মাননিদর্শন ব্যতীতও তিনি তাঁহাকে সে দিবস এক খানি জমিদারি দান করিলেন। রাণার এই অসীম প্রসাদ

---

* মিবারের দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সর্দ্দারদিগকে রাণা স্বহস্তে "বীরা" (তাম্বুল) বিতরণ করেন না। কানোড়সর্দ্দার দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দ্দার। রাণার নিকট বীরা প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন।

প্রাপ্ত হইয়া শালুম্ব্রাসর্দ্দার অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাহার প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য স্থির গম্ভীরভাবে কহিলেন "মহারাজ! আমি কি এমন অসাধ্য সাধন করিয়াছি যে, আপনি আমাকে অদ্য এরূপ পুরস্কার দান করিলেন? আর যদিও কিছু করিয়া থাকি, তাহাও আমার কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যসাধনের জন্য আপনার পুরস্কার কি করিয়া গ্রহণ করিতে পারি? মিবারের মঙ্গলসাধন বীরবর চণ্ডের বংশধরদিগের একমাত্র মুখ্য কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালন করিতে যদি আমাদিগকে জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা হইলেও পুরস্কার অবৈধ। অতএব মহারাজ! পুরস্কার ফিরাইয়া লইতে অনুমতি হউক। চণ্ডের বংশধর কর্ত্তব্যপালনের জন্য রাজসন্নিধানে কখন কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা করে না।" তেজস্বী শালুম্ব্রা সে পুরস্কার গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কিন্তু রাণার আগ্রহাতিশয্যদর্শনে তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন "মহারাজ! রাজপ্রসাদ উপেক্ষা করিলে রাজার অবমাননা করা হয়, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে আপনি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিলে আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইব; সে অনুগ্রহ চিরকালের জন্য আমাদিগের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। আজি আমি রাজবাটী হইতে যে কয়েক পাত্র খাদ্যদ্রব্য উপহার পাইলাম, ভবিষ্যতে আপনি অথবা আপনার কোন বংশধর আমাকে অথবা আমার কোন বংশধরকে রাজধানীতে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলে রাজরন্ধনশালা হইতে এইরূপ খাদ্যদ্রব্যের সংযোজনা করিতে হইবে।" রাণা সংগ্রাম আহ্লাদের সহিত তাঁহার অনুরোধে সম্মতি দান করিলেন। সেই দিন হইতে বীরবর চণ্ডের বংশধরগণ উক্ত সম্মান সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

এই সকল গল্পের দ্বারা রাণা সংগ্রাম সিংহের মহনীয় চরিত্রের জলন্ত প্রমাণ পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং ইহার উপর লেখনী ধারণ করা শুদ্ধ কষ্টপ্রসূত অসার বিবরণ সন্নিবেশ করা মাত্র। তিনি যে অষ্টাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আত্মপদের গৌরব রক্ষা করিয়া স্বরাজ্যের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশবৈরীর আক্রমণ হইতে মিবারভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি অষ্টাদশ বার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের শাসন-নীতি যদিচ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও তিনি পূর্ব্বপুরুষদিগের চিরন্তন সংস্কার স্বল্পপরিমাণেও ত্যাগ করিলে স্বদেশের অধিকতর মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন; তথাপি তৎকর্ত্তৃক মিবারের যে উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি প্রজাবৃন্দের বিশেষ ভক্তি ও অনুরাগভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। প্রজার হিতসাধনে ও অভাবমোচনে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও সতর্ক থাকিতেন। এতন্নিবন্ধন কি স্বদেশ, কি বিদেশ সকল স্থানেই তিনি সমান সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ বাপ্পারাওলের পবিত্র বংশের উচ্চ সম্মান যে গিহ্লোট নৃপতিগণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রাণা সংগ্রামই শেষবর্ত্তী। তাঁহার পরলোকগমনের সহিত মিবারে মহারাষ্ট্রীয় প্রভুতার সূত্রপাত হয়। সেই প্রভুতার পরিস্থাপনের সহিত মিবারের রাজনৈতিক স্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা আমরা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

রাণা সংগ্রামসিংহ সর্ব্বসমেত চারিটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ (দ্বিতীয়) জগৎসিংহ সম্বৎ ১৭৯০ (খৃঃ ১৭৩৪) অব্দে পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম কার্য্য রাজপুত-বলত্রয়ের পুনর্মিলন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে রাণা দ্বিতীয় অমরসিংহ এই বলের সমীকরণ করিয়াছিলেন; পরে অজিতসিংহের অবিমৃষ্যকারিতা হইতে সেই ত্রিবলের মূলদেশে কুঠার প্রহৃত হইয়াছিল। আজি জগৎসিংহ অমৃতকুণ্ডের জলসেচনে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিলেন। উপস্থিত নৃপত্রয় স্ব স্ব উপাস্য দেবতার নামে শপথ করিয়া বলিলেন যে, কেহই মুসলমানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না, এবং আর কখনও সে একতাসূত্র ছিন্ন করিবেন না। মিবারের অন্তর্গত হুরলা নামক নগরীতে তাঁহারা স্ব স্ব সামন্তগণ সহ সমাগত হইয়া উক্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। একচিত্ততা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য একজন উপযুক্ত নায়কের প্রয়োজন; সুতরাং সকলেই একবাক্যে রাণাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত রাজপুতসেনার অধিনায়কত্ব সমর্পণ করিলেন। সেনাবল ক্রমশঃ সংগৃহীত হইতে লাগিল। সম্মুখে বর্ষাসমাগম দেখিয়া সকলেই স্থির করিলেন যে প্রাবৃট্‌কাল অতীত হইলে রাণা জগৎসিংহ সেই বিশাল রাজপুতসেনা লইয়া মোগল বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন *। যুদ্ধোপযোগী সমস্ত আয়োজনই স্থির হইয়া রহিল।

---

* সন্ধি-পত্র।

রাণার মোহর।

স্বস্তি শ্রী। একতাবদ্ধ অধিপতিগণকর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সন্ধি-পত্র স্বীকৃত হইল। ইহার কোন বিধির ব্যভিচার হইবে না। সম্বৎ ১৭৯১ (খৃঃ ১৭৩৫) অব্দ ১৩ই শ্রাবণ। হুরলা-শিবির।

১ম। সম্পদে বিপদে সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এতৎসম্বন্ধে সকলেই শপথ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পরে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। ভবিষ্যতে কেহই ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। যে কেহ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তিনি সকলের বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইবেন। এক ব্যক্তির সম্মান ও অপমানে সকলেরই সম্মান ও অপমান হইবে। ইহার মধ্যে সকল বিষয়ই রহিল।

২য়। যে ব্যক্তি একজনের নিকট বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতীত হইবে; তাহাকে কেহই বিশ্বাস করিবেন না। সে কাহারও নিকট আশ্রয় পাইবে না।

৩য়। বর্ষাকাল অতীত হইলে কার্য্য আরম্ভ হইবে; এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অধিপতি রামপুরে সদলে উপস্থিত হইবেন। যদ্যপি কোন কারণবশতঃ অধিপতি স্বয়ং না আসিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপন কুমার অথবা কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই আয়োজন কার্য্যে প্রযুক্ত হইল না। আয়োজন শেষ হইতে না হইতে সেই সন্ধিসূত্র আবার শিথিল হইয়া পড়িল; আবার সেই একীভূত ত্রিবল ভিন্ন ও বিভক্ত হইয়া গেল। রাজপুতের ক্ষমতাপ্রিয়তা একটী সুন্দর গুণ বটে; কিন্তু সময়ে সময়ে ইহা সমূহ বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। আজি রাজস্থানের দুরদৃষ্ট বশতঃ ইহা হইতে বিষময় ফল প্রসূত হইল; রাজপুতের একতা পুনর্ব্বার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতনকালে অম্বর ও মারবারের নৃপতিগণ বিপুল ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া মিবারের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ কনকসেনের বংশধরগণ রাজস্থানের অন্যান্য রাজপুতদিগের উপর অক্ষুণ্ণ প্রাধান্য ভোগ করিয়া অসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও সকলের সমবেত সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই। এই মহদভাবই তাঁহাদের একতার প্রধানতম অন্তরায়। এই অভাব থাকাতেই তাঁহারা স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। এই মহদভাবই তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রিয়তার বিষময় ফল। উক্ত প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা স্বার্থলাভার্থে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে অগণ্যবার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে অনেক বার প্রকটিত হইয়াছে। মিবারের নৃপতিগণ যেমন সকল বিষয়েই তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয়, সেইরূপ যদি তাঁহাদিগকে অগ্রণীস্বরূপ মানিয়া সকলে এক অভিন্ন একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের এ দুর্দ্দশা কেন? তাহা হইলে বিদেশীয় শত্রু কি কখনও ভারতের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে পারিত? রাজন্যসমাজের পরস্পরের বিদ্বেষভাবই ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। রাজপুত স্বাধীমতাপ্রিয় বটে, কিন্তু যে মহদুপকরণে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জিত ও সংরক্ষিত হয়, তাহা তাহাদের নাই। সুতরাং তাহাদিগের স্বাধীনতালিপ্সা কখন ফলবতী হয় নাই; আজি রাণা দ্বিতীয় জগৎ সিংহের শাসনকালে মোগলসাম্রাজ্যের শোচনীয় অধঃপতন-সময়ে সমূহ সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গেল।

সুদক্ষ নিজাম-উল-মুলুক এক্ষণে অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বরের সেনাপতি * তাঁহার সেই সুদৃঢ় স্বাধীনতা ব্যর্থ করিতে গিয়া তাঁহার কোপানলে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইলেন। সুচতুর নিজাম সেই হতভাগ্য মোগল-সেনাপতির ছিন্নমস্তক সম্রাটসদনে প্রেরণ পূর্ব্বক কৌশল করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে,

---

৪র্থ। যদ্যপি সেই কুমার অদূরদর্শিতাবশতঃ কোন বিষয়ে ভুল করেন, তাহা হইলে রাণাই কেবল তাহা সংশোধন করিবেন।

৫ম। যে কোন গুরুতর ব্যাপারে সকলেই একত্রিত হইয়া এই সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য।

* এই সেনাপতির নাম মোবারিজ খাঁ। নিজাম অত্যন্ত চতুর, তিনি কৌশল করিয়া প্রথমে মোবারিজের সৈন্যদিগের মধ্যে অসদ্ভাব সমুদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী না হওয়াতে অবশেষে তিনি প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

Elphinstone's History of India. P. 698.

(ক) (খ) (গ)—মিবার, মারবার ও অম্বরের নৃপতিত্রয়ের মোহর ও তাঁহাদিগের উপাস্যদেবের নাম।
(ঘ) মারবারের রাজা।

"দুরাচার রাজদ্রোহী হইয়াছিল, সেই জন্য তাহার ছিন্নমস্তক আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম।" বলা বাহুল্য যে, হীনবল মহম্মদ শাহ তেজস্বী নিজাম-উল-মুলুকের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার উক্তরূপ আচরণের শাস্তিদান করিতে পারিলেন না। স্বরাজ্যের স্বাধীনতা দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়াই নিজাম রাজপুতদিগের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং মালব ও গুর্জ্জরে মহারাষ্ট্রীয়ের বিজয়িনী সেনা চালিত করিতে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। তদনুসারে মহারাষ্ট্রীয় বীর বাজিরাও সদলে সর্ব্বপ্রথমে মালবের উপর আপতিত হইলেন এবং তত্রত্য শাসনকর্ত্তা দয়ারাম বাহাদুরকে * যুদ্ধে নিহত করিয়া নিজামের মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। অতঃপর অম্বররাজ জয়সিংহের হস্তে মালবরাজ্য সমর্পিত হইল। কিন্তু তিনি আপনি না রাখিয়া বাজিরাওয়ের হস্তে সেই মালবরাজ্য ন্যস্ত করিলেন। এইরূপে মালব দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল। অচিরকাল মধ্যে সুবিশাল গুর্জ্জররাজ্যও তদনুরূপ দশায় নিপাতিত হইল। চলচ্চিত্ত মোগলসম্রাট ইতিপূর্ব্বে রাঠোরদিগকে গুর্জ্জররাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আত্ম প্রতিজ্ঞা পালন না করাতে অজিতসিংহের পুত্র অভয়সিংহ সেইরাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং তত্রত্য শাসনকর্ত্তা শিরবুলান্দ খাঁকে তৎপ্রদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন। সেই সুযোগে দুর্জ্জয় মার্হাট্টাগণ রাঠোর-জিত গুর্জ্জররাজ্য অধিকার করিলেন। রাঠোররাজ অভয়সিংহ তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না †। কেবল তিনি তৎপ্রদেশের উত্তরভাগস্থ জনপদগুলি স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

যৎকালে রাজস্থান ও দক্ষিণাবর্ত্তে উক্তরূপ রাজনৈতিক স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; তখন বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা-রাজ্যে সুজা-উদ্দোলা ও তদীয় প্রতিনিধি আলিবর্দ্দি খাঁ অক্ষুণ্ণ প্রভুতা সম্ভোগ করিতেছিলেন। এদিকে অযোধ্যা-রাজ্যে সৈদৎ খাঁর তনয় সফদর জঙ্গ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। মোগলসম্রাটের সুপ্রসাদবলে সৈদৎ খাঁ অযোধ্যা-সিংহাসন প্রাপ্ত হইল বটে; কিন্তু দুরাচার অচিরে সেই পবিত্র প্রসাদের অতি হেয় ও জঘন্য পুরস্কার প্রদান করিল। সৈদৎ খা কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক। সেই দুরাচারই নৃশংস নাদির শাহকে ভারতে অভ্যর্থনা করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিল।

যখন মালব ও গুর্জ্জরে মহারাষ্ট্র-প্রভুতা দৃঢ়স্থাপিত হইল, তখন বিজয়ী মার্হাট্টাগণ অন্যান্য স্থলে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে মনস্থ করিল এবং পঙ্গপালের ন্যায় একত্রিত হইয়া নর্ম্মদা উত্তরণ পূর্ব্বক উত্তরপ্রদেশ সমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

---

* দয়ারাম বাহাদুর মালবের পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা গিরিধরসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র।

† অভয়সিংহ অমে গুর্জ্জর-রাজ্য ত্যাগ করেন নাই। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক শোণিতব্যয় এবং সমূহ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ এপ্রিল মাসে প্রচণ্ডবীর বাজিরাও দোবারিকে পরাস্ত করিয়া গুর্জ্জররাজ্য অধিকার করিলে ইহার শাসনভার অবশেষে পিলাজি গুইকুমারের হস্তে সমর্পিত হয়। এই পিলাজি প্রসিদ্ধ গুইকুমারকুলের পূর্ব্বপুরুষ। অভয়সিংহ ইহাকে গুপ্তহত্যা করিয়া গুর্জ্জর অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অযোগ্য নিধনে পিলাজির পুত্র ও ভ্রাতা নিতান্ত রোষান্ধ হইয়া অভয়সিংহকে আক্রমণ করেন। তাঁহাদিগের প্রচণ্ডবল প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া রাঠোররাজ অগত্যা গুর্জ্জর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

Elphinstone's History of India. P. P. 703–705.

তাহাদিগের বিক্রমবহ্নির প্রচণ্ড বিস্ফুরণপ্রভাবে অনেক অপ্রসিদ্ধ সামান্য সামান্য জাতিও উন্মাদিত হইয়া তাহাদিগের বিপুলবলের পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করিল। তখন শান্তজীবন নিরীহ কৃষক * হলগোধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তরবার ও তুরঙ্গ অবলম্বন করিল এবং অজপালক † আপনার বেত্রযষ্টিকে সুতীক্ষ্ণ ভল্লে পরিণত করিল। হুলকার, সিন্ধিয়া ও পুয়ারগণই ‡ উক্ত সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এইরূপ বিপুল সহায়বল প্রাপ্ত হইয়া দুর্জ্জয় মার্হাট্টাগণ ক্ষীণবল রাজপুতদিগের রাজ্যমধ্যে আপতিত হইতে লাগিল এবং তৎসমুদায় প্রদেশ লুণ্ঠন ও উৎসাদন করিয়া অবশেষে তাহাতেই বাস করিতে আরম্ভ করিল। প্রয়োজন অথবা সুযোগবশতঃ যতদিন তাহারা একতাসূত্রে গ্রথিত হইয়া একটী পতাকামূলে যুদ্ধ করিয়াছিল, ততদিন কেহই তাহাদের জ্বলন্ত তেজোবহ্নিমুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই; কেহই তাহাদিগের প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। বীরবর (প্রথম) বাজিরাও মহাশক্তির সাধনাবলে সেই বিপুল মার্হাট্টাবল স্বহস্তে নিযন্ত্রিত করিতে পারিয়াছিলেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম চম্বলনদ উত্তীর্ণ হইয়া দিল্লির সিংহদ্বারসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কঠোর বিক্রমপ্রভাবে সেই মহানগরী কঠোররূপে দলিত হইল। পরিশেষে হীনবল সম্রাট "চৌথ" প্রদান করিয়া তাঁহার কঠোর উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। সম্রাটের উক্ত প্রকার ভীরু-জনোচিত ব্যবহারদর্শনে নিজামের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কার উদয় হইল। সম্রাটের উপর জয়লাভ করিয়া পাছে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহার নিজামরাজ্য আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদিগকে মালব হইতে দূরীকৃত করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার মনে সুদৃঢ় ধারণা ছিল যে, মার্হাট্টাগণ মালবরাজ্যে একবার সুদৃঢ়রূপে সংস্থিত হইলে আর তাহাদিগকে কেহই তথা হইতে বিদূরিত করিতে পারিবেন না; এবং তাহা হইলে তাহারা উত্তরদেশের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধই ছিন্ন করিয়া দিবে। তদনুসারে তিনি মালবরাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং বাজিরাওকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্ব আশঙ্কার অঙ্কুশতাড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। বিজয়ী নিজাম পরাজিত মার্হাট্টাদিগকে তৎপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে সম্বাদ আসিল যে, প্রচণ্ড বীর দুর্দ্ধর্ষ নাদির শাহ আপনার বিজয়িনী সেনা লইয়া ভারতবর্ষে আপতিত হইয়াছে। শুনিয়া নিজামের মনে আর একটী ঘোরতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

---

* সিন্ধিয়ার পূর্ব্বপুরুষগণ কৃষক ছিলেন।

† হুলকার একজন অজপালক ছিলেন।

‡ মালবাক্রমণকালে বাজিরাও উদাজি পুয়ার, মুলহর রাও হুলকার এবং রণজি সিন্ধিয়ার উপর সেনা-চালনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা কালে স্বস্ব প্রধান হইয়া এক একটী বিখ্যাত বংশ প্রতিষ্ঠাপন করেন।

যৎকালে * দুর্দ্ধর্ষ বীর নাদির শাহের প্রচণ্ড তূর্য্যনিনাদ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে শ্রুত হইল; তখন মোগল সম্রাটের বিক্রমবহ্নি প্রায় সম্পূর্ণই নির্ব্বাপিত। নাদিরের সেই ভীষণ তূর্য্যনিনাদে সমগ্র ভারত ভূকম্পনের ন্যায় তাড়িতবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল—হতভাগ্য মহম্মদ শাহের রত্নমুকুট সহসা স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল;—কোথা হইতে বিকট রোদনরোল অনর্গল শ্রুত হইতে লাগিল। এই সঙ্কটকালে—মোগলসাম্রাজ্যের এই অনিবার্য্য অধঃপতনসময়ে হতভাগ্য মহম্মদ শাহ "রাজপুতজাতির বিক্রমের প্রতি অনেক আশা স্থাপন করিয়াছিলেন"; কিন্তু তাঁহার কোন আশাই ফলবতী হয় নাই। যে রাজপুতদিগের বিক্রমের সাহায্যে ভারতবক্ষে মোগলের সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল, যাঁহারা সেই মোগলের সিংহাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এতদিন অম্লানবদনে আত্মহৃদয়ের শোণিত দান করিয়া আসিয়াছেন, আজি সেই সিংহাসনের সঙ্কটকালে তাঁহাদের উচ্চশ্রেণীস্থ একজন মাত্রও তাহার রক্ষার্থ অসিহস্তে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন না। সুতরাং কর্ণালের কালযুদ্ধে মোগলের ময়ূর-সিংহাসন ভগ্ন হইয়া গেল; সেই সঙ্গে ভারতের কঠোর ভবিতব্যতা হতভাগ্য মহম্মদ শাহের ললাটপট্টে জ্বলদক্ষরে লিপিবদ্ধ হইল!

কর্ণাল-যুদ্ধের শোচনীয় পরিণামে নিজাম ও সৈদৎ খাঁর মনে বিষম ভীতির সঞ্চার হইল। তাঁহারা সেই বিজয়ী প্রচণ্ড বীরের ভীষণবল প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে মোগলসেনাপতির সহিত আপনাদিগের উভয় সেনাকে একত্রিত করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। আমির-উল-ওমরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং উজির ও হতভাগ্য সম্রাট শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া জেতার চরণতলে নীত হইলেন। পাষণ্ড উজিরের কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতা হইতে আজি দিল্লীশ্বরের এতদূর শোচনীয় দুর্দ্দশা সংঘটিত হইল। হতভাগ্য মহম্মদ সন্ধিবন্ধনার্থে নিজামকে দূতস্বরূপ নাদির শাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। সন্ধিবন্ধন একপ্রকার স্থিরীকৃত হইয়া গেল। কিন্তু দুরাচার পাপিষ্ঠ সৈদৎ খাঁ চক্রান্ত করিয়া সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দিল, অবশেষে স্বহস্তে আপনারই পদে কুঠারাঘাত করিল। দুর্বৃত্ত সৈদৎ খাঁ নাদিরের অর্থস্পৃহা বর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকট বলিল "নিজাম আপনাকে প্রতারণা করিয়াছে। রাজকোষে তাহা অপেক্ষা অধিক ধন আছে।" পাপিষ্ঠ আরও বিজ্ঞাপন করিল যে, নিজাম নিষ্ক্রয়স্বরূপ যে পণ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, সে একাকী সেই ধন আপনার কোষাগার হইতে প্রদান করিতে পারিত। দুষ্টের কথায় নাদিরের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল।—তাহার দুর্দ্দম দুরাকাঙ্ক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। নিজামের সহিত যে সন্ধি সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নাদির দিল্লির সমস্ত চাবিকাঠি চাহিল। হতভাগ্য মহম্মদের সমস্ত সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। অর্থপিশাচ নাদিরের

---

* মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নাদীর শাহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু পণ্ডিতবর এলফিনষ্টোন নাদির-নেমা প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত ভারত-ইতিহাসে বর্ণন করিয়াছেন যে, নাদির ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে অভিযানোদ্দেশে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

স্বীকৃত সন্ধিপত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আর অধিকতর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না; কিন্তু তাঁহার সমস্ত আশাভরসাই বিফল হইয়া গেল। সন্ধিপত্র ছিন্ন করিয়াই দুরাচার নাদির বিজিত দিল্লীশ্বরকে মহা দম্ভের সহিত আপন শিবিরশ্রেণীর মধ্য দিয়া লইয়া গেল এবং বীরবর তৈমুরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ মাসের অষ্টমদিবসে স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিল। সেই মুদ্রায় এই শ্লোকটী লিখিত ছিলঃ—

"রাজার উপর রাজা এ জগতিতলে
মাদির রাজার রাজা শাসিবে সকলে।"

মোগলসাম্রাজ্যের ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবকালে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইলেও এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমারগণ যথেচ্ছাক্রমে অনর্গল পুরস্কাররাশি ঢালিয়া দিলেও রাজকোষাগারে যে বিপুল অর্থ সংগৃহীত ছিল, * তাহা প্রাপ্ত হইলে মূর্তিমতী দুরাকাঙ্ক্ষাও পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দানব নাদিরের দুর্দ্দম অর্থস্পৃহা তাহাতে পরিতৃপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং শতগুণে বাড়িয়া উঠিল! তখন সে চারিদিকে ঘোষণা করিল যে, আরও সাড়ে দুই ক্রোর টাকা না পাইলে আমি ভারত পরিত্যাগ করিব না; অতএব যে প্রকারে হউক শীঘ্র তাহা আদায় করিতে হইবে।" সে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবামাত্র যমদূত সদৃশ পারসিকগণ অসিহস্তে নগরের চারিদিকে ধাবিত হইল এবং অতি কঠোরতম অত্যাচার ও পাশব উৎপীড়নের সহিত নাগরিকবর্গের ধনরত্ন কাড়িয়া লইতে লাগিল! তাহাদিগের পৈশাচিক প্রপীড়নে নগর মধ্যে মহা হাহাকারধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। নিপীড়িত নাগরিকবৃন্দ দাবদগ্ধ কুরঙ্গকুলের ন্যায় প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কোথায় পলায়ন করিবে?—কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? কেহই নাই! সকলেরই বাহুবল আজি পিশাচ নাদিরের সৈন্যগণের নিকট অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে!—সুতরাং কেহই নাই! সকলেই আজি আত্মরক্ষার জন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে।—কেহই রাক্ষসদিগের উৎপীড়ন প্রতিরোধ করিতে সাহস করিতেছে না। হতভাগ্যেরা পলায়ন করিয়াও নিস্তার পাইতেছে না। পিশাচগণ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগের সামান্য সম্বল—পাথেয়মাত্রও কাড়িয়া লইতেছে;—তাহাদিগের প্রাণস্বরূপিনী মহিলাদিগের উপর কঠোরতম উৎপীড়ন করিতেছে। হায়! দিল্লিনগরীতে আজি প্রলয়কাল উপস্থিত! আজি নাগরিকগণের জীবন ও মানমর্য্যাদা কঠোররূপে পদদলিত; তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব নিঃশেষে বিলুণ্ঠিত! যাঁহারা একটু উচ্চপদস্থ, যাঁহারা অপমানকে মরণাপেক্ষাও কঠোরতর বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা পাষণ্ড উৎপীড়কদিগের হস্তে আপনাদিগের মানসম্ভ্রম-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্রে জীবনস্বরূপিনী রমণীদিগের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া পরে সেই শোকানলে

* দুর্বৃত্ত নাদির ভারতের যে, কত ধন অপহরণ করিয়াছিল, তাহার নানারূপ সংখ্যা নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা টড বলেন, নগদ টাকা এবং সুবর্ণরৌপ্যমণিমুক্তাদিতে সর্ব্বসমেত ৪০ ক্রোর; নাদির সেনা-প্রণেতা ১৫ ক্রোর; হানওয়ে ৩০ ক্রোর; এবং ফ্রেজার ৩০ ক্রোর টাকা।

আত্মজীবন আহুতি দান করিতে লাগিলেন! ফলতঃ আত্মহত্যা ভিন্ন সেই ভীষণতম অপমান হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় রহিল না। এই ভীষণ প্রলয়কালে জনশ্রুতি উঠিল যে, রাক্ষস নাদির শাহ নিহত হইয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই কিম্বদন্তী দিল্লির চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে অগণ্য নাগরিক উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া দুরাচার পারসিকদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। কাহারও জীবনের প্রতি মমতা নাই, আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই! প্রতিশোধ লইবার জন্য সকলে পাষণ্ড বৈরীদলের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে পশুবৎ সংহার করিতে লাগিল। সেই সময়ে উভয়দলে ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল। নাগরিক ও পারসিকগণের বিশিরস্ক শবদেহে দিল্লির রথ্যাসমূহ সমাবৃত হইয়া পড়িল *।—শোণিতসেকে পথঘাট কর্দ্দমিত হইয়া গেল! অল্পকালের মধ্যে এই সম্বাদ রাক্ষস নাদিরের কর্ণগোচর হইবামাত্র দুরাচার একটী মসজিদ-শিরে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার নিরুৎসাহ সৈন্যদিগকে প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া তুলিল এবং নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই সংহার করিতে অনুমতি দান করিল। এই কঠোরতম আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র পিশাচ নাদিরের পিশাচসদৃশ সৈন্যগণ ভীমমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া সকলকে পশুবৎ হত্যা করিতে লাগিল। ক্রন্দনরোলে ও আর্ত্তনিনাদে সমস্ত নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। "নগরের রথ্যামধ্যে শোণিতের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।" এদিকে পিশাচগণ নাগরিকদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া গৃহে গৃহে অনল সংযোগ করিল এবং সেই সমস্ত দহ্যমান গৃহের জ্বলন্ত অনলরাশির উপরিভাগে মৃত, অর্দ্ধমৃত ও জীবন্ত ব্যক্তিদিগের দেহসমূহ নিঃক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল! আজি দিল্লিনগরী ভীষণ শ্মশান—শ্মশানাপেক্ষা ভীষণতর বিভীষিকাময় নরককুণ্ডে পরিণত! †

---

* হাজিন নামক জনৈক মুসলমান স্বচক্ষে এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, উত্ত্যক্ত ও ক্রোধান্ধ হিন্দুগণ ৭০০ জন পারসিক সৈন্যকে সংহার করিয়াছিল। তৎপ্রণীত গ্রন্থ বেলফোর সাহেবকর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু সেই অনুবাদে ৭০০০ অঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব বলেন উহা ছাপাখানার ভুল। এদিকে স্কটের ইতিবৃত্তে এতৎপরিবর্ত্তে ১০০০ সংখ্যা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

† এই হত্যার নিবৃত্তিসম্বন্ধে মৌলিক বিবরণাবলির মধ্যে ভিন্নভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, পারসিক সৈন্যদিগের সেই কঠোরতম নৃশংসাচরণকালে নাদির বড়বাজারস্থিত রকন-উদ্দৌলা নামক ক্ষুদ্র মসজিদ মধ্যে গম্ভীর ও নীরবভাবে বসিয়াছিল। মহম্মদ শাহ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ অবশেষে সেই স্থলে উপস্থিত হয়েন। তাঁহারা অবনতবদনে নাদিরের সম্মুখে নীরবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে নাদির তাঁহাদিগকে মনোভাব ব্যক্ত করিতে অনুমতি করিল। তখন মহম্মদ গলদশ্রুলোচনে কাতর বচনে প্রার্থনা করিলেন "আমার প্রজাকুলের প্রাণরক্ষা করুন।" এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হাজিনেরই সর্ব্বোত্তম। হাজিন স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, "শের-উল-মুতাক্ষরিণ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা তাহার কথায় কথায় নকল করিয়াছেন। অপিচ শির-বুলন্দের নিকট যে হিন্দু কর্ম্মচারী ছিলেন তিনি উক্ত হাজিনের বিবরণাবলি সংগ্রহ করিয়া যে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, "নাদির শাহের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে ফ্রেজার সাহেব কর্ত্তৃক তাহা আদ্যোপান্ত অবলম্বিত হইয়াছে। হাজিন বলেন অর্দ্ধদিবস ধরিয়া উক্ত হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল এবং উহাতে সংখ্যাতীত লোক নিহত হইয়াছিল। ফ্রেজার অনুমান করেন ১২০,০০০ ও ১৫০,০০০ জনের মধ্যে এবং নাদিরনেমা গ্রন্থের রচয়িতা বলেন যে, প্রায় সমস্ত দিবস ঐ ভীষণ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং নৃশংসগণ তন্মধ্যে ৩০,০০০ ব্যক্তির

এই বীভৎস ও শোকোদ্দীপক জঘন্যকাণ্ডের অভিনয় মধ্যে যদি স্বল্পমাত্র সন্তোষকর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা একমাত্র দুরাচার সৈদৎ খাঁর শোচনীয় পরিণামে।

সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয়কালে নাদির শাহ পাষণ্ড সৈদৎ খাঁর সচিবকে আদেশ করিল "তোমার ও সৈদৎ খাঁর যাহা কিছু ধনসম্পত্তি আছে, তাহার একটী যথার্থ তালিকা আমি এখনই দেখিতে চাহি; না পাইলে তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" তৎপরে নিজাম যে সার্দ্ধত্রিক্রোর টাকা পণ স্বরূপ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, নাদির একমাত্র উজিরের নিকট তাহা চাহিল। এই কঠোর আদেশ কর্ণগোচর হইবামাত্র দুর্বৃত্ত সৈদৎ খাঁ চারিদিক অন্ধকার দেখিল। তাহার আশাভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল! মদমত্ত হইয়া দুরাচার যে আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছিল, তাহা সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু আজি তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। আজি সে বুঝিতে পারিল যে, নাদিরকে আহ্বান করিয়া সে আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিয়াছে। শোক, দুঃখ, ভীতি ও নৈরাশ্যের বিষদংশনে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইল। যেদিকে নয়ননিক্ষেপ করিল, সেই দিক হইতেই অসংখ্য বিভীষিকা দেখিতে পাইল; সেই দিক হইতেই যেন ভীমদর্শন যমদূতগণ ভীষণ বৃশ্চিকের যষ্টিহস্তে তাহাকে তাড়না করিতে লাগিল। এই সকল বিকটযন্ত্রণা অবহেলা করিবার জন্যই হউক, অথবা নাদিরের রোষানল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই হউক, হতভাগ্য সৈদৎখাঁ গরলপানে আত্মহত্যা সাধন করিল! * তাহার দেওয়ান রাজা মজলিশ রাও তদবলম্বিত কঠোর উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নাদিরের রোষবহ্নি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। এই লোমহর্ষণ নাটকের শেষ অঙ্ক উক্তরূপে অভিনীত হইলে রাক্ষস নাদির হতভাগ্য মহম্মদ শাহের প্রদত্ত সন্ধিপত্র গ্রহণ করিল এবং ভারতের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া বসন্তকালে শ্মশান

প্রাণসংহার করিয়াছিল। স্কট সাহেব দৃঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শুদ্ধ ৮০০০ লোক নিহত হয়। কিন্তু তিনি কোন্ সূত্র হইতে যে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা স্বপ্রণীত গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। পণ্ডিতবর এল্‌ফিনষ্টোন্ সাহেব স্কটের উক্তির প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিংশতিসহস্র রক্তপিপাসু সৈন্য অপ্রতিহত নৃশংসাচরণের সহিত সেরূপ দীর্ঘকালের মধ্যে যে কেবল আটসহস্র ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল, তাহা কখনও বিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।"

Elphinstone's History of India. P. 719.

* ডৌ সাহেব কৃত "হিন্দুস্থান" নামক গ্রন্থে নাদিরের অভিযান সম্বন্ধে অনেক গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত গল্পেই লিখিত আছে যে, দুর্বৃত্ত সৈদৎ খাঁ ও আসাফজা উভয়েই নাদিরকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ করিয়াছিল, এবং তাহাদিগেরই বিশ্বাসঘাতকতায় কর্ণালসমরে সম্রাট পরাস্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, নাদির উক্ত দুই নরাধমের দাড়ির উপর থুথু দিয়া উভয়কেই সভা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। রাজসভায় উক্তরূপ ঘোরতর অবমানিত হওয়াতে আসাফ ও সৈদৎ খাঁ আত্মহত্যা করিয়া সেই কঠোর অপমানজনিত মনোবেদনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে মনস্থ করিল। উভয়েই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উভয়েই পরস্পরকে বিশ্বাস করিত না। সুতরাং কে কি করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য উভয়েই উভয়ের বাটীতে গুপ্তচর প্রেরণ করিল। আসাফজা অধিকতর চতুর; সে অহানিকর কোন প্রকার স্বল্পবিষাক্ত দ্রব্য সেবন করিয়া ছলপূর্ব্বক মৃতের ন্যায় পতিত হইল। হতভাগ্য মূঢ় সৈদৎ খাঁ তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া আপনি মারাত্মক কালকূট সেবন করিল এবং অচিরে মরিয়া গেল।

E. H. I. [P.720].

সদৃশ দিল্লিনগরী হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল *। সেই সন্ধিপত্রানুসারে কাবুল, টাট্টা, সিন্ধু ও মুলতান প্রভৃতি সমস্ত পশ্চিম রাজ্যই নাদিরের হস্তে সমর্পিত এবং পারস্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ভারতের এই সার্ব্বজনীন বিপ্লব ও শোচনীয় সঙ্কটকালে ভারতীয়দিগের কিরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষীয় জনৈক ইতিহাস-প্রণেতার নিম্নলিখিত কয়েকটী বাক্য পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারিবে। তিনি বলেন "হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ এই সময়ে কেবল আত্মরক্ষা ও আত্মতুষ্টির বিষয়ই "চিন্তা করিত। যাহারা ক্লেশযন্ত্রণার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিত, "তাহারা আর তদ্বিষয়ে ভাবিয়া দেখিত না এবং যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপরতারই পরিসেবা "করিত, সে আপনার মানবভ্রাতার সহিত আদৌ সহানুভূতি প্রকাশ করিত না। "স্বার্থপরতা আত্ম ও পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অন্তরায়। এই স্বার্থপরতা নাদির শাহের অভিযান "কালে হিন্দুস্থানে সকলেরই শরণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেই নৈতিকবলের অপকর্ষ "নিবন্ধন ভারতবাসী যে ধর্ম্মবল হইতে বিচ্যুত হইল, তাহা আর পুনর্লাভ করিতে পারিল "না; সুতরাং সুখ ও স্বাধীনতার অমৃতময় আস্বাদনে সেই দিন হইতে বঞ্চিত হইয়া "রহিল।"

---

* বিদায়কাল যত নিকটস্থ হইতে লাগিল, রাক্ষসদিগের নিষ্ঠুরতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এসম্বন্ধে এক জন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণস্বরূপ প্রকটিত হইল। "গত দিবসের যন্ত্রণাময়ী "স্মৃতি নাগরিকদিগকে বিষম যন্ত্রণায় নিপাতিত করিল। এতাবৎকাল কেবল "দোচখো খুন" হইতেছিল; "কিন্তু এক্ষণে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির হত্যা আরম্ভ হইল। নগরের প্রতিগৃহ হইতেই হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ ও "রোদনরোল কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বৃত্তিবিভাগের কর্ম্মচারী বসন্ত রায় কঠোর অপমান হইতে নিষ্কৃতি "পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্রে আপনার পরিবারবর্গকে স্বহস্তে হত্যা করিলেন, পরে তাহাদিগের "শোকানলে আপনাকে আহুতি দান করিয়া সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন। খলিফ ইয়ার খাঁ স্বহস্তে আপনার "হৃৎপিণ্ড ছেদন করিলেন। এইরূপ অনেকেই বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। মহামান্য প্রধান "নগরপাল কঠোর কশাঘাতে নিপীড়িত হইলেন। নিদ্রা ও শান্তি নগর হইতে বিদায় লইয়াছিল। "সভাসদগণ নিষ্ঠুররূপে আঘাতিত হইতে লাগিল। অবশেষে পিশাচগণ সম্রাটের ফরাস-খানায় অনল "সংযোগ করিল। তাহাতে প্রায় এক ক্রোর টাকা মূল্যের দ্রব্যজাত বিদগ্ধ হইয়া গেল। শস্য অত্যন্ত "দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। প্রতি টাকায় দুই সের করিয়া মোটা চাউল বিক্রী হইতে লাগিল। এদিকে নগরমধ্যে "মারাত্মক বাষ্প উত্থিত হইয়া প্রত্যহ অসংখ্য হতভাগ্যকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। নাগরিকগণ "দাবদগ্ধ বন্য জন্তুর ন্যায় অতি নিভৃত স্থলসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহাতেও কেহ নিস্তার "পাইল না। এইরূপে চারি পাঁচ কোটী লোক ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়া গেল!" এপ্রিল মাসের পঞ্চমদিবসে সম্রাটের ভাণ্ডার হইতে নাদিরের সিলমোহর বাহির করিয়া আনা হইল এবং "তদীয় প্রিয় ভ্রাতার" প্রতি দেশীয় সামন্ত নৃপতিগণের ভক্তি স্থাপন এবং রাজ্যের শান্তি বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার প্রমাণপত্র সকল তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইল। রাণা এবং মারবার, অম্বর, নাগোর, সেতারার নরপতিগণ ও পেশোয়া বাজিরাও ইত্যাদির নিকট উক্ত ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইল। সেই ঘোষণাপত্রে এইরূপ প্রকটিত ছিল, "আমাদিগের প্রিয় ভ্রাতা মহম্মদ শাহের সহিত আমাদিগের সদ্ভাব ও মিত্রতা পুনঃ সম্বদ্ধ হইল। অতএব "আমরা দুইটী দেহে এক আত্মাস্বরূপ বিদ্যমান রহিলাম। এক্ষণে আমাদের প্রিয় ভ্রাতা এই বিশাল "সাম্রাজ্যের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হইলেন, এবং অন্যান্য দেশ জয় করিবার জন্য আমরা এপ্রদেশ হইতে "বিদায় গ্রহণ করিলাম; অতএব এক্ষণে তোমাদিগের এই কর্ত্তব্য যে, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তৈমুর-কুলের "প্রাচীন নরপতিগণের প্রতি যেরূপ রাজভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিত, তোমরাও আমাদের প্রিয়ভ্রাতার "প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবে।—ঈশ্বর না করুন;—যদি তোমাদিগের বিদ্রোহাচরণের

ভারতের এই সার্ব্বজনীন বিপ্লবকালে ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের এই ঘটনাপূর্ণ সময়ে আর্য্যবীর রাজপুতগণ আপনাদিগের প্রাচীন রাজ্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। বিচ্যুত হওয়া দূরে থাকুক বরং ইসলামের ষট শতাব্দীব্যাপী কঠোর শাসনকালে রাজস্থানের প্রধান রাজপুতকুলত্রয়ের মধ্যে অপর দুইটী—মারবার ও অম্বর—কৌশল ও বিক্রমের সাহায্যে সামান্য সামান্য প্রদেশ হইতে যে কয়েকটী * স্থায়ী রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে, তৎসমুদায়ের অধিপতিগণ আজিও ব্রিটিষসিংহের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিয়া স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে। রাজপুতকুলচূড়া রাণাকুলের লীলানিকেতন পবিত্র মিবারভূমিসম্বন্ধে প্রায় এইরূপ বলা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রচণ্ডবীর দুর্দ্ধর্ষ মহম্মদ গজনান যখন মিবারভূমিকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন ইহার চতুঃসীমা যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আজি সপ্তশতাব্দী পরেও ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। যদিচ বুন্দি, আবু, ইদর ও দেবল প্রভৃতি কতিপয় করদরাজ্য রাণার হস্তস্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রাচীন রাজ্য প্রায় পূর্ণাবয়বে বিদ্যমান রহিয়াছে। পশ্চিমে গদবারপ্রদেশের উর্ব্বর ভূমি মিবারের প্রাকৃতিক সীমাবন্ধন আরাবল্লি শৈলমালা অতিক্রম করিয়া অবনতমস্তকে রাণার প্রভুতাকীর্ত্তনে নিরত। প্রশস্ত-হৃদয় চম্বলনদ তাহার পূর্ব্বপ্রান্ত বিধৌত করিয়া সূর্য্যবংশীয় মহারাজ কনকসেনের বংশধরদিগের শোচনীয় বর্ত্তমান অধঃপতনবৃত্তান্ত সুরধুনী ভাগীরথীকে বিজ্ঞাপন করিতে কলকল নাদে ধাবমান। উত্তরে ক্ষরী নদী আজমির ও মিবারের মধ্যস্থলে বিরাজমানা এবং দক্ষিণে বিস্তৃত মালবরাজ্য মার্হাট্টা-পীড়নে নিতান্ত দীনভাবে নিপতিত। এই চতুঃসীমাবদ্ধ প্রদেশের দ্রাঘিমা একশত চল্লিশ এবং অণিমা একশত ত্রিশ মাইল। ইহার মধ্যে দশ সহস্র নগর ও পল্লী বিরাজিত। মিবারভূমি রত্নগর্ভা; ইহার ক্ষেত্রসমূহ অতিশয় উর্ব্বর,—কৃষকমণ্ডলী কৃষিকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী এবং বণিকবৃন্দ বাণিজ্যব্যবসায়ে নিরন্তর অভিনিবিষ্ট। এই সমস্ত কার্য্যকুশল প্রজাকুলের সাহায্যে মিবারে প্রতিবর্ষ দশকোটী টাকা রাজস্ব উদ্ভূত হইত। এদিকে অতিভক্ত ও অনুরক্ত সামন্তগণ আত্মহৃদয়ের শোণিতদানে মিবারভূমিকে শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন। পূর্ব্ববর্ণিত দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর বিপ্লবের পর্য্যবসান হইলে স্বাধীনতার লীলানিকেতন প্রাচীন মিবাররাজ্যের উক্তরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। এক্ষণে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের কঠোর আক্রমণপ্রভাবে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ইহার যে কিরূপ শোচনীয় দশা সংঘটিত হইল, তাহা আমরা ক্রমশঃ বর্ণন করিতেছি।

যে দিন সম্রাট মহম্মদ শাহ দুষ্টবুদ্ধি ও কুচক্রী মন্ত্রীগণের মন্ত্রণার উপর নির্ভর করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আপনার রাজস্বের চতুর্থাংশ পণস্বরূপ প্রদান করিলেন, সেই দিন বিশাল

"সম্বাদ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টির পত্র হইতে একবারে মুচিয়া "ফেলিব।"—*Memoirs of Eradut Khan.*—Scott's History of the Dekhan, Vol. ii, Page 213.

* বিকানীর ও কিষণগড় মারবারের এবং মছেরী অম্বরের শাখারাজ্য। শিখাবতীকেও অম্বরের শাখারাজ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রাজস্থানক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ মার্হাট্টাদিগের প্রভুতার পথ পরিষ্কৃত হইল *। রাজস্থান মোগল সম্রাটের শাসনাধীন; মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন সেই সম্রাটের নিকটই "চৌথ" গ্রহণ করিলেন, তখন যে, তাঁহারা মোগলাধীন সমস্ত রাজ্য হইতেই উক্তরূপ পণ আদায় করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা জয়শীল। তাঁহারা যাঁহার বিরুদ্ধে আপনাদের প্রচণ্ড সেনা চালিত করিয়াছেন, তিনিই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের চরণতলে "চৌথ" অর্পণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়সিংহের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বিজিত নৃপকুলের নিকট কর আদায় করিবার জন্য বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়গণ শুদ্ধ পাশববলকেই একমাত্র সাধন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন; কিন্তু তাঁহারা যে মহম্মদ শাহের উক্তরূপ করদানকে আপনাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির একটী প্রধান দ্বারস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

বিজয়োন্মত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ যেরূপ প্রচণ্ড বিক্রমসহকারে শনৈঃ শনৈঃ জয়লাভ করিতে লাগিল, তাহাতে রাজপুতদিগের মনে মহতী ভীতির সঞ্চার হইল। তাঁহারা সেই ভীতির অঙ্কুশতাড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য পুনর্ব্বার সকলে একতাসূত্রে সংবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদিগের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে উক্ত একতাবন্ধন বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রদ্বারা সংবদ্ধ হইল। রাণা জগৎসিংহ মারবারের উত্তরাধিকারী বিজয়সিংহের করে আপন দুহিতাকে সমর্পণ করিয়া উক্ত একতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মারবার ও অম্বরের নৃপতিকুলের মধ্যে যে ঘোরতর বিষবাদ প্রচলিত ছিল, তাহা দূরীকরণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে সম্মিলিত করিয়া দিলেন। উদয়পুরের সভাপ্রাঙ্গনতলে এই একতাবন্ধন সংসাধিত হইল †। কিন্তু আমরা যেমন প্রায়ই দেখিতে পাই, এরূপ একতাবন্ধন হইতে সাধারণের কোনরূপ উপকার সাধিত হইল না; কেননা সেই পরস্পরবিষম্বাদী চিরন্তন অগণ্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব পুনরুদ্ভূত হইয়া সেই একতাবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া দিল। এমন কি যে সময়ে উক্ত সন্ধির বিষয় লইয়া রাজপুতগণের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছিল,

* ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ।

† এই সময়ে রাজস্থানের ভিন্ন ভিন্ন রাজা, রাজকুমার ও রাজপুরুষগণ রাণাকে যে কয়েকখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় অতি মনোহর। বিশেষতঃ সেগুলি পাঠ করিলে, রাণাদিগের প্রতি অন্যান্য রাজপুতনৃপতির যে, কত দৃঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, তাহা অতি সুন্দররূপে প্রতীত হইতে পারে। আমরা প্রয়োজন বোধে সেই কয়েকখানি লিপি নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

প্রথম পত্র।

মারবারের রাজকুমার বিজয়সিংহের নিকট হইতে শ্রীশ্রী মহারাণা সমীপে।

"মহারাণা শ্রীশ্রীজগৎসিংহ সমীপে আমার সবিনয় নমস্কার বিদিত হউক। রাবৎ কেশরীসিংহ ও "বিহারীদাসকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া এবং একটী শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে অনুমতি করিয়া "আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন। আপনার আদেশ ভবদীয় সন্তানের শিরোধার্য্য। আমি "আপনার দাস। আপনার সকল আদেশই আমি পালন করিতে স্বীকৃত। এক্ষণে আমি আপনার সন্তান "এবং যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আপনারই থাকিব। আমি যদি প্রকৃত রাজপুত হই, তাহা হইলে "আমার মানাপমান ও জীবন মরণ সমস্তই আপনার উপর নির্ভর করিবে। বিংশতি সহস্র রাঠোর আজি "আপনার দাস হইল। যদি আমি একার্য্যে অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাদিগের

তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন একতাবন্ধনের বিষময় ফল প্রসূত হইয়া রাজপুত সমাজে অনৈক্যের বীজবপন করিবার উপক্রম করিতেছিল। স্বল্পকালমধ্যেই ইহার যাথার্থ্য প্রতীত হইবে।

"শান্তিদান করিবেন। আমার সহিত যাঁহার শোণিতসম্বন্ধ আছে, তিনিই আপনার আদেশ অনুপালন "করিবেন। এক্ষণে নিবেদন, এই শুভ পরিণয়ের যে ফল প্রসূত হইবে, সে রাজসিংহাসন "পাইবে; আর যদি কন্যা হয়, এবং যদি সেই কন্যাকে তুর্কির করে সমর্পণ করি, আমি "প্রকৃত রাজপুত নহি। আপনার পরামর্শানুক্রমে সে একটী উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হইবে। এমন কি "যদি শ্রীভাহোজি (তাঁহার পিতার উপনাম) অথবা অন্য কোন মাননীয় ব্যক্তি সেরূপ করিতে অনুরোধ করেন, "ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি তাহাতে সম্মতি দান করিব না। অপরে সম্মতি দান "করুক আর নাই করুক;—আমিই সম্প্রদানকর্ত্তা। বৃহস্পতিবার—আষাঢ়ী পূর্ণিমা, সম্বৎ ১৭৯১ "(খৃঃ ১৭৩৫-৬) অব্দ।"

বিঃ দ্রঃ—ভক্তসিংহের পুত্র কুমার বিজয়সিংহের শুভ বিবাহের উক্ত অনুষ্ঠান পত্র কিষণ বিলাসের "প্রশস্ত অঙ্গনতলে রাবৎ কেশরীকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং পাঞ্চোলি লালজি দ্বারা অক্ষরিত হইয়াছিল।"

দ্বিতীয় পত্র।

বিজয়সিংহ সকাশাৎ রাণা জগৎসিংহ সমীপে;—

"এখানকার সমস্তই মঙ্গল। আপনার অনুগ্রহ ও মিত্রতা চিরকাল সমান রাখিবেন এবং আপনার "কুশলসমাচার আমাকে বিজ্ঞাপিত করিবেন। সে দিন আপনি অমূল্য হইবেন। আপনি আমাকে "প্রকৃত রাজপুত করিয়া তুলিয়াছেন। সাধ্যমত আপনার সেবা করিতে আমি ত্রুটি করিব না। "আপনি কুলপতি; যোগ্যতানুসারে সকলকে পুরস্কার দান করিয়া থাকেন; আপনি প্রতিবেশীগণের রক্ষণ "ও পালনকর্ত্তা—শত্রুবিনাশন; বিদুষাম্বর, এবং ব্রহ্মার ন্যায় প্রজ্ঞাবান্।—ত্রিলোকনাথ আপনাকে সুখে রক্ষা করুন।—১৩ই আষাঢ়।"

তৃতীয় পত্র।

রাজা ভক্তসিংহ সকাশাৎ রাণা সমীপে;—

"মহারাণা শ্রীশ্রীজগৎসিংহ, ভক্তসিংহের নমস্কার জানিবেন। আপনি আমাকে প্রকৃত রাজপুত করিয়া "তুলিয়াছেন। এইরূপ আচরণ দ্বারা আপনার অনুগ্রহ জগতে বিদিত। আপনি দেখিবেন সাধ্যমত কোন "কর্ম্মই সাধন করিতে কখন পরাঙ্মুখ হইব না। যে দিন আপনার দর্শনলাভ করিব, সেদিন আমার সুখের "সীমা পরিসীমা থাকিবে না। আপনার সহিত সম্মিলিত হইতে হৃদয় নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।— "১১ই আষাঢ়।"

চতুর্থ পত্র।

শোবে জয়সিংহ সকাশাৎ রাণা সমীপে;—*

"শোবে জয়সিংহের নমস্কার মহারাণা সমীপে বিজ্ঞাপিত হইল। শ্রীদেওয়ানের আদেশানুসারে আমি "আপনার (মারবারের অভয়সিংহ) সহিত সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। হিন্দু অথবা মুসলমান কাহার "জন্যই আমি তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইব না। এই সম্বন্ধপত্রে ঈশ্বর আমাদিগের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং শ্রীদেওয়ানজি সাক্ষী।—৭ই আষাঢ়।"

---

* মহাত্মা টড এই পত্রকে রাণার প্রতি নির্দ্দিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ পত্র অভয়সিংহের প্রতি নির্দ্দিষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবে, কেননা ইহার মধ্যে একস্থলে "আপনার (অভয়সিংহের) সহিত সৌহার্দ্দ্যসূত্রে" সন্নিবেশিত আছে। এই পদমধ্যস্থ "আপনার" যখন অভয়সিংহের প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন উক্ত পত্র কি প্রকারে রাণার প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে?

মালব হস্তগত করিয়া দুর্দ্দম মহারাষ্ট্রীয়গণ তৎপ্রদেশ হইতে চৌথ সংগ্রহ করিলে বাজিরাও সদলে মিবাররাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সমগ্র মিবারভূমি বিষম ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল *। রাণা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

পঞ্চম পত্র।

"আপনার খাস রোকা পাইয়া এবং পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। জয়সিংহের ও আমার সম্বন্ধপত্র "আপনার নিকট পৌঁছিয়া থাকিবে। আপনার আদেশানুসারে আমি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছি "এবং এই বন্ধুত্ব যে, আমি রক্ষা করিতে পারিব, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কেননা যখন আপনাকে "প্রতিভূস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তখন এবিষয়ে কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতে পারে না। এক্ষণে আপনি তাঁহার "যামিন লউন। পিতা, ভ্রাতা, অথবা বন্ধু, যাঁহার চক্ষেই আপনি আমাকে দেখুন; আমি আপনারই। "আপনি ছাড়া হইলে, আমি আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতি গোত্র কিছুই গ্রাহ্য করি না।—৬ই আষাঢ়।"

ষষ্ঠ পত্র।

রাণার প্রতি রাজা অভয় সিংহ।

"মহারাজা অভয়সিংহ মহারাণা জগৎসিংহ সমীপে সবিনয়ে পত্র প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার "মুজরা"(ক) "গ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর আমাদিগের আবদ্ধ-বন্ধনের সাক্ষী; যিনি ইহা ছিন্ন করিবেন, তাঁহারই যেন অমঙ্গল "ঘটে। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে আমরা একতাবদ্ধ হইয়াছি; একমন হইয়া একতাবদ্ধ থাকিব; "স্বার্থপরতা যেন আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেয়। আপনার সর্দ্দার সকল আমাদিগের সাক্ষী। যিনি "প্রকৃত রাজপুত, তিনি কখনই এই সম্বন্ধবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না।"—৩রা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।"

অভয় সিংহ ও ভক্তসিংহ মারবার-রাজ অজিতসিংহের পুত্র। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে অভয়সিংহ পিতৃ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন এবং ভক্তসিংহ নাগোর-রাজ্য স্বাধীনভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। যে বিজয়সিংহের সহিত রাণা জগৎসিংহের কন্যার বিবাহ হইল, তিনি উক্ত ভক্তসিংহেরই তনয়। বিজয়সিংহ অবশেষে মারবার-সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন।

* মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণকালে রাণা জগৎসিংহ আপন মন্ত্রী বিহারী দাস পাঞ্চোলীকে যে কয়েকখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার হৃদয়ভাব সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। সে কয়েক খানি পত্রের অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল।

প্রথম পত্র।

"স্বস্তি শ্রী।—সচিব-প্রবর পাঞ্চোলিজি! আমার "জহর" (খ) জানিবেন। আপনার চিন্তা মুহূর্ত্তের "জন্যও আমাকে ত্যাগ করে না। দাক্ষিণী ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি খুব ভাল বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু "যদি সঙ্কট (গ) নিতান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে; তাহা হইলে তাহা যেন দেবল জনপদের দূরে হয়; নিকটে "যুক্তিযুক্ত নহে। সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দিবেন, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে অর্থের অনাটন হইবে না। গত বৎসরের "অনুসারে রামপুরের বন্দোবস্ত করিবেন এবং দৌলতসিংহকে জানাইবেন যে, এরূপ সুযোগ আর ঘটিবার "সম্ভাবনা নাই। রাজমাতা এক্ষণে অসুস্থ। গয়ারো ও গজমাণিক উত্তম যুদ্ধ করিয়াছে, এবং সুন্দর গজ "সহস্র প্রকার লীলাকৌশল দেখাইয়াছে। (ঘ) আপনার অনুপস্থিতি বশতঃ আমি দুঃখিত হইয়াছি। "এক্ষণে শোভারামকে কিরূপে পাঠাইয়া দিব? ৬ই আষাঢ় সম্বৎ ১৭৯১ (খৃঃ ১৭৩৫) অব্দ।"

(ক) উচ্চের প্রতি নিম্নপদস্থ ব্যক্তি যে সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন, তাহাকে রাজপুতগণ "মুজরা" কহে।

(খ) নিম্নপদস্থ ব্যক্তির প্রতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যে সম্ভাষণ প্রদান করিয়া থাকেন, রাজপুতগণ তাহাকে "জহর" কহে।

(গ) পেশোয়ার সহিত যুদ্ধ এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(ঘ) রাণা যে, রাজকার্য্যাপেক্ষা গজলীলাকে বিশেষ আমোদপ্রদ মনে করিতেন, তাহা ইতঃপর প্রতীত হইবে।

করিতে অনিচ্ছুক হইয়া শালুম্ব্র সর্দ্দার ও আপনার প্রধান মন্ত্রী বিহারীদাসকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। এ দিকে বাজিরাওকে কিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহাকে কোন্ আসন প্রদান করা যাইবে, তদ্বিষয় লইয়া রাজসভামধ্যে মহা বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। নানা তর্কবিতর্কের পর অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, তিনি সিংহাসনের সম্মুখভাগে বুনেরা-রাজের * সমান আসনে উপবেশিত হইবেন। তদনুসারে বাজিরাও গৃহীত ও সম্মানিত হইলেন। অচিরে উভয়দলে একটী সন্ধি সংস্থাপিত হইল। সেই সন্ধি-অনুসারে স্থিরীকৃত হইল যে, রাণা তাঁহাদিগকে একটী নিয়মিত বার্ষিক কর † দিবেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ দশ

দ্বিতীয় পত্র।

"আমার ইহাতে বিশ্বাস হইতেছে না; তজ্জন্য তাহাদের প্রাপ্য টাকার তালিকা এবং কতকগুলি সাক্ষী "প্রেরণ করিবেন। বাজিরাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জমির দাওয়া ছাড়া তিনি আমার নিকট "হইতে পণ লইয়া আপনার প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিবেন। আমার রাজ্যের সহিত গোলমাল আরম্ভ করিয়াছেন "এবং অন্যান্য রাজাপেক্ষা তিনি আমার কাছে বিশগুণ বেশী লইবেন;—যদি নিয়মিত হয়, দিতে স্বীকৃত "হইতে পারি। গতবর্ষে মুলহর আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কিছুই নয়। বাজিরাও তদপেক্ষা পরাক্রমশালী। "ঈশ্বর যদি আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন, তাহা হইলে তিনি আমার ভূমি লইতে পারিবেন না। আর "আর সমস্ত বিষয় দেবীচাঁদের নিকট শ্রবণ করিবেন।

"বৃহস্পতিবার, ১৭৯২ সম্বৎ।

" "হোলী" উপলক্ষে জগমন্দিরে খুব আমোদ হইয়াছিল। কিন্তু লবণ ব্যতিরেকে খাদ্য কিরূপ "হয়? বিহারীদাস ব্যতিরেকে উদরপুরই বা কি?"

তৃতীয় পত্র।

"আপনার ন্যায় লোক রাজ্যে থাকিতে আমি ইহার স্থায়িত্ববিষয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও ভয় করি না। কিন্তু "এ দারিদ্র্যের তামসী ছায়া কি নিমিত্ত? হয়ত, আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আপনি কি দোষ "করিয়াছেন, সেই জন্য উঠিতে বসিতে আমার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে? ইহার উদ্দেশ্য আর "কিছু নহে;—অর্থই সর্ব্বেসর্ব্বা; উপস্থিত গণ্ডগোল আপনি ভিন্ন আর কেহই দূর করিতে পারিবেন না এবং "অপর রূপ প্রতিজ্ঞাও সম্পূর্ণ অনাবশ্যকীয়। আপনি বলিতে পারেন যে, আপনার কাছে কিছুই নাই, তবে "কেমন করিয়া আপনি সে সকল গোলযোগ দূর করিতে পারিবেন? যদিও আপনি কিছুকালের জন্য "আমার নিকট হইতে দূরে গিয়াছেন, তথাপি প্রায় সর্ব্বদাই বোধ হয় যেন, আপনি আমার নিকটেই "আছেন; কিন্তু এক্ষণে যদি আরও নিকটে আসিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়; কেননা তাহা "হইলে আমরা টাকা যোগাড় করিয়া তুলিতে পারি। গোপন করিতে আপনি বিখ্যাত; কিন্তু এ পুত্র (ক) "আপনার নিকট কিছুই গোপন করে না। সুতরাং আপনার অর্থ সঞ্চয় করা বৃথা; ইহাতে সন্দেহের "উদয় হয়। আপনি বিশ্বস্ত পাত্রে কতকগুলি রত্ন ও তমসুক পাইবেন, আমার নিকট সেগুলি লইয়া "আসিবেন। এ সকল গোলযোগ দূর করিবার ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আপনি জ্ঞানী, আপনাকে আর "অধিক কি লিখিব? ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিবেন এবং জানিবেন যে, আমি আর দ্বিতীয় পত্র "লিখিব না।"

* রাজসিংহের পুত্র ভীমের বংশধর। বাজিরাও যে আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অবশেষে ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

† ১,৬০,০০০ টাকা বার্ষিক করস্বরূপ নির্দ্ধারিত হইল। এই টাকা হুলকার, সিন্ধিয়া ও পুয়ারের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত হইল।

(ক) রাণা তাঁহাকে সর্ব্বদা "পিতা" বলিয়া ডাকিতেন।

বৎসর উক্ত সন্ধিপত্রের নিয়মানুসারে নিয়মিত কর লইয়াই স্থির ছিল; কিন্তু আর পারিল না! মিবারের সমস্ত রাজস্ব আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা সেই সন্ধিপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সুতরাং সন্ধিবন্ধন সম্পূর্ণই নিষ্ফল হইয়া গেল!

চতুর মহারাষ্ট্রীয়গণ সূক্ষ্ম সূচিভিন্ন ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে যে বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল, তাহা ক্রমশই প্রকাশমান হইতেছে। সে ছিদ্র রাজপুতদিগের পরস্পরের অনৈক্য। কিরূপে যে সেই অনৈক্যের বীজ রাজস্থানক্ষেত্রে উপ্ত হইল; তাহা ইতিপূর্ব্বে এক প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকটিত হইতে চলিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাণা অমরসিংহ অম্বর-রাজপুত্র জয়সিংহের করে আপনার দুহিতাকে অর্পণ করিবার সময় অম্বররাজকে প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, সেই শুভ সম্মিলনের যে ফলোৎপন্ন হইবে, তাহাকে অগ্রজস্বত্ব প্রদান করিতে হইবে। এক্ষণে সেই পরিণয়ের ফলস্বরূপ মধুসিংহ সমুদ্ভূত হইয়াছে। পাষণ্ড নাদির শাহের সর্ব্বনাশকর অভিযানের দুই বৎসর পরে মহারাজ শোবে জয়সিংহ অমর ধামে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই তদীয় জ্যেষ্ঠ তনয় ঈশ্বরীসিংহ অম্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু একটী বলবৎ সম্প্রদায় অম্বর-রাজের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে রাণার ভাগিনেয় মধুসিংহকে জ্যেষ্ঠত্বে বরণ করিয়া সিংহাসনে অভিষেক করিতে উৎসুক হইয়া উঠিল। চিরন্তনী উত্তরাধিকারিত্ব-বিধির ব্যভিচার করিয়া কনিষ্ঠ মধুসিংহকে সিংহাসনে অভিষেক করিতে জয়সিংহের আদৌ ইচ্ছা ছিল কিনা, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। তবে মধুসিংহ যে সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য লালিত হয়েন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কেননা তাহা হইলে তিনি রাণা সংগ্রামপ্রদত্ত রামপুর জনপদ নিয়মিত সামন্তপ্রথার অনুসারে ভূমিবৃত্তি স্বরূপ ভোগ করিতেন না। কিন্তু এদিকে অনুজ্ঞা-পত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; তথায় তিনি "চিমা" অর্থাৎ যুবরাজের স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এই সকল বিষয় লইয়া কোনরূপ বাদানুবাদ অথবা গণ্ডগোল উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরীসিংহ পাঁচ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালন করিলেন। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি দুর্দ্ধর্ষ দুরাণীদিগের * আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আপনার সৈন্যসামন্ত লইয়া শতদ্রুর

---

* কান্দাহার জয় করিবার সময় নাদির শাহ পরাজিত খিলিজীদিগের সহিত আহম্মদ খাঁ আবদালী নামক জনৈক আফগানকে বন্দী করিয়াছিল। আফগানস্থানে সাদুজি নামে একটী বংশ আছে; তৎপ্রদেশস্থ ব্যক্তিগণ উক্ত বংশকে অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। আবদালী উক্ত বংশের একটী গোত্র মাত্র। আহম্মদ খাঁ আবদালী উক্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও পরাক্রান্ত। নাদির তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্তিদান করিয়া তাঁহাকে একখানি জমিদারী দান করিয়াছিল। নাদির শাহ স্বজাতীয়গণ কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হইলে আহম্মদ খাঁ তদধিকৃত রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কান্দাহার-রাজ্যে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ইহার স্বল্পকাল পরেই আহম্মদ খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ঈশ্বরীসিংহ ইঁহারই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে শতদ্রুতীরে গমন করিয়াছিলেন। আহম্মদ খাঁ অবশেষে আপনার আবদালীগোত্রকে "দুরাণী" নামে পরিবর্ত্তিত করেন।

Jones' *Nádirnámeh*, Vol. V. P. 274.

সৈকতভূমে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু এসমস্ত বিবরণ অম্বর-ইতিহাসের সম্বলিত; সুতরাং এস্থলে তৎসমুদায়ের অনুশীলন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক; অপিচ তাহা হইলে মিবারের ঐতিহাসিক বিবরণাবলির সমন্বয়সাধন দুরূহ হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং আমরা মহাত্মা টড-অবলম্বিত পদবী অনুসরণ করিয়া অম্বরের ইতিহাসে যথাস্থানে তৎসমুদায় বিবরণ সন্নিবেশ করিব।

ভাগিনেয় মধুসিংহের স্বার্থসংরক্ষণ করিবার জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাণা সদলে ঈশ্বরীসিংহের সম্মুখীন হইলেন। অচিরে উভয় দলে ভীষণ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। কিন্তু শিশোদীয় বীরগণ ঈশ্বরীসিংহকে পরাস্ত করিতে গিয়া অবশেষে আপনারাই পরাজিত হইলেন। তাহার কারণ সে যুদ্ধে তাঁহাদের হৃদয় আদৌ উৎসাহিত হয় নাই। বোধ হয় অন্যায় পক্ষ সমর্থন করা তাঁহাদিগের বিবেচনায় সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হওয়াতে তাঁহারা তদ্বিষয়ে উত্তেজিত হয়েন নাই। রাণার সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। এরূপ পরাজয়ে রাণা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সৈনিকদিগের উৎসাহহীনতাই সেই অবমানকর পরাজয়ের প্রধান কারণ, তখন তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নিদারুণ ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি গিহ্লোটকুলের প্রচণ্ড তরবার একটা সামান্যা বারাঙ্গনার করে স্থাপন পূর্ব্বক অভিতপ্ত ব্যঙ্গোক্তিচ্ছলে বলিলেন "এরূপ অধঃপতিত অবস্থায় এই অস্ত্র রমণীরই ব্যবহার্য্য।" উক্ত ব্যঙ্গবচন মিবারভূমির দ্রুত অধঃপতন-কালের সম্পূর্ণ উপযোগী। মিবারবাসিদিগের হৃদয়ে তাহা দৃঢ় অঙ্কিত হইয়াছিল। এমন কি অদ্যাবধি অনেকে তাহা ভুলিতে পারে নাই।

কোটা ও বুন্দির হারগণ গতযুদ্ধে রাণার সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই জন্য ঈশ্বরী সিংহ তাঁহাদিগের তদ্রূপ আচরণের উপযুক্ত পুরস্কার দান করিবার অভিপ্রায়ে আপাজি সিন্ধিয়ার সহায়তা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। হাররাজ সে আক্রমণ অদ্ভুত বীরত্বের সহিত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেন। সেই যুদ্ধে আপাজি সিন্ধিয়ার একটী হস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক সেই যুদ্ধের যে ফলোদয় হয়, তাহাতে উভয় পক্ষকেই কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং উভয় নৃপতিই সিন্ধিয়ার উদরপূরণার্থে নিয়মিত কর দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অভিতপ্ত রাণা জগৎসিংহ শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য মুলহর রাও হুলকারের আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির করিবার সময় তিনি তাঁহার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, হুলকার যদি ঈশ্বরীসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে চৌষট্টি লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। যে দিন জগৎসিংহ এই প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, সেই দিন রাজস্থানভূমে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভুতা দৃঢ় নিবদ্ধ হইল। এতৎসমাচার অচিরে ঈশ্বরীসিংহের কর্ণগোচর হইল। আপনার পদচ্যুতি ও অপমান অনিবার্য্য জানিয়া হতভাগ্য ঈশ্বরীসিংহ অবশেষে গরলপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। তদনন্তর মধুসিংহ অম্বর সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন এবং চতুর হুলকার আপনার প্রাপ্য

পণপ্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী রাজস্থানক্ষেত্রে দৃঢ় সংস্থাপিত করিলেন। রাজপুতজাতির শোচনীয় অধঃপতনের ইহাই মুখ্য কারণ। এই জন্যই শিশোদীয়, রাঠোর ও কুশাবহগণ আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্বলন্ত গৌরবগরিমা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দীনহীন দশায় নিপতিত হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের অভ্যন্তরে যে কঠোর অন্তর্ব্বিবাদ প্রবেশ করিল, তাহা অচিরে তাঁহাদের অন্তঃসার ক্ষয় করিয়া ফেলিল। অবশেষে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজস্থানকে শ্মশানে পরিণত করিল। সেই প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লব ও কঠোর মার্হাট্টা-পীড়নে রাজপুতগণ অনেকদিন নিপীড়িত হইলেন; অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসূত্রে সংবদ্ধ হইয়া পরম কারুণিক ব্রিটিষ কেশরী তাঁহাদিগকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিলেন।

অষ্টাদশবর্ষব্যাপী অযোগ্য রাজ্যশাসনের পর রাণা জগৎসিংহ সম্বৎ ১৮০৮ (খৃঃ ১৭৫২) অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি বীরবর বাপ্পারাওলের পবিত্র সিংহাসনের এবং শিশোদীয়কুলের সম্পূর্ণ অযোগ্য নরপতি ছিলেন। হস্তীযুদ্ধ দেখিয়া তিনি বৃথা আমোদ প্রমোদেই কালহরণ করিতেন *। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রচণ্ড পরাক্রম প্রতিরোধ করা অপেক্ষা তিনি উক্ত প্রকার ক্রীড়াযুদ্ধকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার গুণশালিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আপন পিতৃপুরুষগণের ন্যায় জগৎসিংহ শিল্পশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনার্থে স্বীয় প্রজাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি উদয়পুরের প্রাসাদকে অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং পেশোলার বক্ষবিহারী দ্বীপপুঞ্জের সৌষ্ঠবসাধনে বিংশতি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। উপত্যকা-ক্ষেত্রে যে সমুদায় পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তদ্ভিন্ন যে সমস্ত আলস্য ও বিলাসব্যঞ্জক উৎসব-ব্যাপার অদ্যাপি উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই রাণা দ্বিতীয় জগৎসিংহ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

* রাণা জগৎসিংহ পাঞ্চোলী বিহারীদাসকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমখানি পাঠ করিলে ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রাণা দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ ;—রাণা দ্বিতীয় রাজসিংহ ;—রাণা অরিসিংহ ;—হুলকার কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ এবং করাদান ;—রাণাকে পদচ্যুত করিবার জন্য বিদ্রোহাচরণ ;—বিদ্রোহীসর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক একজন অপ-নৃপতির নির্ব্বাচন ;—কোটার জলিমসিংহ ;—সিন্ধিয়ার সহিত অপ-নৃপতির একতাবন্ধন ;—তাঁহাদিগের একত্রীভূত সেনাবলের প্রতি রাণার আক্রমণ ;—তাঁহার পরাভব ;—সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ এবং উদয়পুরের অবরোধ ;—রাণা কর্ত্তৃক অমরচাঁদের মন্ত্রীপদে অভিষেক ;—অমরের তেজস্বীতা ;—সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধিবন্ধন ;—সিন্ধিয়ার প্রস্থান ;—মিবারের রাজ্যক্ষয় ;—বিদ্রোহী সর্দ্দারদিগের রাজবশ্যতাস্বীকার ;—গদবার জনপদ ক্ষতি ;—রাণার গুপ্তহত্যা ;—রাণা হামিরের সিংহাসনারোহণ ;—রাজমাতা ও অমরের মধ্যে বিবাদ ;—অমরের মহচ্চরিত্র, মৃত্যু ও চরিত্রবিবরণ ;—মিবাররাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্তি।

দিন যায়—দিন আইসে ; কিন্তু যেদিন একবার যায়, সে দিন ত আর ফিরিয়া আইসে না। যে শারদীয় পূর্ণ শশধরের মাধুরিময় হাস্যে একদা অসীম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, সে শশধরত তাহার পর অনেকবার দেখিয়াছি, অনেকবারত তাহার সেই বিমল কৌমুদীরাশি প্রকৃতিকে সেইরূপে তরল রজতধারায় সিঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু কৈ, সে আনন্দত ফিরিয়া পাইলাম না ? সেই যে, আনন্দ সেই শশধরের অমিয়ময় হাস্যের সহিত সেই অনন্তে বিলীন হইয়া গেল, কৈ তাহাত আর ফিরিয়া পাইলাম না ? ফিরিয়া যে পাইলাম না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে—সেদিন আর ফিরিয়া আসিল না,—আসিবে কি ?—বলিতে পারি না। কিন্তু জীবন থাকিতে কে জীবনতোষিণী আশাকে ত্যাগ করিতে পারে ? মানব আশামুগ্ধ, আশাই এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন-প্রসূনের বৃন্তস্বরূপ ; একবার সে বৃন্ত ছিন্ন হইলে জীবন-কুসুম অনন্তকালসাগরে চিরকালের জন্য খসিয়া পড়িবে। আশা মানবের প্রধান নিয়ন্ত্রী। কিন্তু অভাব আশার উৎপাদক। যাহার অভাব নাই, তাহার আশা নাই। তাহার জীবন জড়—উৎসাহহীন। অভাব আশার উৎপাদক বটে, কিন্তু সেই আশা হইতেই আবার অভাবের প্রকৃত জ্ঞান উৎপাদিত হইয়া থাকে। সেই অভাব-জ্ঞান হইতেই চেষ্টা, চেষ্টা হইতে উদ্যোগিতা—উদ্যোগিতা হইতেই সিদ্ধি। যে ব্যক্তি আশাবিমূঢ় ; যে আপনার অভাব বুঝিতে পারে না ;—বুঝিয়াও যে তাহার সম্পূরণে চেষ্টা করে না, সে কোন অভীষ্টই সাধন করিতে সক্ষম হয় না,—তাহার জীবন বিড়ম্বনাময়। য়ুরোপ-মহিষী রোম একদিন পড়িয়াছিল ; একদিন তাহার বিশ্ববিজয়ী পুত্রদিগের চরণে কঠোর দাসত্ব-শৃঙ্খল দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে রোম আবার উঠিয়াছে,—উঠিয়াছে, কেবল তাহার আশামুগ্ধ পুত্রগণের অনন্ত উদ্যোগিতার প্রভাবে।

তাহারা আপনাদের প্রকৃত অভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, বুঝিয়াছিল যে, তাহারা তখন সে ইতালীয় নহে,—যে ইতালীয়দিগের প্রচণ্ডপ্রভাবে অর্দ্ধ জগৎ একদা কম্পিত হইয়াছিল, তাহারা তখন সে ইতালীয় নহে; তাহারা তখন স্বাধীনতা-চ্যুত,—শক্রপদ-দলিত—বৈরী-নিপীড়িত; তাহারা তখন প্রচণ্ডপ্রতাপান্বিত অষ্ট্রীয়ার চরণতলে শৃঙ্খলিত দাস! তাহারা স্বাধীনতার অভাব বুঝিয়াছিল; বুঝিয়া সেই অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; শেষে উদ্যোগিতা ও উদ্যমশীলতার সাহায্যে সেই চেষ্টা সফল করিতে সক্ষম হইয়াছে; অষ্ট্রীয়া-নিক্ষিপ্ত কঠোর দাসত্ব-শৃঙ্খল খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ভূমধ্যস্থ সাগরের অতল সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছে, জননী জন্মভূমির মস্তকে স্বাধীনতা-রত্নমুকুট আবার পরাইয়া দিয়াছে। ইতালী স্বাধীন হইয়াছে; কিন্তু সে স্বাধীনতায় এ স্বাধীনতায় প্রভূত প্রভেদ। সে স্বাধীনতার জলন্ত প্রতাপ একদা অর্দ্ধ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল; কিন্তু এ স্বাধীনতা কেবল ইতালী-ময়ী—আল্প-প্রাকার-বদ্ধা। ইতালীর ভাগ্যগগনে আবার স্বাধীনতা-সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে; কিন্তু এ সূর্য্য সে সূর্য্য নহে। সেই জন্য বলিতেছি—যে দিন একবার যায়, সে দিন আর ফিরিয়া আইসে না; যে রত্ন একবার যায়, সে রত্ন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। ইহা অবশ্যম্ভাবী নৈসর্গিক নিয়ম। এই বিশ্বজনীন নিয়মেরই অধীন হইয়া বিশ্বধাত্রী বিশ্ব-মহিষী ভারত পতিত হইয়াছে; জগতের মধ্যে হতভাগিনী, হীনা দীনা কিঙ্করীরূপে পরিণত হইয়াছে। রাম গেলেন,—লক্ষ্মণ গেলেন,—যামদগ্ন্য গেলেন। তাঁহাদের চিতাভস্ম হইতে কালমাহাত্ম্যে কোটী বৎসর পরে আবার ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন, কর্ণ কৃষ্ণ, ও জরাসন্ধ প্রভৃতি মহারথগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। আবার যে দিন কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরভূমে—আর্য্যগৌরবের বিশাল সমাধিক্ষেত্রে এই সমস্ত মহাবীরগণ মহানিদ্রায় শয়ান হইলেন; যে দিন বিধাতা অলক্ষ্যে বসিয়া লৌহলেখনী দ্বারা ভারতের ভবিতব্যতার কঠোর বিধান ধীরে ধীরে লিপিবদ্ধ করিলেন; সেই দিন ভারতে যে কাল নিশার আবির্ভাব হইল; তাহা কালে প্রভাত হইল;—প্রভাত হইল; কিন্তু ভারতের সেই জলন্ত গৌরবের দিন আর আসিল না। সেই বিশাল সমাধিক্ষেত্র হইতে পুরু, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, পৃথ্বীরাজ, সমর, সংগ্রাম ও প্রতাপসিংহ ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হইলেন; ভারতের জয়গানে,—একতা, মহাপ্রাণতা, আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশপ্রেমিকতার বিজয়বৈজয়ন্তী করে লইয়া আবার ভারতকে মাতাইয়া তুলিলেন। কিন্তু তাহা ক্ষণ কাল; কালচক্রের শনৈঃ শনৈঃ আবর্ত্তনে সেই দিন শীঘ্র অতীত হইয়া গেল, সেই সঙ্গে ভারতের ভবিতব্য লিখন কঠোর রূপে পূর্ণ হইল; ভারত আবার পড়িল; ভারতসন্তানদিগের আবার অধঃপতন হইল;—নিদারুণ,—শোচনীয়—কঠোরতম অধঃপতন হইল! শিশোদীয় বীর প্রতাপসিংহ আর্য্যবীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, মহাপ্রাণতা ও আত্মোৎসর্গের জলন্ত আদর্শ রাখিয়া পিতৃপুরুষদিগের সেই অনন্তপথ আশ্রয় করিলেন। তাঁহার নিপতনেই ভারতের সেই নিদারুণ,—শোচনীয়—কঠোরতম অধঃপতন হইল! আজি ভারত ভীষণতম শ্মশানে পরিণত,—নির্জ্জীব, নিস্পন্দ, জড়ভাবাপন্ন! আজি সেই অধঃপতন-কাহিনী প্রচার করিবার জন্য—সেই বিশ্বজনীন নৈসর্গিক নিয়মের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য

পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রথম প্রতাপসিংহের সিংহাসনে অপদার্থ হীনজীবন দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ সমারূঢ় হইলেন! হায়! জগতে সকলই অস্থির!

রাণা দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। যে গৌরবময় পবিত্র নাম ধারণ করিয়া তিনি ভব-রঙ্গভূমে প্রবেশ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিলেই সেই প্রাতঃস্মরণ্য সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ মহাত্মা প্রথম প্রতাপসিংহকে মনে পড়ে; কিন্তু ইতিহাস তখনই বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠে; "এ প্রতাপসিংহ সেই বীরশ্রেষ্ঠ, স্বজাতিপ্রেমিক প্রতাপসিংহ নহেন; ইনি অকর্ম্মণ্য অপদার্থ হীনজীবন দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ; "প্রতাপ" নামের স্বর্গীয়ভাব বিনাশ করিবার জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ইহাঁর রাজত্বকালে বিশেষ কোন বর্ণনীয় ঘটনা সংঘটিত হয় নাই; তবে তিনি যে তিন বৎসর সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন; সে তিন বৎসর কেবল মহারাষ্ট্রীয় উৎপীড়নে অতীত হইয়াছিল। সেই তিন বৎসরের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ মার্হাট্টাগণ তিনবার * মিবারভূমি আক্রমণ করিয়া হতভাগ্য শিশোদীয়নৃপতির নিকট হইতে পণ ও কর আদায় করিয়াছিল। প্রতাপ, অম্বরের রাজা জয়সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার গর্ভে তাঁহার রাজসিংহ নামে একটী পুত্র প্রসূত হয়েন। উক্ত রাজসিংহই তৎসিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন।

যে বীরবর রাজসিংহ নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষত্রিয় বীর্য্যবহ্নিকে পুনর্ব্বার সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ-প্রভাবে একদা দুর্দ্ধর্ষ আরঙ্গজীবের সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল, আজি তাঁহার সেই পবিত্র নাম ধারণ করিয়া মিবারসিংহাসনে আর একটী অপদার্থ নরপতি সমারূঢ় হইলেন। বলা বাহুল্য যে, ইনি সেই মহনীয় নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। দ্বিতীয় রাজসিংহ সর্ব্বসমেত সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদীয় শাসনকালে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ অন্যূন সাতবার † মিবারভূমি আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদিগের নৃশংসাচরণে মিবারের অন্তঃসার এত শূন্য হইয়া গিয়াছিল, মিবারের নৃপতি এত অর্থ হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, আপনার পরিণয়-ব্যাপার সংসাধন করিবার জন্য রাণাকে স্বকীয় রাজস্ব-সচিব জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তিনি রাঠোর রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাণা দ্বিতীয় রাজসিংহের পরলোকগমনের পর মিবারের চিরন্তন উত্তরাধিকারিত্ব নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যভিচার হইল। তদনন্তর তদীয় পিতৃব্য রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন।—সেই পিতৃব্যের নাম অরিসিংহ।

অরিসিংহ সম্বৎ ১৮১৮ (খৃঃ ১৭৬২) অব্দে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সিংহাসনে সমারোহণ করিলেন। তিনি অতি ক্রোধনস্বভাব। একেত জগৎসিংহের চপলত্ব এবং দ্বিতীয়

---

* যে তিন জন অধিনায়কের অধীনে মহারাষ্ট্রীয়গণ উক্ত তিনবার মিবারভূমে আপতিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম. সন্ত্যাজি, জনকজি ও রঘুনাথ রাও।

† ১৮১২ সম্বতে, রাজা বাহাদুর; ১৮১৩ অব্দে, মুলহর রাও হুলকার ও বেতাজ রাও; ১৮১৪ অব্দে রাণজি বুরভিয়া। ১৮১৩ সম্বতে সদাশিব রাও, গোবিন্দ রাও, কাণজি যদুন মিবারের অধিপতির নিকট হইতে তিনবার পণ আদায় করিয়াছিল।

প্রতাপ ও রাজসিংহের অকর্ম্মণ্যত্ব নিবন্ধন মিবাররাজ্যের অত্যন্ত দীনাবস্থা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার উপর বর্ত্তমান রাণার অদম্য প্রকৃতি এবং উপস্থিত ঘটনাপুঞ্জ একত্র হইয়া এক মহানর্থের সমুদ্ভাবন করিল। সেই মহানর্থ হইতে রাজ্যমধ্যে যে সকল বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইল, তাহা অবশেষে ভীষণ বজ্ররূপে মিবারের শিরোদেশে পতিত হইয়া মিবারের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। ইতিপূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারে মিবারের আন্তরিক অনেক অনিষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতে মিবারের তিল পরিমাণ ভূমিও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পাঞ্চোলি মন্ত্রীগণের বহুজ্ঞতা এবং সেতারারাজের সুদৃঢ় ভক্তিনিবন্ধন মিবারভূমি এতদিন স্বার্থসংরক্ষণে সমর্থ ছিল; কিন্তু যখন রাজমধ্যে ভীষণ অন্তর্বিপ্লব প্রজ্বলিত হইয়া প্রজাবর্গের একতা বিনষ্ট করিয়া ফেলিল, যখন দুরন্ত মার্হাট্টাগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া সেই সমস্ত বিবদমান প্রজাবৃন্দের সহায়তা করিতে লাগিল এবং তাহাদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া সুযোগক্রমে আপনাদিগের উদর পূর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিল, তখন রাজ্যের অধঃপতন শনৈঃ শনৈঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। প্রতাপকে পদচ্যুত করিয়া সেই পদে তদীয় পিতৃব্য নাথজিকে অভিষেক করিবার জন্য মিবারের সর্দ্দারগণ ক্রমে ক্রমে যে কয়েকবার বিদ্রোহানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহা নিবারণ করিবার জন্য দুর্দ্দান্ত মূলহর রাও হুলকার মধ্যস্থস্বরূপ আহূত হয়েন। মহারাষ্ট্রীয় নীতির অনুসরণ করিয়া চতুর হুলকার ইতিপূর্ব্বে মিবারের প্রভূত অংশ হস্তগত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সুযোগ পাইয়া তিনি আরও অধিক আত্মসাৎ করিতে তৎপর হইলেন।

শোণিত-সম্বন্ধ ও কৃতজ্ঞতাবন্ধন কঠিন বন্ধন বটে; কিন্তু রাজনীতির আবশ্যক হইলে সে বন্ধন সূক্ষ্ম লূতাতন্তুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সত্য বটে, প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এজগতে নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া মহোপকারীর অনিষ্ট সাধন করিয়াই যে, তৎকৃত উপকারের প্রতিদান করিতে হয়, ইহা মানবধর্ম্মের কোন্ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে? যে মধুসিংহকে অম্বরের সিংহাসনে অভিষেক করিবার জন্য রাণা অসীম অর্থব্যয় এবং আত্যন্তিক ত্যাগস্বীকার করিলেন, এমন কি যাঁহার সেই ত্যাগস্বীকার ও আনুকূল্য ব্যতিরেকে তিনি "রাজা" বলিয়া অভিহিত হইতে পারিতেন না; সেই মধুসিংহ স্বীয় মাতুলকৃত অসীম মহোপকারের বিষয় বিস্মৃত হইয়া পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া মিবারের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ রামপুর জনপদটী মূলহর হুলকারকে অর্পণ করিলেন*। দুর্দ্ধর্ষ বাজিরাও মিবারের প্রতি যে পণ স্থাপন করেন, তাহার আদায়ের ভার হুলকারের করে অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল নিয়মের অনুসারে রাণা সেই নির্দ্ধারিত কর প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন, তাহা মার্হাট্টাগণ ভঙ্গ করিয়াছিল;† সুতরাং

* সম্বৎ ১৮০৮ (খৃঃ ১৭৫২) অব্দে এই ব্যাপার সংসাধিত হয়। ইহার পর রামপুর জমিদারীর কোন কোন অংশ মিবারের অন্তর্গত ছিল। রামপুর সম্বন্ধে অনেক কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ("রাজস্থান" ১৩০ ও ৪১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

† বাজিরাওয়ের সহিত যে সন্ধিপত্র স্থিরীকৃত হয়, তাহাতে উক্ত ছিল যে, মহারাষ্ট্রগণ আর মিবার রাজ্যে আপতিত হইবে না। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া রাণা সে সন্ধিপত্র ব্যর্থ বলিয়া স্থির করিলেন।

রাণা সে করভার হইতে আপনাকে নির্মুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক টাকা বাকী পড়িয়া যায়। সেই বকেয়া খাজনা এবং চম্বলনদের উপরিভাগস্থ কতিপয় জনপদের কর আদায় করিবার ভাণ করিয়া মূলহর রাও হুলকার সসৈন্যে মিবারভূমি আক্রমণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি এতৎসম্বন্ধে রাণাকে অনেক ভীতিব্যঞ্জক পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মিবারের বর্ত্তমান অন্তর্বিপ্লবের সুযোগ পাইয়া সসৈন্যে মিবারভূমে উপস্থিত হইয়া রাজধানী অবরোধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন রাণা আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে একান্ন লক্ষ টাকা * প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইলেন। একে মিবারের অন্তঃসার শূন্য হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আবার এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিতে উক্ত রাজ্যের যে নিতান্ত দীনদশা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উক্ত বৎসর † আবার একটী ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া মিবারের সমস্ত শোণিত নিঃশেষে শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ ভয়াবহ অন্নকষ্টের সময় দ্রব্যজাত এত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, ময়দা ও তেঁতুলের সমান মূল্য হইয়াছিল। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবার চারি বৎসর পরে মিবাররাজ্যে এক ঘোরতর অন্তর্বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। সেই অনর্থকর গৃহবিবাদে মিবারের প্রজাবর্গ এত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা মার্হাট্টা দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে ক্বচিৎ সক্ষম হইয়াছিল। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়া মিবারবাসিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর দস্যুপীড়ন সহ্য করিয়া রহিল! পরিশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে অনুগ্রহবান্ ব্রিটিষসিংহ তাহাদিগের দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়া তাহাদিগকে আপন আশ্রয়চ্ছত্রের স্নিগ্ধ ছায়াতলে স্থান দান করিলেন।

সর্দ্দারগণের বিদ্রোহাচরণের প্রকৃত কারণ কেহই অদ্যাবধি জানিতে পারে নাই, বোধ হয় তাহা চিরকালই গুঢ় থাকিবে। কেননা এতৎ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। তেজস্বী রাজপুতগণ আপনাদিগের নৃপতিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপীড়ন প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ দেখিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, মিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ত সম্প্রদায় সমূহের ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা নিবন্ধন উক্তরূপ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। কথিত আছে, রাণা অরিসিংহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রাজসিংকে অন্যায় উপায়ে নিধন করিয়া রাজসিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন। বহুকালপ্রচলিত গল্প সমূহ পাঠ করিলে যদিচ রাণার চরিত্রবিষয়ে বিষম সন্দেহ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তথাপি কোথায়ও এমন একটী প্রমাণ পাওয়া যায় না যদ্দারা সেই সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। মিবারের চিরন্তনী উত্তরাধিকারিত্ব বিধির ব্যভিচার হইলে তৎপ্রদেশে নানা প্রকার অনর্থ ও অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। অপিচ

---

* হুলকার অম্বলা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; তথায় কোরাবারের অর্জ্জুনসিংহ এবং রাণার "ধাই ভাই" গণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একান্ন লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

† সম্বৎ ১৮২০ (খৃঃ ১৭৬৪) অব্দ।

মিবারের রাজসিংহাসন অধিকার করিবার কোন ক্ষমতা ও অধিকার অরিসিংহের ছিল না। তিনি দীর্ঘকাল শিশোদীয়কুলের ষোড়শ সর্দ্দারগণের নিম্ন আসনে স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন এবং শিশোদীয়কুলের রাজপুত্র বলিয়া বাৎসরিক ত্রিংশৎসহস্র টাকার একখানি ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সর্দ্দারগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যে সর্দ্দারগণ এতদিন তাঁহা অপেক্ষা উচ্চতর সম্মান সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, আজি কি তাঁহারা তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিবেন? আজি কি তাঁহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া রাজযোগ্য সম্মান সম্ভ্রম প্রদান করিবেন?—কখনই নহে। তাঁহার সেই অবৈধ রাজ্যাধিকার নিবন্ধন অধিকাংশ সর্দ্দার তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাহারা তাঁহার সহিত একত্রে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া আসিয়াছে, এবং দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাঁহার চরিত্রের অতি সূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে; দেখিয়া জানিয়াছে যে, অরিসিংহ অত্যন্ত রূঢ়স্বভাব; বিশেষতঃ তাঁহাতে রাজযোগ্য কোন গুণই নাই। তাঁহার চরিত্রের গূঢ়তম অংশ পর্য্যন্ত জানিতে পারাতে তাহারা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে লাগিল এবং অণুমাত্র সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিল না। তদীয় কঠোর প্রকৃতি অচিরে মিবারের প্রধান সর্দ্দার সদ্রিপতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল *। যে মহানুভব ঝালা সর্দ্দার হলদিঘাটের ভীষণ সমরক্ষেত্রে নিঃসহায় প্রতাপের জীবন রক্ষা করিয়া শিশোদীয়কুলের অনন্ত কৃতজ্ঞতা পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, আজি রাজাধম অরিসিংহের কঠোর আচারণ তাঁহাকে সেই শিশোদীয়কুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। এদিকে দেবগড়-পতি যশোবন্তসিংহের প্রতি মর্ম্মভেদী শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করাতে রাণা চিরকালের জন্য তাঁহার বিদ্বেষভাজন হইয়া রহিলেন। যশোবন্তসিংহ, তেজস্বী চণ্ডের বংশে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং সেই ব্যঙ্গোক্তির উপযুক্ত প্রতিফল দান করিতে তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত ছিলেন না।

---

* উক্ত ঝালাপতি রাণার তদানীন্তন মন্ত্রীকে স্বহস্তে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, মহাত্মা টড সাহেব তাহা পাইয়াছিলেন। সেই পত্রের অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল।

যশোবন্ত রাও পাঞ্চোলির প্রতি রাজ রণ রঘুদেব।

"আপনার পত্র পাইয়াছি। বাল্যকাল হইতে আপনি আমার বন্ধুস্বরূপ রহিয়াছেন এবং আজন্ম "সমানভাবে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া আসিয়াছেন; কারণ আমি রাণা-কুলের ভক্ত লোককেই হৃদয়ের "সহিত ভাল বাসি। আপনার নিকট আমি কিছুই গোপন করি না; সেই জন্য অদ্য লিখিতেছি যে, "কাজ করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। আগামী আষাঢ় মাসে আমি গয়াধামে (ক) যাত্রা করিতে মনস্থ "করিয়াছি। রাণাকে যখন আমি এই কথা বলিলাম, তিনি শ্লেষ করিয়া উত্তর করিলেন "তুমি দ্বারকা (খ) "যাইতে পার।" যদ্যপি আমি থাকি, তাহা হইলে রাণা আমার ভূমিসম্পত্তির পল্লীগুলিকে জৈৎজির "সময়ের মত পুনরুদ্ধার করিয়া দিবেন। আমার পিতৃপুরুষগণ রাণাদিগের উপযুক্ত পরিচর্য্যা করিয়া "গিয়াছেন; এবং আমিও চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স হইতে সেইরূপ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি অশক্ত। "যদ্যপি আমাকে অনুগ্রহ করিতে দরবারের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই উপযুক্ত সময়।"

(ক) রাজপুতগণ গয়াধামকে উপযুক্ত তীর্থস্থান বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন।

(খ) রাজপুতদিগের মতে দ্বারকা ধর্ম্মভীরু ও যুদ্ধাক্ষম ব্যক্তিদিগের তীর্থভূমি।

অবমানিত ও বিদ্বেষভাবাপন্ন সর্দ্দারগণ অরিসিংহকে পদচ্যুত করিবার জন্য একটী চক্রান্ত করিলেন এবং রতনসিংহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজসিংহের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাঁহারা এই বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, রতনসিংহ রাজসিংহের ঔরসে গোগুণ্ডা সর্দ্দারের দুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বাক্য সত্য কি মিথ্যা অদ্যাবধি তাহার নিরাকরণ হয় নাই,—হইবে কি না তাহাও বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, অসন্তুষ্ট ও রোষপরিতপ্ত সর্দ্দারগণ সেই রতনসিংহকে আপনাদিগের বিবাদের মধ্যবিন্দুস্বরূপ করিয়া বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মিবারের ষোড়শ শ্রেষ্ঠ সর্দ্দারের মধ্যে অধিকাংশই রতনসিংহের দলের পুষ্টিসাধন করিল। কেবল পাঁচজন মাত্র * রাণার পক্ষসমর্থন করিয়া রহিলেন। ইহাঁদের মধ্যে শালুম্ব্রাসর্দ্দার সর্ব্বপ্রথম অপ-নৃপতি রতনসিংহের দলে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু সে পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অল্পকাল পরেই রাণার পক্ষ আশ্রয় করিলেন। যে উচ্চতম রাজভক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া চণ্ডের বংশধরগণ শিশোদীয়কুলের জন্য আপনাদিগের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বৃদ্ধ শালুম্ব্রাপতি অদ্য সেই রাজভক্তির অনুরোধে রাণার পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। তাঁহার উক্ত প্রকার কার্য্যের বিশেষ কারণ আছে। তিনি প্রভুত্বপ্রিয়; মনে করিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহী পক্ষ সমর্থন করিলে বিশেষ প্রভুত্ব পরিচালন করিতে পাইবেন; কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎদিগের সুদক্ষতার বিরুদ্ধে † আধিপত্য নিয়ন্ত্রিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রতীত হওয়াতে অবশেষে তিনি সে পক্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দিপ্রাগোত্রসম্ভূত বসন্ত পাল নামা জনৈক ব্যক্তি অপ-নৃপতির প্রধানামাত্য স্বরূপ নিয়োজিত হইলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষ দিল্লিনগরী হইতে সমর-কেশরী সমরসিংহের সহিত মিবারে আগমন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি ভারতের শেষ হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী মহারাজ পৃথ্বীরাজের সভায় একটী উচ্চপদে সমারূঢ় ছিলেন। এই সকল সর্দ্দারগণের সহিত "ফিতুরী" ‡ কমলমীর অধিকার করিলেন এবং তথায় তাহাদিগ কর্ত্তৃক যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া "মিবারের রাণা" বলিয়া রাজনিয়মাবলীতে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক প্রকৃত মূলতত্ত্বের প্রতি অবহেলা করিয়া অপ-নৃপতির সর্দ্দারগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবশেষে যে জঘন্যোপায় অবলম্বন করিল, তাহাতে মিবারের অধঃপতন দ্রুত সংসাধিত হইল। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া পরিশেষে সিন্ধিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিল এবং অরিসিংহের পদচ্যুতির পণস্বরূপ এক ক্রোর পঁচিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইল।

* শালুম্ব্রা, বিজোল্লি, আমৈত, গানোর ও বেদনোরের সর্দ্দারগণ।

† ভাণ্ডির (শক্তাবৎ), দেবগড়, সাদ্রি, গোগুণ্ডা, দৈলবারা, বৈদলা, কোতারিও, এবং কানোরের সর্দ্দারগণ অপ-নৃপতির পক্ষস্থ সর্দ্দারগণের মধ্যে বিশেষ পরাক্রান্ত।

‡ হিন্দি "ফিতুরী" এবং ইংরাজি "প্রিটেণ্ডর" (Pretender) শব্দের পরিবর্ত্তে "অপ-নৃপতি" শব্দ সঙ্কলিত হইল।

মিবারের এই ভীষণ অন্তর্বিপ্লবকালে একজন প্রচণ্ড রাজপুতবীর রাজস্থানের রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন;—তাঁহার নাম জলিমসিংহ। জলিমসিংহ রাজস্থান-ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ মিবারভূমে যে অদ্ভুত ব্যাপার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে কেহই সেই রাজপুতবীরের বীরত্ব, মহত্ত্ব, তেজস্বিতা ও রাজনীতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। মিবারক্ষেত্রেই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞতার প্রথম বিস্ফুরণ হয়। যদিও এস্থলে তাঁহার জীবনী আলোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক; তথাপি মিবারের রঙ্গভূমে তিনি যে সকল মহৎ কার্য্যের অভিনয় করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের সহিত তাঁহার জীবনী এরূপ নিবিড় বিমিশ্রিত, যে, তৎসমুদায়ের বর্ণন করিবার পূর্ব্বে তৎ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লেখা সম্পূর্ণ আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। মধুসিংহকে অম্বরের সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বরীসিংহের সহিত রাণা জগৎসিংহের যে ভীষণ সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হয়; তাহাই জলিমসিংহের ভাবী মহনীয় চরিত্রের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেয়। সেই সময়ে তদীয় জনক কোটার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতিশোধ প্রদান করিবার জন্য ঈশ্বরীসিংহ সিন্ধিয়ার সহিত একত্রিত হইয়া যৎকালে কোটারাজ্য আক্রমণ করিলেন, তখন জলিম তৎপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিদিগের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপসম্ভাষণ হয়। সেই আলাপ হইতে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের নীতিকৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই নীতির অনুসারেই তাঁহার জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। আপনার রাজার অনুগ্রহ হারাইয়া জলিমসিংহ কোটা হইতে দূরীকৃত হইলেন; অবশেষে আশ্রয়লাভার্থে রাণার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় পাইয়া রাণা তাঁহাকে আপন সর্দ্দারশ্রেণীর মধ্যে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং "রাজরণ" উপাধির সহিত তাঁহাকে ছত্রখৈরীর ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিলেন। জলিমেরই পরামর্শানুসারে মার্হাট্টা সেনাপতি রঘু পৈগাওয়ালা এবং দৌলা মিয়া স্ব স্ব সেনাদল সমভিব্যাহারে মিবারে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রাণা প্রাচীন পাঞ্চোলীদিগকে মন্ত্রিত্ব হইতে দূরীকৃত করিয়া উগ্রজি মেহ্‌তা নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার সমস্তই অর্পণ করিলেন। এই সময়ে (সম্বৎ ১৮২৪ খৃঃ অঃ ১৭৬৮) মাধাজি সিন্ধিয়া উজ্জীননগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার সহায়তা প্রাপ্ত হইবার আশায় মিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী সর্দ্দারগণ তৎপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বপ্রথম রতনসিংহ গমন করেন। অগ্রে উপস্থিত হইয়াই তিনি সিন্ধিয়ার সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া শিপ্রার তীরভূমে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিত ছিলেন। সুতরাং রাণা অরিসিংহের আড়ম্বর সমস্তই নিষ্ফল হইয়া গেল।

রাণা অরিসিংহ মাধাজি সিন্ধিয়ার সাহায্য না পাইয়া অবশেষে আপনারই সেনাদল লইয়া অপনৃপতির সেই সমবেত বল প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। শালুম্ব্রা সর্দ্দার, শাপুর ও বুনেরার রাজদ্বয়, এবং জলিমসিংহ ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ রাণার সেই সেনাদলের অধিনেতৃত্বে ও সহায়তায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাঁরা সকলে

একত্রিত হইয়া মাধাজির একীভূত সেনাকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাণার সেনাদল অদম্য বীরত্বের সহিত শত্রুসেনা মথিত ও বিত্রাসিত করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রচণ্ড গিরিতরঙ্গিণীর ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল। মাধাজি ও অপ-নৃপতি সে বল প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পরাজিত, অবমানিত ও বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উজ্জয়িনীর দ্বারভাগে পলায়ন করিলেন। তথায় আবার নব বল সংগ্রহ করিয়া স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা আপনাদের অপমান ও পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজপুতসেনাকে পুনরাক্রমণ করিলেন। বিজয়ী রাজপুতগণ বিজয়মদে মত্ত হইয়া একবার ভাবিয়া দেখে নাই যে, দুর্দ্ধর্ষ মাধাজি তাহাদিগকে অল্পে ছাড়িয়া দিবে না। সুতরাং তাহারা নিশ্চিন্ত মনে শত্রুশিবির লুণ্ঠন করিতেছিল। এক এক দল এক এক দিকে গমন করিয়া লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত; এমন সময়ে মাধাজির রণতূর্য্য ভীমগম্ভীর নাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। রাজপুতগণ ক্ষণতরে বিস্মিত ও চমকিত হইল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আপনাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারিল; বুঝিতে পারিল যে, এবার আর শত্রুকুল কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। রাণার সেনাদল সুশৃঙ্খলভাবে উপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হইতে না হইতেই মাধাজি ভীষণ বলসহকারে তাহাদিগের উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার সেই ভীষণ বল সহ্য করিতে না পারিয়া শালুম্ব্রা, শাপুর ও বুনেরার আধিপতিগণ রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন এবং সহকারী দৌলা মিয়া, নীরবরের পদচ্যুত নৃপতি রাজা মান এবং সদ্রির উত্তরাধিকারী কল্যাণরাজ ঘোরতর আহত হইলেন। জলিমসিংহও বিষম আহত, কিন্তু তাঁহার ঘোটক রণক্ষেত্রে পতিত হওয়াতে বাহনাভাবে তিনি রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে পারিলেন না। সুতরাং শত্রুকুল তাঁহাকে বন্দী করিল; বন্দী করিল বটে, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করিল না। ত্র্যম্বকজি নামা জনৈক সদাশয় মহারাষ্ট্রীয় তাঁহাকে অতি যত্ন ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। এই ত্র্যম্বকজিই প্রসিদ্ধ অম্বজির জন্মদাতা। পরাজিত ও অবমানিত রাজপুতগণ উদয়পুরে পলাইয়া আসিল। এদিকে অপ-নৃপতির পক্ষ তন্নগর আক্রমণ এবং রত্নকে তত্রত্য সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য সিন্ধিয়াকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বিজয়ী মহারাষ্ট্রপতি কিয়ৎকাল পরে একটী বিশাল সেনাদল লইয়া গিরিবর্ত্মের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক উদয়পুর অবরোধ করিলেন। রাণা হতাশ হইলেন। তাঁহার সহায় নাই—সম্বল নাই। যে কতিপয় সাহসিক বীর তাঁহার পক্ষে সংস্থিত ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই শিপ্রা-তীরে পতিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি কি করিবেন?—কি প্রকারে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়বীরের গ্রাস হইতে উদয়পুর ও আপনার স্বার্থসংরক্ষণ করিবেন?—একমাত্র শালুম্ব্রার ভীমসিংহ তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত যোদ্ধা। এক্ষণে তিনি তাঁহারই হস্তে নগররক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। যে শালুম্ব্রাপতি গত উজ্জয়িনী-যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ভীমসিংহ তাঁহার পিতৃব্য ও উত্তরাধিকারী। এক্ষণে তিনি রাণা কর্ত্তৃক সৈন্যাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া বীরবর জয়মল্লের বংশধর রাঠোর বেদনোরপতির সহিত এই সঙ্কটকালে নগর ও নৃপতিকে রক্ষা করিতে ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু শুধু একটী মহাপুরুষের কঠোর উদ্যোগ ও অধ্যবসায় হইতে সকলদিক রক্ষা হইল।—সেই মহাপুরুষের নাম—অমরচাঁদ বারোয়া।

অমরচাঁদ বারোয়া বণিককুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি মিবারের মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ ও পারদর্শী সচিব কচিৎ জগতে দুই চারি জন সমুদ্ভূত হইয়াছেন। স্বর্গীয় রাণার শাসনকালে মিবারে যে সমস্ত মহানর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত অনর্থরাশি অমরচাঁদ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি দূর করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ তিনি মিবারের একটী স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। এক্ষণে অরিসিংহের রাজত্বকালে মিবারের ঘোরতর অন্তর্ব্বিবাদ সময়ে অমরচাঁদ আপন পদ হইতে বিচ্যুত হইলেন। যে দিন তিনি পদচ্যুত হইলেন, সেই দিন হইতে মিবারের অনর্থরাশি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল; সেই দিন হইতে অসংখ্য বিপদ চারিদিক হইতে উদ্ভূত হইয়া মিবারকে আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিল। সর্দ্দারগণের সহিত বিবাদ, মহারাষ্ট্রীয়ের উৎপীড়ন, তাহার উপর আবার অরিসিংহের তীব্র ও রূঢ় আচরণ; এই সকল অনর্থ ক্রমশঃ একত্রিত হইয়া উঠিল। এই সকল অনর্থের ক্রমশঃ বৃদ্ধিকালে অমরচাঁদ নিশ্চয় জানিয়াছিলেন, যে, তাঁহার পদপ্রাপ্তির আর আশা নাই। অমরচাঁদ স্বভাবতঃ প্রচণ্ড এবং অরিসিংহের ন্যায় অদম্যপ্রকৃতি। বর্ত্তমান সমালোচ্য কাল পর্য্যন্ত দশ বৎসর অতীত হইল, তিনি কার্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে মিবাররাজ্যের প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সমস্ত সর্দ্দারগণ অরিসিংহের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া রতনসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্থলে বেতনভোগী সৈন্ধবী সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছে। ঐ সমস্ত সৈন্ধবী পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দারদিগের হস্তচ্যুত ভূমি সকলের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যমধ্যে চির অসন্তোষের বীজ বপন করিয়াছে। ইহাতে মিবারের যাহা কিছু বিক্রম, যাহা কিছু তেজস্বিতা ছিল, তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই অসন্তোষের নিবিড় ছায়া এতদূর বিসারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, যে সমস্ত সর্দ্দার রতনসিংহের পক্ষও সমর্থন করেন নাই, তাঁহারা নিঃসম্পর্কের ন্যায় আপনাপন দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গম্ভীর ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এইরূপে রাণার আশা ভরসা অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার পক্ষ অনেকাংশে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। মিবারের উক্ত সঙ্কটকালে দৈববশতঃ অমরচাঁদ কার্য্যক্ষেত্রে পুনরানীত হইলেন। উদয়পুরের রক্ষণোপযোগী প্রাকার বা পরিখা কিছুই ছিল না। উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একলিঙ্গগড় নামে একটী উচ্চ শৈলকূট ছিল। ধরিতে গেলে ইহাই উদয়পুরের প্রধান দ্বারস্বরূপ। সুতরাং ইহাকে প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং কামান দ্বারা সজ্জিত করিলে উদয়পুর রক্ষা হইবে ভাবিয়া, রাণা তৎকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু একলিঙ্গগড় অত্যন্ত দুরারোহ ও অসম হওয়াতে রাণার সমস্ত কলকৌশল বিফল হইয়া যায়। একদা রাণা স্বয়ং তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে অমরচাঁদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার অসন্তোষ দূরীকরণ করিবার জন্য রাণা আপনার ত্রুটী স্বীকার করিয়া সুমিষ্ট আলাপনে তাঁহার সহিত

কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ সদালাপসম্ভাষণে অতীত হইলে অরিসিংহ অমরচাঁদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলিতে পারেন, এই ব্যাপার সমাপন করিতে কত টাকা ও সময় লাগিবে"? অমরচাঁদ ধীরগম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "কিছু শস্য ও কয়েকটী দিন মাত্র"। রাণা তখন তাঁহাকে সেই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করাতে অমরচাঁদ নিঃসঙ্কোচে বলিলেন "যতদিন একার্য্যের ভার আমার হস্তে অর্পিত থাকিবে, ততদিন আমার আজ্ঞাই এ ব্যাপারে পালিত হইবে; ততদিন আমার আজ্ঞার উপর আর কেহ আজ্ঞা চালাইতে পাইবেন না। যদি এই স্বত্ব আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারি"। রাণা তাহাতেই সম্মত হইলেন। তখন অমরচাঁদ সমস্ত শ্রমজীবীদিগকে একত্রিত করিয়া একটী পথ প্রস্তুত করিলেন এবং কতিপয় দিবসের মধ্যেই একলিঙ্গগড়ের শিখর দেশ হইতে কামান ধ্বনিত করিয়া রাণাকে অভিবাদন করিলেন।

দুর্দ্দান্ত মাধাজি সিন্ধিয়া উদয়পুরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক গাঢ়তর অবরোধ করিয়া অবস্থিত রহিলেন। কেবল পশ্চিম দিক তাঁহার আক্রমণ হইতে নির্মুক্ত রহিল। তিনি যে, পশ্চিম দিক অবরোধ করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ উদয়সাগরের বিস্তৃত সলিলরাশি এবং তাহার তটশিরস্থ দুর্গম শৈল ও আরণ্য বৃক্ষরাজি তাঁহার পক্ষে প্রচণ্ড প্রতিরোধস্বরূপ অবস্থিত ছিল। এই পশ্চিম দিক দিয়াই নাগরিকগণ আবশ্যক মত নগর হইতে বহির্গত হইত এবং এই উদয়সাগরের বিশাল বক্ষ তরণীসংযোগে অতিক্রম করিয়া গিহ্লোটকুলের চিরমিত্র ভিলগণ নাগরিকগণের আহার্য্য সংযোজনা করিয়া দিতে লাগিল। মিবারের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এক্ষণে সৈন্ধবী সেনা ভিন্ন রাণার আর অন্য কোন উপায় নাই। সেই সৈন্ধবীগণের বিশ্বাসের উপর এক্ষণে সমস্ত নির্ভর করিতেছে। কিন্তু রাণার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারাও এসময়ে ক্ষেপিয়া দাঁড়াইল এবং আপনাদের প্রাপ্য বেতনের জন্য মহা গণ্ডগোল উত্থাপন করিল! তাহাদের চক্ষের উপর রাজ্যের অনর্থরাশি বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা দেখিয়াও মূর্খদিগের অণুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। মৌখিক দাবি দাওয়া করিয়াও ক্ষান্ত না থাকিয়া তাহারা অবশেষে রাণার গাত্র স্পর্শ করিয়া ঘোরতর অপমান করিল। একদা রাণা প্রাসাদভবনে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই পাষণ্ড সৈন্ধবীগণ তাঁহার গাত্রাবরণী ধরিয়া আকর্ষণ করিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য রাণা সবলে সেই গাত্রবসন টানিয়া লইলেন। বসন ছিন্ন হইল; সেই ছিন্ন বসন লইয়া তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রস্থান করিলেন। আপনার উদ্ধত স্বভাববশতঃ রাণাকে এই দারুণ অবমাননা ভোগ করিতে হইল। তাঁহার অবস্থা ক্রমে ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল, আশাভরসা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। যে সৈন্ধবীদিগকে এ সময়ে তিনি একমাত্র অবলম্বন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, আজি তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল! তবে আর তাঁহার উপায় কি? তিনি চারিদিকেই বিপদের ভীষণ ভ্রূকুটি দেখিতে লাগিলেন। রঘুদেব নামে রাণার এক "ধাই ভাই" ছিলেন। তিনি ঝালাসর্দ্দারের উত্তরাধিকারী হইয়া

মন্ত্রভবনের কার্য্য সমাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে এই মহাসঙ্কটকালে তিনি রাণাকে মন্ত্রণা দিলেন "আপনি উদয়সাগর পার হইয়া মণ্ডলগড়ে পলায়ন করুন।" এরূপ ভীরু-সুলভ পরামর্শ দিয়া রঘুদেব আপন অকর্ম্মণ্যতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাণা তাঁহার সে পরামর্শ গ্রাহ্য না করিয়া শালুম্ব্রাসর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শালুম্ব্রাসর্দ্দার বিষণ্ণবদনে উত্তর করিলেন "এসঙ্কটে কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে মঙ্গল হইতে পারিবে, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি অমরচাঁদকে আহ্বান করুন।" তদনুসারে অমর আহূত হইলেন এবং সেই সঙ্কটে দ্বারের দুরূহভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। তিনি বলিলেন "এ দুরূহ কার্য্যভার গ্রহণ "করিতে কেহই আকাঙ্ক্ষা করে না; এবং বলিতে কি আমারও ইহাতে আকাঙ্ক্ষা নাই। "মহারাজ অবশ্যই বিদিত আছেন যে, ইতিপূর্ব্বে মিবাররাজ্যে কত ঘোর বিপদ সঙ্কট "উপস্থিত হইয়াছিল এবং এ দাস কি প্রকার উপায়ের সাহায্যে সেই সমস্ত অনর্থ দূরীকরণ "করিয়াছিল। এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ঘোরতর অনর্থরাশি আপতিত হইয়াছে; এরূপ "অবস্থায় আমাকে আবার সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া উপস্থিত বিপদ দূর করিতে হইবে।" ক্ষণকাল থামিয়াই অমর পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন; "আরও আমার চরিত্রের "একটী দোষ আছে, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন,—সে দোষ আর কিছুই নহে; আমার "হৃদয় কোন শাসন মানিতে চাহেনা। আমি যেথানে থাকি, সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া থাকি, "যাহা করি, তাহার উপর কাহারও বুদ্ধি চালনা করিতে দিই না;—কোন গুপ্ত মন্ত্রী "অথবা পরামর্শদাতাকে আমি গ্রাহ্য করি না। আপনার কোষাগার শূন্য, সৈন্যগণ "বিদ্রোহী, খাদ্যসামগ্রী সমস্তই ব্যয়িত;—এরূপ অবস্থায় যদ্যপি আপনি আমার উপর "নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে শপথ করিয়া বলুন যে, আমি যাহা আজ্ঞা "করিব, তাহা ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, ভাল হউক, মন্দ হউক, কেহই তাহার "বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না; তাহা হইলে মানবের যাহা সাধ্যায়ত্ত, তাহা সাধন "করিতেছি;—কিন্তু মনে রাখিবেন "ন্যায়পর" অমর এক্ষণে অন্যায়পর হইবে এবং "আপন পূর্ব্ব চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিবে।" রাণা ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া বলিলেন "আপনার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হইবে। আপনি যাহা বলিবেন, "তাহাই পালিত হইবে; যাহা চাহিবেন, তাহাই দিব। এমন কি যদ্যপি আপনি "মহিষীর রত্নহার ও নথ চাহিয়া পাঠান, তাহাও আপনাকে প্রদান করিব।" রাণার ধাইভাই রঘুদেবের সেই কাপুরুষোচিত পরামর্শ শ্রবণ করিয়া অমরের অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন; "তোমার যেরূপ অবস্থা ও বিদ্যাবুদ্ধি, "তদনুযায়ী পরামর্শই দিয়াছিলে। ভাল, রাণা উদয়পুর হইতে মণ্ডলগড়ে পলায়ন "করিলে, কে তাঁহাকে সেথানে রক্ষা করিতে পারিত? এবং তোমারই বা কি গুপ্ত "উপায় আছে, যদ্দারা তুমি আত্মরক্ষা করিতে পার? এরূপ কার্য্য তোমারই উপযুক্ত "বটে; রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা অপেক্ষা তুমি এক্ষণে আপনার পূর্ব্ববৃত্তি অবলম্বন

"করিয়া মহিষচারণ ও দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে পার; কেননা সে বৃত্তি তোমার "কুলধর্ম্ম ও বুদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ যোগ্য। তুমিত কোন্ ছার, এসকল কার্য্য তোমার "রাজাকেই এখনও শিখিতে হইবে।" অমরের এই তেজস্বিতা, এই নির্ভীক আচরণে রাণা ও তাঁহার সর্দ্দারগণ মস্তক অবনত করিলেন। তৎপরে প্রাঙ্গনতলে অবতীর্ণ হইয়া তেজস্বী অমরচাঁদ তত্রস্থ সৈন্ধবী সৈনিকদিগকে তেজোব্যঞ্জকস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন "আইস, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ "করিব; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, যদ্যপি তোমরা অকৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে সমস্ত দোষ আমারই স্কন্ধে পড়িবে।" যে বিদ্রোহী সৈনিকগণ ইতিপূর্ব্বে রাণাকে অপমান করিয়াছিল; এক্ষণে নির্ব্বাক ও কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় অমরের অনুসরণ করিল। অমরচাঁদ তাহাদিগের প্রাপ্য বেতনের হিসাব করিয়া পরদিবস পরিশোধ করিতে চাহিলেন। অতঃপর তিনি প্রতিহারীদিগের নিকট কোষাগারের চাবী চাহিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চাবী না দিয়াই ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। তখন অমর সেই সমস্ত কোষাগারের দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য যাহা কিছু ছিল, সমস্তই টাকা করিয়া লইলেন এবং মণিরত্নাদি বন্ধক দিলেন। ইহাতে যে অর্থ উদ্ভূত হইল, তদ্দ্বারা তিনি সৈনিকদিগের বেতন পরিশোধ করিলেন। বারুদ, গোলাগুলি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিলেন। এইরূপে যে নববল সংগৃহীত হইল, তৎসাহায্যে অমর শত্রুদিগকে অবজ্ঞা করিয়া তাহাদিগের আক্রমণ আরও ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেন।

অপ-নৃপতি রতনসিংহ রাণার অধিকাংশ "খাস জমি" হস্তগত করিয়া উদয়পুরের উপত্যকাদেশ পর্য্যন্ত আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়াকে প্রতিজ্ঞানুরূপ অর্থ প্রদান করিতে না পারাতে অবশেষে তিনি মহাসঙ্কটে পতিত হয়েন। চতুর মহারাষ্ট্রীয়ের পক্ষে সময় একটী অমূল্য রত্ন। তিনি আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে না পারিয়া অমরচাঁদের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে সত্তর লক্ষ টাকা প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রতনসিংহকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। অমর তাহাতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধিবন্ধনের আয়োজন করিলেন। সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল। উভয়ে তাহাতে স্বাক্ষর করিবামাত্র সিন্ধিয়া শুনিতে পাইলেন যে, শীঘ্রই কোন সফল আক্রমণ হইতে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র সিন্ধিয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং অমরকে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া পাঠাইলেন, "আরও বিশ লক্ষ টাকা না দিলে সন্ধি সফল হইবে না।" এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অমরের আপাদমস্তক বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সেই সন্ধিপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং নানাপ্রকার আস্ফালন করিয়া সেই ছিন্ন খণ্ডগুলি বিশ্বাসঘাতক মাহাট্টার নিকট প্রেরণ করিলেন। বিপদবৃদ্ধির সহিত তাঁহার সাহস ও তেজস্বিতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যাহারা ইতিপূর্ব্বে নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি আপনার সাহস ও তেজস্বিতা প্রভাবে তাহাদিগের হৃদয়ও প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। সৈন্ধবী সৈন্য এবং

বিশ্বস্ত রাজপুত সর্দ্দার ও সেনানীদিগকে সমবেত করিয়া তিনি তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। তিনি একজন সদ্বক্তা; যে বাগ্মিতা মানবহৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে; অমর তাহাতে বিলক্ষণ বিভূষিত ছিলেন। সুতরাং অসীম উৎসাহ ও উদ্বোধনের সময় তাঁহার সেই বাগ্মিতা আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবের ন্যায় প্রচণ্ডবেগে তাঁহার সৈনিক ও সামন্তগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিল। তাহাদের উৎসাহানলে উপযুক্ত ইন্ধন প্রদান করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে অনেক রত্নমণ্ডিত অলঙ্কার ও বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী উপহার দিলেন। তৎ সমস্ত দ্রব্য রাজকোষাগারে কেবল অনর্থক পড়িয়াছিল। রাজনীতিজ্ঞ অমরচাঁদ তৎসমুদায়ের সদ্ব্যবহার করিয়া আপনার কার্য্যদক্ষতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। নগর ও তন্নিকটস্থ পল্লিগ্রাম সমূহে গৃহস্থ অথবা ব্যবসায়ী লোকের যত শস্য ছিল, সমস্তই ক্রীত হইয়া প্রকাশ্য হাটবাজারে প্রেরিত হইল এবং ঢক্কা-নিনাদে চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল যে, প্রত্যেক যোদ্ধা আবেদন করিলে ছয়মাসের আহার্য্য পাইতে পারিবে। ইতিপূর্ব্বে শস্যসমূহ টাকায় অর্দ্ধসের করিয়া বিক্রীত হইতেছিল; এক্ষণে হঠাৎ অমরচাঁদ যে কোথা হইতে একবারে তত শস্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা ভাবিয়া সকলেই—বিশেষতঃ শত্রুকুল অত্যন্ত বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। সৈন্ধবী সৈন্যগণের সকল অসন্তোষের কারণ দূরীভূত হইল। এক্ষণে তাহারা অমরের তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকাশ্য সভাস্থলে রাণার নিকট আপনাদিগের বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিবার জন্য একত্রে গমন করিল। রাজসভায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদিগের অগ্রনায়ক আদিল বেগ * ধীরগম্ভীর অথচ বিনম্রস্বরে কহিলেন "মহারাজ! আমরা অনেক দিন আপনার "নিমক" খাইয়াছি এবং আপনার "পবিত্র রাজপরিবার হইতে অশেষ অনুগ্রহ-নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার "নিকট এই শপথ করিতে আসিয়াছি যে, আর আমরা আপনাকে ত্যাগ করিব না। আজি "উদয়পুরই আমাদিগের মাতৃভূমি, উদয়পুরের সহিতই আমাদের জীবন উৎসর্গ করিব। "আমরা আর বেতন চাহি না; আমাদের খাদ্যসামগ্রী যখন ফুরাইয়া যাইবে, তখন "আমরা পশুমাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিব। আবার যখন তাহাও ফুরাইবে, তখন "দস্যু দাক্ষিণীদিগের দলোপরি পতিত হইয়া অসিহস্তে রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিব।" তেজস্বী অমরচাঁদ সৈন্ধবী সৈনিকদিগের হৃদয়ে যে তেজস্বিতা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, আজি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পরিলক্ষিত হইল। তাহাদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণার নয়নপ্রান্ত হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল।—আজি পাষাণ গলিয়া গেল,—বজ্রে শৈত্য অনুভূত হইল। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া সৈন্ধবী ও রাজপুতগণ উন্মত্তের ন্যায় জয়নিনাদ করিয়া উঠিল। রাজপুত বীরত্বের এই প্রচণ্ড বিস্ফুরণ অচিরে সুদূর প্রবাহিত হইল,—তাহাদিগের প্রচণ্ড জয়নিনাদ ভীমরবে প্রতিধ্বনিত হইয়া দুরাচার

* ইহার পুত্র মির্জ্জা আবদুল রহিম বেগকে রাণা একখানি ভূমিবৃত্তি দান করিয়াছিলেন।

সিন্ধিয়ার কর্ণগোচর হইল'। এদিকে উৎসাহিত রাজপুতগণ সিন্ধিয়ার অগ্রবর্ত্তী সেনাদলের উপর জ্বলন্ত গোলক নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগের উৎসাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজপুতের বীর্য্যবহ্নির এই আকস্মিক বিস্ফুরণ দেখিয়া সিন্ধিয়া নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন এবং আত্মরক্ষার্থে অবশেষে সেই সন্ধিবন্ধন পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। এইবার অমরের জয়লাভের উপযুক্ত সুযোগ। তিনি চতুর মহারাষ্ট্রীয়কে বলিয়া পাঠাইলেন "আরও ছয়মাস অবরোধ সহ্য করাতে যে "অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বকার চুক্তি হইতে কাটিয়া লইব। ইহাতে যদি সম্মত হয়েন, "সন্ধি করিতে পারি, নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।" চতুর সিন্ধিয়া আজি রাজপুতের চাতুর্য্যজালে বিজড়িত হইলেন। অবশেষে সাড়ে তেষট্টি লক্ষ টাকা লইয়া তাঁহাকে অমরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে হইল।

মণিরত্ন, স্বর্ণ রৌপ্য এবং সর্দ্দারদিগকে নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি অর্পণ করিয়া রাণা তেত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া সিন্ধিয়াকে প্রদান করিলেন, অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করিবার জন্য ভূমিসম্পত্তি বন্ধক দিতে লাগিলেন। এতন্নিমিত্ত যৌদ, জীরণ, নিম্বচ ও মরওয়ান প্রভৃতি কয়েকটী জনপদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। এইজন্য এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল যে, উক্ত কতিপয় জনপদ উভয় রাজ্যের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পর্য্যবেক্ষিত হইবে, এবং বৎসরে একবার করিয়া তাহাদিগের হিসাব নিকাশ করা যাইবে। সন্ধিবন্ধন সমাপিত হইল। সম্বৎ ১৮২৫ অব্দ হইতে ১৮৩১ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত সন্ধিপত্রের বিধিসমূহ যথানিয়মে অনুপালিত হইল। কিন্তু শেষ বৎসরে সিন্ধিয়া রাণার কর্ম্মচারীদিগকে আর কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে না দিয়া তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন এবং আর কোনরূপ বন্দোবস্তও করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং উক্ত জনপদগুলি মিবারের হস্তচ্যুত হইল। সম্বৎ ১৮৫১ অব্দে বিধাতার উপযুক্ত বিধানানুসারে সিন্ধিয়ার ভাগ্যগগন মেঘাচ্ছন্ন হইলে, রাণা তৎসমুদায় জনপদ অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন বটে; কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। আবার তাঁহাকে তৎসমুদায়ের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে হইল। সম্বৎ ১৮৩১ অব্দে প্রচণ্ড মহারাষ্ট্র সমিতির পৃষ্ঠপূরকগণ পেশোয়ার অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিন্ধিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের জন্য পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জনপদগুলি রাখিয়া একমাত্র মরওয়ান হুলকারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মিবারের এমনই দুর্ভাগ্য যে, এই রাজ্যক্ষয়ের অল্পকাল পরেই নীমবাহেরা নামক জনপদও রাণার হস্তচ্যুত হইল। দুর্বৃত্ত হুলকার সিন্ধিয়ার নিকট মরওয়ান প্রাপ্ত হইয়া একবৎসর পরেই রাণার নিকট হইতে উক্ত নীমবাহেরা প্রার্থনা করিলেন এবং ভীতিপ্রদর্শন করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি রাণা তাঁহার প্রার্থনা পূরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রাতৃদস্যু সিন্ধিয়ার অবলম্বিত পথে পদার্পণ করিয়া তাঁহার ন্যায় আচরণ করিবেন। রাণার নিতান্ত দুর্ভাগ্য; নতুবা বীরপুঙ্গব মহারাজ বাপ্পারাওলের বংশধর হইয়া তাঁহাকে আজি মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর ভ্রূকুটি-নিক্ষেপে সভয়ে কম্পিত হইতে হইবে কেন?—নতুবা আজি সেই অত্যাচারী হুলকারের অন্যায় আদেশ পালন করিতে হইবে কেন?

এইরূপে সম্বৎ ১৮২৬ অব্দে উদয়পুর দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধিয়ার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিল। ইহাতে যে, মিবাররাজ্যের অন্তর্গত অনেকগুলি উর্ব্বরভূমি রাণার হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত জনপদ বিক্রীত অথবা চিরকালের জন্য মিবারের অধিকার-চ্যুত হয় নাই; কেবল বন্ধক রাখা হইয়াছিল *। কিন্তু ইহাতেও মিবারের বিষম ক্ষতি হইয়াছিল। সেই ক্ষতি হইতেই উক্ত রাজ্যের দ্রুত অধঃপতন আরম্ভ হইল। যদিও মিবারের শোচনীয় দুরবস্থানিবন্ধন রাণাগণ ঐ সকল জনপদ আর পুনরধিকার করিতে পারেন নাই; তথাপি তাঁহারা কখনও তৎসমুদায়ের স্বত্ব ত্যাগ করেন নাই। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারি দিবসে, ব্রিটিষসিংহের সহিত রাণা ভীমসিংহের যে সন্ধি সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাণার দূতগণ উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রিটিষসিংহ তদ্বিষয়ে কোনরূপ নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই। এতদ্বিবরণ যথাস্থলে সন্নিবেশিত হইবে।

বীরবর তেজস্বী অমরচাঁদের প্রচণ্ড বল সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর মহারাষ্ট্রীয় যেদিন উদয়পুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদলে প্রস্থান করিলেন, সেই দিন হতভাগ্য অপ-নৃপতি রতন সিংহের আশালতার মূলদেশে দারুণ আঘাত প্রহৃত হইল। তৎপূর্ব্বে তিনি অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং উদয়পুরের উপত্যকা-ক্ষেত্রে এক প্রকার দৃঢ়রূপে অধিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কপাল ভাঙ্গিল। পরের সাহায্যে ও আনুকূল্যের প্রভাবে তিনি যে কয়েকটী নগর, দুর্গ ও পল্লী অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই ক্রমে ক্রমে তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। রাজনগর, রায়পুর ও অন্তলা শনৈঃ শনৈঃ রাণার হস্তে পুনঃপতিত হইল। রতনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনেকগুলি সর্দ্দার উদয়পুরে আগমন করিয়া রাণার অনুগ্রহ ও আপনাপন ভূমিবৃত্তি প্রাপ্ত হইল। রতন সিংহের সহায়সম্বল ক্রমে ক্রমে নিতান্ত হীন হইয়া পড়িল। একমাত্র দেপ্রামন্ত্রী এবং মিবারের ষোড়শ শ্রেষ্ঠ সর্দ্দারের মধ্যে যে কয়েকজন তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দেবগড়, ভীণ্ডির ও আমৈতের সর্দ্দার ত্রয় ভিন্ন আর সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন! এই সকল বিবাদবিসম্বাদ শীঘ্র প্রশমিত হয় নাই। পরিশেষে সম্বৎ ১৮৩১ অব্দে উক্ত তিন জন সর্দ্দারও মিবারের মুকুটস্বরূপ উর্ব্বর গদবার রাজ্যে জলাঞ্জলি দিয়া রাণার পক্ষ পুনরবলম্বন করিলেন। এই শস্যশালী গদবার-প্রদেশ মিবারের অধিকৃত অন্যান্য জনপদাপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বর ও মূল্যবান্। ইহার সীমাবন্ধনীর মধ্যে যে সমস্ত সামন্তগণ বাস করেন, তাঁহারা মিবারের পক্ষে অন্যান্য সামন্তাপেক্ষা অধিক ভক্ত ও অনুরক্ত। রণবৎ, রাঠোর ও শোলাঙ্কি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কেমন প্রকৃষ্ট রাজভক্তির প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছে? গদবারের প্রায় অধিকাংশ ভূমিসম্পত্তি সামন্তপ্রথার অনুসারেই উক্ত সর্দ্দারগণকর্ত্তৃক ভুক্ত হইত। তাঁহারা তিন সহস্র অশ্ব এবং বিপুল পদাতিসেনা সংযোজনা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ভূমিভাগ

* একমাত্র ছোট মেস্গোলী (আধুনিক গঙ্গাপুর) ও তৎসংশ্লিষ্ট ভূমিসকল সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ইহার কারণ, সিন্ধিয়ার গঙ্গাবাই নাম্নী পত্নীকে উক্তস্থল প্রদত্ত হইয়াছিল।

ভোগ করিতেন। যোধপুর প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সম্মানসূচক "রাণা" উপাধির সহিত উক্ত গদবারজনপদ মুন্দরের পুরীহর নৃপতির নিকট হইতে অর্জ্জিত হইয়াছিল। রাঠোরবীর যোধের রাজত্বকালে শিশোদীয় চণ্ডের প্রাণকুমারের হৃদয়শোণিতে কিরূপে ইহার উত্তর সীমা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা অনেকপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অপ-নৃপতি রতনসিংহ কমলমীরে অবস্থিত হইলে রাণা অরিসিংহ যোধপুর-পতি রাজা বিজয়সিংহের হস্তে গদবারের শাসনভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার উক্তরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন কারণ ছিল। কমলমীর গদবারের সন্নিকটে অবস্থিত থাকাতে রাণা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, রতনসিংহ সুযোগক্রমে তাহা আচ্ছিন্ন করিয়া লইবে। এতদাশঙ্কায় উদ্বেজিত হইয়াই তিনি বিজয়সিংহের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে উভয়ের মধ্যে যে চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, আজিও তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই চুক্তিপত্রের অনুসারে মারবার-রাজপুত্র, রাণার সাহায্য করিবার জন্য উক্ত প্রদেশের উদ্বৃত রাজস্ব হইতে তিন সহস্র সৈনিক পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আততায়ীর নৃশংসাচরণে অরিসিংহ যদি অকালে ইহলোক হইতে অন্তরিত না হইতেন, তাহা হইলে উক্ত গদবার রাজ্য নিশ্চয়ই উদ্ধার করিতে পারিতেন।—কিন্তু তাঁহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য!

বাসন্তিক মৃগয়া (আহেরিয়া) রাজপুতদিগের মধ্যে একটী চিরন্তন মহোৎসব। কিন্তু এই মহোৎসব-ব্যাপার মিবারের পক্ষে অনেকবার সমূহ অনর্থকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিবারের তিন জন নৃপতি ইতিপূর্ব্বে এই আহেরিয়া-উপলক্ষে প্রাণ হারাইয়াছেন। সেই জন্য কোন রাজপুত সতী সহমরণার্থ জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আহেরিয়ার মৃগয়া সময়ে রাণা ও রাও একত্রে আসিলে দুইজনের একজনকে অবশ্য মরিতে হইবে।" অরিসিংহ সেই পতিব্রতার পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণী অবহেলা করিয়া মৃগয়া-ব্যাপারে লিপ্ত হয়েন। মৃগয়া শেষ করিয়া রাণা স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে হার-রাজকুমার অজিত হঠাৎ স্বীয় তুরঙ্গকে রাণার দিকে উন্মত্তের ন্যায় তাড়িত করিয়া হস্তস্থ তীক্ষ্ণ ভল্লাঘাতে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। রাণা বাণবিদ্ধ কেশরীর ন্যায় আততায়ী অজিতের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন এবং কঠোরস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "রে হার! তুই কি করিলি?" রাণা মুহ্যমান হইয়া তুরঙ্গ হইতে পড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রগড়ের পাষণ্ড সর্দ্দার স্বীয় তরবারাঘাতে তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল! পাষণ্ড অজিতের পিতা তাঁহার উক্ত পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিষয় শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি সেই দিবস হইতে আর তাহার পাপমুখ অবলোকন করেন নাই। কথিত আছে সমগ্র হার-সমিতি দুর্বৃত্ত অজিতের প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। সেই ভীষণ হত্যাকালে একজন রক্ষক ভিন্ন আর কেহই তথায় উপস্থিত ছিল না। রাণার সর্দ্দার ও সামন্তদিগের কর্ণে উক্ত লোমহর্ষণ হত্যাবিবরণ প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা আপনাদিগের শিবির ও দ্রব্যসামগ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ভীতের ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিল।

কথিত আছে বুন্দিরাজকুমার মিবারের সর্দ্দারগণ কর্তৃক প্রণোদিত হইয়াই উক্ত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিল। সর্দ্দারগণ যে, অরিসিংহের প্রতি বিশেষ বিরক্ত, এবং তাহারা যে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও বিশ্বাস করিত না, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে অনেকবার পরিলক্ষিত হইয়াছে। রাণা তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় নিবিষ্ট থাকিতেন। এতৎসম্বন্ধে একটীমাত্র দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। যে শালুম্ব্রাসর্দ্দারের পিতা রাণার স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য উজ্জীনসমরে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; রাণা তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া একদা নিকটে আহ্বান করিলেন এবং বিদায়সূচক "পান" তৎকরে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূর হইতে আদেশ করিলেন। শালুম্ব্রাসর্দ্দার একবারে বজ্রাহত হইলেন। রাণার আকস্মিক অসন্তোষের এবং সেই কঠোর আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বিনীতবচনে তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রাণা কিছুতেই শান্ত হইলেন না; বরং চন্দাবৎ সর্দ্দারকে পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর স্বরে বলিলেন "তুমি যদ্যপি আমার আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" নিরুপায় হইয়া শালুম্ব্রাপতি রোষান্ধ রাণার আদেশপালনে বাধ্য হইলেন এবং যাইবার সময় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া গেলেন "আমি সম্মত হইলাম বটে; কিন্তু ইহাতে আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের বিশেষ অনিষ্ট হইবে।" অবমানিত চন্দাবৎবীর যে অভিসম্পাত উচ্চারণ করিলেন, তাহা শীঘ্রই ফলবান্ হইল। কিন্তু রাণার হত্যাসম্বন্ধে আর একটী কারণ বর্ণিত হইয়া থাকে। কথিত আছে, মিবারের সীমান্তভাগে বিলৈতা নামে একখানি সামান্য পল্লী আছে। উক্ত পল্লী মিবারের অন্তর্গত; কিন্তু বুন্দিরাজ তাহা আপনার বলিয়া বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। ইহাতেই বিবাদের সূত্রপাত হয়। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত দুইটী কারণের মধ্যে যেটীই প্রকৃত হউক; কিন্তু নৃশংস বুন্দিরাজকুমার রাণাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া নিতান্ত কাপুরুষতা ও পশুভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয়কালে কাপুরুষ সর্দ্দার ও সৈনিকগণ অরিসিংহের শবদেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে রাণার একমাত্র উপপত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকর্ত্তৃকই রাণার অন্ত্যেষ্টি বিধান সমাপিত হইল। উৎকৃষ্ট চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা তিনি একটী বৃহৎ চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার আদেশ পালিত হইল। রাশীকৃত চন্দনসার এবং ঘৃত, শণযষ্টি সর্জ্জরস ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দ্রব্যাদি অচিরকালমধ্যে একত্রিত হইল। উপপতির মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া তিনি সেই প্রচণ্ড চিতায় আরোহণ করিলেন। সম্মুখে একটী বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। সহমরণোৎসুকা সতী সেই তরুবরকে সাক্ষী রাখিয়া পতিহন্তাকে এক কঠোর অভিশাপ করিলেন;— "বনস্পতি! তুমিই সাক্ষী; যদি স্বার্থসাধনের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার "প্রাণপতিকে হত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, দুইমাসের মধ্যে সেই "পাষণ্ডের সর্ব্বাঙ্গ গলিয়া পড়িবে;—সে জগতে বিশ্বাসঘাতক ও রাজঘাতীর জ্বলন্ত আদর্শ

"স্থাপন করিবে। কিন্তু যদি প্রাচীন বিবাদ বিষম্বাদ অথবা পূর্ব্বকৃত অপকারের
"প্রতিশোধ লইবার জন্য এরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে কিছুই হইবে না। দেখিও
"তুমিই সাক্ষী রহিলে; যদি আমি সতী হই, যদি মহারাজ অরিসিংহ ভিন্ন অপর কাহাকেও
"হৃদয়ে স্থান না দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার এই বাক্য সফল হইবেই হইবে।"
সতীর বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই সেই বটবৃক্ষের একটী প্রকাণ্ড শাখা সহসা ভগ্ন হইয়া ভূপতিত হইল; অমনি চিতা প্রজ্বলিত হইয়া প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে গর্জ্জিয়া উঠিল; অরিসিংহের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া রাজপুতমহিলা অম্লানবদনে সেই জ্বলন্ত চিতানলে তনুত্যাগ করিলেন।

রাণা অরিসিংহ দুইটী পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহাদিগের প্রথমের নাম হামির; দ্বিতীয়ের—ভীমসিংহ। হমির সম্বৎ ১৮২৮ (খৃঃ ১৭৭২) অব্দে গৌরবহীন মিবারের সিংহাসনে সমারোহণ করিলেন। হামির গিহ্লোটকুলের একটী প্রাতঃস্মরণ্য নাম ধারণ করিয়া ভবরঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু মিবারের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদ্বারা সেই পবিত্র নামের কিছুই সার্থকতা সম্পাদিত হইল না। হামিরের বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশ বর্ষ মাত্র; সুতরাং তদীয় জননী রাজকার্য্যের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। আজি মিবারের অসংখ্য অনর্থ এককেন্দ্রীভূত হইল। একে মিবারের শোচনীয় দীনদশা, মহারাষ্ট্রীয় উৎপীড়ন, তাহাতে বালকের রাজত্ব ও রমণীর রাজ্য-শাসন; —সে রমণী আবার দারুণ দুরাকাঙ্ক্ষিণী। সুতরাং আজি মহাকবি চাঁদভট্টের প্রবচনানুসারে মিবারের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। এই ভীষণ সঙ্কটকালে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইয়া অনর্থের উপর অনর্থরাশি যোজনা করিয়া দিল। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণ পরস্পরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজি এই মিবারের অধঃপতিত অবস্থায় আপনাপন প্রাধান্য-লাভের জন্য তাঁহারা পরস্পরের হৃদয়শোণিত পাত করিতে উদ্যোগী হইলেন। শক্তাবৎসর্দ্দার রাজমাতার নীতি অবলম্বন করিলেন। এদিকে অপমানিত শালুম্ব্রাসর্দ্দার অরিসিংহকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বর্গীয় রাণার বিধবা মহিষীর বিরুদ্ধে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই ভীষণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হইতে যে মহানল সম্ভূত হইল, তাহাতে মিবারভূমি দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত হইয়া গেল। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্য নিতান্ত অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। সুবিধা পাইয়া অতি সামান্য দস্যুও মিবারের ধন রত্ন নির্ব্বিবাদে লুণ্ঠন করিতে লাগিল, মিবারের নিরীহ কৃষকগণের উপর পাশব অত্যাচার আরম্ভ করিল। আজি মিবারের অতি শোচনীয় দশা উপস্থিত; পথ, ঘাট, প্রাঙ্গণ সমস্তই নরশোণিতে প্লাবিত হইয়া গেল; রাজস্থানের নন্দনকানন সদৃশ মিবার চিতাভস্মময় শোকোদ্দীপক শ্মশানের তামসীমূর্ত্তি ধারণ করিল!

তেজস্বী অমরের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রোৎসাহিত হইয়া যে সৈন্ধবীগণ ইতিপূর্ব্বে রাজভক্তির বিশেষ পরিচয় দেখাইয়াছিল, আজি অরিসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং বলপূর্ব্বক রাজধানী অধিকার করিয়া আপনাদিগের প্রাপ্য বেতনের জন্য শালুম্ব্রাসর্দ্দারকে নানাপ্রকারে যন্ত্রণা দিতে

লাগিল। রাজধানী রক্ষাভার শালুম্ব্রাপতিরই হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিতে সক্ষম জানিয়া দুরাচারগণ তাঁহাকে তপ্তলোহে * স্থাপন করিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে অমরচাঁদ বুন্দি হইতে প্রত্যাগত হইলেন। পাপিষ্ঠ সৈন্ধবীগণ অমরচাঁদকে দেখিবামাত্র শালুম্ব্রা-পতিকে নিষ্কৃতি দান করিল। অমরচাঁদ এক্ষণে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণের বিরুদ্ধে শিশু রাজকুমার হামিরের স্বত্ব দৃঢ় রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তিনি মানব-চরিত্র বিশেষ অবগত ছিলেন এবং আত্মতত্ত্বসংক্রান্ত কঠিন সমস্যা ভেদ করিতে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, মন্ত্রিত্ব অনেকেরই বাঞ্ছনীয় এবং তাঁহাকে সেই পদে সমারূঢ় দেখিয়া অনেকেরই ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। অপিচ তিনি যে রাজকুমারের স্বত্ব দৃঢ় রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তজ্জন্য অনেকেই স্বল্প মাত্র ছিদ্র পাইলেই তাঁহাকে স্বার্থপর ও আত্মম্ভরী বলিয়া বৃথা অপবাদ ঘোষণ করিবে। অতএব যাহাতে কোন ব্যক্তিই সামান্য বিষয়েও তাঁহার কোন রূপ ছিদ্র না প্রাপ্ত হয়; তজ্জন্য মহানুভব অমরচাঁদ আপনার ধনসম্পত্তির একখানি তালিকা করিয়া সমস্ত দ্রব্যই রাজমাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। সুবর্ণ, মৌক্তিক, মণিরত্ন, রাজত পাত্রাদি, এমন কি তোষাখানার বসনাবলিও এক একটী ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাজমাতার নিকট প্রেরিত হইল। অমরচাঁদের উক্তরূপ উদার অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। যাহাদের মনে তদ্বিরুদ্ধে সন্দেহ ও হিংসার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহারা সকলেই নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া রহিল। রাজমাতা তাঁহাকে সেই সমস্ত দ্রব্য ফিরাইয়া লইতে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অমর তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন না; কেবল যে সমস্ত বসন একবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রতিগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

রাজমাতার দুরাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা দুশ্চরিত্রা সহচরী তাঁহার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিল। সে পাপিষ্ঠা যাহা বলিত, তিনি তাহাই করিতেন; এমন কি তাহার পরামর্শ না লইয়া পদমাত্র অগ্রসর হইতেন না! সেই দুশ্চারিণী সহচরীর বুদ্ধিবৃত্তি আবার একটা সামান্য যুবক কর্ম্মচারী দ্বারা চালিত হইত; সুতরাং পরোক্ষভাবে সেই ব্যক্তিই রাজমাতার নিয়ন্তা ছিল বলিতে হইবে। সে আপন গৃহে বসিয়া যে চক্র চালনা করিত, তদ্দ্বারা হামির-জননীর সমস্ত কার্য্যই নিযন্ত্রিত হইত। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন জীবিত থাকিতে হয় নাই। যাহা হউক, সেই সকল পাষণ্ডকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ক্রূরচরিত্রা রাজমাতা ধার্ম্মিকপ্রবর অমরচাঁদের প্রত্যেক কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। অমর যে, তাঁহারই পুত্রের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য তত গুরুতর ত্যাগস্বীকার করিলেন, তাহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহার এত দুর্বুদ্ধি

* দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দিবার জন্য রাজপুতগণ একপ্রকার লৌহপাত্র তপ্ত করিয়া তদুপরি তাহাদিগকে বসাইয়া দিতেন।

ঘটিয়াছিল, যে, তিনি চন্দাবৎদিগের আনুকূল্য গ্রহণ করিয়া ন্যায়বান্ অমরের সকল কার্য্যেরই প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ অমর তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি আপন অনুগত সৈন্ধবী সেনার সাহায্যে স্বীয়পদে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত রহিলেন এবং দুর্দ্ধর্ষ মাহাট্টাদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে না দিয়া রাজকীয় ভূমিগুলিকে অব্যাপন্ন রাখিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু তাঁহার রক্তমাংসের শরীর; সুতরাং ক্রূরদিগের বিদ্বেষ-শরে প্রবিদ্ধ হইয়া তিনি আর কত দিন স্থির থাকিতে পারিবেন? যাহাদের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, তাহারাই অবশেষে তৎকৃত অসীম মহোপকার বিস্মৃত হইয়া, কৃতজ্ঞতার পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পিশাচীও রাক্ষসীর ও ঘৃণিত মার্গে পদক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বিবিধ বিধানে অপমান করিতে লাগিল। ইহাতে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি স্থির থাকিতে পারেন?—অমর স্বভাবতঃ তেজস্বী; স্বল্পমাত্রও অপমান তাঁহার হৃদয়ে সহ্য হইত না। কিন্তু তিনি মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইয়া অনেক দুরাচারের অপমান ও বিদ্বেষবাণ হৃদয় পাতিয়া অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন; সহ্য করিয়াছেন, কেবল শিশু রাজকুমার হামিরের স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার জন্য। কিন্তু আজি সেই হামিরের জননীকেই আপনার শত্রু হইতে দেখিয়া তিনি দারুণ রোষ, অভিমান ও ঘৃণায় একবারে উদ্বেজিত হইয়া উঠিলেন। তথাপি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অমর স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। একদা তিনি আপন কার্য্যালয়ে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দুশ্চারিণী রামপিয়ারী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাজমাতার নাম দিয়া কোন বিষয়ের জন্য তাঁহাকে ভৎ‌র্সনা করিল। তেজস্বী অমরের আপাদমস্তক দারুণ রোষানলে জ্বলিয়া উঠিল; তিনি যথেচ্ছাক্রমে সেই পাপিষ্ঠাকে গালি দিয়া অবশেষে আপনার গৃহ হইতে দূর করিয়া দিলেন। মর্ম্মাহতা রামপিয়ারী রোদন করিতে করিতে রাজমাতার নিকট যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণে অনুরঞ্জিত করিয়া নিবেদন করিল। ইহাতে রাজমাতা আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া একখানি শিবিকাযানে আরোহণ পূর্ব্বক শালুম্ব্রাসর্দ্দারের নিকট যাত্রা করিলেন। চতুর অমর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহাতে একটী গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে; সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে মহিষীর সম্মুখীন হইলেন এবং বাহক ও অনুচরদিগকে তখনই প্রাসাদমধ্যে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। কাহার সাধ্য তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করে? শিবিকা অন্তঃপুর-দ্বারে আনীত হইলে অমর রাজমাতাকে প্রণাম করিয়া ধীরগম্ভীরভাবে বলিলেন "দেবি! অন্তঃপুর হইতে রাজপথে বহির্গত হইয়া আপনি কি ভাল কাজ "করিয়াছেন? ইহাতে কি আপনার মহামান্য স্বর্গীয় স্বামীর অপমান হয় নাই? স্বামীর "মৃত্যু হইলে এমন কি সামান্যা কুম্ভকারপত্নীও অন্ততঃ ছয়মাস অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন "করে না; কিন্তু আপনি শিশোদীয়কুলের রাজমহিষী হইয়া, আপনার স্বর্গীয় পতির "মৃত্যুজনিত অশৌচকাল অতীত হইতে না হইতেই অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া "যাইতেছিলেন। আপনি বুদ্ধিমতী; আপনাকে আর অধিক কি বুঝাইব।—অমরচাঁদকে "আপনার মিত্র ভিন্ন কখনও শত্রু বলিয়া ভাবিবেন না। অমর বিশ্বাসঘাতক নহে যে,

"মহারাজ অরিসিংহের শিশুকুমারের কোনরূপ অনিষ্ট করিবে। এক্ষণে আমার "নিবেদন, আমি এক্ষণে একটী গুরুতর কর্ত্তব্যসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইহাতে "আপনার ও আপনার পুত্রগণের মঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; সুতরাং আমার "বিরুদ্ধাচরণ করা অপেক্ষা এ সময়ে সাহায্য করা আপনার অতীব কর্ত্তব্য। এক্ষণে "আপনি আমার নিবেদন গ্রাহ্য করুন, আর নাই করুন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, "যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন শতসহস্র বিঘ্ন ও প্রতিরোধ উত্থিত হইলেও সে কর্ত্তব্য "সাধন করিবই করিব।" অমরের এই সকল সারগর্ভ বাক্য ক্রূরহৃদয়া বাইজিরাজের (রাজমাতার) কর্ণে স্থান পাইল না। অমর যতদিন জীবিত রহিলেন, ততদিন তিনি কিছুতেই তাঁহার বিদ্বেষ-নয়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। পরিশেষে যেদিন সেই ন্যায়বান্ ধার্ম্মিকপ্রবর মন্ত্রী-শিরোমণি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, যেদিন তাঁহার পবিত্র দেহ ভস্মাবশেষে পরিণত হইল; সেই দিন তিনি এই মানবসংসারের স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অনন্তসুখের ধামে অমরলোকে গমন করিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, পাপাচারিণী বাইজিরাজ বিষ-প্রয়োগে অমরের সংহার সাধন করিয়াছিল! রাজমাতা যেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষিণী, ক্রূরা ও নিষ্ঠুরা, তাহাতে এই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই জ্ঞান জন্মে। হায়! মানব কি নিষ্ঠুর,—কি কৃতঘ্ন,—কি স্বার্থপর! মানবসংসার কি দারুণ নরকযন্ত্রণার ভীষণ অন্ধকূপ! কে বলে—মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?—যদি শ্রেষ্ঠ, তবে কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ? হিংসা, দ্বেষ, কৃতঘ্নতা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা যদি সেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক গুণ হয়, যদি একভ্রাতার সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মোদর পূর্ণ করিলেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়, দুর্ব্বলের উপর সবলের উৎপীড়নে যদি শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে সে শ্রেষ্ঠত্ব ত পশুজাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নহে,—তাহা পশুত্ব, নৃশংসত্ব, পিশাচত্বের শ্রেষ্ঠত্ব। উদারহৃদয় ধার্ম্মিকপ্রবর অমরচাঁদ নিজ মাতৃভূমির উপকারের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, যে অর্থের জন্য জগতে অনিবার অসংখ্য অনর্থ সংঘটিত হইতেছে, অযাচিত হইয়াই সেই অর্থরাশি পরোপকারে বিনিয়োগ করিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কি প্রতিদান পাইলেন? প্রতিপদে স্বজাতি ও আত্মীয় স্বজনের বিদ্বেষবিষ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইল। কিন্তু তাহাতেও কর্ত্তব্যপরায়ণ অমরচাঁদ মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। পরিশেষে যাহার জন্য তিনি তত কষ্ট, তত আত্মত্যাগ স্বীকার করিলেন; যাহার জন্য তাঁহাকে লোকের নিকট বিদ্বেষভাজন হইতে হইল, সেই ব্যক্তিই পিশাচীর ঘৃণিতমার্গে পদক্ষেপ করিয়া গরলপ্রয়োগে স্বহস্তে সেই মহাত্মার জীবনবৃন্ত ছিন্ন করিয়া দিল! হায়! মানব-চরিত্র কি এত জঘন্য?—এতই নরকময়?

যে মহাপুরুষ স্বদেশের জন্য জীবনধারণ করিয়া অবশেষে স্বদেশীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনি যে কোন দেশের গৌরবস্বরূপ হইতে পারিতেন। কিন্তু মিবারের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, তাই মিবারের অযোগ্যা অধীশ্বরী তাঁহার তাঁহার ন্যায় অসীম গুণমাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল না। জগতের আরও দুই চারি জন মন্ত্রী

উচ্চতম গুণপরিমায় বিভূষিত হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার ন্যায় কেহই সেরূপ শোচনীয় দীনদশায় নিপতিত হয়েন নাই। অমরচাঁদ একটী রাজ্যের প্রধান সচিব ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি এরূপ নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসংকার অবশেষে নাগরিকগণের ব্যয়ানুকূল্যে সমাপিত হইয়াছিল! ইহা ভারত-ইতিহাসের একটী নূতন উদাহরণ! কিন্তু তাহা বলিয়া যেন কেহ না মনে করেন যে, ভারতে সাধারণ জ্ঞানধ্বনি নাই; ভারতীয়গণ সকলেই গৌরবের পূজা করিতে জানেন না। এ কথা যিনি মনে করিবেন, তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেননা অমরচাঁদের উচ্চতম গুণগরিমার বিষয় অদ্যাবধি কেহই ভুলিতে পারে নাই। অদ্যাবধি কেহ তদনুরূপ গুণগ্রামে বিভূষিত হইলে রাজপুতগণ তাঁহাকে "অমরচাঁদ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

ক্রূরচরিত্রা হতভাগিনী রাজমাতা না বুঝিয়া আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিল। অমরচাঁদকে সংহার করিয়া সে মনে করিয়াছিল যে, তাহার শাসনের আর কেহই প্রতিকূলতাচরণ করিবে না। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। সম্বৎ ১৮৩১ (খৃঃ ১৭৭৫) অব্দে বৈগু সর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার উপক্রম করিলেন। বৈগু একজন মেঘাবৎ সামন্ত। মেঘাবৎ প্রসিদ্ধ চন্দাবৎ গোত্রের একটী প্রকাণ্ড শাখা। হীনবুদ্ধি রাজমাতা এই মেঘাবৎ সামন্তের প্রচণ্ড প্রতাপ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সিন্ধিয়ার আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন। চতুর মহারাষ্ট্রীয় বীর সুযোগ বুঝিয়া সদলে বৈগু সর্দ্দারকে আক্রমণ করিলেন এবং তিনি রাণার যে সকল "খাসজমি" বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার বিদ্রোহাচরণের শাস্তিস্বরূপ তৎপ্রতি দ্বাদশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রয়োগ করিলেন *। কিন্তু হতভাগিনী রাজমাতা তাঁহাকে যে আশায় আহ্বান করিলেন, স্বার্থপর মাহারাট্টাপতি সে আশা পূরণ না করিয়া সেই সমস্ত ভূমিসম্পত্তি আত্মসাৎ করিলেন। কোথায় তিনি শিশু হামিরের করে তৎসমুদায় অর্পণ করিবেন, না আপন জামাতা বীরজি তাপকে রতনগড়, খেরী ও সিঙ্গোলি জনপদে স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট ইরনিয়া, জোথ, বীচোর ও নোদোয়ী প্রভৃতি কতিপয় জনপদ হুলকারকে সমর্পণ করিলেন। উক্ত কতিপয় জনপদের সমগ্র বার্ষিক আয় অন্যূন ছয় লক্ষ টাকা হইবে। দুর্বৃত্ত মাহারাট্টাগণ মিবারের শুদ্ধ পূর্ব্বোক্ত ভূমিসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া ক্ষান্ত হইল না; আবার সম্বৎ ১৮৩০—৩১ অব্দের মধ্যে চারিটী † এবং সম্বৎ ১৮৩৬ অব্দে আরও তিনটী ‡ যুদ্ধপণ দাবী করিল। এই বিপুল পণ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহারা

* যে সন্ধিপত্রানুসারে সিন্ধিয়া উক্ত জনপদ সকল অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

† উক্ত চারিটী পণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৩০ সম্বতে বৈগুর জন্য মাধাজি সিন্ধিয়া; ১৮৩১ সম্বতে বীরজি তাপ; ১৮৩১ সম্বতে অম্বাজি ইঙ্গলিয়া, বাপু হুলকার এবং দাদুজি পণ্ডিত।

‡ ১ম, হুলকারের হইয়া আপাজি ও মাকাজি জিতিয়া। ২য়, সোমজি দ্বারা তুকজি হুলকার; ৩য়, সোমজি দ্বারা আলি বাহাদুর।

মিবারের আরও অনেক ভূমিসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইল। এইরূপ দুরন্ত মার্হাট্টাদিগের প্রচণ্ড পীড়নে উৎপীড়িত এবং দারুণ অন্তর্বিবাদে উদ্বেজিত হইয়া হামির রাজপুত সম্যক পূর্ণ বয়সে * পদার্পণ করিতে না করিতেই সম্বৎ ১৮৩৪ (খৃঃ ১৭৭৮) অব্দে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যেদিন মহারাষ্ট্রীয়গণ মিবারভূমে সর্ব্বপ্রথম আপতিত হইল, সেই দিন হইতে হামিরের শাসনকাল পর্য্যন্ত উক্ত রাজ্যের কত ভূমি ও ধনক্ষয় হইয়াছে, তাহা আমরা এস্থলে সংক্ষেপে অনুশীলন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উক্ত সময় কিঞ্চিদধিক চত্বারিংশ বৎসর হইবে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে সমস্ত নিষ্ঠুর মার্হাট্টা পাশবী স্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়া মিবারের ভূমি ও ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে, তাহাদিগের নামোল্লেখ করিতে গেলে একটী বিস্তৃত তালিকায় অবতারণা করিতে হয়, সুতরাং অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহাতে ক্ষান্ত রহিলাম। উক্ত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দুরন্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের পাশব উৎপীড়ন হইতে মিবারের যে নিদারুণ শোচনীয় অধঃপতন হইল, তাহা হইতে মিবারভূমি আর উঠিতে পারিল না। সত্য বটে মোগলনৃপতিগণ স্বার্থপর ও প্রাজাপীড়ক ছিল, সত্য বটে তাহারা হিন্দুর সুখ দুঃখের বিষয় ভাবিয়া দেখিত না; কিন্তু তাহাদিগের রাজ্য ছিল, তাহারা ভারতীয়দিগকে আপনাদিগের প্রজা বলিয়া জ্ঞান করিত; জ্ঞান করিত বলিয়া তাহারা হিন্দুর প্রতি কঠোরতম অত্যাচার করিতে পারিত না; ইহাতে তাহাদিগের উৎপীড়ন সময়ে সময়ে মন্দীভূত হইয়া পড়িত। কিন্তু দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ সেরূপ নহে! তাহারা ভারতীয় হইলে কি হয়, ভারতের জন্য তাহারা মুহূর্ত্তও ভাবিয়া দেখিত না। মহাবীর শিবজী তাহাদিগকে যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন, যদি তাহারা সেই মন্ত্র পালন করিতে পারিত, তাহাহইলে তাহারা মাতৃভূমির অসীম দুঃখ দূর করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইত। কিন্তু ভারতের কঠোর ভবিতব্যতা কে লঙ্ঘন করিবে?—সেই জন্যই তাহারা মহাত্মা শিবজির মহামন্ত্র অবহেলা করিল, এবং ভারতশ্মশানে পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়া ইহার বীভৎস ভাব আরও শতগুণে বাড়াইয়া দিল। দুর্দ্ধর্ষ মার্হাট্টাগণ শোণিতপিপাসু পিশাচকুলের ন্যায় দলে দলে চারি দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত এবং যেখানে স্বল্পমাত্র লুণ্ঠনের গন্ধ পাইত, সেই খানেই পতিত হইয়া তথাকার সমস্ত শোণিত শোষণ করিয়া ফেলিত। আমরা দেখিলাম, তিনটী মাত্র পরিশোধ-ব্যাপারে † মিবারের এক ক্রোর একাশী লক্ষ টাকা

---

* অষ্টাদশ বৎসর।

† যে তিনবারে উক্ত বিপুল অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সম্বৎ	১৮০৮	অব্দে	রাণা জগৎসিংহের নিকট হইতে	হলকার	৬৬ লক্ষ
,,	১৮২০	,,	রাণা প্রতাপ ও অরিসিংহের নিকট হইতে	,,	৫১ ,,
,,	১৮২৬	,,	রাণা অরিসিংহের নিকট হইতে	মাধাজি সিন্ধিয়া	৬৪ ,,
				সমগ্র	১,৮১

ব্যয়িত হইল। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতেও বিপুল ধন সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহাদিগের সেই পৈশাচিক উৎপীড়নে মিবারের আজি যে শোচনীয় দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আজি সেই চিতোরের ভগ্ন প্রাকারাবলির শিরোদেশ হইতে প্রকৃতিসতী করুণ রোলে রোদন করিয়া গৌরবগরিমার অনিত্যতা এবং মানবের স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতা কীর্ত্তন করিতেছেন * !

ষোড়শ অধ্যায়।

রাণা ভীম ;—শিবগড় সংক্রান্ত বিবাদ ;—রাণা কর্ত্তৃক স্বীয় হস্তচ্যুত ভূমিসকলের পুনরধিকার ;—রাণার সেনাদলকে অহল্যা বাইয়ের আক্রমণ ;—রাণার পরাজয় ;—চন্দাবৎ সর্দ্দারের বিদ্রোহিতা ;—সোমজি মন্ত্রীর হত্যা ;—বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক চিতোরাধিকার ;—রাণা কর্ত্তৃক মাধাজি সিন্ধিয়ার সাহায্য প্রার্থনা ;—চিতোর-আক্রমণ ;—বিদ্রোহীদিগের আত্মসমর্পণ ;—জলিমসিংহের মিবারে প্রভুতা-লাভের কল্পনা ;—অম্বজি কর্ত্তৃক তাহার বিরুদ্ধাচরণ ;—অম্বজির 'সুবাদার' উপাধি-গ্রহণ ;—লাকুবার সহিত তাঁহার বিবাদ ;—বিবাদের ফল ;—জলিমের জিহাজপুর-প্রাপ্তি ;—হুলকার কর্ত্তৃক মিবারাক্রমণ ;—নাথদ্বারের পুরোহিতদিগকে বন্দীকরণ ;—কোতারিও সর্দ্দারের বিক্রমপ্রকাশ ;—লাকুবার মৃত্যু ;—মাহ্রাট্টা সেনানীদিগের প্রতি রাণার আক্রমণ ;—জলিমসিংহ কর্ত্তৃক তাহাদিগের উদ্ধার ;—উদয়পুরে হুলকারের প্রত্যাগমন এবং কঠোর করস্থাপন ;—সিন্ধিয়ার আক্রমণ ;—কৃষ্ণকুমারীর করলাভার্থ রাজপুতগণের মধ্যে বিবাদ এবং তন্নিবন্ধন রাজস্থানে যুদ্ধ-সংঘটন ;—কৃষ্ণকুমারীর আত্মত্যাগ ;—মির খাঁ ও অজিতসিংহ ;—তাহাদের দুরাচরণ ;—~~উদয়পুরস্থ সিন্ধিয়ার রাজসভায় ব্রিটিশদূতের আগমন~~ ;—অপমানিত হইয়া অম্বজির আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা ;—মির খাঁ ও বাপুসিন্ধিয়া কর্ত্তৃক মিবারোৎসাদন; ব্রিটিষের সহিত রাণার সন্ধিবন্ধন।

রাণা হাম্বিরের অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীমসিংহ সম্বৎ ১৮৩৪ (খৃঃ ১৭৭৮) অব্দে মিবারের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে

---

* মহাত্মা টড সাহেবের সমকালীন ভীমসিংহ কর্ত্তৃক একখানি পণ তালিকা প্রস্তুত হয়। ভীমের শাসনকাল পর্য্যন্ত যত পণ প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসমস্তই তন্মধ্যে বর্ণিত ছিল। সমস্ত পণ সংখ্যা একত্রে যোগ করিয়া অবশেষে ৪,৫০,০০,০০০ নির্দ্ধারিত হয়! দুর্দ্দান্ত মাহ্রাট্টাগণ মিবারভূমির এত টাকা অপহরণ করিয়াছিল! এতদ্ভিন্ন দুরাচারগণ যে সকল ভূমি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিল, তাহার সমগ্র বার্ষিক আয় আটাশ লক্ষের অধিক হইবে। যথা ঃ—

রামপুর, ভণপুর	৯ লক্ষ
জোদ, জীরণ, নিমচ, নিমবেহৈরা	৪॥০ ,,
রতনখড় ক্ষেরি, সিঙ্গোলি, ঈরনিয়া, জোথ নদোদয় ইত্যাদি	৬ ,,
গদবার	৯ ,,

সমগ্র ২৮॥০ লক্ষ টাকা।

চারিজন অপ্রাপ্তব্যবহার রাজকুমার মিবারের শাসনদণ্ড পরিচালন করিলেন। ভীমসিংহ তাঁহাদিগের চতুর্থ। ইনি জীবনের অষ্টমবর্ষে ভ্রাতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। ভীমসিংহ সর্ব্বসমেত পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে মিবারে যে অসীম অনর্থরাশি সংঘটিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে সহসা প্রতীতি জন্মে যে, বিধাতা বীরবর বাপ্পারাওলের বংশকে অধঃপাতিত করিবার জন্যই যেন অলক্ষ্যে বসিয়া শিশোদীয়কুলের কঠোর ভবিতব্যতা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। অপ্রাপ্তব্যবহারকাল অতীত হইলেও ভীমসিংহ আপন জননীর শাসনাধীনে অনেক দিন রহিলেন। এই দীর্ঘ অধীনতা হইতেই তাঁহার ভাবী চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হইল। তিনি স্বভাবতঃ নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন; বিশেষতঃ দুর্ভাগ্যের কঠোর অঙ্কুশতাড়নে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি এত লঘু হইয়া পড়িল যে, তাঁহার স্বকীয় সামর্থ্য ও বিচারক্ষমতা আদৌ সমুদ্ভূত হইল না। সুতরাং তিনি কতকগুলি কুচক্রী ব্যক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইতে লাগিলেন। অপনৃপতি রতন সিংহের দলবল যদিও অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহা একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। কিন্তু তিনি স্বীয় অকর্ম্মণ্যতা নিবন্ধন পরিশেষে এত নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আর কোন বিবরণই কোন ভট্টগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; এমন কি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্তও কুত্রাপি বর্ণিত হয় নাই।

কি কুক্ষণে ভারতে অনর্থকর গৃহ-বিচ্ছেদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে! ইহার অভ্যুত্থিত অন্তর্দাহী ভীষণ বহ্নির প্রভাবে ভারতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; সোণার ভারত দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে! সত্যবটে ক্ষমতা-প্রিয়তা মানবমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া যে ন্যায় ও বিবেকের মূল মন্ত্রকে পদদলিত করিতে হইবে, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজপুতদিগের মধ্যে এরূপ অনর্থকরী ক্ষমতা-প্রিয়তার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চন্দাবৎগণ রাণার নিকট উচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্বৎ ১৮৪০ (খৃঃ ১৭৮৪) অব্দে তাহারা আপনাদিগের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎদিগের শোণিত-পাতে চিরলালিতা প্রতিশোধ-পিপাসার শান্তি বিধান করিয়া সেই রাজপ্রদত্ত ক্ষমতার অপ-ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইল। কোরাবারের অর্জ্জুনসিংহ* এবং আমৈতের প্রতাপসিংহ† শালুম্ব্রাসর্দ্দারের দুইটী প্রধান কুটুম্ব। চন্দাবৎসর্দ্দার এক্ষণে উক্ত দুই রাজপুতের সহিত মন্ত্রভবন অধিকার করিয়া রহিলেন এবং সমগ্র সৈন্ধবী সেনা ও তাহার সেনাপতিদ্বয় চন্দন ও সেদিক্‌কে হস্তগত করিয়া আপনার দুরভীষ্ট সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন। এতদিন তিনি উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া শালুম্ব্রাসর্দ্দার স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎসর্দ্দার মোক্কমের ভীণ্ডির দুর্গ অবরোধ করিলেন এবং কামানাদি স্থাপিত করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

---

* ইহাঁর ভ্রাতা অজিতসিংহই ব্রিটিষসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন।

† ইনি প্রসিদ্ধ জগবৎকুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতাপসিংহ মাহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

শক্তাবৎ গোত্রের একটী অধস্তন শাখাকুলে সংগ্রামসিংহ নামে একজন বীরপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তদ্দ্বারা মিবারে ভবিষ্যতে অনেক প্রসিদ্ধ কাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি ধীরে ধীরে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছিলেন। ভীণ্ডিরাবরোধের কিয়ৎ পূর্ব্বে সংগ্রামসিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পুরাবৎ সর্দ্দারের সহিত একটী ঘোর গণ্ডগোলে অভিনিবিষ্ট থাকেন। পুরাবৎ সর্দ্দারের লাওয়া নামে একটী দুর্গ ছিল। সংগ্রাম সেই দুর্গ অধিকার করিলে * উভয়ের বিবাদ প্রশমিত হইয়া গেল। তখন বিজয়ী সংগ্রামসিংহ আপনার মান্য কুলপতি শক্তাবৎ সর্দ্দারের হিতসাধন করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ভীণ্ডির দুর্গ চন্দাবৎগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ দেখিয়া সংগ্রামসিংহ কোরাবারপতি অর্জ্জুনের ভূমিবৃত্তি আক্রমণ করিয়া তত্রত্য গবাদি পশু সকলকে হস্তগত করিয়া লইলেন। তিনি সেই পশুগুলিকে তাড়িত করিয়া আনিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে অর্জ্জুনসিংহের পুত্র সেলিমসিংহ তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সেই স্থলে উভয় পক্ষে কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইল। কিন্তু সংগ্রামের বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া সেলিম তদীয় বর্শাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। এতৎ সমাচার অচিরে অর্জ্জুনের কর্ণগোচর হইল। বিষম ক্রোধ ও জিঘাংসায় তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে শিরস্ত্রাণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করিলেন "যতক্ষণ না প্রতিশোধ লইতে পারিতেছি, ততক্ষণ এই উষ্ণীষ আর ধারণ করিতেছি না।" স্বীয় সেনাদিগের সহিত কোনরূপ অকুশলের ভাণ করিয়া তিনি সেই অবরোধকারী সেনাকটক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কোরাবারের অভিমুখে যাত্রা করিয়া সহসা শিবগড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। সংগ্রামের বৃদ্ধ পিতা লালজি উক্ত শিবগড়ে অবস্থিত ছিলেন। ভিলজনপদ চপ্পনের হৃদয়-শোভী অভ্রভেদী শৈলরাজি ও নিবিড় মহারণ্যের মধ্যস্থলে উক্ত শিবগড় সংস্থিত। শিবগড় অত্যন্ত দুর্গম ও দুরারোহ বলিয়া সংগ্রাম ভাবিয়াছিলেন যে, শত্রুকুল কখনই তাহা সহসা হস্তগত করিতে পারিবে না। সেইজন্য তিনি তন্মধ্যে আপন স্ত্রীপুত্র ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজি প্রতিজিঘাংসু অর্জ্জুনের জ্বলন্ত রোষবহ্নি সেই বিজন গিরিগহনমধ্যস্থ দুর্গম শিবগড় দুর্গের প্রতি প্রচণ্ড দাবানলরূপে প্রবাহিত হইল। তিনি সদলে সেই দুর্গের পাদমূলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন দুর্গ রক্ষকশূন্য। অতঃপর রোষোন্মত্ত অর্জ্জুন প্রচণ্ড নিনাদে স্বীয় রণতূর্য্য নিনাদিত করিয়া মেঘগম্ভীর রবে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই হৃদয়স্তম্ভন নিনাদে দুর্গবাসিগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহারা সকলে দাবদগ্ধ দ্বিরদকুলের ন্যায় চারিদিকে ধাবমান হইল। শিবগড় রক্ষকশূন্য। একমাত্র বৃদ্ধ লালজি ভিন্ন আর কোন যুদ্ধবিশারদ বীরই তথায় উপস্থিত ছিলেন না। লালজির বয়ঃক্রম সত্তর বৎসর। সপ্ততি নিদাঘের প্রখর রৌদ্রতাপে তাঁহার কেশশ্মশ্রু ধূষরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাঁহার গাত্রচর্ম্ম লোল ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি তিনি প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তরুণ বীরের ন্যায় অসিহস্তে

* সংগ্রামের বংশধরগণ অদ্যাপি ইহা ভোগ করিতেছেন।

শত্রুসমীপে উপস্থিত হইলেন। অচিরে উভয়স্থলে ভীষণ সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল। সেই সংঘর্ষোত্থিত বিকট বহ্নির দিগ্দাহী তেজ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ বীর রণক্ষেত্রে শায়িত হইলেন। তাঁহার দুর্গ শত্রুকুলের হস্তে পতিত হইল। বিজয়ী অর্জ্জুন পুত্রহন্তা সংগ্রামের শিশুসন্তানদিগকে পশুভাবে হত্যা করিয়া দারুণ পুত্রশোকানল নির্ব্বাণ করিলেন। সেই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয়কালে সংগ্রামের বৃদ্ধা জননী প্রাণপতির শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন।

কোরাবারপতি অর্জ্জুনসিংহের এই কঠোর নৃশংসাচরণে প্রতিদ্বন্দী সম্প্রদায় মধ্যে যে ভীষণ অনল প্রজ্বলিত হইল, তাহা কেহই নির্ব্বাণ করিতে পারিল না। অবশেষে তাহা প্রচণ্ড দাবানলরূপে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া মিবারভূমিকে দগ্ধশ্মশানে পরিণত করিয়া দিল। ইহার উপর আবার অপ্রাপ্তব্যবহার ভীমের অকর্ম্মণ্যত্ব এবং রাক্ষস মহারাষ্ট্রীয়গণের বর্দ্ধনশীল অত্যাচার হইতে রাজ্যের যে শোচনীয় দীনদশা সমুদ্ভূত হইল, তাহা হইতে আর কেহই মিবারকে উদ্ধার করিতে পারিল না। সমর, সংগ্রাম, প্রতাপ ও রাজসিংহের সাধনভূমি, স্বাধীনতার লীলানিকেতন, রাজস্থানের নন্দনকানন, চিতাভস্মময় শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়া পড়িল। এই সকল অনর্থের সঙ্গে চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদিগের পরস্পর বৈরতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চন্দাবৎগণ রাণার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহাদিগের সর্দ্দার ভীমসিংহের হস্তে মন্ত্রিত্ব অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ ভীমসিংহ দারুণ মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সেই উচ্চপদের অবমাননা করিলেন। চিতোর ও উদয়পুরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত রাজকীয় ভূমিই তিনি আপনার বশীভূত সৈন্ধবী সেনার মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহার আচরণে বোধ হয় যে, রাণার সহিত তিনি স্বল্পমাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না। কেননা উক্ত সময়ে তাঁহার অধিপতি অর্থাভাবে যখন অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন, এদিকে তিনি নিজ আত্মীয়স্বজনকে লইয়া নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন। এমন কি রাণা ভীম ইদরে স্বীয় পরিণয়ব্যাপার সমাপন করিবার জন্য টাকা ধার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এই কৃতঘ্ন সামন্ত আপন দুহিতার বিবাহোৎসবে প্রায় ১০,০০,০০০ টাকা অম্লানবদনে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। চন্দাবৎ সর্দ্দারের উক্তরূপ আচরণ দর্শনে রাজমাতা তৎপ্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। চন্দাবৎদিগের হস্ত হইতে শাসনভার আচ্ছিন্ন করিয়া তিনি শক্তাবৎদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং ভীণ্ডির ও লাওয়ার সামন্তদিগকে বিপুল সম্মান ও ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। শক্তাবৎগণ মহিষীপ্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন বটে ; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ সেনাবল নাই, যদ্দারা তাঁহারা বৈরীদলকে পরাভব, অথবা তাঁহাদিগের বিক্রম প্রতিরোধ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা চারিদিকে সহায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং কোটাপতি জলিমসিংহের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। চন্দাবৎদিগের প্রতি জলিমসিংহের দারুণ বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল ছিল। এদিকে শক্তাবৎগণ তাঁহার অতি নিকট কুটুম্ব; কেননা তাঁহাদিগের সহিত তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেম। সুতরাং তিনি শক্তাবৎদিগের মন্তব্য অবগত হইবামাত্র

তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং আপন মহারাষ্ট্রীয় মিত্র লালজি বল্লালের সমভিব্যাহারে দশসহস্র সৈন্য লইয়া কুটুম্বদিগের সহিত একত্রিত হইলেন। এক্ষণে শক্তাবৎদিগের দুইটী কর্ত্তব্য নিরূপিত হইল; প্রথম, বিদ্রোহী চন্দাবৎদিগের দমন; দ্বিতীয় অপনৃপতি রতনসিংহকে কমলমীর হইতে দূরীকরণ। চন্দাবৎগণ সৈন্ধবীদিগের সহিত চিতোরের প্রাচীন দুর্গে অবস্থিত হইয়া রাণার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুচক্র রচনা করিতেছিলেন। এক্ষণে ইহাদিগকে দমন করাই প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হওয়াতেই শক্তাবৎগণ তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইলেন।

যৎকালে মিবারে উক্তরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল, তখন দুর্দ্ধর্ষ মাধাজি সিন্ধিয়ার প্রচণ্ড প্রভুতা সহসা মারবার ও জয়পুরের একীভূত বিক্রমপ্রভাবে একবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল এবং লালশস্তক্ষেত্রে বিজয়ী রাজপুতদিগের জয়লিপি বিজিত মহারাষ্ট্রীয়বীরের ললাটে সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান হইল। দুর্দান্ত মাধাজির বিষদন্ত ভগ্ন হইলে রাজপুতগণ সুযোগ পাইয়া আপনাদের প্রণষ্ট ভূমিসম্পত্তি সকল মহারাষ্ট্র-গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে লাগিলেন।

বিজয়ী রাঠোর ও কচ্ছাবহ দিগের আদর্শের অনুসরণ করিয়া শিশোদীয় রাজও সিন্ধিয়াপহৃত রাজ্যসমূহ উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। এতদুপলক্ষে গিহ্লোট বীরগণের প্রাচীন বীর্য্যমত্তা একবার মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ফূরিত হইয়া উঠিল। রাণার দেওয়ান (মালদাস মেহতা) ও তদীয় সহকারী (মৌজিরাম) উভয়েই বিশেষ সাহসী ও সুবুদ্ধিমান। প্রয়োজন বোধে তাঁহারা প্রথমে নিমবেহৈরা ও তন্নিকটস্থ মহারাষ্ট্রীয় দুর্গগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। ইহাতে পরাজিত ও বিতাড়িত মার্হাট্টাগণ বিষম ভীত হইয়া জোদ নামক স্থানে আপনাদিগের বিচ্ছিন্ন সৈন্যদিগকে একত্রিত করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল উদ্যোগ বিফল হইয়া গেল। রাজপুতগণ অচির কালমধ্যে উক্ত দুর্গও অবরোধ করিয়া তাহাদিগকে দুর্গ হইতে দূর করিয়া দিল। জোদের শাসনকর্ত্তা শিবজি নানা বিজিত হইলেও বিজয়ী রাজপুতদিগের অনুমতিক্রমে নির্বিঘ্নে আপন আত্মীয় স্বজন ও দ্রব্যসামগ্রী লইয়া দুর্গ হইতে প্রস্থান করিতে পাইলেন। এদিকে বৈগুসর্দ্দার মেঘসিংহের * পুত্রগণ একত্রিত হইয়া দুর্দ্দান্ত মার্হাট্টাদিগকে বৈগু, সিঙ্গোলি এবং প্রান্তরস্থিত অন্যান্য জনপদ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। সুযোগ বুঝিয়া চন্দ্রাবৎগণও আপনাদিগের ভূমিবৃত্তি রামপুর জনপদ উদ্ধার করিয়া হইলেন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই মিবারের হস্তস্খলিত সমস্ত রাজ্যই কিছুদিনের জন্য জয়োল্লাসে উল্লাসিত হইয়া উঠিল,—মিবারের নিবিড় বিষাদতমসা কিছুকালের জন্য অন্তরিত হইয়া গেল। বীরপ্রসবিনী মিবারভূমি আর একবার হাসিল—মিবারের অধিবাসিগণ দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের কঠোর নিগড় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সানন্দহৃদয়ে উচ্চকণ্ঠে শিশোদীয়কুলের জয়গান করিতে লাগিল।

* মেঘসিংহ বৈগু জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি চন্দাবৎগোত্রে সমুদ্ভূত। তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ মেঘাবৎ নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। মেঘসিংহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া "কালমেঘ" নামে অভিহিত হইতেন।

জয়োৎফুল্ল রাজপুতগণ মিবার ও মারবারের মধ্যপথবাহিনী রিরকিয়া নাম্নী তরঙ্গিণীর তটবর্ত্তী চর্দ্দু নামক স্থানে একত্রিত হইয়া আপনাদিগের বিজয়িনী সেনা মিবারের অন্যান্য স্থানে চালিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের নির্বুদ্ধিতাবশতঃ সমস্ত উদ্যোগই বিফল হইয়া গেল। জয়মদে মত্ত হইয়া তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না এবং ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়াই যথাতথা অসিচালনা করিতে উদ্যত হইলেন। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ সন্ধি-পত্রের অবমাননা করিয়া অন্যায়রূপে যে সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল; যদি তাঁহারা তখন সেই সমস্তই উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত উদ্যোগ সফল হইত; কিন্তু তাঁহারা ভ্রান্ত ও বিমূঢ় হইয়া মনে করিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন একবার পরাজিত হইয়াছে, তখন তাহারা আর মস্তকোত্তোলন করিতে পারিবে না। এই ধারণা নিবন্ধন তাঁহারা তাহাদিগের ন্যায়লব্ধ জনপদগুলিও কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরনারী অহল্যা বাইয়ের প্রচণ্ড বাহুবল প্রভাবে তাঁহাদিগের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল। (অহল্যা বাই) হুলকার-রাজ্যের রাজমহিষী। রাজপুতদিগেকে নিমবেহেরা হস্তগত করিতে দেখিয়া তাঁহার রোষানল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। রাজপুতদিগকে দলিত করিবার জন্য তিনি সিন্ধিয়ার দলভুক্ত সৈন্যদিগের সহিত একত্রিত হইলেন। তাঁহার আদেশক্রমে (টুলজি সিন্ধিয়া) ও (শ্রীভাই) পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বিজিত (শিব নানা)কে সাহায্য করিতে মুন্দিসর অভিমুখে অগ্রসর হইল। শিব নানা তখন উক্ত নগরে অবস্থিত হইয়া অবরোধকারী রাজপুত সৈনিকদিগকে প্রচণ্ড বাহুবলের সহিত দলিত করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহযোগী মহারাষ্ট্রীয়গণ সদলে সেই নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাণার সেনাদলকে অলক্ষিত ভাবে আক্রমণ করিলেন। সম্বৎ ১৮৪৪ অব্দের মাঘমাসের ৪র্থ দিবস মঙ্গল বাসরে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সমারব্ধ হইল। রাজপুতগণ অসতর্ক থাকাতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভীষণ বল প্রতিরোধ করিতে পারিল না; সুতরাং তাহারা ঘোরতররূপে পরাজিত হইল। রাণার মন্ত্রী অনেকগুলি সৈনিক ও সামন্তের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলেন; এবং কানোর ও সদ্রিপতি আপনাপন সেনাদলের সহিত দারুণ আহত হইলেন। সদ্রিপতির আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়াতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে পারিলেন না; সুতরাং শত্রুগণ তাঁহাকে বন্দী করিল। মাধাজি সিন্ধিয়ার পরাজয় নিবন্ধন রাজপুতগণ ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত জনপদ হস্তগত করিয়াছিলেন, একমাত্র জোদ ভিন্ন তৎসমস্তই আবার মার্হাট্টাকুলের হস্তে পতিত হইল। একমাত্র বীর দ্বীপ চাঁদের অদ্ভুত বিক্রমপ্রভাবে জোদ রক্ষিত হইয়াছিল। দ্বীপ চাঁদ ক্রমাগত একমাস ধরিয়া বিপুল বীরত্বের সহিত জোদ রক্ষা করিয়া অবশেষে আপন, কামান, বন্দুক ও সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে শত্রুর সেনাব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক মণ্ডলগড় দুর্গে প্রস্থান করিলেন। এই রূপে হতভাগ্য রাজপুতদিগের দুঃখনিশা প্রভাত হইতে

* তিনি দুইবৎসর বন্দী দশায় অবস্থিত ছিলেন, পরিশেষে আপন ভূমিবৃত্তির অন্তর্গত চারিটী উৎকৃষ্ট নগর নিষ্ক্রয়স্বরূপ প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

না হইতেই আবার নিবিড় তমসায় নিমগ্ন হইয়া পড়িল; তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া গেল।

উক্ত ভীষণ সংঘর্ষে একমাত্র চন্দাবৎ ভিন্ন মিবারের আর সমস্ত সর্দ্দার ও সামন্তগণ যোগ দান করিয়াছিলেন। ইহাতে চন্দাবৎদিগের আন্তরিক দুরভিসন্ধি স্বতঃই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা ক্রমে ক্রমে এত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল, যে, রাজমাতা ও রাণার নবীন সচিব (সোমজি) রাজকুমারের স্বার্থ দৃঢ় রাখিবার জন্য তাহাদিগের সহিত ঘোরতর দ্বন্দ্ব করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহাদিগকে বিনীত করিতে না পারিয়া অবশেষে শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন এবং মধ্যস্থ স্বরূপ রামপিয়ারীকে শালুম্ব্রাসর্দ্দারের নিকট প্রেরণ করিলেন। শালুম্ব্রাসর্দ্দার শান্ত হইলেন এবং রাজকুমারের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিবার জন্য উদয়পুরে আগমন করিলেন। উদয়পুরে উপস্থিত হইয়াই তিনি ছলক্রমে বলিলেন "আমি মন্ত্রী সোমজির সহিত একত্র হইয়া কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছি।" কিন্তু তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য যে, সোমজিকে কৌশলজালে জড়িত করিয়া আপন কার্য্যসিদ্ধি করেন। সোমজি অত্যন্ত বুদ্ধিমান; বিশেষতঃ তাঁহার দ্বারাই শালুম্ব্রাসর্দ্দারের লালিত দুরাকাঙ্ক্ষার পথে দারুণ প্রতিরোধ স্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে সংহার করিয়া সেই সমস্ত প্রতিরোধ দূর করিবার জন্যই শালুম্ব্রাপতি উক্ত প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একদা সোমজি আপন মন্ত্রাগারে রাজকার্য্যে নিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কোরাবারের অর্জ্জুনসিংহ এবং ভাদেশ্বরের সর্দ্দারসিংহ সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রী সোমজির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই সর্দ্দারসিংহ তীব্রস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ সাহসে আমার ভূমিবৃত্তি পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন?" এবং এই বাক্যের অবসান হইতে না হইতেই আপনার উন্মুক্ত ছুরিকা মন্ত্রীর হৃদয়ে প্রবিদ্ধ করিয়া দিলেন। এই লোমহর্ষণকর হত্যানিবন্ধন রাজ্যমধ্যে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। রাজকর্ম্মচারীগণ দুর্ব্বৃত্ত চন্দাবৎদিগের ভয়ে চারিদিকে সশঙ্কিত হইয়া উঠিল। রাণা তখন "স্থহেলিয়া বাড়ী" (অপ্সর-কানন) নামক উদ্যানবাটিকায় বেদনোরের (জেৎসিংহ) এবং অন্যান্য সর্দ্দারগণের সহিত আমোদ-প্রমোদে কাল হরণ করিতেছিলেন। হতভাগ্য সোমজির ভ্রাতৃদ্বয়* "রক্ষা করুন" "রক্ষা করুন" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ভয়চকিত ভাবে সেই প্রমোদ বাটীকায় প্রবেশ করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত অর্জ্জুন-সিংহ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ত্বরিতবেগে সেই গৃহমধ্যেই প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার দক্ষিণহস্ত তখনও সোমজির শোণিতে আপ্লুত। তাঁহার দুঃসাহসিকতা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল রাণা তাঁহাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া গালি দিয়া দূর হইতে আদেশ করিলেন। অতঃপর এই বীভৎস ও নৃশংসকাণ্ডের অভিনেতৃগণ আপনাদিগের সেনাপতি

---

* (শিবদাস ও সতীদাসের) সহিত তাহাদিগের পিতৃব্য-তনয় জয়চাঁদ ছিলেন। তাঁহারা ভ্রাতৃহন্তার প্রাণনাশ করিয়া প্রতিশোধ লইয়াছিলেন; কিন্তু সেই প্রতিশোধ-পিপাসা শান্ত করিতে গিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকেও পতিত হইতে হইয়াছিল।

শালুম্ব্রাসর্দ্দারের সহিত চিতোরনগরে প্রতিগত হইলেন। সোমজির ভ্রাতৃদ্বয় শিবদাস ও সতীদাস তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং শক্তাবৎদিগের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্রোহী চন্দাবৎদিগের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিলেন। ইঁহারা যে কয়েকটী যুদ্ধের অভিনয় করেন, তন্মধ্যে কেবল অকোলাক্ষেত্রে বিদ্রোহীদিগের উপর জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত সমরাভিনয়ে কোরাবারের অর্জ্জুনসিংহ চন্দাবৎদিগের সৈনাপত্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইহার স্বল্পকাল পরেই ক্ষীরোদাক্ষেত্রে শক্তাবৎগণ আবার পরাজিত হইলেন। এই ভীষণ সংঘর্ষকালে রাজ্যমধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল সমুদ্ভূত হইল যে, সকলেই নানা আশঙ্কায় আকুলিত হইয়া উঠিল। যেন ভয়ঙ্করী অরাজকতা বীভৎস বেশ ধারণ করিয়া মিবারের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যে পক্ষ জয়লাভ করিতে লাগিল, তাহাদেরই উন্মত্ত আচরণে হতভাগ্য প্রজাকুলের ধনপ্রাণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। কৃষক প্রাণান্তকর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করিয়াও তাহা ভোগ করিতে পাইল না; স্বর্ণকার, লৌহকার ও চর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পীগণ হৃদয়ের শোণিতদানে শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করিলেও তাহার ফলভোগ করিতে পারিল না, বণিক সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে পণ্যজাত ক্রয় করিলেও বিক্রয় করিতে পারিল না;—সমস্তই পাষণ্ড দস্যুগণকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকালে যে মিবারে চৌর্য্য কেবল নামমাত্র শ্রুত হইত, বস্তুতঃ যাহার অভিনয় কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইত না, আজি দুর্দ্ধর্ষ চন্দাবৎদিগের অত্যাচারে তাহা মিবারের গৃহে গৃহে অভিনীত হইতে লাগিল। ধনসম্পত্তি দূরে থাকুক, প্রজাকুলের জীবন ও মানমর্য্যাদা বিপন্ন হইয়া উঠিল। সুতরাং সকলে স্ব স্ব আবাস গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিতে বাধ্য হইল। এই অনর্থকরী দস্যুতা ও অরাজকতার অভিনয়ে কতিপয় বৎসরের মধ্যেই মিবারভূমি অর্দ্ধেক প্রজা হারাইল। ভূম্যধিকারীর শস্যক্ষেত্র, কৃষকের হলগোধন, তন্তুবায়ের বয়নযন্ত্র এবং বণিকের বাণিজ্যাগার—সমস্তই শূন্য হইয়া রহিল। যে সকল শোভাময় হর্ম্ম্যরাজির অভ্যন্তরদেশ অঙ্গনাকুলের অমিয়ময় হাস্যে অথবা বিমল নৃত্য গীতে পরিপূরিত থাকিত, তৎসমস্তই শূন্য শ্মশান বলিয়া প্রতীত হইল;—হিংস্র জন্তুগণ নিবিড় বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত অট্টালিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

মিবারের সেই সার্ব্বজনীন বিপ্লবকালে রাজায় প্রজায়, ধনীতে ও নির্ধনে কিছুই প্রভেদ রহিল না। সে সময়ে যাহার উপযুক্ত বল ছিল, সেই ব্যক্তিই আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। সেই ব্যক্তিই সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। নতুবা সকলেই পাষণ্ড দস্যুদিগের দ্বারা সমানরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিল। ফলতঃ রাজ্যের অবস্থা অত্যন্ত দীন হীন হইয়া পড়িল। রাজারও অবস্থা অতি শোচনীয় মূর্ত্তিধারণ করিল। কোথায় তিনি বিপন্ন প্রজাবর্গকে আশ্রয় দান করিবেন, না, আপনিই আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত প্রজাকুলের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গেল এবং সকলেই আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণে আত্মবল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইল। রাণার এইরূপ অকর্ম্মণ্যতা হইতে রাজ্যমধ্যে আরও কতকগুলি মহানর্থের

সমুদ্ভাবন হইল। যে সমস্ত কৃষকের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা রহিল না, তাহারা আপনাদিগের স্বার্থ অব্যাপন্ন রাখিবার জন্য কোন একজন যোদ্ধার সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাহার সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ তাহাকে কোনরূপ নিরূপিত অর্থদানে সম্মত হইল। লোকের স্বার্থরক্ষণস্পৃহা যতই বলবতী হইয়া উঠিল, ততই রক্ষকের আবশ্যক বাড়িতে লাগিল। এতন্নিবন্ধন যে রাজপুত অশ্বারোহণ ও ভল্লচালন করিতে পারিত, সেই একজন বীর হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহারই অসিসাহায্য অনেকেরই প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। এই সমস্ত অশ্বারোহী নানাপ্রকার উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। কৃষকদিগের নিকট হইতে তাহারা আপনাদিগের প্রদত্ত আনুকূল্যের পণ গ্রহণ করিতে লাগিল, আবার বণিকদিগের পণ্যসামগ্রী লুণ্ঠন অথবা তাহাদিগের ও নিকট হইতে শুল্ক আদায় করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের এই শেষোক্ত আচরণ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, কোন বণিকই তাহাদিগকে শুল্ক না দিয়া পণ্যদ্রব্য লইয়া নির্ব্বিঘ্নে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পারিত না। এইরূপ শুল্কসংগ্রহ ক্রমে উক্ত রাজপুতদিগের বৃত্তিরূপে পরিণত হইল। এমন কি উক্ত দুরাচরণ দূরীকৃত হইলেও তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ বৃত্তি দাবী করিয়াছিল। ঐ সকল দাবীদাওয়ার মীমাংসা করা ক্রমে অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। যাহাহউক, এই সকল ভীষণ অন্তর্বিপ্লব হইতেই রাজ্যের অন্তঃসার শূন্য হইয়া গেল। কিন্তু ইহার উপর আবার যখন দুর্দ্ধর্ষ মাহাট্টা দস্যুগণ দলে দলে মিবারভূমে আপতিত হইতে লাগিল, তখন উক্তরাজ্যের যে, দ্বিগুণতর শোচনীয় দুর্দ্দশা সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণন করা বাহুল্যমাত্র।

চন্দাবৎদিগের বিদ্রোহিতা প্রযুক্ত রাজ্য মধ্যে উক্তরূপ অনর্থের উদ্ভব দেখিয়া রাণা ও তাঁহার মন্ত্রীগণ বিদ্রোহীদিগকে চিতোর হইতে দূরীকৃত করিবার জন্য অবশেষে সিন্ধিয়ার আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে মনস্থ করিলেন। যে পাষণ্ড সিন্ধিয়া অপ-নৃপতি রতনসিংহের সহায়তায় অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসের ন্যায় মিবারের অর্দ্ধেক শোণিত শোষণ করিয়াছে; আজি বিধি-বিড়ম্বিত হতভাগ্য রাণা তাহারই আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, নিতান্ত হীনজীবন, নতুবা যে মিবারের সর্ব্বনাশ করিল, আবার তিনি তাহাকেই বন্ধু ভাবিয়া ডাকিবেন কেন? কথিত আছে, এরূপ ব্যাপারে জালিমসিংহ রাণাকে প্রণোদিত করেন। সিন্ধিয়া তখন পুণ্যতীর্থ পুষ্করহ্রদের পবিত্র তটভূমে সুবিমল শান্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন *। লালসন্তক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া অবধি তিনি বিখ্যাত ফরাসী বীর দিবোঁয়ের হস্তে আপন সেনাদলের সংস্কারসাধনের ভার অর্পণ করেন। শস্ত্রনিপুণ উক্ত য়ুরোপীয় বীরের সুচারু শিক্ষার গুণে মহারাষ্ট্রীয় সেনা পূর্ব্ববল পুনরুপচয় করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইল। ক্রমে মৈরতা ও পত্তনক্ষেত্রে সেই মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের বিক্রমবহ্নি জলন্ত তেজে বিস্ফরিত হইয়া উঠিল। রাঠোরগণ প্রচণ্ড বীরত্ব প্রকাশ ও প্রচুর আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াও সে বিক্রমানল নির্ব্বাণ

* সম্বৎ ১৮৪৭ (খৃঃ ১৭৯১) অব্দ।

করিতে পারিলেন না—পরন্তু তাঁহারা পরাজিত হইলেন; তাঁহাদিগের পরাজয়ে রাজস্থানক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রবীর সিন্ধিয়ার লুপ্ত প্রতিষ্ঠা আবার জাগরিত হইয়া উঠিল; তাঁহার গৌরব আবার জ্বলন্ত বিভায় জ্বলিয়া উঠিল। রাণার আদেশ ক্রমে জলিমসিংহ মিবারের প্রধান সচিবগণের সহিত সেই পুণ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের মনোভাব তৎসমীপে জ্ঞাপন করিলেন। জলিমসিংহের মুখে রাণার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সিন্ধিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন এবং সানন্দহৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। এই ঘটনাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজস্থানের রাজনৈতিক রঙ্গভূমে যে সমস্ত মহা মহোপাধ্যায়গণ অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহাদের অদ্ভুত বীরানুষ্ঠানে রাজপুতানার ইতিবৃত্তে একটী নূতন যুগের অবতারণা হইল, বলিতে হইবে। এক্ষণে প্রয়োজনবোধে আমরা তাহা সংক্ষেপে অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম *।

জলিমসিংহ ইতিপূর্ব্বে কোটার প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্তরূপ উচ্চপদে দৃঢ় অধিষ্ঠিত থাকিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বৈরীদিগকে দমনে রাখা যদিও সামান্য কার্য্য নহে, তথাচ তিনি তাহাকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে এক উচ্চ অভিলাষ ধীরেধীরে গুপ্তভাবে প্রসারিত হইতেছিল, তাহার পরিতৃপ্তির পক্ষে কোটার প্রতিনিধিত্ব অতি সামান্য। সেই সীমাবদ্ধ স্বল্পপ্রসর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে তাঁহার সেই উচ্চ অভিলাষ কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবে না। সেই উচ্চ অভিলাষ—মিবাররাজ্যে চির আধিপত্য-লাভ। জলিমসিংহ যেরূপ রাজনীতিজ্ঞ, সেইরূপ মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্মতম ভাব সংগ্রহ করিতে বিশেষ পারদর্শী। এই অপূর্ব্ব পারদর্শিতাবলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হীনজীবন রাণা তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে কোন প্রকার প্রতিরোধই স্থাপন করিতে পারিবেন না। তাহা হইলেই তিনি মিবারের সহিত হারাবতীর রাজস্ব একত্রিত করিয়া সমগ্র রাজস্থানের অধিনায়কত্ব লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, জয়পুর ও মারবারের নৃপতিদ্বয় একীভূত হইলেও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। জলিম জয়পুরের নৃপতিকে ভীরু ও রমণী বলিয়া ঘৃণা করিতেন; কেননা তিনি একমাত্র কোটার সেনাদলের সাহায্যেই কুশাবহ-নৃপতির বৃহতী সেনাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এদিকে মারবারের শ্রেষ্ঠ সামন্তগণ তৎপ্রতি যেরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিশ্চয় ধারণা ছিল যে, তাঁহারা কখনই তদ্বিরুদ্ধে অসিধারণ করিবেন না। রাজনীতি-বিশারদ মনস্তত্ত্বজ্ঞ জলিমসিংহের পণ উচ্চতর, আশাপূর্ণা ভগবতী সিদ্ধি বরদামূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু একমাত্র সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সুপ্রসাদ না পাওয়াতে তিনি অমূল্য বর লাভ করিতে সক্ষম হইলেন না; হইলে, তাঁহার সহিত ভারতের অদৃষ্টচক্র অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইত; ভারতের

* রাণা ভীমসিংহ ও জলিমসিংহ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সকল ব্যাপার অভিনীত হইয়াছিল, মহাত্মা টড্ সাহেব তাঁহাদিগেরই নিকট হইতে উক্ত বিবরণাবলি প্রাপ্ত হয়েন।

ভাগ্যগগনে আবার স্বাধীনতাসূর্য্য সমুদিত হইত;—বিষাদময়ী কালনিশা প্রভাত হইয়া যাইত। কিন্তু বিধাতা লৌহলেখনী দ্বারা হতভাগিনী ভারতভূমির ললাটপট্টে পরাধীনতা লিখিয়া দিয়াছেন; সেই গভীর লিখন শীঘ্র অপনীত হইবার নহে; সেই জন্য জলিমসিংহ সেই অমূল্য বর লাভ করিতে পারিলেন না। আপনার মহামন্ত্রের সাধনার জন্য তিনি যে কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার পদস্খলন হইল। সেই পদস্খলন হইতে বীর জলিমসিংহ আর উত্থিত হইতে সক্ষম হইলেন না; সক্ষম হইলেন না বলিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতে না পারিয়া কেবল একমাত্র রাজপুতনার নেষ্টর * স্বরূপ হইলেন।

রাজনীতিজ্ঞ সুচতুর জলিমসিংহের হৃদয়ে যে আশা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিবার জন্য তিনি সমূহ সুযোগ পাইলেন। রাণা আপনার বল দৃঢ়ীকরণের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। সেই গুরুতর কার্য্য সাধন করিবার ব্যপদেশে জলিম স্বীয় অভীষ্ট-সাধনের উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। যদি তাঁহার সেই সমস্ত কৌশল সফল হইত, যদি তিনি আপনার অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের একটী মহোপকার সাধিত হইত। যে গুরুতর ভার রাণা কর্ত্তৃক তৎকরে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহা যথাবিধি সংসাধন করিতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে চিতোর আচ্ছিন্ন করিতে অনেক অর্থব্যয় হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ অর্থ ভিন্ন কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু কি প্রকারেই বা সেই অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে? এই চিন্তা জলিমের মনে উত্থিত হইল। তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে, বিদ্রোহীগণই যখন মিবারের ঐ বিপুল অর্থ-প্রয়োজনের প্রধান কারণ, তখন তাহাদিগের নিকট হইতেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। রাজপরিবার সংক্রান্ত যে সকল ক্ষেত্র চন্দাবৎগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত আছে, তৎসমুদায় এবং তাহাদিগের নিকট হইতে চৌষট্টি, লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। উক্ত চৌষট্টি লক্ষ টাকা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তিন অংশ সিন্ধিয়ার করে অর্পিত হইবে, অবশিষ্ট টাকা রাণার অর্থাভাব পূরণ করিবার জন্য ব্যয়িত হইবে। এইরূপে কর্ত্তব্যনিচয় নিরূপিত হইলে জলিমসিংহ একটী বলিষ্ঠ সেনাদল গ্রহণ করিয়া চিতোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অম্বজি ইঙ্গলিয়া উক্ত সেনাদলের অধিনেতৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এদিকে সিন্ধিয়া মারবারের নৃপতির নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিবার জন্য তৎপ্রদেশের প্রান্তদেশ হইয়া সদলে যাত্রা করিলেন। জলিম ও অম্বজি সদলে চিতোরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কত শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র তাঁহাদিগের দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকগণের পদ-

* নেষ্টর গ্রীসীয় পুরাবৃত্তের একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি। তাঁহার পিতার নাম নিলিয়স। কথিত আছে, নিলিয়স বরুণদেবের পুত্র। প্রসিদ্ধ ইলিয়ড গ্রন্থে নেষ্টরের বহুল গুণবর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অতি বুদ্ধিমান্, রাজনীতিকুশল ও রণবিশারদ নরপতি ছিলেন। (গ্রীসীয় পুরাণমতে) তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে তিন পুরুষের উদ্ভব ও বিনাশ দর্শন করিয়াছিলেন।

প্রহারে ছারখার হইয়া গেল! কত রমণীয় গ্রাম ও পল্লী দারুণ উৎপীড়িত হইল। বিশেষতঃ যে সকল গ্রাম বা নগর জলিমের রোষানলে পতিত হইল ; সে সকলের আর দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। জলিম তত্রত্য অধিপতি বা গ্রামীন্‌দিগের নিকট হইতে যথেচ্ছা পণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ধীরাজসিংহ নামা জনৈক ব্যক্তি চন্দাবৎসর্দ্দার ভীমসিংহের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ও সাহসী রাজপুত। যৎকালে উক্ত সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হয়, তখন ধীরাজ হামির-গড়ের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে বিদ্রোহীদলের অন্তর্নিবিষ্ট জানিয়া জলিম তাঁহার হামিরগড় অবরোধ করিলেন। ক্রমাগত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কোন পক্ষেই জয়পরাজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল না। ছয় সপ্তাহের পর বিধাতার কঠোর নির্দ্দেশানুসারে ধীরাজসিংহের সৌভাগ্যপথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। হামিরগড়ের কূপনিচয়ের উৎস সকল জলিমসিংহের কামানাবলির সংঘর্ষণে ভগ্ন ও বিনষ্ট হইলে জলাভাবে দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া নাগরিকগণ অবশেষে দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে বাধ্য হইল। অচিরে জলিমসিংহ হামিরগড় ধীরাজসিংহের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। এইরূপ আরও দুই এক স্থল অধিকার করিয়া রাজকীয় সেনাদল ক্রমে ক্রমে চিতোর-অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথিমধ্যে বসী নামক আর একটী স্থলে তাহাদিগের প্রচণ্ড গতি কিছুক্ষণের জন্য প্রতিরুদ্ধ হইল। বসী চন্দাবৎ ভূমিবৃত্তি। কিন্তু সুদক্ষ জলিম অবশেষে তাহাও হস্তগত করিয়া লইলেন, এবং বিজয়মদে মত্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যে চিতোরনগরে উপস্থিত হইলেন। চিতোরের উন্নত প্রাকারাবলির মূলদেশে অধিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরেই তাঁহারা সিন্ধিয়ার ও তদধীন বিশাল চমূর সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন।

উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেই মানব প্রায়ই বৃথা গর্ব্ব ও অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া থাকে। যে রাণার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলে স্বয়ং পেশোয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিয়া থাকেন, আজি মাধাজি সিন্ধিয়া চিতোরের সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন। সিন্ধিয়ার এরূপ অন্যায় অভিলাষে জলিমসিংহ ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেন ; কিন্তু কি করিবেন ? অবশেষে তিনি দর্পী মাধাজির উচ্চ অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভাগ্যচক্রের এমনই পরিবর্ত্তন ; গৌরবগরিমার এমনই অনিত্যতা যে, যে রাণার পূর্ব্বপুরুষদিগকে দেখিবার জন্য নানা উপহার লইয়া ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে উচ্চবংশীয় নরপতিগণ শিশোদীয়দিগের রাজসভায় সমাগত হইতেন, আজি তাঁহাকে একজন মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে বহির্গত হইতে হইল! রাজধানীর কিয়দ্দূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ 'ব্যাঘ্রমেরুর' শৈলমালা মধ্যে রাণা ও সিন্ধিয়ার পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। সিন্ধিয়া রাণাকে সম্মান সহকারে গ্রহণ করিয়া অবরোধকারী সেনাদলের নিকট লইয়া গেলেন। এ সকল ব্যাপার অতি অল্পকালের মধ্যে সম্পাদিত হইল। কিন্তু সেই সামান্য সময়ের মধ্যে যে অসামান্য ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহাতে

তীক্ষ্ণবুদ্ধি জলিমের অভীষ্টসিদ্ধির পথে প্রচণ্ড প্রতিরোধ স্থাপিত হইল, তাঁহার ভাগ্যগগন কালমেঘজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যৎকালে সিন্ধিয়া ও জলিম রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন একমাত্র অম্বজি সদলে চিতোরে উপস্থিত রহিলেন। জলিমের হৃদয়ে যে সকল নবীন আশাবল্লী সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা অম্বজি জানিতে পারিয়াছিলেন। জলিম স্বীয় মনোভাব যদিচ কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, তথাপি তিনি চতুর মহারাষ্ট্রীয় বীর অম্বজির তীক্ষ্ণ নয়ন হইতে তাহা গোপন রাখিতে পারেন নাই। তিনি যত গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেন, অম্বজির মনে ততই সন্দেহের উদয় হইত; ততই মহারাষ্ট্রবীর তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিবার উপযুক্ত সময় পাইতেন। অম্বজি বুঝিতে পারিলেন; বুঝিতে পারিলেন যে, জলিম একটী উচ্চতম অভীষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, জলিমের সেই উচ্চতম অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে তাঁহার সমস্ত আশা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাঁহাকে জলিমের অধীনে শুদ্ধ একটী সহকারী সৈনিকের কার্য্য সাধন করিতে হইবে। এইরূপ ধারণা মনোমধ্যে দৃঢ় নিবদ্ধ হওয়াতে তিনি জলিমের সমস্ত অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু এতদিন কোন সুযোগই প্রাপ্ত হয়েন নাই; আজি জলিমকে স্থানান্তরিত দেখিয়া তাঁহার বিক্রম ও প্রভুত্ব পর্য্যদস্ত করিবার জন্য তিনি বিদ্রোহী চন্দাবৎসর্দ্দারের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। জলিম অম্বজিকে বন্ধু বলিয়া জানিতেন। তিনি যদিও আপন মনোভিলাষ অম্বজির নিকট প্রকাশ করিয়া বলেন নাই; তথাপি তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। তিনি জানিতেন যে, অম্বজি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবেন না। এই ধারণা প্রযুক্তই জলিমের কৌশলজাল ছিন্ন হইয়া গেল, তাঁহার সৌভাগ্যের পথে কণ্টকবৃক্ষ রোপিত হইল। নীচাশয়তাতে জলিম যদ্যপি আপন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সমকক্ষ হইতেন, তাহা হইলে তিনি অম্বজির চাতুর্য্যজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্বীয় স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে আপনার অদৃষ্টের পথ পরিষ্কার করিতে পারিতেন। তিনি যখন আপনার অধঃপতন অনিবার্য্য জানিলেন; তখনও ইচ্ছা করিলে যে কোন প্রকারে হউক পুনরুত্থিত হইতে পারিতেন। কিন্তু কোন অযোগ্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক উদ্ধারের চেষ্টা করা অপেক্ষা তিনি অধঃপতনকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সুতরাং তাঁহার সমস্ত কল্পনাই ব্যর্থ হইয়া গেল। যে সকল কল্পনার কার্য্যকারিতা-বলে তিনি সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্যের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোটী কোটী ভারতসন্তানের অদৃষ্টচক্র নিয়মন করিতে পারিতেন; তৎসমস্তই ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে জলিম শুদ্ধ কতিপয় রাজপুতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিলেন। পুরুষের ভাগ্যলিখন কি জটিল, কি ভয়ানক অবিস্পষ্ট!

শালুম্ব্রাসর্দ্দার ভীমসিংহ অম্বজির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন "জলিমসিংহ যদি কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে আদিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে আমি চিতোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিংশতি লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া রাণার নিকট অবনত

হই।" চন্দাবৎসর্দ্দারের এতৎ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রবণ করিলে সকলেরই ধারণা হইয়া থাকে যে, তিনি জলিমসিংহের উপর শক্রতা করিয়াই এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কূটবুদ্ধি অম্বজি আপন স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহাকে সেইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে প্রণোদিত করেন। ঘটনাচক্রের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এই সময়ে আবার সিন্ধিয়া পুনানগরে গমন করিতে বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কেবল বিদ্রোহীদিগের কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই বলিয়া তিনি এতদিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাহাদিগের উক্তরূপ প্রস্তাব শুনিয়া তিনি স্বীয় অভীষ্টসাধনের পন্থা পাইলেন, এবং মুক্তহৃদয়ে তাহাতে সম্মতি দান করিলেন।

জলিমসিংহ এতাবৎকাল অম্বজিকে একজন বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন; এরূপ বন্ধুভাব তাঁহার হৃদয়ের পবিত্র কৃতজ্ঞতার পূর্ণ নিদর্শন। উজ্জীনযুদ্ধে মহারাষ্ট্রবীর ত্র্যম্বকজি তাঁহার জীবন ও স্বাধীনতা দান করিয়া যে মহোপকার করিয়াছিলেন, জলিম যদিও তাহার প্রতিদান করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি তজ্জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ের প্ররোচনানুসারে তিনি অম্বজিকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন। যেখানে উভয়ের স্বার্থ পরস্পরের সংঘর্ষে না আসিয়াছে, সেই খানেই তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব দৃঢ় ও অটলভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আজি উভয়ের স্বার্থের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত। এসংঘর্ষ শীঘ্র নিবারিত হইবার নহে। ইহা হইতে যে মহানলের উৎপত্তি হইবে, তাহাতে একদিক অবশ্যই বিদগ্ধ হইয়া যাইবে। যাহা হউক, রাণার সহিত জলিম চিতোরসমীপে উপস্থিত হইলে অম্বজি কল্পিত দুঃখের সহিত বলিলেন "বিদ্রোহী ভীমসিংহ বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা বলে, 'জলিম এখানে থাকিলে আমরা কিছুতেই রাণার বশীভূত হইব না,' অতএব এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনারা স্থির করুন।" পাছে সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলে কেহ তাঁহার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করেন, এই জন্য জলিম সকলের অগ্রেই উত্তর করিলেন "যদি ইহাই তাহাদিগের আপত্তি হয়, যদি আমাকেই তাহারা প্রতিবন্ধক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আহ্লাদে এখনই এস্থল হইতে বিদায় লইতেছি। বিশেষতঃ আমি এখানে থাকিলে অনেক অর্থব্যয় হইবারও সম্ভাবনা; সুতরাং রাণা ইচ্ছা করিলে আমি একবারে আমার কোটাতেই গমন করিতেছি।" চতুর জলিম আজি মহারাষ্ট্রীয়ের চাতুর্য্যজালে বিজড়িত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহার মনোভাব কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু কূটবুদ্ধি অম্বজির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা তিনি আদৌ সন্দেহ করিলেন না। জলিমের মহনীয় চরিত্র একটী বিশেষ উপকরণে সংগঠিত ছিল। সেই উপকরণের সাহায্যেই তিনি যৌবনকালে সকলের অস্পৃশ্য ও অধর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে উপকরণ—গর্ব্ব। গর্ব্ব অন্যের পক্ষে দূষণীয় হয়, হউক; কিন্তু জলিমের চরিত্রে ইহাকে গুণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। ইহা

তাঁহার হৃদয়কে উচ্চে তুলিয়াছিল, তাঁহার সম্মানসম্ভ্রমকে শত্রুকুলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তিনি যেরূপ দুরাকাঙ্ক ছিলেন, তাহাতে এই প্রকৃষ্ট গুণদ্বারা বিভূষিত না থাকিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ঘোরতর অপমানিত হইতে হইত; কেননা এই গর্ব্বই বিশ্বস্ত নাবিকস্বরূপ হইয়া তাঁহার জীবনতরীকে সংসারতরঙ্গের অসংখ্য বিষম ঘূর্ণীপাক হইতে রক্ষা করিয়াছে।

সুদীর্ঘ জীবিতকালের মধ্যে তিনি সকল গুণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই গর্ব্ব হইতে তাঁহাকে কেহই বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহা তাঁহার জীবন-সহচর। চতুর অম্বজি জলিমের চরিত্র তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, জলিমের সাক্ষাতে শালুম্ব্রাসর্দ্দারের সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি কিছুতেই তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না। জলিম যখন উক্তরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, তখন অম্বজি সুমিষ্ট শ্লেষসহকারে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, ইহা একটী সুন্দর গল্প বটে; কিন্তু যাহারা আপনাকে জানে না, তাহাদিগের নিকট একথা বলিলে, তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিত।" এই সুমিষ্ট শ্লেষবাক্য শ্রবণ করিয়া গর্ব্বিত জলিমসিংহ আত্মবাক্য সমর্থনের জন্য আরও দৃঢ়তর শপথ করিলেন। তখন অম্বজি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি আপনি সত্য সত্যই যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন?" "সত্য সত্যই" গম্ভীর স্বরে উত্তর করিয়া জলিম স্থির ও অকম্পিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মস্তকের একগাছি কেশমাত্রও কম্পিত হইল না। চতুর অম্বজি মনে মনে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন; কিন্তু সে আনন্দবেগ হৃদয় মধ্যেই গুপ্ত রাখিয়া তিনি কল্পিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন, "তবে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনার বাসনা সফল হইবে।" জলিমকে আর চিন্তা করিবার অবসর না দিয়াই কূটনীতিজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় আপন তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক সিন্ধিয়ার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর জলিম আজি মহারাষ্ট্রীয়ের চাতুর্য্যজালে বিজড়িত হইয়া সকল দিক হারাইলেন। অম্বজি চলিয়া গেলে তাঁহার হৃদয়ে আত্মবিষয়িণী চিন্তা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে একবারে অধীর করিয়া তুলিল। কি করিবেন, কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন, তাহা তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি যে আশাকে আজীবন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কি হইল? সে আশালতা সুফল প্রসব করিবার সময়েই কপটীর কঠোর কুঠারাঘাতে ছিন্ন হইয়া পড়িল; ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? তথাপি তিনি সে আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে আশা করিলেন যে, সিন্ধিয়া কখনই অম্বজির প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না; আর যদ্যপি তিনিই হয়েন, তাহা হইলে রাণা তাহার প্রতিবাদ করিবেন। কেননা জলিমের এরূপ ধারণা ছিল, যে, রাণার উপর তাঁহার বিলক্ষণ বিক্রম আছে। তিনি যে, সিন্ধিয়ার উপর আশা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সিন্ধিয়া জলিমের নিকট গোপনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মিবারের পুনরুদ্ধারের

জন্য তিনি তাঁহার হস্তে অনেক গুলি সৈন্য অর্পণ করিয়া যাইবেন। তদ্ভিন্ন আর একটী গুরুতর কারণ যে, জলিম মনে করিয়াছিলেন, তিনি সাহায্য না করিলে সিন্ধিয়া কখনও রাণার নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য পণ * আদায় করিতে পারিবেন না। চতুর অম্বজি এ সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া তদুপযোগী আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সিন্ধিয়া যখন সেই প্রাপ্য মুদ্রা চাহিলেন, তখন তিনি আপনি তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন †। অম্বজির প্রস্তাবে সম্মতি দান না করিয়া সিন্ধিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি অম্বজির নিকট সমস্ত অর্থ প্রাপ্ত হইলেন এবং আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া অচিরে পুনানগরে যাত্রা করিলেন। সেই দিন রাণা ও জলিমের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। গমনকালে সিন্ধিয়া অম্বজিকে স্বীয় প্রতিনিধিপদে স্থাপন করিয়া গেলেন এবং যাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে সেই সমস্ত টাকা প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য একটী বৃহৎ সেনাদল স্থাপন করিলেন। সিন্ধিয়ার নিকট আপন কার্য্য উদ্ধার করিয়া চতুর অম্বজি রাণার মন্ত্রী শিবদাস ও সতীদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগের অভীষ্টসাধনে সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে ও রাণার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সর্ব্বতোভাবে সাফল্য লাভ করিলেন। কতিপয় ঘণ্টার মধ্যেই এই সকল ব্যাপার সাধন করিয়া ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি সত্বর জলিমের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হৃদয়ের আনন্দাবেগ গোপন রাখিয়া ধীরভাবে বলিলেন "আপনার বাসনা পূরণ করিতে সকলেই সম্মত হইয়াছেন।" এই সকল ব্যাপার তিনি এরূপ সুচারু কৌশলের সহিত সমাধা করিয়াছিলেন যে, যখন তিনি জলিমকে উক্ত বাক্য জ্ঞাপন করিলেন, ঠিক সেই সময়েই রাণার প্রতিহারী আসিয়া বিনয় নম্রবচনে নিবেদন করিল "আপনার বিদায়োপহার প্রস্তুত রহিয়াছে।" জলিমের পূর্ব্ব আশা সমস্তই নিস্ফল হইয়া গেল; কিন্তু তিনি তাহাতে অণুমাত্র কাতরতা প্রকাশ না করিয়াই অবিলম্বে চিতোর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শালুম্ব্রাসর্দ্দার চিতোর দুর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাণার চরণস্পর্শ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অম্বজির আশা পূর্ণ হইল। তিনি মিবারের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

উচ্চতম প্রভুত্বের পরিচালনা করিয়া অম্বজি আটবৎসরকাল মিবারে অবস্থিত রহিলেন। এই আটবৎসরের মধ্যে রাজ্যের রাজস্ব আত্মসাৎ করিয়া তিনি এত বিপুল ধন অর্জ্জন করিলেন যে, সেই ধনরাশির সাহায্যে তিনি অবশেষে ভারতের অগ্রনায়ক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি মিবারের ভূমিস্থ আত্মসাৎ

* চন্দাবৎদিগকে চিতোর হইতে দূর করিতে পারিলে রাণা বিংশতি লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এস্থলে সেই অর্থপণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

† দক্ষিণাপথে অম্বজির যে সমস্ত বিষয় ছিল, তৎসমুদায়ের নায়েবের উপর হুণ্ডিপত্র প্রেরণ পূর্ব্বক উক্ত সংখ্যা মুদ্রা প্রদান করিলেন।

করিয়া প্রায় দ্বাদশ লক্ষ * টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহা হইতে যে মিবারের অনর্থকর অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ নিবারিত হইয়াছিল, তাহা কি রাজ্যের পক্ষে সামান্য মঙ্গলের বিষয়? যে শান্তি মিবার হইতে দীর্ঘকাল অবধি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, আজি অম্বজির শাসনগুণে তাহা পুনর্ব্বার আসিয়া সকলের হৃদয়জ্বালা প্রশমিত করিয়া দিল। দীর্ঘকালের পর মিবারবাসীগণ সেই শান্তির সুবিমল সুখ আস্বাদন করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অম্বজিকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। অম্বজির প্রতি নিম্নলিখিত কয়েকটী পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছিল:—

১ম। রাণার আধিপত্যের পুনঃস্থাপন এবং বিদ্রোহী সামন্ত ও বেতনভোগী সৈন্ধবীদিগের নিকট হইতে রাজক্ষেত্র সমূহের উদ্ধারসাধন।

২য়। অপনৃপতি রতনসিংহকে কমলমীর হইতে দূরীকরণ।

৩য়। মারবাররাজের হস্ত হইতে গদবার-জনপদের পুনরুদ্ধার সাধন।

৪র্থ। রাণা অরিসিংহের হত্যানিবন্ধন বুন্দিরাজ্যের সহিত বিবাদ সংঘটিত হয়, তাহার নিবারণ।

যে বিংশতি লক্ষ টাকা সিন্ধিয়াকে অর্পিত হইয়াছিল; তাহা কোন্ কোন্ জনপদ হইতে কিরূপ প্রণালীর অনুসারে সংগ্রহ করিতে হইবে, অম্বজি তাহার একখানি তালিকা প্রস্তুত করিলেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। চন্দাবৎদিগের ভূমিবৃত্তি হইতে দ্বাদশ লক্ষ এবং শক্তাবৎদিগের নিকট হইতে অবশিষ্ট আটলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। এতদ্ভিন্ন রাণা পণ করিলেন যে, অন্যান্য কার্য্যগুলি সাধিত হইলে তিনি অম্বজির সেনাদলের নিয়মিত ব্যয় প্রদান করিয়াও তাঁহাকে আরও ষাটলক্ষ টাকা পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করিবেন। দুইবৎসরের মধ্যে অপ-নৃপতি রতনসিংহ কমলমীর হইতে দূরীকৃত হইলেন; বিদ্রোহী রণাবৎসর্দ্দারের নিকট হইতে জিহাজপুর এবং অন্যান্য সর্দ্দারদিগের হস্ত হইতে রাণার রাজভূমি † সকল পুনরুদ্ধৃত হইল। এই কয়েকটী

---

* উক্ত দ্বাদশ সহস্র টাকা নিম্নলিখিতরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল:—

শালুম্ব্রা	৩ লক্ষ।
দেবগড়	৩ "
সিঙ্গিরগির গোসাঁই (শালুম্ব্রা ও দেবগড় সর্দ্দারের মন্ত্রী)	২ "
কোশীথুল	১ "
আমৈত	২ "
কোরাবার	১ "
সমগ্র	১২ লক্ষ।

† সৈন্ধবিদিগের নিকট হইতে রায়পুর রাজনগর; পুরাবৎদিগের নিকট হইতে গুরলা ও গায়রবালা; সর্দ্দারসিংহের নিকট হইতে হামিরগড়, এবং শালুম্ব্রাসর্দ্দারের নিকট হইতে কুরজ কোবারিও;—রাজভূমির অন্তর্গত এই কতিপয় জনপদ পুনরুদ্ধৃত হইয়াছিল।

কার্য্যসাধনে মিবারের অনেক উপকার সাধিত হইল বটে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা যে কয়েকটী গুরুতর ও মহত্তর কর্ত্তব্য রহিয়াছে, অম্বজি তাহার কি করিলেন? মিবাররাজের কিরীটস্বরূপ সমুর্দ্ধর গদবার জনপদের পুনরুদ্ধার, বুন্দি ও মিবারের অন্তর্জ্বলিত বিবাদবহ্নির নির্ব্বাপণ, এবং মহারাষ্ট্রীয়গ্রস্ত ভূমিসম্পত্তিসমূহের উদ্ধারসাধন। অম্বজি কি এই তিনটী মহত্তর কর্ত্তব্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন? প্রথমতঃ তিনি যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত মিবাররাজ্যের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সকলের মনে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু প্রভুত্বের সুমিষ্ট আস্বাদন প্রাপ্ত হইবামাত্রই তিনি দারুণ স্বার্থপর হইয়া পড়িলেন এবং পূর্ব্বোক্ত তিনটী মহত্তর কর্ত্তব্য সাধন না করিয়াই "মিবারের সুবাদার" উপাধি ধারণ করিলেন। ক্রুর বিষধর আর কতদিন পরোপকার মন্ত্রে পরিচালিত হইবে? কিছুকাল অতীত হইলেই স্বার্থপর মহারাষ্ট্রীয় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং তদানীন্তন ক্রুরনীতিক সম্প্রদায় সমূহের সহিত একপ্রাণ হইয়া পড়িল! কিন্তু রাজপুত অকৃতজ্ঞ নহেন। চতুর স্বার্থান্ধ অম্বজি যদিও বন্ধনপত্রের মূল বিধি অনুসারে কার্য্য করেন নাই, যদিও তিনি মিবারের বিপুল ধন আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তথাপি তৎকর্ত্তৃক যে সামান্য মাত্র উপকার সাধিত হইয়াছিল, রাজপুতগণ তাহা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি যতদিন মিবারের উপকারসাধনে ধৃতব্রত ছিলেন, মিবারবাসিগণ ততদিন তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দাবৎগণ রাজসভায় আপনাদিগের পূর্ব্ব ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়াতে রাজমন্ত্রী শিবদাস ও সতীদাসের আশঙ্কার আর সীমাপরিসীমা রহিল না। ভ্রাতা সোমজির শোচনীয় নিধনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই নানাপ্রকার ভীতির বিষদংশনে পীড়িত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন চন্দাবৎগণ তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছিল, যেন তাঁহাদিগকে হতভাগ্য সোমজির ন্যায় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এই সকল ভীতিগর্ভ চিন্তা তাঁহাদিগের হৃদয়ে নিরন্তর উত্থিত হওয়াতে হীনসাহসে শিবদাস ও সতীদাস অম্বজির সেনাসাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং যাহাতে মিবারে একটী সহকারী সেনাদল অবস্থিত থাকে, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, অম্বজির সাহায্য ব্যতিরেকে রাণার ও আপনাদের স্বার্থ অব্যাপন্ন রাখিতে পারিবেন না। তজ্জন্য তাঁহারা সেই মহারাষ্ট্রীয়ের প্রসাদলাভের জন্য তত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অম্বজি তাঁহাদিগের উক্তরূপ বন্দোবস্তে সম্পূর্ণ সম্মত হইলেন। তাঁহার সেনাদলের ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক আট লক্ষ টাকা আয়ের কতকগুলি ভূমিসম্পত্তি প্রদত্ত হইল। রাজ্যে দুর্গ্রহের আক্রোশ পতিত হইলে, তাহার আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। দুর্ভাগ্যবান্ রাণা স্বরাজ্যের উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি একদিক রক্ষা করিতে গেলেন, অপর দিকে ঘোরতর অমঙ্গল সংঘটিত হইল, একদিকে ছত্র ধরিতে গেলেন, অপর দিক ভাসিয়া

গেল। ফলতঃ মিবারের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। চারিদিকে অসন্তোষ, বিরক্তি ও বিলাপের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। রাজ্যের উপসত্ব যে কোন্‌দিক দিয়া কি প্রকারে ব্যয়িত হইতে লাগিল, তাহার কিছুই নিরাকরণ হইল না। অল্পদিনের মধ্যে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল; এবং রাণা এরূপ অর্থহীন হইয়া পড়িলেন যে সম্বৎ ১৮৫১ অব্দে জয়পুর রাজকুমারের সহিত আপন ভগিনীর বিবাহ দিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির নিকট ৫০০,০০০ টাকা ধার করিতে বাধ্য হইলেন। উক্ত দুর্বৎসরের পরবর্ষে মিবারে কেবল তিনটী বর্ণনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথম, রাজমাতার পরলোকগমন; দ্বিতীয়, রাণার নবকুমারলাভ; তৃতীয়, উদয়সাগরের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস। শেষোক্ত ঘটনা হইতে মিবারের যে ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে হতভাগিনী মিবারভূমির দারুণ দুর্ভাগ্য চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই বিশাল সরোবরের উচ্ছ্বসিত জলরাশির ভীষণ প্লাবনে নগর ও নাগরিকগণের এক তৃতীয়াংশ একবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। কুসংস্কারপূর্ণ কিম্বদন্তীমতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাণা ভবজায়া ভগবতী গৌরীর একটী নূতন উৎসব * প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর আক্রোশে রাজ্যমধ্যে উক্তরূপ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল। ফলতঃ যাহাই হউক ইহা যে হতভাগ্য মিবারবাসিগণের ঘনীভূত দুর্ভাগ্যের সুস্পষ্ট পরিচয়, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

অম্বজির ভাগ্যগগন ক্রমে ক্রমে আরও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। উক্ত দুর্বৎসরেই (সম্বৎ ১৮৫১) সিন্ধিয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থানে স্বীয় প্রতিনিধিপদে স্থাপিত করিলেন। অম্বজি উক্ত উচ্চপদে অভিষিক্ত হইবামাত্র গণেশ পন্থনামা জনৈক মহারাষ্ট্রীয়কে মিবারে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ স্থাপন করিয়া তৎপ্রদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শোবে ও শ্রীজি মেহতা † নামে রাণার দুইজন কর্ম্মচারী ছিল। তাহারা উক্ত গণেশপন্থের সহিত একত্রিত হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই তিনজন ব্যক্তি আপনাদিগের স্বল্পকালস্থায়ী প্রভুত্বের মধ্যে এরূপ নৃশংসভাবে মিবারের শোণিত শোষণ করিতে লাগিল যে, অম্বজি তাহাদিগের প্রমুখ ব্যক্তি গণেশপন্থকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে বিখ্যাত রায়চাঁদকে স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। রায়চাঁদ অম্বজির প্রতিনিধিত্বে স্থাপিত হইলেন বটে; কিন্তু কেহই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল না; কেহই তাঁহাকে প্রতিনিধি বলিয়া গ্রাহ্য করিল না। সুতরাং রাজ্যমধ্যে আবার ঘোরতর অশান্তি ও অরাজকতার আবির্ভাব হইল। আবার নাগরিকগণের ধনমান বিপন্ন হইয়া পড়িল। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন

---

* ভাদ্রমাসে উক্ত উৎসব আরব্ধ হইয়া থাকে। এতদ্বিবরণ ইতঃপর বর্ণিত হইবে।

† এতদুভয়ের প্রথম ব্যক্তি, মহাত্মা টড্ সাহেবের সময়ে রাজকুমার যৌয়ানসিংহের রাজসংসারের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। টড্ সাহেব বলেন, উক্ত ব্যক্তির কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না। শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্তের ভ্রাতা। তিনি যৎকালে উদয়পুরের মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কুচক্রী, কিন্তু অদম্য অধ্যবসায়ী ও সদাশয়। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়প্রভাবে দুর্ভাগ্য আপতিত হইতে পারিত না। তিনি বিসূচিকা-রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

সম্প্রদায় স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া রাজ্য মধ্যে মহতী বিশৃঙ্খলা ও ঘোর অত্যাচারের বীজ বপন করিতে লাগিল। সেই সমস্ত পৈশাচিক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও স্বার্থসাধন হইতে মিবারভূমি শোচনীয় বীভৎস শ্মশানে পরিণত হইল। সুযোগক্রমে মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ, অসভ্য রোহিলাগণ এবং দুঃসাহসিক ফিরিঙ্গিগণ নির্ব্বিরোধে মিবারভূমে আপতিত হইয়া হতভাগ্য রাজপুতদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক সেই শ্মশানভূমির বীভৎস ভাব শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। সেই সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ চন্দাবৎগণ আপনাদিগের গোত্রপতি বীরবর চণ্ডের পবিত্র মন্ত্রে অবহেলা করিয়া অত্যাচারী সৈন্ধবিদিগের সাহায্যে সেই সর্ব্বলুণ্ঠনকর পাপমন্ত্রের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। সেই পৈশাচিক দুরাচরণ হইতে নিবর্ত্তিত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণা তাহাদিগের ভূমিবৃত্তি সকল আচ্ছিন্ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে রাজকীয় সেনা অচিরে কোরাবার হস্তগত করিয়া লইল এবং শালুম্ব্রা দুর্গের সম্মুখে কামানসমূহ সজ্জিত হইল। তদ্দর্শনে পাষণ্ড সৈন্ধবিগণ শালুম্ব্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবগড়ে পলায়ন করিল। দুর্বৃত্ত চন্দাবৎগণ তখন বিষম সঙ্কটে পতিত হইল। সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাদিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ অজিতসিংহ অম্বজির নিকট একটী দূত প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্য লাভার্থে দশলক্ষ টাকা পণস্বরূপ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। অর্থগৃধ্নু মহারাষ্ট্রীয়ের অর্থলিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিল। দশলক্ষ টাকার জন্য তিনি আপন প্রতিনিধি রায়চাঁদকে মিবার হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন, শিবদাস ও সতীদাসকে মন্ত্রিত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন এবং চন্দাবৎদিগকে আনুকূল্য দান করিতে সম্মত হইলেন *। শালুম্ব্রা সর্দ্দার রাজসভায় পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং অগ্রজি মেহতাকে † মন্ত্রীপদে স্থাপিত করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎদিগকে

---

* এতদ্ব্যাপার সম্বৎ ১৮৫৩ (খৃঃ ১৭৯৭) অব্দে সংঘটিত হয়।

† মহাত্মা টড সাহেব যে সময়ে উদয়পুরে উপস্থিত হয়েন, তখন অগ্রজি মেহতা রাণার দেওয়ান পদে অভিষিক্ত ছিলেন। পণ্ডিতবর টড বলেন, "অগ্রজি উক্ত পদের সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য পাত্র।" যে সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ রাজনীতিজ্ঞ পাঞ্চোলিগণ মিবারের মন্ত্রিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, সেই সময় হইতে মিবারের শ্রীবৃদ্ধির পথে ঘোরতর প্রতিরোধ স্থাপিত হইয়াছে। মন্ত্রীবর পাঞ্চোলী বিহারীদাসের বংশধরদিগের হস্তাক্ষরিত অনেক সুন্দর লিপি টড মহোদয়ের হস্তগত হইয়াছিল। তৎসমুদায়ে পত্রে মিবারের অতীত ও বর্ত্তমান চিত্র এরূপ মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত আছে যে, তন্মধ্যস্থ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকার অবিকল অনুবাদ এস্থলে সন্নিবেশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যে সময়ে মিবারভূমি ঘোরতর অন্তর্বিবাদে ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে উত্তেজিত হইয়া উঠে, সেই সময় হইতে পাঞ্চোলিগণ মন্ত্রিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া রহিলেন। বিবদমান সর্দ্দার সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা জয়ী হইতে লাগিল, তাহাদিগেরই মনোনীত ব্যক্তিগণ মিবারের মন্ত্রিপদে স্থাপিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে মেহতা, দেপ্রা বা ধাইভাইগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ মনু রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ যে সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে সচিবপদে অভিষেক করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন নৃপতিই মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখিল না; সুতরাং মিবারের দুর্ভাগ্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পাঞ্চোলিগণের পত্রসমূহের মধ্যে অধিকাংশই রাণা ও অগ্রজি মেহতার প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তৎসমস্ত পত্রই স্বদেশানুরাগের পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ; তৎসমুদায় পত্র পাঠ করিলে মিবারের বর্ত্তমান অবস্থাবিবরণ সম্যক্ জানিতে পারা যায়। সম্বৎ ১৮৫৩ (খৃঃ ১৭৯৭) অব্দে অমৃতরাও নামা

আক্রমণ করিলেন। আবার উভয় সম্প্রদায়ে ঘোরতর দ্বন্দ্ব সমুদ্ভূত হইল। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ চন্দাবৎগণ অম্বজির আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া শক্তাবৎদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং তাহাদিগের ভূমিবৃত্তি এবং হিতা ও সৈমারী নামক অপর দুইটী বিষয় হইতে দশলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া অর্থপিশাচ অম্বজির চরণতলে উপহার দান করিলেন।

একদা যে মহারাষ্ট্রীয় বীরের প্রচণ্ড ভুজবলে সমগ্র রাজস্থানক্ষেত্র কম্পিত হইয়াছিল, যাঁহার অনন্ত দুরাকাঙ্ক্ষাবহ্নিসমক্ষে নন্দনকাননসদৃশ মিবারভূমি দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, চতুরচূড়ামণি ক্রূরনীতিজ্ঞ সেই মাধাজি সিন্ধিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা কালের অনতিক্রম্য বিধি পালন করিবার জন্য ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে দুরাকাঙ্ক্ষা একদা কিছুতেই তৃপ্ত হয় নাই, আজি তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইল?— রাশি রাশি ধনরত্নেও যাহার তৃপ্তিবিধান হয় নাই, আজি তাহা কয়েকখানি অসার ছিন্ন বসন লইয়া অনন্ত ধামে যাত্রা করিল। যে মস্তক একদা কাহারও নিকট অবনত হয় নাই, আজি তাহা শৃগাল কুক্কুরের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে চলিল! ইহা দেখিয়াও মোহান্ধ স্বার্থপর মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয় না! ইহা শুনিয়াও পরহিংসা,

---

জনৈক পাঞ্চোলি স্বদেশের অনর্থরাশি দূর করিবার আশায় একটী উপায় উদ্ভাবন করেন। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদিগকে রাণার মন্ত্রভবন হইতে বিচ্যুত রাখিয়া তিনি রাজ্যের দেওয়ানি কার্য্য মিবারের শাসন বহিভূর্ত সর্দ্দারগণের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তাব করেন। রূপকালঙ্কারের সাহায্যে তিনি এইরূপ বলিতেছেন।

"যে কয়েকটী কারণ হইতে দেশের রোগ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা—হিংসা, দ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা। "তুর্কিদিগের সহিত মিবারে রোগের আবির্ভাব হয়; কিন্তু তখনকার রাজা, মন্ত্রী ও সর্দ্দারগণের হৃদয় "একতারে সংবদ্ধ ছিল; সুতরাং ঔষধের সাহায্যে রোগের উপশম সাধিত হইয়াছিল। রাণা জয়সিংহের "শাসনকালে আবার সেই পীড়ার আক্রোশ দেখিতে পাওয়া গেল; কিন্তু তৎপুত্র অমর অচিরে তাহা "থামাইয়া দিলেন। বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া তিনি রাজ্যের শাসন কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিলেন এবং "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপযুক্ত পদে স্থাপিত করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। কিন্তু "মহারাণা সংগ্রামসিংহ আপনার পক্ষপংক্তির নিম্নতল হইতে চন্দ্রাবতের রামপুর জনপদকে বিচ্ছিন্ন "করিয়াদিলেন। এইরূপে মিবারের একটী প্রধান পক্ষপুট ছিন্ন হইয়া পড়িল। মন্ত্রী বিহারীদাসের পুত্র "আত্মঘাতী হইলেন, এবং বিহারীদাসের দুর্ভাগ্য ও বিপদ একীভূত হইয়া বর্দ্ধনশীল বিপদপুঞ্জকে আরও "ঘনীভূত করিয়া তুলিল। তাহার উপর আবার বাজিরাওয়ের সহিত দাক্ষিণীদিগের আগমন, "জয়পুর-কাণ্ড (ক) এবং রাজমহলের পরাজয় ও তন্নিবন্ধন বিপুল ব্যয় রাজ্যের বিশৃঙ্খলা আরও বাড়াইয়া "দিল। ইহার উপর আবার জগৎসিংহের সময়ে পাঞ্চোলীদিগের প্রতি ধাইভাইগণ যে শত্রুতাচরণ "করিল, তাহাতে কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বস্থানেই তাঁহাদিগের সম্মান সম্ভ্রম হীন হইয়া পড়িল। "সেই সময় হইতে সকল ব্যক্তিই আপনাকে শাসনকার্য্যে উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছে। "তদবধি রাজ্যে কেহই সুখ সম্ভোগ করিতে পারে নাই। জগৎসিংহের পুত্র প্রতাপ পিতৃদ্রোহী হইয়া "উঠিল, তাহার দুর্বৃত্ততা নিবন্ধন শ্যাম শোলাঙ্কি ও অন্যান্য অনেক সর্দ্দার নিহত হইলেন; রাণার "তাহাতে যন্ত্রণার সীমাপরিসীমা রহিল না। সেই সময় হইতে সর্দ্দারগণের রাজভক্তি উড়িয়া গেল; "তাহাদিগের হৃদয় ক্রূরাচরণের কুটিল কালিমায় সমঙ্কিত হইয়া পড়িল; আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে "পারা যায় না। তদনন্তর প্রতাপের অভিষেককালে মহারাজা নাথজি দুরাকাঙ্ক্ষার পাপমন্ত্রে প্রণোদিত

(ক) মধুসিংহকে অম্বরের সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য যে বিপ্লব সমুদ্ভূত হয়, তাহাই এতৎস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পরগ্লানি, পরদ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা করিতে ইচ্ছা হয়? মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী; অনন্ত কালসাগরের বক্ষে ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদবৎ। সূর্য্যকরতলে স্বল্পকাল জীবিত থাকিয়াই তাহা আবার অনন্তে মিশাইয়া যায়। এই স্বল্পকালের মধ্যে যদি কোন মহৎকার্য্য সাধিত না হইল, তবে মানবজীবনের সার্থকতা কি? যদি আত্মোদর পূরণ করিতেই জীবন অতিবাহিত হইল, তবে মানব হইয়া জন্মাইবার ফল কি?—পশুগণও যে প্রকারে হউক, আপনাপন উদর পূরণ করিয়া থাকে; তবে পশু ও মানবে প্রভেদ কি? মাধাজি সিন্ধিয়া সৌভাগ্যবলে অসীম ধন, অতুল ক্ষমতা এবং বিশাল রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মাতৃভূমির কি উপকার সাধন করিতে পারিলেন? যদি তিনি সেই অসীম ধন ও অতুল ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতের দুঃখনিশা নিশ্চয়ই প্রভাত হইয়া যাইত। তাহা হইলে আজি তাঁহার নাম স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীগণের পবিত্র নামাবলির ন্যায় ভারতসন্তানগণের প্রাতঃস্মরণ্য হইয়া থাকিত। কিন্তু তিনি মোহান্ধ; তাই বৃথা গর্ব্বে মাতিয়া আপনার অনন্ত গৌরবের পথে স্বহস্তে কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিলেন, হতভাগিনী মাতৃভূমিকে দুর্দ্দশার অন্ধতম কূপে নিমজ্জিত করিয়া গেলেন। তিনি যে স্বার্থসাধনের জন্য অগণ্য ভারতসন্তানের সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন, তাহাতে কি ফলোদয় হইল? পদে পদে ভারতীয় ভ্রাতৃগণের ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র হইয়া তিনি জীবন ধারণ করিলেন; অবশেষে যেদিন সোণার সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া জগৎসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, সেদিন তাঁহার আত্মীয় পরিজন ভিন্ন আর কাহারও নয়ন হইতে বিন্দুমাত্রও অশ্রুবারি

"হইয়া আপনার আত্মীয়স্বজনবর্গকে সমূহ কষ্টে নিপাতিত করিলেন। তাহাতে শত্রুতা, সন্দেহ, "প্রতারণা ও প্রবঞ্চণা চারিদিক হইতে উঠিতে লাগিল। অমরচাঁদের তেজস্বী আচরণ পাঞ্চোলিদিগের "পরস্পরের বিবাদ এবং দেপ্রাদিগের প্রতি তাহাদিগের বৈরাচরণ যখন একত্রিত হইয়া মিবারের সর্ব্বনাশ "সাধন করিতে আরম্ভ করিল; তাহা দেখিয়াও কাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল না। তথাপি কেহ "বিবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিল না। সেই বিবাদই পূর্ব্বোক্ত রোগকে চূড়ান্ত সীমায় তুলিয়া দিল। "হীথার অধিকার লইয়া আবার কোমানসিংহ ও শক্তাবৎদিগের মধ্যে যে বিবাদ উদ্ভূত হইল, তাহাই "সেই রোগের যন্ত্রণা বাড়াইয়া তুলিল। মহারাজ নাথজির ভয়ানক হত্যা, এবং তন্নিবন্ধন দেবগড়পতি "যশোবন্তসিংহের বিদ্বেষভাব ও প্রয়ান, অপনৃপতি রতনসিংহের অভ্যুত্থান, ঝালা রঘুদেবের কঠোর "উদ্যম এবং অমরচাঁদের সৈন্ধবীসেনাপালন,—এই সমস্ত অনর্থ পূর্ব্বোক্ত রোগকে বাড়াইয়া দিয়া "মিবারকে একটী ভীষণ সঙ্কটে নিপাতিত করিল। ইহার উপর রাণার বিলাসজনিত অমনোযোগিতা "এবং রাণা অরিসিংহের ধাইভাইদিগের ষড়যন্ত্র রাজ্যমধ্যে এরূপ অনর্থের বীজবপন করিল যে, সেই "সঙ্কট হইতে মিবারকে আর কেহই উদ্ধার করিতে পারিল না। সম্বৎ ১৮২৯ অব্দে আততায়ী "বুন্দিরাজের বিশ্বাসঘাতকতায় রাণা নিহত হইলে রাজ্যের সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে লাগিল, শিশু "হামিরকে কেহই গ্রাহ্য করিল না। তাহাদিগের অত্যাচারে রাজ্য মধ্যে শাসননীতির সামান্যমাত্রও "ছায়া রহিল না। এক্ষণে আপনি (রাণা ভীমসিংহের প্রতি) শালুম্ব্রাসর্দ্দার ভীমসিংহ ও তদীয় ভ্রাতা "অর্জ্জুনের পরামর্শে বিদেশীয় সৈন্যদিগকে বেতন দিয়া নিয়োজিত করিতেছেন; ইহাতে কি পূর্ব্বতন "সমস্ত ভ্রম ও অনর্থই দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে না? আপনি স্বয়ং এবং শ্রীবাইজি রাজ (রাজমাতা) বিদেশী ও "দাক্ষিণীদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রাজ্যের পূর্ব্বোক্ত রোগকে সংক্রামক করিয়া তুলিয়াছেন। "এতদ্ব্যতীত রাজকার্য্যে আপনার আর মন নাই। এক্ষণে কি করা যাইতে পারে? এখনও ঔষধ পাইবার "উপায় আছে। আসুন আমরা একপ্রাণ হইয়া মন্ত্রীর কর্ত্তব্যনিচয় উদ্ধার করিতে চেষ্টা করি; হয় ইহাতে

বিগলিত হইল না। সে দিবস অনন্তকালের বিরাটগাত্রে কবে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজিও অনেক ভারতসন্তান তাঁহার নামে শতসহস্র অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহার অত্যাচার, উৎপীড়ন, প্রচণ্ড অর্থগৃধ্নুতার জ্বলন্ত প্রমাণক্ষেত্র বিশাল রাজস্থানভূমি আজি বিষাদময় শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সেই শ্মশানক্ষেত্রের

"জয়ী হইব, নয় অন্ততঃ সেই প্রবর্দ্ধমান অনর্থরাশির গতিরোধ করিতে পারিব। কিন্তু যদি এখন আর "অবহেলা করা হয়, তাহা হইলে ইহার আরোগ্যবিধান মানবক্ষমতার অসাধ্য হইয়া পড়িবে। "দাক্ষিণীগণই মহৎ ক্ষতস্বরূপ। আসুন তাহাদিগের হিসাব নিকাশ করি এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাদের "সংস্পর্শ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে যত্নবান্ হই;—নতুবা আমরা জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য "বঞ্চিত হইব। এসময়ে রাজ্যের সর্ব্বত্রই সন্ধিবন্ধনাদির আড়ম্বর হইতেছে। আমি সকল বিষয়ই "স্পর্শ করিয়াছি। যদি ইহাতে কিছু অযৌক্তিক হইয়া থাকে, মার্জ্জনা করিবেন। আসুন আমরা ভবিষ্যতের "মুখ চাহিয়া থাকি। সর্দ্দার, সামন্ত, মন্ত্রী, সভাসদ সকলেই একপ্রাণ হউক। রাজ্যের মঙ্গল হইবে "এবং সেই মঙ্গলের সহিত সকল বিষয়েরই মঙ্গল হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিবেন এরোগ সামান্য নহে, "যদি ইহার উপশম না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সকলকেই অধঃপাতিত করিবে।"

আর এক খানি পত্র নিম্নে প্রকটিত হইল।

"দেশে যে রোগের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাকে সবিরাম রোগ বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী চিকিৎসা "করিতে হইবে।

"অমর সিংহ ইহার আরোগ্য বিধান করিয়া পূর্ণ শাসন ও ন্যায়ের প্রকরণ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

"সংগ্রামের শাসনকালে ইহা আর একবার প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

"জগৎসিংহের সময়ে ইহার বীজ ক্ষেত্রে উপ্ত হয়।

"প্রতাপের সময় তাহা অঙ্কুরিত হয়।

"রাজসিংহের সময়ে তাহা ফলোৎপাদন করে।

"রাণা অরিসিংহের সময়ে সে ফল পরিপক্ক হয়।

"হামিরের সময়ে সেই ফল বিতরিত হয় এবং সকলেই তাহার এক এক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

"আর, আপনি, ভীমসিংহ, প্রচুর পরিমাণে তাহা ভোজন করিয়াছেন। আপনি ইহার গুণ দোষ "ও আস্বাদ গন্ধ সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন। দেশও ঠিক সেইরূপ; এসময়ে যদি আপনি ঔষধ সেবন না "করেন, তাহাহইলে আপনাকে নিশ্চয়ই সমূহ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে এবং দেশে বিদেশে সকলেই "আপনাকে হেয় জ্ঞান করিবে। অতএব উপেক্ষা করিবেন না; উপেক্ষা করিলে আপনার ধর্ম্ম ও রাজ্য "সমস্তই আপনার হস্তচ্যুত হইবে;—রাজলক্ষ্মী আপনাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইবেন।"

তৃতীয় পত্র।

তদানীন্তন মন্ত্রী অগ্রজি মেহতার প্রতি:—

"দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে কিছুই আইসে যায় না। যাহার বুদ্ধি আছে, সে সেই দধি হইতে নবনীত "তুলিতে পারে। নবনীত তুলিয়া লইয়া তক্র ফেলিয়া দিলে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু দুধ জমিয়া "যদি কাল হইয়া যায়, তাহাহইলে তাহাকে পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ বিজ্ঞতার প্রয়োজন। "সেই বিজ্ঞতা এক্ষণে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মিবাররূপ ঘনীভূত দুগ্ধভাণ্ডের উপর বিদেশীয়গণ "কালিমা রেখাস্বরূপ পরিদৃশ্যমান হইতেছে। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও সে সমস্ত কালিমাকলঙ্ক অপনয়ন "করিবেন। উহাদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে দেশ নষ্ট হইয়া যাইবে।

"কৌমুদীর সুবিমল হাস্তের নিকট "চন্দ্রজ্যোৎ" (ক) লইয়া কি হইবে?

" 'পঙ্ক হইতে পারাবত সৃষ্টি করিতে পারিব' বলিয়া যে ব্যক্তি ঘোষণা করিয়া থাকে, তাহার কথায় "কখনও বিশ্বাস করিবেন না।

(ক) "চন্দ্রজ্যোৎ" বলিলেই জ্যোৎস্নাকে বুঝায়; কিন্তু রাজপুতগণ একপ্রকার নীল আলোককে উক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

অগণ্য চিতাস্তূপ হইতে প্রকৃতিসতী করুণ পরিবেদনচ্ছলে তাঁহার নৃশংসত্বও অমনুষ্যত্ব শত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছে!

মাধাজি সিন্ধিয়ার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলতরাও বলপূর্ব্বক তৎসিংহাসন অধিকার করেন। তখন সিন্ধিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রাপ্তব্যবহার থাকাতে দৌলত অল্প আয়াসেই পিতৃব্য-আসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। দৌলত রাও সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নীদিগের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শৈনবী ব্রাহ্মণদিগকে হত্যা করিয়া দুরপনেয় পাপপঙ্কে চিরতরে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। এসকল ব্যাপার প্রায় এক সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল। এ সমুদায় ঘটনার উপর মিবারের আভ্যন্তরীন উন্নতি ও অবনতি সম্যক্ নির্ভর করিয়াছিল; কেননা সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি অম্বজির হস্তে তখন মিবারের ভাগ্যচক্র অর্পিত ছিল। রাজকুমার সিন্ধিয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাতে অম্বজি স্বার্থসাধনের অনেক সুবিধা পাইলেন। কিন্তু তিনি অল্পে অভীষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই। কেননা অনেক পরাক্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে কণ্টক স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নীগণ, লাকুবা, খীচিরাজ দুর্জ্জন শাল এবং ধাতনগরীর নৃপতিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা সকলেই অনাথা রাজপত্নীদিগের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ মিবার হইতে অম্বজির আধিপত্য নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে লাকুবা মিবারপতিকে একখানি গুপ্ত পত্র প্রেরণ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যেন তিনি অম্বজির অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাঁহার প্রতিনিধিকে মিবার হইতে দূর করিয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে যে শৈনবী * ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই লাকুবার পৃষ্ঠপূরক। মিবারের অভ্যন্তরে তাঁহাদিগের অনেকেরই অনেকগুলি ভূমিসম্পত্তি ছিল। লাকুবার প্রতিকূল ব্যবহার অবগত হইবা মাত্র অম্বজি আপন প্রতিনিধিকে লিখিয়া পাঠাইলেন যেন তিনি শৈনবী ব্রাহ্মণদিগের সমস্ত ভূমি কাড়িয়া লয়েন। এতন্নিবন্ধন অম্বজির প্রতিনিধি গণেশপন্থ রাণার মন্ত্রী ও সর্দ্দারদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া তদ্বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই গণেশপন্থের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিলেন বটে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটী ষড়যন্ত্র রচনায় দৃঢ়নিবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা শৈনবী ব্রাহ্মণদিগকে গোপনে পত্রদ্বারা সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনারা সদলে যাবদ হইতে অগ্রসর হইয়া গণেশকে আক্রমণ করিবেন, আমরা যথাসাধ্য আপনাদিগকে সহায়তা করিতে ত্রুটী করিব না।" রাণার মন্ত্রী ও সর্দ্দারগণের উক্ত পত্র প্রাপ্ত হইবা মাত্র শৈনবীগণ সদলে যাত্রা করিলেন। এদিকে

"দেশে বিদেশে ইতস্ততঃ সকলেই বলিতেছে, মিবারে কেহই বিজ্ঞ নহে। ইহা মিবারের শুভ্র যশোমন্দির "সামান্য কলঙ্ককালিমা নহে।"

* মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—শৈনবী, পূর্ব্ব ও মাহ্‌র্ত। যে লাকুবা, বল্লভ তানসিয়া, জেওয়া দাদা, শিবজি নানা, লালজি পণ্ডিত ও যশোবন্ত রাও ভাও মিবারের বন্ধকীভূমি ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই শৈনবীগোত্রে সমুদ্ভূত।

গণেশপন্থ তাঁহাদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে বিশাল সেনাদল লইয়া যাবদ নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শাবা নামক স্থানে উভয় দলে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অচিরে একটী যুদ্ধ বাধিয়া গেল। নানা গণেশপন্থ সে যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। তাঁহার সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গে চারিদিকে পলায়ন করিল। তাঁহার অনেকগুলি কামান ও বন্দুক বিজয়ী শৈনবীগণের হস্তগত হইল। তিনি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া চিতোরের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। চন্দাবৎগণ সাহায্য দানের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে আবার যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহাদিগের আশ্বাসবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া হতভাগ্য নানা আপনার বিচ্ছিন্ন সৈন্যদিগকে একত্রিত করিলেন এবং অসির সাহায্যে অনিবার্য্য ভাগ্যতরঙ্গের গতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য আর একবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। চন্দাবৎদিগের উপর যে আশা স্থাপন করিয়া তিনি সেই কঠোর মন্ত্রের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা আদৌ পূর্ণ হইল না। কূটনীতিক চন্দাবৎগণ তাঁহাকে কিছুতেই সাহায্য দান করিলেন না। সাহায্য দান করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহারা তাঁহার প্রতিকূলে নানাপ্রকার চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। সুতরাং গণেশপন্থ পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হামিরগড়ে পলায়ন করিলেন। তখন চন্দাবৎগণ তাঁহার শত্রুকুলের সহিত একত্রিত হইয়া পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যের সহিত উক্ত হামিরগড় অবরোধ করিলেন। সেই ভীষণ অবরোধ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত তেজস্বী গণেশ অদ্ভুত বিক্রম ও সাহসের সহিত উপর্য্যুপরি নয়টী যুদ্ধকাণ্ডের অভিনয় করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যোগই ব্যর্থ হইয়া গেল। হামিরগড়ের অধিপতি ধীরাজসিংহের দুইটী পুত্র সেই ভীষণ সংঘর্ষে রণস্থলে পতিত হইয়াছিলেন।

সেই হামিরগড়ের মহাসঙ্কট হইতে নানা গণেশ অতি শীঘ্র অম্বজি কর্ত্তৃক মুক্ত হইলেন। সুবাদার তাঁহাকে বিপন্ন জানিয়া গোলাপরাও কদম নামক জনৈক সেনাপতির সহিত কতকগুলি অশ্বারোহী সৈনিক প্রেরণ করিলেন। সেই সকল সৈনিকের সাহায্যে উদ্ধারলাভ করিয়া তিনি তাহাদিগের সহিত আজমিরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মূসা-মূসি নামক স্থানে তিনি শত্রুকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইলেন। উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চন্দাবৎগণ রণোন্মত্ত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বিপুল ভুজবিক্রমের প্রভাবে গণেশের সেনাদল ক্রমে ক্রমে পশ্চাদপসৃত হইতে লাগিল। বিজয়লক্ষ্মী হেমমুকুট লইয়া তাঁহাদিগের মস্তকে স্থাপন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে শত্রুপক্ষের জনৈক সৈনিক একটী পলায়মানা ঘোটকীকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে "ভাগা! ভাগা!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই অশ্বতরী ধৃত হইল। তখন সকলে "মিলগিয়া! মিলগিয়া!" বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সকল শব্দ চন্দাবৎদিগের কর্ণগোচর হওয়াতে তাহাদিগের মনে এক বিষম আশঙ্কার উদয় হইল। "মিলগিয়া" শব্দ শ্রবণে তাহারা মনে করিল, বুঝি তাহাদিগের সহকারী সৈন্যগণ শত্রুপক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই অমূলক ধারণা সমুদিত হইবামাত্র চন্দাবৎগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে

পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে পলায়নে ব্যস্ত দেখিয়া শত্রুকুল তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিল এবং সম্মুখে যাহাকে পাইল, তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিল। এইরূপে সৈন্ধবীসেনার অধিনায়ক চন্দন এবং অনেকগুলি সৈন্য ও সামান্য সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হইল। দেবগড়পতি * সেই সমস্ত পলায়িত সৈন্যদিগকে লইয়া শাপুরের অন্তর্ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই দিন সেই মুসা-মুসি ক্ষেত্রে চন্দাবৎগণ যে ঘোরতররূপে পরাজিত হইল, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তাবৎ সম্প্রদায়ের ভট্টকবিগণ তদুপলক্ষে মহোল্লাস সহকারে সেই পরাজয়-কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অম্বজির প্রতিনিধি এইরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও সেই ভীষণ সাম্প্রদায়িক বিপ্লবকালে আত্মসমর্থনে সক্ষম হইলেন না। তজ্জন্য রাজপুত সর্দ্দারগণ তাঁহার চক্ষের উপর আপনাদিগের প্রাচীন ভূমিসম্পত্তি সকল উদ্ধার করিতে লাগিলেন এবং রাণাও সেই সুযোগে মিবারের আয় অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া লইলেন।

যেদিন নানা গণেশপন্থ মুসা-মুসি যুদ্ধে জয়ী হইলেন, সেইদিন হইতে ভারতে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধিত্ব লাভ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অম্বজি ও লাকুবার মধ্যে বিষম সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল। মিবারভূমি সেই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। যে মহারাষ্ট্রীয় বিকট জলৌকার ন্যায় মিবারের হৃদয়শোণিত শোষণ করিয়াছে, লাকুবা তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বী; সুতরাং মিবারের সর্দ্দারগণ তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তৎপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা সকলে অবগত হইলেন যে, নানার সহকারী সেনাদল তখনও হামিরগড়ে অবস্থিতি করিতেছে। তখন লাকুবা তন্নগরকে পুনর্ব্বার অবরোধ করিলেন এবং দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিবার জন্য অনর্গল গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই সহস্র গোলকপ্রহারে দুর্গপ্রকারের একাংশ ভগ্ন হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে লাকুবা উৎসাহিত হইয়া সদলে সেই রন্ধ্রপথে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন; এমত সময়ে বল রাও ইঙ্গলিয়া, বাপু সিন্ধিয়া এবং ঈশ্বরন্ত রাও সিন্ধিয়া আপনাপন সেনাদল লইয়া মহারাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির সহায়তা করিবার জন্য হামিরগড়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কোটার জলিমসিংহও তজ্জন্য আপনার অধিগত একটী গোলন্দাজ সেনাদলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অম্বজির পুত্র সেই সমস্ত সহকারী সৈনিক ও সেনাপতির অধিনেতৃত্বে আরূঢ় ছিলেন। এই নবাগত বিশাল সেনাদলের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লাকুবা আপনার অবরোধকারী সেনাদলকে উঠাইয়া লইলেন এবং সহকারী সৈন্যগণের সহিত চিতোরের প্রাকারমূলে অবস্থিত হইলেন। এদিকে নানা সেই অরক্ষণীয় হাম্বিরগড় পরিত্যাগ করিয়া গোসুন্দ নগরে নবাগত সেনাদলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদ্বয় ক্ষীণাঙ্গিনী বিরিস নদীর উভয় তীরে আপনাপন কামানাবলি

---

* মহাত্মা টড সাহেব উক্ত দেবগড়পতিকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি বলেন, সেই রাজপুত উর্দ্ধে সাড়ে ছয় ফিট উচ্চ ছিলেন। তিনি যেরূপ উচ্চ তদুপযুক্ত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গও ছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি বলিষ্ঠ ও কঠিন। তাঁহার পিতা আবার তাহা অপেক্ষা আধ ফুট উচ্চ ছিল! সাত ফিট উচ্চ (প্রায় পঞ্চ হস্ত) মনুষ্য যে একটী বিরাটপুরুষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সজ্জিত করিয়া যুদ্ধপ্রতীক্ষায় সদলে দণ্ডায়মান রহিলেন। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সময়ে সেনাদলের বেতন লইয়া নানাও বল রাওয়ের মধ্যে একটী বিতণ্ডা উপস্থিত হওয়াতে সেই সমস্ত উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। সেই বিবাদের কিছুই মীমাংসা হইল না। অবশেষে নানা গণেশ তৎপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গনার নামক স্থানে গমন করিলেন। এই অন্তর্বিবাদের বিষয় অনুশীলন করিতে গেলে সহসা মনে হয় যে, বুঝি মহারাষ্ট্রীয়দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরস্পরের উপর পতিত হইল; এবং রাজপুতগণ সেই সূত্রে তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ইতিহাস তখনই ভীম গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠে, ইহারা মহারাষ্ট্রীয়; ইহাদের রাজনীতি এরূপ নহে যে, ইহারা সামান্য বিবাদে বিচ্ছিন্ন হইয়া শত্রুপদতলে অবনত হইয়া পড়িবে।

নানা সদলে বিচ্ছিন্ন হইলে উভয় দল পরস্পরের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চতুর বলরাও কখনই যুদ্ধের পক্ষপাতী নহেন; সুতরাং এবারেও তিনি যুদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন না। গোগুল চাপরার বিপ্লব-কালে লাকুবা বলরাওয়ের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি সেই পূর্ব্বকৃত উপকারের বিষয় স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে উপকারী লাকুবার সহিত যুদ্ধ করিতে নিরস্ত হইলেন। তাঁহার সমর-বিরতির অন্য একটী কারণও উপলব্ধ হইয়া থাকে। কথিত আছে, সেই সময়ে বলরাওয়ের অত্যন্ত অর্থাভাব হয়; কিন্তু লাকুবা সেই অর্থাভাব পূরণ করিতে সম্মত হইলে উভয়ের মধ্যে একটী গূঢ় সন্ধিবন্ধন সম্বদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। যাহাহউক অচিরে যুদ্ধব্যাপার স্থগিত হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে লাকুবা আপনাকে নিরাপদ জানিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর উভয় পক্ষ কিছুকালের জন্য শান্তি সম্ভোগ করিল; কিন্তু অম্বজি অচিরকাল মধ্যে তাঁহাদের সেই শান্তি ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে রণরঙ্গে উন্মাদিত করিয়া তুলিলেন। নানার সহায়তা করিবার জন্য তিনি সাদার্লাণ্ড নামক জনৈক ইংরাজ বীরকে অনেকগুলি সৈন্য ও কামানের সহিত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কোন একটী বিবাদবশতঃ উক্ত নবীন সেনাদলের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হওয়াতে তিনি জর্জ টমাস নামক অপর একজন অধিকতর প্রসিদ্ধ ও যুদ্ধবিশারদ ইংরাজ সেনাপতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। এই শেষোক্ত ইংরাজ বীরের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া অম্বজির প্রতিনিধি এবং লাকুবা পরস্পরের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। উভয়েই বুনাশ নদের দক্ষিণ তটে * আপনাপন সেনাদল সজ্জিত করিয়া প্রাবৃটকালের মধ্যে ক্রমাগত ছয় সপ্তাহ যুদ্ধপ্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাণা এবং তদীয় সর্দ্দার ও প্রজাগণ একমাত্র লাকুবার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে

---

* শাপুরের দশ মাইল দক্ষিণস্থ আমলি নামক নগরে লাকুবার এবং উক্ত নগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কেদৈরা নামক স্থানে নানাপক্ষের সেনাকটক স্থাপিত হইয়াছিল।

তাঁহারা উভয় দল কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে সম্মানিত হইয়া সুযোগক্রমে উভয়েরই পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন।

যাহাতে নানা গণেশ নববলসাহায্য প্রাপ্ত হইতে না পারেন, তাহা সাধন করিবার জন্য খীচিরাজ দুর্জ্জনশাল মিবারের সর্দ্দারগণ ও পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার স্কন্ধাবারের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সাহসী টমাস দুর্জ্জনের সকল উদ্যম ব্যর্থ করিয়া শাপুর হইতে নূতন সেনাদলসহ নানার নিকট গমন করিলেন। স্বল্পকাল পরেই লাকুবাকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি প্রধান সেনাকটক পরিত্যাগ করিয়া আপনার গোলন্দাজ সৈনিকদিগকে লইয়া বুনাশ নদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। লাকুবার সহিত যুদ্ধ করিবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময়ে এক প্রচণ্ড ঝটিকা আরম্ভ হইল; তৎসঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই ভীষণ বাত্যা ও ধারাপতনের প্রভাবে টমাসের সেনাদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল এবং তাঁহার আশ্রয়স্থল শাপুর দুর্গ একবারে চূর্ণবিচূর্ণিত হইয়া গেল *। সেই সুযোগে লাকুবা মিবারের সর্দ্দারগণের সাহায্যে সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে কঠোররূপে দলিত করিলেন এবং পনরটী কামান ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। শাপুররাজা ইতিপূর্ব্বে নানাকে সৈন্য ও খাদ্যসামগ্রী সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে বিধাতার প্রচণ্ড আক্রোশ এবং আত্মীয়স্বজনগণের বিকট তাড়নার ভয়ে আর তাহাদিগকে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন নানা গণেশ অনন্যোপায় হইয়া সঙ্গনার নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন; মিবারের সর্দ্দারগণ তাঁহার প্রচণ্ড প্রতিযোগী লাকুবার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে সকল আশ্রয় ও অবলম্বন হইতে বঞ্চিত করিল, ইহাতে নানা তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি উক্ত ব্যাপার যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার রোষানল দ্বিগুণতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সময় পাইলে সেই প্রতিকূল সর্দ্দারদিগকে যথাশক্তি শাস্তিবিধান করিয়া দারুণ প্রতিশোধপিপাসার শান্তিবিধান করিবেন। প্রতিহিংসার উপযুক্ত সময় ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্ষাকাল অতীত। শরতের প্রখর রৌদ্রতাপে পথঘাট পরিশুষ্ক হইলে তিনি অম্বজির নিকট হইতে সেনাবল প্রাপ্ত হইয়া লাকুবার বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। যে প্রচণ্ড প্রতিজিঘাংসাবহ্নি তীব্রতেজে তাঁহার প্রতি লোমকূপে বিস্ফুরিত হইতেছিল, তাহার শান্তিবিধান করিয়া নিজ কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য তিনি নরহত্যা, লুণ্ঠন, সর্ব্বোৎসাদন প্রভৃতি লোমহর্ষণকর অতি বীভৎস কাণ্ডের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আরাবল্লি শৈলমালার পাদপ্রান্তে চন্দাবৎদিগের যে সকল ভূমিসম্পত্তি ছিল; তৎসমস্তের উপর আপতিত হইয়া রোষোন্মত্ত

* সম্বৎ ১৮৫৬ (খৃঃ ১৮০০) উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়; লাকুবা নষ্টরাজ্য শাপুরনৃপতিকে জিহাজপুর জনপদ প্রদান করিল। কথিত আছে, রাণা গুপ্তভাবে উক্ত রাজার নিকট দুইলক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে লাকুবা ও মিবারের সর্দ্দারগণ তৎপ্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন।

নানা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে পৈশাচিক যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃশংস ব্যবহারে কতশত গৃহ একবারে ভস্মসাৎ হইয়া গেল, কত নরনারী পশুর ন্যায় নিহত ও নিপীড়িত হইল, কত গৃহস্থের ধনরত্ন রাশিপরিমাণে অপহৃত হইতে লাগিল! কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। যাহারা সেই নিষ্ঠুর মহারাষ্ট্র সেনাপতির পাশব ব্যবহার হইতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল, তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাঁহার রোষানল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিল না। নানা তাহাদিগের উপর কঠোর করভার স্থাপন করিয়া হতভাগ্যদিগের হৃদয়ের সামান্য শোণিতবিন্দুপর্য্যন্তও শোষণ করিয়া লইল। এদিকে টমাস, দেবগড় ও আমৈত অবরোধ করিয়া তত্রত্য অধিপতিদ্বয়কে করদানে বাধ্য করিলেন। ক্রমে কোশীতুল ও লুশাণী নামক অপর দুইটী নগর তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। কিন্তু লুশাণীর নাগরিকগণ আত্মরক্ষার্থে ঘোরতর বীরত্ব প্রকাশ করাতে বিজয়ী টমাস তন্নগরকে একবারে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। জয়ের উপর জয়লাভ করিয়া নৃশংসাচরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে করিতে, নানা ধীরে ধীরে শোণিতহ্রদে সন্তরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিধাতার ভীম দণ্ড অম্বজির মস্তকোপরি পতিত হইয়া তাঁহাকে হিন্দুস্থানের শাসনকর্তৃত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া দিল এবং তৎপদে লাকুবাকে স্থাপন করিল *। অম্বজির সমস্ত আশাভরসা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি গর্ব্বমদে মত্ত হইয়া যে শৈনবী ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজি বিধাতা তাঁহাদিগদ্বারাই তাঁহাকে অধঃপাতিত করিলেন। অম্বজির অধঃপতন হইলে তদীয় প্রতিনিধি নানা পন্থ মিবারের অন্তর্গত স্বাধিকৃত সমস্ত নগর ও দুর্গই প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে দুইটী হিন্দুবীরের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু ইহাতে মিবারের কোন উপকারই সাধিত হইল না; বরং ইহাতে তাহার অনর্থরাশি অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ধরিতে গেলে, ইহা মিবারের একটী বিষম সঙ্কটকাল; কেননা এই সময় হইতেই দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধিয়া মিবারকে আপনার অধীন করদরাজ্য বলিয়া গণনা করিতে লাগিলেন।

নবীন প্রতিনিধি লাকুবা সিন্ধিয়ার অনুমতিক্রমে একটী বৃহৎ সেনাদল সমভিব্যাহারে মিবারে প্রবেশ করিলেন। সিন্ধিয়া যে কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে মিবারে প্রেরণ করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না; কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধিকে আগমন করিতে দেখিয়া মিবারবাসিগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অগ্রজি মেহতা রাণার মন্ত্রিপদে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত হইলেন এবং তৎসঙ্গে চন্দাবৎগণও আপনাদের পূর্ব্বক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্রভবনের সমস্ত কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। ছয়লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে লাকুবা হতভাগ্য শাপুর-রাজকে তাঁহার নবপ্রাপ্ত জনপদ জিহাজপুর হইতে বঞ্চিত করিয়া তদন্তর্গত ছত্রিশটী নগর বন্ধক দিলেন। সুচতুর

---

* বল্লভ তানশিয়া ও বক্সু নারায়ণ এই সময়ে সিন্ধিয়ার মন্ত্রীপদে সমারূঢ় ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই শৈনবী গোত্রে সমুদ্ভূত। সুতরাং ইহাঁরা যে স্বজাতীয় লাকুবার অভীষ্টসাধনে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

জলিমসিংহের লালসা অনেক দিবস হইতে উক্ত জিহাজপুরের প্রতি পতিত হইয়াছিল। এতদিন তাহা হস্তগত করিবার জন্য তিনি অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কন্তু তাঁহার কোন কৌশলই সফল হয় নাই। তথাপি তিনি জিহাজপুর-লাভের আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আশার সোহাগে ভুলিয়া এতদিন তাহা সফল করিবার জন্য তিনি উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? মার্হাট্টাবীর লাকুবা আজি অর্থের জন্য জিহাজপুর বন্ধক দিতেছেন। বন্ধক রাখিলে ক্রমে তাহা হস্তগত হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং এরূপ সুযোগ জলিম কেমন করিয়া ত্যাগ করিবেন? হুণ্ডি দ্বারা লাকুবার যাচিত মুদ্রা পরিশোধ করিয়া তিনি আপনার চিরসাধের সামগ্রী জিহাজপুর ও তদন্তর্গত গ্রাম ও পল্লী সকল প্রাপ্ত হইলেন। ছয়লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াও দুরাকাঙ্ক্ষ লাকুবার হৃদয় শীতল হইল না। তিনি আরও চতুর্বিংশতি লক্ষ টাকা পণস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন এবং রাণা কর্ত্তৃক সে প্রার্থনা পরিপূরিত হইবে না দেখিয়া স্বয়ং বলপূর্ব্বক তাহা সংগ্রহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অচিরকাল মধ্যে যমকিঙ্করসদৃশ মার্হাট্টা সৈন্যগণ মিবারের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া সেই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিল। লাকুবা সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার অর্থগৃধ্নুতা কিছুকালের জন্য প্রশমিত হইল। তিনি যশোবন্ত রাওভাও নামা জনৈক মহারাষ্ট্রীয়কে আপন সহকারী কর্ম্মচারী-পদে স্থাপিত করিয়া মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়পুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে ভারতক্ষেত্রে য়ুরোপীয়দিগের শনৈঃ শনৈঃ প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন পাশ্চাত্য রণনীতি প্রায় সমস্ত ভারতীয় নৃপতিদিগের অনুসরণীয় হইয়া উঠে। উক্ত রণনীতির সাফল্য দর্শনে রাজমন্ত্রী অগ্রজির সহকারী প্রতিনিধি মৌজি রাম তাহা অবলম্বন করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বেতনভোগী বিদেশীয় সৈন্য এবং বিশাল গোলন্দাজ সেনা পোষণ করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। রাজস্বের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তৎসাহায্যে সেই বিপুল ব্যয় সঙ্কুলান কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং সর্দ্দারদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবার আশায় তিনি তাঁহাদিগের নিকট ঘোষণাপত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই সর্দ্দারগণ এমনই অনুগত যে, সেই ঘোষণাপত্র প্রাপ্তি মাত্র উক্ত মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বদেশহিতৈষণার প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেন। সতীদাস আপনার পূর্ব্বক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। চন্দাবৎদিগের ভীষণ অত্যাচারভয়ে তাঁহার ভ্রাতা শিবদাস কোটারাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনিও পুনরাহূত হইলেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত চন্দাবৎগণ পূর্ব্ব পদে সমারূঢ় থাকিয়া রাজপরিবার ভুক্ত ভূমিসম্পত্তির অধিকাংশই নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে লাগিলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের বিশাল সমরক্ষেত্রে মহারাষ্ট্ররাজ্যের শাসন সম্বন্ধে আপনাপন ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্য যে একলক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছিলেন, তাহাতে হুলকারের মস্তক হইতে তাঁহার রাজমুকুট খসিয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার রাজধানী ও তৎসহ সমূহ গজবাজী ও কামানবন্দুক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী শত্রুপক্ষের

হস্তগত হইয়াছিল। তিনি অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া মিবার-রাজ্যে পলায়ন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইলেন না। বিজয়ী সিন্ধিয়ার জয়োন্মত্ত সৈন্যগণ সদাশিব ও বলরাও কর্ত্তৃক চালিত হইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। মিবারাভিমুখে পলায়ন করিবার সময় হুলকার পথিমধ্যস্থ রাতলাম দুর্গ লুণ্ঠন করিলেন এবং শক্তাবৎ সম্প্রদায়ের প্রধান আবাসনিলয় ভীণ্ডির দুর্গে আপতিত হইয়া তাহাদিগের নিকট বিপুল পণ চাহিলেন। শক্তাবৎগণ নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া পড়িল। কি উপায়ের সাহায্যে দুর্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তাহারা কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিল না। ক্রমে এতৎসমাচার রাণার কর্ণগোচর হইল। ভীণ্ডির ত্যাগ করিয়াই দুর্দ্দান্ত সিন্ধিয়া উদয়পুরে আপতিত হইবে; তখন কে উদয়পুরকে তাহার জ্বলন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা হইতে রক্ষা করিবে? রাণার হৃদয়ে এই ভীতিসঙ্কুল চিন্তার উদয় হইল। তিনি আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আর অধিক কষ্ট সহ্য করিতে হইল না। সিন্ধিয়ার অনুধাবমান সৈনিকগণ দ্রুতবেগে হুলকারের নিকটস্থ হওয়াতে তিনি ভীণ্ডির পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং উক্ত নগর তাঁহার আক্রোশ হইতে মুক্ত হইল। অভীষ্ট সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া হতাশ হুলকার পুণ্যতীর্থ নাথদ্বারে * উপস্থিত হইলেন। তিনি যে পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত অভিপ্রায় যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই নিরতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু এত দিন তাঁহার মর্ম্মপীড়ার কোন লক্ষণই কেহ দেখিতে পায় নাই; কারণ তিনি বীরোচিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে সেই ধূমায়মান অন্তর্বহ্নিকে দমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আর পারিলেন না। সেই অন্তর্নিগূহিত দুঃখানল একবারে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার বিকট জ্বালায় হুলকার উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। নাথদ্বারের পবিত্র মন্দিরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তিসম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া ভগ্নহৃদয় হুলকার দেববিগ্রহকে শত অভিশাপ প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের নামে শতসহস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজ ক্রূর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নাথদ্বারের পুরোহিত ও অধিবাসিগণের নিকট বলপূর্ব্বক তিনলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিলেন। যাহারা তাঁহার পাশবী দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে না পারিল, তাহারা তৎকর্ত্তৃক অশেষ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইল। হুলকার তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিজ শিবির মধ্যে লইয়া গেলেন এবং যতক্ষণ না তাহাদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন, ততক্ষণ তাহাদিগকে নানা প্রকার কঠোর যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হুলকার হিন্দু হইয়া হিন্দুর দেবতা এবং দেবভূমির প্রতি যে এতদূর অত্যাচার করিবে, তাহা নাথদ্বারের প্রধান যাজক দামোদরজি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। এক্ষণে তিনি দেখিলেন যে, নাথদ্বার আর নিরাপদ স্থান নহে; ইচ্ছা হইলেই দুরাচারগণ তদুপরি পতিত হইয়া ব্রজপতির নানা প্রকার অবমাননা এবং যাজক ও যাত্রিদিগের উপর

---

* উদয়পুরের পঁচিশ মাইল উত্তরে নাথদ্বার স্থাপিত। ইতঃপর নাথদ্বারের বহুল বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

অবিরত অত্যাচার করিবে। সুতরাং দেববিগ্রহকে কোন নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। দামোদরজি নাথদ্বারের অধিপতি কোতারিও সর্দ্দারের সহিত তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে উদয়পুরই নিরাপদ স্থল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। তদনন্তর দামোদরজি দেবভোগ্য সমস্ত দ্রব্যাদির সহিত দেববিগ্রহকে উদয়পুরে রাখিতে গেলেন। কোতারিও সর্দ্দার বিংশতি অশ্বারোহী সৈনিকের সমভিব্যারে অতি দুর্গম ও নিবিড় গিরিগহনের ভিতর দিয়া তাঁহাকে নিরাপদে রাজধানীতে রাখিয়া আসিলেন। স্বনগরের সম্মুখ ভাগে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে দুর্দ্দান্ত হুলকারের কতকগুলি সৈনিক তাঁহাদিগের গতি রোধ করিয়া রূঢ়স্বরে বলিল, "তোমাদের অশ্ব আমাদিগকে দাও, নতুবা যথোচিত শাস্তি পাইবে।" বীরবর চৌহান পৃথ্বীরাজের বংশধর আজি কি কতকগুলি মাহারাষ্ট্রীয় দস্যুর ভ্রূকুটি দেখিয়া ভীত হইবেন? সিংহের উচ্চতম কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি শৃগালের পদানত হইবেন? হুলকারের সৈন্যগণের সেই অপমানজনক বাক্য শ্রবণে চৌহান কোতারিও সর্দ্দারের আপাদমস্তক দারুণ ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "জীবন পরিত্যাগ করিব, তথাপি দুরাচারদিগের হস্তে অশ্ব সমর্পণ করিয়া কখনই অপমান স্বীকার করিব না।" এ প্রতিজ্ঞা তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় পরিপালন করিলেন। নিজ তুরঙ্গ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া কোতারিও তাহার অগ্রপদদ্বয় শৃঙ্খলিত করিলেন এবং আপনার সৈনিকদিগকে তদনুরূপ করিতে আদেশ করিয়া উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে শত্রুসম্মুখে সবেগে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ অচিরে তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইল। সেই বিংশতি জনমাত্র সৈনিক লইয়া বীর কোতারিও নির্ভীকচিত্তে শত্রুর বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন এবং অদ্ভুত রণনৈপুণ্য ও বীরতা প্রকাশ করিয়া আপনার অধিকাংশ বীর্য্যবান্ সৈনিকের সহিত সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। কোতারিওর চৌহান রাপুতগণের এরূপ বীরত্ব ও নির্ভীকতার অনেক প্রমাণ মিবারের এই ঘটনাপূর্ণ কালের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক, কোতারিও সর্দ্দারের পতনে নাথদ্বার সম্পূর্ণ অরক্ষিত হইয়া পড়িল। হিন্দুকুলাঙ্গার হুলকার সেই অরক্ষিত তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেবালয়ের সমস্ত সামগ্রী অপহরণ করিল। দুরাচার এমনই লুণ্ঠনপ্রিয় যে, দেব-সম্পত্তি ভাবিয়া তাহার কঠোর হৃদয়ে অনুমাত্রও ধর্ম্মানুরাগের সঞ্চার হইল না। তাহার পিশাচোচিত অত্যাচার-নিবন্ধন নাগরিকগণ নাথদ্বার পরিত্যাগ করিয়া গেল; সুতরাং সেই হাস্যময় পুণ্যক্ষেত্র শোচনীয় শ্মশানভূমে পরিণত হইয়া রহিল। বিষ্ণুভক্ত শুদ্ধচেতা যাত্রিদলের নিরন্তর সমাগমে যে স্থল পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হইত, গীতিপ্রিয় বৈষ্ণবদিগের অমৃতময় হরিনামকীর্ত্তন অহোরাত্র যাহার চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইতে থাকিত আজি তাহা নির্জ্জন, পরিত্যক্ত, শোকোদ্দীপক কান্তার বলিয়া প্রতীয়মান হইল!

উদয়পুরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াও প্রধান যাজক দামোদর নিশ্চিন্তভাবে দেবারাধনা করিতে পারিলেন না। অকর্ম্মণ্য রাণার রাজপুরীর মধ্যেও তদ্বিষয়ে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। তখন ছয় মাস পরেই তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র বিগ্রহ লইয়া

গাসিয়ার নামক শৈলমালার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তৎপ্রদেশে একটী মন্দির স্থাপন পূর্ব্বক উচ্চ প্রাচীরদ্বারা দৃঢ়রূপে পরিবেষ্টিত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে ক্রমশঃ ধারণা জন্মিল যে, ব্রহ্মতেজোবলে আর কিছুতেই আপন ইষ্ট দেবকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় নিবদ্ধ হওয়াতে যাজকবর দামোদরজি অসিবল অবলম্বন করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং স্বয়ং অসি-চর্ম্মে সজ্জিত হইয়া সেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রকে দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বল্পকালের মধ্যেই চারিশত অশ্বারোহী ধার্ম্মিকবর দামোদরজির দলভুক্ত হইয়াছিল। সেই সমস্ত বিষ্ণুপরায়ণ ধর্ম্মবীরগণের সমভিব্যাহারে তিনি প্রায়ই গাসিয়ার গিরিপ্রদেশ হইতে অবতীর্ণ হইতেন এবং আপনার অধিগ সমস্ত বিষ্ণুপীঠই সময়ে সময়ে তত্ত্বাবধারণ করিতে যাইতেন।

দেবস্বাপহারী দুর্দ্দান্ত হুলকার সিন্ধিয়ার বিকট ভ্রূকুটিভয়ে কোথায়ও নিস্তার পাইলেন না। নাথদ্বারের সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক তিনি বুনেরা ও শাপুরের অভ্যন্তর দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে করিতে আজমিরে উপস্থিত হইলেন। আজমিরে মহম্মদ খাজা পিরের একটী ভজনালয় ছিল। হুলকার আপনার লুণ্ঠিত অর্থরাশির কিয়দংশ সেই ভজনালয়ের যাজকদিগকে বিতরণ করিলেন এবং তন্নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়পুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধিয়ার সেনানীগণ মিবারে আসিয়া যখন হুলকারকে দেখিতে পাইল না; তখন আর তাঁহার অনুসরণ করিতে তাহাদিগের আদৌ ইচ্ছা রহিল না। তাহারা তখন অনুসরণ হইতে বিরত হইয়া রাণার হৃদয়-শোণিত শোষণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট তিনলক্ষ টাকা প্রার্থনা করিল। কোষাগারে এমন টাকা নাই যে, দুরাচারদিগের সে প্রার্থনা পূরিত হইবে। এদিকে টাকা না দিলেও নিস্তার নাই। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া হতভাগ্য রাণা ভীমসিংহ আপন পরিবারস্থ দ্রব্য সামগ্রী এবং অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের মণিরত্ন বিক্রয় করিয়া অর্থগৃধ্নু মহারাষ্ট্রীয়ের প্রচণ্ড অর্থপিপাসার কথঞ্চিৎ শান্তিবিধান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়ের বিষদিগ্ধ তীক্ষ্ণ ছুরিকা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। সিন্ধিয়া তিনলক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়া নিরস্ত হইল বটে; কিন্তু মিবারের সুবাদার যশোবন্ত রাও ভাও একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তদ্ভুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য আপন কর্ম্মাধ্যক্ষ তানসিয়ার হস্তে তাহা অর্পণ করিলেন। তদনন্তর অর্থসংগ্রহের মহাধূম পড়িয়া গেল। রাজ্যের সর্দ্দার ও সামন্ত, কৃষক ও বণিক দুর্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়ের রাক্ষসসদৃশ অনুচরগণের প্রচণ্ড লগুড়তাড়নে নিদারুণ নিপীড়িত হইয়া আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব তাহাদিগকে অর্পণ করিতে লাগিল। নির্ধন, নিরন্ন হতভাগ্য কৃষকগণের হলগোধন ও ধেনুপাল বলপূর্ব্বক অপহৃত হইল। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের নিস্তার নাই। অবশেষে অর্থের জন্য পিশাচগণ সেই নিরীহ কৃষকদিগকে বন্দী করিয়া তাহাদিগের নিকট মুক্তিপণ চাহিল। যাহারা পণদানে সমর্থ না হইল, পিশাচ মহারাষ্ট্রীয়গণ তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল!

যে সময়ে * মিবারের হতভাগ্য প্রজাকুল উক্তরূপে নিদারুণ নিগৃহীত হইতেছিল; সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ লাকুবা আপনার অধিপতিকর্ত্তৃক ঘোরতর অপমানিত হইয়া অসহ্য মনোবেদনায় শালুম্ব্রার আশ্রয়চ্ছায়াতলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অম্বজির ভ্রাতা বলরাও আবার প্রত্যাগত হইয়া আপনার পূর্ব্বক্ষমতা পুনরধিকার করিল। সেই সঙ্গে শক্তাবৎগণ ও মন্ত্রী সতীদাস একত্রিত হইয়া চন্দাবৎদিগকে মন্ত্রভবন হইতে বিদূরিত করিয়াদিল। জলিমসিংহ চন্দাবৎদিগকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। সুতরাং তাহারা পদচ্যুত ও বিদূরিত হওয়াতে তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিল। সেই সুযোগে তিনি আপন অভীষ্টসাধনে তৎপর হইলেন এবং শক্তাবৎদিগের সহিত একত্রিত হইয়া রাণার মন্ত্রী দেবীচাঁদকে অবরুদ্ধ করিলেন। দেবীচাঁদ চন্দাবৎগণ কর্ত্তৃক মন্ত্রিপদে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া আজি জলিমসিংহের বিষনয়নে পতিত হইলেন। নববলদর্পিত বলরাও প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দাবৎ সম্প্রদায়ের ভূমিসম্পত্তি সকল আক্রমণ করিয়া কঠোরতম নিষ্ঠুরতার সহিত নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহার দুরাচরণে কত চন্দাবতের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইল, কত হতভাগ্যের আবাসনিচয় ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। বলরাওর প্রচণ্ড উৎপীড়নে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া চন্দাবৎগণ আত্মোদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য সকলে একত্রে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় সদলে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীর কার্য্যাধ্যক্ষ মৌজি রামকে দেখিতে চাহিল। কিন্তু রাণা কিছুতেই তাঁহাকে অর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—মৌজি রামকে কিছুতেই শত্রুকরে সমর্পণ করিবেন না। দুরাচার মার্হাট্টা মিনতি করিল, ভয় দেখাইল; তথাপি রাণার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অচল ও অটল। অবশেষে দুর্বৃত্ত বলরাও আপন সৈন্যদিগকে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। কিন্তু তাহাদের কোন দুরভিসন্ধিই সাধিত হইল না। কেননা তেজস্বী সচিব দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদিগের গতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। নানা গণেশপন্থ, জুম্মলকর, ও উদাকুয়ার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আপনাপন দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইল। উদাকুয়ার অতি নৃশংস ও পাষণ্ড ব্যক্তি। সেই জন্য তাহার গলদেশে গজালান অর্পিত হইল এবং দুষ্টমতি বলরাও একটী স্নানাগার মধ্যে রুদ্ধ হইয়া রহিল। মহারাষ্ট্রচমূর অগ্রনীগণ উক্তরূপে শৃঙ্খলিত হইলে চন্দাবৎগণ মহাতেজসহকারে নগর হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগের উপত্যকাস্থিত শিবিরশ্রেণীর উপর আপতিত হইলেন এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই অধিকার করিয়া লইলেন। হিয়ার্সে নামক জনৈক ইংরাজ সেনাপতি তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য সদলে সমাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বকার্য্যসাধন না করিয়াই ভয়চকিত চিত্তে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন

* সম্বৎ ১৮৫৯ (খৃঃ ১৮০৩) অব্দে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণের পৈশাচিক উৎপীড়নে মিবারভূমি উক্তরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিল।

এবং আপনার অধিগত কতিপয় সৈন্য লইয়াই একটী শূন্যগর্ভ চতুষ্কোণ ব্যূহরচনা পূর্ব্বক গদরমালা নামক নগরে নিরাপদে উপস্থিত হইলেন।

হতভাগ্য বলরাওয়ের দুর্দ্দশাবিবরণ শ্রবণ করিয়া জলিম সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। বলরাও তাঁহার বন্ধু; আজি তিনি শত্রু-কারাগারে অবরুদ্ধ; সুতরাং তাঁহাকে মুক্ত না করিয়া সদাশয় জলিম কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি তাঁহার উদ্ধারসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভীণ্ডির ও লাওয়ার শক্তাবৎসর্দ্দারদিগের সহিত রাজধানীর সম্মুখস্থ চৈজানামক গিরিবর্ত্মমুখে সবলে অগ্রসর হইলেন। রাণা যদ্যপি এই বিদ্রোহী দুরাচারী সর্দ্দারদিগকে তদ্দণ্ডেই সংহার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমূহ মঙ্গল হইত। ইহাতে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় সমিতির রোষানল বজ্রাগ্নিরূপে তৎপ্রতি ধাবিত হইত বটে; কিন্তু তাহাতে রাণার কিছুই ক্ষতি হইত না। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য; তাই তিনি সে বিষয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা না করিয়া সৈন্ধবি, আরব ও গোসাঁই প্রভৃতি নানা জাতি ও সম্প্রদায় হইতে ছয় সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সাহসী জয়সিংহ এবং তাঁহার বীর্য্যবান্ খীচিবীরগণের সমভিব্যাহারে বিদ্রোহী সেনাদলের সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। রাণা সদলে সেই চৈজাগিরিপথ অবরুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পাঁচদিন ধরিয়া উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহারাষ্ট্রীয়গণ গগনভেদী জ্বলন্ত অসংখ্য গোলাবর্ষণ করিয়াও সেই পাঁচ দিনের মধ্যে রাণার সেনাদলকে পদমাত্রও অপসারিত করিতে পারিল না। ষষ্ঠ দিবসে রাজপুতরাজ পরাজিত হইয়া বলরাওকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হইলেন। এতদুপলক্ষে যে সন্ধি স্থাপিত হইল; তদনুসারে বিজয়ী জলিম সমগ্র জিহাজপুর জনপদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। ক্রূরচরিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কুটিল রণনীতির অনুসারে পরাজিত রাণা আবার বিপুল যুদ্ধপণ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই যুদ্ধপণ কঠোরতম অত্যাচারের সহিত সংগ্রহ করিল এবং মিবারের ছিন্ন ভিন্ন ও ক্ষতপূর্ণ গাত্রে আর গভীরতর ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল।

সম্বৎ ১৮৬০ (খৃঃ ১৮০৪) অব্দে ভগ্নহৃদয় হুলকার আপনার পূর্ব্ববল পুনরুপচয় করিয়া জ্বলন্ত প্রতিশোধপিপাসা শান্ত করিবার জন্য দক্ষিণরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। যে ভীণ্ডির নগরের সর্দ্দার তাঁহার বাসনা পূরণ করে নাই; এক্ষণে তাহার প্রতিই প্রচণ্ড মার্হাট্টাবীরের প্রদীপ্ত রোষানল তাড়িতাগ্নিরূপে প্রপতিত হইল। তিনি সদলে যাইয়া সেই ভীণ্ডির দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কেহই তাঁহার ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। দুর্গ অরক্ষণীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহা সমূলে বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইল। তখন ভীণ্ডিরের শক্তাবৎসর্দ্দার দুর্গরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া দুইলক্ষ টাকা প্রদান পূর্ব্বক হুলকারের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। ভীণ্ডির সর্দ্দারের হৃদয়-শোণিতপানে তৃপ্ত না হইয়া রাক্ষস মার্হাট্টাবীর উদয়পুরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহার আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাণা সন্ধিস্থাপনার্থ অজিতসিংহ নামা জনৈক রাজপুতকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। হুলকার উদয়পুরে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময়ে অজিতসিংহের

সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অজিত তাহাকে রাণার মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে দুরাচার মার্হাট্টানৃপতি উত্তর করিল যে, চল্লিশ লক্ষ টাকা না পাইলে সে কখনই উদয়পুর ত্যাগ করিবে না। অচিরে এতৎসমাচার রাণার কর্ণগোচর হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার আন্তরিক ভয় আরও দ্বিগুণতর বেগে বাড়িয়া উঠিল! আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সেই বিপুল অর্থদানে সম্মত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! কি বিষম ভ্রম! রাণা ভীমসিংহ কি এতই ভীরু, এতই কাপুরুষ? গিহ্লোটকুলের উপযোগী সামান্য মাত্রও গুণ কি তাঁহার দেহে বিদ্যমান ছিল না? তিনি যে বীরকেশরী প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতেন, তাঁহার পবিত্র শোণিতধারার বিন্দুমাত্রও কি হতভাগ্য ভীমসিংহের ধমনীমধ্যে প্রবাহিত ছিল না? তবে তিনি কেন সেই জগন্মান্য বীরপূজ্য পবিত্র গিহ্লোটকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? যদি দেশবৈরীর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে আত্মরাজ্য রক্ষা করিতে না পারিবেন, তবে কেন সেই বীরচূড়ামণি প্রতাপসিংহের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন? দেশবৈরী দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদিগের নিদারুণ উৎপীড়নে কনকময়ী মিবারভূমি আজি দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত;—প্রজাকুলের সর্ব্বস্ব অপহৃত; আর তিনি আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া সেই দুর্বৃত্ত দস্যুদিগের পদলেহনে নিরত! যে অকিঞ্চিৎকর জীবনরক্ষার জন্য তিনি অসংখ্য প্রজাকুলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন, সে জীবনে প্রয়োজন? বিপন্ন, লাঞ্ছিত, অবমানিত, পদ-দলিত প্রজাকুলের উদ্ধার সাধনে যে জীবন ব্যয়িত না হইল, যাহা চিরকাল পাষণ্ড বিপক্ষকুলের পদলেহনে অতিবাহিত হইল, সেই ঘৃণিত, কলঙ্কিত, অকিঞ্চিৎকর পাপ জীবনে প্রয়োজন? কোথায় তিনি স্বদেশরক্ষার জন্য শত্রুকুলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, না, বিনা বাক্যে অবলীলাক্রমে তাহাদিগের চরণতলে অবনত হইয়া পড়িলেন! ইহাতে তাঁহার নামে যে গভীর কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল, সপ্ত সমুদ্রের সলিলরাশি ঢালিলেও সে কলঙ্ক কেহই মোচন করিতে পারিবে না।

দুরাচার মার্হাট্টা দস্যু সন্ধির পণস্বরূপ চল্লিশলক্ষ টাকা চাহিল। মিবারের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে একবারে উক্ত বিপুল অর্থসংখ্যা প্রদান করা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। রাণা বিষম চিন্তিত হইলেন। কিন্তু অর্থ প্রদান করিতে না পারিলে সর্ব্বনাশ স্থিরনিশ্চয় জানিয়া তিনি রাজপরিবারের সমস্ত কাঞ্চননির্ম্মিত বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীই মোহরে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন এবং রমণীকুলের অলঙ্কার ও ভোজনপাত্রগুলি বন্ধক দিতে লাগিলেন। ইহাতে এবং নাগরিকগণের নিকট হইতে সর্ব্বসমেত বারলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে? চল্লিশ লক্ষ টাকার পক্ষে দ্বাদশলক্ষ টাকা এক তৃতীয়াংশও নহে। অবশিষ্ট মুদ্রার প্রতিভূস্বরূপ রাজপরিবারস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত নাগরিক শরীরবন্ধকরূপে মার্হাট্টাশিবিরে প্রেরিত হইলেন। এইরূপে অর্থপ্রাপ্তি-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া নিষ্ঠুর হুলকার রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিল। এদিকে তাহার অনুমতিক্রমে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ লাওয়া ও বেদনোর জনপদ আক্রমণ

করিয়া স্বল্পমাত্র উদ্যমের পরই অধিকার করিয়া লইল এবং পরিশেষে বিপুল মুক্তিপণ প্রাপ্ত হইলে তদুভয় জনপদকেই প্রতিদান করিল। কিন্তু ইহাতেও দুরাচারের দারুণ ধনতৃষা প্রশমিত হইল না। অবশেষে দেবগড় দুর্গ অধিকার করিয়া একবারে সার্দ্ধ চারিলক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইল। এইরূপে ক্রমাগত আট মাস ধরিয়া মিবারের সমস্ত শোণিত শোষণ পূর্ব্বক দুরাচার হুলকার উত্তর প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। রাণার প্রতিভূস্বরূপ অজিতসিংহ তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন এবং অবশিষ্ট প্রাপ্যপণ সংগ্রহ করিবার জন্য বলরাম শেঠ নামা জনৈক ব্যক্তি মিবারে অবস্থিত রহিলেন *।

যে প্রবল পরাক্রান্ত স্বেচ্ছাচারী ক্রূরনীতিক মহারাষ্ট্রীয়গণ পাশবী স্বার্থপরতা ও জঘন্য নৃশংসতার পাপমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া হতবল রাজপুতদিগের উপর কঠোর অত্যাচার করিতেছিল, বিধাতার নিরপেক্ষ নিয়মানুসারে তাহাদের নৃশংসতার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার জন্য সপ্তসমুদ্র পার হইয়া সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে বলিষ্ঠ ব্রিটিষ কেশরী ভারতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিকট ভ্রূকুটিদর্শনে কুটিল মার্হাট্টা দস্যুদিগের হৃদয় শিহরিত হইল ;—তাঁহাদিগের সিংহাসন বাততাড়িত জীর্ণ অট্টালিকার ন্যায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। ভারতে ব্রিটিষসিংহের ক্রমিক গৌরবোন্নতি দর্শন করিয়া তাঁহারা নানাপ্রকার আশঙ্কায় আকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং সেই আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য ব্রিটিষশাসনের মূলদেশে প্রচণ্ড কুঠার প্রহার করিতে মনস্থ করিলেন। স্বজাতির স্বার্থসংরক্ষণ এক্ষণে সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় সমিতির মুখ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। সে কর্ত্তব্য সাধনার্থ তাঁহারা পরস্পরের বিদ্বেষভাব ভুলিয়া এক অভিন্ন সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত হইলেন। আর হুলকার ও সিন্ধিয়ার কোন বিবাদ রহিল না। যে হুলকার ইতিপূর্ব্বে স্বীয় ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী সিন্ধিয়ার জ্বলন্ত ক্রোধাগ্নি ভয়ে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভারতের নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আজি সাধারণের সঙ্কটকালে তিনি সকল অপমান বিস্মৃত হইয়া সেই ভীষণ শত্রু সিন্ধিয়াকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং ইংরাজদিগকে ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। হুলকার মিবার লুণ্ঠন করিয়া শাপুরে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে সসৈন্য সিন্ধিয়ার প্রচণ্ড সেনাদলের

---

* হুলকারের হরনট চেলা নামক জনৈক কর্ম্মচারী ছিল। সে ব্যক্তি বেনসিন নামক নগরের ভিতর হইয়া গমন করিতেছিল, এমন সময়ে সাতোলা জনপদ হইতে কতকগুলি ভিলদস্যু বহির্গত হইয়া তাহার সমভি-ব্যাহারী উষ্ট্রগুলিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। হরনট সেই দস্যুদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত চন্দাবৎ গোলাবসিংহকে আহ্বান করিলেন ; গোলাব আপনার আটজন কুটুম্ব সমভিব্যাহারে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন হরনট কহিলেন, "আমার উষ্ট্রগুলি যতক্ষণ না পুনঃপ্রাপ্ত হইতেছি, ততক্ষণ আপনি যাইতে পাইবেন না।" গোলাব এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে মার্হাট্টা হরনট আপন গজোপরি আরূঢ় হইয়া চন্দাবৎ সর্দ্দারকে আক্রমণ করিতে আপন সৈনিকদিগের প্রতি আদেশ করিলেন। তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া গোলাব অসি কোষোন্মুক্ত করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু হাওদায় লৌহকবচে তাঁহার আঘাত প্রতিহত হওয়াতে তরবার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি সেই হস্তীর উদরে আপনার তীক্ষ্ণ ছুরিকা আঘাত করিলেন ; কিন্তু দুর্দ্দান্ত মার্হাট্টাগণ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

বিকট বৃংহন মিবারের সেই প্রান্তে শ্রুত হইল। অল্প সময়ের মধ্যে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। ইংরাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে সমুদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কুক্ষণে ইংরাজ কেশরীর প্রতিকূলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন;—তাঁহাদের উদ্যম সফল হয় নাই; উদ্যম সফল হওয়া দূরে থাকুক বরং তাঁহাদিগকে ইংরাজের চরণতলে অবনত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল; তাঁহাদের উপায় ও অবলম্বন সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল *। কিন্তু রাজস্থানের এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাঁহাদিগের পরাজয় নিবন্ধন যে বিষম ক্ষতি হয়, তাহা হতভাগ্য রাজপুতদিগকে বহন করিতে হইয়াছিল।

ব্রিটিষ সিংহের প্রচণ্ড বিক্রমপ্রভাবে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষদন্ত ভগ্ন হইলে সিন্ধিয়া ও হুলকার আপনাদের পূর্ব্ববল পুনঃ সংগ্রহ ও নিদারুণ অবমাননার প্রতিশোধ দান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের উপায় ও অবলম্বন সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তথাপি তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিশোধাশাকে ত্যাগ করিতে

* মহারাষ্ট্রীয়গণ ব্রিটিষসিংহের সম্মুখে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন বটে; কিন্তু ইংরাজ কি একদিনে তাঁহাদিগকে বিনীত করিতে পারিয়াছেন? একদিনে কি তেজস্বী দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধিয়া ও হুলকার শ্বেতদ্বীপীয় বণিকের চরণতলে আপনাদের সম্মানরত্ন বিক্রয় করিয়াছেন? যাঁহাদের প্রচণ্ড বীরদর্পে একদা সমগ্র ভারতভূমি কম্পিত হইয়াছিল, সেই মহারাষ্ট্রীয় বীরদিগকে ইংরাজগণ কি একটী উদ্যমে শৃঙ্খলিত করিতে পারিয়াছে?—এই প্রশ্ন পাঠকের মনে স্বতঃই উদিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার উত্তর দান করিতে হইলে একখানি ভারতেতিহাসের অবতারণা করিতে হয়; সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা ক্ষান্ত রহিলাম। জিজ্ঞাসু পাঠক ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা দেখিয়া লইবেন। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ভীমবিক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিনীত করিতে ইংরাজের বিস্তর অর্থ, বিপুল শোণিত এবং প্রভুত সময় ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহারা একদিনে, এক বৎসরে অথবা একটীমাত্র উদ্যমে সেই বীরকুলের প্রচণ্ড বিক্রম ব্যাহত করিতে পারেন নাই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিবসে বেসিনক্ষেত্রে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহাই মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরাজের মধ্যে বৈরভাব উদ্দীপিত করিয়া দেয়। যেদিন, সেই সন্ধিবন্ধন সমাপিত হইল, সেই দিন হইতে মার্হাট্টাগণ ইংরাজদিগকে ভীষণ শত্রুভাবে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। হতভাগ্য পেশোবো বুঝিতে পারিলেন যে, সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তিনি আপনার চরণতলে আপনিই শৃঙ্খল ধারণ করিয়াছেন এবং তেজস্বী সিন্ধিয়া অভিতপ্ত ও ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "এই সন্ধিবন্ধন হইতে আমার রাজমুকুট মস্তক হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল।" সেই দিন যে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হইল, সে বিবাদ অল্পে পর্য্যবসিত হইল না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিল, ইংরাজ ও মার্হাট্টাশোণিতে ভারতবক্ষ কতবার অভিষিক্ত হইল, তথাপি সেই সংঘর্ষ নিবারিত হইল না। কখন ইংরাজ জয়লাভ করিয়া সদর্পে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চারিদিকে তাড়িত করিতেছেন; আবার কখনও বা মহারাষ্ট্রীয়কর্ত্তৃক তাড়িত, দলিত ও নিপীড়িত হইয়া সমূহ ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক অতিকষ্টে প্রাণে প্রাণে নিরাপদস্থানে উপস্থিত হইতেছেন। এইরূপে অনেক দিন চলিয়া গেল। আশাই, আশিগড়, আরগাঁও, দিল্লি, লাশবারী প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদিগের বীরবিক্রমে কখনও ইংরাজদিগকে চমৎকৃত ও কম্পিত করিয়াছেন; আবার কখনও বা ইংরাজের বিস্ময়কর রণনৈপুণ্যে বিভ্রান্ত ও অধঃকৃত হইয়া পড়িয়াছেন। এই সকল যুদ্ধের পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল মন্সন্ মহারাষ্ট্রীয়ের বীরদর্পে বিমূঢ় হইয়া অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া আগরানগরে উপস্থিত হইলেন। সেই পরাজয়ে ইংরাজদিগের যে বিপুল ক্ষতি ও ঘোরতর অবমাননা হইয়াছিল, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল বেলির পরাজয়ের পর সেরূপ আর হয় নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের সেই জয়লাভই তাঁহাদিগের পরাজয়ের অবতরণিকাস্বরূপ হইল। সেই দিন হইতে মহারাষ্ট্রীয়ের বিক্রম কৃষ্ণপক্ষের শশিকলার ন্যায় ক্রমে ক্রমে অপগত হইয়া পড়ে।

Marshman's History of India. Part II. P. P. 72-100.

পারেন নাই। সেই প্রতিশোধপিপাসা ক্রমশঃ বলবতী হইতে লাগিল বটে; কিন্তু তাঁহাদের এমন সাহস হইল না যে, প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহার শাস্তি বিধান করিবেন। যাহাহউক, সাহসে ভর করিয়া ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে হুলকার ও সিন্ধিয়া বেদনোরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে স্ব স্ব সেনাকটক সংস্থাপিত করিয়া যুদ্ধসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহাই সেই পরামর্শের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। দস্যুতা ও নৃশংসতার কলুষিত মন্ত্রবলে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভারতে যে বিপুল বল অর্জ্জন করিয়াছিল, আজি তাহা হইতে তাহারা বিচ্যুত হইয়াছে; নর্ম্মদার দক্ষিণোত্তর তীরভূমিস্থ যে সর্ব্বোত্তম জনপদ একদা অমিত পরিমাণে স্বর্ণফল প্রসব করিয়া তাহাদের কোষভবন পূর্ণ করিয়াছিল, আজি তাহা তাহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে; যে সমস্ত প্রচণ্ড সৈন্যের সাহায্যে এতদিন ভারতক্ষেত্রে বিপুল ক্ষমতা পরিচালন করিতেছিলেন, তাহারাও বেতন না পাইয়া একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার ঘোরতর পরাজয়ে নিতান্ত অবমানিত ও ক্ষুব্ধচিত্ত হওয়াতে তাহারা একবারে পিশাচ ও রাক্ষসের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও প্রতি ভক্তি নাই—মমতা নাই—সম্মান নাই। মদমত্ত মাতঙ্গকুলের ন্যায় সকলে বীভৎসবেশে চারিদিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে তাহাদিগের গতি রোধ করিবে?—কে সেই পাষণ্ডদিগের প্রতিকূলে অসিধারণ করিয়া তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিবে?—কেহই নাই, কেহই অগ্রসর হইল না। সেই রোমহর্ষণ পৈশাচিক অত্যাচার নিবারণ করিতে কেহই সাহসী হইল না। বীরপ্রসূ রাজস্থানভূমি আজি বীরশূন্যা; আজি পিশাচসদৃশ মার্হাট্টাদস্যুদিগের পদতলে কঠোররূপে বিদলিতা!—কনকময়ী হইয়া আজি শ্মশানে পরিণতা! দুর্দ্ধর্ষ মার্হাট্টা সৈনিকগণ ক্রমে ক্রমে যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল, তাহাতে যদি তাহাদিগের অধিপতিদ্বয় তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেন, তাঁহারাও সফল হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় নিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহারা তাহাদিগকে সেই পাপাচরণে দ্বিগুণতর উৎসাহিত করিতে লাগিলেন! সুতরাং আর কে তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইবে? তাহারা নিরঙ্কুশ প্রমত্ত করিকুলের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে চারিদিকে ধাবিত হইল এবং জানপদ ও নাগরিক বর্গের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে লাগিল। যাহারা তাহাদিগকে অর্থদানে সম্মত না হইল, তাহারা তাহাদিগের রোষানলে পতিত হইয়া তৃণবৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। উৎপীড়িত প্রজাকুলের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে মিবারভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; নরশোণিতে মহীতল অভিষিক্ত হইয়া গেল। নৃশংস মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমাগত দশবৎসর উক্তরূপ পৈশাচিক অত্যাচারে ভারতের মধ্য প্রদেশভূমিকে ঘোরতর উৎপীড়িত করিতে লাগিল। সেই পাশব উৎপীড়নে রাজস্থানক্ষেত্রের যে ভয়ানক শোচনীয় দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। চারিদিকে ভগ্নাট্টালিকা সমূহের স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষরাশি; কোথায় অর্দ্ধদগ্ধ পল্লীসমূহের হৃদয়স্তম্ভন অসীতমূর্ত্তি;—

কোথায় ভস্মীভূত নগর ও গ্রামবাটিকা নিচয়ের শোকোদ্দীপক শ্মশানবেশ! আজি সমস্ত রাজস্থানভূমি মহাশ্মশানে পরিণত! যেদিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতির হৃদয়স্তম্ভন মূর্ত্তি নয়নগোচর হইয়া থাকে, যেদিকে কর্ণপাত করা যায়, সেই দিক হইতেই অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ ও বিলাপধ্বনি কর্ণগোচর হইয়া থাকে! বীরজননী রাজস্থানভূমির এরূপ দুর্দ্দশা আর কখনও সংঘটিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। মুসলমান-রাজত্বের দীর্ঘকালব্যাপী উৎপীড়নের পরেও রাজপুতজাতির প্রাচীন বীর্য্যবহ্নির যে সামান্য স্ফুলিঙ্গও বিদ্যমান ছিল, তাহা এই নররাক্ষস মার্হাট্টাগণের পৈশাচিক অত্যাচারপ্রভাবে একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল *! দুর্দ্ধর্ষ মার্হাট্টাগণ সেই মহাশ্মশানভূমে পিশাচবৎ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। আর কেহ নাই যে, তাহাদিগের দুর্বৃত্ততার উপযুক্ত প্রতিফল দান করেন; আর কোন রাজপুতই নাই যে, সঞ্জীবন মন্ত্রবলে সেই শ্মশানভূমির চিতাভস্ম হইতে আবার অসংখ্য মহাবীরের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়েন; সুতরাং রাজস্থানক্ষেত্র সেই শোচনীয় মূর্ত্তিতেই পতিত রহিল;—নির্জ্জীব, নিস্পন্দ, নিস্তেজ, জড়প্রায় হইয়া পতিত রহিল!

রাজস্থানের সেই বিশ্বজনীন অধঃপতনকালে সেই পিশাচ-প্রপীড়িত মহাশ্মশানভূমে কতিপয় ব্রিটন ধীরে ধীরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই মার্হাট্টা পিশাচদিগকে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত করিয়া সুকৌশলের সাহায্যে সমস্ত দেশকে ক্রমে ক্রমে উজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। ভারতে ব্রিটিষ-প্রভুতার প্রথম পরিস্থাপনকালে যাঁহারা তাঁহাদিগকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন; আজি তাঁহারা নির্ব্বল, নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব হইয়া শোচনীয়রূপে অধঃপতিত হইলেন, কেহ তাহাদিগের উদ্ধারে একবার ভুলিয়াও হস্তপ্রসারণ করিল না। এমন কি যে ইংরাজদিগের হইয়া সেই হতভাগ্য হিন্দুপতিগণ অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও একবার তাঁহাদিগের মুখ চাহিলেন না। মুখ চাহিয়া দেখা দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদিগকে পতিত হইতে দেখিয়া সেই ইংরাজগণ কৌশলক্রমে তাঁহাদিগেরই রাজ্য হস্তগত করিয়া লইতে লাগিলেন।

ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়ের ভীষণযুদ্ধ কিছুদিনের জন্য স্থগিদ রহিল। কিন্তু তাহার পুনরভিনয় আশঙ্কা করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাপন পরিবারবর্গ ও ধনরত্ননিচয় মিবারের দুর্গসমূহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিতে লাগিলেন। তাহাদিগের পরস্পরের শিবির পরস্পরের মিত্র ও সৈন্যগণের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। চন্দাবৎদিগের মুখপাত্র সর্দ্দারসিংহ সিন্ধিয়ার সভাস্থলে রাণার প্রতিনিধিস্বরূপ অবস্থিত হইলেন। অম্বজি পুনর্ব্বার সিন্ধিয়ার মন্ত্রভবনে উচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন †। মিবারপতি ইতিপূর্ব্বে অম্বজির প্রতিদ্বন্দ্বী লাকুবার

* ব্রিটিষসিংহের প্রথম অভ্যুত্থানকালে যে সমস্ত ভারতীয় নৃপতি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গোহদ ও গোয়ালিয়রের রাণা, রঘুগড় ও বাহাদুরগড়ের খীচি নৃপতিদ্বয় এবং ভূপালের নবাবই প্রধান। ইঁহারা সকলে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ইংরাজদিগের সহিত একমত হইয়া তাঁহাদিগের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে দৃঢ়নিবিষ্ট হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহাদের মধ্যেও কেহই স্বাধীন নহেন।

† অম্বজি, বাপু চিতনাবীশ, মাধব হাজুরিয়া ও অনজি ভাস্কর সিন্ধিয়ার মন্ত্রী ছিলেন।

সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা অম্বজি ভুলিতে পারেন নাই। রাণার সেই ব্যবহার মহারাষ্ট্র মন্ত্রীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে অনল জ্বালিয়া দিয়াছিল, তাহা কিছুতেই প্রশমিত হয় নাই। এতদিন তাহা অল্পে অল্পে প্রশমিত হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রচণ্ডতেজে আবার জ্বলিয়া উঠিল। সেই অন্তর্নিগূহিত বিদ্বেষবহ্নির বিকট জ্বালায় নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং প্রধান প্রধান মার্হাট্টা সেনাপতিদিগের মধ্যে মিবারভূমি বিভাগ করিয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত হইল না। তাহাকে উক্ত পাপমন্ত্রে প্রণোদিত দেখিয়া শক্তাবৎ সর্দ্দার সংগ্রামসিংহ সেই মন্ত্রের সাধনাপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং হুলকারের সহিত একত্রিত হইয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু সংগ্রামাপেক্ষা আর একটী প্রসিদ্ধ ও ক্ষমবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বৃত্ত অম্বজির প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই দুরাচারের প্রভুপত্নী বাইজি বাই। বাইজি বাই রাজপুতশত্রু সিন্ধিয়ার করে সমর্পিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি রাজপুতজাতির সম্মান ও গৌরবগরিমার বিষয়ে অন্ধ ছিলেন না। রাজস্থানের সকল প্রদেশ—বিশেষতঃ মিবারভূমিকে তিনি হৃদয়ের সহিত পূজা করিতেন। তিনি জানিতেন যে, সেই মিবারভূমিই হিন্দুস্বাধীনতার লীলানিকেতন, রাজপুতকুলমণি গিহ্লোটবীরগণের আবাস-নিলয়। প্রসিদ্ধ-ক্রূরনীতিক শূরজিরাও তাঁহার জনক। সেই দুরাচার পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলে কি হয়, বাইজি বাই রমণী-কুলের একজন শিরোমণি ছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত অম্বজির দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তিনি তাহা বিফল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং সমগ্র রাজপুতজাতিকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে চন্দাবৎ ও শক্তাবৎগণ পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রু; আজি মিবারের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা সকল শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব ভুলিয়া গিয়া এক অভিন্ন সহানুভূতিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং দুরাচার অম্বজির দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পিতৃপিতামহকুলের লীলানিকেতন "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মিবারভূমি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও শত্রুকুলের কবলগত হইবে, জীবিত থাকিতে কি তাঁহারা ইহা সহ্য করিতে পারিবেন? চন্দাবৎপ্রমুখ সর্দ্দারসিংহ ইতিপূর্ব্বে সিন্ধিয়ার সভায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীর পূর্ব্বোক্তরূপ দুরভিসন্ধি বুঝিয়া তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন প্রতিদ্বন্দ্বী সংগ্রামসিংহের সহিত একত্রিত হইলেন এবং দুষ্ট অম্বজির দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আজি শক্তাবৎ চন্দাবতে অনেক দিনের পর একত্রিত হইলেন; জ্যেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী কণিষ্ঠকে অনেক দিনের পরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পঞ্চোলি কিষণ দাসের সহিত মিলিত হইয়া হুলকারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সগর্ব্ব ও সাভিমান স্বরে বলিলেন "মহারাষ্ট্রপতি! আপনি কি দুর্ব্বৃত্ত অম্বজিকে মিবার বিক্রয় করিতে সম্মতি দান করিয়াছেন?" তাঁহাদের উক্ত বাক্য শ্রবণে হুলকার অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সেই সময়ে সমগ্র মিবারভূমি এবং মিবারপতি রাণার

শোচনীয় দুরবস্থাচিত্র তাঁহার মানসদর্পণে প্রতিফলিত হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ব্যথা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তিনি বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে শপথ করিলেন, "না তাহা কখনই হইতে দিব না। আমি আপনাদিগের সম্মুখে শপথ করিয়া বলিতেছি, মিবারের ভাগ্যে সেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতে দিব না। আপনারা সকলে একপ্রাণ হউন; আজি দীর্ঘকালের শত্রুতা ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করুন এবং একত্রে অহিফেন সেবন করিয়া একপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করুন।" হুলকারের বাক্য শ্রবণে সকলে আশ্বস্ত হইলেন এবং একত্রে অহিফেন সেবন করিয়া একপ্রাণতার প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদিগকে শুদ্ধ মৌখিক আশ্বাস দান করিয়াই হুলকার ক্ষান্ত হইলেন না। এমনকি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সিন্ধিয়ার শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে রাণার উচ্চকুলের পবিত্রতা ও গৌরবগরিমার বিষয় উল্লেখ করিয়া শান্ত গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন "রাণা যে কিরূপ উচ্চকুলে সমুদ্ভূত, তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত "আছেন। আমাদিগের যিনি প্রভু, ধরিতে গেলে, রাণা তাঁহার প্রভুরও পূজনীয় *। "তবে তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা আচরণ করা কি আমাদিগকে শোভা পায়? এসঙ্কটকালে "তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে ধৃতব্রত হওয়া কি আমাদিগের উপযুক্ত কর্ম্ম? মিবারের যে "সমস্ত বন্ধকী ভূসম্পত্তি আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্যায়রূপে ভোগ "করিয়াছেন, কোথায় আমরা আজি রাণাকে তৎসমস্ত ফিরাইয়া দিব, না নিষ্ঠুর ও "নৃশংসের ন্যায় তাঁহার রাজ্য আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইব? ধিক আমাদিগের "রাজ্যে! আপনার যেরূপ অভিসন্ধি, সেইরূপ করুন, কিন্তু আমি শপথ করিয়াছি, "রাণার পক্ষ কখনই ত্যাগ করিব না। বিশ্বাস না হয়, দেখুন আমি এই সর্ব্বসমক্ষে "আমার অধিগত নীমবেহেরা জনপদ রাণাকে প্রত্যর্পণ করিলাম।" হুলকারের এই তেজোব্যঞ্জক গম্ভীর বাক্য শ্রবণে সিন্ধিয়া নীরবে রহিলেন, তাঁহার মুখে স্বল্পমাত্রও বাক্য শ্রুত হইল না। হুলকারের বাক্য তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া তাঁহার মনোরাজ্যে একটী অপূর্ব্ব বিপ্লব সমুত্থাপন করিয়াছে। চতুর হুলকার তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং আপন বাক্য অধিকতর তেজোময় করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন "আরও "আপনি ভাবিয়া দেখুন, এসময়ে রাণাকে আমাদিগের পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে, আমরা "কত ক্ষতিগ্রস্ত হইব। ফিরিঙ্গিদিগের সহিত যদি আবার যুদ্ধ বাধিয়া যায়, তাহা "হইলে আমাদিগের পরিবারবর্গ ও দ্রব্যসামগ্রী কোথায় রাখিব? রাণার সহিত একপ্রাণ "না হইলে আমরাত তাঁহার দুর্গগুলি পাইতে পারিব না। ভাবিয়া দেখুন, তাহা হইলে "আমাদিগকে কি বিপদেই পতিত হইতে হইবে।" হুলকারের তেজোময় বাক্যে সিন্ধিয়ার মনোরাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রশমিত হইয়া গেল। সেই সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনি হুলকারের বাক্যাবলি মন্ত্রস্বরূপ পবিত্র জ্ঞান করিয়া তৎপালনে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইলেন এবং রাণার

* অর্থাৎ যে বংশ হইতে সিতারা নৃপতিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন, এবং যাঁহাদের মন্ত্রী পেশোবা, সিন্ধিয়া ও হুলকারকে সামন্তরাজা বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, রাণা তাঁহাদেরও পূজনীয়।

দূতদিগকে নিজ শিবিরমধ্যে স্থান দান করিলেন। হুলকার ও সিন্ধিয়ার শিবির পরস্পর দশ ক্রোশ দূরে স্থিত; সুতরাং তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ সমালাপ সচরাচর ঘটিয়া উঠিত না। তাহার উপর আবার কয়েক দিবস দিবারাত্র মূষলধারে বৃষ্টি পতিত হইয়া আলাপসম্ভাষণের পথ একেবারে রোধ করিয়া ফেলিল। প্রাবৃটের সেই ভীষণ প্রাচুর্ভাবকালে হুলকার আপনার শিবিরমধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি সংবাদপত্র স্থাপন করিল। হুলকার সাগ্রহে সেই সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলেন; কিয়দ্দূর পাঠ করিয়াই সহসা সেই সমাচার পত্রিকা সরোষে দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং ভূমির দিকে দৃষ্টি সংযত করিয়া ঘন ঘন অধর দংশন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে যাপন করিয়া হুলকার আপন অনুচরদিগের প্রতি আদেশ করিলেন "রাণার দূতদিগকে এখনই ডাকিয়া লইয়া আইস।" হুলকারের সেইরূপ আকস্মিক মনোবিকারের কারণ ছিল। সেই সম্বাদপত্রে তিনি অবগত হইলেন যে, রাণার ভীরুবক্‌স নামা জনৈক দূত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে মিবার হইতে দুরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে টঙ্কস্থিত ব্রিটিষ সেনাপতি লর্ডলেকের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন।

কিয়ৎকালের মধ্যেই কিষণদাস ও মিবারের অন্যান্য দূতগণ হুলকারের শিবির মধ্যে উপস্থিত হইলেন। রোষোত্তপ্ত মার্হাট্টা সেই সংবাদপত্রখানি কিষণদাসের প্রতি সতেজে নিক্ষেপ করিয়া রোষকষায়িত লোচনে কর্কশস্বরে কহিলেন "বিশ্বাসঘাতক! "মিবারিগণ কি অবশেষে আমার সহিত এইরূপ বিশ্বাস রক্ষা করিল? তোমরা কি "সকলের সহিত এইরূপেই বিশ্বাস রক্ষা করিয়া থাক? ভাবিয়া দেখ, তোমার প্রভুর জন্য "আমি আমার আত্মীয়স্বজনদিগকে ত্যাগ করিলাম, সিন্ধিয়ার রোষ বা জিঘাংসার "প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলাম না। আজি ফিরিঙ্গিদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধকালে কোথায় "সমগ্র হিন্দুজাতি এক অভিন্ন ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবে; না তোমার প্রভু "সকলকে ত্যাগ করিয়া সেই ফিরিঙ্গিদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? "তিনি যে, 'দিল্লিসিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করি না' বলিয়া গর্ব্ব করিতেন; তাহার "পরিণাম কি এই হইল? তোমাদের নিকট এইরূপ প্রতিদান পাইব বলিয়াই কি আমি "অম্বজিকে তোমাদের বিরুদ্ধে অবতরণ করিতে দিই নাই?" রাণার মন্ত্রী কিষণদাস তাঁহাকে বাধা দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হুলকারের মন্ত্রী অলিকুর তানসিয়া কিষণদাসকে বাধা দিয়া আপনার প্রভুকে কহিলেন "মহারাজ! আপনি "এই রঙ্গরাদিগের * ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিলেন; ইহারা আপনার সহিত সিন্ধিয়ার বিবাদ "বাধাইয়া দিয়া উভয়কেই নষ্ট করিবে। উহাদের পক্ষ ত্যাগ করুন, সিন্ধিয়ার সহিত "পুনর্ম্মিলিত হউন, শূরজিরাওকে দূর করিয়া দিউন এবং অম্বজি যাহাতে মিবারের "সুবাদার থাকেন, তাহাই সাধন করুন। নতুবা আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া "সিন্ধিয়াকে মালবে লইয়া যাইব।" একমাত্র ভাও ভাস্কর ভিন্ন আর আর সকল

* মহারাষ্ট্রীয়গণ রাজপুতদিগকে "রঙ্গরা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। রঙ্গরা শব্দের অর্থ প্রচণ্ড।

মন্ত্রীই আলিকুর তানসিয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। সুতরাং হুলকার তাঁহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া শূরজিরাওকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং ব্রিটিষ-বাহিনীর সম্মুখীন হইবার জন্য উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্টের কঠোর লিখনানুসারে তাঁহার সহায়বল ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ইংরাজের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না; কিন্তু ইংরাজের রোষবহ্নি হইতে নিস্তার পাইলেন না। রণদক্ষ লর্ডলেক সদলে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করিলেন। সিন্ধুনদের অন্যতম শাখানদী প্রসিদ্ধ বিপাসার সৈকতভূমে বীরকেশরী আলেকজন্দারের সাধনক্ষেত্রে ব্রিটিষ-সেনাপতির সহিত মহারাষ্ট্রীয় রাজের সন্ধিস্থাপিত হইল।

হুলকার মিবারের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি রাণার কোন রূপ অনিষ্ট করেন নাই; বরং মিবার পরিত্যাগ করিবার সময় রাণাকে ও মিবারভূমিকে নিরাপদে রাখিবার জন্য সিন্ধিয়াকে বলিয়া গেলেন; "আমি রাণার রাজ্যকে অম্বজির আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, দেখিবেন যেন আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। যদি আমার এই অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আপনাকে ইহার জন্য দায়ী হইতে হইবে।" ভয়ে হউক, ভক্তিতে হউক অথবা অনুরাগে হউক সিন্ধিয়া হুলকারের অনুরোধ কিছু দিন রক্ষা করিলেন; কিন্তু হুলকারকে বিপন্ন দেখিয়া আর তাহা পালন করিলেন না, এবং অচিরে ষোড়শ লক্ষ টাকা মিবার হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য সদাশিব রাওকে প্রেরণ করিলেন। পিশাচের ঘৃণিত মার্গে পদক্ষেপ করিয়া মিবারের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের শোণিত পান করিবার জন্য দুষ্টমতি সদাশিব রাও জিন্ ব্যাপটিষ্টির গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া মিবারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে উক্ত সেনাদল মিবারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। দুইটী অভিপ্রায়-সাধনের জন্য সিন্ধিয়া আপন সেনাদলকে মিবার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রথম,—পূর্ব্বোক্ত অর্থসংগ্রহ। দ্বিতীয়, জয়পুররাজের সেনাদলকে উদয়পুর হইতে দূরীকরণ। রাণার দুহিতার সহিত জয়পুররাজের পরিণয়সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হওয়াতে উভয়পক্ষের সমাচার ও যৌতুকাদি বহন করিবার জন্য কচ্ছাবহ রাজকুমারের সেনাদল তৎকালে মিবারে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তাহাদিগকে মিবারে আর থাকিতে হইল না এবং তাহাদিগের মিবার-ত্যাগের সহিত রাণার দুর্ভাগ্যরাশি ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

অদৃষ্টের কঠোর অনুশাসনে সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখর হইতে দুর্ভাগ্যের নিম্নতম কূপে নিপতিত হইয়াও হতভাগ্য রাণা ভীমসিংহ একপ্রকার সুখে দুঃখে জীবন ধারণ করিতেছিলেন; তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের জলন্ত গৌরবগরিমা সমস্তই অপগত হইয়াছে, সৌভাগ্যের ভাস্বর আলোক নিবিয়া গিয়াছে; তথাপি তিনি আশার সোহাগে ভুলিয়া সেই পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সংসার-ক্লেশ একপ্রকার অবহেলা করিতেছিলেন; কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বাদী হইলেন। সকল উপায় ও অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হইয়াও তিনি যে একমাত্র রাজসম্মানে সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দরূপিনী দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর মুখ চাহিয়াছিলেন; নিষ্ঠুর বিধাতা তাহতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিল। তাঁহার সেই

পিতৃপুরুষগণের পূর্ব্বগৌরবের প্রণষ্টাবশেষমাত্র রাজসম্মানের মূলেও নিদারুণ কুঠার প্রহৃত হইল; স্নেহের প্রস্রবণ দগ্ধ হৃদয়-মরুর আনন্দোৎস শুকাইয়া গেল। যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা, বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা, দুর্ভাগ্যের উপর কঠোরতর দুর্ভাগ্যের দারুণ কশাঘাত! সর্ব্বস্ব হারাইয়াও—সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াও তিনি যে আনন্দরূপিনী কৃষ্ণকুমারীর মুখকমল দেখিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন; অবশেষে তাহাকে লইয়াই তাঁহার ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, জয়পুররাজের সহিত কৃষ্ণকুমারীর সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং সেই শুভ সম্বন্ধকে বন্ধন করিবার জন্য জয়পুর হইতে সেনাদল উদয়পুরে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তি লইয়া সেই সেনাদল গঠিত হয়। তাহারা রাজধানীর সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিয়া উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়াছিল; রাণা তৎসমুদায় উপহার গ্রহণ করিয়া প্রত্যুপহার পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মারবাররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক সে সম্বন্ধ-বন্ধনে অচিরে ঘোরতর প্রতিরোধ স্থাপিত হইল। জগৎসিংহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য মহারাজ মানসিংহ একবারে তিন সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তঁহারাও আন্তরিক অভিলাষ যে, তিনি কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। আপনার পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজকুমারী কৃষ্ণার সহিত মারবারের মৃত রাজার সম্বন্ধ হইয়াছিল, তবে তিনি মারবারের বর্ত্তমান নৃপতির হস্তে কেননা সমর্পিত হইবেন? আত্মমত-সমর্থনের জন্য মানসিংহ যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অতি বিচিত্র। তিনি রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, কৃষ্ণকুমারীর সম্বন্ধ মারবারের সিংহাসনের সহিত স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সে সিংহাসনে যে কেহ থাকুক না কেন, তাহা বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। সেই সিংহাসন পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণা সেই সিংহাসনে কেন না অর্পিত হইবেন? পরিশেষে তিনি ভয় দেখাইয়া বলিয়া দিলেন "যদি রাণা আমার অভিলাষ পূরণ না করিয়া অম্বরের জগৎসিংহের করে আপন কন্যাকে অর্পণ করেন, তাহা হইলে সে বিবাহ কিছুতেই সমাপন করিতে দিব না; আমার যতদূর ক্ষমতা তদ্বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্থাপন করিতে ত্রুটি করিব না।" কথিত আছে, মানসিংহের সর্দ্দারগণ এই সকল অসৎপরামর্শ দিয়াছিলেন। সেই সময়ে চন্দাবৎগণ রাণার প্রিয়পাত্র ছিলেন। দুষ্ট রাঠোর সর্দ্দারগণ আপনাদের অভীষ্টসাধনের সহায়তা প্রাপ্ত হইবার আশায় তাঁহাদিগের মুখপাত্র অজিৎসিংহকে উৎকোচ দান করিলেন এবং যাহাতে রাণা আপনার দুহিতা কৃষ্ণকুমারীকে জগৎসিংহের হস্তে সমর্পণ না করেন, তাহাই করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

ললনাললাম হেলেনের * অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য যেমন তাঁহার স্বামী ও তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী-দিগকে অনন্তকালের জন্য ধ্বংস করিয়াছিল, সুরসুন্দরী কৃষ্ণকুমারীর ললিত লাবণ্যও

* এই লাবণ্যবতী রমণীর বিষয় লইয়া গ্রীসীয় মহাকবি হোমরের ইলিয়ড-গ্রন্থের সূচনা হইয়াছে। গ্রীসীয় পুরাতত্ত্বমতে হেলেনা জুপিটরের ঔরসে এবং স্পার্টামহিষী লিডার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেষ্টর ও পোলাক্ষ নামে ইহাঁর দুইটী ভ্রাতা ছিলেন। এথেনীয় মহাবীর থিসিয়স হেলেনের যৌবনকালেই

সেইরূপ তাঁহার পিতা ও প্রণয়ার্থীদিগকে চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া দিল, অবশেষে সেই সরলা সুকুমারীরই ধ্বংস সাধন করিল। তাঁহার আপনার রূপই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। কৃষ্ণার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া মারবাররাজ মানসিংহ অম্বররাজের বিরুদ্ধে সদলে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে যে, এক ভীষণ অনর্থ সম্ভূত হইল, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু এ অনর্থ শীঘ্র অপনীত হইল না; ক্রূরচরিত্র মাহাট্টা দস্যুগণও স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বীগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত অনর্থরাশি শতগুণে বাড়াইয়া দিল। সিন্ধিয়া ইতিপূর্ব্বে জয়পুর-রাজের নিকট কিছু অর্থানুকূল্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু জগৎসিংহ তাঁহার যাচ্ঞা পূরণ না করাতে তিনি তৎপ্রতিকূলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং যাহাতে অম্বর-রাজ কৃষ্ণকুমারীকে পাইতে না পারেন, তাহা সাধন করিবার জন্য মারবার-পতি মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মানসিংহের সহায়তায় বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি রাণাকে বলিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি শীঘ্র জয়পুরের সৈন্যদিগকে মিবার হইতে বিদায় করিয়া দেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, রাণা তাঁহার অনুরোধ কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু সে বিশ্বাস আজি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। রাণা তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। অনন্তর সিন্ধিয়া রাণার প্রতি সাতিশয় রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাস্তি দান করিবার জন্য আপনার গোলন্দাজ সেনাদলকে মিবার-বিরুদ্ধে চালিত করিলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজা জগৎসিংহের সেনাদল লইয়া রাণা আরাবল্লির প্রবেশপথে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই স্থলে উভয় দলে কিয়ৎকাল ধরিয়া যুদ্ধ হইল। কিন্তু অবশেষে দুর্ভাগ্য ভীমসিংহই পরাজিত হইলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য সদলে নগর মধ্যে পলাইয়া আসিলেন। বিজয়ী সিন্ধিয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক আট সহস্র সৈন্য লইয়া উদয়পুরের উপত্যকামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রাজধানীর কিঞ্চিৎ দূরেই সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া অবস্থিত রহিলেন। রাণা ভীমসিংহ বিষম বিপদে পতিত হইলেন। কি প্রকারে যে সেই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে স্থিরচিত্তে আপন সর্দ্দারগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নানা তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে স্থির হইল যে, জয়পুররাজ জগৎসিংহের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। তদনন্তর তিনি জয়পুরের সেনাদলকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে সিন্ধিয়ার দুরন্ত অর্থগৃধ্নুতা পরিতৃপ্ত করিতে সম্মত

তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় কেষ্টর ও পোলাক্স তাঁহাকে উদ্ধার করেন। হেলেনের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের বিবরণ গ্রীসরাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিসৃত হইয়া পড়িলে উক্ত দেশের সমস্ত নরপতিই তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া তাঁহার পিতৃভবনে আগমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মিনিলাস নামক জনৈক নৃপতির সহিত তাঁহার পরিণয় হইল। বিবাহের কিছুদিন পরেই হেলেনকে ট্রয়ের প্রসিদ্ধ রাজপুত্র প্যারিস হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। কথিত আছে হেলেন স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই ট্রোজান সমর সংঘটিত হয়। ট্রোজান যুদ্ধ শেষ হইলে হেলেনা আপনার পূর্ব্বস্বামী হতভাগ্য মিনিলাসের নিকট প্রতিগমন করেন। হেলেনের বৃত্তান্ত লইয়া যে "ইলিয়ড" গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত কবিগুরু বাল্মীকির রামায়ণের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হইলেন। সিন্ধিয়া একমাসকাল উদয়পুরের উপত্যকামধ্যে অবস্থিত রহিলেন। সেই সময়ের মধ্যে ভগবান্ একলিঙ্গের পবিত্র মন্দিরের অভ্যন্তরে রাণার সহিত তাঁহার দরবার হইল *।

প্রজাপতির দূতগণ মিবার হইতে উক্তরূপ অবমাননার সহিত দূরীকৃত হইলে জয়পুর নৃপতি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি যে রমণীরত্নের অনুপমেয় রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিনী করিবার জন্য মনোমধ্যে তত আশা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহার কি হইল? সে আশা সফল হইবার উপযুক্ত সময়ে রাণা স্বহস্তে তাহা উন্মূলিত করিয়া দিলেন;—ইহা কি তাঁহার পক্ষে সামান্য পরিতাপের বিষয়? রাণার আচরণ তিনি যত আলোচনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় তত অভিতপ্ত হইতে লাগিল। ততই তিনি রাণার সেই আচরণের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই প্রতিশোধপিপাসা এত বলবতী হইয়া উঠিল যে, তাহার শান্তি বিধান না করিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একটী সুবিশাল সেনাদল সজ্জিত করিয়া মিবারের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এতদুপলক্ষে যে সেনাদল সজ্জিত হইল, অম্বররাজ্যের অভ্যুত্থানের প্রারম্ভ কাল হইতে সেরূপ সেনাদল আর কখনও সজ্জিত হয় নাই। এদিকে মারবার-রাজ মানসিংহ আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রচণ্ড সমরোদ্যোগের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তদ্বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন এবং আপনার অধিগত সমস্ত সৈনিক লইয়া ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্য মধ্যে ঘোর অন্তর্বিবাদ উদ্ভূত হইয়া তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিরোধ স্থাপন করিল। উক্ত অন্তর্বিপ্লব রাজসিংহাসন লইয়াই সমুদ্ভূত হইয়াছিল। রাজ্যলিপ্সু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ মারবারের সামন্ত

---

* সিন্ধিয়া এতদুপলক্ষে আপনার গুরুত্ব বাড়াইবার জন্য ব্রিটিষ দূত ও তাঁহার দলবলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে সূর্য্যবংশীয় বাপ্পারাওলের বংশধর ও তৎপুত্রগণের রাজোচিত লক্ষণাদির সহিত কৃষককুলোৎপন্ন মহারাষ্ট্রীয়ের অস্বাভাবিক রাজলক্ষণের সমূহ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সিন্ধিয়ার পূর্ব্বপুরুষ হলচালনা করিত; এক্ষণে তিনি পিতৃপিতামহগণের আশীর্ব্বাদে ভারতে একজন রাজা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ। কৃষক-কুলে জন্মিয়া তিনি সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইতে সদাই ইচ্ছা করিতেন। এতদুপলক্ষে উদয়পুরের শোভনীয় প্রাসাদাবলি, সুরম্য দ্বীপ-পুঞ্জ ও উদ্যানবাটিকা সমূহ তাঁহার নয়নদর্পণে প্রতিভাত হইয়া তাঁহার সেই দুরাকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণতর বাড়াইয়া তুলিল। অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, জয়পুর-রাজ সিন্ধিয়াকে কর-দানে অসম্মত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন নাই; জগৎসিংহের প্রতি তাঁহার যে, বিদ্বেষভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ আছে; দুরাচার সিন্ধিয়া কৃষ্ণকুমারীর পাণি-গ্রহণে আশা করিয়াছিলেন।

এতদুপলক্ষে মহাত্মা টড্ উপস্থিত ছিলেন। "শত নৃপতির বংশধর" রাণা ভীমসিংহের তেজোব্যঞ্জ আকৃতি ও শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে দুঃখে তিনি কাতর না হইয়া বরং যাহাতে তাহা দূরীকৃত হয়, তদ্বিষয়ে সেই দিন হইতে ধৃতব্রত হইলেন। রাণার উপচিকির্ষা মহাত্মা টডের হৃদয়ে এতদূর বলবতী হইয়া উঠিল যে, তিনি স্বজাতি বিজাতি ভুলিয়া যাইয়া সেই সৎপ্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনে প্রাণমন উৎসর্গ করিলেন; অবশেষে আপনার মহান্ ব্রত সাধন করিয়া ভারতের অনন্ত কৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন।

সমিতেকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে অন্তর্বিবাদ অল্পে নিবারিত হয় নাই; তাহাতে অনেক অর্থ ও শোণিত ব্যয় হইয়াছিল; এমন কি দুর্বৃত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ্যের আন্তরিক বল অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষই রাজ্যের অনর্থের একটী প্রধান কারণ। মারবার অনেক দিন হইতে সেই অনর্থের রঙ্গস্থল হইয়া রহিয়াছে। সেই সমস্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কখনও কাহার ভাগ্যে সুফলপ্রদ হইয়াছে, আবার কাহারও বা সর্ব্বনাশ করিয়াছে। মানসিংহ তৎসাহায্যে মারবারের সিংহাসনে আরূঢ় হইতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দলাদলির সাহায্য না পাইলে আপন অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবেন না; সেই জন্য তিনি সেই পরস্পরবিদ্বেষী সৈনিক ও সামন্তদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

মানসিংহ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জগৎসিংহের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইলেন। যাহারা এতদিন তৎকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা এক্ষণে সময় পাইয়া তাঁহার বিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল; এবং মিবারের দুর্নীতির অনুসরণ করিয়া একজন অপনৃপতিকে আপনাদের শিরোদেশে স্থাপন পূর্ব্বক অভীষ্টসাধনে অগ্রসর হইল। সেই অপনৃপতির প্রচণ্ড পতাকা জয়পুর-নৃপতির বিশাল বাহিনীর মধ্যদেশে উড্ডীন হইল। জয়পুর-রাজ জগৎসিংহ ১২০,০০০ সৈন্য লইয়া আপনার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে মানসিংহ ঠিক তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ সৈন্য লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। মারবার ও অম্বরের প্রান্তভাগবর্ত্তী পুরবুৎসর নামক স্থানে উভয়ের সেনাদল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। যেরূপ উৎসাহের সহিত তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে, যুদ্ধ ঘোরতর হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। কেননা কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পরেই মানসিংহের অধিকাংশ সর্দ্দারগণ অপনৃপতির পক্ষে প্রয়াণ করিল। মানসিংহের আশাভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল; তিনি যে সর্দ্দারদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অবশেষে তাহারাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল! ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়? নৈরাশ্যে ভগ্নহৃদয় হইয়া মানসিংহ অবশেষে আপনার তরবারাঘাতে আপনার কণ্ঠ চ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে, যে কতিপয় সর্দ্দার তাঁহার পক্ষে অবস্থিত ছিলেন, ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার হস্ত হইতে তরবার কাড়িয়া লইলেন এবং অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে যুদ্ধস্থল হইতে লইয়া গেলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি নিস্তার পাইলেন না; তাঁহার শত্রুকুল তদনুসরণ পূর্ব্বক একবারে তাঁহার রাজধানীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার সামন্তগণ নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তদনন্তর তাহারা যোধপুর অবরোধ করিল। ক্রমাগত ছয়মাস ধরিয়া উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নাগরিকগণ উক্ত ছয়মাসের মধ্যে বিপুল বিক্রমের সহিত অবরোধকারিদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। ক্রমাগত ছয় মাস যুদ্ধের পর তাহারা অবশেষে নিতান্ত

নিস্তেজ ও হীন হইয়া পড়িল; সুতরাং যোধপুর শত্রুকুলের হস্তে পতিত হইল। শত্রুগণ তাহা হস্তগত করিয়া তন্মধ্যস্থ সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লইল। কিন্তু আবার তাহাদের দলমধ্যে সাম্প্রদায়িকভাব উদিত হওয়াতে তাহাদের সকল পরিশ্রম বিফল হইয়া গেল। সেই সাম্প্রদায়িক ভাব কচ্ছাবহ-সেনাদলের মধ্যে এরূপ তীব্রবেগে সংক্রামিত হইয়া পড়িল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই ছত্রভঙ্গের ন্যায় এক একটী দল এক এক দিকে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। এদিকে রাঠোরগণ সময় পাইয়া সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন সেনাদলের উপর পতিত হইয়া অনেককে সংহার করিতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে মহারাজ জগৎসিংহ প্রাণভয়ে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার তত আড়ম্বর, তত আস্ফালন সমস্তই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আপনার বিপদাশঙ্কা করিয়া অবশেষে তিনি পুরবুৎসর ও যোধপুরের লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত স্বনগরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তৎসমুদায় সামগ্রী জয়পুরে বাহিত হইবার পূর্ব্বে রাঠোর সর্দ্দারগণ পথিমধ্যে সমস্তই আচ্ছিন্ন করিয়া লইল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের দুর্ম্মতি হওয়াতে তাঁহারা রাঠোররাজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু জন্মভূমির প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। এক্ষণে স্বদেশের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল; তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, যে, তাঁহাদেরই কাপুরুষতা বশতঃই মারবাররাজ্যের উক্তরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। যদি তাঁহারা অম্বররাজের পক্ষ অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে কুশাবহগণ রাঠোরদুর্গ লুণ্ঠন করিতে পারিত না। সুতরাং কুশাবহ-লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীই তাঁহাদের সেই জঘন্য কাপুরুষতার কলঙ্কিত নিদর্শন। এক্ষণে সেই পাপ নিদর্শন যে, আবার জয়পুরে বাহিত হইবে, তাহা তাঁহারা প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিবেন না; সুতরাং যে কুশাবহ সেনাদল সেই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যরাজি লইয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া মারবারের সমস্ত দ্রব্যই উদ্ধার করিয়া লইলেন।

ঘটনাচক্রের ঘোরতর আবর্ত্তনে জগৎসিংহের সমস্ত উপায় ও অবলম্বন নষ্ট হইয়া গেল; তাঁহার বিপুল আশাভরসা শূন্যে বিলীন হইল। যে সুবিশাল সেনাদলকে সজ্জিত করিয়া তিনি মিবারভূমি আক্রমণ করিতে আসিলেন, তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তিনি অতি কষ্টে মারবারের অভ্যন্তর হইতে প্রাণ লইয়া স্বনগরে পলায়ন করিলেন। তাঁহার আপনার ও সেই সমস্ত সৈন্যগণের দুর্দ্দশার আর সীমা পরিসীমা রহিল না। কুক্ষণে তিনি কৃষ্ণকুমারীর প্রণয়ার্থী হইয়াছিলেন; কুক্ষণে তিনি মানসিংহকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। আপন দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এমনই দুর্ভাগ্য যে স্বনগরে প্রতিগত হইয়াও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। পরাজয়-নিবন্ধন দারুণ কষ্ট ও যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণ একবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার উপর আবার দীর্ঘকালের বেতন না পাওয়াতে তাহারা সামান্যমাত্র সংস্থানেও বঞ্চিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত দীন হীন সৈন্যগণ বেতনের প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া জয়পুরের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া যে কতকষ্ট ভোগ করিয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাহাদিগের চিতাভস্ম ও তাহাদিগের অশ্বকুলের অস্থিমালা দীর্ঘকাল

ধরিয়া জয়পুরের প্রাকারতলে পতিত ছিল;—শোভনীয় জয়পুর বহুদিবসের জন্য মরুময় বীভৎস শ্মশানভূমে পরিণত হইয়াছিল *।

দৈবের বিচিত্র গতি;—ভাগ্যতরঙ্গের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন; যে মানসিংহ আপনার সামন্ত ও সর্দ্দারগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একবারে বিনষ্ট হইতে যাইতেছিলেন; আজি তিনি সমস্ত বিঘ্ন, বিপদ ও সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিরুদ্বেগে রাজকার্য্য আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ শত্রুদল পরাহত,—তাঁহার প্রণষ্ট গৌরব আবার সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধৃত। এ সকল বিষয়ে তিনি আমির খাঁ নামক একজন দুর্দ্ধর্ষ পাঠানের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যত পাষণ্ড মুসলমান আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে;—যাহাদের পাপ নামাবলি অতীতসাক্ষী ইতিহাসের পবিত্র পত্র কলঙ্কিত করিয়া রহিয়াছে, আমির খাঁ তাহাদের অন্যতম। আমির খাঁ ইতিপূর্ব্বে মানসিংহের ভীষণ শত্রুমধ্যে গণিত ছিল,—যে অপনৃপতি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এতদিন দুর্বৃত্ত মুসলমান তাঁহার পক্ষেই অবস্থিত ছিল; কিন্তু পাপ অর্থলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া রাক্ষস সেই অপ-নৃপতির পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিল। দুর্বৃত্ত এমনই নৃশংস যে, যে অপ-নৃপতি তাহাকে এতদিন সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত রক্ষা করিলেন, অবশেষে তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। অপনৃপতিও তাঁহার অনুচরদিগকে সংহার করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া পাষণ্ড আমির খাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল এবং একটী মস্‌জিদের অভ্যন্তরে তাঁহার সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিয়া তৎপক্ষ অবলম্বন করিতে সম্মত হইল। তাহার সমস্ত কার্য্য যে, কপটতায় পরিপূর্ণ, তাহা হতভাগ্য অপ-নৃপতি আদৌ বুঝিতে পারিলেন না। আমির খাঁকে প্রাপ্ত হইয়া বরং তিনি সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাহার কপট সখ্যকে ঈশ্বরানুগ্রহ বলিয়া মনে করিয়া আপনাকে শত শত ধন্যবাদ দান করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার শিবিরমধ্যে নৃত্যগীতের আদেশ করিলেন। অচিরে কোকিলকণ্ঠী গায়িকাগণ বিশুদ্ধ তানলয়ে গীতিসুধা বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সকলকে আমোদিত করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই নৃত্য গীত ও আমোদাহ্লাদে মগ্ন হইয়া আছেন, এমন সময়ে দুর্বৃত্ত আমির খাঁ সদলে তাঁহাদের উপর আপতিত হইয়া শিবির-শ্রেণীর রজ্জুসমূহ কাটিয়া ফেলিল এবং তাঁহাদিগের সকলকেই সেই ছিন্ন পটগৃহ সমূহে জড়িত করিয়া গুলির আঘাতে পশুর ন্যায় সংহার করিল!

এইরূপে রাজস্থানের রঙ্গভূমে একখানি বিয়োগান্ত নাটকের একটী অঙ্ক অভিনীত হইল।—রাজপুতজাতির সর্ব্বনাশকর একটী জঘন্য চক্রান্তের পর্য্যবসান হইল; কিন্তু ইহার পরে যে আর একটী লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় হইল; তাহা শ্রবণ করিলে অতি

---

* মহাত্মা টড্ সাহেব স্বচক্ষে এই শোচনীয় কাণ্ডের অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত নানা কথাবার্ত্তা করিয়াছিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে জয়পুরের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তিনি উক্ত নগরের বালুকাময় প্রান্তরের উপরিভাগে সেই যুদ্ধকাণ্ডের দুই চারিটি ছিন্ন নিদর্শন দেখিয়াছিলেন।

পাষণ্ডেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শিশোদীয়কুলের লক্ষ্মীস্বরূপিনী রাজস্থানের সুন্দ-কমলিনী শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী নৃশংস, আততায়ী ও বিশ্বাস-ঘাতক পাষণ্ডগণের পরিতৃপ্তির জন্য আপনার অমূল্য ও পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিলেন! মারবার ও অম্বরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ একপ্রকার স্থগিত হইল বটে; কিন্তু যে রমণীকে লইয়া তাঁহাদের মধ্যে সেই বিদ্বেষভাব সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাঁহার আশা কেহই ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে ঘোরতর অনৈক্য, তাহা সমভাবেই রহিল। অবশেষে সেই ঘোরতর অনৈক্য হইতে যে অনল জ্বলিয়া উঠিল, তাহা অল্পে নির্ব্বাণ হয় নাই; তাহা নির্ব্বাণ করিতে সেই সুকুমারী বালিকার কোমল হৃদয়ের পবিত্র শোণিতের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে নরপিশাচ আমির খাঁ কর্তৃক রাঠোর অপ-নৃপতির সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল; এই লোমহর্ষণকর ও হৃদয়বিদারক কাণ্ড তাহারই উত্তেজনায় অভিনীত হয়;—স্বর্গীয় সরলার পবিত্র জীবনপ্রদীপ তাহারই প্ররোচনায় নির্ব্বাপিত হয়। হতভাগ্য রাণা ভীমসিংহ তাঁহার করে কলচালিত কাষ্ঠপুত্তলি স্বরূপ; তাঁহার স্বকীয় সামর্থ্য ও সাহস অণুমাত্রও ছিল না। বীরপূজ্য পবিত্র শিশোদীয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি অতি হেয় ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছিলেন! নতুবা তিনি কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে সেই নিরপরাধা সরলা কৃষ্ণকুমারীর প্রাণনাশে সম্মতি দান করিলেন? নতুবা তিনি প্রজাকুলের সুখ দুঃখের বিষয় না ভাবিয়া মিবারের আনন্দরূপিনী কৃষ্ণাকে সংহার করিতে কেমন করিয়া অনুমোদন করিলেন? তিনি শিশোদীয়কুলের অযোগ্য সন্তান,—বাপ্পারাওলের অযোগ্য বংশধর,—রাজপুতকুলের অযোগ্য নরপতি। পাঠক! যদি সেই সুরসুন্দরী কৃষ্ণকুমারীর জন্য দুই বিন্দু অশ্রু ফেলিতে ইচ্ছা হয়, যদি তাঁহার হতভাগিনী জননীর হৃদয়বিদারক রোদনের সহিত হৃদয় মিলাইয়া কাঁদিবার বাসনা থাকে, যদি পরের দুঃখে, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অকাল ও অযোগ্য বিনাশে, দেবতার শোচনীয় নিগ্রহে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ভাল বাসেন, তবে চলুন একবার সেই একদা-হাস্যময় উদয়পুরের উপত্যকা ক্ষেত্রে গমন করি; চলুন একবার উদয়পুরবাসিগণের সহিত হৃদয়তন্ত্রী মিলাইয়া কৃষ্ণকুমারীর জন্য প্রাণভরিয়া রোদন করি।

লাবণ্যবতী কৃষ্ণকুমারী বাই ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। যৌবনের সহচর সমস্ত সৌন্দর্য্যই তাঁহার স্বর্গীয় দেহকে তিলে তিলে সজ্জিত করিয়াছে। তিনি পিতৃ-অংশে যেরূপ উচ্চতম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মাতৃ-অংশেও সেইরূপ উচ্চতম কুলগৌরব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে প্রাচীন সৌর-নৃপতিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আনহলবারাপত্তনে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কৃষ্ণার জননী সেই প্রাচীন ও পবিত্রকুলে সমুদ্ভূতা। কৃষ্ণকুমারী যেরূপ উচ্চকুলে জন্মিয়াছেন, সেইরূপ উচ্চতম গুণগরিমার বিভূষিত হইয়াছেন। সেইজন্য তিনি "রাজস্থানের কমলিনী" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য যে, সে সেই দেব-দুহিতার অলোকসামান্যা লাবণ্যরাশি দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিতে পারিল না, সেই "কমলিনীর" স্নিগ্ধ স্বর্গীয় সৌরভের আঘ্রাণ লইতে পারিল না। সৌন্দর্য্য-বিকাশের প্রারম্ভকালেই সেই অনাঘ্রাত বিমল বিকচ

নলিনী বৃন্তচ্যুত হইয়া অকালে অনন্তকালের জন্ত ধ্বংস-সলিলে নিমগ্ন হইল। কৃষ্ণার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও অভাগিনী রমণী জগতে দুই চারিজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; উচ্চতম রাজকুলে জন্মিয়া সেরূপ অসহনীয় কষ্ট দুইচারিজন ভোগ করিয়াছেন, এবং মাতৃভূমির জন্ত সেরূপ যন্ত্রণাময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া জগতে দুই চারিটী রমণী আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, অথবা আততায়ী বিশ্বাসঘাতকের চক্রে সেরূপ কঠোরভাবে পিষ্ট হইয়াছেন। কৃষ্ণার অমূল্য জীবন বৃথা বিনষ্ট হইয়াছে। রোমীয়া রমণী অভাগিনী বার্জ্জিনিয়াও * নিরবলম্ব পিতার শাণিত ছুরিকামুখে আপনার হৃদয় পাতিয়া দিয়াছিলেন; এবং গ্রীসীয় সুন্দরী ইফিজিনিয়া † যূপকাষ্ঠে আপনার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁদিগের হতভাগ্য আত্মীয়স্বজনগণ ইহাঁদিগের পবিত্র জীবনের বিনিময়ে অনেক সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন। ভাবিয়া দেখিতে গেলে যদিও পবিত্র-হৃদয়া আর্য্যসুন্দরী কৃষ্ণার সমতুল্যা ললনা পাশ্চাত্যদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না; তথাপি বিশেষ মিলাইয়া দেখিলে ইহাঁর অসীম সৌন্দর্য্য, অনুপ গুণরাশি এবং কঠোর দুরদৃষ্টের সহিত য়ুরোপের উক্ত দুই রমণীর কোন কোন অংশে তুলনা হইতে পারে। তাঁহার সেই শোচনীয় আত্মোৎসর্গের বিবরণ শ্রবণ করিলে কোন ক্রমেই অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। যেদিন সেই সতীসীমন্তিনী আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, সে দিন কবে অনন্ত কালসাগরের অন্তস্তলে বিলীন হইয়া গিয়াছে; তথাপি মিবারবাসিগণ অদ্যাবধি তাঁহার সেই হৃদয়বিদারক মৃত্যুবিবরণ ভুলিতে পারে নাই; তথাপি কেহ তাঁহার স্মৃতিকে বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। তাঁহার সেই শোচনীয় আত্মোৎসর্গ মিবারবাসিগণের হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে, দারুণ শোকশেল বিদ্ধ করিয়াছে, তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ আজিও তাহাদিগের ম্রিয়মান মুখশ্রীতে দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও তাঁহার কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা তাহা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বর্ণন করিতে করিতে অজস্র অশ্রুসেকে অভিষিক্ত হইতে থাকে!

শোণিতপিপাসু পাষণ্ড আমির খাঁ পাশবী বিশ্বাস-ঘাতকতার সাহায্যে হতভাগ্য রাঠোর অপ-নৃপতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া উদয়পুরে আগমন করিল। দুর্বৃত্ত যে পৈশাচিক

---

* শ্রীমতী বার্জ্জিনিয়া রোমের বিখ্যাত মহারথ লিউসিয়স্ বার্জ্জিনিয়সের দুহিতা। কথিত আছে, এপিয়স ক্লডিয়স নামক জনৈক দুষ্টমতি ব্যক্তি বার্জ্জিনিয়াকে তাঁহার পিতা মাতার নিকট হইতে বলপুর্ব্বক অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। লিউসিয়স্ আপনার প্রাণসমা দুহিতার সতীত্ব ও সম্মান রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে প্রকাশ্য ফোরাম ক্ষেত্রে স্বহস্তে তাঁহাকে হত্যা করেন। বর্ণিত আছে, এতদ্‌ঘটনা খৃষ্টজন্মের ৪৪৯ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

† ইফিজিনিয়া, সুপ্রসিদ্ধ গ্রীসীয় মহাবীর এগেমেম্‌ননের দুহিতা। অলিস নামক দ্বীপে গ্রীসের যুদ্ধ পোতের গতি প্রতিরুদ্ধ হইলে ডিয়ানা দেবীর প্রসাদ লাভ করিবার জন্য এগেমেম্‌নন আপন দুহিতাকে তৎসমক্ষে বলি দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীসীয় পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, দেবী ডিয়ানা ইফিজিনিয়াকে বলি দিতে না দিয়া আপনি অপহরণ করিয়া লইয়া যান, এবং টরিস নগরে তাঁহাকে আপন মন্দিরে যোগিনী করিয়া রাখিয়া দেন।

কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছে, তাহাতে তাহার নামে অনপনেয় কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইয়াছে, সে নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ভারতের সর্ব্বস্থানে ঘোষিত হইয়াছে। তাহার নাম শ্রবণ করিয়াই লোকে ঘৃণা ও বিদ্বেষে কর্ণ আবৃত করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চন্দাবৎদিগের প্রমুখ অজিতসিংহ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অজিত স্বভাবতঃ শান্ত ও শিষ্ট, তাঁহার বাহ্য চাক্‌চিক্য বা জাঁকজমক কিছুই ছিল না; তিনি সম্মানের আদর করিতেন না; কিন্তু উচ্চ পদগৌরবের আকাঙ্ক্ষা করিতেন; ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। ধর্ম্মভাব হৃদয়ে প্রবল থাকিলে লোকে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, দুরাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি রিপুসমূহের অধিগত হয় না বটে; কিন্তু অজিতসিংহ সেরূপ ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে যে দুরাকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে প্রবর্দ্ধিত হইতেছিল, সেই প্রবর্দ্ধমান ধর্ম্মভাব তাহার পরিতৃপ্তি সাধনে কোনরূপ বাধা বা প্রতিরোধ স্থাপন করে নাই, করিলেও সেই তেজস্বিনী দুরাকাঙ্ক্ষার সম্মুখে তাহা দাঁড়াইতে পারিত কি না, সন্দেহ। সেই প্রচণ্ড দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতুষ্টি সাধন করিবার জন্য অজিত সমস্ত জগৎসংসারকে ধ্বংস করিতে পারিতেন। তবে ধর্ম্মভাব তাহার উন্মূলন সাধন করিতে কি প্রকার সক্ষম হইতে পারে? অজিতের সে ধর্ম্মভাব অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত। পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে যে ধর্ম্ম বাধা না দেয়, তাহা কি প্রকার ধর্ম্ম, তাহা মানববুদ্ধির অধিগম্য নহে। অজিত দুর্বৃত্ত আমির খাঁকে সমধিক যত্ন ও আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া রাজনন্দিনী কৃষ্ণার বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুরাচার পাঠান স্পষ্টই বলিল "রাজকুমারী হয় মানসিংহকে বিবাহ করুন, নতুবা আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া রাজবারার শান্তিস্থাপন করুন; ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই; ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে গেলেই রাণা মহাসঙ্কটে পতিত হইবেন।" রাণা ভীমসিংহ এসকল বিবরণ শ্রবণ করিলেন। তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইল; জীবন-স্বরূপিনী দুহিতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, কোন উপায় অবলম্বন করিলে সকল দিক্ রক্ষা হইবে, তাহা তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দুরাচার আমির খাঁর কথা না রাখিলে উদয়পুর ছারখার হইয়া যাইবে। একদিকে স্বর্গীয় সুকুমার অপত্যস্নেহ তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতে লাগিল, অপরদিকে আমির খাঁর কঠোর অনুশাসন মিবার-রক্ষার ভবিষ্যৎ চিত্র সম্মুখে ধারণ করিয়া সেই সুকুমার হৃদয়কে কঠোর করিয়া তুলিতে লাগিল। একবারে কোমল ও কঠোর দুইটী বৃত্তিদ্বারা যুগপৎ আলোড়িত হওয়াতে রাণার হৃদয় পৈশাচিক যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ক্রমে সেই সুকুমার অপত্যস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করিলেন এবং মিবার-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে আদেশ করিলেন—কৃষ্ণকুমারীকে মরিতে হইবে!

কৃষ্ণকুমারী মরিবেন;—রাজস্থানের ফুল্লসরোজিনী ললনা-ললাম রাজনন্দিনী কৃষ্ণকুমারী মিবার ভূমির জন্য বলিস্বরূপ উৎসৃষ্ট হইবেন! কিন্তু কে তাঁহাকে উৎসর্গ

করিবে? জগতে এমন কোন্ পাষণ্ড আছে, মানব-কুলে এমন কোন্ রাক্ষস আছে, যে পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া স্বহস্তে সেই সুকুমারীর কমলোপম কোমল-হৃদয়ে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিতে পারিবে?—কে সেই শান্ত বিকচ নলিনীকে নখাঘাতে ছিন্ন করিবে? এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য রাণা অন্তঃপুর মধ্যে কয়েকটী সর্দ্দার ও আত্মীয়স্বজনকে আহ্বান করিয়া নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। নানা বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, সেই পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয়ের জন্য অগ্রে পুরুষকে নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি পুরুষ কর্ত্তৃক তাহা অসাধ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে নারী নিয়োগ করা যাইবে। প্রাচ্যদেশীয় নরপতিগণের অন্তঃপুরকে এক একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিলেও বলা যায়। কেননা তাহার সহিত বহির্জ্জগতের বিশেষ কোন সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই অন্তঃপুর-ভবনের নিবিড় ছায়ার অভ্যন্তরে কত কত হতভাগ্যের অদৃষ্ট-গ্রন্থী যে দৃঢ়নিবদ্ধ থাকে, তাহা অনুমান করা কঠিন। প্রজাকুলের সুখ দুঃখের বীজ তন্মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। যাঁহাদিগের হস্তে সেই বীজের লালন ভার অর্পিত থাকে, তাঁহারা ভিন্ন অপরে কেহ তাহা দেখিতে পায় না; অপর কেহ তাহা জানিতে পারে না। আজি মিবারের দুর্ভাগ্যবশতঃ রাণার বিশাল অন্তঃপুরের এক পার্শ্বস্থ একটী নিভৃত কক্ষামধ্যে অভাগিনী কৃষ্ণকুমারীর অদৃষ্টলিখন লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। প্রথমে পুরুষদ্বারা সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় করাইবার আয়োজন হইল! শিশোদীয়কুলের মহারাজ দৌলত সিংহ * নামে জনৈক সামন্ত সেই অন্তঃপুর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাণার পরম আত্মীয়; সকলের ঐকমত্যক্রমে তিনিই সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত হইলেন। সরলা কৃষ্ণকুমারীর হৃদয়-শোণিতে উদয়পুরের সম্মানরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে তিনিই অনুরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি সেই কঠোর প্রস্তাব শ্রবণ করিবামাত্র ভয়, বিস্ময় ও ঘৃণায় অভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "যে রসনা হইতে এরূপ কঠোর বাক্য নির্গত হইয়াছে, তাহাতে শতধিক্। মহারাজ! আমার এরূপ বাক্যের দ্বারা রাজভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হইবে না; কিন্তু এরূপ পৈশাচিক অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে হয়, তবে সেই রাজভক্তি রসাতলে যাউক।" মহারাজা দৌলত সিংহ ছুরিকা লইতে অসম্মত হইলে মহারাজ যৌয়ান দাসের প্রতি সেই নৃশংস কার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। যৌয়ান দাস, ভীমসিংহের স্বর্গীয় পিতার অন্যতমা উপ-পত্নীর গর্ভে সমুদ্ভূত। বেশ্যাগর্ভজাত বলিয়া হউক, অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ হউক, তাঁহার হৃদয় স্বভাবতঃ কঠিন। সেই কঠোর প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেই কঠিন হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও কম্পিত হইল না! তিনি সহাস্যবদনে সেই লোমহর্ষণ হৃদয়স্তম্ভন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন! কিন্তু যখন সেই লাবণ্যবতীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল; যখন সেই সরলতাময়ী ফুল্লারবিন্দনিন্দিত মুখমণ্ডল ঈষৎ নত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তখন যৌয়ানদাসের

* মহাত্মা টড সাহেব বলেন "আমি দৌলতসিংহকে ভাল করিয়া জানিতাম,—তিনি একজন সরল ও সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি।"

সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হইল, তাঁহার হস্ত হইতে শাণিত ছুরিকা খসিয়া পড়িল! শোকে, দুঃখে, আত্মদ্রোহিতায় নিপীড়িত হইয়া তিনি নিতান্ত দীনভাবে সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে সেই পৈশাচিক চক্রান্ত অন্তঃপুরের চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, ক্রমে তাহা রাজমহিষীর কর্ণগোচর হইল। এই হৃদয়বিদারক দুরভিসন্ধির বিবরণ শ্রবণ করিবামাত্র রাজ্ঞী নিদারুণ শোকে, দুঃখে ও নৈরাশ্যে অতিমাত্র কাতর হইয়া "হায়, কি হইল" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সহচরীদিগের শুশ্রূষায় তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইল বটে; কিন্তু তিনি একবারে শোকোন্মত্তা হইয়া উঠিলেন। ভূমিশয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াই "হা কৃষ্ণা, হা কৃষ্ণা" প্রভৃতি হৃদয় বিদারক চীৎকার সহকারে আপনার প্রাণনন্দিনীকে হৃদয়ে লুক্কায়িত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং সেই নৃশংস ঘাতুকদিগকে শতসহস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; কখন তাহাদিগকে কঠোর বাক্যে গালি দিলেন, কখন তাহাদিগের চরণতলে পতিত হইয়া আপনার প্রাণকুমারীর প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, আবার কখন বা তাঁহাকে লইয়া সদম্ভে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় প্রস্থান করিবেন,—কোথায় বা আশ্রয় পাইবেন,—কি উপায়েই বা কৃষ্ণকুমারীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন? মহারাণা ভীমসিংহ যে, কৃষ্ণার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিতে আদেশ করিয়াছেন; তবে মহিষী কি প্রকারে আজি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন?

জীবনের জীবন স্বরূপিনী দুহিতার জীবন রক্ষায় অবশেষে রাজ্ঞী হতাশ হইলেন, নৈরাশ্যের হৃদয়ভেদী চীৎকারে অন্তঃপুর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; আজি বিধাতার কঠোর লিখনানুসারে অভাগিনী কৃষ্ণকুমারীর কালপূর্ণ হইবে। আজি তাঁহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাঁহার স্বর্গীয় প্রাণবায়ু কঠোর ছুরিকার আঘাতে বহির্গত হইবে? তাহা বলিয়া কি সেই সুকোমল ফুল্ল শতদল লোহাস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন হইবে? কখনই নহে; যে লোহাস্ত্রের আঘাতে কঠোর পাষাণও শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা আজি সুকোমল রমণীহৃদয় বিদ্ধ করিতে হারি মানিল। আজি সেই স্বর্গীয় জীবনদীপ নির্ব্বাণ করিবার জন্য গরলের আবশ্যক হইল। একজন রমণী সেই গরল প্রস্তুত করিয়া রাণার নামে কৃষ্ণকুমারীর হস্তে অর্পণ করিল। সুকুমারী সরলা কৃষ্ণা ধীরভাবে অকম্পিত হস্তে সেই বিষপাত্র গ্রহণ করিলেন; তাঁহার মস্তকের একগাছি কেশমাত্রও কম্পিত হইল না; তিনি একটীমাত্রও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন না। ঈশ্বরের নিকট পিতার দীর্ঘ জীবন ও শ্রীবৃদ্ধির কামনা করিয়া তিনি অবিকৃত হৃদয়ে সেই পাত্রস্থ বিষ পান করিয়া ফেলিলেন! তাঁহার জননী ঘোরতর শোকোন্মত্ত হইয়া প্রকৃত উন্মাদিনীর ন্যায় রাণার প্রতি শতসহস্র অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং নিদারুণ শোক, দুঃখ ও অভিমানে বারম্বার মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সরলা সুকুমারী কৃষ্ণার আকর্ণবিশ্রান্ত নলিন নয়নে বিন্দুমাত্রও অশ্রু দেখিতে পাওয়া গেল না! তিনি বসনাঞ্চলে জননীর

অশ্রুবারি মোচন করিয়া ধীরনম্রভাবে কহিলেন; "মা! তুমি কেন কাঁদিতেছ? "আমি মানবজীবনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি, তবে তুমি কেন শোক করিতেছ? "আমি মরিতে ভয় খাই না। কেনই বা ভয় খাইব? আমি কি তোমার গর্ভে জন্ম "গ্রহণ করি নাই? আমি কি তোমার দুহিতা নই? তবে আমি মৃত্যুকে কেন ভয় "খাইব? মা! যখন আমি রাজপুতকুলে রমণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন "আমি নিশ্চয়ই জানি যে, একদিন অপঘাত মৃত্যু ভোগ করিতে হইবেই হইবে; একদিন "এজীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। অভাগিনী রাজপুতরমণী যে মুহূর্ত্তে মাতৃগর্ভ "হইতে পতিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মরণ * নিশ্চয়; তবে যে আমি এতদিন "বাঁচিয়াছি, তজ্জন্য আমার পিতাঠাকুরকে শতধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" জীবননাশক হলাহল আজি কৃষ্ণকুমারীর প্রাণনাশে অক্ষম হইল। ততখানি বিষপান করিলেও তাঁহার কিছুই হইল না। সুতরাং অচিরে আর একপাত্র গরল প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণা তাহাও অম্লানবদনে পান করিলেন! কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। পরিশেষে যেন মানবী সহিষ্ণুতার চরমসীমা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিবার জন্য তৃতীয়বার বিষ প্রস্তুত করা হইল! সুকুমারী কৃষ্ণা পুনরায় তৃতীয়বারও অবিকৃত বদনে পান করিলেন; তাঁহার হস্ত মুহূর্ত্তের জন্যও কম্পিত হইল না; তাঁহার বিশাল নয়নপ্রান্তে সামান্য অশ্রুবিন্দুও দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু প্রকৃতি সতী সেই নৃশংস পাষণ্ডদিগের পৈশাচিক অভিপ্রায় সাধনের সহায়তা করিলেন না। তৃতীয়বারের উদ্যমও ব্যর্থ হইল দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। সকলেরই মনে এরূপ ধারণা হইল, বুঝি যে মোহিনী মায়া বীরবর বাপ্পারাওলের জীবন রক্ষা করিয়াছিল, আজি তাহা কৃষ্ণকুমারীর দেহে সংক্রামিত হইয়াছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু সেই রক্তপিপাসু নারকীদ্বয় আমির ও অজিত কিছুতেই নিরস্ত হইল না। যতক্ষণ না তাহাদিগের পৈশাচিক উদ্দেশ্য সাধিত হইল; যতক্ষণ না তাহাদের পাশবী স্বার্থপরতার তৃপ্তিবিধান করিবার জন্য সরলা বালিকা অনন্ত শয়নে শয়ন করিলেন, ততক্ষণ তাহারা কিছুতেই শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিল না। বারবার তিনবার পরাজয়ের পর তাহাদের নৃশংসতা যেন কঠোরতম হইয়া উঠিল। পরিশেষে অহিফেন ও কুসুমরস একত্রে মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার অত্যুৎকট হলাহল প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণকুমারী বুঝিলেন, এই শেষবার, এইবার তাঁহার জীবন অনন্তকালের জন্য দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে; এইবার তাঁহাকে ভবধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। শান্ত ও ঈষৎ হাস্যবিকাশে তাঁহার বিম্বাধর অল্প কম্পিত হইল; গোলাপনিন্দিত গণ্ডস্থল ঈষৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ঈশ্বরসমীপে মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই বিকট বিষ পান করিলেন। নৃশংস পাষণ্ড ও পিশাচগণের নিষ্ঠুর দুরভিসন্ধি সাধিত হইল! সুবর্ণ প্রতিমার বিসর্জ্জন হইল! হতভাগ্য ভীমসিংহের সৌভাগ্য-নাট্যভূমে গভীর যবনিকা পাতিত হইল! কৃষ্ণকুমারী নিদ্রিত হইলেন!

* এস্থলে রাজপুতদিগের শিশুহত্যারূপ জঘন্য আচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সেই মহানিদ্রা আর অপগত হইল না। কৃষ্ণা আর জাগিলেন না। সেই যে অনন্ত শয়নে অনন্ত নিদ্রার আবেশভরে তাঁহার ভ্রমরনিন্দিত নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল, তাহার আর উন্মীলন হইল না। কৃষ্ণা আর উঠিলেন না। নৃশংসের—পাষণ্ডের—নারকীর পৈশাচিক দুরাচরণে উল্লাসময় যৌবনের প্রারম্ভকালেই তিনি এপাপ জগৎসংসার ত্যাগ করিয়া অমরধামে যাত্রা করিলেন। রাজস্থানের ফুল্লনলিনী অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া অনন্ত কালসাগরে পড়িয়া গেল; ভারতের একটী শান্তোজ্জ্বল তারকা চিরকালের জন্য খসিয়া পড়িল!

কৃষ্ণার অভাগিনী জননী প্রাণপ্রতিমা দুহিতার শোকানলে তনু ত্যাগ করিয়া এ যন্ত্রণাময় জগৎসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে দিন সেই অমূল্য কন্যারত্ন অঙ্কচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল, সেই দিন তিনি জীবনের সকল আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিলেন, সকল প্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিবর্জ্জন করিলেন এবং পানাহার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনগৃহে কেবল শোক করিতে লাগিলেন। এইরূপ কঠোর প্রায়োপবেশনে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইয়া গেল; অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া প্রাণনন্দিনীর সহিত অনন্ত সুখের ধামে মিলিত হইলেন!

কথিত আছে, দুরাচার অজিতসিংহই এই অনর্থের মূল কারণ। সেই পাপিষ্ঠই পাঠান আমির খাঁকে উক্তরূপ পাশব প্রস্তাব করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। আমির খাঁর হৃদয় পাষাণবৎ কঠোর বটে, কিন্তু সেই লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় শেষ হইলে যখন সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল, তখন সে সেই স্বদেশদ্রোহী পাষণ্ড অজিতকে শতসহস্র ধিক্কার দিয়া কঠোরস্বরে বলিল "বিশ্বাসঘাতক! ইহা কি রাজপুতের উচিত কার্য্য হইয়াছে? যাও, তুমি আমার সম্মুখ হইতে দুর হইয়া যাও; আমি তোমার মুখাবলোকন করিতে চাহি না।" কিন্তু বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড অজিতকে আপনার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট তদপেক্ষা কঠোরতর তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছিল।—সেই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী—শক্তাবৎ সর্দ্দার সংগ্রামসিংহ। সংগ্রাম যেরূপ বীর, সেইরূপ তেজস্বী ও ন্যায়পর ছিলেন; সত্যপথে বিচরণ করিতে হইলে তিনি আপনার রাজার ভ্রূকুটিও গ্রাহ্য করিতেন না; প্রচণ্ড শত্রুর শাণিত কৃপাণের দিকেও দৃক্‌পাত করিতেন না। সেই লোমহর্ষণ বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হইলে চারি দিবস পরে তিনি রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত শিষ্টাচার দ্বারা আপনার আগমন বৃত্তান্ত বিদিত না করিয়াই তীব্রবেগে রাণার সম্মুখে আগমন পূর্ব্বক অতি কঠোর স্বরে বলিতে লাগিলেন "হা কাপুরুষ! সুবিমল শিশোদীয়কুলের পবিত্র মস্তকে কে ধূলি প্রক্ষেপ করিল? যে শিশোদীয়কুলের পবিত্র শোণিত শতসহস্র বৎসর ধরিয়া অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া আসিল, তাহা কে দূষিত করিয়া দিল? সরলা কৃষ্ণাকে বিনা দোষে সংহার করাতে আজি শিশোদীয়-কুল যে ঘোর পাপে লিপ্ত হইল, সেই পাপনিবন্ধন ইহা নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, আর কেহই ইহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আজি মিবারের ইতিবৃত্তে—বীরবর বাপ্পারাওলের পবিত্র কুলে যে গভীর কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইল, তাহা কেহই মোচন করিতে পারিবে না। আর কোন শিশোদীয়ই মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে না।

হায়! বিধাতা ক্ষত্রিয়কুলকে নির্ম্মূল করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; আজি তাঁহার কঠোর বিধানানুসারে ক্ষত্রিয়ের অধঃপতন অদূরবর্ত্তী। বাপ্পারাওলের বংশও বিলুপ্ত হইল।” তেজস্বী সংগ্রামসিংহের এই কঠোর বচন রাজসভাকে কম্পিত করিল। লজ্জা, শোক ও বিষাদভরে রাণা ভীমসিংহ করপুটে স্বীয় বদন লুকায়িত করিয়া দীনভাবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর তিনি পাষণ্ড অজিতের দিকে মুখ ফিরাইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন “রে শিশোদীয়কুলের কলঙ্ক! রে রাজপুতশোণিতের অযোগ্য নর! তুই যেমন আমাদিগকে কলঙ্ককালিমায় দূষিত করিয়াছিস্; সেইরূপ তোর শিরে ধূলিরাশি পতিত হউক। যেন তোকে নিঃসন্তান হইয়া মরিতে হয়, যেন তোর পাপ নাম তোর পাপ জীবনের সহিত ইহলোক হইতে অন্তরিত হয়। এ সর্ব্বনাশকর ক্ষিপ্রহস্ততা কিসের জন্য! পাঠান কি রাজধানী দলিত করিয়াছিল? অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল? ভাল, যদিও সে করিত, তাহা হইলে কি তোমার পিতৃপুরুষদিগের ন্যায়, প্রকৃত রাজপুতের ন্যায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারিতে না? এইরূপ আচরণ দ্বারা কি তাঁহারা যশোগৌরব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন? এইরূপেই কি আমাদিগের বংশ জগতে বিখ্যাত হইয়াছে? এইরূপেই কি তাঁহারা নরপতিকুলের বিক্রম প্রতিরোধ করিতেন? তুমি চিতোরের শকের * কথা ভুলিয়া গিয়াছ? কিন্তু আমি কাহাকে সম্বোধন করিতেছি?—ইহারা কি রাজপুত নহে? যদি তোমাদের মহিলাগণের সম্মান মর্য্যাদা বিপন্ন হইত, যদি তোমরা তাহাদিগকে সংহার করিয়া উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে শত্রুকুলের সম্মুখীন হইতে পারিতে, তাহা হইলে তোমাদের নাম সকলের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর বাপ্পারাওলের বংশকে অনন্ত বিনাশ হইতে রক্ষা করিতেন। কিন্তু এই জঘন্য কাপুরুষোচিত কার্য্য করিয়াও বাঁচিতে হইবে?—ধিক! আশঙ্কিত বিপদের আক্রমণ কাল পর্য্যন্তও তুমি অপেক্ষা কর নাই! ভীরুতা ও কাপুরুষতা তোমাকে রাজপুতোচিত সমস্ত গুণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, নতুবা তুমি শ্রীজির † শোণিত পাতিত করিবে কেন? এবং যদ্যপি প্রতারণার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে ঘৃণা বোধ না করিতে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন সামান্য বলি উৎসর্গ করিতে পারিতে! কিন্তু এ বিপুল রাজপুত কুলের অনন্ত বিনাশ নিকটবর্ত্তী হইতেছে!”

বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী অজিত তেজস্বী সংগ্রামসিংহের উক্ত কঠোর তিরস্কারের উত্তর দান করিতে সাহসী হইল না। সাহসী সংগ্রামসিংহ অনেক দিন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি মিবারের ভবিষ্য ভাগ্যগগনের দিকে চাহিয়া যে অমূল্যবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ ফলবান্ হইয়াছে। রাণার পুত্রকন্যায় যে পঁচানব্বুইটী সন্তান প্রসূত হইয়াছিল, একমাত্র কৃষ্ণার সোদর ভ্রাতা ভিন্ন আর সকলেই তেজস্বী সংগ্রামসিংহের

* চিতোর-ধ্বংসকে রাজপুতগণ শক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই শকের সহিত ইংরাজি “Sack” এর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

† রাণার সম্ভ্রমসূচক উপনাম।

সেই ভবিষ্যবচন পূরণ করিবার জন্য ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণার অপর দুইটী ভগিনী জীবিতা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন যশল্মীর, অপর জন বিকানীরের রাজকুমারের হস্তে অর্পিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গর্ভে যে কয়েকটী পুত্র সম্ভূত হইয়াছিল, ভারতের চিরন্তন প্রথার অনুসারে তাহারা মাতামহের সিংহাসনে স্থান পায় নাই। রাণার সেই পঞ্চোনশত সন্তানের মধ্যে অবশিষ্ট পুত্রের নাম যুবনসিংহ *। সেই যুবনসিংহই রাণা ভীমসিংহের বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, তাঁহার নয়নের জ্যোতিঃ; তাঁহার দগ্ধহৃদয়মরুর শান্ত ছায়াকুঞ্জ। সেই যুবনসিংহের মুখাবলোকন করিয়া তিনি সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়াছিলেন; মনে ছিল তিনি পুত্রবান্ হইয়া বিপুল গিহ্লোট কুলের নাম রক্ষা করিবেন, তাঁহার পিতৃলোকদিগকে জলগণ্ডূষ প্রদান করিবেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবনসিংহ পুত্রসন্তান লাভ করিতে পারেন নাই।

স্বদেশের দারুণ দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া বীর সংগ্রামসিংহ স্বদেশ-দ্রোহী কাপুরুষ অজিতের প্রতি যে অভিশাপ দান করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ফলবান হইয়াছিল। সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার পর এক মাস অতীত হইতে না হইতেই তাহার প্রাণপ্রতিমা বণিতা এবং হৃদয়ের আনন্দস্বরূপ পুত্রদ্বয় কালমুখে পতিত হইল। তাহার সাংসারিক সুখের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল; হৃদয়ের অমৃতপ্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া দগ্ধ চিতাকুণ্ডে পরিণত হইল। আর উপায় নাই, অবলম্বন নাই, সংসারের প্রতি মায়ামমতা নাই। পাশবী স্বার্থপরতার ক্রীতদাস অজিত আজি সংসার-বিরাগী উদাসীন। আজি বার্দ্ধক্যের সঙ্কীর্ণ সীমায় পদার্পণ করিয়া তিনি আত্মান্বেষণে ও আত্মপাপমোচনে তৎপর। যে কুটিল কটাক্ষে কপটতা দিবারাত্রি প্রচ্ছন্ন থাকিত, আজি তাহা সারল্যময়; যে পাপরসনায় অনুদিন পরনিন্দা, পরগ্লানি, পরদ্বেষের পাপমন্ত্র বিরাজ করিত, আজি তাহা কেবল রামগুণগানে নিরত; এবং যে হস্ত সেই সকল পাপাভিসন্ধির সাধনে সহায়তা করিত, তাহা কেবল এখন পবিত্র হরিনামমালা গণনা করিতেছে। কিন্তু তাঁহার হৃদয় আজিও পবিত্র হইতে পারে নাই। যে হৃদয় একদা হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধতম নরককূপ স্বরূপ ছিল, আজি তাহা সেই নারকীভাব হইতে এখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। তিনি আত্মকৃত পাপরাশির ক্ষালনার্থে মন্দিরে মন্দিরে পরিভ্রমণ ও কঠোর তপশ্চরণ করিয়া দীনদরিদ্র ও নিরন্ন ব্যক্তিদিগকে ধনরত্ন দান করিতে

* মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন, "যুবনসিংহ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় উদয়পুরে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উক্তরোগে আক্রান্ত হয়েন। যে সময়ে রাজকুমারের পীড়ার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়, সে সময়ে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। কিয়ৎকাল নিদ্রার পর তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া আনন্দোৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি এজীবনে তাহা কখনই ভুলিতে পারিব না।" যুবনসিংহ সেই কঠোর রোগের করাল গ্রাস হইতে মুক্তি পাইলে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীজি মেহতা সেই ভীষণ কবলে পতিত হয়েন। সে গ্রাস হইতে আর তাঁহাকে উঠিতে হয় নাই। শ্রীজি মেহতা ষড়যন্ত্ররচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; বলিতে গেলে তিনি অম্বজির বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়েন। টড্ সাহেব বলেন "এরূপ চরিত্রের লোক মিবার হইতে যতদিন না উচ্ছিন্ন হইবে, ততদিন দেশের মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই।"

লাগিলেন বটে; কিন্তু সেই পাশবী দুরাকাঙ্ক্ষাকে হৃদয় হইতে দূর করিতে পারিলেন না। এক্ষণে আর তাঁহার কথার আবশ্যক নাই; আইস, আমরা সংগ্রামের সহিত একবাক্যে বলি; "তাঁহার শিরে ধূলিরাশি পতিত হউক।" দুরাচার আজিত পাপ মোহে বিমূঢ় হইয়া যে সকল ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন। অকারণে সরলা সুকুমারী কৃষ্ণার প্রাণনাশ করাতে তাহার যে পাপকলঙ্ক কালিমা সঞ্চিত হইয়াছে, গঙ্গার সমস্ত সলিলরাশি ঢালিলেও কেহ তাহা কখনও ধৌত করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা নিচয়ের পর অজিতের সহতীর্থ পাষণ্ড আমির খাঁ ভারতের সমগ্র রাজন্যসমিতির সহিত "মৈত্রী ও একতাসূত্রে" আবদ্ধ হইল। সে যে সমস্ত ঘোরতর পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল; অন্তিমজীবনে দানধ্যান ও হিতচিকীর্ষা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে থাকিলেও সেই গভীর পাপরাশি মোচন করিতে সক্ষম হয় নাই। আমির দস্যুতা ও পরস্ব-লুণ্ঠনের সাহায্যে পাশবী স্বার্থপরতার যেরূপে পরিতুষ্টি সাধন করিতেছিল, তাহাতেই তাহার নাম লোকের ঘৃণা ও অভিশাপের বিষয়ীভূত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার উপর যখন আবার বিশ্বাসঘাতকতা সংযুক্ত হইল, তখন আমির খাঁর নাম যে অতি পাষণ্ড ও পিশাচদিগের আদর্শস্থল হইয়া রহিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতকতা তাহাকে সৌভাগ্যের যে উচ্চ শৃঙ্গে আরোপিত করিয়াছিল, অসির সাহায্যে সে স্বয়ং তদুপরি কখনও উঠিতে পারিত না। হায়! এ জগৎসংসার স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতারই সাধনভূমি; নতুবা পাপাচারী পাষণ্ডদিগেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে কেন? কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার মূলীভূত কারণ কে? কে তাহার সেই প্রচণ্ড স্বার্থপরতা-বহ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিয়া তাহাকে সেই বিশ্বাসঘাতকাচরণ করিতে সহায়তা করিয়াছিল?—আমির খাঁ স্বভাবতঃ ক্রূর, স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক বটে; কিন্তু ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া যদি তাহাকে প্রলোভন না দেখাইতেন, তাহা হইলে আমির খাঁ সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা আচরণ করিত কি না সন্দেহ। আমির খাঁ, হুলকারের বিদেশীয় প্রসিদ্ধ সামন্তগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিতেছিল; কিন্তু ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট "সুহৃদ্ভেদ" নীতি অবলম্বন করিয়া তাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ এবং আপন অধিগত সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে আরও বিপুল সম্পত্তি ও ক্ষমতা অর্পণ করিবেন এবং তিনি হুলকারের অধীনে যে সমস্ত জনপদ জাইগির স্বরূপ ভোগ করিতেছিলেন; তৎসমস্তই স্বাধীনভাবে অধিকার করিতে পারিবেন। অনেক চিন্তার পর আমির খাঁ তাহাতে সম্মত হইল এবং ভারতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড হেষ্টিংসের নিকট হইতে আপন প্রভুর রাজ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইল। তখন আমির খাঁ শিরোঞ্জ, টঙ্ক, রামপুর ও নিমবেহেরা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জনপদের আধিপত্যে অধিরূঢ় হইয়া ব্রিটিষসিংহের আশ্রয়চ্ছায়াতলে নবাব আমির খাঁ নামে একজন সামন্ত রাজারূপে আসন গ্রহণ করিলেন। পাঠান সিংহ আমির খাঁকে মহারাষ্ট্রীয় রাজের পক্ষ হইতে উক্তরূপে ভিন্ন করিয়া ব্রিটিষ

কেশরী রাজপুতানার দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; সুতরাং ইহাকে ভারতের একটী মঙ্গল বলিয়া গণনা করা উচিত।

কপটীর কাপট্যে ও পাষণ্ডদিগের ভীষণ অত্যাচারে রাজস্থানের নন্দনকানন সদৃশ মিবারভূমির যে শোচনীয় দুরবস্থা সংঘটিত হইল, তাহা চিন্তা করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও হতভাগিনী মিবারভূমি নিষ্কৃতি পাইল না। অত্যাচারের উপর অত্যাচারের প্রচণ্ড প্রপীড়নে মিবারের সর্ব্বাঙ্গে যে অসংখ্য ক্ষত সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার উপর আবার তাহাকে দুইটী কঠোর আঘাত সহ্য করিতে হইল। সে আঘাতে মিবারের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল; হাস্যময়ী মিবারভূমি শোকোদ্দীপক মরুশ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িল। সেই শোচনীয় অবস্থায় মিবার দীর্ঘকাল ধরিয়া পতিত রহিল। পরিশেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাণার সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যের সেই দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিতে পারিলেন।

খৃষ্টশকের ১৮০৬ অব্দের বসন্তকালে ইংরাজ দূত মিবাররূপ শ্মশানভূমে প্রবেশ করিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মিবারের শোচনীয় দুরবস্থাচিত্র তাঁহার নয়নদর্পণে তত প্রতিফলিত হইতে লাগিল। যে মিবার এককালে রাজস্থানের নন্দনকানন বলিয়া প্রথিত ছিল; যাহার ক্ষেত্রসমূহে নানাপ্রকার শস্যের নয়নস্নিগ্ধকর হরিদ্দৃশ্য নিরন্তর তরঙ্গায়িত হইত, যাহার নগর, গ্রাম ও পল্লীসকলের গৃহে গৃহে বিমল হাস্যজ্যোতিঃ দিবারাত্র বিস্ফুরিত হইত, আজি তাহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ভগ্নস্তূপ ও ভস্মাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতির হৃদয়ভেদী শোচনীয় বিষাদমূর্ত্তি নয়নগোচর হইয়া থাকে। কোথায় দুই চারিটী পল্লী একবারে স্তূপীকৃত ভস্মে পরিণত, কোথায় এক একটী নগর সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত;—গৃহে গৃহস্থ নাই, বিপণীতে পণ্যবিক্রেতা নাই, ক্ষেত্রে কৃষক নাই—শস্য নাই। সমস্তই জনশূন্য—পরিত্যক্ত—শোকোদ্দীপক! পাষণ্ড মহারাষ্ট্রীয়গণ যেস্থলে একবার সন্নিবিষ্ট হইত, সেস্থলের আর দুর্দ্দশার সীমাপরিসীমা থাকিত না এবং অষ্টপ্রহরের মধ্যেই অতিশোভনীয় ক্ষেত্রও বিষাদময় শ্মশানে পরিণত হইত! পরের সর্ব্বনাশসাধন এবং নগর-গ্রাম লুণ্ঠন ও উৎসাদন করা দুরাচার মার্হাট্টাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তাহারা যেখানে একবার গিয়াছে, সেইখানেই এই পাশব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে! সুখের বিষয়, সমস্ত পাষণ্ড ও নরঘাতকই পরিশেষে আপনাদিগের কঠোর পাপের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়া ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়াছিল। অম্বজি মিবারের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু পরিশেষে তিনি তৎসমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নৃশংসতা ও স্বার্থপরতা হইতে মিবারের যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার তিনি আপনিই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সিন্ধিয়া হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কৃত হয়, তাঁহাকেই সম্পূর্ণ অমান্য করিয়া তিনি গোয়ালিয়রে আপন স্বাধীনতা একপ্রকার পরিস্থাপন করিলেন। এতন্নিবন্ধন সিন্ধিয়ার বিদ্বেষভাব তদ্বিরুদ্ধে ঘোরতররূপে উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। তিনি অম্বজিকে শাস্তিদান করিবার জন্য

সুবিধা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একদিন তাঁহাকে একটী সামান্য তাম্বুমধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া জলন্ত উল্কাদ্বারা তাঁহার হস্তপদের অঙ্গুলিসমূহ দগ্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার সমস্ত ধনরত্নই আচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। সম্মুখে চক্ষের উপর সমস্ত ধনসম্পত্তি অপহৃত হয়, তাহা অর্থগৃধ্নু অম্বজি সহ্য করিতে পারিলেন না। সম্মুখে একখানি ছোট বিলাতি ছুরি ছিল; হতভাগ্য মহারাষ্ট্রীয় তাহার আঘাতে আত্মঘাতী হইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আত্মহননে সক্ষম হইল না। ইংরাজদূতের সহগামী শল্যচিকিৎসক তথায় অচিরে উপস্থিত হইয়া তাহার ক্ষত স্থানটী সীবন করিয়া দিলেন। তদনন্তর অম্বজি পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা দিয়া সিন্ধিয়ার করুণা ক্রয় করিতে সক্ষম হইলেন। আর একবার মিবারভূমি তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল; কিন্তু তাঁহাকে অধিকদিন আর তাহা ভোগ করিতে হইল না। শোকে, দুঃখে, দারুণ মনোবেদনায় নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া হতভাগ্য অম্বজি অল্পদিনের মধ্যেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় অবশিষ্ট ধনসম্পত্তি তাঁহার প্রাচীন বন্ধু জলিম সিংহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহা ১৮৪৮ সম্বতের ভীষণ চক্রান্তের অন্যতম সুখময় ফল। সেই চক্রান্তের যে সমস্ত বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল, সুখের বিষয় তাঁহাকে তাহা ভোগ করিতে হয় নাই *।

রাণার মন্ত্রী সতীদাস সত্তর হাজার টাকা দিয়া যশোবন্ত রাও ভাওয়ের নিকট হইতে কমলমীর প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই বিপুল অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য সেই জনপদের অন্তর্গত ভূমিসম্পত্তিসমূহ অনেকগুলি নূতন নূতন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে লাগিলেন। দুরাচার মির খাঁ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আপনার প্রচণ্ড সেনাদল লইয়া রাজধানীতে আপতিত হইল এবং রাণার নিকট এগার লক্ষ টাকা চাহিয়া ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল যে, যদি তিনি তাহার প্রার্থনা পূরণ না করেন, তাহা হইলে সে ভগবান্ একলিঙ্গদেবের মন্দির ভাঙ্গিয়া দিবে। মিবারের যেরূপ শোচনীয় দীনদশা সমুপস্থিত, তাহাতে রাণা উক্ত বিপুল পণ কি প্রকারে পরিশোধ করিবেন? কিন্তু না দিলেও নিস্তার নাই। সুতরাং অনেক কষ্টে তিনি সর্ব্বসমেত নয় লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাহাও রাণা কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এতন্নিবন্ধন পাষণ্ড আমির খাঁ রাণার দূতদিগকে যৎপরোনাস্তি অপমান ও উৎপীড়ন করিল। সেই উৎপীড়ন প্রতিরোধ করিতে যাওয়াতে মন্ত্রী কিষণদাস আহত হইলেন †। অতঃপর দুরাচার পাঠান উদয়পুরের গিরিবর্ত্ম নিচয়ের

* সিন্ধিয়ার শ্বশুর সেই সেনাপতির শিবির হইতে বিদূরিত হইলে সন্ধিপত্রের মতে কিছুকালের জন্য রাণার মন্ত্রিত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এতদবসরে তিনি রাজ্যের সমস্ত মূল্যবান্ কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছিলেন।

† মহামতি টড সাহেব বলেন, কিষণদাস সেই সকল সঙ্কটকালে তাঁহার নিকটে সদাসর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। রাণার সহিত টডের কথোপকথনকালে কিষণদাসই দ্বিভাষীর কার্য্য করিতেন। যদিও চন্দাবৎদিগের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র ছিল, তথাপি তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রভুভক্ত ছিলেন। টড সাহেব স্বচক্ষে তাঁহার মৃত্যু দেখিয়া ছিলেন। কিষণ দাসের মৃত্যু দেখিয়া তাঁহার ও ইংরাজ চিকিৎসকের মনে

মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিল। একদিকে তাহার জামাতা পাষণ্ড জামসিদ চিরাওয়া গিরিপথ দিয়া প্রবিষ্ট হইল; অপর দিকে সে স্বয়ং দোবারি পথে আপনার বিজয়িনী সেনা চালিত করিল। তাহাদিগের সেই প্রচণ্ড গতি কেহই রোধ করিতে পারিল না। দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত রহিল। রাণা তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে ঘোরতর অপমানিত করিয়া তাহারা নাগরিকগণের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। কত হতভাগ্যের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল; কত শোভনীয় অট্টালিকা ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, কত দুর্ভাগ্যবান রাজপুত চিরন্তন সম্মানমর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়া অতি দীনদশায় নিপাতিত হইল। দুরাচারদিগের পৈশাচিক অত্যাচার দিন দিন এত বাড়িতে লাগিল যে, কোন ব্যক্তিই স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া সুখে বাস করিতে পারিল না; তাহাদিগের উৎপীড়নের ভয়ে কোন মহিলাই অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিতে পারিত না; কোন ব্যক্তিই ভদ্রোচিত বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক তাহাদিগের সম্মুখ দিয়া যাইতে পারিত না। এমন কি একটী সুদৃশ্য উষ্ণীশ বা অঙ্গরাখা দেখিলেই পাষণ্ডদিগের অপহরণ করিবার বাসনা জন্মিত! পিশাচ পাঠানদিগের সেই ভীষণ অত্যাচারের নিদর্শন আজিও উদয়পুরের ভগ্নাবশেষ-রাশির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও প্রকৃতি সতী সেই ভগ্নাবশেষ-রাশির মধ্য হইতে করুণ রোলে পাষণ্ড পাঠানদিগের পাশব অত্যাচারের কাহিনী ঘোষণা করিয়া থাকেন।

কিন্তু ইহাতেও মিবার নিষ্কৃতি পাইল না। ইহাতেও পাষণ্ডগণ মিবারভূমিকে ত্যাগ করিল না। সোণার মিবারভূমি আজি শ্মশানে পরিণত; নাগরিক ও জানপদগণ অন্নাভাবে ও পরপীড়নে মুমূর্ষুপ্রায়,—রাজপুতের জাতীয় জীবন একপ্রকার বিনষ্ট। তথাপি পিশাচগণ সেই অগণ্যক্ষতসঙ্কুলা কঙ্কালমালিনী মিবারভূমির শোণিত শোষণ করিতে ক্ষান্ত রহিল না। সম্বৎ ১৮৬৭ (খৃঃ ১৮১১) অব্দে ক্রূরচরিত বাপু সিন্ধিয়া সুবাদার উপাধি ধারণ করিয়া সদলে উদয়পুরের উপত্যকা মধ্যে আপতিত হইল। এদিকে পাষণ্ড মির খাঁর পাঠান সৈন্যগণ রাজধানীর অপর প্রান্তে প্রবেশ পূর্ব্বক লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়া মিবার শ্মশানভূমে বিকট প্রেতের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে আবার উভয় দলের মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত লইয়া ঘোরতর বিবাদ বাধিতে লাগিল। এইরূপে দুইটী পরস্পর বিসম্বাদী বৈরীদলের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া মিবারভূমি পদে পদে যে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল; তাহা ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। দুরাচার পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পৈশাচিক উৎপীড়ন এবং তাহাদিগের পরস্পর বিবাদজনিত অত্যাচার হইতে মিবারভূমিকে রক্ষা করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণা অবশেষে রক্তপিপাসু দস্যুদিগের মধ্যে আপনার প্রাণাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিভাগ করিয়া দিতে

বিষম সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের মনে এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে, কোন দুরাচার ব্যক্তি দুর্ভাগ্য কিষণদাসকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শতসহস্র ব্যক্তি চারিদিক হইতে বিলাপ করিয়াছিল। ইহাতে বোধ হয়, তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন।

সম্মত হইলেন! এই বিষয় স্থির করিবার জন্য "ধল মুগরা" (ধবলমেরু) নামক স্থানে একটী সভা * আহূত হইল; রাণার প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েক ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত হইলেন; অচিরে সভার উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত ও সাধিত হইল। পিশাচদ্বয়ের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। মিবারের ক্ষত বিক্ষত গাত্রে দারুণ ক্ষতসংঘ সমুদ্ভূত হইল। আজি শ্মশান লইয়া প্রেত ও পিশাচের আনন্দ;—শব লইয়া শৃগাল কুক্কুরের মহোৎসব! মিবারভূমি আজি শ্মশান,—মিবারের হীনজীবন অধিবাসিবৃন্দ আজি অসংখ্য শব। তাহাদিগের সাড় নাই, সংজ্ঞা নাই, চেতনা নাই, উৎসাহ নাই; যে হৃদয় এককালে শত্রুর সামান্যতম অত্যাচারে নিদারুণ রোষ ও জিঘাংসায় উল্লম্ফিত হইয়া উঠিত, আজি তাহা নির্জ্জীব। পদাঘাতের উপর পদাঘাতের প্রচণ্ড প্রপীড়নেও আজি তাহা অসাড় হইয়া রহিয়াছে! বুঝিলাম বিধাতা মিবারভূমির প্রতি নিতান্ত বিমুখ, নতুবা স্বর্ণপ্রতিমা কৃষ্ণকুমারী বিনা কারণে বিসর্জ্জিত হইবেন কেন,—নতুবা বাপ্পারাওলের বংশধর হইয়া ভীমসিংহ ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া পড়িবেন কেন? আজি মিবারের সে সৌন্দর্য্য কোথায়? যে সৌন্দর্য্যের প্রভাবে মিবারভূমি একদা রাজস্থানের নন্দনকানন সদৃশ হইয়াছিল; আজি মিবারের সে সৌন্দর্য্য কোথায়? যে সকল বীরগণের জলন্ত আত্মোৎসর্গ প্রভাবে মিবারভূমি একদা সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, জগতের মধ্যে বীরজননী বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিল; সে সকল স্বদেশপ্রেমিক মহাবীরগণ আজি অনন্ত শয়নে শায়িত।—তাঁহারা কি আর উঠিবেন না? দেশবৈরী দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন না? যে জন্মভূমির সামান্যমাত্র অপমান হইলে ক্রোধে ও জিঘাংসায় তাঁহারা উন্মত্ত হইতেন, তাঁহাদের "প্রাণাদপি গরীয়সী" সেই জননী জন্মভূমি আজি নিরন্তর শত্রুকর্ত্তৃক নিদারুণ রূপে দলিত হইতেছে; ইহা দেখিয়াও কি তাঁহারা সেই শ্মশানশয্যা ত্যাগ করিবেন না? কোথায় প্রতাপসিংহ! অরি-দুর্দ্দমদ, যবনদর্পহারী, আর্য্যকুলের গৌরব-রবি বীরকেশরী প্রতাপসিংহ;—কোথায় তুমি? দেব! পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে মাতৃভূমিকে প্রচণ্ড যবনগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, আজি তাহা অনাথা, নিরাশ্রয়া, নিঃসহায়ার ন্যায় পিশাচকর্ত্তৃক নিরন্তর নিপীড়িত হইতেছে! আজি তোমার পঞ্চবিংশতি বৎসরের সাধনার ফল শত্রুপদতলে দলিত হইতেছে;—তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। সন্ন্যাসিবর! একবার তোমার অলৌকিক আত্মত্যাগ ও কঠোর সন্ন্যাসের জলন্ত চিত্র এই নির্জ্জীব, নিঃস্পৃহ রাজপুতদিগের সমক্ষে ধারণ কর; তাহারা আবার তোমার মহনীয় বীরত্বে, মহত্ত্বে ও স্বদেশপ্রেমিকতার অনুপ্রাণিত হউক, জগতে রাজপুত নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক, জননী জন্মভূমির দুঃখ মোচন করিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের অধিকারী হউক।

বীরপ্রসবিনী মিবারভূমি আজি বীরশূন্যা হইয়া রসাতলের নিম্নতম কূপে নিমজ্জিত হইতেছে, কনকপুরী শোচনীয় শ্মশানভূমে পরিণত হইয়া পড়িতেছে! আর মিবারের

* সতীদাস, কিষণদাস ও রূপরাম এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সে সৌন্দর্য্য নাই; আর মিবারের সেই মহোচ্চ সম্মান নাই; আর মিবারের সে সভ্যতা, তেজস্বিতা, বীর্য্যমত্তা নাই! মিবার আজি মরুশ্মশান, দগ্ধ মরুশ্মশান,—চিতাভস্মময় দগ্ধ মরুশ্মশান! ইহার ক্ষেত্র সকল পরিত্যক্ত,—নগর গ্রাম বিধ্বস্ত—গৃহাবাস লোকশূন্য! ইহার অধিবাসিবৃন্দ নির্ব্বাসিত, সর্দ্দার ও সামন্তগণ ভীরুতা ও কাপুরুষতা প্রভৃতি দুর্নীতি কলঙ্কে কলঙ্কিত;—রাজা ও রাজপরিবারবর্গ নিপীড়িত, নিরুপায়—নিরবলম্ব! আর কেহ নাই যে, মহারাজা বাপ্পারাওলের বীরবংশকে শোচনীয় অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবে! আর কোন মহাপুরুষ নাই যে, সঞ্জীবন-মন্ত্র-বলে মিবারের স্তূপীকৃত চিতাভস্ম হইতে নূতন নূতন বীরের সৃষ্টি করিবে! সেই জন্য বলিতেছি সোণার মিবারভূমি আজি চিতাভস্মময় দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত! এই শ্মশানভূমির হৃদয়বিদারক বীভৎসভাব শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া রাক্ষস পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়গণ দীনদরিদ্র মিবারবাসিগণের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডলমুষ্টিও অপহরণ করিতে লাগিল, তাহাদিগের ছিন্ন ও মলিন বসনও কাড়িয়া লইতে লাগিল! আর মিবারের কি আছে? রাজস্থানের রাজমহিষী মিবারভূমি আজি ভিখারিণী—ভিখারিণী হইতেও হীনা—দীনা—অভাগিনী। তথাপি দুরাচার * নৃশংস বাপু সিন্ধিয়া মিবারের অবশিষ্ট ধন রত্ন অপহরণ পূর্ব্বক সর্দ্দার ও সামন্ত, বণিক ও কৃষকদিগকে বন্দীভাবে আজমীরে লইয়া গেল। সেই আজমীরের অন্ধকারময় কারাগারসমূহের অভ্যন্তরে মিবারবাসিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পতিত রহিল! অনেকেই আপনাপন মুক্তিপণ প্রদান করিতে না পারাতে সেই অন্ধতম প্রদেশেই লৌহশৃঙ্খলের কঠোর নিষ্পেষণে প্রাণত্যাগ করিল! যাহারা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিল, তাহারা উক্ত বৎসরের সন্ধি-অনুসারে মুক্তিলাভ করিয়া কঙ্কালমাত্র লইয়া কারাগার হইতে বহির্গত হইল।

---

* ইংরাজের সহিত রাণার সন্ধিবন্ধন হইলে বাপু সিন্ধিয়া আজমির হইতে বিতাড়িত হইল। তখন সে মিবারের ভিতর দিয়া আপনার ভবিষ্যৎ আবাসভবনে প্রতিগমন করিল। মিবারবাসিগণ তৎপ্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিল যে, সেই সময়ে তাহার গায়ে থুথু দিয়াছিল এবং তাহার প্রতি নানাপ্রকার গালি বর্ষণ করিয়াছিল। অহঙ্কারে মত্ত হইলে নিশ্চয়ই পড়িতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়।
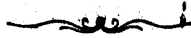
লুণ্ঠনপ্রথার দমন ;—রাজপুত নৃপতিগণের সহিত ইংরাজের মৈত্রী-বন্ধন ;—মিবারে ইংরাজ দূতের নিয়োগ ; উদয়পুরে তাঁহার আগমন ;—তাঁহাকে রাণার অভ্যর্থনা ;—রাণার চরিত্র বর্ণন ;—স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত তাঁহার উপায় উদ্ভাবন ;—নির্ব্বাসিতদিগকে পুনরাহ্বান ;—বণিকদিগকে আমন্ত্রণ ;—ভিলবারা স্থাপন ;—সর্দ্দার বর্গের একত্র সমাবেশ ;—সন্ধি পত্র-দৃঢ়ীকরণ ;—ভূমিসম্পত্তি পুনর্গ্রহণ ;—আর্জ্জার সর্দ্দারগণের সম্বন্ধে কয়েকটী বিবরণ ;—বেদনোর, ভেদৈশর ও আমৈত ;—মিবারের ভূমিভুক্তি প্রথা ;—পল্লী-বিধান ;—"বাপোতা" ও "ভূমিয়া" ;—ভূমিস্বত্তাধিকার সম্বন্ধে পুরাণ বচন ;—"পেটেল" —তাহার উৎপত্তি ও অবস্থা-পরিকীর্ত্তন ;—ভূমিত্বের নিয়ম-নির্দ্ধারণ ;—সাধারণ ফলাফল।

গিহ্লোটকুলের ভাগ্যচক্রের প্রভূত পরিবর্ত্তনের সহিত মহারাজ কণকসেনের বংশধরদিগের ইতিহাস খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যথাযথ বর্ণিত হইল। এই প্রায় দ্বিসহস্র বৎসরের মধ্যে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ কনকসেনের রোপিত বংশতরুর উৎপত্তি, পরিপুষ্টি; অবশেষে তাহার অধঃপতন পর্য্যন্ত পরিকথিত হইল। পারদ, ভিল, তুর্কি, তাতার প্রভৃতি কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মিবারবক্ষে আপতিত হইয়া এই প্রকাণ্ড বংশতরুকে সমূলে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কত প্রচণ্ড বিপ্লব-ঝটিকা ইহার শাখাপ্রশাখা ভগ্ন করিবার উদ্যম করিয়াছে; কিন্তু মহারাজ শিলাদিত্যের বংশধরদিগের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, আলৌকিক বীরবিক্রম এবং বিস্ময়কর স্বদেশানুরাগের বিরুদ্ধে সে সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত উদ্যম সফল হয় নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রচণ্ড পরপীড়নে ও ভয়াবহ সংঘর্ষে মিবারের হৃদয়শোণিত অবিরল ধারে নিঃসারিত হইয়াছে, বীরপ্রসূ মিবারভূমি অনাথা, নির্ব্বীরা ও নিঃসহায়া হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রমে স্বজাতিদ্রোহী দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণ মিবারের সেই ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে ভীষণতর আঘাত করিয়া মিবারকে দুর্দ্দশার অন্ধতম কূপে নিমজ্জিত করিয়াছে। তাহাদিগের পৈশাচিক অত্যাচারে সমগ্র রাজস্থানক্ষেত্রের যে কিরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। লুণ্ঠন, সর্ব্বোৎসাদন ও ভয়াবহ লোকসংহারের হৃদয়বিদারক চিত্র ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরঙ্কন এখানে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। নিষ্ঠুরহৃদয় মহারাষ্ট্রীয় ও পাঠানদিগের অত্যাচাররূপ ভীষণ অঙ্কুশের প্রচণ্ড তাড়ন সহ্য করিয়া রাজপুতগণ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন ও হতচেতন হইয়া পড়িতেছিলেন। এমন সময়ে মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহাদিগের দগ্ধ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে শান্তিবারি সেচন করিয়া ম্রিয়মান রাজপুত সমিতির হৃদয়ে নূতন বল প্রয়োগ করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় ও পাঠানগণ স্বদেশতাড়িত ও স্বশ্রেণীচ্যুত পর্ত্তুগিজ, ফারাসি ও ইংরাজ প্রভৃতি দস্যুদিগের সাহায্যে স্থানে স্থানে যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দস্যুসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিল, তৎসমুদায়ের সাহায্যেই ভারতবর্ষে সমূহ অনর্থ

সংসাধিত হয়। ভারতের উত্তপ্ত হৃদয়ে সুস্নিগ্ধ শান্তিবারি সেচন করিতে মনস্থ করিয়া সদাশয় ইংরাজগণ সর্ব্বপ্রথম সেই প্রকাণ্ড দস্যুসমিতিকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লর্ড হেষ্টিংসের বিচক্ষণতার প্রভাবে পাষণ্ড দস্যুদিগের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল,—তাহাদিগের দলবল চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। সেই সমস্ত পাষণ্ডদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যে দিন ভারতবাসী অনেক দিনের পর শান্তির আস্বাদন পাইল, সেই দিন এই সুদূর সপ্তসিন্ধব দেশে শ্বেতদ্বীপবাসী বণিকবেশী ব্রিটনের প্রভুতা দৃঢ়ভাবে নিযন্ত্রিত হইল।

ইংরাজ শাসনকর্ত্তার কঠোর উদ্যমে ভারতের শান্তিবিঘাতক পাষণ্ড দস্যুদিগের বিষদন্ত ভগ্ন হইলে, দুরাচারগণ চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু যাহাতে তাহারা আবার একত্রিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজন্য সমাজকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা, বিশেষ আবশ্যকীয় ও নীতিসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইল। এতদনুসারে ইংরাজ শাসনকর্ত্তা রাজপুত নৃপতিদিগের নিকট মন্তব্যপত্র প্রেরণ করিয়া সকলকে এক অভিন্ন একতা ও সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। একমাত্র জয়পুরের নৃপতি ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত রাজপুতই সানন্দে ইংরাজের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। দিল্লি সেই মহতী সাধনার উপযুক্ত স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। অমনি অল্পকালের মধ্যেই দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের দূতবৃন্দ দিল্লি-নগরীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র রাজপুত সমিতির ভাগ্যসূত্র ব্রিটনের সহিত সম্বদ্ধ হইল। সেই সন্ধিপত্রে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, রাজপুতগণ ভিতরে ভিতরে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের রাজস্বের কিয়দংশ পণস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন *।

---

* ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত রাণা ভীমসিংহের যে সন্ধিপত্র সম্বদ্ধ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক সূত্রের অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত হইল।

১ম। এই দুইটী রাজকুলের মধ্যে বংশপরম্পরানুক্রমে চিরকালের জন্য বন্ধুত্ব, সমবেদনা ও একতাসূত্র সম্বদ্ধ হইবে, এবং একজনের মিত্র ও শত্রু অপরের মিত্র ও শত্রুরূপে পরিগণিত হইবে।

২য়। উদয়পুররাজ্যকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট প্রবৃত্ত হইলেন।

৩য়। উদয়পুরের মহারাণা সদাসর্ব্বদা ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অধীন সহযোগিতা কার্য্য করিবেন, এবং তাহার প্রভুতা স্বীকার করিবেন। অন্যান্য রাজা বা রাজকুলের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না।

৪র্থ। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে না জানাইয়া এবং তাহার সম্মতি না লইয়া উদয়পুরের মহারাণা কোন রাজা বা রাজকুলের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না। তবে তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সহিত যেরূপ সুহৃৎ সমালাপ চলিয়া থাকে, সেইরূপই থাকিবে।

৫ম। উদয়পুরের মহারাণা কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না; যদি দৈববশাৎ কাহারও সহিত তাঁহার কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাহার মীমাংসা ও বিচার ভার সমর্পিত হইবে।

৬ষ্ঠ। উদয়পুরের প্রকৃত প্রাদেশিক বিভাগ হইতে যে রাজস্ব উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহার এক চতুর্থাংশ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে করস্বরূপ প্রদত্ত হইবে। তাহার পর তৃতীয়াংশ

যে সমস্ত দেশীয় নরপতি অত্যাচারী দস্যুদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র রাণা সন্ধিবন্ধনের যেরূপ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, এমন আর কেহই নহে। সেই সন্ধিবন্ধন হইতে তাঁহার হৃদয় যে পরিমাণে শান্তি সম্ভোগ করিয়াছিল, এমন আর কোন নৃপতিরই নহে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি দিবসে রাণা সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তৎপরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি মাসেই সেই নবসম্বদ্ধ সন্ধিসূত্রের নিয়মাবলি রক্ষা করিবার জন্য একটি দূত নির্ব্বাচিত হইয়া উদয়পুরে রাণার সভায় উপস্থিত হইলেন। দুর্বৃত্ত সিন্ধিয়ার অনুচরগণ রাণার যে সমস্ত ভূমিসম্পত্তি অন্যায়রূপে অধিকার করিয়াছিল, তৎসমস্তের উদ্ধার এবং বৈপ্লবিক সর্দ্দার ও সামন্ত দিগের দমন করিবার জন্য একটী বিশাল বাহিনী সজ্জিত হইয়া অচিরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল *। রায়পুর, রাজনগর, প্রভৃতি যে সকল দুর্গ জনস্থানভূভাগে অবস্থিত ছিল, তৎসমস্তই সেই সকল বিদ্রোহী সর্দ্দারগণের হস্তে পতিত। কিন্তু এক্ষণে সেই সমস্ত দুর্গেরই পুনরুদ্ধার সাধিত হইল। সেই সঙ্গে সৌভাগ্যবান্ সুচতুর ইংরাজ একটি বিশাল দুর্গ লাভ করিতে পারিলেন। কমলমিরে যে রাজকীয় সেনা সংস্থাপিত ছিল, তাহারা অনেক দিবসাবধি বেতন পায় নাই। কিন্তু ইংরাজগবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করিয়া সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন।

(অর্থাৎ ছয় আনা হিসাবে) রাণা চিরকালের জন্য প্রদান করিবেন। করদান বিষয়ে আর কোন ব্যক্তির সহিত রাণার কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। যদি কেহ করের জন্য কোনরূপ দাবীদাওয়া করে, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাহার উত্তর দানে প্রস্তুত রহিলেন।

৭ম। এক্ষণে মহারাণা জ্ঞাপন করিতেছেন যে, কোন কোন ব্যক্তি উদয়পুরের শাসনাধীন কতকগুলি জনপদ অন্যায়রূপে হস্তগত করিয়া লইয়াছে, এবং তিনি এক্ষণে সেই সকল অপহৃত ভূমিসম্পত্তির পুনরুদ্ধারের প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে ঠিক হস্তার্পণ করিতে অক্ষম হইলেও উদয়পুর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কোন ক্রটী করিবেন না এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপযুক্ত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া যোগ্যতানুসারে সেই উদ্দেশ্য-সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের আনুকুল্যে মহারাণা এইরূপে যেসকল ভূমিসম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, তৎসমুদয়ের রাজস্ব হইতে অষ্টতৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ছয় আনা হিসাবে) ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে হইবে।

৮ম। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনানুসারে উদয়পুরের রাজকীয় সেনা সংযোজনা করিতে হইবে।

৯ম। উদয়পুরের মহারাণা আপনার রাজ্যের মধ্যে একচ্ছত্রী অধিপতি থাকিবেন, তাঁহার রাজ্যমধ্যে ব্রিটিষ-প্রভুতা প্রচারিত হইবে না।

১০ম। দশ-সূত্র-সম্বলিত এই সন্ধিপত্র খানি দিল্লিনগরীতে সম্বদ্ধ এবং মেঃ চার্লস্ থিওফিলাস মেটকাফ ও ঠাকুর অজিৎসিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইল। অদ্য হইতে এক মাসের মধ্যে মহামান্য মহানুভাব গবর্ণর জেনারেল এবং মহারাণা ভীমসিংহ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত হইবে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ত্রয়োদশ দিবসে দিল্লিনগরীতে এই সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল।

(স্বাক্ষরিত) সি, টি, মেটকাফ, (মোহরাঙ্ক)

ঠাকুর অজিৎসিংহ, (মোহরাঙ্ক)

* লাট হেষ্টিংস কর্ত্তৃক মহাত্মা টড্ সাহেব ঠিক এই সময়ে "প্রতীচ্য রাজপুত-প্রদেশসমূহের পোলিটিকেল এজেণ্ট" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাণার রাজসভায় লাটের প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৭-১৮ অব্দের সংগ্রামকালে টড্ সাহেব উত্তরস্থ সেনাদলের বিবিধ শাখা প্রশাখার কথোপকথনের কেন্দ্র স্বরূপ স্থাপিত হইয়াছিলেন।

কনলমিরের পূর্ব্বভাগস্থিত জিহাজপুর হইতে ইংরাজ দূত উদয়পুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সে স্থল উদয়পুর হইতে প্রায় ১৪০ মাইল বিস্তৃত হইবে। এই বিস্তৃত প্রদেশের বিশাল দ্রাঘিমার মধ্যে কেবল দুইটী স্বল্পলোকপূর্ণ নগর দূতবরের দৃষ্টিগোচর হইল। তদ্ভিন্ন সমস্তই নির্জ্জন, পরিত্যক্ত ও নীরব। জনসমাগম হইতে বঞ্চিত হওয়াতে পথ সকল অরণ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে; আর তৎসমুদায়কে চিনিয়া লইবার উপায় নাই। যে সকল রথ্যার উপর দিয়া লোকজন দিবারাত্র গতায়াত করিত, আজি তৎসমুদায় বাবলা, নল ও অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষ ও তৃণগুল্মে এরূপ সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও বন্য বরাহনিচয় তন্মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। সেই নির্জ্জন প্রদেশের যেদিকে নয়ননিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দুরাচার দস্যুদলের অত্যাচারের জলন্ত চিত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে, সেই দিকেই কোন না কোন একটী ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষরাশি মর্ম্মাহত দর্শকের সজল নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। এমন কি যে ভিলবারা পূর্ব্বে রাজস্থানের প্রধান বাণিজ্য নগর বলিয়া প্রথিত ছিল, দশবৎসর পূর্ব্বে যথায় ছয়সহস্র গৃহস্থ বাস করিত, আজি তাহা শূন্য,—নির্জ্জীব,—পরিত্যক্ত! আজি সেই বিশাল নগরের মধ্যে জনমানবের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায় না। অসংখ্য বলিবর্দ্দ, উষ্ট্র, ঘোটক, ও শকটাদির সমাগমে যাহার রথ্যা সমুদায় পথিকদিগের পক্ষে দুর্গম বলিয়া বোধ হইত, আজি তথায় কোন জীবজন্তুই নয়নগোচর হইল না; কেবল একটীমাত্র কুক্কুর সেই পথের পার্শ্বস্থিত ভগ্ন দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া সভয়ে দূরে পলায়ন করিল *।

ব্রিটিষ এজেণ্টের প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য রাণা একজন রাজপুত দূতকে প্রেরণ করিলেন। প্রসিদ্ধ নাথদ্বারে সেনানিবেশ স্থাপন করিয়া ইংরাজগণ তখন অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজপুত দূত সদলে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সন্ধিসূচক কথোপকথনের পর তিনি উদয়পুরে এজেণ্টকে গ্রহণোপযোগী আয়োজন করিবার জন্য তন্নগরে প্রত্যাগত হইলেন। এতদবসরে কমলমির দুর্গ ইংরাজ এজেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইল। এদিকে রাণার প্রথম পুত্র যুবনসিংহ অসংখ্য সামন্ত, সেনানী, সৈনিক ও অনুচরের সমভিব্যাহারে যথাযোগ্য বেশবিন্যাসে সজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। নগরের এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী বিস্তৃত ও সুপরিচ্ছন্ন তালকাননের মধ্যে একটী সভা সজ্জিত হইল। যুবনসিংহ সেই স্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এজেণ্টকে গ্রহণ করিলেন। রাজপুত্রের শিষ্টাচার ও মনোমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রিটিষ এজেণ্ট একদা জাহাঙ্গিরের ন্যায় বলিয়াছিলেন "তিনি যে, উচ্চকুলে সমুদ্ভূত, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছিল।"

ব্রিটিষ এজেণ্টের উদয়পুর প্রবেশের সময় উপস্থিত হইল। তিনি সদলে যুবনসিংহকর্ত্তৃক সমূহ শিষ্টাচারের সহিত অভ্যর্থিত হইয়া "সূর্য্যতোরণদ্বার" দিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ

* ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহামুভব টড্ সাহেব একবার ভিলবারার অভ্যন্তর হইয়া গমন করিয়াছিলেন। তখন উক্ত নগর অনেক পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল।

করিলেন। নাগরিকবর্গ রথ্যার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া "জয়! জয়! ফিরিঙ্গিকারাজ!" বলিয়া চীৎকার স্বরে ইংরাজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল, স্তুতিপাঠক ও বাবদুকগণ নানা ছন্দের স্তোত্র রচনা করিয়া উল্লাসসহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনেক রাজপুত রমণী মস্তকে পূর্ণকুম্ভ ধারণ করিয়া আগমনী-গীত গানে ইংরাজ এজেণ্টকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। আনন্দকোলাহলে নগরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলে প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রাসাদের প্রথমদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র এজেণ্ট সাহেব দেখিলেন যে, কতক সৈন্ধবি সৈন্য সেই দ্বার রক্ষা করিতেছে; তাহাদিগকর্ত্তৃক যথাবিধি অভ্যর্থিত হইয়া তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বন্দিগণ আগমনী গীত গাহিল এবং সভাপাল "পৃথিবী-পতিকে" উচ্চ কণ্ঠে নিবেদন করিল যে ইংরাজ এজেণ্ট সভাস্থলে উপস্থিত হইতেছেন। অমনি রাণা সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সম্মুখে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সর্দ্দার, সামন্ত ও সভাসদ্‌গণ সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। রাজসিংহাসনের সম্মুখস্থ যে আসন পেশোবা উপবেশন করিতেন, আজি ইংরাজ এজেণ্টকে সেই আসন প্রদত্ত হইল। মিবারের সর্দ্দারগণ আপনাপন পদানুসারে যথানিয়মে রাণার দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে আসন অধিকার করিলেন। ইহাঁদিগের ঠিক নিম্নে রাজকুমার অমর ও যুবনসিংহ উপবিষ্ট হইলেন; এবং নিম্নপদস্থ সর্দ্দারগণ তাঁহাদিগের পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। রাণার দেওয়ান ও মন্ত্রিগণ তাঁহার সম্মুখে আসীন হইলেন এবং ভাঁণ্ডারী, তাম্বুলধারী, বেশরক্ষক ও অন্যান্য বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও নিম্নশ্রেণীস্থ সর্দ্দারগণ একশ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিস্তৃত গালিচার অন্তঃসীমায় দণ্ডায়মান রহিল। রাণা অতি সরল ও ভাবপূর্ণ ভাষায় আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন "ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট আমাকে এই ভীষণ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া যে মহা "উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি ইহজন্মে ভুলিতে পারিব না। এ যন্ত্রণাময় জীবনের "মধ্যে আজি আমি একবার সুখে নিদ্রা যাইতে পারিব।"

যথাকালে সভাভঙ্গ হইল। রাণা ভীমসিংহ একটী সুসজ্জিত হস্তী ও একটী তুরঙ্গ এবং মুক্তাহার, শাল ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য এজেণ্টকে উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। ব্রিটিষ এজেণ্ট তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া স্বস্থানে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই রাণা আপন দ্বিতীয় পুত্র এবং কতিপয় নির্ব্বাচিত সর্দ্দারের সমভিব্যাহারে ব্রিটিষ এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আবাসনিকেতনে উপস্থিত হইলেন। এজেণ্ট সাহেব কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম সহকারে রাণাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার আনন্দের আর সীমাপরিসীমা রহিল না। অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া উভয়ে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইল। পরিশেষে বিদায়কাল উপস্থিত হইলে ব্রিটিষ এজেণ্ট, রাণা, তাঁহার পুত্রদ্বয় ও সর্দ্দারদিগকে যথাযোগ্য উপহার দিয়া বিদায় দান করিলেন। পরস্পরের সাক্ষাৎ সমালাপে এইরূপ কয়েক

সপ্তাহ অতীত হইলে রাণা আপনার রাজ্যের সংস্কারসাধনে এবং আত্মক্ষমতার পরিস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন।

রাণার চরিত্র তাঁহার সর্ব্বোচ্চ পদমর্য্যাদার যোগ্য ছিল না। রাজ্য শাসনোপযোগী সমস্ত গুণেই তিনি বিভূষিত ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ সেই সমস্ত গুণরাশি কোন কার্য্যেরই হয় নাই। বৃথা চাক্‌চিক্য ও জাঁকজমক, সামান্য আমোদ এবং অনিয়ন্ত্রিত উদারতা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। যখন এই সকল প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিত এবং যতক্ষণ তিনি তৎসমুদায়ের তৃপ্তিবিধান করিতে সক্ষম হইতেন; ততক্ষণ তাঁহার রাজকার্য্যের দিকে চিত্ত আদৌ সংযত হইত না। ততক্ষণ তিনি আপনার ন্যায্য প্রভুতা পরিস্থাপন ও রাজ্যের সংস্কার সাধনের জন্য অপর ব্যক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। রাণার চিত্তের কিছুমাত্রই স্থিরতা ছিল না। তিনি আজন্ম অশান্তির কণ্টকময় শয্যায় পালিত হইয়াছিলেন; সুতরাং শান্তি যে তাঁহার পক্ষে একান্ত অভিলষিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? দীর্ঘকালব্যাপিনী অশান্তির কঠোর অঙ্কুশতাড়নের পর যখন তিনি প্রথম শান্তির সুকোমল ক্রোড়ে স্থান পাইলেন, যখন জীবনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিরামদায়িনী নিদ্রায় জীবনতোষণ আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি বিষয়কার্য্যের অশান্তিময় পথে পরিভ্রমণ করিয়া সেই শান্তিসম্ভোগের একমাত্র সুযোগ উপেক্ষা করিতে আদৌ ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার ন্যায় মন্ত্রণাকুশল নৃপতি তৎকালে রাজস্থানে আর দ্বিতীয় ছিলেন না; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কদাচ আত্মসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতেন। তাঁহার মন্ত্রাগারে কেবল একটীমাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন;—তাঁহার নাম কিষণদাস। কিষণদাস দীর্ঘকাল ধরিয়া রাণার দূতপদে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে মিবার ও মিবারাধিপতি অনেক পরিমাণে উপকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিবারভূমি তাঁহার হিতানুষ্ঠান হইতে অল্পকালের মধ্যেই বঞ্চিত হইল, রাজনীতিবিশারদ উদ্যমশীল কিষণদাস অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

মিবাররাজ্যের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রিটিষ এজেণ্ট সর্ব্বপ্রথমে মিবারের বৈপ্লবিক সর্দ্দার ও সামন্তদিগকে রাণার প্রভুতা স্বীকারে বাধ্য করিতে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, তাহাদিগকে রাজসভায় আনিতে পারিলেই, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যে সকল সর্দ্দারকে নির্দ্দেশ করিয়া এরূপ উক্ত হইল, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ রাজসভায় উপস্থিত হইত না; এমন কি অনেকে, রাজসভা কিরূপ, তাহা কখনও চক্ষে দেখে নাই। যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশেই সময়ে সময়ে তথায় উপস্থিত হইত, যতক্ষণ স্বার্থ সাধিত না হইত, ততক্ষণ তথায় অবস্থিতি করিত এবং তাহার পরেই একবারে বলিয়া যাইত;—যাইবার সময় একবার রাণার মুখের দিকেও চাহিত না! সুতরাং সেই সমস্ত বিদ্রোহী সর্দ্দারকে দমন করা সহজ কার্য্য বলিয়া কখনই প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কিন্তু মিবারবাসিগণ সবিস্ময়ে দেখিল যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেশের সমস্ত সর্দ্দার ও সামন্তই রাণার সভাস্থলে

উপস্থিত হইলেন। এরূপ মনোহর দৃশ্য হইতে মিবারভূমি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বঞ্চিত ছিল। কিন্তু আজি দীর্ঘকালের পর শিশোদীয়কুলের রাজসভাকে সৈন্যসামন্তে পরিপূর্ণ দেখিয়া নাগরিক ও জানপদবর্গের আনন্দের আর সীমাপরিসীমা রহিল না। যে সর্দ্দার, সামন্ত ও সৈনিকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া পরস্পরে বিচ্ছিন্ন ভাবে কালযাপন করিয়াছিল, তাহারা আজি যে কোন্ দৈবী শক্তির প্রভাবে পুনর্ব্বার একত্রিত হইল, তাহা জানিবার জন্য সকলেই নিরতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিল। কোন সর্দ্দারই রাজসভায় আসিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। এমন কি যে বৈপ্লবিক দুর্দ্ধর্ষ হামির কিছুকাল পূর্ব্বে হার-মহিষীর বিবাহপণ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, এবং যে সঙ্গাবৎ সর্দ্দার শপথ করিয়াছিলেন যে, "আমি রমণীর নিকট মস্তক অবনত করিতে পারিব, তথাপি রাজার নিকট পারিব না"—তাঁহারা উভয়েই ভাদেশর ও দেবগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজানুমতি শিরোধারণ করিয়া রাণার সমীপে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মিবারের সমস্ত সামন্তই রাজধানীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। আজি সকলেরই মুখমণ্ডলে আশা, আনন্দ ও উৎসাহের হাস্যময়ী বিভা প্রতিফলিত হইতেছে। স্বদেশের দুরবস্থা দর্শন ও আপনাদিগের দুরাচরণের বিষয় চিন্তা করিয়া সকলেই মনে মনে সাতিশয় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু সেই অপ্রতিভ ভাবজনিত হৃদয়ে যে স্বল্পমাত্র বিষাদরেখা পরিদৃশ্যমান হইল, তাহা আনন্দের উচ্ছ্বাসে তখনই বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল।

সর্দ্দারগণের একত্রীকরণের সঙ্গেসঙ্গেই আর একটী কার্য্য বিশেষ আবশ্যকীয় ও গুরুতর বলিয়া প্রতীত হইল। দুর্দ্ধর্ষ মার্হাট্টাদিগের পৈশাচিক প্রপীড়নে যে সমস্ত নাগরিক ও জানপদবর্গ মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে মিবারভূমে পুনরানয়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাণা তদুপযোগী উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু উক্ত কার্য্য অতি দুরূহ ও বহু সময়সাপেক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইল। কেননা সেই সঙ্কটকালে যাহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহাদিগের সহিত সেই সমস্ত বিবাসিত মিবারবাসিগণ নানাপ্রকার বাধ্যবাধকতা ও সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। সেই বাধ্যবাধকতা ও সম্বন্ধ ত্যাগ করা সামান্য ব্যাপার নহে। কিন্তু যেখানে মিবারের একটীও অধিবাসী অবস্থিত ছিল, সেই খানেই তাহার নিকট ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইল। সেই ঘোষণাপত্র পাইবামাত্র সে ব্যক্তি রাণাকে সন্তোষকর আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। সেই সকল আশ্বাসবাক্যের অভ্যন্তরে যে সকল গভীর ও হৃদয়োত্তেজক ভাব নিহিত ছিল, তাহা অবগত হইলে স্বদেশদ্রোহী অতি পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইয়া উঠে এবং যাহাদিগের মনে মনে এরূপ ধারণা আছে যে, রাজপুতগণ স্বদেশপ্রেমিক নহেন, তাহাদেরও জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, স্বদেশপ্রেমিকতায় আর্য্যসন্তান চিরকাল অভ্যস্ত। ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন মিবারী অজ্ঞাতবাসে কাল যাপন করিতেছিল, সেই ঘোষণাপত্র প্রাপ্ত হইবামাত্র সে অমনি উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিল;—"শত্রুর অত্যাচার অথবা

স্বদেশদ্রোহী পাষণ্ডদিগের উৎপীড়ন গ্রাহ্য করিব না; কেহই কিছুতেই আমাদিগকে আমাদিগের "বাপোতা" * হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। যদিও সে সময় অতীত হইয়াছে, যদিও রাজপুতদিগের সে মহত্ত্ব, সে বীরত্ব, সে গৌরবগরিমা কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তথাপি মিবারের কৃষকদিগের জন্মভূমির প্রতি যে অটল ভক্তি ছিল, তাহার দশাংশের একাংশও লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি কি না সন্দেহ। যাহারা দারিদ্র্যের বিরাট চক্রে কখনও নিষ্পেষিত হয় নাই, নৈরাশ্যের হৃদয়ভেদী অঙ্কুশতাড়নের পর যাহারা আশার জীবনতোষিণী সান্ত্বনাসুধা পান করিতে পারে নাই, তাহাদিগের পক্ষে এ সকল বিবরণ উপন্যাস বলিয়া প্রতীত হইবে; কিন্তু যিনি এই নিপীড়িত আর্য্যসন্তানগণের হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেছেন, যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে, পাষণ্ড মার্হাট্টাগণের পৈশাচিক উৎপীড়নে রাজস্থানের এক এক প্রদেশ একবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে; কতদিন কত নগর ভস্মে পরিণত হইয়াছে, কত নিরীহ কৃষকের শস্যক্ষেত্র দলিত ও মহারাষ্ট্রীয় ঘোটকদিগের কঠোর দশনে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কত গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে, গোধন আচ্ছিন্ন হইয়া মার্হাট্টা দস্যুদিগের শিবিরে নীত হইয়াছে এবং নাগরিক ও জানপদবর্গ নিরীহ মেষপালের ন্যায় ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছে;—তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারিবেন যে, দীর্ঘকালের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মিবারীগণ কিরূপ সুখ অনুভব করিয়াছিল। যে দিন তাহাদিগের শৃঙ্খলভার মুক্ত হইল, যেদিন তাহারা দীর্ঘকালস্থায়ী বনবাসক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অতিদূর বিদেশ হইতে স্বদেশে একত্রিত হইল, যেদিন মাতৃভূমির শান্তি-নিকেতনে প্রত্যাগত হইয়া পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগিনীতে বন্ধুবান্ধবে বহুদিবসের পর পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রুতে পরস্পরকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল;—শান্তির সুস্নিগ্ধ নিকেতন, সংসার-মরুভূমির সুশীতল ছায়াকুঞ্জ, হৃদয়ের আশাপিপাসার কেন্দ্রস্থল যে আবাসগৃহ হইতে এতদিন বিচ্যুত হইয়াছিল,—যে শুভবাসরে সেই সমস্ত গৃহে ফিরিয়া আসিল,—সেই দিন তাহাদের হৃদয়ে যে আনন্দের শান্তমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, সে মূর্ত্তি তাহারা সে জীবনে আর ভুলিতে পারে নাই। সেই শ্রাবণমাসের তৃতীয় দিবস মিবারের একটী সুখময় দিন;—শিশোদীয়দিগের আনন্দের একটী মহাযোগ। উক্ত দিবস মিবারের ছিন্ন ভিন্ন নিপীড়িত প্রজাবৃন্দ দীর্ঘকালের পর একত্রিত হইয়া শান্তিসুধামৃত পান করিয়াছিল। সকল অবস্থারই প্রায় তিন শত ব্যক্তি আপনাদিগের শকট ও কর্ষণোপযোগী যন্ত্রাদি লইয়া উদ্যত পতাকাহস্তে নৃত্যগীত করিতে করিতে কুপাশনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তদনন্তর সকলে দীর্ঘকালের পরিত্যক্ত আবাসসমূহে পুনঃপ্রবেশ করিয়া গৃহ সকল পরিষ্কৃত করিল এবং ভগবান্ গণেশের প্রতিমূর্ত্তি পূর্ব্বের ন্যায় আপনাপন দ্বারচূড়ে স্থাপন করিয়া আনন্দে বাস করিতে লাগিল। সেই দিন, এবং ব্রিটেনের সহিত সন্ধিস্থাপনের আট মাসের মধ্যেই, মিবারের তিনশত নগর ও গ্রাম একবারে

* পিতৃপিতামহদিগের আবাসভূমিকে রাজপুতগণ "বাপোতা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

লোকজনে পরিপূর্ণ হইল। সকলেই পিতৃপুরুষগণের আবাসভূমিতে প্রত্যাগত হইয়া ব্রিটিষসিংহকে দুইহস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যে সকল শস্যক্ষেত্র দীর্ঘকাল ধরিয়া হলস্পর্শ হইতে বঞ্চিত ছিল, আবার তৎসমুদায় আপনাদিগের অনন্তরত্নের আকর বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক অনন্ত শস্যরাশি উৎসর্গ করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কুসংস্করাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়রসের সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিতে লাগিল 'বুঝি কোন দৈবী শক্তির প্রভাবে মিবারের ভাগ্যতরঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইল। নতুবা যে সকল আবাসগৃহ পেচক ও শৃগাল কুক্কুরের আশ্রয়কুহরে পরিণত হইয়াছিল, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তৎসমুদায়ই আবার পরিষ্কৃত ও অধ্যুষিত হইবে কেন?—নতুবা যে সকল শস্যক্ষেত্র অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল,—যথায় বন্যবরাহ ও শ্বাপদকুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ উপভোগ করিতেছিল;—কোন্ মোহিনী মায়ার প্রভাবে সে সমস্ত ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইয়া আবার স্বর্ণফলোৎপাদিকা শস্যরাজি প্রসব করিল?' যাহাহউক ইহা ব্রিটেনের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে যে, তাঁহার অসীম করুণাবলে নিপীড়িত, নিগৃহীত, নির্ব্বাসিত রাজপুতগণ গভীর ধ্বংসকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আবার শ্রীবৃদ্ধির উন্নত সোপানে আরূঢ় হইতে পারিলেন। জগতে যতদিন রাজপুত নাম থাকিবে, যতদিন সভ্যতা, গৌরব ও স্বাধীনতার আদিনিকেতন এই ভারতভূমির গৌরব ও অধঃপতন কীর্ত্তন করিবার জন্য একজনমাত্র ঐতিহাসিক জীবিত থাকিবেন, ততদিন ব্রিটেনের এই মহত্ত্ব কেহই ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু ব্রিটেন স্বহস্তে যে ভারতসন্তানদিগকে ধ্বংসের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আবার কি স্বহস্তেই তাহাদিগকে ধ্বংসকূপে নিপাতিত করিবেন?—বলিতে পারি না; কিন্তু এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

মিবারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের নিমিত্ত যে সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইল; তাহাই যথেষ্ট বলিয়া কখনই বিবেচিত হইতে পারে না; এবং তৎসমস্ত উপায়ের সাহায্যে কখনও প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। নাগরিক ও জানপদবর্গ দূর-প্রবাস-ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইল বটে; কিন্তু তাহাদিগের এমন সংস্থান ছিল না, যে, তাহার সাহায্যে তাহারা দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে পারে। যে সমস্ত বিদেশীয় বণিক, পণ্য-বিক্রেতা, ও শ্রেষ্ঠীগণ মিবারে অবস্থিত ছিল, মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়েই তাহারা তদ্দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব দেশে পলায়ন করিয়াছিল; এবং মিবার যাহাদের মাতৃভূমি, যাহারা সে প্রচণ্ড প্রপীড়ন সহ্য করিয়াও জন্মভূমি ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা অন্যান্য মিবারিগণের ন্যায় দারিদ্র্যের নিম্নতম কূপে নিপাতিত হইয়াছিল। রাজকোষ শূন্য—প্রজাকুল নিঃস্ব ও দরিদ্র। যাহারা তত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও হৃদয় পাতিয়া আপনাদিগের সঞ্চিত ধনরাশি রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, রাণা তাহাদিগের নিকট টাকা কর্জ্জ চাহিলে তাহারা শতকরা ছত্রিশ টাকা পরিমাণে সুদ প্রার্থনা করিতে লাগিল। অগত্যা রাণাকে

তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। সুতরাং রাণার ঋণদায় অধিক পরিমাণে দুর্ভর হইয়া উঠিল। এই সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণা বিদেশীয় বণিক ও শ্রেষ্ঠিদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মিবারের দুরবস্থা নিবন্ধন মিবারপতির প্রতি পাছে কোন অপরিচিত বণিকের অনাস্থা বা অবিশ্বাস জন্মে, এতদাশঙ্কায় ব্রিটিষ এজেণ্ট ভারতের প্রধান প্রধান নগরের বণিকবৃন্দের নিকট রাণার ও আপনার এক একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে এজেণ্ট সাহেব যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহাই সংঘটিত হইল। ভারতীয় বণিকগণ মিবারের সকল নগরেই শাখা-কার্য্যালয় স্থাপন করিল। কিন্তু কোথায়ও একটী মূল কার্য্যালয় স্থাপন করিতে তাহাদের সাহস হইল না। সেই সমস্ত শাখাকার্য্যালয়ে তাহাদের এক একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্রের উপযুক্ত বিচার পূর্ব্বক আপনাপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিল। যে সকল দুর্নিয়ম হইতে বহির্বাণিজ্যের উন্নতির পথে প্রতিরোধ স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় অচিরে একবারে অন্তর্হিত হইল এবং পণ্যদ্রব্যাদি-বহনের জন্য শুল্ক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দেশের স্থানে স্থানে যে বহুব্যয়সাপেক্ষ নানাপ্রকার কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যরূপ সুচারু বন্দোবস্ত হইল। এইরূপে মিবারের বাণিজ্যোন্নতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রতিরোধ ছিল, তৎসমস্তই দূরীকৃত হইলে মিবারভূমি শনৈঃ শনৈঃ শ্রীবৃদ্ধির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল।

মিবারে ভিলবারা নামে একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য নগর আছে। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত ভিলবারা দুর্দ্ধর্ষ মার্হাট্টাগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ উৎসাদিত হইয়াছিল। এমন কি তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্বাপদকুলের আশ্রয়স্থান হইয়া গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া ছিল,—তন্মধ্যে কচিৎ জনমানবেরও সমাগম দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আজি ব্রিটিষ এজেণ্টের সুচারু শাসনগুণে তাহা যেন ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া আবার উজ্জল কান্তিতে দণ্ডায়মান হইল। যেন তাহার সেই স্তূপীকৃত ধ্বংসরাশির মধ্য হইতে অসংখ্য বণিক উত্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে কয়েক মাসের মধ্যেই ভিলবারা দ্বাদশ-শত বিপণিতে সজ্জিত হইল। ইহার অর্দ্ধাংশ বিদেশীয় বণিককর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া রহিল।

ভিলবারার যে রথ্যাসমূহ ইতিপূর্ব্বে আরণ্য লতাগুল্মে পরিবৃত হইয়া ছিল, আজি তৎসমুদায় সুপরিষ্কৃত ও সুপরিচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। যথায় জনমানবের সমাগম ছিল না, আজি তথায় দূরতম দেশের পণ্যজাত শতসহস্র শকট দ্বারা আনীত হইতে লাগিল। শকটে শকটে পথসমূহ দুর্গম হইয়া পড়িল। স্বদেশজাত দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ার্থ উক্ত নগরে সপ্তাহে সপ্তাহে হাঠ বসিতে লাগিল এবং পণ্যবিক্রেতাগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল যে, "যে ব্যক্তি উক্ত হাঠে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিবে, তাহার নিকট প্রথম এক বৎসর কোন প্রকার শুল্কই গৃহীত হইবে না।" যাহাতে নগরের শান্তি

সুচারু রূপে সংরক্ষিত হয়, যাহাতে বণিকদিগের বাণিজ্য বিষয়ে কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তাহা সাধন করিবার জন্যও রাণা বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন এবং যাহাতে নাগরিকগণ স্বেচ্ছামত আপনাদিগের শান্তিরক্ষক ও কর-সংস্থাপকদিগকে মনোনীত করিয়া লইতে পারে, সেই সঙ্গে তদুপযোগী আরও নানাপ্রকার সুনিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। এই সকল নিয়ম যথাবিধি পরিপালিত হইতেছে কি না এবং নাগরিকগণ পূর্ব্বোক্ত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটী কার্য্যকরী সভা সংস্থাপিত হইল। এই সকল হিতসাধিনী বিধিপ্রণালী হইতে ভিলবারার যে, বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এমন কি ভিলবারার পুনঃস্থাপনের দুই চারি বৎসর পরেই তন্নগরে প্রায় তিন সহস্র অট্টালিকা উত্থিত হইল। সেই সমস্ত অট্টালিকার অধিকাংশ বণিক, শ্রেষ্ঠী ও শিল্পিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। এতদ্ভিন্ন নগরের মধ্যস্থলে একটী নূতন রথ্যা প্রস্তুত হইল। উক্ত রথ্যানির্ম্মাণের ব্যয় সমস্তই আদত্ত শুল্ক হইতে সংসাধিত হইয়াছিল।

ভিলবারার অধিবাসিগণ শান্তিসুখ সম্ভোগ করিয়া শ্রীবৃদ্ধির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল বটে; কিন্তু এজগতে নিরবচ্ছিন্ন ও বিমল সুখভোগ কখনও কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং ভিলবারার অধিবাসিদিগেরও ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়া উঠিল না। তন্নগর-প্রবাসী বিদেশীয় বণিকদিগের সহিত তাহাদিগের ঘোরতর সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইল। কোথায় তাহারা আত্মোন্নতি-সাধনে তৎপর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে উন্নতিমার্গে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিবে, না তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের উন্নতিস্রোত পরস্পরে প্রতিরোধ করিতে যত্নবান্ হইল। সকলেই স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া এক একটী পণ্যদ্রব্য একবারে এক চেটিয়া করিয়া লইবার উদ্যম করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সে সকল উদ্যম অচিরে বিফলীকৃত হইল। এই ব্যবসায়গত বৈষম্য দূরীকৃত হইলে রাণা মনে করিলেন যে, ভিলবারার শান্তি সংস্থাপিত হইবে; কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না। সেই ব্যবসায়গত অনৈক্য মন্দীভূত হইলে তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মগত অনৈক্য উত্থিত হইয়া ঘোরতর বিদ্বেষানল জ্বালিয়া দিল। ভিলবারার হিন্দু বণিক ও ব্যবসায়িদিগের মধ্যে প্রায়ই দুইটী তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। একটী বৈষ্ণব; অপরটী জৈন। এই দুইটী পরস্পর বিসম্বাদী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি এরূপ প্রচণ্ড বেগে জ্বলিয়া উঠিল যে, তাহার শান্তিবিধান করিবার জন্য তাহাদিগকে অবশেষে ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ইহাতে উভয়পক্ষেরই সমূহ ক্ষতি হইল। কেননা সুবিধা পাইয়া বিচারালয়ের কীটগণ তাহাদিগের সকলেরই নিকট কৌশলে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই সকল কারণ নিবন্ধন ভিলবারার শ্রীবৃদ্ধি অনেক পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়িল। রাণা মনে করিয়াছিলেন যে, ভিলবারাকে মধ্যভারতের প্রধান বাণিজ্য স্থল করিয়া তুলিবেন; কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না *।

* ১৮২৫খৃষ্টাব্দে হিবার সাহেব রাজপুতানা ভ্রমণ করিতে গিয়া ভিলবারার শ্রীবৃদ্ধিদর্শনে পরম প্রীত হইয়াছিলেন।

মিবারের শান্তিস্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য যে তিনটী কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত ও সাধিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল ব্যবসায়ীদিগের বিষয় বর্ণিত হইল। অবশিষ্ট দুইটীর মধ্যে সামন্তপ্রথার সংস্কারসাধন সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। কৃষক ও বণিকদিগকে উৎসাহ ও আশ্রয় দান করিলেই যথেষ্ট হইবে। সেই উৎসাহ ও আশ্রয়লাভে উত্তেজিত হইয়া তাহারা আপনাদিগের ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে প্রাণপণে পরিশ্রম করিবে। সে পরিশ্রম যত কেন কঠোর হউক না, তাহাদিগের প্রতি অল্প পরিমাণে কর নির্দ্ধারণ করিলেই তাহারা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিবে। কিন্তু সামন্ত-সমিতির সংস্কার সাধন করিতে হইলে অনেককে যে পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, সে ত্যাগস্বীকারের উপযুক্ত প্রতিদান হইতে পারে, এমন কিছুই নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে, সকল সামন্তকেই কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। ইঁহাদের মধ্যে এরূপ দুই চারিজন আছেন, যাঁহারা এরূপ অনুষ্ঠানে লাভবান হইবেন। উদাহরণ স্বরূপ একমাত্র কোতারিও সর্দ্দারের বিষয় উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কোতারিও যেরূপ সুসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে কিছুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। কিন্তু দেবগড়, শালুম্ব্রা, বা বেদনোরের ন্যায় যাঁহারা বিদেশীয় সাহায্য, চক্রান্ত, কূটপন্থা অথবা অসিবলে আপনাদিগের প্রভুতা অব্যাহত রাখিতে সদাসর্ব্বদা যত্নবান্; তাঁহাদিগের মনে এরূপ আশঙ্কার উদয় হইল যে, হয়ত এতন্নিবন্ধন তাঁহাদিগকে সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কেননা তাঁহারা স্বার্থসাধনার্থে যে নৃশংস ও স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, রাজ্যে সেরূপ সুশৃঙ্খলা সাধিত হইলে, তাঁহাদিগের সে স্বেচ্ছাচারিতার সমূহ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। অর্দ্ধশতাব্দীর অরাজকতায় তাঁহারা যে দুরন্ত স্বেচ্ছাচারিতার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, আজি তাঁহাদিগকে তাহার হিসাব নিকাশ করিতে হইবে; আজি তাঁহাদিগকে ভূমিবৃত্তি সমূহের পাট্টা পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে; এই সকল চিন্তা যুগপৎ তাঁহাদিগের হৃদয়ে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নানা আশঙ্কায় আকুলিত করিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত সর্দ্দারদিগের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক ভাব বিরাজিত ছিল, তাহার দূরীকরণ, এবং পরস্পর পরস্পরের যে সমস্ত ভূমিসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল, তৎসমস্তের নিরাকরণ আরও দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই দুইটী কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রথমটীর বিষয় চিন্তা করিয়া রাণা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি জানিতেন যে, "বরং ব্যাঘ্র ও ছাগলকে এক পাত্রে জলপান করাইতে পারা যায়" তথাপি রাজার ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদিগকে একত্রে কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে পারা যায় না। ফলতঃ রাজ্যের সকলই মিবারের সংস্কারসাধনের কৃতকার্য্যতায় হতাশ হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, কেহই মিবারভূমির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না। এমন কি শক্তাবৎ সর্দ্দার জোরাবরসিংহ হতাশ হইয়া বলিলেন "যদি পরমেশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন, তাহা হইলে তিনিও মিবারের সংস্কারসাধন করিতে পারিবেন না।"

এই মহৎ কর্ত্তব্যসাধনের জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইল, তৎসমস্তের উল্লেখ এস্থলে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। অনেক সভা সমিতি আহূত হইল; অনেক তর্কবিতর্ক হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদিগকে কিছুতেই সম্মিলিত করিতে পারা গেল না; বরং সেই সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের পরস্পরের বিসম্বাদ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধিপত্র স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সেই বৎসরের ২৭ শে এপ্রেল দিবসে সর্ব্বসমক্ষে পঠিত হইল; এবং সন্ধিদ্বারা তাঁহাদের সামন্ততন্ত্রের যেরূপ পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তাহা সকলকেই বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর রাজার ও সামন্তদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বত্ব অব্যাহত থাকিতে পারে, তাহা নিরূপণ করিয়া একখানি স্বত্বপত্রিকা প্রস্তুত হইল। প্রকাশ্য সভাস্থলে সেই স্বত্বপত্রিকায় স্বাক্ষর করিবার জন্য রাণা একটী দিন স্থির করিলেন। তদনুসারে মে মাসের প্রথম দিবস সকলের ঐকমত্যক্রমে নির্দ্ধারিত হইল। বসন্তসহচর এপ্রেল মাস অতীত হইলে. ক্রমে নিদাঘের দিবাকরকে শিরে ধরিয়া মে মাস জগতে দেখা দিল। সামন্তগণ আপনাদিগের ভাগ্যলিপি পরীক্ষা করিবার জন্য সকলে একত্রে সমবেত হইলেন। ক্রমে সেই স্বত্বপত্রিকা পঠিত হইল; সকলেই তাহার প্রত্যেক সূত্র লইয়া নানা তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দিন কিছুই স্থির হইল না। অনেক আন্দোলনের পরও যখন কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইল না, তখন দেবগড়ের গোপাল দাস সকলের মুখপত্র স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া রাণাকে নিবেদন করিলেন "মহারাজ! অদ্য কিছুই মীমাংসিত হইল না; সকলেরই একান্ত ইচ্ছা যে, এ বিষয়ে একবার আমার বাটীতে ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা স্থির করেন; ইহাতে মহারাজের অভিপ্রায় কি?" রাণা তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। এইরূপে আরও দুই দিবস অতীত হইল। সকলেই সেই দুরূহ সমস্যার মীমাংসার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অবশেষে চতুর্থ দিবস সমাগত হইলে উদয়পুরের প্রকাণ্ড সভাপ্রাঙ্গন লোক-সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকল শ্রেণীর সর্দ্দার, সেনানী ও সৈনিক উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা পীড়া অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহারা আপনাপন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করিলেন। রাণা আপনার পুত্রগণের সহিত উচ্চ গদির উপরিভাগে আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সে দিবস অল্পে সে বিষয়ের মীমাংসা হয় নাই। সমস্ত দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিলেন, তথাপি কিছুই স্থির হইল না। ক্রমে রজনী আসিল—নিশীথকাল দেখা দিল,—তথাপি কিছুরই মীমাংসা নাই;—অবশেষে উষার রক্তিমরাগে পূর্ব্বগগন অল্পে অল্পে আলোকিত হইতে লাগিল; তখন ৫ই মে দিবসের প্রত্যূষ তিন ঘটিকার সময় সর্দ্দারগণ সেই স্বত্বপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই পঞ্চদশ ঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘকালের মধ্যে রাণা যেরূপ সুবিচার ও মত-দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেরই মনে এরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে তৎকর্ত্তৃক মিবারের ভাবী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে।

পূর্ব্বায়োজন এইরূপে স্থিরীকৃত হইলে সন্ধির সমস্ত সূত্রই পালন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। সকলে স্থির করিলেন যে, শীঘ্র না হউক কিন্তু যথাবিধি সেই সমস্ত সূত্র পালন করিতে হইবে। তদনুসারে কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্ত সন্ধিপত্রই যথাবিধি অনুপালিত হইল। যেরূপ শান্তি ও ভদ্রতার সহিত সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল, সেইরূপ শান্তি ও ভদ্রতার সহিত সন্ধি সংসাধিত হইল; ইহাতে কোন পক্ষেই বিন্দুমাত্র শোণিতপাত হইল না; কাহাকেও একবারমাত্র বন্দুক সজ্জিত করিতে হইল না।—বন্দুক সজ্জিত করা দূরে থাকুক, উদয়পুরের একশত মাইল স্থানের মধ্যেও একজনমাত্র ব্রিটিষ সৈনিকের আবশ্যক হয় নাই।

ক্রমে ক্রমে সকল সংস্কার একে একে সাধিত হইতে লাগিল। নির্ব্বাসিত মিবারিগণের পুনরাহ্বান, বৈপ্লবিক সর্দ্দারদিগের দমন, ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন;—এই সকল কার্য্য ব্রিটিষ এজেণ্ট মহাত্মা টড্ সাহেবের চেষ্টায় ও যত্নে সুচারুরূপে সংসাধিত হইল। কিন্তু বিদ্রোহী ও অত্যাচারী সর্দ্দারগণ মিবারের যে সমস্ত ভূমিসম্পত্তি অন্যায় রূপে হরণ করিয়াছিল, তৎসমস্তের উদ্ধার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া অনুমিত হইল। কেননা সেই অপহৃত ভূমিসম্পত্তি উদ্ধার করিতে গেলেই অপহারী সর্দ্দারদিগের সহিত বিবাদের সম্ভাবনা। তাহারা কখনই সামান্যে সেই সমস্ত সম্পত্তি প্রতিদান করিবে না। কেহ চারিপুরুষের স্বত্বাধিকারের প্রমাণ দেখাইবে, কেহ বা বিদ্রোহী হইবে। ফলতঃ উক্ত কার্য্য এক প্রকার দুঃসাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অনেক দিন ধরিয়া এই সকল বিষয় লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইল; কিন্তু শীঘ্র কোন ফলোদয় হইল না। রাণা সর্দ্দারদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া নানাপ্রকার মধুর বাক্যে সকলের হৃদয় নরম করিতে লাগিলেন এবং অতীত ঘটনার চিত্র তাঁহাদিগের নয়নসমক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে প্রতিবোধিত করিতে চেষ্টা করিলেন। মিবারের সেই স্বর্ণযুগে—গিহ্লোটকুলের স্বাধীনতার গৌরবকালে সেই সর্দ্দারদিগের পিতৃপুরুষগণ মিবারের স্বাধীনতা, মিবারের গৌরবগরিমা, মিবারের সুখ শান্তি সংরক্ষা করিবার জন্য কেমন বীরের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাঁরা সেই বীরদিগের বংশধর হইয়া রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিবেন? তবে কি ইহাঁরা সেই স্বদেশপ্রেমিক সর্দ্দারদিগের বংশধর নহেন?—তবে কি ইহাঁরা মিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই? সেই স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র মিবারভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই স্বদেশানুরাগী আত্মোৎস্রষ্টা মহাত্মাগণের পবিত্র শোণিতে পরিপুষ্ট হইয়া মিবারের সর্দ্দারগণ পাশবী স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য কি সেই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননী জন্মভূমির দিকে চাহিয়া দেখিবেন না? অতীতের জ্বলন্ত চিত্রের সহিত বর্ত্তমান সময়ের বিষাদময় ঘটনাচিত্রের তুলনায় সমালোচনা করিয়া রাণা সর্দ্দারদিগকে উক্তরূপ উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিলেন। সুখের বিষয় তাঁহার চেষ্টা ক্রমে ক্রমে ফলবতী হইতে লাগিল। তাঁহার ভাবপূর্ণ বাক্যসুধা তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের কঠোর হৃদয়কে অল্পে অল্পে আর্দ্র করিতে লাগিল,

তাঁহাদের গর্ব্বিত ও উদ্ধত প্রকৃতি অল্পে অল্পে নম্র হইয়া পড়িতে লাগিল; তাঁহাদিগের জ্ঞাননেত্র ক্রমে ক্রমে উন্মীলিত হইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে যত সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, ততই সেই সমস্ত চিত্র তাঁহাদিগের হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইয়া পড়িল। যেন কি অপূর্ব্ব দৈবী শক্তির প্রভাবে সর্দ্দারদিগের পূর্ব্বভাব অন্তরিত হইতে আরম্ভ করিল। আপনাদিগের কর্ত্তব্য এবং মাতৃভূমির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা অবশেষে রাণার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন; এবং যাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ অন্যায়রূপে মিবারের ভূমিসম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে ছয় মাসের মধ্যেই সেই দুরূহ ব্যাপার সংসাধিত হইল।

মিবারের উক্তরূপ সংস্কারসাধনার্থে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে কষ্টকর তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে অনেক রাজপুতের বীরচরিত্র উন্মেষিত হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে দুই একটীর বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল। মিবারে আর্জ্জা নামে একটী দুর্গ আছে। উক্ত দুর্গ পূর্ব্বে রাণার "খাস জমির" অন্তর্গত ছিল। কিন্তু পুরাবৎ-গোত্রীয় সর্দ্দারগণ তাহা বলপূর্ব্বক হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন। পরে প্রায় পনর বৎসর অতীত হইল শক্তাবৎগণ পুরাবৎ-দিগের হস্ত হইতে আর্জ্জা আচ্ছিন্ন করিয়া লয়েন এবং রাণাকে ১০,০০০ টাকা অর্পণ করিয়া তাহার স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। শক্তাবৎগণ আর্জ্জা দুর্গকে আপনাদিগের একটী প্রধান জয়নিদর্শন স্বরূপ মনে করিতেন। ভীণ্ডিরপতি শক্তাবৎ সর্দ্দারের মধ্যম ভ্রাতা ফতেসিংহ কর্ত্তৃক এক্ষণে উক্ত নগর অধিকৃত ছিল। অতঃপর আর্জ্জার পুনরুদ্ধার অতি আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে রাণা ফতেসিংহকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে শক্তাবৎবীর দুঃখ ও অভিমানে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া অভিতপ্ত হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "আর্জ্জা আমাদিগের হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ, আমরা হৃদয়ের শোণিত বিনিময়ে আর্জ্জা প্রাপ্ত হইয়াছি, আজি তাহা প্রত্যর্পণ করিতে গেলে আমাদিগের সম্মান মর্য্যাদা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।" এই ঘটনা ক্রমে ক্রমে সমস্ত শক্তাবতের কর্ণে প্রবেশ করিল। ইহাতে তাঁহাদিগের হৃদয় যে পরিমাণে আলোড়িত হইল; শক্তাবৎ সর্দ্দারের ত্রয়চত্বারিংশ নগর ও পল্লী প্রতিগ্রহণ করিলে সেই পরিমাণে আলোড়িত হইত কি না সন্দেহ। রাণা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। শক্তাবৎগণ মিবারের একটী প্রধান বল; এক্ষণে তাঁহারা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠেন, তাহা হইলে মিবারভূমি একবারে রসাতলে যাইবে। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মানরক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অবশেষে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল যে, আর্জ্জা পুরাবৎদিগকে পুনরর্পিত না হইয়া রাজকোষেরই অন্তর্গত হইবে। ইহাতে আর কোন গোলযোগ রহিল না। তখন ফতেসিংহ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সরলহৃদয়ে রাণাকে আর্জ্জার স্বত্ব ত্যাগ করিলেন।

মে মাসের চতুর্থ দিবসে যে সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল, তাহার সংসাধনপথে যতগুলি সর্দ্দার প্রতিরোধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে বেদনোর ও আমৈতের সর্দ্দারদ্বয় ভীষণতম। উভয়েই উচ্চ শ্রেণীর সর্দ্দার এবং উভয়েরই পিতৃপুরুষগণ হৃদয়ের

শোণিতদানে মিবারের পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁহারা পিতৃপুরুষদিগের সেই উচ্চ পদবী অনুসরণ না করিয়া আপনাদিগের পবিত্র বংশকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত সর্দ্দারের নাম জয়ৎসিংহ। যে মৈরতা গোত্র সাহসিক, রাঠোরকুলের মধ্যে সাহসিকতম, ইনি তাহাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাণা কুম্ভের প্রিয়তমা মহিষী মিরা বাইয়ের সহিত জয়ৎসিংহের পিতৃপুরুষগণ মারবারের মরু-প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া মিবারে আগমন করিয়াছিলেন। যে জয়মল্লের অলৌকিক বীরত্ব আজিও রাজপুতগণের শ্লাঘার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার অনুপম শৌর্য্য বীর্য্যে বিমোহিত হইয়া পরম শত্রু আকবর আপন রাজধানীর তোরণদ্বারে তাঁহার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—সেই বীরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা জয়মল এই পবিত্র মৈরতা-গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বীরবর জয়মল্লের বংশীয়গণ আপনাদিগের উচ্চ পদের সম্মান ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে যদি তাঁহাদিগের বংশধর জয়ৎসিংহ সেই সমস্ত উচ্চ সম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়া রাজপুতকুলাঙ্গার সর্দ্দারদিগের সহিত সমান পদে সমানীত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অপমানের সীমাপরিসীমা থাকিবে না। রাণা মনে করিয়াছিলেন যে, রাঠোর সর্দ্দার জয়ৎসিংহ তাঁহার পদানত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম। তিনি তাঁহাদিগের চিরন্তন সম্মান হইতে বিচ্যুত করিতে যাইতেছেন; আর তাঁহারা তাঁহার পদলেহন করিবেন?—এ কোন্ বুদ্ধিমানের কথা? জয়ৎসিংহের সহিত রাণা যেরূপ আচরণ করিতে উদ্যত হইলেন, তাহাতে রাঠোর সর্দ্দার মনে করিবেন যে, তাঁহার ক্ষমতা অপহৃত হইতে চলিল। সুতরাং তাঁহার বিষাদের আর ইয়ত্তা রহিল না। তিনি অভিতপ্তহৃদয়ে রাণাকে প্রার্থনা করিলেন "আপনি অনুমতি করুন, আমি আমার ভূমিবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিবারভূমি ছাড়িয়া যাইতেছি।" এতদুদ্দেশ্য সাধনার্থে জয়ৎসিংহ প্রাসাদের প্রশস্ত প্রাঙ্গনতলে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকে তাঁহাকে বহুবিধ মিনতি করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সেস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। অবশেষে রাণা উপায়ান্তর না দেখিয়া পোলিটিকেল এজেন্ট মহাত্মা টড্ সাহেবের হস্তে তদ্বিষয়ের মীমাংসা-ভার অর্পণ করিলেন।

স্মরণাতিগ কাল হইতে জগন্মান্য পবিত্র গিহ্লোটকুলের নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কোন সর্দ্দারই ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংসাধনের জন্য কখনও রাণার নিকট স্বয়ং প্রার্থনা করিতে পারিবে না। কেননা ইহাতে রাজসম্মানের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা। তদনুসারে মন্ত্রিবর্গের দ্বারা প্রার্থী সর্দ্দারগণের অভিপ্রায় রাণা-সদনে বিজ্ঞাপিত হইত। জয়ৎসিংহ মিবারের মন্ত্রীদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মনে মনে ধারণা ছিল যে, তাহারা লোকের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিত। তেজস্বী জয়ৎ সে প্রকার অনুষ্ঠানকে অপমানকর ও ভীরু-সুলভ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন; অপিচ রাণার মন্ত্রিসভার মধ্যে অনেকে তাঁহার বিষম শত্রু ছিল। তিনি যে তত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। তিনি উৎকৃষ্ট বেদনোর জনপদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; যে তিন শত যাটটী নগর ও পল্লী উক্ত জনপদের অন্তর্গত ছিল,

তৎসমস্তও তাঁহার হস্তে অর্পিত ছিল। সামন্তপ্রথার অনুসারে তিনি তৎসমুদায় নগর ও পল্লী আপনার অধীনস্থ সর্দ্দারগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আত্মক্ষমতার অতিরেকে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেন এবং যে সমস্ত বিষয়ে একমাত্র রাণা ভিন্ন আর কাহারও হস্তার্পণ করিবার ক্ষমতা নাই, সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাইতেন। ইহাতে রাজতন্ত্রের অবমাননা করা হইত। যে সমস্ত ব্যক্তির হস্তে উক্ত নগর ও পল্লীসমূহের শাসনভার অর্পিত ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর সামন্ত এবং মিবারে "গোল" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে সময়ে মিবারে বেতনভোগী সৈন্য নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল না; সেই সময়ে এই গোলাখ্যাত সামন্তগণ মিবারের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষার জন্য সমরক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিত। তৎকালে ইহাদের বীরত্ব রাণাগণের প্রভুতা-রক্ষার একটী প্রধান উপায় ছিল। যাহাহউক রাজপুত বন্ধু রাজনীতিজ্ঞ সদাশয় টড সাহেব সেই ক্ষুব্ধ রাঠোর সর্দ্দারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "সর্দ্দারচূড়ামণি! আপনি যে বীর কেশরী জয়মলের পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহার উপযুক্ত বংশধর বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন, একবার তাঁহার অলৌকিক বীরত্ব এবং অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের বিষয় ভাবিয়া দেখুন, ভাবিয়া দেখুন তিনি মোগলসম্রাট আকবরের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে চিতোরপুরীকে রক্ষা করিতে গিয়া জগতে কি জলন্ত চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আপনি কি করিতেছেন? সত্য আপনি সেই বীরকেশরীর উপযুক্ত বংশধর, কিন্তু আপনার সেই আত্মোৎসর্গ—সেই অপূর্ব্ব রাজভক্তি কোথায়?" এই সকল বাক্য যেন কোন অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার ন্যায় রাঠোরসর্দ্দার জয়ৎ-সিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল;—তাঁহার কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল—নয়নপ্রান্ত হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি হস্তস্থ দানপত্রখানি এজেন্টের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এ কার্য্য সংসাধন করা যে, কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা জয়ৎসিংহের নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। "যখন তাঁহার (রাণার) আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখন আমি প্রাণপণে তাঁহার পরিসেবা করিয়াছিলাম, বিদ্রোহকালে সমস্ত সামন্ত ও সৈনিক তাঁহার প্রতিকূলে অসিধারণ করিলেও আমরা চারিজনে তাঁহার জন্য হৃদয়শোণিত পাত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু আজি জয়মলের বংশধরের সে সকল কার্য্য তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন; এক্ষণ একজন "দস্যু" তাঁহার প্রিয় পারিষদ *। সে পারিষদ নীচকুলোদ্ভূত হইলেও আজি রাজানুগ্রহে আমার অপেক্ষা উচ্চ সম্মান সম্ভোগ করিতেছে!" বীরবর জয়মলের বীর বংশধর জয়ৎসিংহের বাক্যে রাণা সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বেদনোরে প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভাদেশরের সর্দ্দার মনোদুঃখে অবনত মস্তকে স্বনগরে প্রতিগত হইল।

---

* ভাদেশর-সর্দ্দার হামির রাণীর বিবাহ যৌতুক অপহরণ করিয়াছিলেন; সেই জন্য তিনি এস্থলে "দস্যু" নামে অভিহিত হইলেন।

যে ভাদেশর সর্দ্দারের কথা এইমাত্র বর্ণিত হইল, তাঁহার নাম হামির। হামির চন্দাবৎগোত্রে সমুদ্ভূত এবং মিবারের দ্বিতীয় শ্রেণী সর্দ্দারের অন্তর্গত। যে সর্দ্দারসিংহ * হতভাগ্য প্রধান মন্ত্রী সোমজিকে হত্যা করিয়াছিলেন, হামির তাঁহারই পুত্র। হামির পিতার সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ঔদ্ধত্য ও কঠোরতা অধিকার করিয়াছিলেন। হামির বৈপ্লবিক দলের অধিনায়ক। সমগ্র রাজস্থানের লোক তাঁহাকে "দৌরাৎ" † বলিয়া জানিত। আপনার পদানুসারে যদিও তিনি বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের বিষয় ভোগ করিতে পাইতেন না; তথাপি বলবিক্রমের সাহায্যে আশি হাজার টাকা ভোগ করিতেছিলেন। হামির স্বভাবতঃ কপটী ও চতুর। তিনি কপট রাজভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজার মনোরঞ্জন করিয়া সদাসর্ব্বদা রাজসভা-তলেই বিরাজ করিতেন। লাবার শক্তাবৎ সর্দ্দার তাঁহার একটী প্রধান সখা। ক্ষীরোদা দুর্গ তৎকালে লাবার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ইহাঁরা উভয়েই সমান প্রকৃতির লোক; উভয়েই এরূপ কৌশলের সহিত নৃপতির মনোহরণ করিয়াছিলেন যে, ইহাঁদিগের উচ্চপদস্থ সর্দ্দারগণ স্ব স্ব ভূমিবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেও ইহাঁরা স্বচ্ছন্দে আপনাদিগের ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। মন্ত্রী অবশেষে লাবা সর্দ্দারের প্রতি রাণার আদেশ প্রচার করিলেন যে, "যতদিন না আপনি ক্ষীরোদা দুর্গ ও অপহৃত অন্যান্য ভূমিসম্পত্তি সকল প্রত্যর্পণ করিতেছেন, ততদিন রাজসভায় প্রবেশ করিতে পাইবেন না।" এই আদেশ শ্রবণমাত্র দুর্বৃত্ত হামিরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; তিনি সদর্পে আপন গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে মন্ত্রীকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন "যেন আপনার পূর্ব্বপুরুষ সোমজির দুর্দ্দশার কথা মনে থাকে!"

তেজস্বী হামিরের প্রচণ্ড প্রকৃতি দিনদিন প্রচণ্ডতর হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে দুর্জ্জয় হইয়া দাঁড়াইলেন। যদিও তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ ভাব কেহই অনুকরণ করিতে সাহস

* সর্দ্দার সিংহ এই নৃশংস অনুষ্ঠানের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সে প্রায়শ্চিত্তের বিবরণ পাঠ করিলে তদানীন্তন রাজপুত সমাজের পৈশাচিকী প্রতিশোধপিপাসার একটী জ্বলন্ত চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কঠোর মার্হাট্টা-বিপ্লবকালে নিষ্ঠুর আমির খাঁর জামাতা ও প্রতিনিধি জামসিদ উদয়পুরে আপন সেনানিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক নগর ও তৎপার্শ্বস্থ পল্লীসমূহ লুঠ করিতেছিল। সর্দ্দারসিংহ সেই সময়ে ক্ষমতাশালী ছিলেন। জামসিদ একদা তাঁহাকে ধৃত করিয়া ত্রিশ হাজার টাকার জন্য নিজ শিবিরে আবদ্ধ করিয়া রাখে। সর্দ্দারসিংহ সে বিপুল অর্থ দিতে পারিলেন না। তখন সোমজির ভ্রাতৃদ্বয় তত টাকা দিয়া সর্দ্দারকে কিনিয়া লইল। এতৎসমাচার সর্দ্দারসিংহের সৈন্য ও সামন্তদিগের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহারা তাঁহাকে উদ্ধার করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রতিজিঘাংসামত্ত শিবদাস ও সতীদাস সেই সুযোগে হতভাগ্য সর্দ্দারসিংহের মস্তকচ্ছেদন করিয়া আপনাদিগের পাশবী প্রতিহিংসার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড রামপিয়ারীর প্রাসাদের তোরণদ্বারে স্থাপন করিল! এই নৃশংস ও বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় করিয়া শিবদাস ও সতীদাস নিশ্চিন্ত মনে জীবন ত্যাগ করিতে পারে নাই। ছুরিকার তীক্ষ্ণ স্পর্শে তাহাদিগেরও পাপজীবন বহির্গত হইয়াছিল।

† দৌরাৎ-শব্দের অর্থ দ্রুতধাবক; কিন্তু রাজপুতগণ দস্যু হামিরের লুণ্ঠনার্থ দ্রুতগতিত্ব সূচিত করিবার জন্য তাহাকে দৌরাৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

করিত না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকে তাহার প্রশংসা করিত। বিশেষতঃ তাঁহার সগোত্রীয় ব্যক্তিগণের আনন্দের আর সীমাপরিসীমা থাকিত না। তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আপনাদিগের সর্দ্দারের ও চন্দাবৎ গোত্রের গুণগৌরব গান করিত। হামিরের দুর্দ্ধর্ষ ব্যবহার দিন দিন বাড়িতে লাগিল! তাহার দমনে রাণাকে নিরস্ত থাকিতে দেখিয়া লোকের স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল যে, তিনি ভয়ে অথবা অনুগ্রহে তাহাকে কিছু বলিতেছেন না। সুতরাং এতদ্বিষয়ে এজেণ্টের হস্তার্পণ আবশ্যক হইল। এজেণ্ট সাহেব সেই কার্য্যসাধনের ভার গ্রহণ করিয়া সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইল। যে সমস্ত রাজ-কর্ম্মচারীগণ পূর্ব্বোক্ত দুর্গ অধিকার করিতে গমন করিয়াছিল, দুর্গাধ্যক্ষ তাহাদিগকে ঘোর অবমানিত করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অপমান সহ্য করিয়া তাহারা অবনত মস্তকে উদয়পুরে ফিরিয়া আসিল। রাজাজ্ঞার * এরূপ অন্যায় অবমাননায় এজেণ্ট সাহেব অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। অবমানকর্ত্তার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি দান না করিয়া তিনি আর মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিতে পারিলেন না। যে সময়ে উক্ত সমাচার আসিয়া পঁহুছিল, তখন রাণা পাত্রমিত্র ও সর্দ্দারদলে পরিবৃত হইয়া সূর্য্যতোরণ দ্বারে সভাসীন ছিলেন। অন্যান্য সর্দ্দারগণের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হামিরও তন্মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। এজেণ্ট সাহেব সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রতিহারিদ্বারা আপনার আগমনবার্ত্তা রাণাকে বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং যথাবিধানে আহূত হইয়া উপযুক্ত শিষ্টাচারের পর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার প্রভুর অধীনে কি শিনোবো?" সকলের বিষণ্ণভাব দেখিয়া এজেণ্ট সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত উদয়পুরের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি রাণার সহিত এরূপ ভাবে বাক্যারম্ভ করিলেন, যেন রাণা সেই অপমানের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। দুইচারিটী অপরাপর কথাবার্ত্তার পর তিনি ভীমসিংহকে বলিলেন "আপনার আদেশের এরূপ অবমাননা হইতেছে, এসময়ে যদি আমি উদয়পুরে থাকি, তাহা হইলে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট আমাকে দোষী প্রমাণ করিবেন। সুতরাং আপনার অবমানকর্ত্তার উপযুক্ত শাস্তি দান করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিতে হইবে।" ইংরাজ এজেণ্টের এরূপ সাহসব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণার হৃদয়ে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি আত্মসম্মান সম্ভ্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য গম্ভীর ও তেজস্বিনী ভাষায় বলিয়া উঠিলেন "সর্দ্দার ও সেনাপতিগণ! আমার ইচ্ছা নহে যে, আপনাদিগের প্রতি কোনরূপ কঠোর বা অন্যায় ব্যবহার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না যে, আমার সম্মান ও মর্য্যাদার উপযুক্ত কার্য্য করিতে কখনও নিরস্ত থাকিব।" তৎপরে তিনি "বীরা" আনিতে অনুমতি করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অনুমতি পরিপালিত

---

* হামির ও লাবা সর্দ্দারের প্রবর্দ্ধমান দুরাচরণ দেখিয়া রাণার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়। তিনি অবশেষে তাহাদিগের দুর্গ কাড়িয়া লইতে লোক পাঠাইয়া দেন।

হইল। তখন হামিরের প্রতি কূট কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া রাণা কঠোরস্বরে বলিলেন "তুমি এখনই আমার সম্মুখে হইতে অপসৃত হও এবং এক ঘণ্টার মধ্যে নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।" রাণা এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, এজেণ্ট সাহেব যদি তাঁহাকে নিবর্ত্তিত না করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই হামিরকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেন। সেই সঙ্গে এই আদেশ প্রচারিত হইল যে, যতক্ষণ না হামির অপহৃত ভূমিসম্পত্তি সকল পুনরর্পণ করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রুদ্ধ থাকিবে। হামিরের আশাভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। নিদারুণ মর্ম্মাহত হইয়া তিনি সেই রজনীযোগেই উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। স্বনগরে উপস্থিত হইয়া তিনি যে কেবল আপনার অপহৃত ভূমিসম্পত্তিগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন;—তাহা নহে—এমন কি যাহা মহাত্মা টডের হৃদয়ে আদৌ উদিত হয় নাই, রাণা যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই—তাহাই সংঘটিত হইল। হামির আপনার ভাদেশর দুর্গের স্বত্ব পর্য্যন্তও রাণার করে পুনরর্পণ করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—শিশোদীয়কুলের লোহিত পতাকা ভাদেশর দুর্গের শিরোদেশে উড্ডীন হইতেছে *।

আর একটী সর্দ্দারের বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। আমলিদুর্গ এবং তদন্তর্গত সম্পত্তিসমূহ ২৭ বর্ষ পর্য্যন্ত আমৈত সর্দ্দারের হস্তে সমর্পিত ছিল। তাঁহাদিগের অধিকার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে চলিল। আমৈতের সর্দ্দারগণ জগবৎকুলে সমুদ্ভূত এবং মিবারের ষোড়শ প্রধান সর্দ্দারের অন্তর্গত। জগবৎকুলের বর্ত্তমান প্রতিনিধি ফতেসিংহ একজন সৎস্বভাবশীল ব্যক্তি। বেদনোর সর্দ্দারের নিম্নে যদি কেহ রাজভক্ত বলিয়া প্রখ্যাত হইতে পারেন, তবে তিনি আমৈত সর্দ্দার। যে জগবৎকুলে বীর বালক পুত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন;—আমৈত সর্দ্দার সেই কুলে সমুদ্ভূত। একমাত্র বীরবালক পুত্তের অলৌকিক বীরত্ব এবং অদ্ভুত আত্মত্যাগকে জগবৎকুলের রাজপরায়ণতার প্রদীপ্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু তাহাই জগবৎকুলের রাজানুরাগের একমাত্র প্রমাণ নহে। বিগত মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবে ফতেসিংহের পিতা প্রতাপসিংহ দুর্দ্ধর্ষ মার্হাট্টা গ্রাস হইতে মিবারভূমি রক্ষা করিতে গিয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সেই আত্মোৎসর্গের পুরস্কারস্বরূপ আমলি দুর্গ তৎকরে সমর্পিত হইয়াছিল। ফতেসিংহ আপনার কোন চতুর আত্মীয়ের চাতুর্য্যজালে জড়ীভূত হইয়া চন্দাবৎদিগের কোন একটী বিশেষ স্বার্থসাধনে প্রণোদিত হয়েন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ অল্পধী ও উদ্ধত ছিলেন, সুতরাং তিনি সে কার্য্যের কিছুমাত্র উদ্ধার করিতে

* মহাত্মা টড সাহেব বলেন, "এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কোটা যাইবার সময় পথিমধ্যে নিমবেহেরা দেখিয়া যাইলাম।" অশ্বারোহণে যাইলে নিমবেহেরা হইতে হামিরের দুর্গ প্রায় এক ঘণ্টার পথ হইবে। টড মহোদয়ের আগমন শুনিয়া হামির তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া আপনার অসিস্পর্শপূর্ব্বক উক্ত সাহেবকে বলিলেন "আমি অসিস্পর্শ করিয়া বলিতেছি; আমাকে প্রকৃত রাজপুত বলিয়া জানিবেন।"

পারেন নাই। ফতেসিংহের অন্তঃকরণ সরল; তিনি অন্তরস্থ রোষবহ্নি কখনও লুক্কায়িত রাখিতে পারেন না এবং কখনও লুক্কায়িত করিতে চেষ্টাও করিতেন না। একদা এজেণ্ট সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার অন্তর্নিগূহিত রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সে সময়ে তিনি যদিও কিছুই বলেন নাই, তথাপি তাঁহার ঘূর্ণিত নয়নে অন্তরস্থ ক্রোধের পূর্ণচিত্র প্রতিভাত হইয়াছিল। যাহাহউক, রাণা তাঁহার বিষয়ে কিছুমাত্র মীমাংসা করিতে না পারিয়া এজেণ্টের হস্তে সেই গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। তদনুসারে এজেণ্ট সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় আবাসভবনে উপস্থিত হইলেন। অচিরে একটী প্রশস্ত সভাগৃহে ব্রিটিষ এজেণ্টকে আসন প্রদত্ত হইল। গৃহটী বিস্তৃত,—তাহার চতুর্দ্দিকে ভিত্তিগাত্রে ফতেসিংহের পিতৃপিতামহগণের এক এক খানি সুদৃশ্য চিত্র সংস্থাপিত। ব্রিটিষ এজেণ্ট টড সাহেব আপনার পারিষদগণের সমভিব্যাহারে সেই গৃহমধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। অচিরকাল মধ্যে ফতেসিংহ সদলে সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুগত ভৃত্য ও রক্ষকগণ সভাগৃহের অভ্যন্তরে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। তিনি টড সাহেবের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অভ্যাগত ইংরাজ এজেণ্টকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, তাঁহার সহিত একবার বাক্যালাপও করিলেন না। আপন হস্তস্থ ঢাল জানুদ্বয়ের উপরিভাগে ঋজুভাবে রাখিয়া তদুপরি হস্তদ্বয় ও মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। ইংরাজ এজেণ্ট অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন; যাঁহার বাটীতে আসিলেন, তিনিই তাঁহার সহিত কথা কহিলেন না; এ কি সামান্য দুঃখের বিষয়?—কিন্তু তিনি পরাস্ত হইবার লোক নহেন। সম্মুখে ফতেসিংহের পিতার একখানি চিত্র ছিল। এজেণ্ট সাহেব সেইখানি নির্ব্বাক ফতেসিংহের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "আপনার ন্যায় ব্যবহারে ঐ সর্দ্দার স্বামিধর্ম্মের জন্য প্রশংসা লাভ করেন নাই?" এই কথা শ্রবণমাত্র ফতেসিংহের হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। তাঁহার নয়নদ্বয় এক অভূতপূর্ব্ব তেজে জ্বলিয়া উঠিল; বদন প্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা পরিদৃশ্যমান হইল। তিনি এজেণ্ট সাহেবের দিকে চাহিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"একি আপনি এ চিত্র কোথায় পাইলেন!—এ চিত্রখানিই বা আপনার এত ভাল লাগিল কেন!" বলিতে বলিতে ফতেসিংহের মুখাবয়ব গভীর বিষাদমণ্ডিত ভাব ধারণ করিল। বিশাল নয়ন প্রান্তে দুইটী অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। তিনি সবিষাদে বলিলেন—"ইনি আমার স্বর্গীয় জনক!"—"হাঁ বুঝিতে পারিয়াছি" এজেণ্ট সাহেব বলিলেন "হাঁ বুঝিতে পারিয়াছি,—ইনি বীরবর রাজভক্ত প্রতাপসিংহ। এই মূর্ত্তিতেই ইনি সেই শেষ দিন স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দিন কবে অতীত হইয়া গিয়াছে; তথাপি তাঁহার নাম আজিও জীবিত রহিয়াছে;—এবং আজি একজন বিদেশীয় তাঁহাকে ভক্তিভাবে পূজা করিতেছে।" এজেণ্ট সাহেবের এই কথা শুনিতে শুনিতে ফতেসিংহের মুখমণ্ডলের ভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার অন্তরস্থ প্রবল চিন্তা-তরঙ্গের প্রতিমা প্রতিফলিত করিতেছিল। সাহেবের বাক্য শেষ হইতে না হইতে

তিনি দ্রুতস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আপনি আমলি লউন,—আমলি লউন; কিন্তু দেখিবেন,—আত্মত্যাগের মহিমা ভুলিবেন না।" ফতেসিংহের এই প্রচণ্ড হৃদয়োচ্ছ্বাস দেখিয়া চতুর ইংরাজ এজেণ্ট আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না; তিনি অমনি "ছোড় চিঠি" আনিতে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সে অনুরোধ মুহূর্ত্ত মধ্যে রক্ষিত হইল।

এই সকল বন্দোবস্তের যে কিরূপ ফলাফল হইল, তাহা লইয়া সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সমস্ত দিবস কঠোর পরিশ্রম করে, যাহাদের পরিশ্রমের গুণে ভূমি স্বর্ণফল প্রসব করিয়া থাকে, যাহারা মানবসমাজের একটী প্রধান অঙ্গ হইয়াও স্বার্থপর ভূম্যধিকারিগণের কঠোর আচরণে অতি দীন হীন ভাবে দিন যাপন করিয়া থাকে, সেই নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোকহিতকর কৃষকদিগের অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। এই অবস্থালোচনার সহিত আমরা তাহাদের অতীত ও বর্ত্তমান চিত্র পাঠকের নয়নসমক্ষে ধারণ করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগের স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিব।

মিবার-রাজ্যে কৃষকই ভূমির অধিকারী। মিবারের ভূমিতে তাঁহার যে স্বত্ব আছে, তিনি তাহাকে স্বদেশজ অমরধবের * সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। সেই অমর তৃণের ন্যায় সে স্বত্ব দৃঢ় ও অমর; অদৃষ্টচক্রের প্রভূত পরিবর্ত্তনেও সেই স্বত্ব কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে। আপনার ভূমিকে তিনি "বাপোতা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার মাতৃভাষায় পৈতৃক স্বত্ব বুঝাইবার জন্য এই বাপোতা ভিন্ন অতি প্রাচীন, অতি পরিশুদ্ধ, অতি ভাবপূর্ণ ও অতি তেজোব্যঞ্জক শব্দ আর দ্বিতীয় নাই। যদি কোন স্বার্থপর ও দর্পী নরপতি তাঁহাকে সেই চিরন্তন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন; তখন তিনি ভগবান্ মনুর অমৃতময় বাক্য উচ্চারণ করিয়া উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠেন "যাঁহারা বন কাটিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার ও কর্ষণ করিয়াছিলেন, ভূমি তাঁহাদিগেরই †।" যত দিন বিশ্বপ্রেমিক ব্যবস্থাকারগণের শীর্ষস্থানে ভগবান্ মনুর নাম বিরাজ করিবে, যতদিন তৎপ্রণীত বিধি প্রণালীর একটী সূত্রমাত্রও জগতে পালিত হইবে, ততদিন এই অমৃতময় বাক্য কেহই বুঝিতে পারিবে না; ততদিন শতসহস্র যুদ্ধবিগ্রহ হইলেও হিন্দুজাতির এই চিরন্তনী বিধির কিছুতেই বিপর্য্যয় হইবে না। এই বিধির অনুসারেই মিবারের—শুদ্ধ মিবার কেন,—সমগ্র রাজস্থানের অধিবাসিবৃন্দ অতি

---

* অমরধব এক প্রকার তৃণবিশেষ। ইহাকে সকল ঋতুতেই সমভাবে থাকিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় ইহার সজীবতা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা শুদ্ধ অমর নহে, বরং ইহাকে অনেক পরিমাণে অক্ষয় বলিলেও বলা যায়। ভূমির সহিত এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিবন্ধন রাজপুত কৃষক ইহার সহিত আপনার ভূমিস্বত্বের তুলনা করিয়া থাকেন।

† ভগবান্ মনু পুরুষের শুক্রন্যাসের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অবধারণ এবং ন্যস্ত শুক্রজাত সন্তানের উপর ন্যাসকর্ত্তার অধিকারানধিকারের বিষয় বিধান করিবার সময় বলিয়াছেন "স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারং" যে ব্যক্তি জঙ্গল কাটিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, সে ক্ষেত্র তাহারই।"

প্রাচীন কাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন, "ভাগরা ধনী রাজ হো; ভূমরা ধনী মে ছো" অর্থাৎ রাজা ভাগের (রাজস্বের) অধিকারী; কিন্তু ভূমির অধিকারী আমি। ভগবান্ মনুর সময় হইতে এই ধারণা হিন্দুদিগের অস্থিমজ্জাতে সংপৃক্ত হইয়া রহিয়াছে; বোধ হয় চিরকাল থাকিবে। যেদিন সেই ত্রিকালজ্ঞ বিধানকর্ত্তা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ভারতভূমে কত বিষয়ের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কত বিদেশীয়, বিধর্ম্মী অত্যাচারী ভারতকে শমন সম শাসন করিয়া গিয়াছে; ভাষা, বর্ণ ও আচার ব্যবহারের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তথাপি এই ধারণা সমভাবে রহিয়াছে;—ইহার একটী পরমাণুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কি কর্ণাট, কি কণ্বদেশ, কি রাজস্থান ভারতের যে প্রদেশস্থ হিন্দুজাতির বিধানগ্রন্থ আলোড়ন কর,- দেখিবে তথায় সুবর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "স্থানুচ্ছেদস্য কেদারম্।"

সুপ্রসিদ্ধ এরিয়ান, কর্টিয়স ও ডিওডোরস প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সময়ের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, যদি আমরা সেই সময়ের বিবরণ লইয়া সমালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক নাগরিক তন্ত্র এক একটী রাজ্যান্তর্গত রাজ্যবৎ অধিষ্ঠিত। তাহাদিগের শাসন-বিধি রাজচক্রবর্ত্তী হইতে স্বতন্ত্র; কেবল তিনি দেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া তাহাদিগের নিকট নিয়মিত ভাগ অর্থাৎ করস্বরূপ একাংশ প্রাপ্ত হইতেন। সেইরূপ রাজস্থানের প্রত্যেক রাজ্যে লক্ষ লক্ষ পল্লীসমাজের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন পল্লীসমাজের পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধই পরিলক্ষিত হয় না। সেই সকল পল্লীসমাজের অধ্যক্ষগণ আপনাপন শাসনাধীন সমাজের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারা সার্ব্বভৌমিক অধিপতিকে আপনাদের শস্য বা ধন হইতে কোন এক নিয়মিত ভাগ অর্পণ করেন বটে, কিন্তু রাজা তাঁহাদিগের জন্য বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন অথবা তাহাদিগের আভ্যন্তরীন শান্তিরক্ষা করিবার জন্য রক্ষকস্থাপন করেন না। মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, "এই সার্ব্বভৌমিক শাসনবিধির অভাব নিবন্ধন গ্রামীণগণ গ্রামের শান্তিরক্ষা, বিচার ও শাসন আপনা আপনি করিয়া থাকেন, এবং ইহা হইতেই পঞ্চায়ৎ-প্রথা সৃষ্ট হইয়াছে।"

পিতৃপিতামহদিগের অধিকৃত ভূমি রাজপুত কৃষক "বাপোতা" নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই বাপোতার স্বত্বাধিকারী যদি যুদ্ধজীবী হয়েন, তাহা হইলে তিনি "ভূমিয়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দিল্লির যবন সম্রাটগণ আপনাদিগের গৌরবের মধ্যাহ্নকালে করদ হিন্দু নরপতিদিগের উপর "জমিদার" আখ্যা প্রদান করিতেন। যাঁহারা তৎকালে ভূমির প্রকৃত অধিকারী, তাঁহারাই তৎকালে জমিদার নামে অভিহিত হইতেন।

ভূমিতে যে, কৃষকের চিরন্তন স্বত্বাধিকার, তাহা তাঁহার অবস্থা ভাল রূপে পর্য্যালোচনা করিলে সম্যক উপলব্ধ হইতে পারিবে। সেই অধিকারের উপর নির্ভর করিয়া ভূমিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ আপন ভূমি কর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহার ভূমির উপর

কেহই কখনও মাণযষ্টি পাতিত করিতে পারিবে না ; কেহই তাহাতে কখনও কোনরূপ কর নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে না। তবে তিনি যে সার্ব্বভৌম রাজার অধীন, তাহা কেবল তৎপ্রদত্ত করদ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। রাণা পরোক্ষে এই ভূমিয়া কৃষকদিগের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; কিন্তু ব্রিটিষ প্রভুতার পরিস্থাপনে যে সময়ে মিবারভূমি একবার দীর্ঘকাল ধরিয়া শান্তি সম্ভোগ করিতে পাইল, যে সময়ে তদধীন পল্লীসমাজে আর তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক হইল না, রাণা সেই সময় হইতে সেই পূর্ব্বকর হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ভূমিয়াদিগকে সামান্য বেতনভোগীর ন্যায় দেশের শান্তিরক্ষক অথবা সৈনিক পদে নিয়োগ করিতে লাগিলেন।

বাপোতার উপর রাজপুত কৃষকের স্বত্ব যে কতদূর দৃঢ় এবং তাহারা কিরূপ দৃঢ়তা সহকারে তাহা অধিকার করিয়া থাকে, আমরা তাহা কয়েকটী পুরাণ কথা দ্বারা প্রতিপাদিত করিব। যৎকালে মুন্দর মারবারের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তৎকালে কোন গিহ্লোট রাজকুমার একদা কোন মারবার রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে গমন করেন। রাজপুতদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, নবোঢ় জামাতা বিবাহরাত্রে শ্বশুরের নিকট কোন সম্পত্তি যৌতুক স্বরূপ যাচ্ঞা করিলে শ্বশুরকে তাহা প্রদান করিতে হইবেই হইবে। এই প্রথা হইতে রাজস্থানে অনেক অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে। তদনুসারে সেই নবোঢ় গিহ্লোট রাজকুমার মিবারে সংস্থাপিত করিবার জন্য আপনার মন্ত্রীর পরামর্শে শ্বশুরের নিকট দশ সহস্র জাট কৃষক যাচ্ঞা করিলেন। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব যাচ্ঞা শ্রবণ করিয়া মারবার-রাজ ঈষৎ বিস্মিত হইলেন; কিন্তু জামাতার যাচ্ঞা পূরণ করিতে হইবেই হইবে। তদনুসারে তিনি সেই জাটদিগের নিকট আদেশ প্রচার করিলেন যে, তাহাদিগের মধ্যে দশ সহস্র ব্যক্তিকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই কঠোর আদেশ শ্রবণ করিবামাত্র জাটকৃষকগণ নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইল। তাহারা সে আদেশ পালন করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। পরিশেষে রাজা যখন নিতান্ত পীড়ন করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া একবাক্যে বলিল "আমরা কি আমাদের বাপোতা, আমাদিগের পুত্রগণের সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া এক অপরিচিত ব্যক্তির জন্য পরিশ্রম করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত বিদেশে গমন করিব? মহারাজ! আপনি ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে সংহার করিতে পারেন, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমরা কিছুতেই আমাদিগের জীবনের জীবন বাপোতা ত্যাগ করিতে পারিব না।" মুন্দর নৃপতি পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার জাট প্রজাবৃন্দ উক্তরূপ আপত্তি উত্থাপন করিবেন। এক্ষণে তাঁহার সে অনুমান প্রকৃত হইল। জাটগণ অসম্মত হওয়াতে রাজার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইল বটে ; কিন্তু তিনি তজ্জন্য চিন্তিত বা অপ্রতিভ হইলেন না, কেননা যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ততগুলি প্রজাক্ষয় হইতে আপনাকে মুক্ত হইতে হইল, তখন তিনি অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু বিধাতা বাদী হইয়া তাঁহাকে বঞ্চণা করিলেন। রাণা তাহাদিগকে মিবারের অনেকগুলি ভূমিসম্পত্তিতে একবারে চিরকালের জন্য স্বত্বাধিকার অর্পণ

করিলেন। তাহাতে জাটগণ তাঁহার সহিত না আসিয়া থাকিতে পারিল না। কেননা তাহারা মারবক্ষেত্রের পরিবর্তে রাজবারার নন্দনকানন সদৃশ মিবারের উর্ব্বরভূমিতে তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হইল। সেই সকল জাটের বংশধরগণ আজিও বেরিশ ও বুনাশ নদের সলিল সিঞ্চিত ক্ষেত্রসমূহে সানন্দে বাস করিতেছে।

যেসকল জনপদের রাজা ভূমিসংক্রান্ত নূতন নিয়ম প্রচলন করিতে পারিতেন না, সেই সকল জনপদে প্রজার দখলী স্বত্ব সম্যক প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একমাত্র জিহাজপুর জনপদের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। জিহাজপুর একটী বিস্তৃত জনপদ; ইহার মধ্যে একশত ছয়টী পল্লীসমাজ সংস্থাপিত। এই বিস্তৃত জনপদের মধ্যে শুদ্ধ দুই খণ্ড খাস জমি দেখিতে পাওয়া যায়। কোটার জলিমসিংহের অধিকার কালে উক্ত দুই ভূমিখণ্ড বলপূর্ব্বক আচ্ছিন্ন হইয়া রাজসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কথিত আছে সেই সময়ে জমি দুইখানি বাকি খাজনার দায়ে ক্রোক হইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে রাণার রাজস্ব-সচিব তাহা রাজসম্পত্তিস্বরূপ ক্রয় করেন। এইরূপে লোহারিও এবং ইতুণ্ডা নামক দুইটী পুষ্করিণী এবং তাহাদের তীরস্থ ভূমি রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত হইল। যে ভূমি এককালে ভূমিয়া মীনদিগের বিশাল বাপোতা জিহাজপুরের অন্তর্গত ছিল, তাহা আজি রাণার ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। হায়! জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। ভূমি কিপ্রকারে কৃষকগণের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তাহার একটী উদাহরণ প্রকটিত হইল। কোটার ইতিবৃত্তে এরূপ অনেক উদাহরণ সন্নিবেশিত হইবে।

ভগবান্ মনু যে পল্লী-সমাজের বিধান করিয়া গিয়াছেন, মিবারের মধ্যে ঠিক সেই রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে যেমন পাঁচ সাতখানি পল্লী লইয়া এক এক জন গ্রামীণ্ থাকিতেন, মিবারেও সেইরূপ পঞ্চগ্রামপতি বা সপ্তগ্রামপতির বিবরণ পাওয়া যায়। মিবারে ইহারা পেটেল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পেটেল হইতে কপর্দ্দক-সম্বলী সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই আপনার অধিকৃত ভূমিকে অন্যপ্রকার কর হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কেবল একটী ত্রৈবার্ষিক নির্দ্ধারিত কর এবং দুইটী যুদ্ধকর প্রদান করিতে হয়।

অনেকে অনুমান করেন যে, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে যে গ্রামীণের উল্লেখ আছে, তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে মিবারের পেটেলের কর্ত্তব্য বিভিন্ন। সেই জন্য পেটেল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পেটেল শব্দ সংস্কৃত পতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক মিবারিগণ ঠিক এইরূপ অর্থেই ইহাকে ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মিবারী পেটেলের নির্ব্বাচন ভিন্ন আর কিছুই কর্ত্তব্য ছিল না। তিনি স্বগ্রামস্থ লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন;—সমগ্র পল্লী-সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি এবং কৃষক ও নৃপতির মধ্যে মধ্যস্থ। পল্লী-সমাজ ও রাজতন্ত্রের মধ্যস্থ ছিলেন বলিয়া তিনি উভয় সমিতির নিকটেই সম্মান ও উপকার প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার আপনার বাপোতা থাকে, এবং কৃষক যে শস্য উৎপাদন

করে, তিনি তাহার চল্লিশ ভাগের একভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন রাজার নিকট হইতে তিনি একটী অনুগ্রহ ভোগ করেন। আপনার বাপোতা ব্যতীত তিনি যে অতিরিক্ত ভূমি কর্ষণ করিতে পারেন, রাজাজ্ঞায় তাহার নিয়মিত করের একতৃতীয়াংশ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন। মিবারভূমির পেটেলের কর্ত্তব্য এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। পেটেল কৃষক ও রাজার মধ্যগত বন্ধনস্বরূপ। তিনি নিরীহ কৃষককুলের একমাত্র প্রতিনিধি;—পল্লী-সমাজের একমাত্র অগ্রনায়ক। রাজা তাঁহারই মুখে অজ্ঞানান্ধ কৃষকের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দিগের কঠোর অত্যাচারে মিবাররাজ্যের ভাগ্যতরঙ্গ অন্য দিকে প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে স্বাধীনতার লীলাভূমি মধ্যপাটক্ষেত্রে পেটেলদিগের এইরূপ কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সেই দুর্বৃত্তদিগের জঘন্য লুণ্ঠন-প্রথা দিন দিন যত বাড়িতে লাগিল, মিবারী পেটেলের ক্ষমতা তত বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। তিনি পল্লীসমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। দুরাচারগণ কৃষকদিগের উপর যতপ্রকার কর স্থাপন করিত, তিনি তৎসমস্তেরই প্রতিভূ হইতেন এবং শরীর বন্ধকরূপে দস্যুশিবিরে প্রায়ই নীত হইতেন। দুর্বৃত্তগণ যতদিন না সেই পণ পাইত, ততদিন তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিত। দুরাচার দস্যুগণ বার বার মিবারভূমে আপতিত হইয়া মিবারীদিগের নিকট যতবার পণ চাহিত, পেটেল ততবার সানন্দমনে তাহা পরিশোধ করিতেন। মুখে তিনি কৃষকদিগের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন; কিন্তু সুবিধা পাইলে সেই নিরীহ ব্যক্তিদিগের সর্ব্বনাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অজ্ঞানান্ধ যে অসংখ্য মানব তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিত, স্বার্থপর পেটেল সুবিধাক্রমে তাহাদিগেরই সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আত্মোদর পূরণ করিতেন। পাঠান ও মহারাষ্ট্রীয়গণ রাজ্যে আপতিত হইলে তাঁহার স্বার্থসাধনের উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইত। তিনি সর্ব্বপ্রথম আত্মরক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন, এবং কৃষকের সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মস্বার্থ অব্যাহত রাখিতে যত্নপর হইতেন। সর্ব্বপ্রথম প্রত্যেক কৃষকের দেয় অংশের একটী তালিকা প্রস্তুত হইত। তিনি তাহাদিগের নিকট সেই সমস্ত অর্থাংশ সংগ্রহ করিতেন; তাহাতে না হইলে তাহাদের ভূমিসম্পত্তি—পরিশেষে তাহাদিগের তৈজসপত্রও বন্ধক রাখিতেন। এইরূপে যতক্ষণ না তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধিত হইত, ততক্ষণ তিনি নিরীহ, নিঃসহায় অজ্ঞানান্ধ কৃষকদিগের হৃদয়ের শোণিত জলৌকার ন্যায় পান করিতে থাকিতেন। হতভাগ্য কৃষকগণ তাহা বুঝিতে পারিত। তাহারা বুঝিত যে সেই পেটেল তাহাদিগের ছদ্মবেশী শত্রু,—পাঠান ও মার্হাট্টা দস্যুদিগের ছদ্মবেশী গুপ্তচর। সুতরাং তাহারা তদ্বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে সাহস করিত না। নিরীহ কৃষকগণ জানিয়া শুনিয়াই সেই ছদ্মাকার শত্রুর নিকট হৃদয় পাতিয়া দিত; সে যত ইচ্ছা তাহাদিগের শোণিত পান করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিত! হা মন্দভাগ্য কৃষক! এ ভারতভূমে তোমাদের সুখশান্তি কোথায়? তোমরা যাহাদিগকে পরম হিতকর বন্ধু মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি কর, একবার আপনাদের অবস্থা না ভাবিয়া

যাহাদিগের তীক্ষ্ণ বিষদশনের উপর হৃদয় পাতিয়া দিয়া সন্তুষ্ট থাক, তাহারাই যখন তোমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তখন তোমাদিগের সুখশান্তি কোথায়? আর কতদিন তোমরা অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে? আর কতদিন তোমরা চিরন্তন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিবে? তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহাদিগকে অনাহারমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতেছ, যাহাদিগের বিলাসসামগ্রীর সংযোজনা করিয়া দিতেছ; তাহারা একবার তোমাদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখিতেছে না; একবার তোমাদিগের মুখপানে চাহিতেছে না!

স্বার্থপর পেটেল ক্রমে মিবারী কৃষকের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া দাঁড়াইলেন। উচ্চপদ ও সম্মান প্রাপ্ত হইলে লোকে প্রায় যেমন বিলাসী ও অত্যাচারী হইয়া পড়ে, মিবারের পেটেল অবশেষে সেইরূপই হইয়া পড়িলেন। এতদিন তিনি তাহাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন, তাহাদিগের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি তাহাদিগের প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, যাহার অন্তর্গত ব্যক্তিবৃন্দ পরস্পরের সুখ দুঃখের দিকে চাহিয়া দেখে না, নিজ নিজ সুখের চিন্তাতেই যাহারা অহর্নিশা ব্যস্ত থাকে, সে সম্প্রদায়ের মধ্যে শীঘ্রই নানা প্রকার অনর্থ সংঘটিত হয়; পরিশেষে তাহা সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দুরাকাঙ্ক্ষ পেটেল স্বীয় পাশবী স্বার্থপরতার চরিতার্থতা সাধনের জন্য প্রথমে যথেচ্ছাক্রমে কৃষকবর্গের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে! কিন্তু কৃষকমণ্ডলী কিছু কল্পতরু নহে, যে অনবরত তাঁহার সর্ব্বগ্রাসকরী দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে। সুতরাং তাঁহার কিছুদিনের অত্যাচারেই তাহারা নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে তাঁহার সুখের প্রস্রবণও শুষ্ক হইয়া গেল। আর কাহার শোণিতে তিনি উদরপূর্ত্তি করিবেন?—যাহাদের শোণিতে করিতেন, সেই নিরীহ কৃষকগণ শোণিতহীন,—বলহীন,—সামর্থ্যহীন। তাহাদিগকে এক একটী শবদেহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুরাচার মার্হাট্টা দস্যুদিগের কঠোর আক্রমণে মিবারী কৃষকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিত; মিবারের অনেক ক্ষেত্র শূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। সেই সময়ে পাপিষ্ঠ পেটেলের স্বার্থসাধনের সমূহ ব্যাঘাত সংঘটিত হইত। কিন্তু তাহা কিছু অধিক দিনের জন্য নহে। আবার দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইত; আবার নির্ব্বাসিত কৃষকগণ স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সেই সমস্ত ভূমিতে স্বর্ণফল উৎপাদন করিত; নিষ্ঠুর পেটেলের স্বার্থসাধনের উপযুক্ত সুযোগ আবার উপস্থিত হইত। তিনি অজ্ঞানান্ধ সরলহৃদয় কৃষককুলের উপর সেই পূর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিয়া আপনার পাশবী স্বার্থপরতার সেইরূপে পরিতৃপ্তি বিধান করিতেন। সুতরাং দুর্ভাগ্য কৃষকগণ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেও শান্তি লাভ করিতে পারিত না। সেই নর-পিশাচ পেটেলের পশুবৎ অত্যাচারে আবার তাহাদের সোণার সংসার দগ্ধ-মরু-শ্মশানে পরিণত হইত। দুঃখের নিরন্তর কষাঘাতে —পৈশাচিক অত্যাচারের অবিরাম উৎপীড়নে মিবারের কৃষককুল এইরূপে নিঃস্ব ও নির্ম্মূল হইয়া পড়িতে লাগিল; মিবারের সুখশান্তি বিনষ্ট হইয়া গেল! নর-পিশাচ পেটেল যে,

প্রজাকুলের ছদ্মবেশী শত্রু, মিবারের সুখসূর্য্যের ছদ্মবেশী দুরন্ত রাহু, তাহা ক্রমে ক্রমে সকলেরই বিদিত হইল। সকলেই বুঝিতে পারিল যে, সে শত্রুকে পরাহত না করিলে দেশের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। সকলে স্থির করিল যে, সেই পাপাশয় "মধ্যস্থকে" তাহার পূর্ব্ব অবস্থায় অবতারিত করিতে পারিলেই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। কিন্তু তাহাও সামান্য ব্যাপার নহে। কেননা অনেক ক্ষমতাশীল রাজকর্ম্মচারী গুপ্তভাবে তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিল; তাহাকে পদচ্যুত করিতে গেলে সেই সমস্ত ছদ্মবেশী ক্রূর ব্যক্তির স্বার্থে আঘাত পড়িবে। তখন তাহারা সেই উদ্দেশ্যসাধনের পথে কণ্টক রোপণ করিতে উদ্যত হইবে;—ইহাতে রাজ্যমধ্যে আর একটী বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা।

স্বার্থপর দুরাচার পেটেলের উক্ত প্রকার পিশাচোচিত অত্যাচারের বিবরণ অবগত হইয়া ভারতবন্ধু মহাত্মা টড্ সাহেব নিরীহ কৃষককুলের রক্ষার্থ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পেটেলের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা ও কর্ত্তব্যের অবধারণ করিয়া তিনি নিজ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। মিবারের পুরাতন ইতিহাস আলোড়িত করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বকালে পেটেল গ্রামীন্‌গণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। তাহারা একমত হইয়া আপনাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তিকে মনোনীত করিত, রাজা তাহাকেই সেই পেটেল আখ্যা প্রদান করিয়া সেই পদে অভিষেক করিতেন। তদনুসারে মিবারে এক্ষণে সেই প্রথাই অবলম্বিত হইল। মিবারিগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে যাহাকে নির্ব্বাচিত করিল, রাণা তাহাকেই মনোনীত করিয়া তাহাদিগের সমক্ষেই তাহার মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন পূর্ব্বক পেটেল পদে অভিষেক করিলেন। নির্ব্বাচিত নূতন মধ্যস্থ রাজসমক্ষে "নজর" দিয়া সেই নূতন আসনে আসীন হইলেন। পূর্ব্বে এই পেটেল-পদ বিক্রীত হইত। রাজা কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ লইয়া কোন ব্যক্তিকে সেই পদে অভিষেক করিতেন। তাহাতে যে, রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল সাধিত হইত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এক্ষণে সে দূষিত প্রথা যাহাতে পুনর্ব্বার অবলম্বিত না হয়, তাহা সাধন করিবার জন্য মহাত্মা টড্ সাহেব এক সুচারু উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি রাণাকে এই প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ করিলেন যে, "পেটেলের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি কখনও হস্তার্পণ করিবেন না এবং পেটেলের সহিত গোপনে কোন পরামর্শ করিতে পারিবেন না।"

কিরূপ উপায় দ্বারা মিবারের রাজস্ব সংগৃহীত হইত, তৎসম্বন্ধে দুইচারিটী কথা বলিব এবং সন্ধিবন্ধন হইতে চারি বৎসরের মধ্যে মিবারের কিরূপ ফলাফল হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচন করিয়া মিবারেতিহাসের এই দীর্ঘপরিচ্ছেদটী সমাপ্ত করিব।

মিবারের সকল প্রকার শস্যের উপর হইতে রাজস্ব সচরাচর দুইটী প্রথায় সংগৃহীত হয়। সেই দুইটী প্রথা মিবারে কন্থূট ও ভুট্টাই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষু, পোস্ত, সর্ষপ, পাট, তামাক, তুলা, নীল ও উদ্যানজাত ফলফুলের উপর প্রতি বিঘায় দুই হইতে ছয় টাকা পর্য্যন্ত কর নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ক্ষেত্রে শস্য বিদ্যমান থাকিতে ক্ষেত্রপতি, পেটেল, পাটওয়ারি ও রাজকর্ম্মচারিগণ সেই শস্যের উপর আনুমানিক যে কর নির্দ্ধারণ করেন, তাহাকে মিবারিগণ কন্থূট কহে। কন্থূট প্রায়ই

যথার্থ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। তবে যদি ক্ষেত্রস্বামী তাহাকে বেশী মনে করেন, তাহা হইলে তিনি ভুট্টাইয়ের প্রস্তাব করিতে পারেন। সেই শস্য কর্ত্তিত ও নিষ্পেষিত হইলে তাহা মাপ করিয়া যে ভাগ করা হয়, তাহাই ভুট্টাই নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ভুট্টাই অতি প্রাচীন প্রথা। ইহাতে উভয়পক্ষেরই সন্তোষ জন্মে। ভুট্টাই প্রথার অনুসারে রাজা সমগ্র যব, গোধূম ও অন্যান্য বাসন্তিক শস্যের এক তৃতীয়াংশ অথবা দ্বিপঞ্চমাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং কখন কখনও হৈমন্তিক শস্যের অর্দ্ধভাগও পাইয়া থাকেন। কঙ্কূট ও ভুট্টাই প্রথার অনুসারে প্রচলিত বাজার দর মতে বিভক্ত শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। কঙ্কূট ও ভুট্টাইয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রথাতেই সচরাচর ন্যায়ের অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা কৃষক স্বার্থসাধনের জন্য সংগ্রাহককে উৎকোচ প্রদান করে। সংগ্রাহক সেই প্রলোভনের বশীভূত হইয়া সমগ্র শস্য অল্প করিয়া বলে। এইরূপে সে ব্যক্তি যখন উৎকোচগ্রহণে আত্মোদর পূরণ করিয়া চলিয়া যায়, তখন প্রহরী আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য কৃষককে সেই প্রহরীরও পূজা করিতে হয়। নতুবা সে মিথ্যা করিয়া পাটওয়ারীর নিকট কৃষকের নামে নানাপ্রকার অভিযোগ করিবে। সুতরাং তাহাকে সন্তুষ্ট রাখা আবশ্যক। নতুবা কৃষকের সর্ব্বনাশ হইবে।

কৃষকের কোনদিকেই রক্ষা নাই। এইরূপে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে দুর্বৃত্ত রাজকর্ম্মচারিগণের স্বার্থপরতার পরিতৃপ্তি বিধান করিতে গিয়া সে হতভাগ্য ধনেপ্রাণে হত হইয়া থাকে। একথা শুনিলে সহসা মনে হয় যে, কৃষকই এই অনর্থের মূল; কেননা সে আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য রাজকর্ম্মচারিদিগকে উৎকোচ দিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সংস্কারকে অমূলক ও ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। কেননা অধিকাংশ কৃষক বর্ণজ্ঞানহীন, সুতরাং তাহারা রাজ্যের বিধিব্যবস্থার বিষয় কিছুই অবগত নহে। রাজকর্ম্মচারিগণ স্বার্থসাধনের জন্য তাহাদিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া থাকে, তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়; যে পেটেল তাহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ অবস্থিত থাকেন, তিনিও আত্মোদর পূরণে তৎপর হইয়া তাহাদিগের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখেন না। ইহাতে নিরীহ কৃষককুল নিরুপায় হইয়া প্রাণের দায়ে সেই নর-পিশাচ কর্ম্মচারিগণের পূজা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ কৃষকের কোথায়ও সুখ নাই। যতদিন তাহারা নিয়মিত বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্বার্থরক্ষায় সমর্থ না হইতেছে, ততদিন তাহাদের কিছুতেই মঙ্গল নাই। হায়! সে দিন কবে আসিবে? কবে ভারতের কৃষকবৃন্দ অজ্ঞানতিমির হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া আপনাদিগের অবস্থা আপনারা বুঝিতে সক্ষম হইবে!—কবে জমিদার ও প্রজার বৈষম্য সমূলে উঠিয়া যাইবে? কবে ভারতীয় ভ্রাতৃগণ সাম্যের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এক ভ্রাতা অপরকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক জাতীয় বল সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবে? সে দিন কি আসিবে? এ শোণিতশোষক কূট সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য কি উঠিয়া যাইবে?—বলিতে পারি না।—কিন্তু আশা হইতেছে—পতিত ভারত আবার উঠিবে;—

ভারতবাসী এ জমিদার ও প্রজারূপ ঘোর বৈষম্য হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া একত্রে একসঙ্গে সাম্যসুখ অনুভব করিবে। আবার একজন শাক্যসিংহ ও গুরুগোবিন্দ উদ্ভূত হইয়া সাম্যের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করিবেন;—মাতৃভূমির দুঃখ দূর করিবেন;—জগতে আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশপ্রেমিকতার জলন্ত আদর্শ ধারণ করিবেন।

যে দিন পরম হিতকর ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট মিবারের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়া পতিত মিবারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন, সেই দিন হইতে মিবারের অবস্থা উন্নত বা অবনত হইতে লাগিল, তাহা নিরূপণ করা এক্ষণে আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য; সুতরাং আমরা সেই কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর হইলাম। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত মিবারের যে শাসনবিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মিবারের পূর্ব্বাবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নীত হইয়াছে। কিরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া মিবার উক্তরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ১৮২১ খৃষ্টাব্দের শেষকালে মিবারের তিনটী মধ্য জনপদের * লোকসংখ্যা গণনা করা হইল। অন্য অন্য অংশ ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র সহর বিভাগকে গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই সহর বিভাগের অন্তর্গত ষড়্‌বিংশতি পল্লীর মধ্যে কেবল ছয়টীতে লোকনিবাস দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সেই ছয়খানি গ্রামে সর্ব্বসমেত তিনশত উনষাটজন গৃহস্থ বাস করিত। ইহার ত্রিচতুর্থাংশ আবার পুনঃপ্রাপ্ত আমলির অন্তর্গত ছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিংশতি পল্লীতেই লোকনিবাস হইল এবং সেই সমস্ত পল্লীর মধ্যে সর্ব্বসমেত নয় শত ষড়্‌বিংশতি গৃহস্থের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া গেল। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, শুদ্ধ তিন বৎসরের মধ্যেই সহর বিভাগের লোকসংখ্যা ত্রিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্পবিদ্যারও উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব্বে যতগুলি হল চালনা এবং যতগুলি ক্ষেত্রের কর্ষণ হইত, এক্ষণে তাহার চতুর্গুণ দেখিতে পাওয়া গেল। সহর বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিয়া খাস বিভাগের শ্রীবৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঠিক এই পরিমাণেই উক্ত সময়ের মধ্যে এই বিভাগের উন্নতি হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় গ্রাস হইতে কমলমীর, রায়পুর, রাজনগর ও সদ্রি কুনেরো; কোটার হস্ত হইতে জিহাজপুর; এবং সর্দ্দারগণের হস্ত হইতে অপহৃত ভূমিসম্পত্তি সমূহের পুনরুদ্ধারে এবং পার্ব্বত্যদিগের হস্ত হইতে মৈরবারা জনপদের জয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই এক সহস্র নগর ও গ্রাম মিবারের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সমস্ত নগর ও গ্রাম চতুর্বিংশতি জনপদের মধ্যে পূর্ব্ব প্রথার অনুসারে বিভক্ত হইয়া দশ গ্রামীণ বা শত গ্রামীণের † হস্তে সমর্পিত হইব। এইরূপ সুশৃঙ্খলা ও সুবিভাগ হইতে মিবারের সমূহ

* মুণ্ড, বরক ও কুপাশন।

† ভগবান্ মনু পল্লীসমাজের এইরূপ বিধান করিয়াছেন।

গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেবচ॥ ১১৫

মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায়।

শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল; মিবারভূমি শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। ইহাতে যে রাজস্ব উদ্ভূত হইল, মিবার-পতি তৎসাহায্যে আত্মপদের সম্মানমর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন।

১৮১৮ খৃঃঅব্দ হইতে ১৮২২ পর্য্যন্ত মিবারের যে বার্ষিক রাজস্ব উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা পাঠ করিলে মিবারের ক্রমিক উন্নতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে *।

বাসন্তিক শস্য		১৮১৮ খৃষ্টাব্দের			৪০,০০০ টাকা,
,, ,,	...	১৮১৯	,,	...	৪,৫১,২৮১\
,, ,,	...	১৮২০	,,	...	৬,৫৯,১০০\
,, ,,	...	১৮২১	,,	...	১০,১৮,৪৭৮\
,, ,,	...	১৮২২	,,	..	৯,৩৬,৬৪০\

শেষোক্ত দুই বৎসরে ব্রিটিষ এজেণ্ট বিশেষ কোন তত্ত্বাবধারণ করেন নাই, তথাপি মিবারের উক্তরূপ বিপুল আয় হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী বর্ষে যে বাণিজ্য-শুল্ক আদত্ত হইয়াছিল, এতৎ সহ তাহারও তালিকা নিম্নে প্রকটিত হইল।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ	...	...	...	নামমাত্র আয়।
১৮১৯ ,,	...	...	...	৯৬,৬৮৩ টাকা
১৮২০ ,,	...	...	...	১,৬৫,১০৮\
১৮২১ ,,	...	...	...	২,২০,০০০\
১৮২২ ,,	...	...	...	২,১৭,০০০\

উপরে আয়ের যে দুইটী তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা অনুশীলন করিয়া মিবারের পূর্ব্ব অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ব্রিটিষ এজেণ্টের সুদক্ষ সাহচর্য্যে রাণা স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম হইয়াছিলেন। মিবারভূমি রত্নগর্ভা ও স্বর্ণপ্রসূ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলে ইহার গভীর গর্ভের অন্ধতম প্রদেশে যে অসংখ্য ধাতুখনি বিরাজ করিতেছে, তাহাদের উপযুক্ত

---

* টড মহোদয় বলেন সন্ধিস্থাপনের পূর্ব্বে এবং চারি বৎসর পরে মিবারের কতিপয় প্রধান নগরের লোকসংখ্যা তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি উত্তমরূপে জানিতে পারা যাইবে। তদনুসারে আমরা মিবারের প্রধান পঞ্চ নগরের লোকসংখ্যা নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে			গৃহসংখ্যা।		১৮২২ খৃষ্টাব্দে গৃহসংখ্যা।
উদয়পুর	,,	...	৩,৫০০	...	১০,০০০
ভিলবারা	,,	...	(একখানিও নহে)	...	২,৭০০০
পুরা	,,	...	২০০	...	১,২০০
মণ্ডল	,,	...	৮০	...	৪০০
গোসুন্দ	,,	...	৬০	...	৩৫০

বলা বাহুল্য যে, উক্ত সমস্ত গৃহই লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল।

ব্যবহার করিলে মিবার অল্পসময়ের মধ্যেই আবার রাজস্থানের নন্দনকানন হইয়া উঠিতে পারে। অর্দ্ধশতাব্দীর কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে জবুরা ও দুরিবার * একমাত্র টিনখনি হইতে প্রতিবর্ষে তিন লক্ষ টাকা আয় হইত। এতদ্ভিন্ন মিবারের অনেক স্থলে তাম্রখনি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল রত্নখনি হইতে মিবারের যে বিস্তর আয় হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মিবারের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সমস্ত আকরের খনককুল কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আর এখন কেহ সেই সকল রত্নভাণ্ডারের বিষয় ভাবিয়া দেখে না। রাণারও এখন আর সে উৎসাহ নাই। সুতরাং সেই সমস্ত খনি এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, বিজন ও দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। যে সমস্ত আকরকে মিবারবাসিগণ লক্ষ্মীর আবাসভূমি বলিয়া পূজা করিত, যথায় দিবারাত্র অসংখ্য খনক রত্নোদ্ধারে নিরত থাকিত, আজি তৎসমুদায় সলিলরাশিতে পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই একবার সেই সমস্ত সলিল সিঞ্চন করিয়া রত্ন উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে না। অনেকে সেই সমস্ত আকরের জীর্ণোদ্ধারকে সম্পূর্ণ অসাধ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আজি উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জগতে কয়েকটা আকরের সলিল সিঞ্চন ও জীর্ণোদ্ধার যদি মানবের অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানবলদ্বারা আর কি সুসাধ্য হইতে পারিবে? যে বিজ্ঞানবলে আজি জগতে কত অতিমানুষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, সে বিজ্ঞানের অসীম ক্ষমতা উক্ত সামান্য বিষয়ে বিতথ হইয়া যাইবে? একথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? রাণা বিজ্ঞানবল প্রয়োগ করিয়া সেই সমস্ত খনি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করুন, দেখিবেন অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চেষ্টা সুফল প্রসব করিবেই করিবে।

মিবারের ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসের এই খানেই পর্য্যবসান হইল,—জগৎপূজ্য গিহ্লোট-কুলের রঙ্গস্থলে এই খানেই যবনিকা পাতিত হইল। বড় সাধ ছিল এই যবনিকা উত্তোলন করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শিশোদীয়কুলের ঘটনাচিত্র পাঠকের নয়নসমক্ষে ধারণ করিব; কিন্তু মনের সাধ মনেই রহিল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনাবলি বর্ণনপূর্ব্বক ভীমসিংহের অধস্তন নরপতিগণের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে সামান্য দুই এক অধ্যায়ে শেষ করিতে পারা যাইবে না। মহাত্মা টড্ সাহেব যে সময় পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহার অবলম্বনে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল অতীত হইতে চলিল। এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে মিবারের রঙ্গভূমে কত মহা মহা কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত অভিনয়ের বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কেননা তাহাতে ইতিহাসের অঙ্গ বিকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক। বিশেষতঃ শুদ্ধ দুই এক খানি ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিয়া মিবারেতিহাসের পরিশিষ্ট কি প্রকারে রচিত হইতে পারে? ইতিহাসপ্রিয় বিজ্ঞ পাঠকমাত্র অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন

---

* সম্বৎ ১৮১৬ অব্দে জবুরার টিনখনি হইতে ২২২,০০০ টাকা এবং দুরিবা হইতে ৮০,০০০ আয় হইয়াছিল। এই দুইটী খনিতে টিনের সহিত কিয়ৎপরিমাণ রৌপ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যে, ভারতবন্ধু মহাত্মা টড্ দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া কঠোর পরিশ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়ের সাহায্যে যে মিবারের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, গৃহের এক কোণে বসিয়া দুই এক খানি মাত্র ইংরাজী পুস্তকের সাহায্যে দুই চারি দিবসের মধ্যে সেই মিবারের পরিশিষ্ট রচনা করিতে যাওয়া কতদূর মূঢ়োচিত কার্য্য। এরূপ কার্য্যে বীরপ্রসূ মিবারভূমি এবং জগৎপূজ্য গিহ্লোটকুলের প্রতি নিতান্ত অনাদর প্রকাশ করা হয়; বস্তুতঃ ইহা নিরপেক্ষ ইতিহাসপ্রণেতার উপযুক্ত কার্য্য নহে। মিবারের পরিশিষ্ট লিখিতে হইলে মিবারে ভ্রমণপূর্ব্বক ভট্টগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এবং ইংরাজী রিপোর্ট ও গেজেটিয়ারের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিয়া নিরপেক্ষভাবে লেখনী চালনা করা উচিত। তাহা হইলেই মিবারের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইতে পারে। বড় সাধ মিবারের পরিশিষ্ট রচনা করিব; কিন্তু এ সাধ এজীবনে পূর্ণ হইবে কি না বলিতে পারি না। এজীবনে সে ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিব কি না, তাহা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে। যদি এই বর্ত্তমান ব্রত অক্ষত শরীরে সমাপন করিতে পারি, যদি এই পবিত্র রাজস্থান শেষ করিয়া পাঠকের করকমলে অর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে একবার সেই কঠোর ব্রত গ্রহণে চেষ্টা করিব। নতুবা অনন্তকালের জন্য মনের সাধ মনেই রহিয়া যাইবে।

তালিকা নিম্নে প্রকটিত হইল।

উপাধি।	নাম।	গোত্র।	কুল।	ভূমিসম্পত্তি।	পল্লীর সংখ্যা।	১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক ভূমিসম্পত্তির যে মূল্য নির্দ্ধারিত হয়।	মন্তব্য।
রাজ	চন্দন সিংহ	ঝালা	ঝালা	সাদ্রি	১২৭	১০০,০০০	এই কতিপয় সর্দ্দারের ভূমিসম্পত্তির শুদ্ধ নামমাত্র অর্দ্ধাংশ হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এতৎসমুদায়ের রাজস্ব বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।
রাও	প্রতাপ সিংহ	চৌহান	চোহান	বৈদ্‌লা	৮০	১০০,০০০	
রাও	মাক্কম সিংহ	চৌহান	চোহান	কোতারিও	৬৫	৮০,০০০	
রাবৎ	পদ্ম সিংহ	চন্দাবৎ	শিশোদীয়	শালুম্ব্রা	৮৫	৮৪,০০০	যদ্যপি ইহার সমস্ত ভূমি কর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে এই টাকা উঠিবে।
ঠাকুর	জোরাবর সিংহ	মৈরতিয়া	রাঠোর	গানোর	১০০	১০০,০০০	যে সময়ে গদবার রাজ্য রাণার হস্তস্খলিত হইয়া পড়ে, সেই সময় হইতে এই সর্দ্দার মিবারের ষোড়শ প্রধান সর্দ্দারের তালিকা হইতে বিচ্যুত হয়েন।
রাও	কিশুদাস	—	প্রামার	বিজোল্লী	৪০	৪৫,০০০	যদ্যপি ইহাঁর সমস্ত ভূমি কর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে এই টাকা উঠিবে।
রাবৎ	গোকুল দাস	সঙ্গাবৎ	শিশোদীয়	দেবগড়	১২৫	৮০,০০০	ইহাঁর সমস্ত ভূমি কর্ষণ করা হইলে ইহা অপেক্ষা [অধিক টাকা উঠিবে।
রাবৎ	মহা সিংহ	মেঘাবৎ	শিশোদীয়	বৈগু	১৫০	২০০,০০০	এতদন্তর্গত অনেক ভূমি অধুনা সিন্ধিয়ার হস্তগত, সমস্ত ভূমি কর্ষণ হইলে এক্ষণে ৭০,০০০ আয় হইতে পারে।
রাজ	কল্যাণ সিংহ	ঝালা	ঝালা	দৈলবারা	১২৫	১০০,০০০	কর্ষণ করা হইলে ইহার দ্বিতৃতীয়াংশ উদ্ভূত হইবে।
রাবৎ	সলিম সিংহ	জগবৎ	শিশোদীয়	আমইত	৬০	৬০,০০০	ঐ ঐ
রাজ	ছত্র শাল	ঝালা	ঝালা	গোগুণ্ডা	৫০	৫০,০০০	কর্ষণ করা হইলে এই আয় দাঁড়াইবে।
রাবৎ	ফতে সিংহ	সারঙ্গদেবত	শিশোদীয়	কানোর	৫০	৯৫,০০০	কর্ষণ করা হইলে ইহার অর্দ্ধেক আয় দাঁড়াইবে।
মহারাজা	জোরাবর সিংহ	শক্তাবৎ	শিশোদীয়	ভীণ্ডির	৬৪	৬৪,০০০	কর্ষণ হইলে এই আয় দাঁড়াইবে।
ঠাকুর	জয়ৎ সিংহ	মৈরতিয়া	রাঠোর	বেদনোর	৮০	৮০,০০০	ঐ ঐ
রাবৎ	সলিম সিংহ	শক্তাবৎ	শিশোদীয়	বাঁশী	৪০	৪০,০০০	এই সর্দ্দারদ্বয় আপনাদেব সমস্ত প্রভুতা ও অর্দ্ধেক ভূমি সম্পত্তি হারাইয়াছেন।
রাও	শূরজ মল	চৌহান	চোহান	পারশোলী	৪০	৪০,০০০	
রাবৎ	কেশরী সিংহ	কিষেণাবৎ	শিশোদীয়	ভিণসরোর	৬০	৬০,০০০	উপরিউক্ত সর্দ্দারগণের অধঃপতনে ইহাঁরা দুইজনে ষোড়শ প্রধান মধ্যে গণিত হইয়াছেন। ইহাঁরা উভয়ে এক দিবসেই কখন রাজসভায় উপস্থিত হয়েন নাই।
রাবৎ	যৌয়ান সিংহ	ঐ	ঐ	কোরাবার	৩৫	৩৫,০০০	
ষাট বৎসরের পূর্ব্বে ভিনসরোর ও কোরাবার সর্দ্দার দ্বিতীয় শ্রেণী সর্দ্দার মধ্যে পরিগণিত হইতেন : অতএব এতদুভয়কেই ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট সকলের ভূমি সম্পত্তি ও সমগ্র আয়ের তালিকা।					১,১৮১	১৩,১৮,০০০	

টিপ্পনী —ইহাদের অধস্তন সর্দ্দারগণ এতদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভূমি সম্পত্তি ভোগ করিতেন। তাঁহাদের সকলের সমগ্র আয় ত্রিশ লক্ষ টাকা।

মিবারের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, পর্ব্বোৎসব ও আচার-ব্যবহার।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পৌরাণিক ইতিবৃত্তের উপকারিতা;—ভারতের পুরাণফল;—মিবারে শিবপূজা;—ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দির;—শৈব গোস্বামী;—জৈনসমিতি;—নাথদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ও পূজাপদ্ধতি;—রাজপুতসমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মের উপকারিতা।

ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ইতিহাস ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ই পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অভ্যন্তরে নিহিত। যে সকল জগৎপূজ্য মনীষি ও বীরদিগকে আমরা আপনাদিগের পিতৃপুরুষ বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি, যাঁহাদিগের অতিমানুষ কার্য্যকলাপের বিষয় চিন্তা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হইতেছেন, যাঁহাদের স্মৃতি, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার, ও তর্কশাস্ত্র লইয়া আজি পাশ্চাত্য জগতে নব নব জ্ঞানালোকের উন্মেষ হইতেছে, তাঁহাদিগের পবিত্র চরিতমালাও পৌরাণিক ইতিবৃত্তের জটিল ও নিবিড় আবরণে সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। অনেক আত্মাভিমানী পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই পৌরাণিক ইতিবৃত্তকে অলীক ও অবাস্তব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, জগতের সকল দেশেরই আদিম ঘটনাবলী পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অভ্যন্তরে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। যে ইংলণ্ডভূমি আজি জগতের মধ্যে মান্যা গণ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার প্রথম পুত্রগণের আচারব্যবহারও পুরাণের জটিল বর্ণনাসমূহে এরূপ নিবিড় বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার মধ্য হইতে সত্যের আবিষ্কার করিতে যাওয়া এক প্রকার বিড়ম্বনামাত্র। যাহাহউক, জগতের যে কোন প্রাচীন জাতির আচারব্যবহার অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহাদের পুরাণসাগর মন্থন করিতে হইবেই হইবে। একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যাইবে যে, পুরাণই জগতের প্রথম অবস্থার একমাত্র ইতিহাস। সেই পুরাণ-কথিত ব্যক্তিগণের কুসংস্কারের গাঢ় আবরণে যে, অসংখ্য অমূল্য ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিজ্ঞমাত্রেরই অবশ্য স্বীকার্য্য। ক্লার্ক নামা জনৈক বৈজ্ঞানিক

পাশ্চাত্য পরিব্রাজক বলিয়াছেন, "লোকের পুরাতন কুসংস্কাররাশির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে আমরা তাহাদিগের প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার যেরূপ নিশ্চয়তার সহিত উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, তাহাদিগের ভাষা সমালোচনা করিলে সেরূপ সক্ষম হইতে পারি না। কেননা কুসংস্কাররাশি তাহাদিগের অস্থিমজ্জার সহিত বিজড়িত থাকে; কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে ভাষাও পরিবর্ত্তনশীল।" ক্লার্কসাহেবের এই মতধ্বনির মৌলিকতা ও সারবত্তায় চমৎকৃত হইয়া মহাত্মা টড সাহেব মিবারের পর্ব্বোৎসব ও কুসংস্কারসমূহের সমালোচনা করিবার জন্য ইহাকে আপনার মানদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি নিজ কঠোর ব্রত সাধনে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, রাজনীতি বা বিজ্ঞান যে কোন শাস্ত্র হউক না কেন, যাহার মূলে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত নাই, তাহা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ। পৌরাণিক কথামালার অভ্যন্তরে যিনি কেবল তেজস্বিনী কল্পনার আতিশয্যমাত্র দেখিতে পান, তিনি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের বিষয় অল্পই অবগত হইতে পারেন। পুরাণই জগতের আদিম অবস্থার একমাত্র সাক্ষী, সকল দেশের ইতিবৃত্তের একমাত্র মূল স্বরূপ।

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত জগতের অন্যান্য দেশের পক্ষে যেরূপ ফলপ্রদ হউক না কেন, সভ্যতার আদিম আবাসভূমি এই ভারতের পক্ষে তাহা সকল শাস্ত্র ও অশেষ উপকারের উৎসস্বরূপ। পুরাণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রধান বিধান গ্রন্থ। হিন্দুধর্ম্ম বিজ্ঞানমূলক; বিজ্ঞান স্বভাবতঃ নীরস ও কঠোর। কিন্তু পুরাণ এই নীরস ও কঠোর শাস্ত্রকে এরূপ মোহকর আবরণে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যে, কোটী কোটী বৎসরের বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনেও সে আবরণ উন্মোচিত হইল না। হিন্দুগণ এই পুরাণকে বেদের ন্যায় পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই পুরাণে যে সমস্ত মহাপুরুষগণ দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারা আজিও দেবভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। পৌরাণিক শিব ও বিষ্ণু আজিও এই বিশাল ভারতভূমির কোটী অধিবাসীর উপাস্য হইয়া রহিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা রাজস্থানে পুরাণোক্ত ধর্ম্মের বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দীর পরপীড়নে রাজপুতানার কত স্থল একবারে শ্মশানে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, কত প্রাচীন রাজবংশ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কত স্থলে কত ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তথাপি এই রাজপুতজাতির পিতৃপুরুষগণ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে পুরাণোক্ত ধর্ম্মকে জীবনের মূলমন্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিতেন, আজিও ইহাঁরা সেই ধর্ম্মকে সমভাবে অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। এ পৌরাণিক সনাতন ধর্ম্মের অভ্যন্তরে কি মোহিনী মায়া সংগুপ্ত আছে, জানি না। কিন্তু যখন দেখিতে পাই ইহার অভ্যন্তরে সুন্দর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, যখন দেখিতে পাই যে, শতসহস্র বৎসরের কঠোর পরপীড়নের মধ্যেও ইহা এই পতিত আর্য্যক্ষেত্রে হিন্দুর হিন্দুত্ব অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে, তখন ইহাকে সারাৎসার না বলিয়া থাকিতে পারি না। এমন দিন আসিবে, যে দিম ভারতবাসী ইহার অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানের

গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া দীনা, হীনা, অধঃপতিতা মাতৃভূমিকে আবার সুখ ও স্বাধীনতার উন্নত শিখরে উত্থাপন করিতে সক্ষম হইবে; যেদিন ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটী সন্তান এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে একমাত্র অনুসরণীয় মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিবে। আবার ভারতের নগরে নগরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইবে;—আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কঠোর বর্ণবৈষম্য ভুলিয়া গিয়া অসুরনাশিনী অরিনিসূদিনী জগজ্জননী ভগবতী মহামায়াকে সানন্দে আবাহন করিবে।

বীর্য্যবান্ রাজপুতগণ পুরাণকে বেদের ন্যায় অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদিগের পূজনীয় পিতৃপুরুষগণের মহতী কীর্ত্তি ও লীলার একমাত্র সাক্ষী। তাঁহারা বীরত্ব, মহত্ত্ব ও সন্ন্যাসধর্ম্মের জ্বলন্ত আদর্শস্বরূপ দেবদেব মহাদেবকে বিশেষ ভক্তির সহিত পূজা করিয়া থাকেন। শিব রাজপুতগণের—বিশেষতঃ মিবারী রাজপুতগণের প্রধান উপাস্য দেবতা। গঙ্গাযমুনাকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহে নানাপ্রকার পুত্তলিকা-পূজার আবির্ভাবনিবন্ধন যদিও রাজস্থানের অন্যান্য প্রদেশে ভগবান্ ভূতভাবনের পূজার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে, তথাপি বীরতা ও স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন মিবারভূমে তিনি আজিও পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। গিহ্লোটবংশীয় নরপতিগণ মহাদেবকে পূর্ণ ও লিঙ্গ—উভয় মূর্ত্তিতেই পূজা করিয়া থাকেন। তথায় তিনি সচরাচর একলিঙ্গ * নামে অভিহিত হয়েন। মিবারে একলিঙ্গ দেবের যত মন্দির আছে, তৎসমস্তেই দেববিগ্রহের সম্মুখে তাঁহার প্রিয়তম বাহন বৃষভের ধাতবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

গিহ্লোটকুলের প্রধান উপাস্য দেবতা ভগবান্ একলিঙ্গের পবিত্র মন্দির উদয়পুরের তিন ক্রোশ উত্তরস্থিত একটী গিরিবর্ত্মের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত। ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চোচ্চ শৈল ও বনপাদপ দ্বারা পরিবেষ্টিত। শৈলরাজি দেখিতে পরম রমণীয়। ওষধিসমূহের নয়নস্নিগ্ধকর হরিদ্দৃশ্যে এবং কলস্বনা ক্ষীণা তরঙ্গিনীকুলের শ্রবণমোহন কুলকুলনাদে সেই প্রদেশের রমণীয়তা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

একলিঙ্গদেবের পুরোহিতগণ গোস্বামী উপাধি ধারণ করেন। তাঁহারা চিরজীবন কৌমার অবস্থায় যাপন করিয়া থাকেন; সুতরাং অন্তিমকালে পালিত শিষ্যের করে আপনাদিগের গুরুতর ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। শৈবপুরোহিতগণ আপনাদের ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মস্তকে জটাভার,—জটাকলাপ গুচ্ছাকারে মস্তকে জড়িত, তন্মধ্যে এক একটী বিল্বপত্র ও পদ্মবীজমালা একত্র গ্রথিত। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মগুণ্ঠিত,—পরিধানে গৈরিক বসন। তাঁহারা আপনাদিগের আত্মীয় স্বজনদিগের শবদেহকে দগ্ধ না করিয়া বদ্ধপদ্মাসনভাবে সমাধি-নিহিত করেন এবং সেই সমাধির উপরিভাগে এক একটী মৃৎস্তূপ

* সৌরাষ্ট্রে ও সিন্ধুনদের পূর্ব্ব মোহানায় সহস্রলিঙ্গ ও কোটীলিঙ্গ নামে দুইটী লিঙ্গ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীস ও মিশর দেশে বেকশের যে সকল লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সহিত এই সকল মূর্ত্তির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

স্থাপন করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত মৃত্তিকারাশি প্রায় চূড়াকারে স্তূপীকৃত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে শুদ্ধাচারিণী যোগিনীদিগকেও পুরোহিতের অনুপস্থিতিকালে কার্য্য সমাধা করিতে দেখা যায়। মিবারে এরূপ অনেক গোসাঁই আছে, যাহারা কৌমার অবলম্বন করিয়াও শিল্প, বাণিজ্য ও যুদ্ধকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বণিক গোস্বামীগণ ভারতবর্ষের মধ্যে একটী সমৃদ্ধতম সম্প্রদায়। এরূপ সম্প্রদায় মিবারে অনেক বিদ্যমান আছে। রাণা তাহাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যাহারা অস্ত্রধারী, তাহারা মিবারের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগস্থ ভিন্ন মঠ বা আশ্রমে বাস করিয়া থাকে; তাহারা কিছুকিছু ভূমিসম্পত্তি ভোগ করে এবং কখন ভিক্ষা, কখন বা পরানুচর্য্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই সকল গোস্বামী আপনাদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে এক প্রকার শঙ্খবলয় ধারণ করে। সেই শঙ্খবলয়কে তাহারা রণভেরী তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও রাজপুত উভয়ই এমন কি গুর্জ্জরগণ পর্য্যন্তও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। মহাকবি চাঁদভট্ট কণোজরাজ জয়চাঁদের এইরূপ একটী শরীর-রক্ষক সৈন্যের মনোহারিণী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মিবারের অধিপতিগণ "একলিঙ্গকা দেওয়ান" অর্থাৎ একলিঙ্গের প্রতিনিধি, এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন তাঁহারা একলিঙ্গদেবের মন্দিরে উপস্থিত হয়েন, তখন পূজাবিধির আতিশয্যে পুরোহিতকেও অতিক্রম করেন।

শৈবদিগের সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা জৈনদিগের * বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদের ক্ষমতা ও সংখ্যাবিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অতি অল্পই পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, জগতে স্বল্পসংখ্যক জৈন আছে,—যাহারা আছে, তাহারাও একস্থলে নহে—স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, জৈনদিগের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক প্রভুতার সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, একমাত্র ক্ষত্র´গাছা† শাখার প্রধানপুরোহিতের‡ একাদশ সহস্র দীক্ষিত শিষ্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে অবস্থিতি করিতেছে। শুদ্ধ তাহা

---

* শৈবগণ জৈনদিগকে পরিহাস করিয়া "বিদ্যাবান্" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। এই বিদ্যাবান্ শব্দের অভ্যন্তরে বাজিকর অর্থ নিহিত আছে। তাহাদিগের প্রতিপক্ষমণ্ডলী প্রায়ই তাহাদিগকে অস্বাভাবিক ক্ষমতায় অলঙ্কৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ আভিধানিক অমরসিংহ একজন বিখ্যাত জৈন ছিলেন এবং স্বীয় অস্বাভাবিক ক্ষমতার প্রভাবে অমাবস্যা রজনীতে চন্দ্রপ্রকাশ সম্ভাবিত করিয়াছিলেন।

† কথিত আছে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আনহলবারাপত্তনের প্রসিদ্ধ জৈন নরপতি সিদ্ধরাজের শাসন কালে তদীয় রাজধানীতে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটী মহাতর্ক উপস্থিত হয়; সেই তর্কের কালে তিনি জৈন সম্প্রদায়ের একটী শাখাকে ক্ষত্র´গাছা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। জৈনদিগের মতানুসারে ক্ষত্র´ শব্দের অর্থ সত্য। সুবিখ্যাত হেমচন্দ্র আচার্য্য এই ক্ষত্র´গাছা সমিতির গুরু ছিলেন। মহাত্মা টড সাহেব যে জৈন যতির সাহায্যে রাজস্থানের উপকরণ সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি উক্ত হেমচন্দ্র আচার্য্যের একজন শিষ্য।

‡ ইনি টড সাহেবের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। মহাত্মা টড সাহেব বলেন, ইনি অসীম বিদ্বান্; প্রাচীন শিলালিপি সমূহের অতি দুর্জ্ঞেয় ভাষাও ইনি বুঝিতে পারিতেন। রাণা ভীমসিংহ ইহাঁকে বড়

নহে, অসি বা অসবাল * নামে যে একটী শাখাসমিতি আছে, তদন্তর্গত একলক্ষ পরিবার রাজস্থানের মধ্যে বিরাজ করিতেছে এবং ভারতের বাণিজ্য হইতে যে অর্থলাভ হয়, তাহার একার্দ্ধের অধিকও জৈন শ্রাবকের হস্ত হইয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব হয়। ইহাঁরা যে পঞ্চপর্ব্বতকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে আবু, পালিথান † ও গির্ণা—এই তিনটী পর্ব্বতই তাঁহাদের ধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রধান রঙ্গস্থল। মিবারের মন্ত্রিসভা ও রাজস্ববিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই জৈন শ্রাবককুলে সমুদ্ভূত এবং পঞ্চনদপ্রদেশ হইতে সাগরতীর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত নগরই জৈন শ্রেষ্ঠী দ্বারা অলঙ্কৃত। উদয়পুরে এবং রাজস্থানের অন্যান্য নগরে শান্তিরক্ষক ও করসংগ্রাহকগণও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অহিংসাই জৈনদিগের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। তাহারা জ্ঞানসত্তে কখনও জীবহত্যা করে না; সেই জন্য যাহারা দাওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারী, তাহারা ফৌজদারী বিভাগের সধর্ম্মাবলম্বী কর্ম্মচারী অপেক্ষা অধিক দক্ষতার সহিত কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। জৈনধর্ম্মের এই সুদৃঢ় নিয়ম প্রযুক্ত জৈনগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অল্পই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন। আনহলবারাপত্তনের শেষ নরপতি প্রসিদ্ধ কুমারপাল একজন ঘোর জৈন ছিলেন। বর্ষাসম্ভূত কীট পতঙ্গাদি ও মহীলতাকুল পদদলিত হইয়া পাছে বিনষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য তিনি প্রাবৃটকালে কখনই যুদ্ধযাত্রা করিতেন না। বর্ষাকালেই জৈনগণ জীবনাশের বিশেষ আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এমন কি পাছে পতঙ্গকুল অনলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, এতদাশঙ্কায় যাঁহারা গোঁড়া জৈন, তাঁহারা উক্ত ঋতুকালে একটী প্রদীপ পর্য্যন্তও জ্বালিয়া কোথায় যাইতে পারেন না।

হিন্দুস্থানে বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব, ও শৈব বা শাক্ত লইয়া যে ঘোর বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতা উদ্ভূত হইয়াছিল, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অনুগ্রহে সে বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতা দূর হইয়াছে। তিনি স্বীয় অমানুষী ক্ষমতার প্রভাবে সেই বৈষম্য দূর করিয়া সকলধর্ম্মের সমীকরণ পূর্ব্বক জগতে স্বদেশ-প্রেমিকতার জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। আর এখন বৌদ্ধে ও শৈবে বা জৈনে ও শাক্তে পরস্পরের সম্মুখীন হইলে পরস্পরের প্রতি খড়্গাহস্ত হয় না। সকলেই সেই কঠোর বিদ্বেষভাব ভুলিয়া এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মনৈতিক সাম্য আশ্রয় করিয়াছে। যে সময়ে জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ভীষণ সংঘর্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, যে সময়ে প্রত্যহ অসংখ্য জৈন বা ব্রাহ্মণ সেই সংঘর্ষোত্থিত অনলে পতঙ্গের ন্যায় পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছিল, সেই সময়ে অনেক দলিত ও নিপীড়িত জৈন মিবারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। মিবার জৈনদিগের একটী প্রধান আশ্রয়স্থল। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাতে জৈনধর্ম্মের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। যদিও মিবারের কচিৎ দুই একজন

* মারবারে অসা নামে একটী নগর আছে; টড সাহেব বলেন, এই অসা হইতেই উক্ত শাখাসমিতির নাম অসি বা অসবাল হইয়াছে।

† পালিথানা বা পালিস্থান, প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থ শত্রুঞ্জয় গিরির পাদপ্রস্থে স্থাপিত। মহাত্মা টড সাহেব নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, শাকদ্বীপ হইতে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি অভিযানোদ্যত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতভূমে আপতিত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে পালি অন্যতম। এই পালি হইতেই উক্ত নগরের পালিথানা নাম হইয়াছে।

নরপতি শৈবধর্ম্ম ছাড়িয়া জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি ইহাঁরা প্রায় সকলেই শেষোক্ত ধর্ম্মকে উৎসাহ দান করিয়া আসিয়াছেন। জৈনধর্ম্ম গিহ্লোটকুলের আদি পুরুষ বল্লভীপতিদিগের অবলম্বনীয় মুখ্য ধর্ম্ম ছিল। বোধ হয় সেই জন্যই গিহ্লোট-নরপতিগণ পিতৃপুরুষদিগের অবলম্বিত ধর্ম্মের প্রতি তত অনুগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার প্রদীপ্ত প্রমাণ চিতোরে পার্শ্বনাথের উন্নত স্মারক স্তম্ভ। সে স্তম্ভটী প্রায় ৪৭ হস্ত উচ্চ হইবে। মধ্য, পাশ্চাত্য ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দু স্থাপত্যের যে সকল চূড়ান্ত নিদর্শন বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, হিন্দুগণ স্থপতি-শিল্পে একদা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। জৈনগণ ভারতের একটী অমূল্যরত্নকে অনন্ত ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ভীষণ যবনবিপ্লবের দিগ্দাহী তেজে যৎকালে ভারতের অনন্ত রত্নভাণ্ডার ভারতীয় গ্রন্থাবলী ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেছিল, জৈনগণ সেই সময়ে তাহা হৃদয় পাতিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজিও সেই সমস্ত রত্নের অনুসন্ধান পান নাই। মরুভূমিস্থ যশল্মীর, প্রাচীন আনহলবারা, ও কাম্বের এবং অন্যান্য জৈনপীঠের পুস্তকালয় সমূহ আজিও অনেক অমূল্যরত্নে পরিপূরিত রহিয়াছে। কঠোর শাসন, পৈশাচিক উৎপীড়ন ও ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিয়াও পরম ধার্ম্মিক জৈনগণ এই সমস্ত অমূল্যরত্ন রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

মিবার সকল প্রকার হিন্দুধর্ম্মের আদর্শস্বরূপ। কালে কালে ইহার শৈলবলয়িত দেবোদ্যানের মধ্যে সকল ধর্ম্মেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ইহার ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণ শুদ্ধ জৈন ও শৈবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও উৎসাহ প্রদান করেন নাই; বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিরক্ষণেও ইহাঁদের কিছুমাত্র কার্পণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। মিবারের অন্তর্গত নাথদ্বারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের পবিত্র মন্দির ইহার জ্বলন্ত প্রমাণস্থল। হিন্দুবিদ্বেষী দুর্দ্দান্ত আরঙ্গজীবের পাশব উৎপীড়নে বৈষ্ণবগণ পবিত্র ব্রজধাম হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতের আর কোন স্থলেই আপনাদিগের উপাস্য দেবতাকে রক্ষার্থ আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন নাই; কিন্তু উদয়পুরের মহারাণা আপনার হৃদয় পাতিয়া পাষণ্ড মোগলের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়াও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তিকে আপনার রাজ্যের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

উদয়পুরের একাদশ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে এই পবিত্র দেবমন্দির সংস্থাপিত। ইহার মর্ম্মরনির্ম্মিত শ্বেত সোপানতল বিধৌত করিয়া বুনাশনদ কল কল নাদে প্রধাবিত হইতেছে। নাথদ্বার বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থল বটে; কিন্তু ইহাতে দর্শনযোগ্য কোন দৃশ্যই নাই। নাথদ্বার মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যেও কোনরূপ অপূর্ব্ব কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় না। নাথদ্বারের যাহা কিছু নাম ও পবিত্রতা, তাহা কেবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র সমাগমে। খ্রীষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পূতসলিলা যমুনার পবিত্র সৈকতভূমে কৃষ্ণের যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অনেকে অনুমান করেন, ইহা সেই মূর্ত্তি। গয়ার গিরিকন্দরে, দ্বারকার সুদূর উপকূলে অথবা চিত্তবিনোদন বৃন্দারণ্যে যে সমস্ত হৃদয়মোহন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, নাথদ্বারে সে সমস্ত পরিলক্ষিত হয়

না; তথাপি মিবারের এই পবিত্র তীর্থে প্রতিবৎসর অগণ্য যাত্রী ভারতের নানা দিদেশ হইতে সমাগত হইয়া থাকে।

তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া যে ব্রজধাম গোপী-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রধান পীঠস্থানরূপে অবস্থিত ছিল, অবশেষে হিন্দুশক্র দুর্দ্ধর্ষ আরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তাহা শূন্য হইয়া পড়ে। সেই পাষণ্ড মোগলের পৈশাচিক অত্যাচারে বৈষ্ণবগণ সেই পবিত্র তীর্থভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেববিগ্রহের রক্ষার্থ ভারতের নানাস্থলে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়েন। যদিও গজনান বীর মহম্মদের কঠোর অত্যাচারে ভগবান্ বিষ্ণুর কমলাসন কম্পিত হইয়াছিল, যদিও তাঁহার ভক্তগণ ভগবানের সম্মানরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আপনার প্রাচীন লীলানিকেতন হইতে একবারে বিচ্যুত হয়েন নাই। হিন্দুরঞ্জন উদারনীতিক আকবর, জাহাঙ্গির ও শাজিহান তাঁহাকে সেই প্রাচীন মন্দিরে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন যে, তাঁহারা সেই সর্ব্বমঙ্গলময় বৈষ্ণবধর্ম্মের মোহন গুণগৌরবে মোহিত হইয়া আপনাদের কৌলিক ধর্ম্মের সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক একটী নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদি তাঁহাদের সেই মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইত, যদি তাঁহাদের ধর্ম্মান্ধ স্বজাতীয়বর্গ সেই মহতী শিক্ষার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে বীরবর বাবরের বিশাল বংশতরু এত শীঘ্র ভারতক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত হইত না; তাহা হইলে হিন্দুমুসলমানে একটী অভিনব জাতি সৃষ্ট হইয়া ভারতকে শোচনীয় অধঃপতন হইতে রক্ষা করিত। সে জাতি ভারতের শিরায় শিরায় যে প্রচণ্ড তেজঃ ঢালিয়া দিত, সপ্তসমুদ্রের সলিলরাশির সাহায্যেও কেহ সে তেজ নির্ব্বাপিত করিতে পারিত না। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য,—তাই তাঁহাদের সে মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইল না;—তাই বিধাতা ভারতের রাহুস্বরূপ পাপ আরঙ্গজীবকে প্রেরণ করিয়া সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূলে দারুণ প্রতিরোধ স্থাপন করিলেন।

জাহাঙ্গির মাতৃ-অংশে অর্দ্ধ রাজপুত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সমূহ আদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় উদারনীতিক জনকের ন্যায় ভগবান্ কানাইকে হৃদয়ের সহিত পূজা করিতেন। কিন্তু তৎপুত্র ধার্ম্মিকপ্রবর শাজিহান পিতৃপদবী পরিত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সিদ্ধরূপ নামা জনৈক সিদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহার শৈবানুরাগনিবন্ধন ভারতে শৈবধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। শৈবগণ রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর বিগ্রহ সমভিব্যাহারে ব্রজধাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। পরিশেষে উদয়পুরের কোন রাজকুমারী বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব আসনে স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি সেখানে অধিকদিন থাকিতে পাইলেন না। অল্পকালের মধ্যেই নর-রাক্ষস পাষাণহৃদয় আরঙ্গজীব আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে একবারে চিরকালের জন্য সেই পবিত্র যমুনাপুলিন হইতে

বিচ্যুত করিয়া দিল। তাহার এই কঠোর অত্যাচার নিবন্ধন হিন্দুগণ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের চিরশত্রু কালযবন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।

কালযবন আরঙ্গজীব গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা দ্বারা সমগ্র ব্রজধাম কলুষিত করিয়া ভগবান্ কানাইয়ের মন্দির অপবিত্র করিল। তাহার সেই পাশব আচরণ দেখিয়া শিশোদীয় বীর রাণা রাজসিংহের হৃদয় দারুণ রোষ ও জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভগবান্‌কে অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যবনসম্রাটের বিরুদ্ধে আপনার প্রচণ্ড অসি উদ্যত করিলেন। রাণার জ্বলন্ত উৎসাহ প্রভাবে লক্ষ রাজপুত বীর দেববিগ্রহকে যবনগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য অম্লানবদনে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহাদিগের সেই জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গের প্রভাবে পাপিষ্ঠ যবন হিন্দু দেবতার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না। তখন তিনি কোটার মধ্য দিয়া রামপুর হইয়া মিবারে আনীত হইলেন। রাণার মনে মনে বাসনা ছিল যে, তিনি তাঁহাকে একবারে উদয়পুরেই আনয়ন করেন; কিন্তু পথিমধ্যে একটী অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা সম্ভূত হইয়া তাঁহার বাসনা বিফল করিয়া দিল। মিবারের অন্তর্গত শিয়ার নামক পল্লীর ভিতর দিয়া ভগবানের রথ চালিত হইতেছিল, এমন সময়ে পৃথিবীতে সেই রথচক্র এরূপ ঘোরতররূপে বসিয়া গেল, যে, কিছুতেই তাহার উদ্ধার হইল না। তখন একজন শকুনবিদ্ দৈবজ্ঞ উপস্থিত হইয়া নির্দ্দেশ করিল যে, ভগবানের সেই স্থানেই থাকিবার ইচ্ছা হইয়াছে, নতুবা তাঁহার রথচক্রের গতি প্রতিরুদ্ধ হইবে কেন? শাকুনিকের এই বাক্যে রাণার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিল। তিনি তদনুসারে সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করিলেন। উক্ত শিয়ারগ্রাম মিবারের ষোড়শ প্রধানের অন্যতম দৈলবারা সর্দ্দারের ভূমিবৃত্তির অন্তর্গত। দৈলবারা সর্দ্দার এই অপূর্ব্ব দেবানুগ্রহ শ্রবণ পূর্ব্বক ত্বরিতগতিতে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং অচিরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবসেবার জন্য সেই গ্রাম ও উপযুক্ত ভূমিসম্পত্তি প্রদান করিলেন। রাণা তাঁহার পাট্টা গ্রাহ্য করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ নাথজি যথাবিধানে রথ হইতে অবতারিত হইয়া মন্দির মধ্যে রক্ষিত হইলেন। সেই দিন শিয়ার গ্রাম নাথদ্বারে পরিণত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যেই নগর হইয়া উঠিল। এইরূপে মিবারের প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ নাথদ্বারের উৎপত্তি হয়।

নাথদ্বার দেখিতেও অপ্রীতিকর নহে। ইহার চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত। ইহার পূর্ব্বদিক উচ্চ শৈলপ্রাকার দ্বারা সংরুদ্ধ; এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্ত বিধৌত করিয়া কুনাশনদ পরিখাকারে প্রবাহিত। এই নদবলয়িত ও শৈলরক্ষিত প্রদেশের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মন্দির সংস্থিত। এ স্থান অতি পবিত্র; রাজপুতদিগের বিশ্বাস, এ স্থানের মধ্যে যে একবার পদার্পণ করে, সে ঘোর পাপাচারী হইলেও সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্তিমে স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিতে পায়। এ প্রদেশের সীমাবন্ধনীর অভ্যন্তরে রাজদণ্ডও প্রবেশ করিতে পারে না। ঘোরতর অপরাধী ব্যক্তিও যদি নাথদ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে আর শাস্তি

দিতে পারেন না। ইহা শান্তিময়—সাম্যময়। বিবাদ, কলহ, দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা—কোন প্রকার বৈষম্যই ইহার মধ্যে স্থান পায় না। সকলই আনন্দময়—সকলই আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূরিত। নাথদ্বার একটী সামান্য পল্লীগ্রাম বটে; কিন্তু ইহার চতুঃসীমার অভ্যন্তরে অসংখ্য লোক বাস বা বিরাম করিতে পারে। ইহার স্থানে স্থানে তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষ উত্থিত হইয়া দূরাগত যাত্রীদলের ছায়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। বৈষ্ণবগণ সেই সকল ছায়ামণ্ডলের নিম্নে নৈদাঘ মধ্যাহ্নের প্রখর তাপ হইতে শান্তি লাভ করিয়া পরমানন্দে বিশ্রাম করিতে থাকে। কেহ গান, কেহ বাদ্য, কেহ বা নৃত্য করে; কেহ বা অমৃতময়ী জয়দেবপদাবলী পাঠ করিয়া পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেয়। নাথদ্বার সংসার-বিরাগীর অনুরাগস্থল, উদাসীনের শান্তিনিকেতন, হতাশ ব্যক্তির আশাকুঞ্জ। যাহাকে সমস্ত জগৎ ঘোর পাপাচারী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহার সুখের আশা-প্রদীপ চিরকালের জন্য নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে; যে এককালে বিপুল ধনের অধিকারী ছিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে নিরন্ন ও কপর্দ্দকহীন হইয়া পড়িয়াছে, সংসারের সুখনিদান প্রেমের প্রস্রবণ যাহার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অথবা যে বিপ্রলব্ধ, শোকার্ত্ত বা বিগতস্পৃহ,—এই নাথদ্বার তাহার চরম আশ্রয়স্থল,—তাহার সংসার-মরুভূমির শান্ত ছায়াকুঞ্জ। অনেক ধনী ও শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিও প্রীতিদায়িনী কন্যাভগিনী, প্রেমময়ী বনিতা, এবং আনন্দস্বরূপ প্রাণকুমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই শান্তিনিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাদের সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস, হৃদয়ে বলবতী আশা যে, তাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার শরণ লইল, তিনি অন্তিমে করুণাকটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে আপন চরণতলে আশ্রয় দান করিবেন। তাহা হইলে আর এ পৃথিবীতে আসিতে হইবে না, আর জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা অনন্ত সুখের ধামে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিবে।

মহাত্মা টড সাহেব বলেন যে, "রাজপুতগণ যদি মহাদেবের বিকট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শান্তিময় বৈষ্ণবধর্ম্মই আচরণ করে, তাহা হইতে রাজপুত সমাজে অশেষ উপকার হইতে পারে।" রাজপুতজাতির রাজনৈতিক উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতে গেলে আমরা শান্তিময় বৈষ্ণবধর্ম্মকে তেজোময় শৈবধর্ম্মের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না। শান্তি জগতের বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু যে শান্তি হইতে মানবের তেজস্বিতা বিলুপ্ত হইয়া যায়, যাহাতে মানবকে অলস ও জড় করিয়া ফেলে, আমরা সে শান্তির অভিকামুক নহি। আজি রাজপুতগণ যে জড় ও নির্জ্জীব অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার উপর যদি তাহাদের শান্তি-প্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে রাজপুত নাম জগৎ হইতে শীঘ্রই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আজিও তাহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে বীর্য্যবহ্নিকণা সংগুপ্ত রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহাও চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইবে। চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগৎকে শান্তি শিক্ষা দেয় বটে; কিন্তু যাহা প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম, যাহা মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে জগতে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিময় নহে। বিষ্ণু জগৎপালক।

যেখানে পালন, সেইখানেই সংহার; একদিকে যেমন পালন, অপর দিকে সেইরূপ সংহার; একদিকে মুরমধুকৈটভ-সংহারক বেশ, অপরদিকে গোপালনারায়ণ-মূর্ত্তি। যেখানে দুইজনের স্বার্থ সংঘর্ষে আইসে, সেইখানে একজনকে সংহার না করিলে অপরকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। যেখানে শান্তি স্থাপন করিতে হইবে, সেখানে অশান্তি নাশ না করিলে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। রাজপুতগণ যদি এই বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে; নতুবা ভণ্ড বৈরাগীদিগের অবলম্বিত আধুনিক জড়তা ও আলস্যময় বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগের শোচনীয় দশা আরও শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণবধর্ম্মের আর একটী গুণ,—ইহা অকারণ শোণিত পাত বা অস্থানে অসি চালনা করে না। যেখানে একের স্বার্থে অনেকের স্বার্থের বিঘ্ন ঘটিয়াছে, যেখানে একের মঙ্গলার্থে অনেকের অনিষ্ট হইয়াছে, বিষ্ণু সেইখানেই আপনার অব্যর্থ চক্র চালনা করিয়াছেন। নতুবা শতসহস্র মধুকৈটভ জন্মিয়া আপনাতে সন্তুষ্ট থাকিলে কিছুতেই তাঁহার যোগভঙ্গ হইত না। বিষ্ণু ন্যায় ও ধর্ম্মের পক্ষপাতী। যদি কোন অন্যায়পর ও অধর্ম্মাচারী ব্যক্তি তাঁহার প্রসাদলাভার্থ তৎসমক্ষে প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করে, তথাপি তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন না; কিন্তু যেখানে ন্যায়ের অপমান হয়, যেখানে ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত হয়, তাঁহার মন সেইখানেই পড়িয়া থাকে; তিনি সেই নিপীড়িত, নিগৃহীত, ন্যায়পর ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশস্ত ও সূক্ষ্ম নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর অবতার বলিয়া আজিও পূজিত হইতেছেন। আমি এই বৈষ্ণবধর্ম্মের পক্ষপাতী; যদি রাজপুতগণ এই বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন, যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ নীতি অনুসরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কিছুই আপত্তি নাই। সমস্ত ভারত এই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হউক, আবার একজন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া এই শ্রেষ্ট ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত হউন; নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া মুরারি, মধুকৈটভারি, নারায়ণ বিষ্ণুর প্রকৃত মন্ত্র প্রচার করুন;—নিপীড়িত, নিগৃহীত, স্বার্থবঞ্চিত পাণ্ডবকুলের জয় হইবেই হইবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

।

বসন্ত-পঞ্চমী ;—ভানুসপ্তমী ;—শিবরাত্রি ;—আহেরিয়া ;—ফাগোৎসব ;—শীতলাষষ্ঠী ;—রাণার জন্মতিথি ;—ফুলদোল ;—অন্নপূর্ণা ;—অশোকাষ্টমী ;—রামনবমী ;—মদন-ত্রয়োদশী ;—নবগৌরী পূজা ;—সাবিত্রীব্রত ;—রম্ভাতৃতীয়া ;—অরণ্যষষ্ঠী ;—রথযাত্রা ;—পার্ব্বতী তৃতীয়া ;—নাগপঞ্চমী ;—রাখী-পূর্ণিমা ;—জন্মাষ্টমী ;—পিতৃদেবতা ;—খড়্গপূজা ;—দশহরা ;—গণেশপূজা ;—লক্ষ্মীপূজা ;—দেওয়ালী ;—অন্নকূট ;—ঝুলনযাত্রা ;—মকর-সংক্রান্তি ;—মিত্রসপ্তমী।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে মিবারের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহের যথাযথ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। এক্ষণে মিবারের পর্ব্বোৎসব ও আচারব্যবহারাদি ক্রমশঃ বর্ণিত হইতে চলিল। যে সময়ে শীতের কঠোরতা অপগত হইয়া যায় এবং বসন্তদূত কোকিলকুল জগতে দেখা দিয়া কলকণ্ঠস্বরে সমস্ত প্রকৃতিকে নবজীবনে উজ্জীবিত করিয়া তুলে ; যে সময়ে প্রকৃতির সজীবতার সহিত মানবের মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দে আপ্লুত হইতে থাকে, সেই মধুময় বসন্তকাল হইতে মিবারের পর্ব্বোৎসব সমূহ বিবরিত হইতে চলিল।

বসন্ত পঞ্চমী।—মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে এই উৎসব মিবারে আচরিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যে দিবসে ভগবতী বীণাপণির পূজা সমাপিত হয়, সেই দিবসেই বাসন্তী পঞ্চমীর প্রশস্ত দিবস। যে শুভ বাসরে শান্তস্বভাব বঙ্গবাসী বিদ্যালাভার্থ ভদ্রকালী সরস্বতীর চরণতলে ভক্তিসহকারে প্রণাম করেন ; সেই মঙ্গলময় দিবসে রাজপুতগণ যতদূর সম্ভব অশ্লীল ও জঘন্য ব্যবহার অবলম্বন করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্যগীত ও আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। সে দিবস ইতর ও ভদ্রে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতর ব্যক্তিগণ ভাঙ, ধুতুরা, গাঁজা, মদ, অহিফেন প্রভৃতি নানাপ্রকার মাদক দ্রব্য সেবন পূর্ব্বক অতি অশ্রাব্য ও অশ্লীল ভাষায় গান করিতে করিতে দলে দলে নগরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অন্য সময়ে একটীমাত্র অপ্রিয় কথা উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ করেন, তাঁহারা সম্মান সম্ভ্রম ও লোকলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই সমস্ত ইতর লোকের সহিত সানন্দে মিশ্রিত হয়েন, এবং তাহাদের পাশব আচরণে প্রণোদিত হইয়া তাহাদের ন্যায় পশুবৎ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইয়া থাকেন। রাজস্থানের চতুর্দ্দিকে সে সময় এরূপ সার্ব্বজনীন আনন্দ উথলিত হইতে থাকে যে, অসভ্য ভিলগণও আপনাদিগের বিজন বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপুতদিগের সহিত যোগ দান করে। তাহাদের সেইরূপ সহযোগে রাজপুতগণ অত্যন্ত আমোদিত হইয়া থাকে।

ভানু সপ্তমী।—বাসন্তী পঞ্চমীর দুই দিবস পরেই ভানুসপ্তমীর আগমন। কথিত আছে সূর্য্যদেব এই দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যবংশীয় রাণাগণ যে

আপনাদিগের বংশের আদি পুরুষের জন্মদিবস নানাপ্রকার আনন্দোৎসবে যাপন করিবেন, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না। এই মঙ্গলময় বাসরে রাণা সৈন্যসামন্ত, সর্দ্দার ও পারিষদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া চৌগাঁ নামক একটী পবিত্র স্থানে গমন করিয়া থাকেন। সেই স্থলে তাঁহাদিগকর্ত্তৃক ভগবান্ দিবাকরের পূজা সমাপিত হয়। এই দিবস জয়পুরে সূর্য্যপূজার কিছু বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। কুশাবহ রাজ এই দিন সূর্য্যমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দিবাকরের অষ্টাশ্ব-যোজিত পবিত্র রথ বাহির করিয়া আনেন। নাগরিক ও জানপদবর্গ সেই রথ চালিত করিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে মহানন্দ সহকারে বিচরণ করিয়া থাকেন

শিবরাত্রি।—মাঘমাসের শেষবর্ত্তী অথবা ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভস্থিত কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী শিব-রাত্রি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হিন্দুমাত্রই,—বিশেষতঃ রাণা এই শিবরাত্রিকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। ঘোর পাপাচারী নিষাদ সুন্দরসেন যেদিন স্বীয় অজ্ঞানকৃত শিবসেবারজন্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করিয়াছিল, সেদিন হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অতি পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? রাণা ভারতে "শিবের প্রতিনিধি" নামে প্রসিদ্ধ; সুতরাং সে দিবস তাঁহার শিব-পূজার বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতগণ সেই দিবস নিরম্বু উপবাসে অতিবাহিত করেন। শৈবমাত্রই সেই পবিত্র দিনে কোন প্রকার সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন না এবং সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া কেবল শিবপূজাতেই নিরত থাকেন।

আহেরিয়া।—আহেরিয়া অর্থাৎ বাসন্তিক মৃগয়াব্যাপারের সহিত মধুময় ফাল্গুনমাস জগতে প্রবেশ করে। ইহার পূর্ব্বদিনে রাণা আপনার সর্দ্দার ও পরিচারকদিগকে হরিদ্বর্ণের এক একটী অঙ্গরাখা বিতরণ করিয়া থাকেন। সেই রাজদত্ত সজ্জা পরিধান করিয়া তাঁহারা পরদিবসে দৈবজ্ঞ-নির্দ্দিষ্ট শুভ লগ্নে রাণার সমভিব্যাহারে বরাহ শিকার করিবার জন্য নগর হইতে বহির্গত হয়েন। সেই বন্য বরাহ গিরিশজায়া ভগবতী গৌরীর সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। জ্যোতিষী গণনার অনুসারে মৃগয়া লগ্ন নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া আহেরিয়ার অন্যতর নাম "মাহুরৎ কা শিকার।" এই মহান্ মৃগয়াব্যাপারে রাজপুতগণ আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া থাকেন। সেদিন যাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে, তাঁহার আর কিছুতেই শুভগ্রহ নহে। সে বৎসর তাঁহাকে নানা কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইবে। সেই জন্য কেহ সাধ্যপক্ষে লক্ষীভূত মৃগকে ত্যাগ করে না। কেহ কেহ চরদ্বারা বরাহসমূহের বিজন বাসকুহর পরিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। পরন্তু মৃগ লক্ষিত হইবামাত্র সকলেই তাহাকে সংহার করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। মিবারের সর্দ্দারগণ আপনাপন নির্ব্বাচিত তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া রাজা ও রাজপুত্র-গণের সহিত সেই কঠোর মৃগয়ায় বহির্গত হয়েন। প্রত্যেকেরই হৃদয়ে জিগীষাবৃত্তি প্রচণ্ডবেগে বলবতী হইয়া উঠে। উদয়পুরের বিশাল উপত্যকাক্ষেত্রের পার্শ্বস্থিত গিরিকন্দরে অথবা বিজন বনের অভ্যন্তরে প্রায়ই মৃগকুল বিশ্রাম করিয়া থাকে।

মৃগয়ার্থিগণ প্রথমতঃ সেই বন অথবা গিরিগহ্বরের চারিদিক পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিকট রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের গগনভেদী স্বরে, অস্ত্রসমূহের ঝণাৎকার শব্দে এবং প্রমত্ত তুরঙ্গকুলের বিকট হ্রেষারবে ভীত হইয়া বরাহগণ বিজন বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের সেইরূপ চেষ্টা প্রায়ই তাহাদিগের জীবননাশে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যদি দুই একটী শ্বাপদ সেস্থল হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারে; তাহা হইলে শিকারীগণ অমনি তৎপশ্চাৎ আপন আপন অশ্বকে দ্রুতবেগে চালিত করেন। সে সময়ে তাঁহারা একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। আপন আপন জীবনের প্রতি মমতা থাকে না, আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ থাকে না; উন্মুক্ত তরবার অথবা উদ্যত ভল্লহস্তে প্রচণ্ডবেগে সেই পলায়মান বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়েন। সে সময়ে বন, উপবন, বৃক্ষ, শিলাস্তূপ অথবা গিরিতরঙ্গিণী কিছুই তাঁহাদিগের তীব্রগতি প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাঁহারা একান্তমনে প্রাণপণে সেই হতভাগ্য মৃগের অনুসরণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার উষ্ণশোণিতে স্ব স্ব হস্তস্থ কৃপাণের বিকট তৃষা প্রশমিত করিতে সক্ষম হয়েন। সেই শোণিতে প্রায়ই অশ্ব ও নরশোণিত মিশ্রিত হইয়া থাকে।

সেই মৃগয়া-যাত্রাকালে রাজকীয় পাচক শিকারীগণের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। ভগবতী গৌরীর চিরশত্রু বরাহের মুণ্ড রাজপুত বীরের শাণিত খড্গে দ্বিধা বিভক্ত হইবামাত্র পাচক অমনি নানা বেশবার মিশ্রিত করিয়া তাহা রন্ধন করিতে আরম্ভ করে। যথাকালে রন্ধন সমাপ্ত হইলে রাণা সেই মৃগয়া-সহচরগণের সহিত একত্রে তাহা ভোজন করিতে উপবিষ্ট হয়েন। সে আনন্দভোজের সময়ে রাজপুতের প্রিয় পানপাত্র "মানোয়ার-পিয়ালা" উপেক্ষিত হয় না।

ফাগোৎসব।—মধুময় ফাল্গুনমাস যত অতীত হইতে থাকে, মিবারীদিগের উৎকট আমোদপ্রমোদ তত বাড়িতে আরম্ভ করে। নাগরিক ও জানপদবর্গ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ফাগ লইয়া খেলা করিতে থাকে। আবীরের ছড়াছড়ি এবং পিচকারীর অবিরাম উচ্ছ্বাসে পথঘাট ও গৃহপ্রাঙ্গণ একবারে যেন শোণিতসিক্ত বলিয়া বোধ হয়। কাহারও গাত্রে একখানিও ধবল ও বিমল বসন দেখিতে পাওয়া যায় না।—সকলেই যেন শোণিত-স্নাত, যেন কি ভয়াবহ রক্তপাত-ব্যাপারে লিপ্ত! মস্তকের কেশগুচ্ছ হইতে চরণতল পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গই আবীর-লেপিত। যেন নরকুল নির্ম্মূল করিয়া জগতের কি এক একটী অদ্ভুত জীব তাণ্ডব নৃত্যও বীভৎস আমোদ প্রমোদে বসুন্ধরাকে সাগর গর্ভে নিমজ্জিত করিবার চেষ্টায় করিতেছে। স্ত্রীপুরুষ—আবালবৃদ্ধ সকলেই আবীর-গুণ্ঠিত, সকলেই উন্মাদিত! সকলেই কুঙ্কুম ও পিচকারী লইয়া দলে দলে পথে ঘাটে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এমন কি যাহারা কখনও অন্তপুর পরিত্যাগ করে না, ভুবন-প্রকাশক সর্ব্বত্রগামী ভগবান্ মরীচিমালীও অন্য সময়ে যাহাদিগের মুখকমল দেখিতে পান না, তাহারাও অদ্য অবরোধের বাহিরে আসিয়া এই অদ্ভুত ফাগোৎসবে যোগদান করিয়া থাকে।

মিবারীগণ এই উৎসবকে ফাগ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। রাণা এই ফাগদিবসে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহিষী ও তৎসহচরীদিগের সহিত আবীরখেলায় প্রবৃত্ত হয়েন। সে সময়ে কাহারও অণুমাত্র লজ্জা থাকে না;—কাহারও মুখমণ্ডলে তিলমাত্রও নিরানন্দের ছায়া পরিলক্ষিত হয় না। সেই কমলোপম কামিনীকুলে পরিবৃত হইয়া রাণা হোলী-লীলায় অপার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অশ্বারোহণে হোলী-লীলাই অতি চমৎকারিণী। সর্দ্দার ও সামন্তগণ স্ব স্ব তুরঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক কুঙ্কুম ও আবীর লইয়া প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ফাগ-খেলায় মত্ত হইয়া থাকেন। কেহ অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় অশ্ব চালিত করিয়া কুঙ্কুমরূপ শস্ত্রহস্তে অপরকে আক্রমণ করিতেছেন,—এবং সেই আক্রান্ত ব্যক্তি আক্রমক অপেক্ষা অধিকতর সুদক্ষতার সহিত আপনার তুরঙ্গ তাড়িত করিয়া তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিতেছেন; কোথায় একজনকে পাঁচজন একত্রে আক্রমণ করিতেছেন,—কোথায় বা একজন বলবান্ ও সুদক্ষ আরোহী অপর পঞ্চজনের বিরুদ্ধে কুঙ্কুম প্রক্ষেপ করিতে করিতে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছেন। আবার কোথায় বা একত্রে দশবিশজন সমবেত হইয়া পরস্পয় পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছেন। পিচকারী-প্রক্ষিপ্ত আবীর-সেকে অথবা কুঙ্কুমধৃত ফাগস্পর্শে সর্দ্দারগণ সবাঙ্গনে লোহিতলিপ্ত!

যেদিন এই বীভৎস হোলী-লীলার অবসান হইয়া যায়, সেই দিন দুর্গের ত্রিতল প্রাঙ্গণের উপরিভাগ হইতে অবিরাম নাকরা ধ্বনিত হইতে থাকে। সেই গম্ভীর ঢক্কানিনাদ শ্রবণ করিবামাত্র সর্দ্দারগণ আপনাপন সৈন্য ও সামন্তদিগের সহিত রাণার সমীপে উপস্থিত হয়েন। তখন রাণা তাঁহাদিগকে লইয়া প্রসিদ্ধ চৌগাঁ প্রাসাদে যাত্রা করেন। চৌগাঁ রাজপুতদিগের একটী প্রধান রঙ্গস্থল। লীলাযুদ্ধ অথবা কোন নূতন কৌশলের অভিনয় দেখাইবার জন্য রাজপুতগণ ইহার মধ্যদেশে সমবেত হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ প্রাঙ্গন।—প্রাঙ্গন ছাদযুক্ত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভের শিরোদেশে সেই বিরাট ছাদ ধৃত।—চৌগাঁর চারিদিকে কোনরূপ প্রাচীর নাই; সুতরাং ইহার চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত। রাণা সর্দ্দার ও পারিষদগণ সমভিব্যাহারে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করেন। সর্দ্দারগণ তাঁহার চারিদিকে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হয়েন। তদনন্তর হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নানাপ্রকার বাদ্যের সহিত তাঁহারা সকলে সমস্বরে হরিনাম গান করিতে থাকেন। ফলতঃ সেই সময়ে চারিদিকে আনন্দস্রোত উথলিত হইতে থাকে। কেহ গান, কেহ বাদ্য, কেহ বা তালে তালে মাথা ঘুরাইয়া নৃত্য করিতে থাকে। আবার কেহ বা বিকট স্বরে আদিরসঘটিত অশ্লীল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। সেই আনন্দোল্লাসের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসকালে রাজা প্রজায় সর্দ্দার সৈনিকে কিছুই প্রভেদ থাকে না। কেহই সেই মহোৎসব ব্যাপারে যোগ না দিয়া থাকিতে পারে না। চৌগাঁর অভ্যন্তরে যেমন গীত বাদ্য হইতে থাকে, অমনি তৎসঙ্গে হোলী-লীলা প্রচণ্ডভাবে আচরিত হইতে আরম্ভ করে। পরিশেষে সকলে এক একটী অদ্ভুত জীবের মূর্ত্তি ধারণ

করিয়া সেই রঙ্গস্থল হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। সেই সময়ে তাঁহারা যাহাকে সম্মুখে দেখেন, তাহাকেই আবীরে প্লাবিত করিয়া দেন। ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কেহ তাঁহাদের সেই কঠোর আচরণ হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

এই ফাগোৎসব ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত সমাচরিত হইয়া থাকে। শেষ দিবসে রাণা আপনার প্রিয় সর্দ্দারদিগকে "খাণ্ডা নারিয়েল" অর্থাৎ খড়্গ ও নারিকেল বিতরণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত খড়্গ সচরাচর কাগজ অথবা সূক্ষ্ম কাষ্ঠফলকে নির্ম্মিত এবং নানাবর্ণে চিত্রিত হয়। ইহার পর চাঁচর পর্ব্ব। চাঁচরে নগরের চারিদিকে অগ্নি-ক্রীড়া হইয়া থাকে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা আবীরে আবৃত হইয়া সেই সকল অগ্নি-কাণ্ডের চতুর্দ্দিকে পিশাচের ন্যায় নৃত্য করিয়া বেড়ায়। সমস্ত রজনী এইরূপ বীভৎস লীলায় অতিবাহিত হইয়া থাকে। পরিশেষে যতক্ষণ না চৈত্রের প্রথম দিন অরুণোদয়ের সহিত প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ তাহারা সেই আনন্দোৎসব ত্যাগ করে না। তাহার পর যখন ভগবান্ মরীচিমালী মীনরাশিতে পদার্পণ করেন, রাজপুতগণ সেই লগ্নে স্নানাহ্নিক করিয়া আপনাপন গাত্রবসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই দিন পরিচারকগণ আপনাপন প্রভুকে নানাপ্রকার দ্রব্য উপহার দিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে।

শীতলাষষ্ঠী।—চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই উৎসব হয়। রাজপুতগণ শীতলা দেবীকে শিশুসন্তানগণের রক্ষয়িত্রী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। রাজপুত-ললনাগণ আপনাপন সন্তানের মঙ্গলার্থে উক্ত দিবসে শীতলা দেবীর মন্দিরে গমন করেন। উদয়পুরের উপত্যকাস্থিত একটী বিচ্ছিন্ন গিরিকূটের শিরোদেশে এই মন্দির সংস্থাপিত। রাজপুত মহিলাগণ উক্ত পবিত্র মন্দিরে গমন পূর্ব্বক নানা উপচারে দেবীর পূজা করিয়া অভীষ্ট বরলাভান্তে আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মিবারে এই শুক্লা ষষ্ঠীতে মহাত্মা টড সাহেব আর একটী উৎসব দেখিয়াছিলেন; সে উৎসবটী রাণা ভীমসিংহের জন্মতিথি। রাজপুতগণ আপনাপন জন্ম দিবসে এক একটী উৎসব করিয়া থাকেন। এ জন্মতিথির পূজাব্যাপার ইংরাজদিগের মধ্যেও বিশেষ প্রবল দেখা যায়। যে দিবস অনন্ত কালসাগরে একটী নূতন তরঙ্গের উত্থান হইয়া থাকে, যে দিবসে দশমাসের কঠোর জঠরযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জগতের রঙ্গস্থলে উপনীত হওয়া যায়, যেদিন অনন্ত ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে নবসৃষ্টজীবের বর্ত্তমানরূপ একটী সন্ধি সংযোজনা করিয়া দেয়; সে দিন যে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিবস, তাহা জগতের সমস্ত সভ্য সমাজই স্বীকার করিয়া থাকেন। দেবতার নিকট রাণার মঙ্গল ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া মিবারের অধিবাসিগণ নানা উপঢৌকন লইয়া উদয়পুরের রাজবাটীতে আগমন করে। এই উৎসব অন্তঃপুর মধ্যে আচরিত হইয়া থাকে; সুতরাং অপর লোকে তাহা দেখিতে পায় না। সেই দিন রাণা নববস্ত্রে ও নবালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য সেবন করিয়া থাকেন।

রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত হইতে থাকে। অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ মঙ্গল সঙ্গীত গান করিয়া রাণার সকল বিষয়ে সাফল্য ও মঙ্গল প্রার্থনা করেন।

ফুলদোল।—হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের চান্দ্রসৌর বর্ষারম্ভের সহিত মিবারে কুসুমোৎসবের আরম্ভ হয়। রাজপুতগণ ইহাকে ফুলদোল নামে অভিহিত করিয়া থাকে; আশ্বিনের নবরাত্রিপর্ব্বে যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক বিধি সমাপিত হইয়া থাকে, ফুলদোলে তাহার অধিকাংশেরই সমাধান দেখিতে পাওয়া যায়। এতৎপর্ব্বের প্রথম অনুষ্ঠান খড়্গ-পূজা। রাণার প্রাসাদে এই পূজাবিধি সমাপিত হয়। কিন্তু ভগবতী বাসন্তীর পূজার্থ যে সকল উৎসব সমাচরিত হইয়া থাকে, খড়্গপূজা তাহার কাছে অতি সামান্য বলিয়া প্রতীত হইবে। মধুময় বসন্তের আবির্ভাবে সমস্ত জগৎ মধুময় বলিয়া বোধ হয়। আকাশে সুধাকর শশাঙ্ক মধুবর্ষণ করিতে থাকেন, অন্তরীক্ষে পবনদেব মধু বহন করিতে থাকেন, মর্ত্তে কুসুমকুন্তলা বনদেবী মধু বিতরণ করিতে থাকেন। ফলতঃ সকলই মধুময়। এ মধুর মধুমাসে রাজপুতদিগের গৃহে গৃহে আনন্দ উথলিত হইতে থাকে। কমলোপমা রাজপুত কামিনীগণ এবং কন্দর্পবিজয়ী পুরুষগণ কুসুমাভরণে চারুকলেবর সজ্জিত করিয়া কুসুমোদ্যান অথবা প্রমোদ কুঞ্জবনে গমন করিয়া থাকেন। তথায় অসংখ্য পুষ্পিতা লতিকা ও কুসুমিত পাদপকুলের সুরভিত স্নিগ্ধ ছায়াকুঞ্জের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাঁহারাও এক একটী কুসুম সদৃশ প্রতীয়মান হয়েন। তাঁহাদের মস্তকে কুসুম-মুকুট, গলে কুসুমহার, সর্ব্বাঙ্গে কুসুমের সজ্জা। রমণী ও পুরুষগণ স্ব স্ব শ্রেণীর অন্তর্লীন হইয়া মহানন্দসহকারে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিতে থাকেন। কেহ উচ্চ বৃক্ষশাখায় কুসুমমণ্ডিত দোলা বন্ধন পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া আনন্দভরে দুলিতে থাকে, কোন রমণী আপনার কোন সহচরীকে রাধা সাজাইয়া স্বয়ং রাধামোহন মুরলিবদন কৃষ্ণ সাজেন এবং অপর সখীগণে হাত ধরাধরি করিয়া সেই অপূর্ব্ব যুগলমূর্ত্তির চারিদিকে নৃত্যগীত করিতে করিতে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করেন। অদূরে সুন্দরকান্তি পুরুষগণও আপনাদের শ্রেণীর মধ্যে ঠিক এইরূপই লীলা অভিনয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ রাধিকা, কেহ কৃষ্ণ, কেহ বা বৃন্দা বা চন্দ্রাবলীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্যগীত সহকারে দোলমঞ্চে আন্দোলিত হইতে থাকেন। কেহ দোলে, কেহ দোলায়, কেহ বা সুললিত তানে অমৃতময় গীতগোবিন্দের পদাবলী গান করিয়া সেই দোলমঞ্চকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন। পুরুষদিগের মধ্যে যাহারা দোলমঞ্চ সংগ্রহ করিতে অক্ষম, তাহারা বিশাল বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদের দুলিবার সাধ চরিতার্থ করে। এই মধুময় কুসুমোৎসবের সময় কুসুমকুন্তলা কাননস্থলী এইরূপ মনোমোহন বেশ ধারণ করিয়া থাকে।

অন্নপূর্ণা।—যে সময়ে ভগবান্ দিবাকর মেষরাশিতে পদার্পণ করিয়া থাকেন, সেই সময়ে রাজপুতদিগের মধ্যে ভগবতী অন্নপূর্ণার পূজাবিধি আচরিত হয়। আমাদিগের দেশে ধনধান্যপ্রদায়িনী অন্নপূর্ণার যেরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, রাজস্থানে ঠিক সেইরূপই সংগঠিত হইয়া থাকে। সিংহাসনোপরি আদ্যাশক্তি দ্বিভুজা অন্নদামূর্ত্তি,—

মিবারের পর্ব্বোৎসব।

বামহস্তে অন্নপূর্ণ হেমথাল—দক্ষিণে রজতময় দর্ব্বি; সম্মুখে সর্ব্বমঙ্গলময় পুরুষপ্রধান মহাদেব অন্নভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান। আদ্যাশক্তি প্রকৃতির সম্মুখে বিশ্বের মঙ্গল প্রার্থনার জন্য পুরুষপ্রধান স্বয়ং বিশ্বেশ্বর দণ্ডায়মান। এ সর্ব্বমঙ্গলা যুগলমূর্ত্তি দেখিলে কাহার হৃদয় না যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে? কে না এই দুই দেবমূর্ত্তির সম্মুখে অমনি প্রণত হইতে ইচ্ছা করে?

জগতের জনকজননী মহেশ গৌরীর এইরূপ মূর্ত্তি গঠিত হইলে রাজপুতগণ তৎসম্মুখে একটী ক্ষুদ্র ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া যববীজ বপন করিয়া থাকেন। কৃত্রিমতাপের সাহায্যে সেই সমস্ত উপ্ত বীজ দুই এক দিবসের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তখন রাজপুত ললনাকুল পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভগবতী ভবানীর আশীর্ব্বাদ কলকণ্ঠস্বরে যাচ্ঞা করিতে করিতে মণ্ডলাকারে সেই প্রতিমা ও যবক্ষেত্রের চারিদিকে নৃত্য করিতে থাকেন। তদনন্তর তাঁহারা সেই সমস্ত যবাঙ্কুর লইয়া আপনাপন আত্মীয়স্বজনদিগকে বিতরণ করেন; তাঁহারা তাহা স্ব স্ব উষ্ণীষে ধারণ করিয়া থাকেন। মিবারের প্রত্যেক সমৃদ্ধ গৃহস্থই সাধ্যানুসারে দেবীর আরাধনা করিতে ক্রটী করেন না।

ভগবতীর পূজাবিধি আরব্ধ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে স্নাপিত করিবার জন্য পেশোলা সরোবরে লইয়া যাইতে হয় এবং ইহার পূর্ব্বে রাজপুত-মহিলাগণ তাঁহাকে একবার বরণ করিয়া থাকেন। তদনুসারে যেমন তাঁহার সরোবর-যাত্রার উদ্যোগ হইল, অমনি কুলকামিনীগণ তাঁহার বরণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে কুরঙ্গনয়না কোকীলকণ্ঠী রাজপুতললনাগণ বরণডালা হাতে লইয়া মোহন-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে প্রতিমার প্রদক্ষিণ করিলেন। বরণ শেষ হইয়া গেল। অমনি গগনমণ্ডল বিদারণ পূর্ব্বক নাকরা ধ্বনিত হইয়া দেবীর নৌকায় যাত্রা প্রচার করিয়া দিল। সেই ঘোর বাদ্যধ্বনি উদ্গত হইবামাত্র একলিঙ্গ গড়ের শিরোদেশে গম্ভীর রবে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সেই কামান-গর্জ্জন শ্রবণ করিবামাত্র নাগরিকগণ নানাপ্রকার মোহনীয় বেশ ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে পেশোলার তীরে একত্রিত হইতে লাগিল।

এই উৎসব-বাসরে পেশোলার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ তীরভূমিস্থিত সমুচ্চ চত্বরের উপরিভাগে রাণা আপনার সর্দ্দারদলে সমাবৃত হইয়া দেবীর আগমন-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন। ঢাক ঢোল নাকরা প্রভৃতি নানা-প্রকার বাদ্যের সহিত প্রতিমা সেই স্থলে আনীত হইলে নাগরিকগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেবীর নৌকারোহণ দর্শন করিবার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে সরোবরের তীরভাগে দণ্ডায়মান হয়েন। অনেকে নিকটস্থ অট্টালিকা সমূহের শিরোদেশে আরোহণ করিয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত চত্বরের সম্মুখেই বিস্তৃত ঘাট;—ঘাটের সোপানপংক্তি সুদৃশ্য শ্বেত মর্ম্মরে বিনির্ম্মিত।—সোপানবলির নিম্নে সরোবরের বক্ষঃস্থলে অগণ্য তরণী সংস্থিত। সেই সময়ে এই মর্ম্মর-সোপনাবলির যে স্থলে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্থলেই কেবল লাবণ্যবতী অসংখ্য রমণীমূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। সেই সমস্ত ললনার পরিধানে নানাবর্ণের সুরঞ্জিত বসন; সর্ব্বাঙ্গে হৈম ও রত্নালঙ্কার,

স্বর্ণবৃক্ষ কুন্তলজালে কুসুমমালা। তাঁহাদের চন্দ্রবদন বিকচ কমল সদৃশ হাস্যোৎফুল্ল। এইরূপ সুদর্শনীয় দিব্যাঙ্গনাদলে সেই সরোবরের ঘাট পরিশোভিত। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই রমণীমালার মধ্যে জনমাত্রও পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শুভলগ্নে পেশোলার তীরভূমি যে মোহন বেশ ধারণ করে; তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এতদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর চিত্র কখনও কল্পনাতে আইসে কি না সন্দেহ। নগরের আবাল বৃদ্ধবনিতা যথাসাধ্য শোভনীয় বসনভূষণ ধারণ করিয়া এই স্থলে সমাগত হইয়া থাকে। তাহাদের সকলেরই অধরে হাস্যবিভা, নয়নে আনন্দজ্যোতি, মুখে সুধাময় সঙ্গীতধ্বনি উদ্গত হইতেছে। বসন্তের আকাশ পরিষ্কার;—কোথায়ও একখানি মেঘের লেশমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। পেশোলাও নির্ম্মল, স্বচ্ছ, নিশ্চল। ইহার স্বচ্ছবক্ষে সেই নির্ম্মল গগনের এবং তটস্থ অগণ্য লোক, বৃক্ষরাজি ও অট্টালিকা সমূহের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তটোপরি লোকারণ্য দূরস্থিত নিবিড় অরণ্যের সহিত মিশিয়াছে, সরোবরগর্ভে সেই অগণ্য লোক গভীর বনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যেন সেই স্বচ্ছ সলিলরাশির অভ্যন্তরে একটী নূতন রাজ্য সৃষ্ট হইয়াছে। যেন তাহারা ইহাদিগকে দেখিতে না পারিয়া ইহাদিগকে চরণ দেখাইয়া চলিয়া যাইতেছে। যাহাহউক, লোকের জনতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ সে সজীব বিরাট লোকসমাজে যেন অধিকতর সজীবতা সংক্রামিত হইতে লাগিল। এত লোক; কিন্তু কোনরূপ বিশৃঙ্খলা, গণ্ডগোল বা কলহবিবাদ নাই। সকলই শান্ত, স্থির ও গম্ভীর। সকলেই সোৎসুক হৃদয়ে ভগবতী গৌরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। যেন একটী সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষ স্থির ও গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে গম্ভীর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। সেই সঙ্গে সেই চত্বরের নিম্নদেশে একটী প্রকাণ্ড জনতা দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার মধ্যদেশে দেবীর প্রতিমা পরিদৃশ্যমান। দেবী পীতবসন পরিহিতা, সর্ব্বাঙ্গ হৈম ও মৌক্তিকালঙ্কারে বিভূষিত। প্রতিমার দুই পার্শ্বে দুইটী সুরসুন্দরী চামরব্যজনে নিরতা;—তাহার সম্মুখে অসংখ্য লাবণ্যবতী রমণী রাজত দণ্ডধারণ করিয়া ধাবমান হইতেছে। তাহাদিগের মধ্য হইতে সুধাময় সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। দেবীপ্রতিমা সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র রাণা সদলে দণ্ডায়মান হইলেন। তদনন্তর বাহকগণ প্রতিমাকে সরোবরের তটস্থ নির্দ্দিষ্ট রত্নাসনে স্থাপন করিল। তখন উপস্থিত সকলে সাষ্টাঙ্গে দেবীর চরণতলে প্রণত হইল এবং রাণা স্বীয় পারিষদগণের সমভিব্যাহারে তরণী সমূহের উপরিভাগে আসন গ্রহণ করিলেন। রমণীগণ পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তানলয়শুদ্ধ সুধাময় স্বরে গান ও তালে তালে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই নয়নমনোহর নৃত্য দর্শন এবং শ্রবণমোহন সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দর্শকবৃন্দ সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিলেন। কিন্তু সে কিন্নরীনিন্দিতা রাজপুত মহিলাগণ অকৃতজ্ঞা নহেন; তাঁহারও মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাদের সাধুবাদ স্বীকার করিতে লাগিলেন। সেই দিব্যাঙ্গনাদলের মধ্যে একটীমাত্রও পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সেই

রমণীমালার মধ্যে পুরুষের প্রবেশ করিবার আদেশ নাই। যদি কোন রাজপুত কুমার পবিত্র শিষ্টাচারের ব্যভিচার করিয়া সেই আদেশ লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

এদিকে দেবীর স্নানের আয়োজন হইল। শুভলগ্নে প্রতিমা কাষ্ঠমঞ্চ হইতে অবতারিত হইয়া সলিল দ্বারা সুচারুরূপে স্নাপিত হইলেন। তিনি যতক্ষণ সেই সরোবরতীরে বিরাজ করেন, ততক্ষণ তাঁহাকে স্নান করাইয়া দেওয়া হয়। পরিশেষে স্নান সমাপিত হইলে পূর্ব্ববৎ আড়ম্বরের সহিত দেবী পুনর্ব্বার প্রাসাদে নীত হইলেন। তখন রাণা আপনার সর্দ্দারগণের সমভিব্যাহারে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন এবং সরোবরের ধারে ধারে বাহিত করিয়া অন্যান্য ঘাটে দেবীর স্নান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সে দিবস পেশোলার চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য দেবী-প্রতিমা উক্তরূপে অভিসিঞ্চিত হইয়া থাকেন। এইরূপে দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। রাণা সরোবরের চারিধারে নৌকারোহণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। ক্রমে সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া পেশোলার নিবিড় নীল জলে পতিত হইয়া নিবিড়তর হইল; দেখিতে দেখিতে শুক্ল সপ্তমীর শশিকলা গগনসীমন্তে দেখা দিল। তখন রাণা সদলে রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিন দিবস ধরিয়া দেবীর পূজা হইলে চতুর্থ দিবসে তুমুল অগ্নিক্রীড়ার সহিত সমস্ত ব্যাপারের পর্য্যবসান হইয়া থাকে।

অশোকাষ্টমী।—সকল রাজপুতই অদ্য শোকনাশিনী ভগবতী বিশ্বমাতাকে পূজা করিয়া থাকেন। রাণা এতদ্দিবসে আপনার সর্দ্দার, সামন্ত ও পারিষদবর্গের সমভিব্যাহারে চৌগাঁ প্রাসাদে গমন করিয়া সমস্ত দিন নানা আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করেন। এই দিবসে প্রত্যেক রাজপুতই আপনাপন কুলদেবতা শোকনাশিনী ভগবতী শাকম্ভরীর পূজা করিয়া থাকেন।

রামনবমী।—অশোকাষ্টমীর পর দিবসই রামনবমী নামে প্রসিদ্ধ। এই শুভ বাসরে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে রবিকুলতিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বংশধরগণ যে এই দিবসকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রামনবমীতে যুদ্ধাস্ত্র ও গজাশ্ব সকল পূজিত হইয়া থাকে। রাণা এইদিন চৌগাঁ প্রাসাদে মহা সমারোহের সহিত গমন করেন। সেখানে নানাপ্রকার আমোদ হয়। হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, এই দিবসে ভগবান্ রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া যে যাহা কিছু করিতে পারে, তাহাতেই তাহার অনেক পুণ্যলাভ হয়। বিশেষতঃ যিনি উপবাস ও জাগরণ করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন *।

---

* তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তত্তবক্ষয়কারকম্॥
উপোষণং জাগরণং পিতৃনুদ্দিশ্য তর্পণম্।
তস্মিন্ দিনেতু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভীপ্সুভিঃ॥

অগস্ত্য সংহিতা।

মদনত্রয়োদশী।—চৈত্র শুক্লত্রয়োদশীতে হিন্দুগণ মীনকেতন কন্দর্পের পূজা করিয়া থাকেন। যদিও ইহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশীতেও পূজার ব্যবস্থা আছে, তথাপি রাজপুতদিগের মতে এই দিবসই বিশেষ প্রশস্ত। মধুময় মধুমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। নিদাঘের তপ্ত বায়ু ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ফুলাভরণা বনদেবীর কুন্তলগুচ্ছ হইতে সুরভি কুসুমকুল এক একটী করিয়া খসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ফুলেশ্বরী চামেলী এখনও প্রকৃতির অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। রাজপুত রমণীগণ এই কুসুমরত্নের মালিকা প্রস্তুত করিয়া আপনাদের ভ্রমরকৃষ্ণ চিকুরজালে পরিধানপূর্ব্বক মদনদেবের পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন। মহাত্মা টড সাহেব বলেন, উদয়পুরে রাজপুতরমণীগণ যেরূপ ভক্তিসহকারে মীনধ্বজের পূজা করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের ললনার নিকটেই কন্দর্প সেরূপ পূজা প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহারা কামদেবকে এইরূপে স্তব করিয়া থাকেনঃ—

"পুষ্পধন্বন্! নমস্তেঽস্তু নমস্তে মীনকেতন!
মুনীনাং লোকপালানাং ধৈর্য্যচ্যুতিকৃতে নমঃ।
মাধবাত্মজ! কন্দর্প! সম্বরারে! রতিপ্রিয়!
নমস্তভ্যং জিতাশেষ-ভুবনায় মনোভুবে॥
আধয়ো মম নশ্যন্তু ব্যাধয়শ্চ শরীরজাঃ।
সম্পদ্যতামভীষ্টং মে সম্পদঃ সন্তু মে স্থিরাঃ॥
নমো মারায় কামায় দেবদেবস্য মূর্ত্তয়ে।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাণাং মনঃক্ষোভকরায় চ॥"

হিন্দুদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যিনি অনঙ্গদেবের উক্তরূপে স্তবস্তুতি করিয়া পূজা করেন, সম্বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোনরূপ আধি ব্যাধি বা বিপদ উপস্থিত হয় না।

নবগৌরীপূজা।—মদনোৎসবের সহিত চৈত্রমাস অতীত হইল। সেই সঙ্গে একটী অতীত বৎসর অনন্তকালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। বৈশাখের কঠোর তপনকে ললাটে ধারণ করিয়া নববর্ষ জগতিতলে দেখা দিল। হিন্দুশাস্ত্রমতে বৈশাখ পরম পবিত্র মাস। ইহা বৎসরের সকল মাসের শ্রেষ্ঠ, এবং ভগবান্ মাধবের অতি প্রিয়। এই মাসে যিনি নিয়মিতরূপে তাঁহাকে পূজা করিতে পারেন, তিনি অন্তে বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়া করিতে পান। কিন্তু রাজপুতদিগের মধ্যে এই পুণ্যময় মাসে কেবল একটী মাত্র উৎসব হইয়া থাকে;—তাহাও আবার অতি সামান্য। সেটীর নাম নবগৌরী-পূজা। এই পূজা সমারব্ধ হইবার পূর্ব্বে মিবারের ষোড়শ প্রধান সর্দ্দার স্ব স্ব তুরঙ্গে সমারূঢ় হইয়া মহাসমারোহসহকারে রাণার সমভিব্যাহারে পেশোলার তটস্থ প্রশস্ত চত্বরে যাত্রা করেন। এই যাত্রার নাম "নাকরা কা আসওয়ার।" তথায় যথাবিধানে ভগবতী গৌরীকে আবার স্থাপিত করিয়া তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বটী সম্পূর্ণ নূতন! ইহা রাণা ভীমসিংহ কর্ত্তৃক ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিবারিগণ এই অভিনব উৎসবকে হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত

বলিয়া স্নান করিয়া থাকেন। যে বৎসর এই উৎসব প্রথম আরব্ধ হয়, সেই বৎসর পেশোলার সলিলরাশি সহসা প্রচণ্ডবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সেই আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে মিবারের সমূহ অনিষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে নগরের একতৃতীয়াংশ অধিবাসী ও ধনরত্ন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে উক্ত বিপ্লব-দিবসে রাণার একটী পুত্র অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাগরিকবৃন্দ এই নবপ্রতিষ্ঠিত উৎসবের প্রতি দোষারোপ করিলেও রাণা তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য ভ্রূক্ষেপ করেন না। তিনি আপনার সর্দ্দারদলে পরিবৃত হইয়া নৌকারোহণপূর্ব্বক পেশোলার বিশাল বক্ষে সানন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার সর্দ্দারগণই তরণী চালিত করিয়া থাকেন। সে তরণী প্রচণ্ডবেগ সহকারে তাড়িত হইয়া সরোবরের নিবিড় জলরাশি আলোড়ন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিয়া রাণা ও তাঁহার সর্দ্দারগণ স্ব স্ব ভবনে প্রতিগত হয়েন। এই অভিনব উৎসব-উপলক্ষে ভগবতী গৌরীর পূজাবিধি বাসন্তী অন্নপূর্ণার ন্যায়ই সমাপিত হইয়া থাকে।

সাবিত্রী ব্রত।—জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে সাবিত্রী ব্রত আচরিত হয়। যে সমস্ত মহিলা এই পর্ব্বদিবসে উপবাস করিয়া সতী প্রধানা সাবিত্রীর পুণ্যকথা শ্রবণ ও তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারা কখনও বৈধব্য-যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়েন না। এতদনুসারে মিবারের রাজপুত রমণীগণ উক্ত দিবসে একটী নির্দ্দিষ্ট বটবৃক্ষতলে গমন করিয়া যথাবিধানে সাবিত্রীর অর্চ্চনা ও তাঁহার পুণ্যকথা শ্রবণ করিয়া থাকেন।

রম্ভা-তৃতীয়া।—হিন্দু রমণীগণ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাতৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত আচরণ করিয়া থাকেন। রম্ভা ভগবতী গৌরীর অপরা মূর্ত্তি। তিনি যে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ মূর্ত্তিতে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, ইহা তাহার অন্যতম। রাজপুত রমণীগণ ধনভাগ্য-লাভেচ্ছায় বিকশিত শতপত্রী পুষ্পে দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন।

অরণ্য-ষষ্ঠী।—জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্ল পক্ষে দেবসেনা ভগবতী ষষ্ঠীদেবীর যে পূজা হইয়া থাকে, তাহাই অরণ্য-ষষ্ঠী নামে অভিহিত। দ্বাদশ মাসে ভগবতী যে দ্বাদশ * মূর্ত্তিতে প্রসূতীগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন ইহা তাহার অন্যতম। এই পর্ব্বোপলক্ষে পুত্রার্থিনী অথবা পুত্রমঙ্গলার্থিনী হিন্দু রমণীগণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বট বা অশ্বত্থমূলে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের ন্যায় মিবারে এই ষষ্ঠীপূজার কোন বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

* প্রসূত্যা দ্বাদশে মাসি সম্পূজ্যাপত্যবৃদ্ধয়ে।
সূতে জাতে তথা ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠী দ্বাদশরূপিনী॥
বৈশাখে চান্দনী ষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠেচারণ্যসংজ্ঞিতা।
আষাঢ়ে কার্দ্দমী জ্ঞেয়া শ্রাবণে লুণ্ঠনী তথা॥
ভাদ্রে চপেটী বিখ্যাতা দুর্গাখ্যাশ্বযুজে তথা।
নাড়্যাখ্যা কার্ত্তিকে মাসি মার্গে মূলকরূপিনী॥
পৌষে মাতৃরূপা চ শীতলা তপসি স্মৃতা।
গোরূপিনী ফাল্গুনে চ চৈত্রেঽশোকা প্রকীর্ত্তিতা।

স্কন্দপুরাণ।

রথযাত্রা।—আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান্ বিষ্ণুর রথযাত্রা হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে নারায়ণের দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী যাত্রা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই দ্বাদশ যাত্রা দ্বাদশটী ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ *। : রথযাত্রা তাহার অন্যতমা। যদিও রাজপুতগণ ভগবানের দোলযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা বিশেষ আড়ম্বর ও সমারোহের সহিত সমাপন করিয়া থাকেন ; কিন্তু এই উৎসবে তাঁহাদের সামান্যই উদ্যোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্ব্বতী-তৃতীয়া।—শ্রাবণ মাসের শুক্ল তৃতীয়াতে রাজপুতগণ পার্ব্বতী তৃতীয়াব্রত পালন করেন। কথিত আছে, এই দিবসে গিরিবালা ভগবতী গৌরী ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেবের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন। রাজপুতগণ এই পর্ব্বকে অতি পবিত্র এবং অবশ্যপালনীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে এই দিবসে যে কোন রমণী ভক্তি সহকারে পার্ব্বতীকে পূজা করেন, ভগবতী তাঁহার সর্ব্বকাম পূরণ করিয়া তাঁহাকে অন্তিমে আপনার সহচরী করিয়া লয়েন। তদনুসারে রাজপুতরমণীগণ সমুচিত ভক্তি সহকারে দেবীপূজা করিয়া থাকেন। রাজপুত পুরুষগণ যদিও এ ব্রত পালন করেন না ; কিন্তু তাঁহাদের মতে এই পর্ব্ব অতি পবিত্র ও পুণ্যময়। ভূমি-অধিকার অথবা পরিত্যক্ত গৃহে পুনরাগমন বিষয়ে তাঁহাদের মতে ইহা একটী অতি শুভ ও পবিত্র লগ্ন। ব্রিটিষ শাসনের সহিত মিবারের মৈত্রী বন্ধন হইলে নির্ব্বাসিত মিবারিগণ এই পুণ্য তিথিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এই দিবসে প্রত্যেক রাজপুতই লোহিত বর্ণের বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। জয়-পুরের নৃপতি এতদুপলক্ষে আপন সর্দ্দারদিগকে উক্ত বর্ণের এক একটী সজ্জা বিতরণ করেন। উদয়পুর অপেক্ষা জয়পুরে এই ব্রত পালনের কিছু বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। জয়পুরবাসিনী রমণীগণ ভগবতী পার্ব্বতীর একটী প্রতিমা প্রস্তুত ও উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া সুমোহন সঙ্গীত সহকারে তাহা আপনাদিগের স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন। রাজা স্বয়ং এবং সর্দ্দারগণ এই রমণীকুলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। এই উৎসব-উপলক্ষে সকল রাজপুতই আপন আপন দুহিতাকে এক একটী লাল পোষাক প্রদান করেন।

নাগপঞ্চমী।—শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে নাগজননী ভগবতী মনসার পূজা হইয়া থাকে। বর্ষার অবিরাম ধারাপতনে মাঠঘাট পরিপূরিত হইলে সর্পকুল গ্রামের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই সময়ে নাগগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দথিতে পাওয়া যায়। ভগবতী মনসা নাগেশ্বরী এবং বিষহরী। উক্ত পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার পূজা করিতে পারিলে লোকের নাগভয় দুর হইয়া যায়। সেই জন্য সকল হিন্দুই যথাবিধানে জগৎগৌরী মনসার পূজা করিয়া থাকেন। উদয়পুরে মনসা-পূজার কিছুই বিশেষ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

* বৈশাখে চান্দন, জৈষ্ঠে স্নান, আষাঢ়ে রথারোহণ, শ্রাবণে শয়ন, ভাদ্রে পার্শ্বপরিবর্ত্তন, আশ্বিনে বামপার্শ্ব পরিবর্ত্তন, কার্ত্তিকে উত্থান, অগ্রহায়ণে প্রাবরণ, পৌষে পুষ্যস্নান, মাঘে শাল্যোদন, ফাল্গুনে দোলারোহণ এবং চৈত্রে মদনভঞ্জিকা-যাত্রা। স্কন্দপুরাণে ভগবান্ বিষ্ণুর এই দ্বাদশ যাত্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মিবারের পর্ব্বোৎসব।

রাখীপূর্ণিমা।—শ্রাবণী পূর্ণিমাতে মিবারী রাজপুতগণ এই উৎসব আচরণ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, মুনিপুঙ্গব দুর্ব্বাসার উপদেশানুসারে শ্রবণা সকল প্রকার বিঘ্ন ও বিপদ হইতে দূরে থাকিবার জন্য আপন প্রকোষ্ঠে একগাছি বলয় ধারণ করিয়াছিলেন। সেই বলয় রাজপুতগণ কর্ত্তৃক রাখীবলয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাজপুতদিগের মতে কেবল ধর্ম্মযাজক ও রমণীগণই এই বলয় বিতরণ করিতে পারেন। অন্যথা তাহা অপ্রসিদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে। রাজপুত মহিলাগণ যাঁহাকে ভ্রাতৃত্বে বরণ করিতে বাসনা করেন, আপনাদিগের সখী অথবা কুলপুরোহিতদিগের দ্বারা তাঁহার নিকট উক্ত রাখীবলয় প্রেরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারাও যথাবিধানে ইহার প্রতিদান করিতে ত্রুটী করেন না। রাখী-বন্ধন যে একটী পবিত্র ও দৃঢ় সম্বন্ধ, তাহা ইতিপূর্ব্বে মিবারের ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের বঙ্গদেশে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় ভগিনীগণ যেমন ভ্রাতাদিগকে নব-বাস প্রদান করিয়া থাকেন, রাজপুত রমণীদিগকেও উক্ত পূর্ণিমা তিথিতে সেইরূপ আপনাপন ভ্রাতাকে নব-বসনে সজ্জিত করিতে দেখা যায়।

জন্মাষ্টমী।—ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-দিন। সকল হিন্দুই এই দিবসকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। রাণা উক্ত কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সর্দ্দার ও পারিষদগণের সহিত চৌগাঁ প্রাসাদে গমন করেন। সেই তৃতীয়া হইতে অষ্টমী পর্য্যন্ত ক্রমাগত ছয় দিন তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ বিধানে পূজা করিয়া থাকেন। অষ্টমীর প্রাতঃকাল হইতে উদয়পুরের গৃহে গৃহে উৎসব আরম্ভ হয়। সকলেরই গাত্রবসন হরিদ্রাসিক্ত,—সকলেরই মুখে হরিনাম-কীর্ত্তন। এই দিবসে মিবারের প্রতিগৃহ হইতে গীত বাদ্য ও আমোদ প্রমোদ উথলিত হইতে থাকে।

এই সময়ে রাণা আপনার পিতৃদেবতাগণের তর্পণ করিয়া থাকেন। এই তর্পণ ক্রমাগত এক পক্ষ ধরিয়া সমাচরিত হয়। যে আরানামক নগরে রাণার পিতৃপুরুষগণের এক একটী সমাধি-মন্দির আছে, রাণা তথায় গমন করিয়া ধূপ, দীপ, কুসুমমাল্য ও নানা প্রকার নৈবেদ্য দিয়া তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন এবং পুষ্পনালিকা দ্বারা সেই সকল মন্দিরের চারিদিক সজ্জিত করিয়া দেন। মিবারের প্রত্যেক সর্দ্দারকেই পিতৃদেবতাগণের প্রায় এইরূপ পূজা করিতে দেখা যায়।

খড়্গ-পূজা।—যে উৎসব-উপলক্ষে রাজপুতগণ খড়্গ পূজা করিয়া থাকেন, তাহার নাম 'নরাত্রি।' এই নরাত্রি মহোৎসব, রাজপুতদিগের সমরদেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের প্রথম দিবস হইতে এই বিচিত্র পূজা প্রারব্ধ হয়। সেই দিবস রাণা উপবাস করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক স্নান করিয়া তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করেন এবং তৎপরে খড়্গ-পূজায় নিরত হয়েন। গিহ্লোটকুলের প্রসিদ্ধ দ্বিধার অসি এই সময়ে আয়ুধাগার হইতে বহিরানীত হইয়া যথাবিধানে পূজিত হয়। তদনন্তর রাণা আপনার সর্দ্দারগণের সহিত একত্রিত হইয়া সেই পবিত্র খড়্গকে কিষণ পোল নামক একটী প্রসিদ্ধ তোরণদ্বারে আনয়ন

করেন। সেই তোরণদ্বারের পার্শ্বেই ভগবতী অষ্টভুজার মন্দির অবস্থিত। সেই মন্দিরের দ্বারদেশে রাজযোগী* আপনার অনুগত মহন্ত ও অন্যান্য যোগিগণের সহিত উপনীত হইয়া রাণার হস্ত হইতে সেই খড়্গ গ্রহণ করেন এবং দেবীর সম্মুখে স্থাপন করিয়া অতি সতর্কতার সহিত তাহা রক্ষা করিতে থাকেন। সেই দিন অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় নগরের ত্রিদ্বার মঞ্চ হইতে নাকরার গম্ভীর রব শ্রুত হয়। ইহা একটী সঙ্কেত-ধ্বনি। এই সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণ করিবা মাত্র রাণা আপনার সর্দ্দার ও সামন্তগণে পরিবৃত হইয়া মহিষ-শালার দিকে অগ্রসর হয়েন এবং তন্মধ্য হইতে একটী মহিষ বাহির করিয়া রণতুরঙ্গের উদ্দেশে বলি দিয়া থাকেন। তদনন্তর তিনি সদলে সেই ভগবতী চতুর্ভুজার মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজযোগীর পার্শ্বেই আসন গ্রহণ করিয়া তৎকরে দুইটী রৌপ্যমুদ্রা ও একটী নারিকেল প্রদান করেন এবং যথাবিধানে সেই খড়্গের পূজা করিয়া আপনার আবাস-ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

২য় দিবস।—পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় রাণা অদ্যও সদলে চৌগাঁ প্রাসাদে গমন করিয়া একটী মহিষ উৎসর্গ করেন। উদয়পুরের তোরণপাল নামক তোরণদ্বারসম্মুখে সেই দিবসে আর একটী মহিষকে বলি দেওয়া হয়। সন্ধ্যাকালে রাণা জগন্মাতার মন্দিরে গমন করেন। তথায় অনেকগুলি ছাগ ও মহিষ উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে।

৩য় দিবস। দিবার প্রথম ভাগে রাণার চৌগাঁযাত্রা;—তথায় মহিষ-বলিদান। তদনন্তর বৈকালে ভগবতী হর্ষদা মাতার পবিত্র মন্দিরে আগমন করিয়া তিনি পাঁচটী মহিষ বলি দিয়া থাকেন।

৪র্থ দিবস।—পূর্ব্বের ন্যায় রাণা চৌগাঁ প্রাসাদে গমন করেন। তথায় একটী মহিষ উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। তদনন্তর তিনি সদলে চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে গমন পূর্ব্বক দেবীর পূজান্তর রাজযোগীকে শর্কর ও কুসুমমালা উপহার প্রদান করেন। সেই মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড যুপকাষ্ঠে একটী মহিষ নিবদ্ধ থাকে; রাণা সেই বন্যজীব পশুকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কার্য্যে রাণার বিশেষ দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের অল্প দূরে সেই মহিষ যুপবদ্ধ থাকে। তিনি বাহকগণের স্কন্ধস্থিত এক খানি সিংহাসনের উপরিভাগে উপবিষ্ট হইয়া করে ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক অব্যর্থ সন্ধানে সেই পশুকে বধ করিয়া ফেলেন।

৫ম দিবস।—চৌগাঁপ্রসাদে নিয়মিত বলিদানের পর রাণার আদেশক্রমে তথায় গজযুদ্ধ হইয়া থাকে। তদনন্তর তিনি সদলে ভগবতী আশাপূর্ণার মন্দিরে যাত্রা করেন। তথায় একটী মহিষ ও একটী মেষ বলি দিয়া তিনি চোহানকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

৬ষ্ঠ দিবস।—এই দিবসে রাণা নিয়মিতরূপে চৌগাঁ প্রাসাদে গমন করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু উক্ত দিবসে তথায় কোনরূপ বলির আয়োজন হয় না। অপরাহ্নে চতুর্ভুজা

---

* রাজস্থানে একদল যোগী আছেন, তাঁহারা আবশ্যক মত অসিধারণ করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেই যোগী সম্প্রদায়ের অধিপতির নাম, রাজযোগী।

দেবীর পূজাবন্দনাদি সমাপন করিয়া তিনি কাণফোড়া যোগিদিগের মহন্ত ভিখারীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

৭ম দিবস।—চৌগাঁপ্রাসাদে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান সমাপনান্তর রাণা প্রধান অশ্বপালের প্রতি আদেশ করিলে সে ব্যক্তি রাণার সমস্ত অশ্বগুলিকে সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া সরোবরে স্নাপিত করিয়া আনে। সেই দিবস রজনীযোগে প্রাসাদে হোমের ধুম পড়িয়া যায়। একটী মেষ ও একটী মহিষ সেই সময়ে দেবীর সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। সেই দিবস রাণা কর্ণবিদ্ধ যোগীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন।

অষ্টমদিবসে প্রাসাদে হোম হয়। এই দিবস বৈকালে রাণা কতিপয় নির্ব্বাচিত সর্দ্দারের সমভিব্যাহারে নগরের বহির্ভাগস্থ শামীনা নামক গ্রামে গমন করিয়া তত্রত্য একটী গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৯ম দিবস।—এই দিবস প্রাতঃকালে চৌগাঁ অথবা অন্য কোন স্থানে যাইতে হয় না। রাণার অনুমতিক্রমে অশ্বপালগণ মন্দুরা হইতে অশ্বকুলকে উন্মোচিত করিয়া স্নাপিত করিবার জন্য সরোবরে লইয়া যায়। স্নাপনবিধি সমাপিত হইলে তাহারা নানা প্রকার নূতন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রাসাদে আনীত হয়। সর্দ্দার ও সামন্তগণ সেই সময়ে সেই তুরঙ্গ সমূহকে পূজা করিয়া থাকেন এবং অশ্বপালগণ রাণার নিকট নানা প্রকার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সেই দিবস অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় নাকরা উপর্য্যুপরি ক্রমাগত বারত্রয় শব্দিত হইলে রাজ্যের সমস্ত সর্দ্দার, সামন্ত ও সৈনিকগণ মাতাচল নামক গিরিকূটে গমন পূর্ব্বক সেই প্রসিদ্ধ দ্বিধার অসি আনয়ন করে। তাহারা প্রাসাদে পুনরাগত হইবামাত্র রাণা আসন হইতে উত্থিত হইয়া যথাবিহিত বন্দনার সহিত রাজযোগীর হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করেন। তদনন্তর সেই যোগীরাজ রাণার নিকট একটী উপহার প্রাপ্ত হয়েন। যে মহন্ত ক্রমাগত নয় দিবস ধরিয়া উপোষিত অবস্থায় খড়্গের পূজা করিয়াছেন, রাণা করক পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে রৌপ্য ও সুবর্ণমুদ্রা দান করেন। সেই দিন সমস্ত যোগীই উত্তমরূপ ভোজ্যদ্বারা পরিসেবিত হইয়া থাকেন।*

দশম দিবস।—এই দশমী তিথি ভারতের সমগ্র হিন্দুসমাজে বিশেষ বিদিত। কথিত আছে, ভগবান্ রামচন্দ্র সীতা দেবীকে উদ্ধার করিবার জন্য এই পবিত্র দিবসে দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কাধিপতির বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। রাজপুতগণ এই দিবসকে সামরিক ব্যাপারের বিশেষ উপযোগী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই দিবস প্রাতঃকালে রাণা আপনার দীক্ষা-গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এদিকে চৌগাঁ অথবা মাতাচল গিরিকূটে নানা প্রকার আসন বিস্তারিত হইতে থাকে। তথায় সমস্ত গোলন্দাজ সেনা সসজ্জ অবস্থায় বিরাজ করে। সন্ধ্যাকালে রাণা আপন সর্দ্দার ও সামন্তগণের সমভিব্যাহারে তথায়

---

* এই দিবসে রাজপুতকুমারগণ আপনাপন পিতাকে পূজা করিয়া থাকে। এই তিথিতে রাজপুতগণ প্রায় সকলেই কন্দমূলফলে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন।

স্মরন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথম কৈজরী নামক কোন একটী বৃক্ষকে পূজা করেন এবং তৎপরে পিঞ্জরাবদ্ধ নীলকণ্ঠ পক্ষীকে উদ্ধার করিয়া দিয়া গগনভেদী কামাননাদের মধ্য দিয়া স্বভবনে প্রত্যাবৃত হয়েন।

একাদশদিবসে সামরিক ব্যাপারের কিছু বেশী আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দিবস প্রাতঃকালে রাণা রাজকীয় সেনাদলে পরিবৃত হইয়া মাতাচল গিরিকূটের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। তাঁহার সমভিব্যাহারী সেনাদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাকরা ধ্বনিত হইতে থাকে। যথাকালে সেই মেরুশৃঙ্গে উপস্থিত হইলে রাজপুত বীরগণ আপনাদের নৃপতিকে নানা রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেহ কামান ধ্বনিত করেন, কেহ অশ্বচালন এবং কেহ বা শূল বা ভল্ল প্রক্ষেপ দ্বারা রাণার মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। এ দৃশ্য অতি মনোহর। যদিও শিশোদীয় কুলের অধঃপতনের সহিত এই সকল উৎসব-ব্যাপার অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ইহার মনোহারিত্ব ও সৌন্দর্য্যের আজিও কিছুমাত্র হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। রণতুরঙ্গকুলের মনোহর সজ্জা ও নৃত্য এবং সর্দ্দারগণের হাস্যোৎফুল্ল বদন, মনোরম বেশভূষা, অশ্ব ও অস্ত্রচালন এবং আস্ফালন দেখিয়া দর্শকমাত্রেরই হৃদয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠে। আবার যখন শরতের প্রখর তপন তাঁহাদের উজ্জ্বল সঙ্গিন, উন্মুক্ত তরবার ও ভল্লফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্বলন্ত জ্যোতিতে নৃত্য করিতে থাকে, তখন বোধ হয় যেন রঙ্গস্থলে শতসূর্য্য প্রকাশিত হইয়া আজি সূর্য্যবংশীয় রাণার লীলাভিনয় দর্শন করিতেছেন। এই রঙ্গস্থলের এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিলে মিবারের সেই জ্বলন্ত গৌরবের কথা মনে পড়ে। অমনি বীরকেশরী সংগ্রাম ও প্রতাপ সিংহের অদ্ভুত বীরত্ব ও অতিমানুষ ক্রিয়াকলাপ জীবন্ত ভাবে স্মৃতিপথে পতিত হইয়া হৃদয়কে মিবারের বর্ত্তমান নিৰ্জ্জীব অবস্থা হইতে সেই অতীত গৌরব-রাজ্যে বহন করে। কিন্তু তাহা ক্ষণ কালের জন্য; পরক্ষণেই স্মৃতি উদিত হইয়া মিবারের বর্ত্তমান শোচনীয় চিত্র মনশ্চক্ষের সম্মুখে ধারণ করে;—হৃদয় মথিত হয়, সেই সমস্ত মোহনীয় চিত্র অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এই শুভ দিবসে উদয়পুরের প্রত্যেক পণ্য-বিক্রেতা আপনাপন পণ্যশালাকে আম্রশাখা ও কুসুমমালিকায় সজ্জিত করিয়া থাকে। সেই সমস্ত পণ্যবিথিকার সম্মুখ ভাগে মূল্যবান্ বসনাবলির এক এক খানি আবরণী আলম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। শিবিরের সম্মুখে একটী তোরণদ্বার নির্ম্মিত হইয়া নানা কুসুমমালায় ও সুদৃশ্য বসনে সুসজ্জিত হইয়া থাকে। রাণা সেই গিরিকূট হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই তোরণকে স্পর্শ করিয়া প্রদক্ষিণ করেন। সেই উৎসবকালে তথায় যে সকল রাজপুত উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা মিবারের অধিপতি রাণাকে বিবিধ উপহার দান করেন। সেই সময় অনর্গল কামান ধ্বনিত হইতে থাকে এবং বন্দী ও ভট্টগণ মিবারের অতীত বীরগণের অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ কীর্ত্তন পূর্ব্বক রাণার স্তুতিবাদ করিতে থাকেন।

সেই দিন অনেকগুলি নবক্রীত তুরঙ্গ সেই রঙ্গস্থলে নীত হইয়া থাকে। রাণা সদলে যেমন সেই গিরিকূট হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করেন, অমনি অশ্বপালগণ

সেই সমস্ত নবীন অশ্বের নাম কীর্ত্তন করিতে থাকে। কাহার নাম মাণিক; কাহার বাজিরাজ; কাহারও বা বজ্র, এইরূপ নূতন নূতন নাম শ্রবণ করিতে করিতে পরিশেষে রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাণা সর্দ্দারদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করেন। সেই দিবস তিনি যে সজ্জা পরিধান করিয়া থাকেন, উৎসবান্তে কোতারিওর চৌহান সর্দ্দার তাহা প্রাপ্ত হয়েন। যে দিন দুরাচার বনবীরের নৃশংসাচরণে উদয়সিংহের জীবন বিপন্ন হয়, যেদিন পরম বিশ্বস্তা ধাত্রী পান্না আপনার হৃদয়কুমারের শোণিতে সেই পিশাচের রক্তপিপাসা নিবারণ করিয়া অনাথ রাজকুমারের জীবন রক্ষা করেন, সেই দিন যে চৌহান সর্দ্দার তাঁহাকে আপনার গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন; তিনি পূর্ব্বোক্ত কোতারিও সর্দ্দারের পিতৃপুরুষ। এই পুরস্কার তাঁহার সেই অদ্ভুত রাজভক্তির পবিত্র কৃতজ্ঞতানিদর্শন।

গণেশ-পূজা।—হিন্দুসন্তান মাত্রেই বিঘ্নবিনাশন সিদ্ধিদাতা ভগবান্ গণপতির পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার পবিত্র নাম অগ্রে স্মরণ না করিয়া কোন রাজপুতই কোন প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়েন না। যোদ্ধা তাঁহার সুমন্ত্রণা প্রার্থনা করেন, বণিক আপনার হিসাবপত্রের শিরোদেশে তাঁহার নাম প্রকটিত করেন এবং প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা গৃহ অথবা চৈত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিবার সময় তাঁহার প্রতিমা ভিত্তিগাত্রে স্থাপিত করিয়া থাকেন। রাজস্থানে এমন কোন রাজপুতেরই গৃহ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার দ্বারচুড়ে অথবা কবাটগাত্রে গণেশের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত না থাকে; এবং ভারতবর্ষে এমন কোন হিন্দুনগরই নাই, যাহার একটী না একটী দ্বার গণেশপোল নামে অভিহিত না হইয়া থাকে। উদয়পুরে গণেশ-দ্বার নামে একটী তোরণদ্বার আছে। রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেক পবিত্র শৈলকূটে উঠিবার দ্বারপথেই গণেশের এক একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ মিবারের অভ্যন্তরে একটী গিরিশিখর গণেশ-গিরি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ রাজস্থানের প্রত্যেক হিন্দু অধিবাসীই বিঘ্নহর সিদ্ধেশ্বর গণেশকে পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রিয় বাহন ইন্দুরও রাজপুতদিগের নিকট পূজা প্রাপ্ত হয়।

ভগবান্ গণেশের পূজা-বিধি বর্ণন করিতে গিয়া আমরা রাজপুতের প্রধান অবলম্বন, রাজপুত-বীর্য্যের একটী প্রধান পরিচায়ক দেবী-দত্ত দ্বিধার খড়্গের কথা ছাড়িয়া আসিয়াছি। এই খড়্গের সম্বন্ধে রাজপুতদিগের মধ্যে নানাপ্রকার গূঢ় ও অদ্ভুত বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ভগবতী চতুর্ভুজা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা গঠিত করিয়া ইহা বাপ্পারাওলকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেইদিন হইতে গিহ্লোট রাজকুমারগণ দীর্ঘকাল অবধি সেই দেব-কৃপাণ অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ভোগ করিলেন। পরিশেষে যেদিন দুর্দ্ধর্ষ তাতার বীর আল্লা-উদ্দীন ভীষণ যমদূতসম চিতোরপুরীকে আক্রমণ করিল, যেদিন চিতোরের দ্বাদশবীর মাতৃভূমিকে যবনগ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে প্রাণোৎসর্গ করিলেন, যেদিন সতী-প্রধানা পদ্মিনী চিতোরের লক্ষ্মীস্বরূপিণী অগণ্য রমণীর সহিত জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করিলেন, সেইদিন সেই পবিত্র খড়্গ গিহ্লোটকুলের অধিকার হইতে কিছুদিনের জন্য বিচ্যুত হইল।

পূর্ব্বেই মিবারের ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে যে,আল্লা-উদ্দীন চিতোর জয় করিয়াই মালদেব নামা অনেক শনিগুরু সর্দ্দারের হস্তে তাহার শাসনভার সমর্পণ করেন। বীরবর হামির সেই মালদেবের বিধবা দুহিতার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালদেব চিতোরপুরী প্রাপ্ত হইয়াই চিতোরের রত্নভাণ্ডার সমূহ আলোড়ন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, যে ভূগর্ভস্থ তমসাময় আগার সমূহে চিতোরের সতীগণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন অমূল্য রত্ন নিহিত থাকিবে। এই বিশ্বাস নিবন্ধন তিনি সেই ভীষণ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যদিও তাঁহার মনোমধ্যে সেই বিকট কুহরসম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল, তথাপি তাঁহার দারুণ কৌতূহল তাঁহাকে সেই সমস্ত কুসংস্কারের বশীভূত হইতে দিল না। লোকে সেই ভয়াবহ সুড়ঙ্গের সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভীষিকাময় গল্প বলিতে লাগিল। কেহ বলিল এক ভীষণ অজগর তন্মধ্যে রক্ষক বেশে অবস্থিত আছে,—কেহ বলিল এক বিকট প্রেতিনী সেই সুড়ঙ্গের চারিধারে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে,—কেহ ভয় দেখাইল সেই সঙ্কটময় গর্ত্তমধ্যে যে একবার প্রবেশ করে,তাহাকে আর সজীবনে ফিরিয়া আসিতে হয় না। মালদেব এইরূপ নানা লোকের নিকট নানাপ্রকার ভীতিপ্রদ গল্প শুনিতে পাইলেন ; কিন্তু তিনি তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য ভীত হইলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা অচল ও অবল রহিল। সেই দারুণ কৌতূহল দ্বারা চালিত হইয়া সাহসে নির্ভর পূর্ব্বক তিনি অবশেষে সেই ঘোরতমসাচ্ছন্ন গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন। কিরূপ প্রকারে এবং কোন্ পথ দিয়া যে, তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিলেন, ভট্টগ্রন্থে তাহার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না।

সেই সুড়ঙ্গ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন!—সেই গভীর সূচিভেদ্য বিভীষিকাময় অন্ধকাররাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাহসিক মালদেবের প্রতিক্ষণে শ্বাসবায়ু রোধ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণ নাশের আশঙ্কা হইতে লাগিল ; কিন্তু সে আশঙ্কায় তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও আকুল হইলেন না। আপনার পদ-শব্দের প্রতিধ্বনিতে তিনি আপনি চমকিত হইতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহা বলিয়া ভীত হইলেন না। সাহসে ভর করিয়া একমাত্র অনুমানের সাহায্যে তিনি স্খলিতপদে একদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি সুড়ঙ্গ মধ্যে এক প্রকার নিবিড় নীললোহিত আলোক দেখিতে পাইলেন। মালদেবের সাহস দৃঢ়তর হইল, হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই বিকট আলোক পরিকথিত ভূত, প্রেত, পিশাচ অথবা ভুজঙ্গের নিবসতি হইতে নির্গত হইতেছে, কি না, তাহা তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না ; বরং দ্বিগুণতর সাহসে নির্ভর করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে সেই নির্দ্দিষ্ট আলোকের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি সহসা স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হইল,—হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, মস্তকের কেশরাশি ক্রুদ্ধ শল্লকীর কণ্টকাবলীর ন্যায় তীব্রবেগে উদ্যত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন,—একটী বৃহৎ চুল্লির উপরে একখানি প্রকাণ্ড কটাহ স্থাপিত রহিয়াছে,

এবং সেই চুল্লির বিকট গর্ভ মধ্যে এক প্রকার নীলরক্ত অনল জ্বলিতেছে। সেই অনলের আলোকেই সুড়ঙ্গ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি বীভৎসবেশা নাগিনী সেই প্রকাণ্ড কটাহের চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া বিকট গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে এবং এক একবার আপনাপন হস্তস্থিত মায়াযষ্টি দ্বারা সেই কটাহ স্পর্শ করিতেছে! মালদেব সেই বিভিষিকাময় কাণ্ড দেখিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কি করিবেন, কি করিলে মঙ্গল হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার শেষপদ-শব্দ সেই গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ ও নর্ত্তন শব্দে বিলীন হইয়া গেলে নাগিনীগণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহাদের সেই অনলোদ্গারী নয়ন ও বিকট মুখভঙ্গি দেখিয়া মালদেবের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল; কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে সেই হৃদয়স্থ ভীতির কিছুমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। তিনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই ভীষণা ভুজঙ্গিনীগণ তাঁহার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শনিগুরু সর্দ্দার ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর অথবা নাগ,—আপনারা যাহাই হউন, আপনাদের চরণে প্রণাম। আপনাদিগের গভীর শান্তি ভঙ্গ অথবা আপনাদের গূঢ় আবাসভবনের রহস্য উদ্ভেদ করিতে আমি এখানে আগমন করি নাই। গিহ্লোট-কুলের অধীশ্বর বীরবর বাপ্পা রাওলকে ভগবতী চতুর্ভুজা একখানি দৈব খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন; সেই খড়্গ এতদিন চিতোরের মধ্যেই ছিল, কিন্তু বিগত যবনবিপ্লবে চিতোর-ধ্বংস হইলে তাহা যে কোথায় গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। অতএব, আপনাদের চরণে নিবেদন, যদি আপনারা তাহা রাখিয়া থাকেন, আমাকে প্রত্যর্পণ করুন।" ভুজঙ্গিনীগণ কিছুই উত্তর করিলেন না; কিন্তু মালদেবের নির্ভীকতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহারা সেই কটাহের মুখাবরণ তুলিয়া লইল। তাহাতে মালদেব সেই কটাহ মধ্যে এক প্রকার বীভৎস দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, তন্মধ্যে নানাপ্রকার জন্তুর নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড বিখণ্ডিত অবস্থায় একত্রিত রহিয়াছে। সেই সকল জীবদেহের মধ্যস্থল হইলে একটী শিশুর সুকোমল বাহু তাঁহার নয়নগোচর হইল। মালদেব চমকিত হইলেন,—ভাবিলেন এ শিশু কে? কিয়ৎক্ষণ পরেই নাগিনীগণ রক্ত মাংস-বসামিশ্রিত সেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটী পাত্রে রাখিয়া মালদেবের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে তৎসমুদায় ভোজন করিতে ঈঙ্গিত করিল। পিশাচ-ভোগ্য সেই সমস্ত দুর্গন্ধময় দ্রব্য ভোজন করিতে মালদেব মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধা করিলেন না; তিনি তৎ-সমুদায়ই গলাধকরণ করিয়া শূন্য পাত্রখানি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এই দুঃসাহসিক ও নির্ভীক ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল যে, মালদেব সেই দেবী-দত্ত খড়্গ ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি। তদনুসারে সেই নাগিনীগণ সন্তুষ্ট হইয়া সেই দৈবকৃপাণ তৎকরে প্রত্যর্পণ করিল। শনিগুরু পতি তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া সদর্পে আপনার বিজয় চিহ্ন সহকারে সেই বিকট সুড়ঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।*

---

* মালদেবের উক্তপ্রকার দৈব-কৃপাণোদ্ধারের সহিত জিৎ-রমণী হার্ব্বরের ত্রিশূঙ্গ নামক অসির

শনিগুরু সর্দারের দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া যেদিন হামির চিতোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, সেই দিন এই খড়্গও উদ্ধার করিয়াছিলেন। অন্য কোন ভট্ট গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাণা হামিরই ভগবতী চারণী দেবীর পূজা করিয়া এই খড়্গ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মী-পূজা।—রাজপুতগণ কার্তিকী কোজাগরী পূর্ণিমায় পরম ভক্তিসহকারে সৌভাগ্য-দায়িনী ভগবতী লক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে এই লক্ষ্মীপূজার যেরূপ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়, মিবারে ঠিক সেইরূপ আড়ম্বরই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ইহার পরবর্ত্তী অমাবস্যা দিবসে মিবারে দেওয়ালি অর্থাৎ দীপদান পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই দিবস রাত্রে সমগ্র রাজস্থান হইতে জ্বলন্ত জ্যোতি বিস্ফুরিত হইতে থাকে। ইহার প্রতি নগর, গ্রাম ও সেনানিবেশ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া দিবাভাগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মিবারের অধিপতি হইতে পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষাজীবী পর্য্যন্ত সকলেই আপনাপন সাধ্যানুসারে স্ব স্ব গৃহ দীপাবলিতে সজ্জিত করিতে ক্রটী করেন না। এই দিবস মিবারের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নানা উপকর্ণে নৈবেদ্য সজ্জিত করিয়া লক্ষ্মীর মন্দিরে গমন করে। রাণা এতদ্দিবসে আপনার প্রধান সচিবের সম্মুখে বসিয়া আহার করেন; এবং সেই মন্ত্রী রাণার করধৃত একটী বৃহৎ মৃণ্ময় দীপবৃক্ষের উপরিভাগে অনর্গল তৈল নিসেক করিতে থাকেন। এরূপ প্রথা রাণার সকল আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক আচরিত হয়। যে অক্ষক্রীড়া ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ মনুকর্তৃক অতি অনিষ্টকর বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, রাজপুতগণ এই দেয়ালী উৎসবে তাহা আচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ক্রীড়ায় যাহার জয়লাভ হইবে, সম্বৎসর তাঁহার শুভ যাইবে।

ইহার পরবর্ত্তী শুভ দ্বিতীয়া তিথিতে প্রসিদ্ধ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব সমাচরিত হইয়া থাকে। কথিত আছে তপন-তনয়া যমুনা উক্ত দিবসে স্বীয় ভ্রাতা যমকে স্বগৃহে ভোজন করাইয়াছিলেন। সেই জন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পবিত্র ভ্রাতৃ-প্রেম প্রকাশ করিবার পক্ষে প্রশস্ত দিবস বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে পরিবর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যদিগের শাসন-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যে কোন রমণী উক্ত পবিত্র দিবসে স্বীয় ভ্রাতাকে চন্দনতাম্বুলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভোজন করাইয়া থাকেন, তিনি কখন বৈধব্যযন্ত্রণায় পীড়িত হয়েন না এবং তাঁহার ভ্রাতাও দীর্ঘজীবন সম্ভোগ করিয়া অন্তে শমন-শাসন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

উদ্ধারের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কি রাজপুত, কি জিৎ সকল প্রাচীন বীরগণ যে, অসিকে প্রধানতম সহায় বলিয়া মনে করিতেন, তাহা জগতের প্রাচীন ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। এইমাত্র যে জিৎ-রমণীর নাম উল্লেখিত হইল, তিনি একজন প্রসিদ্ধ জিৎবীরের দুহিতা। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর আপনাদের পবিত্র তরবার দেখিতে না পাওয়াতে তিনি নানাপ্রকার মন্ত্রের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। এতদ্বিবরণ "হার্ব্বারার শাগ" নামক একখানি আইসলণ্ডীয় ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

মিবারের পর্ব্বোৎসব।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে রাজপুতগণ কর্ত্তৃক গোপার্ব্বণ আচরিত হইয়া থাকে; সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ক্ষুরোদ্ধৃত ধূলিরাশিতে দিগ্‌দেশ রঞ্জিত করিতে করিতে গাভীগণ যখন স্ব স্ব বিশ্রামাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেই পবিত্র গোধূলি-লগ্নে রাজপুতগণ ভক্তি সহকারে তাহাদিগের অর্চ্চনা করেন।

অন্নকূট।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রাজস্থানে যতগুলি উৎসব হয়, তন্মধ্যে অন্নকূট সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই উৎসব-ব্যাপার নাথদ্বারে মহা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে অসংখ্য বৈষ্ণব উক্ত পুণ্যতীর্থে আগমনপূর্ব্বক এই মহাপর্ব্বে যোগ দান করে। রাজস্থানের ভিন্ন ভিন্ন নগরে ভগবান্ বিষ্ণুর যে সপ্তমূর্ত্তি বিরাজিত আছে, এই উৎসব আরব্ধ হইবামাত্র তৎসমুদয়ই নাথদ্বারে নীত হইয়া বিবিধ বিধানে পূজিত হইয়া থাকে। সেই সপ্ত বিগ্রহের পরিতৃপ্তির জন্য নাথজী দেবের পবিত্র মন্দির-প্রাঙ্গনে রাশীকৃত অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া কূটাকারে স্থাপিত হয়, ভগবানের পূজা-বিধি সমাপিত হইলে তাঁহার ভক্তগণ সেই স্তূপীকৃত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া ফেলে। রাজপুত জাতির গৌরবকালে এই অন্নকূট মহোৎসব গুরুতর সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত। যখন অনর্থকর যুদ্ধবিগ্রহের দিগ্‌দাহি অনলস্পর্শে রাজস্থানের অন্তর্দ্দেশ ভস্মে পরিণত হয় নাই, যখন বিষ্ণুপরায়ণ রাজপুতগণ আপনাপন অধিপতিগণের উন্নত গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পরমানন্দে পরমেশচরণে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে পাইতেন, রাজস্থানের সেই সৌভাগ্যের দিনে অন্নকূট পর্ব্বাধিবেশনে একদা চারিটী প্রধান রাজপুত নরপতি নাথদ্বারের পবিত্র তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়া অমূল্য মণিরত্ন প্রদান পূর্ব্বক রাজপুতগৌরবের প্রদীপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মিবার-পতি রাণা অরিসিংহ, মারবার-রাজ বিজয় সিংহ, বিকানীর-রাজ গজসিংহ এবং কিষণ গড়ের অধিপতি বাহাদুর সিংহ;—এই নৃপচতুষ্টয় আপনাপন সাধ্যানুসারে এক এক খানি রত্নালঙ্কার অর্পণ করিয়া দেব-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। রাজপুত নৃপতিদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া মধ্যবিত্ত অবস্থার রাজপুত মহিলাদিগের দাক্ষিণ্যের বিষয় শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কথিত আছে, পূর্ব্বোক্ত নৃপচতুষ্টয়ের সম্মিলনকালে সুরাটের একটী বিধবা রমণী সত্তর হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছিলেন। আজি রাজস্থানের শোচনীয় দুরবস্থার সময় এরূপ বিবরণ অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হইতে পারে বটে; কিন্তু রাজস্থানের অনন্ত গৌরবের সময়ে রাজপুতগণ যে, দেবসেবায় এরূপ এবং কখন কখনও ইহা অপেক্ষা অধিক ধনসম্পত্তি উৎসর্গ করিতেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিবারের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

এস্থলে প্রয়োজন-বোধে আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত সপ্তমূর্ত্তির বিবরণ প্রকটিত করিতে বাধ্য হইলাম। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বল্লভাচার্য্য ঐ সপ্ত মূর্ত্তিকে একত্রিত করিয়া মহনীয় অন্নকূটোৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সপ্তমূর্ত্তি অনেক দিন অবধি এক মন্দিরে রক্ষিত ছিল, পরিশেষে বল্লভের পৌত্র গিরিধারী আপন সপ্ত পুত্রের মধ্যে ভগবানের সেই সপ্তরূপকে বিভাগ করিয়া দেন। গিরিধারীর সেই সপ্তপুত্রের বংশধরগণ

আজিও প্রধান পুরোহিত রূপে সেই সপ্ত দেবমূর্ত্তির মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই সপ্তরূপের নাম এবং আধুনিক বাসস্থানের আখ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

	নাথজি	নাথদ্বার।
১।	নোনীত	নাথদ্বার।
২।	মথুরানাথ	কোটা।
৩।	দ্বারকানাথ	কাঙ্কারাওলি।
৪।	গোকুলনাথ বা গোকুলচন্দ্রমা...	জয়পুর।
৫।	যদুনাথ	সুরাট।
৬।	বেতালনাথ	কোটা।
৭।	মদনমোহন	জয়পুর।

ভগবান্ নাথজি সর্ব্বপ্রধান বলিয়া এই সপ্তরূপের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েন নাই।

নোনীত, বা ননান্দদেবের মন্দির নাথজির সন্নিকটে সংস্থাপিত। ইহাঁর অপর নাম বালমুকুন্দ। ইনি বালকমূর্ত্তি—দক্ষিণ হস্তে পেড়া নামক মোদক স্থাপিত। প্রাচীনকাল হইতে ইনি গৃহদেবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। যবনগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ভগ্ন হইলে ভগবান্ বালমুকুন্দ অনেক দিবস ধরিয়া যমুনাসলিলে নিমগ্ন ছিলেন। পরিশেষে একদা বল্লভাচার্য্য স্নান করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন। বল্লভ সেই দেবমূর্ত্তি আপনার বাটীতে আনয়ন করিয়া গৃহদেবতার মন্দির মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং ভক্তিসহকারে পূজা করিতে লাগিলেন। সেইদিন ভগবান্ নোনীত বল্লভের কুলদেবতা স্বরূপ গৃহীত হইয়া যে প্রভূত পূজা প্রাপ্ত হইলেন, সে সম্মান হইতে আর তিনি বঞ্চিত হইলেন না। আজিও সেই প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যের বংশধরগণ ভগবান্ বালমুকুন্দকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়মূর্ত্তি মথুরা-নাথের সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। একদা ইনি মিবারের অন্তর্গত কামনর নগরে অবস্থিত ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে সেইস্থল হইতে অন্তরিত হইয়া অধুনা কোটা-রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।

বল্লভাচার্য্যের তৃতীয় প্রপৌত্র বালকৃষ্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় মূর্ত্তি দ্বারকানাথকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, সত্যযুগে অমরিক নামে জনৈক নৃপতি সূর্য্যবংশে অবতীর্ণ হইয়া এক বিষ্ণু-মূর্ত্তিকে পূজা করিয়াছিলেন; এই দ্বারকানাথ সেই বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতিরূপ। চতুর্থ মূর্ত্তি গোকুলচন্দ্রমার সম্বন্ধে উক্তরূপ বিচিত্র বিবরণই শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়, বল্লভাচার্য্য ইহাঁকে যমুনাতীরস্থ কোন একটী বিল মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আপনার শ্যালককে অর্পণ করেন। তদনন্তর গোকুল-চন্দ্রমা গোপজীবন গোকুলপুরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। যদিও এক্ষণে তিনি জয়পুরে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি গোকুল-বাসিগণ তাঁহার সেই পূর্ব্বতন পবিত্র মন্দিরে প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধানে পূজা করিতে ত্রুটি করেন না।

ভগবানের পঞ্চম মূর্ত্তি যদুনাথ পূর্ব্বে মথুরার সন্নিকটস্থ মহাবন নামক স্থানে বিরাজ করিতেন। দুর্দ্ধর্ষ মহম্মদ গজনান কর্ত্তৃক মথুরাপুরী বিধ্বস্ত হইলে তাঁহার বর্ত্তমান বাসস্থান সুরাট নগরে তিনি নীত হয়েন। ষষ্ঠ বিগ্রহ বেতাল-নাথ, বা পাণ্ডুরঙ্গকে সম্বৎ ১৫৭২ অব্দে বারাণসীর গঙ্গাগর্ভে পাওয়া গিয়াছিল। সপ্তম মদনমোহনের পূজাবিধি একটী রমণীকর্ত্তৃক সমাপিত হইয়া আসিতেছে।*

যে অন্নকূট-উৎসব বর্ণন করিতে করিতে আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সপ্ত বিগ্রহের বিষয় আনিয়া ফেলিলাম, তাহার এখনও দুই চারিটী কথা বর্ণনীয় রহিয়াছে। রাণা এতদ্দিবস নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। উদয়পুরের প্রধান রঙ্গস্থল চৌগাঁ প্রাসাদে গমন করিয়া তিনি তৎসম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গনে ঘোড়দৌড় ও গজযুদ্ধ প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রীড়া দর্শন করেন। সেই দিবস সন্ধ্যাকালে নানাপ্রকার অদ্ভুত অগ্নিক্রীড়ার সহিত অন্নকূট-উৎসব সমাপিত হয়।

মকরসংক্রান্তি।—টড সাহেব ভ্রমক্রমে কার্ত্তিকী বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিকে মকরসংক্রান্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাহউক, কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি যে, একটী পবিত্র দিবস তাহা হিন্দুসন্তান মাত্রই অবগত আছেন। এই দিবস রাণা আপনার সর্দ্দার ও সামন্তগণে পরিবৃত হইয়া চৌগাঁ প্রাসাদে গমন করিয়া থাকেন। তিনি সর্দ্দারদলের সহিত তথায় অশ্বারোহণে গোলক ক্রীড়া করেন।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে এমন কোন বিশেষ পর্ব্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও তিথি নক্ষত্রের সহযোগে এই দুই মাসের মধ্যে দুই চারিটী দিবস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; তথাপি রাজপুতগণ তৎসমুদায়কে পর্ব্বদিবস বলিয়া গ্রহণ করেন না। কেবল অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তাঁহাদের একটু উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিথি মিত্রসপ্তমী নামে খ্যাত। ভগবান্ দিবাকর এই দিবসে ভগবতী অদিতীর গর্ভ হইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং সূর্য্যবংশীয় রাণা যে, এতদ্দিবসকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য।*

রাজপুতস্বাধীনতার লীলা-নিকেতন, বীরত্ব ও মহত্বের সাধনক্ষেত্র, হিন্দুগৌরবের আদর্শস্থল বীরজননী মিবারভূমির ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা ও পর্ব্বোৎসবাদি যথানিয়মে বর্ণিত হইল।

---

* মহাত্মা টড সাহেব ইংরাজ হইয়া রাজপুতদিগের ধর্ম্ম ও পর্ব্বোৎসবাদি সুচারুরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যদিও স্থানে স্থানে তাঁহার ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বিচার করিয়া দেখিতে গেলে সেরূপ ভ্রমপ্রমাদ মার্জ্জনীয়। তিনি যদি সংস্কৃত জানিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ দুই চারিটী ভ্রমে পতিত হইতেন না। এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে যে ভানুসপ্তমীর বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা এই মিত্র-সপ্তমীর নামান্তর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। টড, সাহেব সেই ভানুসপ্তমীকে সূর্য্যের জন্মদিবস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ দিবাকর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠকগণের বিদিতার্থ ভবিষ্যপুরাণ হইতে একটী প্রমাণবচন উদ্ধৃত হইল।

"অদিতেঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মিত্রো নাম দিবাকরঃ।
মার্গশীর্ষস্য মাসস্য শুক্লে পক্ষে শুভে তিথৌ।
সপ্তম্যাং তেন সা খ্যাতা লোকেঽস্মিন্ মিত্রসপ্তমী॥"

রাজস্থান।

যে লেখনীর সাহায্যে বাপ্পারাওলের বীরত্ব, সমরসিংহের সমর-কৌশল, সংগ্রামসিংহের মহানুভাবুকতা, প্রতাপসিংহের জলন্ত আত্মত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমিকতা, এবং রাজসিংহের নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা বর্ণিত হইয়াছে, সেই লেখনীদ্বারাই তাঁহাদের বংশধরদিগের বিলাস-প্রিয়তা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা—অবশেষে সূর্য্যসম্ভূত গিহ্লোটকুলের শোচনীয় অধঃপতন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইল। যে গিহ্লোটগণ বীরতা, সভ্যতা, তেজস্বিতা ও মহানুভাবুকতায় একদা সভ্য জগতের আদর্শস্বরূপ ছিলেন, যাঁহাদের বীর্য্যবহ্নি সুদূর হিন্দুকুশ পর্ব্বত ভেদ করিয়া জলন্ত স্রোতে পৌরাণিক শাকদ্বীপের বক্ষঃ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, যাঁহাদের একটী মাত্র বংশধরের অলৌকিক বীরত্বে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের প্রচণ্ড বল প্রতিহত হইয়া পড়িয়াছিল, আজি তাঁহাদের একটী সামান্য বংশধর সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় অতি দীন হীন ভাবে কালযাপন করিতেছেন। যে জলন্ত বহ্নি-কণা ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি লোমকূপ হইতে বিস্ফূরিত হইত, আজি তাহা দুর্ভাগ্যরূপ কঠোর শৈত্যের সংস্পর্শে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে! আর সে তেজ নাই;—আর সে দীপ্তি নাই,—আর সে বিশ্বদাহন উত্তাপ নাই! সকলই নিবিয়া গিয়াছে! সমস্তই শীতল হইয়া পড়িয়াছে! জড়তা—নিস্তব্ধতা—নিঃস্পন্দতা মিবারের সর্ব্বাঙ্গকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে! উন্নত, অভ্যুত্থিত, গৌরবান্বিত মিবারের দারুণ,—শোচনীয়—হৃদয়বিদারক অধঃপতন হইয়াছে। তাহার অভ্রংলিহ গৌরবচূড়া চূর্ণ হইয়া ভূমিতল চুম্বন করিতেছে! আর মিবারের উঠিবার শক্তি নাই। শক্তির দুর্গস্বরূপ মিবার আজি শক্তিহীন। কিন্তু তাহা বলিয়া কি মিবার আর উঠিবে না? তাহা বলিয়া কি মিবারভূমি এ দারুণ অধঃপতন হইতে আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে না? পারিবে। আশা হইতেছে,—মিবার আবার উঠিবে; মিবারের সন্তানগণ আবার মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে;—চিতোরের প্রাকারাবলি ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে আবার উঠিতে সক্ষম হইবে। আবার বাপ্পারাওল, সমরসিংহ, প্রতাপ ও রাজসিংহের স্তূপীকৃত চিতাভস্ম হইতে নূতন নূতন মহাপুরুষ উদ্ভূত হইবেন। চিতোর আবার হাসিবে; তাহার হাস্যে ভারতভূমি উজ্জ্বল হইবে? আশা হইতেছে;—কিন্তু কে বলিতে পারে—এ আশা সফল হইবে কি না? আশা! হা কুহকিনি!—মায়াবিনি, একি তোর ছলনা?